রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত
শ্রীসুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদিত



শিক্ষা অধিকার
ত্রিপুরা
১৯৭৬

প্রকাশক : শিক্ষা অধিকার
আগরতলা, ত্রিপুরা

প্রথম সংস্করণ : মে, ১৯৭৬

প্রচ্ছদ : শ্রীস্বপন নন্দী

মুদ্রক : এন. কে. গোসেন এণ্ড কোং (প্রাঃ) লিঃ
১৩/৭, আরিফ রোড, কলিকাতা-৬৭

পরিচিতি

কয়েকবছর আগে শিক্ষা অধিকারের উদ্যোগে রাজন্যশাসিত ত্রিপুরার সরকারী মুখপত্র 'ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট'-এর একটি নির্বাচিত সঙ্কলন প্রকাশিত হয়। সঙ্কলনটি শুধু ত্রিপুরায় নয়, সমগ্র দেশের সুধীবৃন্দের কাছে সমাদর পেয়েছে। শিক্ষা অধিকার সম্প্রতি আর একটি সঙ্কলন প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে 'ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট'-এর প্রবর্তন হয় বলেই মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য বা তাঁর পূর্ববর্তী মহারাজাদের আমলের সরকারী কাগজপত্র ঐ সঙ্কলনে প্রত্যাশিত ছিল না; অথচ এই প্রাচীন হিন্দু রাজ্যটিতে প্রশাসনিক কাজ বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে যে বাংলাতেই সম্পন্ন হত তার ধারাবাহিক নিদর্শন বহু আয়াসলব্ধ হলেও এখনও একেবারে দুর্লভ নয়। অবিলম্বে সেগুলির উদ্ধার ও সঙ্কলনের প্রয়োজন উপলব্ধি করে শিক্ষা অধিকার ত্রিপুরার শেষ স্বাধীন মহারাজার প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, ত্রিপুরার ঐতিহাসিক কাগজপত্রের দিশারী ও প্রবীণ সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে তাঁর ও শিক্ষা অধিকারের শিক্ষামূলক প্রকাশনের আযুক্ত আধিকারিক শ্রীযুক্ত সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগ্ম সম্পাদনায় সতের শতকের মধ্যভাগ থেকে বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত—মোটামুটি হিসাবে তিনশো বছরের সরকারী কাগজপত্রের একটি নির্বাচিত সঙ্কলন প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সঙ্কলিত কাগজপত্রের পরিমাণ বিপুল। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির জন্যই কিছু নিদর্শন বর্তমান সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। সেগুলি পরে প্রকাশ করা যেতে পারে।

দীর্ঘকাল এই সঙ্কলনের কাজে ব্যাপৃত থাকার জন্যই এ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয়ের এমন কিছু প্রণিধানযোগ্য বক্তব্য রয়েছে যা তাঁর ভাবনা-চিন্তার ফলশ্রুতিরূপে গণ্য। সেই সব বক্তব্য উপস্থাপনে যাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয় সেই উদ্দেশ্যে সঙ্কলনের সম্পাদকীয় দুটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অংশে সঙ্কলনের নামকরণ, নথিপত্রে উল্লিখিত সন-তারিখ, রাজাদের রাজত্বকাল, রাজমন্ত্রী ও প্রবীণ কর্মচারিবর্গের বিবরণ ইত্যাদি নানা বিষয়ে শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয়ের মূল্যবান অভিমত উপস্থাপিত হয়েছে। দ্বিতীয়ভাগে ত্রিপুরায় প্রচলিত বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য, রাজ্যের প্রশাসনিক চিত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন শ্রীযুক্ত সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। দুজনের সম্মিলিত প্রয়াসে সঙ্কলনটি প্রকাশ করা সম্ভব হল বলে তাঁদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আমার স্থির বিশ্বাস, সঙ্কলনটি সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

অধিপ চৌধুরী
শিক্ষা অধিকর্তা ও যুগ্ম সচিব
ত্রিপুরা

১লা মার্চ, ১৯৭৬

বিষয়-সূচী

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

সম্পাদকীয় (পূর্বার্ধ)

প্রায় পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ একদা 'ত্রিপুরা-সাহিত্য-সম্মিলনী'তে আগরতলায় বলিয়াছিলেন, "আমাদের দেশের রাজ্য কেরানী চালিত বিপুল কারখানা নহে--নির্ভুল নির্ব্বিকার এঞ্জিন নহে--তাহার বিচিত্র সম্বন্ধ-সূত্রগুলি লৌহদণ্ড নহে, তাহা হৃদয়তন্তু--রাজলক্ষ্মী প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার কর্ম্মের শুষ্কতার মধ্যে রসসঞ্চার করেন, কঠিনকে কোমল করেন, তুচ্ছকে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিয়া দেন, দেনা পাওনার ব্যাপারকে কল্যাণের কান্তিতে উজ্জ্বল করিয়া তোলেন এবং ভুলত্রুটিকে ক্ষমার অশ্রুজলে মার্জ্জনা করিয়া থাকেন। আমাদের মন্দ ভাগ্য আমাদের দেশীয় রাজ্যগুলিকে বিদেশী আপিসের ছাঁচের মধ্যে ঢালিয়া তাহাদিগকে কলরূপে বানাইয়া না তুলে--এই সকল স্থানেই আমরা স্বদেশ লক্ষ্মীর স্তন্যসিক্ত স্নিগ্ধ বক্ষ-স্থলের সজীব কোমল মাতৃস্পর্শ লাভ করিয়া যাইতে পারি, এই আমাদের কামনা। মা যেন এখানেও কেবল কতকগুলো ছাপমারা লেপাফার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া না থাকেন--দেশের ভাষা, দেশের সাহিত্য, দেশের শিল্প, দেশের রুচি, দেশের কান্তি এখানে যেন মাতৃবক্ষে আশ্রয়লাভ করে এবং দেশের শক্তি মেঘমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের মত আপনাকে অতি সহজে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিতে পারে।"

("দেশীয় রাজ্য", বঙ্গদর্শন (নবপর্য্যায়), ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা)।

দীর্ঘকাল পরে তিনি রাজধানী আগরতলার 'কিশোর-সাহিত্য-সমাজে' ত্রিপুরার সাহিত্য সেবা প্রসঙ্গেই পুনরায় ব্যক্ত করেন,

"এই (ত্রিপুরার) রাজপরিবারে বহুকাল থেকে বাংলাভাষার সম্মান চলে আসছে। বস্তুতঃ সকল দেশের ইতিহাসে স্বাভাবিক অবস্থায় দেশের ভাষা কেবল মাতৃভাষা নয়, তা' রাজভাষা। দেশের রাজার যেমন কর্ত্তব্য প্রজাকে পালন করা, তেম্নি ভাষাকে রক্ষা করা। × × × এই পরিবারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আমি দেখেছি। এই পরিবারের সঙ্গে আমার যোগ সেই অনুরাগ সূত্রে দৃঢ়তর হয়েছিল।"

('রবি' সাহিত্যপত্র, রবীন্দ্র সম্মেলন সংখ্যা, ১৩৩২ বাং)।

এই বিশেষ আকর্ষণেই প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, নবীনচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ প্রমুখ খ্যাতিমান পণ্ডিতবৃন্দ অতীতকালে ত্রিপুরার সাহিত্য সেবার বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন এবং বর্তমানকালেও প্রখ্যাত সাহিত্যিক আচার্য ও অধ্যাপকবৃন্দ এবং ভাষাতত্ত্ববিৎগণের সপ্রশংসদৃষ্টি রাজগী ত্রিপুরার রাজভাষার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। ভাষা-জননীর ষোড়শোপচারে সেবার উপকরণ অসামান্য ও অফুরন্ত। এই অন্নকূট-মহোৎসবের এক অংশে ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের অনুরাগ ও পৃষ্ঠপোষকতায় এই রাজ্যে বাংলা ভাষা রাজভাষারূপে বহু শতাব্দীকাল যাবত ব্যবহৃত হইয়া একটি ক্ষমতাশালী ও সাবলীল প্রশাসনিক ভাষায় আত্ম-প্রকাশ সার্থকরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। যথাস্থানে এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হইয়াছে।

নিদর্শন সংগ্রহের অনুপ্রেরণা, সঙ্কলনের সূচনা ও সহায়ক পরিবেশ

এই গ্রন্থভুক্ত নিদর্শনাদি সংগ্রহের প্রেরণার ও সূচনার পশ্চাতে লেখকের একটু ব্যক্তিগত বক্তব্য আছে। ঘটনার দিক হইতে অকিঞ্চিৎকর হইলেও, ইহার অভাবনীয়ত্বের এবং অভিনবত্বের কারণেই জীবনের স্মৃতিপটে তাহা আজও সমুজ্জ্বল। এই সংগ্রহের সহিত সেই ব্যক্তিগত স্মৃতির সম্বন্ধ অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, তাই সংক্ষিপ্ত পরিসরেই ঘটনাটি একবার স্মরণ করিব।

ইংরেজী ১৯২৭ সনের কথা। সবে মাত্র উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদের প্রধান দফতর 'খাস সেরেস্তায়' (নৃপতি-বর্গের নিজস্ব আফিস) সহকারীরূপে প্রবেশ করিয়াছি। কার্যে যোগদানের সপ্তাহকাল মধ্যেই রাজ্যেশ্বরের

মুখ্যসচিব আমাকে জানাইলেন যে, রাজপ্রাসাদের নীচতলায় অবস্থিত 'তোষাখানা' নামক গুদামঘরের সংলগ্ন একটি অন্ধকার স্থানে খাস সেরেস্তার পূর্বতন আফিস হইতে আনীত বহু পুরাতন কাগজপত্র, ফাইল, হিসাব-বহি ইত্যাদি বহু বৎসর যাবৎ অপরীক্ষিত ও অবহেলিত আবর্জনার স্তূপের মত মাটিতে পড়িয়া আছে। এগুলি পরীক্ষাপূর্বক প্রয়োজনীয় ও সংরক্ষণযোগ্য কাগজপত্র বাছাই করিয়া আনিতে হইবে এবং বাদবাকী সবই বিনষ্ট করা যাইবে। পর দিবসই এই বাছাই কার্যে একমাসের জন্য মোতায়নের আদেশ ও সাহায্যকারী-রূপে জনৈক বৃদ্ধ মুসলমান চাপরাশী সঙ্গে লইয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইলাম। রাজপ্রাসাদের নীচু একতলার প্রায় মধ্যবর্তী একটি হিমশীতল প্রকোষ্ঠ--আলো হাওয়ার কোন সম্পর্কই নাই--ঢুকিতেই যেন ভয় হইল। যাহা হউক, অল্পকালের মধ্যেই সাময়িকভাবে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা হইয়া গেল। দেখিলাম, ঘরের মেঝেতে স্তূপীকৃত অন্ততঃ ২।১ শত পুরাতন ফাইল ও বহু ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত কাগজপত্র সম্ভবতঃ ২০।২৫ বৎসর যাবত লোকচক্ষুর অন্তরালে ধূলিধূসরিত অবস্থায় পড়িয়া আছে।

কাজ আরম্ভ হইল। কয়েকদিন পর সঙ্গীয় চাপরাশী সৈয়দ সফিউর রহমান চৌধুরী একটা বৃহৎ ফাইলের স্তূপ নাড়া দিতেই ভিতর হইতে বাহির হইল, আন্দাজ ২।৪ মাস পূর্বে পরিত্যক্ত ৭।৮ ফুট লম্বা একটা গোক্ষুর সাপের খোলস্ (slough)! স্বভাবতই ভীত ও বিহ্বল হইলাম এবং সেদিনের জন্য কাজ বন্ধ হইল। ২।৩ দিন পর ঐ বৃদ্ধ মুসলমান চাপরাশীর প্রেরণায় কাজে প্রবৃত্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, একটা বিক্ষিপ্ত খোলা কাগজের অসাধারণত্বে তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হইল ও ভাজ খোলা কাগজটি তুলিয়া লইলাম। দেখা গেল, অতি উৎকৃষ্ট হাতে-তৈরী কাগজের উপর ঘন কালো কালিতে সদ্যসমাপ্ত লেখার মতোই, আরবী অথবা পারশীতে ১৫।১৬ লাইন লেখা একটি ছবির মতো চিঠি--সোনালী তবকে ও বড় একটা সীলমোহরের ছাপে অলঙ্কৃত। সীলমোহরের ছাপ ছাড়াও, চিঠিটি পারশীতে একাধিক স্বাক্ষরও বহন করিতেছে। সুতরাং, ইহার আভিজাত্য ও অসামান্যতা সুস্পষ্ট, অথচ সারা চিঠির একটি বর্ণও আমার বুঝিবার সাধ্য নাই। ঘরের বাহির হইয়া রৌদ্রের আলোকে চিঠিটির ঔজ্জ্বল্য সমধিক পরিস্ফুট হইল। তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিলাম. 'শ্রীরাজমালা'-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ও বর্ষীয়ান ৺কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের দফ্তরে। চিঠিখানা তাঁহাকে দেখাইতেই তিনিও ইহার অসাধারণত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেন। উভয়ে মিলিয়া তৎকালীন মুখ্যসচিব দেওয়ান বিজয়কুমার সেন মহাশয়ের নিকট গেলাম। অবিলম্বেই, দ্বারে অপেক্ষমান একটি ফিটনগাড়ী পাঠাইয়া স্থানীয় উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় 'উমাকান্ত একাডেমী'র উচ্চ পারশী-শিক্ষক মৌলভী সিরাজুল ইস্‌লামকে এবং বাজার মস্‌জিদের ইমাম্ সাহেবকে রাজবাড়ীতে আনা হইল। উভয় মৌলভী সাহেবই চিঠিটি অল্পসময় পরীক্ষা করিয়া প্রায় যুগপৎ বলিয়া উঠিলেন, "আরে! এ যে বাদ্‌শা ঔরঙ্গজেব কর্তৃক ত্রিপুরেশ্বর গোবিন্দমাণিক্যকে লেখা মূল চিঠি!!"

ত্রিপুরার তথা সারা ভারতবর্ষের সমকালীন ইতিহাসের দালিলিক নিদর্শনরূপে এই মহা মূল্যবান দলিলটির এইরূপ আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারের আনন্দ ও বিস্ময় সহজেই অনুমেয়। মৌলভীদ্বয় মিলিত চেষ্টায় ইহার বঙ্গানুবাদ করিলেন। দেখা গেল, দিল্লীর ময়ূর-সিংহাসনের জন্য বাদশাহের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, মোহম্মদ শাহ সুজা সুবে বাংলা হইতে আরাকান অভিমুখে পলায়নপর হইয়া (১৬৬০ খ্রীঃ) ত্রিপুরেশ্বরের আশ্রয়ে আত্মগোপন করিয়া আছেন--এই সংবাদ পাইয়া 'দুষ্মন্' সুজাকে ধৃত করতঃ অবিলম্বে বাদশাহের নিকট প্রেরণের অনুরোধ সম্রাট ঔরঙ্গজেব ত্রিপুরেশ্বর গোবিন্দমাণিক্যকে জানাইতেছেন। এইরূপ প্রামাণিক দলিলটি স্থানচ্যুত হইয়া কি দুরবস্থায় এতকাল আত্মগোপন করিয়াছিল! মুখ্য-সচিব মহাশয় অগৌণে মৌলভীদ্বয়সহ আমাকে রাজসকাশে উপস্থিত করিলেন। প্রণাম করিয়া চিঠিটি মহারাজকে দিলাম। মহারাজ আনন্দে আত্মহারা হইয়া তদীয় দফ্তরে সদ্য নিযুক্ত এই ক্ষুদ্র কর্মচারীকে সবিশেষ অভিনন্দিত করিলেন এবং গোক্ষুরের খোলসের গল্পও শুনিলেন। আমার কর্মজীবনে এই সর্বপ্রথম প্রাপ্ত রাজ-অভিনন্দন আশীর্বাদের কাজ করিয়াছে। ত্রিপুরার স্বর্গতঃ মহারাজকুমার, উর্দু ও ফারসীতে পণ্ডিত সমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা (বড় ঠাকুর) বাহাদুর তৎসময়ে সাময়িকভাবে কলিকাতা হইতে আসিয়া পুরাতন আগরতলার পরিত্যক্ত রাজবাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। কালক্রমে তিনি এই সংবাদটি শুনিয়া একদা রাজপ্রাসাদে আগমন করতঃ মহারাজের নিকট হইতে চিঠিটি চাহিয়া লইয়া গেলেন। ঐ সময় তৎপ্রণীত "ত্রিপুরার স্মৃতি" গ্রন্থটির মুদ্রণ কার্যও শেষ হইয়া প্রকাশের অপেক্ষায় ছিল। বাদ্‌শাহ ঔরঙ্গজেবের এই চিঠিটি মহারাজের অনুমতিক্রমে তৎকৃত পারশী পাঠ ও বঙ্গানুবাদ "ত্রিপুরার স্মৃতি" গ্রন্থের পরিশিষ্টের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ১৯২৭ সনেই কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। মহারাজকুমার সমরেন্দ্র চন্দ্র তৎকৃত এই বঙ্গানুবাদটির মধ্যে বাদ্‌শাহী পত্রের সন তারিখ, মোহরাঙ্কন অথবা কোনও স্বাক্ষরের সম্বন্ধে আলোকপাত করেন নাই। তবুও, ভারতীয় ইতিহাসের মধ্যে সর্বজন বিদিত এই ঘটনাটির এবং সংসৃষ্ট বাদ্‌শাহী চিঠিটির বঙ্গানুবাদের মূল্যও অল্প নহে--বিশেষতঃ এই গ্রন্থটিও এখন দুষ্প্রাপ্য বলিয়া ইহা পাদটীকায়

পুনর্মুদ্রিত হইল।[১] প্রসঙ্গক্রমে বলা ভাল যে, কৈলাসচন্দ্র সিংহ রচিত "রাজমালা" গ্রন্থে (১৮৯৬) বাদশাহ লিখিত এই পত্রটির উল্লেখ রহিয়াছে। পুনরাবিষ্কারের পর এই মূল পত্রটি কয়েক বৎসর কাল নানা প্রসঙ্গে একাধিকবার দেখা গিয়াছিল। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয়, মূল্যহীন এই দলিলটির কোন সন্ধান বিগত ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যে আর পাওয়া যায় নাই। রাজপ্রাসাদের সেরেস্তা সমূহে, এমন কি রাজ-অন্তঃপুরেও সকল সম্ভাব্য স্থানে মহারাজ কিরীটবিক্রমকিশোর ইহার বহু অনুসন্ধান করিয়া পুনরুদ্ধারে বিফল মনোরথ হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার নিকটই জানা গিয়াছে। প্রাচীন দালিলিক সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে ত্রিপুরার এই ক্ষতি অপূরণীয়। আলোচ্য এই বাদ্‌শাহী চিঠিটির উপর ত্রিপুরার মহাকরণের (তৎকালীন মন্ত্রী আফিস) পলিটিক্যাল বিভাগে অতীতকালে একটি ফাইলও সৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছি। কিন্তু, বিগত ২০।২৫ বছরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদে এতৎসম্বন্ধে এযাবৎ আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এই সূত্রটি ধরিয়া ভবিষ্যতে আরও বিশেষ অনুসন্ধানের অবকাশ আছে বলিয়া মনে হয়।

যাহা হউক, নির্দিষ্ট সময় মধ্যে মৎপ্রতি অর্পিত গুরুদায়িত্বপূর্ণ কার্য-সম্পাদন সম্পূর্ণ করিয়া একদিকে যেমন আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলাম, অন্যদিকে বিভিন্ন প্রকৃতির ও নানা বিষয়ের বহু পুরাতন নথীপাঠে যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা এবং ত্রিপুরার রাজভাষারূপে ব্যবহৃত বাংলার যে ব্যাপক পরিচয় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পাওয়ার সুযোগ ঘটিয়াছিল, তাহার মূল্য ছিল অসামান্য। ইহাই এই সংগ্রহকার্যে অনুপ্রেরণার আদি-উৎস বলিয়া আজও গৌরবে স্মরণ করি। উপরোক্ত অবস্থার মধ্যেই, বাংলা ভাষায় নিষ্পন্ন সরকারী কাগজপত্রের প্রতিলিপি সংগ্রহকার্য ব্যক্তিগত আনন্দে আরম্ভ করিলাম। ঔরঙ্গজেবের মূল চিঠির সঙ্গে সহাবস্থিত মহারাজ বীরচন্দ্রের রাজত্বকালীন দলিলপত্রের বিস্তর উপকরণও তৎসময়েই সঞ্চিত হয়--যাহা এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। উদ্দেশ্যবিহীন কৌতূহল চরিতার্থের জন্যই চল্লিশ বৎসরের উর্ধকাল নানাবিধ বাংলা দলিলের প্রতিলিপি আহরণেই কাটিয়া গেল। ইহার পেছনে গবেষণার অথবা গ্রন্থ সংকলনের কোনও প্রবৃত্তি বা প্রেরণা ছিলনা বলিয়াই ইহার সম্পূর্ণকরণের প্রয়োজনীয়তাবোধেরও অভাব ছিল। প্রদর্শিত মূল নিদর্শনাদির অধিকাংশই এখন বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। সাধারণ পাঠকবর্গ এবং অনুসন্ধানী গবেষকগণ যদি স্ব স্ব প্রয়োজনানুযায়ী অন্ততঃ পথের সন্ধান গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যতে অগ্রসর হইতে পারেন তবেই এই সংকলন কার্য সার্থক হইবে।

জাতীয় অধ্যাপক, আচার্য ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১৯৫৩ সনে একবার, এবং আগরতলায় রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী ভবনের শিলান্যাস উপলক্ষ্যে পুনরায় ১৯৬১ সনে এখানে আগমন করেন। ত্রিপুরার রাজকীয় দলিল সংগ্রহের এই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার কথা কোনও সূত্রে তিনি পরস্পর শুনিয়া অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে দীনকুটিরে পদার্পণ করেন। সংগৃহীত বহু দলিল স্বয়ং পরীক্ষাপূর্বক এই মূল্যবান সংগ্রহটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া ত্রিপুরার তদানীন্তন চীফ্ কমিশনার মিঃ নানজাপ্পার এবং তদানীন্তন শিক্ষা-সচিবের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করেন। তাঁহার সুচিন্তিত প্রস্তাব ও অনুপ্রেরণাই এই সঙ্কলনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। নানাবিধ কারণেই সংগ্রহটির সঙ্কলন ও গ্রন্থরূপে আত্মপ্রকাশে একটি যুগ কাটিয়া গেল! তবুও তদীয় অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ চিরস্মরণীয়।

ত্রিপুরা রাজ্যের বাংলা দলিল সংকলনের ক্ষেত্রে প্রথম গ্রন্থটি ১৯৭১ সনে "ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট সঙ্কলন" নামে রাজ্যের শিক্ষা অধিকার কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। রাজ্যের মুদ্রিত সরকারী গেজেটে ১৯০৩ হইতে ১৯৪৯

১। ঔরঙ্গজেব কর্তৃক গোবিন্দমাণিক্যের নিকট লিখিত পত্রের বঙ্গানুবাদ ("ত্রিপুরার স্মৃতি")--

"অতুলনীয় উচ্চ কুলোদ্ভব সৌভাগ্যবান রাজ্যেশ্বর বিষম সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত মহারাজা গোবিন্দমাণিক্য বাহাদুর--আল্লাতালা আপনার রাজ্য সুমঙ্গলে রক্ষা করুন।

"আমি সুনিশ্চিতরূপে অবগত হইয়াছি যে, আমার চিরশত্রু সুজা ভবদীয় রাজ্যে গোপনে অবস্থান করিতেছে। মদীয় পূর্ব্বপুরুষের সম্মানিত মহোদয়গণের সহিত আপনার গৌরবান্বিত পূর্ব্বপুরুষগণের পরস্পর আত্মীয়তা ও প্রণয় থাকা বশতঃ আমাদিগের সহিত বিবাদে লিপ্ত আফ্‌গানেরা ভবদীয় রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলে আপনার মহামান্য পূর্বপুরুষগণ অসি প্রহারে যেরূপ সেই দুষ্ট আফ্‌গানদিগকে বঙ্গদেশে বিতাড়িত করিতেন, বর্ত্তমানে আমিও তদ্রূপ আশা করি--আমার লিখানুসারে আপনি উক্ত শত্রু (সুজা)কে ধৃত করিয়া সত্বর আমার নিকট প্রেরণ করেন! যদি আপনার অভিমত হয়, তবে আমার সেনাপতিকে মুঙ্গেরে অপেক্ষা করাইব। তাহাকে ধৃত করিবার পর আপনার সেনাপতির রক্ষণাবেক্ষণে সাবধানে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন--যেন প্রাচীন বন্ধুতা স্থায়ী রহে। নতুবা ইহা নিশ্চয় জানিবেন--আপনার রাজ্যে উক্ত অপরিণামদর্শীর অবস্থান করার জন্য ভবিষ্যতে আমাদিগের পরস্পর মধ্যে বিবাদ ও মনোমালিন্য সংঘটিত হইবে। আমার লিপি অনুসারে কার্য্য হইবে বলিয়া আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি।"

খ্রীঃ সন মধ্যে প্রকাশিত প্রশাসনিক দলিলসমূহ হইতে নির্বাচিত উপাদান ঐ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থটি ইতিমধ্যেই পত্র-পত্রিকায় ও সাহিত্যসেবী বিশিষ্ট পণ্ডিতমণ্ডলীর ও প্রতিষ্ঠানের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এই দিক হইতে পরবর্তী অর্থাৎ বর্তমান প্রচেষ্টাটি উক্ত 'গেজেট সঙ্কলন' গ্রন্থেরই পরিপূরক ও পরিবর্ধিতরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কারণ, এই গ্রন্থের, অন্তর্গত নিদর্শনাদির সময়সীমা ১৯৪৯ খ্রীষ্টীয় সনে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ত্রিপুরা রাজ্যের সাঙ্গীকরণের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া অতীতের অভিমুখে কিঞ্চিদধিক তিনশত বর্ষকাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত।

ত্রিপুরার প্রাচীন দলিলের দুষ্প্রাপ্যতা

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ ঈশানচন্দ্রের মৃত্যুর পর যুবরাজ বীরচন্দ্রের রাজ্যভার গ্রহণের পূর্ববর্তীকালের দুই শতাধিক বৎসরের সময়মধ্যে নানা বিভাগীয় প্রশাসনিক বাংলার নিদর্শন সামান্য কতিপয় রাজকীয় দান. পত্রাদি, আবাদযোগ্য ভূমি বা বনবন্দোবস্ত ইত্যাদি বৈষয়িক দলিলাদির বাছাই করা সামান্য কয়েকটি নিদর্শন গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দানপত্রাদির বহির্ভূত অন্যবিধ শ্রেণীর সরকারী দলিলের স্বল্পতার কতিপয় কারণ অনুমিত হয় যে, বিগত শতকের প্রায় প্রথমার্ধ পর্যন্তও রাজ্যের প্রশাসনিক বহুক্ষেত্রে বর্তমানের তুলনায় লিখিত পত্রব্যবহার অতি অল্পই ছিল। বিচারাদি ও ভূমিরাজস্ব সম্বন্ধে যৎসামান্য নিয়ম-কানুন অবশ্যই ছিল। বৈষয়িক রাজকার্যের বহির্ভূত, প্রশাসনিক কাজকর্ম বাচনিক আদেশ নির্দেশের মাধ্যমেই যথাসম্ভব সম্পন্ন হইত। তৎকালীন ত্রিপুরারাজ্যের বিস্তীর্ণ অরণ্যপ্রদেশ নিতান্তই জনবিরল ছিল এবং কতিপয় সঙ্কীর্ণ নদী-উপত্যকা-অঞ্চলের সামান্য অংশেই কিছু জনবসতি দৃষ্ট হইত--যাহারা হল কর্ষণে অভ্যস্থ ছিল। পাহাড় অঞ্চলের প্রশাসনে, আদিবাসী, যাযাবর, জুমিয়া প্রজাদের ক্ষেত্রে প্রথানুযায়ী প্রধানতঃ অলিখিত বাচনিক অথবা সামান্য লিখিত আদেশই যথেষ্ট কার্যকরী ছিল। যদিও, সমতল ত্রিপুরা ও সংলগ্ন চাকলা রোশনাবাদ জমিদারীর ক্ষেত্রে মোগল প্রভাবিত লিখিত ব্যবস্থাদি এবং পরে ইংরেজ কোম্পানী-প্রশাসিত দালিলিক প্রয়োজনও সমধিক দৃষ্ট হইত।

রাজভাষা মূলতঃ বাংলাই ছিল। ত্রিপুরার প্রাচীন তাম্রপট্ট, মুদ্রা, রাজকীয় সীল-মোহর ইত্যাদিতে ইহার প্রমাণ ছড়াইয়া আছে। এখন প্রশ্ন জাগে, পরিমাণে অল্প হইলেও সুপ্রাচীন ত্রিপুরার প্রশাসনিক পুরাতন কাগজপত্র এখন প্রায় সম্পূর্ণই অবলুপ্ত হইল কেন? ইহার কারণ বহুবিধ। পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যই স্বল্প পরিসরে আলোচনা করিব।

ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরে রাজপাট প্রতিষ্ঠিত ছিল কয়েকশত বৎসর। এই সময়মধ্যে রাজধানীর দফতর-সেরেস্তাসমূহে প্রশাসনিক কাজকর্মের দালিলিক নিদর্শনসমূহ সঞ্চিত থাকাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু, দলিলাদি সংরক্ষণের রীতির ও প্রয়োজনবোধের অভাব, রাজ্যাধিকার লইয়া পারিবারিক কলহ ও সংঘর্ষ, সাময়িকভাবে রাজন্যবর্গের পর্বতাঞ্চলে বারবার রাজপাট পরিবর্তন, চট্টগ্রাম প্রদেশ হইতে মগের আক্রমণ ও লুন্ঠন, মোগল ও বাংলার নবাবী অভিযানসহ আক্রমণকারিগণের রাজধানী উদয়পুরের অল্পকালস্থায়ী অধিকার এবং পরিশেষে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সমসের গাজী কর্তৃক উদয়পুরসহ রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চল কয়েক বৎসরের জন্য দখল প্রভৃতি রাজনৈতিক কারণে স্বল্পসঞ্চিত দলিল-দস্তাবেজও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গেছে। পরিশেষে, রাজ্য হইতে বিতাড়িত যুবরাজ কৃষ্ণমণি নবাব সরকার কর্তৃক সমসের-নিধনের পর রাজ্য পুনরুদ্ধার পূর্বক মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য রূপে সিংহাসনে আরোহণ পূর্বক খ্রীষ্টীয় ১৭৬০ সনের অল্প পূর্বেই রাজধানী উদয়পুর পরিত্যাগ করিয়া অত্যল্পকাল প্রথমতঃ কৈলারগড়ে (বর্তমান কস্‌বা অথবা কমলা সাগর), ও তৎপর পুরাতন আগরতলায় নূতন করিয়া রাজপাট স্থাপন করেন। এক শতকের মধ্যেই তথা হইতেও ক্রমে ক্রমে (মিঃ কামিংএর রিপোর্ট অনুসারে ১৮৩৮ খ্রীঃ হইতে পঞ্চাশ বৎসর সময়ের মধ্যে রাজধানী পুনরায় বর্তমান আগরতলায় উঠিয়া আসিয়া এখানে (নূতন আগরতলা) প্রশাসনিক আফিস আদালতাদি ও, রাজপ্রাসাদাদি স্থাপিত হইয়াছে। মিঃ হান্টারের গেজেট (ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল একাউন্ট) অনুসারে ১৮৭১ খ্রীষ্টীয় সনেই নূতন আগরতলায় সর্বপ্রথম মিউনিসিপ্যাল কমিটি স্থাপিত হয়।

উপরে বর্ণিত কারণাদি ব্যতিরেকেও, তৎকালে দলিল-দস্তাবেজ সংরক্ষণের অভাব যথেষ্ট ছিল--একথা আগেই বলা হইয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও দেখা গিয়াছে, মহারাজ বীরচন্দ্রের রাজত্বকালের পূর্ববর্তী সরকারী কাগজ তৎকালেই অত্যন্ত বিরল হইয়াছিল। রাজপ্রাসাদস্থ সেরেস্তায় রক্ষিত দলিলাদির স্বল্পতার কারণ ছিল--সিংহাসনের দাবিদারী লইয়া গৃহকলহ। অন্যান্য দফ্‌তর, সেরেস্তা ও মহাফেজখানা (রেকর্ড রুম) তৎকালীন

রীত্যনুযায়ী বাঁশ ও খড়ের তৈরী কাঁচা গৃহে স্থাপিত ছিল এবং দলিল-দস্তাবেজ অধিকাংশই রাখা হইত, বাঁশ ও সাধারণ কাঠের তৈরী তাক বা সেল্ফে। অনেক স্থলে সরকারী কাগজপত্র কান-ফোঁড়া ফাইলে গ্রথিত হইয়া বৎসরের পর বৎসর বাঁশের দেয়ালগাত্রে ঝুলন্ত অবস্থায় সঞ্চিত ও অবশেষে স্বাভাবিক নিয়মেই পরিত্যক্ত হইত। এতদ্ভিন্ন আবহাওয়ার আর্দ্রতা, উইপোকা, ঘুন ও ইঁদুরের আক্রমণ, অগ্নি ও ঝড়-বৃষ্টির পরীক্ষা ইত্যাদি বহু প্রতিকূল অবস্থা দলিল-দস্তাবেজের বিলোপ সাধনে সক্রিয় সহায়তা করিয়াছে। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শতবর্ষমধ্যের মহারাজ বীরচন্দ্রের সমকালীন কাগজপত্রও সরকারী রেকর্ডরুমে সংরক্ষণের অব্যবস্থায় ও অবহেলায় এবং খাস সেরেস্তায়ও পূর্ববর্তী সময়ে সিংহাসনে উত্তরাধিকারীত্বের কলহে প্রায় সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ১৯২৭ সনে কর্মে প্রবেশ করিয়াও দেখিয়াছি, নৃপতিবর্গের স্বাক্ষরিত বা মোহরাঙ্কিত সর্বপ্রকার আদেশাদিই বিষয়-নির্বিচারে তারিখের ক্রম অনুযায়ী গার্ড ফাইলে (তৎকালে রাজাদেশ সম্বলিত ফাইলকে "মেমো ফাইল" বলা হইত) গঁদ সংযোগে আটকাইয়া রাখার রীতি ছিল। অর্ধশতাব্দী পূর্বেও খাস সেরেস্তায় দেখা গিয়াছে যে, তথায়ও মহারাজ রাধাকিশোরের পূর্ববর্তী কোন নৃপতির আদেশাবলীর "গার্ড ফাইলের" অস্তিত্বই ছিলনা। তাই, ত্রিপুরা রাজ্যের ১৯৪৯ সনে সারা ভারতরাষ্ট্রের সহিত সাঙ্গীকৃত হওয়ার পরবর্তীকালে রাজ প্রাসাদস্থ খাস সেরেস্তায় রাশি রাশি আলমারীবদ্ধ দলিল দস্তাবেজ যাহা ছিল, রাজ্য সরকার কর্তৃক রাজপ্রাসাদ অধিগ্রহণের পর তাহার কি পরিমাণ লোকচক্ষুর অন্তরালে কোথায় আছে তৎসম্বন্ধে এখন সঠিক বলাও দুষ্কর। আর, মহাকরণ-এর রেকর্ডরুমে প্রশাসনিক দলিল সংরক্ষণ সম্বন্ধে বর্তমান যুগের নিয়ম সম্মত লেখ্যাগার (archives) প্রবর্তন ও ব্যবহারের উপযুক্ত বিধি-ব্যবস্থাতো অদ্যাপি প্রচলিত হয় নাই। এ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থা এবং গবেষকগণের পরীক্ষাদির সুযোগ উন্নততর প্রণালীতে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

উপরোক্ত নানাবিধ কারণেই, প্রশাসনের অধিকাংশ বিভাগের ক্ষেত্রেও, এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বাংলা দলিলের সংগ্রহ মূলতঃ মহারাজ বীরচন্দ্রের রাজ্যভার গ্রহণের সময় মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিতে হইয়াছে। তৎপূর্ববর্তী প্রদর্শিত, গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ভুক্ত কতক দলিল কৈলাসচন্দ্র সিংহ ও কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত সম্পাদিত যথাক্রমে 'রাজমালা' ও 'শ্রীরাজমালা' গ্রন্থে, মিঃ কামিং প্রণীত চাকলা রোশনাবাদ গং জমিদারীর সার্ভে ও সেটলমেন্ট রিপোর্ট, অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি প্রণীত 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' ইত্যাদি গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থও এখন অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। অবশ্য, ব্যক্তিগত বহু অনুসন্ধানের ফলে প্রাপ্ত কয়েকটি অপ্রকাশিত দলিলও প্রথম অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হইল। বাকী দলিলাদি এবং রাজ্যেশ্বর ও রাজ সরকারের নিকট দাখিলী কয়েকটি সবিস্তার প্রাচীন প্রতিবেদন (রিপোর্ট) ইত্যাদির দ্বারা এই খণ্ডটির কলেবর বৃদ্ধি করা সম্ভব হইল না।

চাকলা রোশনাবাদ গং জমিদারী

ত্রিপুরেশ্বরগণের চাকলা রোশনাবাদ গং জমিদারীর সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, এই জমিদারী ভৌগোলিকভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের--তথা বর্তমানকালে ভারতরাষ্ট্রের বহির্ভূত হইলেও, ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় চতুর্দিকের সীমানা সংলগ্ন আনুমানিক ছয়শত বর্গমাইল বিস্তৃত এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল ত্রিপুরা রাজ্যের সহিত নানাভাবেই অবিভক্ত ও অবিভাজ্য গণ্য হইত। প্রাচীনকালে এই জমিদারীর সমগ্র অঞ্চলই রাজ্যের অধিকারভুক্ত ছিল। কালক্রমে তৎকালীন বিস্তৃততর রাজ্যের সমতলভাগের এই সকল অঞ্চল প্রথমে মোগলের কুক্ষিগত ও তৎপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকারের অন্তর্গত হইয়া, তৎকালীন ত্রিপুরেশ্বর দ্বিতীয় রাজধরমাণিক্যের সহিত ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী জমিদারী বন্দোবস্তে পরিণত হয় এবং দেশ বিভাগের পরবর্তী সময়ে পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত হয়। ত্রিপুর-নৃপতিগণ উত্তরাধিকার সূত্রে রাজ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গেই এই জমিদারীরও মালিক বলিয়া স্বীকৃত হইতেন। রাজ্যের সীমা বহির্ভূত হইলেও, চাকলা রোশনাবাদের শাসনকার্য্য রাজ্যের প্রশাসন দ্বারাই সংসাধিত হইত এবং রাজ্যের ও জমিদারীর কর্মচারিবৃন্দের মধ্যে বদলীর সূত্রে পরিবর্তন, নিবর্তন রাজধানী হইতে এক কেন্দ্রীয় প্রশাসন দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইত। ফলে, ত্রিপুরার প্রশাসনিক বাংলার উপর এই ব্যবস্থার প্রভাব সুস্পষ্ট বলিয়া এরাজ্যের সরকারী ভাষার ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রেও পারস্পরিক অনুপ্রবেশ উভয়মুখী হইয়াছে। চাকলা জমিদারীর শাসন সংক্রান্ত সংগৃহীত নিদর্শনগুলির অধিকাংশ এজন্যই একটি ভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অতঃপর রাজ্য ত্রিপুরার রাজমন্ত্রী ও শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সংস্থাসমূহের তালিকা দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং প্রাসঙ্গিকভাবেই চাকলা রোশনাবাদ জমিদারীর প্রধান শাসনকর্তাদের প্রায় দুইশত বৎসরের একটি নামের তালিকা এখানেই উল্লেখ করি।

চাকলা জমিদারীর ম্যানেজারগণের মধ্যে, কুমিল্লা সহরের প্রায় তিন মাইল পশ্চিমে ময়নামতীর পথে দুর্গাপুর গ্রামের সিংহরায় পরিবারের দেওয়ান সুরমনি সিংহ রায়, কালীচরণ সিংহরায়, দুর্গাচরণ সিংহরায় এবং

গোপালকৃষ্ণ সিংহরায়, ১৭৬০ হইতে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পুরুষানুক্রমে চাকলার দেওয়ান (পরবর্তী সময়ে ম্যানেজারের সমপর্যায়ে) নিযুক্ত ছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে প্রায়শঃই এই সকল দেওয়ানের সহিত উদ্ধত বিদেশী জেলা কালেক্টার ও উর্ধতন বৃটিশ কর্মচারীদের সংঘাত উপস্থিত হইত এবং বংশানুক্রমিক দেওয়ানগণের স্বেচ্ছাচারিতা দ্বারা সময় সময় প্রজাগণ উৎপীড়িত হইত। এই সকল কারণে, কুমিল্লা সহরের তৎকালীন বিখ্যাত নাগরিক ও ভূম্যধিকারী মঁসিয়ে পিয়ারে কুর্জন ১৮২০ হইতে প্রায় ১৮৪২ পর্যন্ত, তৎপর মিঃ জে, পি, ওয়াইজ্ (১৮৪২), দেওয়ান রামদুলাল নন্দী (১৮৪২--৪৩), মিঃ ডব্লিউ,এফ,' ক্যাম্পবেল ১৮৪৩ হইতে ১৮৬৫ পর্যন্ত ২২ বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়েই চাকলার ম্যানেজার পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যেই অত্যল্পকালের জন্য তিনি মন্ত্রীর মর্যাদায় মহারাজ বীরচন্দ্রের রাজত্বকালে আগরতলায় আগমন করতঃ প্রধান কার্যকারকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। তৎপর দেওয়ান ঈশানচন্দ্র গুপ্ত (১৮৭০--৭১), মিঃ স্মিথ্ (১৮৭৪), মিঃ লারমিনি (১৮৭৬), দেওয়ান রামমাণিক্য রায়বর্মণ (১৮৭৭) সনে চাকলার দেওয়ান নিযুক্ত হন। মিঃ ই, এফ্, স্যাণ্ডিস্ ১৮৮৫ হইতে ১৮৯২ পর্যন্ত ম্যানেজার পদে নিযুক্ত ছিলেন। মিঃ স্যাণ্ডিস্এর পর দেওয়ান রাজমোহন মিত্র এবং দেওয়ান শরচ্চন্দ্র বসু প্রত্যেকেই অল্প সময়ের জন্য জমিদারীর দেওয়ান পদে কাজ করেন। তৎপরই ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় পেন্সনপ্রাপ্ত কমিশনার মিঃ সি, ডব্লিউ, ম্যাক্মিন শতাব্দী শেষ সময় পর্যন্ত অতি যোগ্যতার সহিত চাকলার ম্যানেজারের কার্য পরিচালন করেন। তৎপর অল্প কয় বৎসরের মধ্যেই বঙ্গদেশের ডেপুটি কালেক্টার প্রসন্নকুমার দাশগুপ্ত মোতায়নের ভিত্তিতে রাজ্য সরকারের চাকুরী গ্রহণ করতঃ চাকলা জমিদারীর ম্যানেজারের কর্মভার গ্রহণ করেন। স্মরণযোগ্য যে উল্লিখিত দেওয়ান রামদুলাল নন্দী ছিলেন প্রসিদ্ধ শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতা ও সাধক।

গ্রন্থের নামকরণ

গ্রন্থটির নাম "রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা" নির্বাচিত হইয়াছে। এসম্বন্ধেও দুটি কথা বলিতে হয়। ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হইবার পূর্বে সমতল-ত্রিপুরার যে অংশ মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত হয়, তাহা 'রোশনাবাদ-ত্রিপুরা' নামে আখ্যাত হইলেও, জনসাধারণের নিকট ঐ অঞ্চল 'মোগ্লান ত্রিপুরা' নামেই সমধিক পরিচিত ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময়েও প্রথমতঃ 'রোশনাবাদ ত্রিপুরা" ও তৎপর "ত্রিপুরা" নামেই পৃথক একটি ব্রিটিশ জেলা গঠিত হইয়াছিল--যাহা দেশ বিভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তানের "কুমিল্লা" জেলা নামে পরিবর্তিত হইয়া, বর্তমান সময়েও ইহা ভিন্ন রাষ্ট্র 'বাংলা দেশের' "কুমিল্লা" জেলা নামেই পরিচিত। রাজ্য ত্রিপুরার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইবার পর হইতেই, নৃপতি-শাসিত ত্রিপুরা রাজ্য "স্বাধীন ত্রিপুরা", "কোহে ত্রিপুরা", "পর্বত ত্রিপুরা" বা 'পার্বত্য-ত্রিপুরা" বা "হিল্ টিপারা" এবং 'রাজগি' অথবা "রাজগী ত্রিপুরা" নামে অভিহিত হইত--নামের ও অঞ্চলের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য। শতাধিক বর্ষপূর্বে রাজ্যের আদালতের সীলমোহরে 'কোহে' (ফারসী) শব্দেরও ব্যবহার ছিল 'পার্বত্য' অর্থে। ইহার দালিলিক প্রমাণ গ্রন্থ মধ্যেই পাওয়া যাইবে। পরবর্তীকালে (মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরের রাজত্ব সময়ে) এই রাজ্যের সরকারী নাম "ত্রিপুরা রাজ্য" রূপে গৃহীত হইলেও, সরকারী কাগজপত্রে 'রাজগি' অথবা 'রাজগী' শব্দটির ব্যবহার যে শতাব্দীর চতুর্থ দশকেও বহু প্রচলিত ছিল, তাহার পরিচয়ও গ্রন্থ মধ্যেই রহিয়াছে। 'রাজগি' অথবা 'রাজগী' শব্দটি সংস্কৃত 'রাজন্' শব্দ হইতে উৎপন্ন 'রাজা' শব্দের উত্তর পারশী 'গি' অথবা 'গী' প্রত্যয়যোগে গঠিত। ইহার অর্থ রাজা ও রাজত্ববাচক। সুতরাং ব্রিটিশ অধিকৃত ত্রিপুরা জেলা হইতে পৃথকী-করণ উপলক্ষে এই সুপরিচিত "রাজগী" শব্দটির ব্যবহার সমধিক উপযোগী ও শ্রুতিমধুর ছিল সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ, ত্রিপুরা রাজ্যের রাজভাষারূপে বাংলা ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ আলোচনা কতিপয় নিদর্শন ও ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য সহ "রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা" নামে ১৯৬২ সনের (২৯ বর্ষ/২২ সংখ্যা) "দেশ" সাহিত্য পত্রে লেখক কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। একারণেও গ্রন্থটির এই নামকরণ করা হইল।

দলিলাদিতে ব্যবহৃত সনের উল্লেখ

নিদর্শনগুলির মধ্যে ব্যবহৃত ত্রিপুরা সনের উল্লেখ সম্বন্ধে একটু বলিয়া রাখা ভাল। ত্রিপুরা রাজ্যে 'ত্রিপুরাব্দ' আখ্যায় পরিচিত একটি নিজস্ব সন সরকারী ও বেসরকারীভাবে সর্বদা ও সর্বত্র ব্যবহৃত হইত--দেশ বিভাগের পূর্বকাল পর্যন্ত। অন্ততঃ তিন শতাব্দী কালমধ্যে প্রচারিত সরকারী দলিলসমূহে ত্রিপুরাব্দই অধিকাংশস্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। তৎপূর্বে, অর্থাৎ মধ্যযুগে ত্রিপুরা হইতে প্রচারিত দলিলাদি, তাম্রশাসন, শিলালিপি ও মুদ্রায় শকাব্দের ব্যবহারই সমধিক ছিল, যদিও সময় সময় শকাব্দের সঙ্গে ত্রিপুরা সন এবং কোন কোন স্থলে বাংলা সনও লিখা হইত। এই গ্রন্থের নিদর্শনসমূহেও বিভিন্ন সনের--বিশেষতঃ, আধুনিক কালের সরকারী কাগজপত্রে ত্রিপুরা সনের ব্যবহারই ব্যাপকভাবে দৃষ্ট হইবে। প্রতিলিপিকরণের সময় দলিলোক্ত

মূল সনেরই উল্লেখ রাখা হইয়াছে। পাঠকবর্গের প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝিবার সুবিধার জন্য ত্রিপুরাব্দের সমানার্থক সনগুলির ইঙ্গিত দেওয়া হইল, যথা :--

ত্রিপুরাব্দ	১৩৮৬	+	৫৯০	বৎসর	=	১৯৭৬	খ্রীষ্টাব্দ
বঙ্গাব্দ	১৩৮৩	+	৫৯৩	বৎসর	=	ঐ	ঐ
শকাব্দ	১৮৯৮	+	৭৮	বৎসর	=	ঐ	ঐ

মনে রাখিতে হইবে যে, ত্রিপুরাব্দ, বঙ্গাব্দ ও শকাব্দের বর্ষমধ্যে পৌষ মাসের মাঝামাঝিই খ্রীষ্টীয় সনের পরিবর্তন হইয়া এক সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

বিগত শতবর্ষমধ্যে ত্রিপুরার নৃপতিবর্গ

গ্রন্থের মূল এবং প্রায় সম্যক উপাদান কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ অর্থাৎ মহারাজ বীরচন্দ্রের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় ও পরবর্তী অধ্যায়সমূহে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং দলিলগুলি তারিখসহ স্বাক্ষর বহন করিতেছে। তথাপি, পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য এই শতবর্ষের ত্রিপুর-নৃপতিগণের রাজত্বকাল নিম্নে নির্দেশিত হইল :--

মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য--১৮৬২ খ্রীঃ (১২৭২ ত্রিং) হইতে ১৮৭০ খ্রীঃ (১২৭৯ ত্রিং ২৬ ফাল্গুন) পর্যন্ত de facto নৃপতিরূপে রাজ্যশাসন করেন। ১৮৭০ খ্রীঃ (৯ই মার্চ) হইতে ১৮৯৬ খ্রীঃ (১৩০৬ ত্রিং, ২৭শে অগ্রহায়ণ) পর্যন্ত তাঁহার পূর্ণ ক্ষমতায় (de jure) রাজত্বকাল।

মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য--১৮৯৬ খ্রীঃ (১৩০৬ ত্রিং) হইতে ১৯০৯ খ্রীঃ, ১২ই মার্চ (১৩১৮ ত্রিং, ২৮শে ফাল্গুন) পর্যন্ত রাজত্বকাল।

মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্য--১৯০৯ খ্রীঃ (১৩১৮ ত্রিং) হইতে ১৯২৩ খ্রীঃ, ১৩ই আগষ্ট (১৩৩৩ ত্রিং, ২৮শে শ্রাবণ) পর্যন্ত।

মহারাজ বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্য--১৯২৩ খ্রীঃ (১৩৩৩ ত্রিং) হইতে ১৯৪৭ খ্রীঃ (১৩৫৭ ত্রিং, ২রা জ্যৈষ্ঠ) রাজত্বকাল।

এই সময় মধ্যে ১৯২৩ খ্রীঃ (১৩৩৩ ত্রিং) হইতে ১৯২৭ খ্রীঃ ১৩ই আগষ্ট (১৩৩৭ ত্রিং) পর্যন্ত মহারাজের নাবালক অবস্থায়, ভারত সরকার কর্তৃক তৎপক্ষে গঠিত শাসন পরিষদ বা Council of Administration এর উপর রাজ্য ও জমিদারীর প্রশাসন ব্যবস্থা ন্যস্ত ছিল। তৎপর তিনি পূর্ণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ও রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া প্রশাসনিক সমুদয় দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

মহারাজ কিরীটবিক্রমকিশোর মাণিক্য--পিতার মৃত্যুর পর ১৯৪৭ খ্রীঃ (১৩৫৭ ত্রিং, ২রা জ্যৈষ্ঠ) নাবালক অবস্থায় উত্তরাধিকার সূত্রে রাজ্যভার প্রাপ্ত হইলে, তৎপক্ষে রাজমাতা মহারাণী ৺কাঞ্চনপ্রভা দেবীর নেতৃত্বে রাজ্যের প্রশাসনিক দায়িত্ব নবগঠিত রিজেন্সি কাউন্সিলের প্রতি অর্পিত হয়। অল্পকাল পরই রিজেন্সি কাউন্সিল রহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মহারাণী রাজমাতা নাবালকপুত্রের পক্ষে 'রিজেন্ট' রূপে, ভারত সরকারের মনোনীত 'দেওয়ানের' সহায়তায় রাজ্য ও জমিদারী চাকলা রোশনাবাদের শাসনক্ষমতা পরিচালনা করেন।

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর (১৩৫৯ ত্রিং, ২৮শে আশ্বিন) তারিখে ভারত ডোমিনিয়নের সহিত নৃপতি-শাসিত সুপ্রাচীন ত্রিপুরা রাজ্যের সাঙ্গীকরণ বা একত্রীকরণ কার্য সম্পন্ন ও বিঘোষিত হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে নয়াদিল্লী হইতে নিযুক্ত পূর্ব প্রেরিত 'দেওয়ান' মাননীয় শ্রীরণজিৎকুমার রায় আই,সি,এস্ প্রথম চীফ্ কমিশনাররূপে রাজ্য শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাজমন্ত্রীগণের আলোচনায়ও সর্বশেষে শ্রীযুত রায়ের নামোল্লেখ দৃষ্ট হইবে।

শতবর্ষের রাজমন্ত্রীগণ

নৃপতিবর্গের সঙ্গে সমসাময়িক রাজমন্ত্রীগণের সময়কালের সংক্ষিপ্ত উল্লেখও প্রাসঙ্গিক। কারণ, রাজদরবার হইতে নির্ধারিত মূলনীতি প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে রূপায়ণের ভার একদিকে যেমন রাজমন্ত্রীগণের প্রতি ন্যস্ত ছিল, নৃপতিবর্গও রাজমন্ত্রীগণের মন্ত্রণা ও পরামর্শে রাজ্যের নীতি নির্ধারণও করিতেন। খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামো অনেকটা মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক আদর্শেই গঠিত ছিল এবং প্রশাসনে তৎকালে উজীর, নাজীর, দেওয়ান, সুবার আধিপত্য এবং অরণ্য-প্রদেশে আদিবাসী সমাজের নির্বাচিত এবং নৃপতিবর্গের নিযুক্ত সামন্ত-সর্দার-প্রধানদের প্রভাবই প্রাধান্য লাভ করিত। তৎপর হইতেই, অর্থাৎ বিগত শতকের ষষ্ঠদশকে মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের রাজত্বকাল আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ শাসিত প্রাদেশিক শাসন প্রণালীর সহিত অভিজ্ঞ ও তৎকালীন খ্যতনামা ব্যক্তিগণ রাজমন্ত্রীরূপে নিযুক্ত হইয়া এরাজ্যে আগমনকরতঃ ব্রিটিশ শাসনের আদর্শে ত্রিপুরার আইন-আদালত (পূর্ব প্রচলিত আদালতসমূহের পুনর্গঠনে ১৮৭২ সনে খাস আপীল আদালত প্রতিষ্ঠিত) ও প্রশাসনিক কাঠামোর আবশ্যকীয় পরিবর্তন ও সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হন। উন্নয়নকার্যে এক শতাব্দীকাল মধ্যে এই সকল রাজমন্ত্রীর অবদান রাজ্যের বর্তমান যুগের ইতিহাস আলোচনায় যেমনই লক্ষ্যণীয়, রাজকার্যে রাজভাষা বাংলার প্রয়োগের পক্ষেও রাজমন্ত্রীদের দ্বারাই ভাষার পরিশীলন ও ব্যবহারিক অবদান সমভাবেই গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নাই। উদাহরণস্থলে বলা যায় সর্বোচ্চ আদালত পুনর্গঠনের ৪।৫ বৎসরের মধ্যেই বাংলা ভাষায় রচিত আইন ও নিয়মাবলীগুলির মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের দেওয়ানী ও ফৌজদারীবিষয়ক সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী, আবগারী আইন, ষ্ট্যাম্প আইন, দলিল রেজিষ্ট্রি আইন, তমাদি আইন, ব্যবহারজীবিগণের পরীক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কীয় নিয়মাবলী ইত্যাদি বিগত শতাধিক বৎসরের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। বঙ্গভাষাজননীর নিষ্ঠাবান সেবক ও ত্রিপুরার সরকারী ভাষার রূপকার, বহিরাগত ও স্থানীয় এই সকল রাজমন্ত্রীগণের নাম পর্যায়ক্রমে দর্শিত হইল। সরকারী প্রাচীন দলিলপত্রের অভাবে ২।১টি ক্ষেত্রে ইহাদিগের সময়কাল সম্বন্ধে সঠিক তারিখ নিরূপণের অবকাশ এখনও আছে।

রাজগুরু বিপিনবিহারী গোস্বামী	রাজমন্ত্রী	১৮৬৩ খ্রীঃ (জ্যৈষ্ঠমাস পর্যন্ত)।
ঠাকুর ব্রজমোহন দেববর্মা	রাজমন্ত্রী	১৮৬৩-১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি পর্যন্ত।
মিঃ ডব্লিউ, এফ্, ক্যাম্পবেল্	রাজ্যের সর্বপ্রধান কার্যকারক	অল্পসময়ের জন্য নিযুক্ত (১৮৭১) (রাজ্যশাসনকার্যে নিযুক্তির পূর্বে দীর্ঘকাল চাকলা জমিদারীর ম্যানেজাররূপে কর্মরত ছিলেন)।
নাজির দীনবন্ধু দেববমা	রাজমন্ত্রী	১৮৭২ খ্রীঃ (প্রথমভাগ)।
দেওয়ান নীলমণি দাশ	দেওয়ান ও রাজ্যের সর্বপ্রধান কার্যকারক	১৮৭৩-৭৭ খ্রীঃ (প্রথমভাগ)।
নাজির দীনবন্ধু দেববর্মা	প্রধানমন্ত্রী	১৮৭৭-৮২ খ্রীঃ (প্রথমভাগ)।
ডাঃ শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	সহকারী রাজমন্ত্রী	১৮৭৭-৭৮ খ্রীঃ (প্রথমবার)। ১৮৮০-৮১ খ্রীঃ (দ্বিতীয়বার) প্রায় ২২মাস। জলাচরণ আন্দোলনের বিরোধিতায় পদত্যাগ করেন। ১৮৮৪—রাজ্যেশ্বরের বিশেষ অনুরোধে ৬ মাসের জন্য (৩য় বার)।
সচিব সমিতি ঃ—		
যুবরাজ রাধাকিশোর	সভাপতি	রাজ্যেশ্বরের শ্রীবৃন্দাবনে দীর্ঘকাল অবস্থিতির প্রয়োজনে গঠিত প্রশাসনিক সচিব সমিতি—১৮৮২-৮৩ খ্রীঃ।
রাজা মুকুন্দরাম রায়	সদস্য	
ঠাকুর ধনঞ্জয় দেববর্মা	ঐ	
উজীর গোপীকৃষ্ণ দেববর্মা	ঐ	
দেওয়ান দুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত	ঐ	
নায়েব দেওয়ান হরচরণ নন্দী	ঐ	
ঠাকুর ধনঞ্জয় দেববর্মা	রাজমন্ত্রী	১৮৮৩-৮৫ খ্রীঃ।

বাবু দীননাথ সেন	রাজমন্ত্রী	১৮৮৫-৮৬ খ্রীঃ (কার্যকাল ৪।৫ মাস)।
বাবু মোহিনীমোহন বর্ধন (অতঃপর রায়বাহাদুর)	রাজমন্ত্রী	১৮৮৬-৮৮ খ্রীঃ।

মন্ত্রীপরিষদ :--

ঠাকুর নরধ্বজ সিংহ বাবু রাধারমণ ঘোষ দেওয়ান দুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত দেওয়ান হরচরণ নন্দী	রাজমন্ত্রী নিযুক্তির পরিবর্তে, সীমিত ক্ষমতায় গঠিত মন্ত্রীপরিষদ	(১৮৮৮-৮৯ প্রথমভাগ পর্যন্ত)।
বাবু উমাকান্ত দাশ (এসিঃ পলিটিক্যাল এজেন্ট পদ হইতে আগত)	রাজমন্ত্রী (১ম বার)।	১৮৯০ (বৈশাখ)--১৮৯২ (আশ্বিন)।

শাসন সমিতি :--

যুবরাজ রাধাকিশোর, সভাপতি বড় ঠাকুর সমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা, সদস্য রাজা মুকুন্দরাম রায়, তত্ত্বাবধায়ক	রাজ্যেশ্বর দ্বারা প্রত্যক্ষ শাসনকালে নিযুক্ত শাসন-সমিতির ভার-প্রাপ্ত সদস্যগণ	১৮৯২ খ্রীঃ আশ্বিনের পর হইতে ১৮৯৬ খ্রীঃ পর্যন্ত। এই সনে মহারাজ বীরচন্দ্রের লোকান্তরের পরেও মহারাজ রাধা-কিশোরের রাজত্বের প্রথম অবস্থায় প্রায় ১৯০০ খ্রীঃ পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত সদস্যগণের এই সংস্থার অস্তিত্ব ছিল।
বাবু উমাকান্ত দাশ (রায়বাহাদুর)	রাজমন্ত্রী (২য় বার)	(১৯০১ খ্রীঃ (বৈশাখ) হইতে ১৯০৫ খ্রীঃ (কার্তিক) পর্যন্ত।
বাবু রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় (রবীন্দ্রনাথ নির্বাচিত)	রাজমন্ত্রী	১৯০৫ (কার্ত্তিক) হইতে প্রায় ১৫ মাস পর্যন্ত।
রায় বাহাদুর উমাকান্ত দাশ	রাজমন্ত্রী (৩য় বার)।	১৯০৭ (ফাল্গুন) হইতে ১৯০৮ (অগ্রহায়ণ) পর্যন্ত।
বাবু অন্নদাচরণ গুপ্ত	রাজমন্ত্রী (চিফ্ অফিসার পদবীতে নিযুক্ত)	১৯০৮ (অগ্রহায়ণ) হইতে ১৯০৯ (কার্তিক)
মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মা বাহাদুর	রাজমন্ত্রী	১৯০৯ (কার্তিক)-১৯১৪ খ্রীঃ (ফাল্গুন) পর্যন্ত।
মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা বাহাদুর	রাজমন্ত্রী	১৯১৪ (ফাল্গুন) হইতে ১৯১৫ (আষাঢ়) পর্যন্ত।
রায় বাহাদুর প্রসন্নকুমার দাশগুপ্ত	প্রথমে চিফ্ দেওয়ান ও তৎপর রাজমন্ত্রী পদে	১৯১৫-১৯২৩ খ্রীঃ পর্যন্ত।

শাসন পরিষদ :--

মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মা, প্রেসিডেন্ট রায় বাহাদুর জ্যোতিশ্চন্দ্র সেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট (১৯২৩ অগ্রহায়ণ হইতে নিযুক্ত) মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা, সদস্য ঠাকুর প্রতাপচন্দ্র রায়, সদস্য	মহারাজ বীর-বিক্রম কিশোরের নাবালকত্বকালে মহামান্য ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত 'শাসন পরিষদ' অথবা Council of Administration	১৯২৩ (৯ই ডিসেম্বর) হইতে ১৯২৭ (১৩ই আগষ্ট পর্যন্ত)।

রায় বাহাদুর জ্যোতিশ্চন্দ্র সেন	'শাসন পরিষদ' বিলোপের পর মহারাজ বীর-বিক্রমকিশোর কর্তৃক পূর্ণ শাসন-ভার গ্রহণের পর রাজমন্ত্রী (২য় বার)	১৯২৭, (১৪ আগষ্ট) হইতে ১৯২৯। (অসুস্থতা নিবন্ধন মাঝে মাঝে স্বল্পকাল বিরতিসহ)।
দেওয়ান বাহাদুর বিজয়কুমার সেন	রাজ্যেশ্বরের নিযুক্ত Executive Councilএ নিযুক্ত। প্রথমতঃ দেওয়ান-শাসন ও চাক্‌লার ম্যানেজার পদে এবং তৎপর রাজমন্ত্রীর মর্যাদায়--১৯২৯-১৯৩২ খ্রীঃ।	

পূর্বোক্ত এই সময় মধ্যে, অর্থাৎ ১৯৩০ খ্রীষ্টীয় সনে মহারাজ বীরবিক্রমকিশোরের প্রথমবার ইয়োরোপ পরিভ্রমণকালে, নৃপতির অনুপস্থিতি সময়ের কয়েকমাসের জন্য রাজ্য শাসনের বিকল্প ব্যবস্থারূপে পূর্বনিযুক্ত Advisory Council এর স্থলে, State Council গঠনপূর্বক এই State Council এ মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র প্রেসিডেন্ট এবং মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর ভাইস-প্রেসিডেন্টরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

দেওয়ান বাহাদুর বিজয়কুমার সেনের পর রাণা বোধজঙ্গ বাহাদুর (চিফ্ সেক্রেটারী) অন্য ব্যবস্থা হওয়া সাপেক্ষ একটিং দেওয়ান-শাসনরূপে ১৯৩২ সনের ভাদ্র মাসে নিযুক্ত হন। রাজ্যশাসন সংস্কার আইন অনুসারে মন্ত্রীপরিষদ গঠনের পর, ১৯৩৯ (বৈশাখ) হইতে রায় বাহাদুর জ্যোতিশ্চন্দ্র সেন (৩য় বার) সর্বপ্রথম মন্ত্রী-পরিষদের প্রধানমন্ত্রীরূপে নিযুক্ত হইয়াও ১৯৪২ সনের মাঘ মাস পর্যন্ত কর্মরত থাকিয়া অবসর গ্রহণ করেন। রাজা (ভাইসরয় প্রদত্ত ব্যক্তিগত উপাধি) রাণা বোধজঙ্গ ১৯৪২ (মাঘ) সনে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া ১৯৪৬ খ্রীষ্টীয় সনে আকস্মিক রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা পুনরায় ১৯৪৬ (অগ্রহায়ণ) হইতে ১৯৪৭ সনের শ্রাবণ মাস পর্যন্ত এবং রাজ্যরত্ন সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় মহাশয় অল্প সময়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী ও রিজেন্সী কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেন্টরূপে কার্যরত ছিলেন। রিজেন্সী কাউন্সিলের বিলোপ সাধনের পর, রিজেন্ট রাজমাতা মহারাণীকে রাজ্য শাসনকার্যে 'দেওয়ান' রূপে সহায়তার জন্য ভারত সরকার কর্তৃক মনোনীত হইয়া ক্রমে আই-সি-এস্‌ভুক্ত শ্রীযুক্ত অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ আচার্য এবং শ্রীযুক্ত রণজিৎকুমার রায় 'দেওয়ান' রূপে নিযুক্ত হইয়া ত্রিপুরায় আগমন করেন। ভারত ডোমিনিয়নের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের সাঙ্গীকরণের পর শেষোক্ত শ্রীযুক্ত রায়ই ভারত সরকারের পক্ষে সর্বপ্রথম চিফ্ কমিশনার নিযুক্ত হইয়া রাজ্য শাসনের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অতীব দুঃখের বিষয়, সুদীর্ঘকাল রাজা ও রাজ্যের সেবায় নিরত, রায়বাহাদুর জ্যোতিশ্চন্দ্র সেন এবং মান্যবর রাণা বোধজঙ্গ রাজমন্ত্রীদ্বয়ের কোন ছবি না পাওয়ায় গ্রন্থে সংযুক্ত করা সম্ভব হইল না।

রাজা ও রাজমন্ত্রীগণের সহকারী ও উচ্চপদস্থ, রাজভাষার অন্যান্য খ্যাতনামা রূপকারগণ

ত্রিপুরার রাজভাষা বাংলার স্থানীয় প্রয়োজন ও পরিবেশ অনুযায়ী উপযোগী উন্নয়ন কার্যে শতাব্দী কালের মধ্যে, নৃপতিবর্গের সদাজাগ্রত পৃষ্ঠপোষকতা ও রাজমন্ত্রীগণের কার্যকরী সহযোগিতার পশ্চাৎপটে থাকিয়া, অন্যান্য যে সকল উচ্চপদস্থ ও শিক্ষিত কর্মচারীবৃন্দ এবং 'বাংলা নবীস' সহযোগী ও সহকারী আমলা-কর্মচারী নিষ্ঠার সহিত এ রাজ্যের সরকারী ভাষা গঠনে নীরব সাধনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের নাম পরিচয় এখন প্রায় বিস্মৃতির অতল গর্ভে নিমজ্জিত। উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণের নাম তবু বা সংগৃহীত নিদর্শনসমূহের মূল কপিতে স্থানে স্থানে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু মুসাবিদাকারী অধস্তন আমলাবর্গের নাম প্রায় সম্পূর্ণই বিস্মৃত। রাজ-ধানীতে এবং উচ্চ বিভাগ সমূহের আফিসসমূহে সরকারীভাষার সার্থক রূপকাররূপে খ্যাতনামা যে সকল কর্মচারীবৃন্দের নাম এবং সুখ্যাতি বারম্বার শুনিয়াছি এবং যাঁহাদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তিকে দেখিবার ভাগ্যও হইয়াছে, স্মৃতির সঞ্চয় হইতে আহরণপূর্বক তাঁহাদিগের কিছু নাম এস্থলে শ্রদ্ধায় স্মরণ করিব। তাঁহারা প্রায় সকলেই হারাইয়া গিয়াছেন লোকান্তরে কিন্তু এখনও বাঁচিয়া আছেন, বাংলায় প্রচারিত নানাবিধ নিদর্শনাদির মধ্যে। রাজভাষার রূপকাররূপে এই সকল শতবর্ষ-মধ্যবর্তী কতিপয় রাজকর্মচারীর অতি দুষ্প্রাপ্য ফটোচিত্রও গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই পর্যায়ের উচ্চপদস্থ (রাজমন্ত্রীর অধস্তন) কর্মচারীগণের মধ্যে উল্লেখ্য,—

দেওয়ান রাজমোহন মিত্র, দেওয়ান ঈশানচন্দ্র গুপ্ত, দেওয়ান বৈকুণ্ঠ নাথ চক্রবর্তী, দেওয়ান রাম-

মাণিক্য রায় বর্মণ, বাবু অমৃতলাল মিত্র, বাবু রাধারমণ ঘোষ, দেওয়ান শরচ্চন্দ্র বসু, বাবু মদনমোহন মিত্র, নায়েব দেওয়ান কৈলাসচন্দ্র বিশ্বাস, চন্দ্রকান্ত বসু, নায়েব দেওয়ান হরচরণ নন্দী, জয়কুমার বর্ধন, কামিনীকুমার মুখোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ দত্ত, উদয়চন্দ্র সেন, দেওয়ান বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, পার্বতীচরণ ঠাকুর, নাজির দীনবন্ধু দেববর্মা, রাজা মুকুন্দরাম রায়, ঠাকুর ব্রজমোহন দেববর্মা, ঠাকুর ধনঞ্জয় দেববর্মা, ঠাকুর গৌরমোহন দেববর্মা, উজীর ঠাকুর গোপীকৃষ্ণ দেববর্মা, ঠাকুর রাধামোহন দেববর্মা, জগমোহন সুবা, ঠাকুর কিশোরীমোহন দেববর্মা, ঠাকুর ভারতচন্দ্র দেববর্মা, ও তৎপুত্র কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর, দেওয়ান বঙ্গচন্দ্র দেববর্মা, দেওয়ান অসিতচন্দ্র চৌধুরী, দেওয়ান দুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত। রাজ্যের উচ্চতম আদালতে বহিরাগত প্রধান বিচারপতিগণের মধ্যে এই শতকের প্রথমার্ধে মিঃ এইচ. সি. বসু, হরিপ্রসন্ন দাস, রাসবিহারী বসু, হরিলাল মুখোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর উমেশচন্দ্র সেন, ভূপালচন্দ্র গাঙ্গুলী, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাশ, কলিকাতা হাইকোর্টের জাস্টিস কে. সি. নাগ উল্লেখযোগ্য। ব্যবহারজীবিগণের মধ্যেও বিগত শতকের নবকুমার সেন হইতে দেশ বিভাগের সময়েও জীবিত নগেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রভৃতি ভাষার রূপকারদিগের ক্ষেত্রে সমভাবেই স্মরণীয়। তদ্ভিন্ন, পূর্ণচন্দ্র রায়, জগৎচন্দ্র সেন, পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ, দেওয়ান বিজয়কুমার সেন, অভয়কুমার গুহ, হরকান্ত গাঙ্গুলী, বিপ্রচরণ নন্দী, জজ মহিমচন্দ্র দত্ত, ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, যতীন্দ্রনাথ বসু, মোক্ষদাকুমার বসু, কুঞ্জবিহারী চক্রবর্তী, নীলকন্ঠ সেন জ্যোতির্ময় ঘোষ, ব্রজেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রচন্দ্র মৌলিক, বিনোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শশাঙ্কভূষণ রায়, ঠাকুর গোকুলচন্দ্র দেববর্মা, ঠাকুর তারিণীচরণ দেববর্মা, প্রভারঞ্জন দাশগুপ্ত, ঠাকুর সারদাচরণ দেববর্মা, শ্যামাচরণ দেববর্মা, ঠাকুর রেবতীমোহন দেববর্মা, ঠাকুর কামিনীকুমার সিংহ, ঠাকুর হৃদয়-রঞ্জন দেববর্মা, তড়িৎ মোহন গুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ বসু, যোগেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী, কুমার নরসিংচন্দ্র দেববর্মা, ঠাকুর সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা, জ্যোতিলাল দেববর্মা, কুমার সুরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা, অখিলচন্দ্র মজুমদার, যোগেশচন্দ্র দত্ত, দেওয়ান বাহাদুর কমলপ্রসাদ দত্ত, দেওয়ান প্রমদারঞ্জন ভট্টাচার্য, ঠাকুর জয়সিংহ দেববর্মা, সত্যরঞ্জন বসু, জজ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ সরকার এবং আরও অনেকে।

যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া এবং নাম পরিচয়ের চিহ্নমাত্র না রাখিয়া যাঁহারা রাজভাষা বাংলার এই রাজসূয় যজ্ঞে সার্থক সহকারীর কার্য একনিষ্ঠভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন, মূলতঃ বাংলানবীশ এবম্প্রকার 'কলমী' আম্‌লাগণের মধ্যে সমভাবেই স্মরণীয়গণের মধ্যে আছেন,—

গুরুদাস বর্ধন পেস্কার, কাশীচন্দ্র দাস পেস্কার, রামকুমার পত্রনবীস, মহেন্দ্রকুমার ধর চৌধুরী, কালীকমল সেন সেরেস্তাদার, গগনচন্দ্র বিশ্বাস, পেস্কার কালীকুমার সেন, কৃষ্ণপ্রসাদ রায় সেরেস্তাদার, নবচন্দ্র দত্ত পেস্কার, মুন্সী গগনচন্দ্র সেন, মথুরানাথ দাস সেরেস্তাদার, মুন্সী কালীপ্রসন্ন সেন (পরবর্তীকালে 'শ্রীরাজমালা' সম্পাদক), পেস্কার তারামোহন চৌধুরী, খাসমুন্সী মহেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক, ভারতচন্দ্র গাঙ্গুলী, কামিনীমোহন সেন, বিপিনবিহারী রায়, নবীনচন্দ্র দাস, প্রতাপচন্দ্র শর্মা পত্রনবীস, মুন্সী হরিমোহন দাশ, পূর্ণচন্দ্র মুন্সী, গৌরচন্দ্র ঠাকুর, নবকুমার সিংহঠাকুর, অনঙ্গমোহন দাসগুপ্ত পেস্কার ও তৌজিনবিস, মহেন্দ্রকুমার গণ চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী সেরেস্তাদার, যুগেশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রিন্টার, কালীকুমার গাঙ্গুলী, ধর্মচন্দ্র তলাপাত্র পেস্কার, অশ্বিনীকুমার দাস সেরেস্তাদার, পেস্কার অশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য, কান্তি-ভূষণ গুপ্ত, গোবিন্দলাল দেশমুখ্য, মহেন্দ্রকুমার মজুমদার মহাফেজ, সুরেশচন্দ্র চৌধুরী, ঠাকুর অজিত-বন্ধু দেববর্মা, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাস প্রভৃতি অনেকে—যাঁদের স্মরণযোগ্য নাম আজ প্রায় বিলুপ্ত। রাজমন্ত্রী দীননাথ সেনের সঙ্গে ১৮৮৬ সনে আগত ব্রিটিশ শাসনের আইন ও দপ্তর গঠন সম্বন্ধে সুদক্ষ কর্মচারী কৃষ্ণপ্রসাদ রায় মহাশয় সেরেস্তাদাররূপে মহাকরণের হিসাব ও অডিট বিভাগ পূর্বপ্রচলিত আইন ও নিয়মের পরিবর্তে শৃঙ্খলার সহিত প্রবর্তন করেন। ১৫ বৎসর দক্ষতার সহিত হিসাব বিভাগ পরিচালনের পর তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র নলিনীমোহন রায়কে ঐ বিভাগে অফিসার নিযুক্ত করা হয়। ইহারাও স্মরণীয়। অকৃতজ্ঞতার জন্য আমাদের লজ্জার সীমা নাই। রাজভাষার রূপকাররূপে যাঁদের নাম অনুক্ত রহিল তাঁদের উদ্দেশে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই।

"পদ্মমোহর" ও "আজ্ঞামোহর" আখ্যায় পরিচিত দ্বিবিধ রাজকীয় মোহর

বিগত তিন শতাধিক বর্ষের প্রদর্শিত সরকারী দলিল-পত্রাদির মধ্যে ব্যবহৃত বাংলা ভাষার আলোচনায় ত্রিপুরার মুদ্রা, তাম্রপট্ট, শিলালেখ ইত্যাদিতে বাংলা ভাষার ব্যবহারের রীতি সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় রচিত কতক দলিলও বাংলা অক্ষরেই লিখিত অথবা উৎকীর্ণ হইত। এতদ্ভিন্ন, নৃপতি-

বর্গের. ব্যবহৃত স্বকীয় "পদ্মমোহর" ও "আজ্ঞামোহর" (royal seal and signature), আফিস-আদালতে ব্যবহৃত সীলমোহর, দলিলের ষ্ট্যাম্প, রসিদ (revenue) টিকিট, বনবিভাগের পারমিট ইত্যাদি এবং রাজ পরিবারভুক্ত রাজমহিষী এবং কুমার-কুমারীগণের ও বিশিষ্ট অভিজাত ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত সীল (seal) মোহর প্রভৃতিতেও বাংলার ব্যবহারই প্রচলিত ছিল। অবশ্য, শতবর্ষের পূর্ববর্তী এই শ্রেণীর রাজকীয় মোহরদ্বয় ব্যতীত অন্যবিধ কতিপয় ক্ষেত্রে বাংলার সহিত পারশী এবং ইংরেজীতে উৎকীর্ণ পাঠেরও সহাবস্থান দেখা যায়।

বলা হইয়াছে, রাজকীয় অফিসিয়েল সীলমোহর ছিল দ্বিবিধ যথা, 'পদ্মমোহর' এবং 'আজ্ঞামোহর' অথবা দেবাজ্ঞা মোহর। আয়তনে 'পদ্মমোহর' ছিল 'আজ্ঞামোহর' হইতে বৃহদাকার। এই গ্রন্থের প্রচ্ছদে অঙ্কিত ও পরিমাপে পরিবর্ধিত, পদ্মমোহরের প্রকৃত ব্যাস ছিল প্রায় সত্তর মিলিমিটার। প্রচ্ছদের নিম্নাংশে অঙ্কিত, রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় সর্বশেষ অধিষ্ঠিতা রিজেন্ট রাজমাতা মহারাণী ৺কাঞ্চনপ্রভা দেব্যার আজ্ঞামোহরের ব্যাসের প্রকৃত দৈর্ঘ্য সাঁইত্রিশ মিলিমিটার। বিভিন্ন রাজন্যবর্গের পদ্মমোহর ও আজ্ঞামোহরের আয়তনে ও পরিমাপে সামান্য বৈষম্যও দৃষ্ট হয়। এই পদ্মমোহরের কেন্দ্রস্থলে রাজ্যেশ্বরের উপাধিভূষিত সম্পূর্ণ নাম এবং নামের চতুর্দিকে প্রস্ফুটিত পঞ্চদল, ষড়দল বা সপ্তদল পদ্মের প্রতিটি দলে পূর্ববর্তী ক্রমানুযায়ী সমসংখক রাজগণের নাম ধাতুনির্মিত গোলাকৃতি মোহরে বাংলায় উৎকীর্ণ থাকিত বলিয়াই ইহার প্রচলিত নাম ছিল "পদ্মমোহর"। মহারাজ কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যের পদ্মমোহরের পঞ্চদলে পূর্ণনামের পরিবর্তে পাঁচটি আদ্যাক্ষর মাত্র উৎকীর্ণ ছিল। সাধারণতঃ গৌরবসূচক মানপত্রাদিতে এবং নানাবিধ সনন্দসমূহে এই মোহর 'ছেপ্ত' (ছাপা) হইত। অবশ্য, ইহার ব্যতিক্রমও যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়--এই শ্রেণীর দলিলে 'আজ্ঞামোহরের' ব্যবহারে। মহারাজ বীরবিক্রমকিশোরের পদ্মমোহরের কেন্দ্রে রাজলাঞ্ছনের চতুস্পার্শে চক্রাকৃতিতে তদীয় নামের উপরিভাগে সন্নিবিষ্ট ষড়দল পদ্মের পাপড়িগুলিতে পূর্ববর্তী মহারাজ কাশীচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া ছয়জন পূর্বতন নৃপতির নাম বাংলায় উৎকীর্ণ দৃষ্ট হইবে। তৎপর মহারাজ কিরীটবিক্রমকিশোরের পক্ষে শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতা রিজেন্ট মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা স্বাক্ষরের প্রয়োজনে 'আজ্ঞামোহর' গ্রহণ করিলেও, 'পদ্মমোহর' পৃথকভাবে গ্রহণ করেন নাই।

এখন আজ্ঞামোহরের সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলিব। নৃপতিগণ স্বীয় স্বাক্ষরের বিকল্পে ও তৎপরিবর্তে 'আজ্ঞা-মোহর' ব্যবহার করিতেন। এযাবৎ প্রাপ্ত প্রাচীন দলিল-পত্রাদিতে আজ্ঞামোহরের ব্যবহারই সর্বাধিক দৃষ্ট হয়। রাজ্যভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই নৃপতিগণ স্বীয় নামের পরিবর্তে এবং বিকল্পে স্বনির্বাচিত উপাস্য দেবতার নামটি স্বীয় 'স্বাক্ষর-মোহরে' উৎকীর্ণ করাইয়া তদীয় রাজত্বকালে ইহা দ্বারাই রাজকীয় দলিল অথবা আদেশাদি মোহরাঙ্কিত করিতেন। এযাবৎপ্রাপ্ত অনেক ত্রিপুরাধিপতিগণের 'আজ্ঞামোহরের' একটি তালিকা অতঃপর দৃষ্ট হইবে। ইংরেজ আমলের কতকগুলি দেশীয় রাজ্যেও সমগোত্রীয় প্রভাব একটু ভিন্নরূপে দৃষ্ট হয়। উদাহরণ-স্থলে, ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের কথাই বলি। তথায় অনন্তশয়নে শায়িত বিষ্ণু শ্রীশ্রীপদ্মনাভস্বামীর সেবকরূপে ঐ রাজ্যের অধিপতিগণ "পদ্মনাভ দাস" পদবী গ্রহণ করিতেন; কিন্তু নৃপতি স্বাক্ষর করিতেন স্বীয় নামে। ত্রিপুরায় দেখিতে পাই, স্বীয় স্বাক্ষরের বিকল্পরূপে ব্যবহৃত আজ্ঞামোহর বা দেবাজ্ঞা মোহর। শুধুমাত্র উপাস্য দেবতার নাম নহে, শতাধিক বৎসর পূর্বে (১৮৫০-৬২ খ্রীঃ) ত্রিপুরেশ মহারাজ ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের আজ্ঞামোহরে উৎকীর্ণ ছিল "শ্রীগুরু আজ্ঞা'। মহারাজ ঈশানচন্দ্র তাঁহার উপাস্যদেবতারূপে তদীয় গুরুদেব বিপিনবিহারী প্রভু গোস্বামীকেই বরণ করিয়াছিলেন এবং তদীয় রাজত্বের শেষ দিকের ৬।৭ বৎসর গুরু বিপিনবিহারীই রাজমন্ত্রী পদেও অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রকৃতপক্ষে তিনিই রাজ্যশাসন করিয়া গিয়াছেন। ঈশানচন্দ্রের উত্তরাধিকার নির্বাচন সম্পর্কে তদীয় সর্বশেষ আদেশপত্র বা 'রোবকারী' ও এই 'শ্রীগুরু আজ্ঞা' মোহরেই অঙ্কিত ছিল এবং রাজকীয় 'স্বাক্ষর মোহরের' সাক্ষী অথবা ইসাদীরূপে অঙ্কিত মোহরের পার্শ্বেই "শ্রীশ্রীসহী" স্বাক্ষর রাজমন্ত্রীরূপে উক্ত গোস্বামীপ্রভুরই স্বাক্ষর দৃষ্ট হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই গোলাকৃতি 'আজ্ঞামোহর'গুলির ব্যাস ছিল ৩৫ হইতে ৩৭ মিলিমিটার। আজ্ঞামোহরের মধ্যস্থলে উপাস্য দেবতার নাম বাংলায় ও এই নামের চতুষ্পার্শে বিভিন্ন ডিজাইনের লতকারী উৎকীর্ণ থাকিত। রাজ্যের বাহিরে ব্রিটিশ এলাকায় আফিস আদালতেও রাজকীয় আদেশ-পত্রাদি, পাট্টা কবুলিয়ত, দানপত্র, সনন্দ ইত্যাদিতে অঙ্কিত এই আজ্ঞামোহরই রাজকীয় স্বাক্ষররূপে স্বীকৃত হইত।

মোটামুটিভাবে মহারাজ বীরচন্দ্রের সময় হইতেই, শাদা কাগজেও এবং শাদা কাগজের পরিবর্তে মুদ্রিত সরকারী ফরম, লেটারহেড্ অথবা রাজলাঞ্ছন (Coat of Arms) মুদ্রণের ক্রমপ্রবর্তন দ্বারা ও প্রশাসনিক সাধারণ এবং মামুলী আদেশ পত্রাদিতে 'আজ্ঞামোহরের' ছাপ হ্রাস পায় এবং নৃপতিগণের স্বীয় দস্তখতই সর্বাধিক ব্যবহৃত হইতে থাকে। তবে, কতক প্রকারের দলিলে বা আদেশে রাজকীয় মোহর মুদ্রণ একান্তই আবশ্যিক

ছিল। উপরোক্ত উভয়বিধ রাজকীয় মোহর নৃপতিবৃন্দের স্বীয় জিম্মায় বিশেষ সতর্কতার সহিত রক্ষিত হইত। কিন্তু, এত সাবধানতার মধ্যেও রাজকীয় মোহর চুরির ঘটনা অতীতে সময় সময় ঘটিয়াছে। মহারাজ দুর্গা মাণিক্যের কাশীধামের তীর্থ পথে (১৮১২) এবং মহারাজ কাশীচন্দ্রের উদয়পুরে স্বর্গীয় হওয়ার পর (১৮৩০) তাঁহাদিগের মোহরের বাক্স চুরি হয় এবং কুমিল্লার নিকটবর্তী কালিয়াজুরী গ্রামনিবাসী রাজপুরোহিতের গৃহে দুর্গামাণিক্যের মোহরের সন্ধান পাওয়া যায়। এসকল অপহৃত মোহর দ্বারা মুদ্রিত কৃত্রিম দলিল-পত্রাদি হইতে অতীতকালে অনেক মোকদ্দমা সৃষ্ট হইয়াছিল। চাকলা জমিদারী সংসৃষ্ট একটি মোকদ্দমায় ব্রিটিশ আদালতের নিষ্পত্তিপত্রে এই শ্রেণীর জাল দলিলে অঙ্কিত মোহরের যাথার্থ্য-বিচারের বৈজ্ঞানিক কৌশল সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ-নির্ণীত উপায়াদিও আলোচনা হইয়াছিল। এযাবৎ প্রাপ্ত ত্রিপুর নৃপতিগণের স্বাক্ষরের বিকল্পে ব্যবহৃত "আজ্ঞা-মোহরের" পাঠ এস্থলে দেওয়া হইল:--

মহারাজ	কল্যাণমাণিক্য (১৬১৫ খ্রীঃ)	-- বিল্বপত্রের তিনটি দলে শ্রী, স এবং ত্য (শ্রীসত্য) অক্ষর।
,,	গোবিন্দমাণিক্য (১৬৬০) খ্রীঃ	-- রাম সত্য জয়।
,,	ছত্রমাণিক্য (নক্ষত্র রায়) ১৬৬১--৬৭ খ্রীঃ	-- (আজ্ঞামোহরের পাঠ পাওয়া যায় নাই)।
,,	গোবিন্দমাণিক্য (২য় বার) ১৬৬৭--১৬৭৬	-- রাম সত্য জয়।
,,	রামমাণিক্য (১৬৭৬--৮৫)	-- শ্রী রাম সত্য।
,,	কৃষ্ণমাণিক্য (১৭৬০--৮৩ খ্রীঃ)	-- রামাজ্ঞা।
মহারাণী	জাহ্নবা অথবা জাহ্নবী (১৭৮৩--৮৫)	-- (আজ্ঞামোহর পাওয়া যায় নাই)।
মহারাজ	রাজধরমাণিক্য (২য়) ১৭৮৫--১৮০৪ খ্রীঃ	-- শ্রী রামাজ্ঞা।
,,	দুর্গামাণিক্য (১৮০৪--১৩)	-- কালীং ভজ।
,,	রামগঙ্গামাণিক্য (১৮১৩--২৬)	-- শ্রীরামাজ্ঞা।
,,	কাশীচন্দ্রমাণিক্য (১৮২৬--৩০)	-- শিবাজ্ঞা।
,,	কৃষ্ণকিশোরমাণিক্য (১৮৩০--৪৯ খ্রীঃ)	-- শ্রীরাম আজ্ঞা,
,,	ঈশানচন্দ্রমাণিক্য (১৮৪৯--৬২ খ্রীঃ)	-- শ্রীগুরু আজ্ঞা।
,,	বীরচন্দ্রমাণিক্য (১৮৬২--৯৬)	-- শ্রীগোবিন্দ আজ্ঞা। (Defacto রাজত্ব-কালে অর্থাৎ ১৮৬৯ খ্রীঃ পর্যন্ত তিনি আজ্ঞামোহরের পরিবর্তে "শ্রীল শ্রীযুত বীরচন্দ্র যুবরাজ" সীল ব্যবহার করিতেন।)
,,	রাধাকিশোরমাণিক্য (১৮৯৬--১৯০৯)	-- শ্রীহরি আজ্ঞা।
,,	বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্য (১৯০৯--২৩)	-- শ্রীবিষ্ণু আজ্ঞা।
,,	বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্য (১৯২৩--৪৭)	-- শ্রীকৃষ্ণ আজ্ঞা। (শাসন পরিষদ বিলোপের পর ১৯২৭ খ্রীঃ সনে পূর্ণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত)।
	নাবালক মহারাজ কিরীটবিক্রমকিশোরের পক্ষে রিজেন্ট রাজমাতা মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবী (১৯৪৭--৪৯ খ্রীঃ)	-- শ্রীশিব আজ্ঞা।

মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের পূর্ববর্তী এবং রামমাণিক্য ও কৃষ্ণমাণিক্যের মধ্যবর্তী নৃপতিবর্গের ব্যবহৃত আজ্ঞামোহরের পাঠ এযাবৎ পাওয়া যায় নাই। কৈলাসচন্দ্র সিংহের 'রাজমালায়' নানা শ্রেণীর রাজকীয় ও যুবরাজী মোহরের ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

আফিস আদালতে ব্যবহৃত সীলমোহরে এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত সীল-এ বাংলার ব্যবহার

রাজকীয় পদ্মমোহর এবং আজ্ঞামোহর সম্বন্ধে আলাচনা করা হইল। এতদুভয় মোহরের ভাষায় ও অক্ষরে একমাত্র বাংলাই ব্যবহৃত হইত। এতদ্ভিন্ন, এই গ্রন্থের প্লেট নং ২২-এ প্রদর্শিত চিত্রে যে ৫০টি সীলমোহর নিদর্শনের সমাবেশ দৃষ্ট হইবে তাহাতে সন্নিবিষ্ট সবগুলি সীলই বিগত উনবিংশ শতকের এবং ২১টি

তৎপূর্বকালের। ঐতিহাসিক না হইলেও, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রন্থের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে প্রাসঙ্গিক না হইলেও, আফিস-আদালতের কোন কোন সীল গ্রন্থের প্রত্যক্ষ বিষয়ভূত বলিয়া এই সুপ্রাচীন ফটোগ্রাফটির যথেষ্ট মূল্য আছে। এসকল সীলএ বাংলার ব্যবহারটিই মুখ্যভাবে আকর্ষণীয় কিন্তু কোন কোন স্থলে বাংলার সঙ্গে আরবী, ফারসী ও ইংরেজী শব্দ ও বর্ণের সমাবেশও দেখা যায়। একদিকে মুসলমান অধিরাজত্বের (paramountcy) ক্রম অবসানে, এবং অন্যদিকে ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের উদয় দিগন্তে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আবির্ভাব ও ক্রমপ্রসারণে, সারা দেশের সকল অঞ্চলেই এবং দেশীয় রাজ্যের মধ্যেও ভাবভাষা এবং পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে পুরাতনের বিদায় ও নবীনের অভ্যর্থনার মধ্যে আবশ্যিক বিকর্ষণের এবং আকর্ষণের বিপ্লব লক্ষিত হইতেছিল--যাহাকে সাধুভাষায় আমরা এখন 'সহাবস্থান' বলি। রাজ্য ত্রিপুরার ভাব-ভাষা-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা সৃষ্ট হইলেও, বিবেচ্য ভাষার ক্ষেত্রে, রাজ্য সরকার বাংলার প্রতিই বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছিলেন।

আলোচ্য এই সীল-মোহরের চিত্রটিতে সামান্য কতিপয় সীলের আলোকচিত্র আছে যাহা এই রাজ্যের এবং গ্রন্থের বিষয়ীভূত নহে। এগুলির সময়কাল অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে বলিয়াই খানিকটা লক্ষ্যণীয়। চিত্রটির মধ্যে সন্নিবিষ্ট ৫০টি সীল-মোহরের আলোকচিত্রের মধ্যে অধিকাংশই রাজগী ত্রিপুরার সংসৃষ্ট হইলেও, তন্মধ্য হইতে অল্প কয়েকটি সীলমোহর সম্বন্ধেই এই ভূমিকায় সামান্য আলোচনা করিব। কারণ, ২০।২৫ বৎসর পূর্বেও সীলসমূহে বাংলায় উৎকীর্ণ অনেকের নাম মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর প্রভৃতি স্থানীয় বৃদ্ধগণও সনাক্ত করিতে সক্ষম হন নাই। এই ফটোচিত্রের সীলমোহরগুলির যে কয়টি সম্বন্ধে সামান্য উল্লেখ করিব তন্মধ্যে (ক) প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয়, মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের (১৮৫০) ব্যবহৃত "পদ্মমোহর", ও তৎসংলগ্ন তাঁহার "আজ্ঞামোহর"--"শ্রীগুরু আজ্ঞা" উৎকীর্ণ। এগুলি রহিয়াছে চিত্রটির কেন্দ্রস্থলে (ভগ্ন ২৭নং এবং ৬ ও ১০ নং)। এতদ্ভিন্ন, ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের ব্যক্তিগত (royal seal নহে) বাংলা-ইংরেজী ও ফার্সীতে উৎকীর্ণ সীলটিও লক্ষ্যণীয় (৩৬নং)। শতাধিক বর্ষ পর্বের এরাজ্যস্থ সর্বোচ্চ "দেওয়ানি" ও "ফৌজদারী" আদালতে ব্যবহৃত "কোহে ত্রিপুরার" অর্থাৎ পার্বত্য ত্রিপুরার সীল এবং শুধুমাত্র পার্বত্য প্রজাগণ কর্তৃক উপস্থাপিত মোকদ্দমাসমূহের নিষ্পত্তির জন্য তৎকালীন (১৮৭৭ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রচলিত) "পাহাড় আদালত" এর সীলমোহর, "সদর কাছারী" অর্থাৎ নৃপতিবর্গের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত রাজমন্ত্রীর কেন্দ্রীয় আফিসের (পরবর্তীকালে যাহা 'মহাকরণে' বা মন্ত্রী আফিসরূপে পৃথকীভূত হয়) সীল, চাকলা জমিদারীর উত্তর বিভাগ মোগড়া বা গঙ্গাসাগরে অবস্থিত সদর কাছারীর সীল, রাজগুরুগৃহ শ্রীপাটের বহু প্রাচীন কালের সীল ইত্যাদিও দৃষ্টি আকর্ষণযোগ্য (২, ৩, ৪, ১৪, ২৩, ৪৪, ২৬, ৩৩, ৪৬ এবং ৪৩ ও ৫০নং সীল যথাক্রমে দ্রষ্টব্য)। এই সকলগুলিই বাংলা অক্ষরে উৎকীর্ণ। (গ) এতদ্ভিন্ন, রাজ পরিবারের মধ্যে কতকগুলি সীলে পুরাতন আমলের কয়েকজন মহারানী অথবা ঈশ্বরী (ব্রাহ্ম অর্থাৎ হিন্দু শাস্ত্রীয় মতে পরিণীতা), শান্তি-গৃহীতা ও "কাছুয়া রানী" (রাজ পরিবারে প্রচলিত প্রথানুযায়ী গান্ধর্ব মতে শান্তিগৃহীতা-যাঁহারা পতির সহমৃতা হইবার অধিকারিণী ছিলেন এবং পুত্রগণ মহারাজকুমার নামে গৃহীত হইতেন এবং অনেক স্থলে মহিষী পর্যায়েও উন্নীতা হইতেন) ও রাজকুমারীগণের সীলএ বাংলায় উৎকীর্ণ নামও পাওয়া যায়। আলোচনায় বৃদ্ধদের নিকট অতি পুরাতন ব্যক্তিগত পরিচয়ও অনেক পূর্বে পাওয়া গিয়াছে--যেমন, মহারাজ কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যের (১৮৩০--৪৯ খ্রীঃ) মহারানী, মণিপুরের মহারাজ মারজিত-দুহিতা শ্রীশ্রীমতী বিধুকলা (৪২নং), ঈশানমাণিক্যের দ্বিতীয়া মহীষী শ্রীশ্রীমতী মুক্তাবলী (১৮৫০ কি ১৮৫১) (৫, ১২ ও ৪০নং)। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় সুরকার শচীন্ কর্তার পিতা মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র (জন্ম ১৮৫৪) ছিলেন, মহারাজ ঈশানচন্দ্রের চতুর্থ অথবা কনিষ্ঠা মহারানী জাতীশ্বরী দেবীর পুত্র। (ঘ) এতদ্ভিন্ন, কয়েকজন রাজকুমারীর সীলও এই ছবিটিতে দৃষ্ট হইবে--যাঁদের প্রকৃত পরিচয় সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নাই। চিত্রটি সম্বন্ধে আলোচনা এখানেই শেষ করি।

নৃপতিবর্গের রোবকারী, আদেশ ইত্যাদি এবং রাজকীয় মোহর ব্যবহারের বিষয়

গ্রন্থভুক্ত নিদর্শনগুলির মধ্যে রাজদরবার হইতে প্রচারিত আদেশসমূহে 'রোবকারী' ও 'আদেশ' এই দুইটি শব্দেরই বহুল ব্যবহার দৃষ্ট হইবে। বিগত শতকে রাজ্যের মন্ত্রী আফিস (মহাকরণ) এবং বিচারাদালত-গুলিতেও এই শব্দ দুইটির অল্প ব্যবহার ছিল। তাই এসম্বন্ধে একটু বলিয়া রাখা ভাল। 'রোবকারী' শব্দটি রব-কারী অর্থাৎ ঘোষণা (proclamation) অর্থেই প্রচলিত মনে হয়। ফারমান্ বা প্রশাসনিক আদেশপত্রে (executive order) 'মেমো' বা আদেশ' শব্দটিই ব্যবহৃত হইত যদিও, শব্দগুলি ব্যবহারের যে কোনও সুনির্দিষ্ট নিয়ম ছিলনা তাহা আগেই বলা হইয়াছে। আধুনিক কালে মহারাজ বীরবিক্রমমাণিক্যের ১৩৪৯ ত্রিপুরাব্দের (১৯৩৯ খ্রীঃ) ৩০শে বৈশাখ তারিখের নির্দেশটিতে এই শব্দদ্বয়ের অর্থ এবং প্রয়োগের নিয়ম স্পষ্টতর করা হইয়াছে।

নিদর্শনসমূহসংসৃষ্ট সমকালীন ঘটনা ও উল্লেখযোগ্য বিষয়াদি

'ত্রিপুরা গেজেট সঙ্কলনে' প্রদর্শিত দলিলাদির মধ্যে রাজ্য সংক্রান্ত উল্লেখ্য ঘটনা ও বিষয়াদির উপর প্রয়োজনীয় আলোকপাত করা হইয়াছে, সুতরাং কতিপয় ক্ষেত্রে এই গ্রন্থে তৎসমুদয়ের পুনরুল্লেখ বর্জিত হইল। এতদ্ভিন্ন অন্যান্যস্থলে, ভূমিকার কলেবর অযথা বৃদ্ধি না করিয়া যথাযথ স্থানে পাদটীকায় অথবা গ্রন্থশেষে ব্যক্তি, বিষয়, প্রচলিত শব্দ ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইয়াছে। গ্রন্থটিকে প্রধানতঃ রাজভাষা বাংলার সাহিত্য-আলোচনার মধ্যেই সীমিত রাখিতে চেষ্টা করা হইয়াছে এবং তৎকারণেই ঐতিহাসিক অথবা তর্কিত বিষয়াদির আলোচনা যথাসম্ভব বর্জিত হইয়াছে।

ত্রিপুরার সরকারী বাংলার ভাষাগত বৈশিষ্ট্য

এইক্ষণে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে অন্যতম প্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ, রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলার সাহিত্যিক আলোচনার অবতারণা করি। এখানকার রাজভাষা বাংলার ভাষাগত ও অন্যান্য উল্লেখ্য বিষয় এবং বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নিবেদন করি যে, এবিষয়ে আমি মদপেক্ষা যোগ্যতর এবং গ্রন্থের যুগ্ম সম্পাদক, আমার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর অর্পণ করিয়াছি। তিনি গ্রন্থ-সন্নিবিষ্ট সম্পাদকীয়ের পরার্ধে এই বিষয়ের উপর সবিস্তার আলোচনা করিতে স্বীকৃত হইয়া আমাকে অশেষ কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। এরাজ্যের রাজভাষা বাংলার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি প্রসঙ্গে নিজের যাহা বক্তব্য ছিল, তাহা সংক্ষিপ্ত পরিসরেই "রাজগি ত্রিপুরার সরকারী বাংলা" শীর্ষক একটি বিস্তারিত প্রবন্ধে ("দেশ" সাপ্তাহিক পত্র, ২৯ বর্ষ, ২২ সংখ্যা) আলোচিত হইয়াছিল। আসাম, কোচবিহার, কাছাড় ইত্যাদি রাজদরবারের বাংলা ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা ঐ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত ছিল না। তৎকালীন ঐ সকল দরবারের বাংলা ভাষার সহিত ত্রিপুরা রাজ্যের রাজভাষার তুলনামূলক আলোচনা, এরাজ্যের জনসাধারণের সুবোধ্য ও সহজ রাজভাষার ব্যাকরণগত ও ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয়ে শ্রীযুক্ত বন্দোপাধ্যায় মহাশয় পূর্ব হইতেই চিন্তায় নিরত ছিলেন বলিয়া তিনি ঐ সকল বিষয়ে আলোচনা করিবেন। সম্পাদকীয় (পরার্ধে) ঐ সকল আলোচনা আসিবে।

রাজকার্যে ইংরেজীর ক্রমপ্রকাশ

কালের প্রভাবে এবং বৈদেশিক সরকারের রাজনৈতিক প্রয়োজনে সারাদেশেই ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের সহিত ত্রিপুরা রাজ্যেও, নবাগত এবং ইংরেজী ভাষায় উচ্চ শিক্ষিত রাজকর্মচারিগণের রাজকার্যে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে এখানেও ক্রমে ক্রমে ইংরেজীর অনুপ্রবেশ সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। ইংরেজীর ব্যাপক আক্রমণকে প্রতিহত করিবার জন্য রাজ্যেশ্বর, রাজমন্ত্রী ও সর্বোচ্চ আদালতের বলিষ্ঠ নির্দেশ এবং সদাজাগ্রত প্রচেষ্টার সাক্ষ্য এই গ্রন্থভুক্ত নিদর্শনগুলির মধ্যেই পাওয়া যাইবে। এই শ্রেণীর বিশেষ উল্লেখযোগ্য দলিলগুলি হইল,--

(ক) বিচার বিভাগ অধ্যায়ে :--

১। স্বাধীন ত্রিপুরার ১২৮৩ (১৮৭৩ খ্রীঃ) বার্ষিক ১ম সংখ্যক নিয়মাবলী।

২। প্রাঞ্জল বাংলা ও সুন্দর অক্ষরে কাজকর্ম হওয়া সম্বন্ধে ত্রিপুরাব্দ ১২৮৪ (১৮৭৪) বার্ষিকী নিয়মাবলী।

৩। নিম্ন আদালতসমূহের এস্তমেজাজ ইত্যাদি সুস্পষ্ট এবং বিশুদ্ধ বাংলায় লেখা সম্বন্ধে ১২৮৯ ত্রিং সনের (১৮৭৯ খ্রীঃ) সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ।

(খ) মন্ত্রী আফিস অধ্যায়ে :--

৪। রাজকার্যে বাংলা ভাষার আবশ্যিক ব্যবহার সম্বন্ধে মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্যের তৎকালীন রাজমন্ত্রী বা 'চিফ্ অফিসার' অন্নদাচরণ গুপ্ত মহাশয়ের নিকট লিখিত ১৩১৮ ত্রিপুরাব্দের (১৯০৮ খ্রীঃ) ২রা পৌষ তারিখের পত্র (গ্রন্থের প্লেট নং ১ (এ) ফটোষ্ট্যাট চিত্র)।

৫। রাজমন্ত্রী মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা বাহাদুরের ১৩২৪ ত্রিং সনের (১৯১৪ খ্রীঃ ৩ নং সার্কুলার।

৬। রাজমন্ত্রী (চিফ্ দেওয়ান) রায়বাহাদুর প্রসন্নকুমার দাশগুপ্তের প্রচারিত ১১ নং সার্কুলার, ১৩২৭ ত্রিং (১৯১৭ খ্রীঃ)।

এতৎসত্ত্বেও, প্রশাসনিক অত্যাবশ্যক কতকগুলি বিশেষ কারণে ও প্রয়োজনে, এবং নব্যভাবাপন্ন সুশিক্ষিত ও পদস্থ অফিসারদিগের অনুসঙ্গীরূপে, রাজকার্যে তৎপরতা বৃদ্ধির সহায়তার যুক্তিতে ইংরেজী টাইপ-যন্ত্রের ও তৎসঙ্গে স্টেনো-টাইপিস্টের ক্রমপ্রচলন অনিবার্য হইয়া উঠিল। এমনকি, আধুনিক কালে, রাজপ্রাসাদের সেরেস্তা সমূহের কাজকর্মও এই প্রভাব হইতে মুক্ত হয় নাই। যদিও, স্বর্গতঃ মহারাজ বীরবিক্রমকিশোরের রাজত্বকাল (১৯৪৭) পর্যন্ত রাজদরবার হইতে প্রচারিত রোবকারী, আদেশ প্রভৃতির রচনায় বাংলাভাষার ব্যবহারই রাজ-খান্দান্ অনুযায়ী আবশ্যিক ও অব্যাহত ছিল। প্রশাসনের আফিসাদি ও বিচারাদালতসমূহের সমধিক কার্যও বাংলা ভাষায়ই নিষ্পন্ন হইত। রাজভাষায় ইংরেজীর অনুপ্রবেশের উপরোক্ত কারণগুলি ছাড়াও, ইংরেজীর সার্বভৌমত্বও যে কালের এবং রীতির পরিবর্তনের সহায়ক ছিল এবং ক্রমপ্রবর্তিত টেকনিক্যাল বিভাগাদি প্রসারণের সহিত বাংলা পারিভাষিক শব্দের অভাবও যে বর্তমান ছিল তাহাও অনস্বীকার্য। তবুও দেশের ভাষাকে রাজ ভাষার মর্যাদা দিবার আবহমানকাল-প্রচলিত এই আদর্শ রক্ষাকল্পে ত্রিপুর-সরকারের সর্বাঙ্গীণ প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহেই অব্যাহত ছিল। রাজদরবার বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও শাস্ত্রীয় হিন্দু ধর্মে প্রভাবিত ছিল বলিয়াই, আদিবাসিগণসহ প্রজাসাধারণ বাংলা ভাষায়ই শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে এবং কর্মক্ষেত্রেও রাজ্যবাসিগণই সর্বাধিক সহায়তা করিয়াছে। এতৎসত্ত্বেও সেই সুদূর অতীতে রাধামোহন ঠাকুর রচিত আদিবাসী ত্রিপুরাগণের "কক্বরক" ভাষা সম্বন্ধে রাজ পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রন্থও রচিত হইয়াছে। বহুকাল পরে, এবিষয়ে বৈজ্ঞানিক উপায় পদ্ধতির আলোচনা গবেষণার ফলে বর্তমানে "কক্বরক" ভাষাও স্কুলসমূহের নিম্ন পর্যায়ে শিক্ষাদানের সরকারী ব্যবস্থা প্রচলিত হইতেছে। গ্রন্থের প্রসঙ্গ বহির্ভূত বলিয়াই এবিষয়ে এখানেই শেষ করি।

ভারত ডোমিনিয়নের সহিত প্রাচীন ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্তির পর হইতেই (১৯৪৯) প্রশাসন ও বিচারাদালতের সর্বক্ষেত্রে ক্রমে ক্রমে ইংরেজীরই সামগ্রিক ব্যবহার প্রবর্তিত হইয়াছে।

উপসংহার

কর্মজীবনের ত্রিশটি বছর এবং অবসর জীবনেরও প্রথম ১০।১২ বৎসর নিতান্তই উদ্দেশ্যবিহীনভাবে এরাজ্যের বিভিন্ন বিষয়ে ও বিভিন্ন বিভাগে বাংলায় প্রকাশিত সরকারী দলিল-পত্রাদির (state papers) সহস্রাধিক যে সকল নিদর্শন মনের খুশিতেই প্রতিলিপি করতঃ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলাম, জীবনের উপান্তে আসিয়া তদ্দারা যে একটি গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়া উত্তরসূরীদের ও গবেষকগণের সহায়ক হইবে, তদ্বিষয়ে অনুপ্রেরণাদাতা জাতীয় অধ্যাপক আচার্য ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে পুনরায় সর্বপ্রধান আশীর্বাদকরূপে কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করি। এই কার্যে আর যাঁহাদের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা পাইয়াছি, তাঁহারাও সমভাবেই স্মর্তব্য। এঁদের মধ্যে গোড়ার দিকে আছেন, আমার স্বর্গতঃ মনিব মহারাজ বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্য। রাজপ্রাসাদের সদর দফ্তর 'খাস সেরেস্তা' হইতে কোনও পুরাতন দলিলাদি আবিষ্কৃত হইলেই তিনি আগ্রহের সহিত তৎসমুদয়ের আলোচনায় ও প্রাসঙ্গিক অতীত কাহিনী অবতারণায় প্রবৃত্ত হইতেন। এসকল সূত্রেই প্রাচীন ও তৎকালীন ত্রিপুরাকে জানিবার ও বুঝিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। তৎকালেই ৮০।৮২ বৎসর বয়স্ক স্থানীয় কয়েকজন সুপ্রাচীন ও অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের নিকট রাজদরবারে প্রাচীন কাহিনী শুনিবার তাঁহার একটা সহজাত প্রবৃত্তি ছিল।

মহারাজ বীরবিক্রমকিশোরের লোকান্তরের পর মদীয় অনুসন্ধান কার্যে মাননীয়া রিজেন্ট রাজমাতা মহারাণী ৺কাঞ্চনপ্রভা দেবীর এবং তৎপর মহারাজ কিরীটবিক্রমকিশোরের সানুগ্রহ অনুমতি ও সহায়তার অবধি ছিল না। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতাকেও আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। আর, বর্তমানকালে সারা রাজ-পরিবারের মধ্যে সর্বাধিক বর্ষীয়ান, একটি শতকের সাক্ষী এবং নৃপতি-শাসিত ত্রিপুরায় যিনি রাজমন্ত্রী, রাজ্য শাসন পরিষদের অন্যতম সদস্য ও সর্বশেষে মন্ত্রী পরিষদের প্রধানমন্ত্রীরূপে দক্ষতার সহিত রাজকার্য নির্বাহ দ্বারা প্রচুর ব্যক্তিগত ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, এবং অতি সম্প্রতিকালে (২৭শে নভেম্বর,

১৯৭৫) যিনি ৯২ বৎসর বয়সে ৺গোলোকধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, ত্রিপুরা রাজ্যের এই সুপরিচিত ও সর্বজনমান্য সুসন্তান, মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মাকে (ত্রিপুরার 'লালুকর্তা' নামে সমধিক পরিচিত) সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করি। এই গ্রন্থভুক্ত বহু প্রাচীন ও আকর্ষণীয় দালিলিক নিদর্শনের পশ্চাৎপট ও পুরাতন গ্রুপ ফটো-গ্রাফের অন্তর্গত ব্যক্তিবর্গ সনাক্তকরণের কার্যে তাঁহার নিকট যে মূল্যবান সহায়তা লাভ করিয়াছি তাহা অপরের দ্বারা হওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল, কারণ, কতকগুলি ছবি ৮০।৯০ বৎসরের পুরাতন। তবুও বার্ধক্যদশায় তদীয় স্মৃতির বিস্মরণে ২।৪টি নাম অসনাক্তই রহিয়া গিয়াছে। আমার দুর্ভাগ্য যে, প্রকাশিত গ্রন্থটি তাঁহার কর-কমলে সমর্পণের সময় হইল না! 'মহামান্যবর' লালুকর্তার দুইটি ফটোগ্রাফ চিত্র তৎপুত্র শ্রদ্ধেয় কুমার শ্রীপূর্ণেন্দুকিশোর দেববর্মার সৌজন্যে গ্রন্থ-সন্নিবিষ্ট হইল।

এই দলিল সংগ্রহটি সঙ্কলিত হইয়া ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা অধিকার কর্তৃক মুদ্রণের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে রাজ্যের মহামান্য মন্ত্রীপরিষদসহ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুখময় সেনগুপ্ত, সরকারের শিক্ষামন্ত্রী, মুখ্যসচিব, শিক্ষাসচিব প্রভৃতি মহাশয়গণের সক্রিয় ব্যবস্থায় আমি পরম কৃতজ্ঞ। গ্রন্থ প্রস্তুতির প্রথম পর্বে শিক্ষাবিভাগের সচিব ও শিক্ষা অধিকর্তা ডঃ গোবিন্দনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় হইতে সুরু করিয়া বর্তমান শিক্ষা অধিকর্তা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অধিপ চৌধুরী মহাশয়ের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে আমি সাধুবাদ ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। সংগৃহীত সহস্রাধিক দলিলের মধ্যে নির্বাচিত নিদর্শনসমূহ দ্বারা সঙ্কলিত এই গ্রন্থটি প্রথম খণ্ডরূপে ত্বরায় প্রকাশ সম্বন্ধে মাননীয় শিক্ষা অধিকর্তার এই সিদ্ধান্তে আমার সর্বাধিক আত্মতৃপ্তি এইজন্য যে, এই সিদ্ধান্ত ভিন্ন আমার ভগ্নস্বাস্থ্য ও বার্ধক্যদশায় সারা জীবনের সংকলনকে অন্তত আংশিক প্রকাশিত গ্রন্থরূপে দেখিয়া আনন্দ লাভ করা আমার ন্যায় সর্ববিষয়ে অযোগ্য ব্যক্তির পক্ষে সুদূরপরাহত ছিল।

গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে, আমার ভগ্নস্বাস্থ্যের প্রতি সমবেদনায় এবং এই দুরূহ কার্যে আমার সহায়তাকারীর অভাব বিধায়, আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর এবং শিক্ষা সংক্রান্ত গ্রন্থাদি প্রকাশনের সুযোগ্য ভারপ্রাপ্ত-কার্যকারক শ্রীযুক্ত সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হইতে আমি সর্ববিষয়েই কতভাবে যে উপকৃত হইয়াছি, তাহার প্রকারের ও পরিমাণের শেষ নাই। তাহা আজীবনকাল আমার মনে কৃতজ্ঞতায় চিরজাগ্রত থাকিবে। শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দ্বারা এই অকৃত্রিম সহায়তার ঋণ শোধ হয় না। ইহার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতের প্রত্যেক পর্যায়ে এবং কলিকাতার প্রেসে ছাপাকালীন সর্বক্ষেত্রে তিনি আমার সার্বিক সহায়তা করিয়াছেন এবং তদীয় দফ্তরভুক্ত সহকারীদের মধ্যে শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র দত্ত, শ্রীসুভাষ সেনগুপ্ত, পরমকল্যাণীয়া শ্রীমতী যূথিকা ভৌমিক (বসু), শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা, ফটোগ্রাফার শ্রীরামচন্দ্র দেবনাথ ইত্যাদি অনেক সজ্জন ব্যক্তি এই কার্যে নানাবিধভাবে আমাকে সহায়তা করিয়াছেন।

এই গ্রন্থে অনুসৃত বানানপদ্ধতি সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে দুই-একটি কথা বলা প্রয়োজন। ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োজনবোধে অশুদ্ধি সংশোধন ব্যতীত নিদর্শনগুলিতে অনুসৃত বানানের কোনরূপ পরিবর্তন করা হয় নাই। একমাত্র সম্পাদনসূত্রে নিদর্শনসমূহের শিরোনাম ও শব্দকোষ ইত্যাদি সংযোজনের ক্ষেত্রেই আধুনিক বানান পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে। ভাষার ক্ষেত্রে মৎলিখিত সম্পাদকীয় পূর্বার্ধে সাধুভাষা ও শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত সম্পাদকীয় পরার্ধে চলিত ভাষা প্রযুক্ত হইয়াছে।

রাজ্যের সরকারী মিউজিয়ামের সুশিক্ষিতা কিউরেটার, আমার পরম স্নেহাস্পদা শ্রীমতী রত্না দাশের ব্যবস্থায় ও সহায়তায় মিউজিয়ামে সংরক্ষিত পুরাতন দলিল, তাম্রপট্ট, মুদ্রা প্রভৃতি পরীক্ষার সুযোগ এবং আলোক-চিত্রাদি নেওয়ার সুযোগ প্রদানের জন্যও তাঁহাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার বিশেষ অনুরোধেই শ্রীমতী দাশ তাঁহার পিতামহ ও এ রাজ্যের প্রাক্তন দেওয়ান-শাসন, স্বর্গতঃ দেওয়ান বাহাদুর বিজয়-কুমার সেন মহাশয়ের ছবিটি তাঁহার পিতা ও ত্রিপুরার অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য ইঞ্জিনিয়ার, বন্ধুবর শ্রীঅনিলকুমার সেন হইতে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। বর্তমান শতাব্দীর গোড়া হইতে প্রায় ৩০।৩৫ বৎসর কাল উক্ত দেওয়ান বাহাদুর ইংরেজী ও বাংলা মুসাবিদায় সমভাবেই "কলমীয়া উচ্চরাজকর্মচারী"রূপে বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। ভাষার স্থপতি হিসাবে তিনি সরকারী বাংলার বহু ক্ষেত্রে এবং ত্রিপুরায় বাংলায় রচিত বহুবিধ আইনসহ এরাজ্যের "শাসন সংস্কার" আইনের পাণ্ডুলিপি রচনা ইত্যাদি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কার্যে তাঁহার দক্ষতার অলক্ষ্য স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন।

জনসংযোগ ও পর্যটন অধিকারের অধিকর্তা শ্রীযুক্ত কে. পি. দত্ত মহাশয় হইতে আমি অনেক প্রয়োজনীয় সহায়তা লাভ করিয়াছি যাহা আমি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি। তাঁহারই অধিকারভুক্ত তরুণ

চিত্রশিল্পী, আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীমান স্বপনকুমার নন্দী, আমারই বিশেষ অনুরোধে, গ্রন্থটির সুশোভন প্রচ্ছদটির পরিকল্পনা ও অঙ্কন করিয়া দিয়া আমার চিরকালের আশীর্বাদ অর্জন করিয়াছে। তাহার স্বকীয়তা-প্রসূত প্রচ্ছদটি একাধারে পরিচ্ছন্ন, মনোরম এবং অর্থবহ হইয়াছে। প্রচ্ছদে রাজগী ত্রিপুরার বাংলা ভাষায় উৎকীর্ণ পূর্ববর্ণিত দ্বিবিধ রাজকীয় মোহরের সহিত শতবর্ষ পূর্বের উচ্চতম ধর্মাধিকরণের "দেওানি" ও "ফৌজদারী" আদালতদ্বয়ের মোহর দুইটির সমাবেশ, রাজগী ত্রিপুরায় একাধারে রাজকীয় প্রতীক ও "আইনের শাসনের" সাক্ষ্য-প্রদান করিতেছে বলিয়া প্রচ্ছদ পরিকল্পনাটিকে অর্থব্যঞ্জক করিয়াছে। জনসংযোগ অধিকারের ফটোগ্রাফার শ্রীসুজিত দেবরায়ের সহায়তায় স্থানীয় পৌরসংস্থার কার্যালয় হইতে স্বর্গত মহারাজ বীরবিক্রমের ছবির প্রতিলিপিটি গৃহীত হওয়ায় আমি আনন্দিত। অন্যান্য যে সকল চিত্র এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইল, প্রয়োজনানুসারে ও যথাস্থানে তাহা কৃতজ্ঞভাবে স্বীকৃত হইবে।

গ্রন্থটি সংকলন ও প্রকাশের পেছনে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিধির অন্ত নাই। পাঠক-বর্গের ধৈর্য ধারণেরও যে একটা সীমা আছে তৎসম্বন্ধেও আমি অবহিত। তাই, আর কলেবর বৃদ্ধি না করিয়া উপসংহারের সর্বশেষে উল্লেখ করিলেও, আমি পরম কৃতজ্ঞচিত্তে কলিকাতার প্রিন্টারস্, মেসার্স এন্, কে, গোসেইন (প্রাইভেট) লিমিটেড নামক স্বনামখ্যাত--মুদ্রকসংস্থাকে জীবন-সায়াহ্নে আমার ব্যক্তিগত ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

দেশের পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্তির প্রায় ত্রিশ বৎসর পর "রাজগী ত্রিপুরায়" আবহমানকাল প্রচলিত বঙ্গভাষাকেই এই রাজ্যের সরকারীভাষারূপে পুনরায় স্বীকৃতি প্রদানের শুভ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর, রাজকার্যে আঞ্চলিক ভাষার পুনরুজ্জীবনের যে চেষ্টা চলিতেছে, তাহার সুসাফল্য সর্বান্তঃকরণে কামনাপূর্বক মহাকবি রবীন্দ্রনাথের ভালোবাসার ত্রিপুরার উদ্দেশেই বলিয়া যাই,--

"পূর্ব্বাচলের পানে তাকাই অস্তাচলের ধারে আসি।
ডাক দিয়ে যার সাড়া না পাই, তার লাগি আজ বাজাই বাঁশি।।"

নিবেদক
শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত

৪২, আখাউড়া রোড,
আগরতলা, ত্রিপুরা রাজ্য,
১লা মার্চ্চ, ১৯৭৬।

সম্পাদকীয় (পরার্ধ)

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্তদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে তাঁর সহযোগিতায় বর্তমান সঙ্কলনের সম্পাদনাসূত্রে যে দুটি বিষয় আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে তার প্রথমটি হল: যে ভাষার মাধ্যমে বহুকাল ধরে ত্রিপুরার প্রশাসনিক কাজ চলেছে সেই ব্যবহারিক ভাষার রূপ ও ক্রমবিবর্তনের এত সুন্দর ধারাবাহিক পরিচয় অন্যত্র দুর্লভ। আর দ্বিতীয়টি হল: ত্রিপুরার প্রাচীন প্রশাসন কিভাবে ক্রমশ যুগোপযোগী ও আধুনিক হয়ে ওঠে তারও এক কালানুক্রমিক পরিচয় এতে সুপরিস্ফুট। এই দুটি বৈশিষ্ট্যের জন্য বর্তমান সঙ্কলনটিকে শিক্ষা অধিকারের পূর্ব প্রকাশিত "ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সঙ্কলন"-এর পরিপূরক হিসাবে গণ্য না করে রাজন্যশাসিত ত্রিপুরা রাজ্যের তিনশো বছরের শাসনব্যবস্থা, ধর্মচর্যা, ভাষা ও সংস্কৃতির অখণ্ড রূপচ্ছবি বলাই সঙ্গত।

সঙ্কলনের নামকরণেই গ্রন্থপ্রকাশের মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত। সেই উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যক্রমে প্রথমে ত্রিপুরার রাজভাষা অর্থাৎ প্রশাসনিক ভাষার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেই আলোচনা সুরু করা চলে।

প্রশাসনিক বাংলা গদ্যের ভাষাগত ও ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য

এ যাবৎ পাওয়া মুদ্রার ভিত্তিতে বলা যায় যে, ত্রিপুরার নৃপতিকুলের রাজত্বকালের ঐতিহাসিক সূচনা পনের শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। সেই সূচনাকাল থেকেই বাংলা অক্ষরের ব্যবহার রাজকীয় স্মারক-মুদ্রায়, ব্যবহার শিলালিপি, মোহর, স্ট্যাম্প ইত্যাদিতে। গদ্যের ব্যবহারিক নিদর্শন পাওয়া যায় অবশ্য আরও পরে—বর্তমান সঙ্কলনে উদ্ধৃত প্রথম নিদর্শন মহারাজা কল্যাণমাণিক্যের দেওয়া সনদের সময়কাল অর্থাৎ ১৬৫১ সাল (খ্রীঃ) থেকে। তবে আরও আগের কোন নিদর্শন আমাদের চোখে পড়েনি বলেই ত্রিপুরায় বাংলা গদ্য ব্যবহারের সূচনা কাল ১৬৫১ সালেই নির্দিষ্ট করা চলে না। বরং মুদ্রা ইত্যাদিতে পনের শতক থেকে বাংলা অক্ষরের ব্যবহার থেকে অনুমান করা যায় যে, গদ্যের ব্যবহার, অচিরে না হলেও, চালু হতে খুব একটা সময় লাগেনি। দ্বিতীয়ত, ঐ সনদের ভাষায় প্রথম প্রয়োগের কোনরকম আড়ষ্টতা বা দুর্বলতার লক্ষণ চোখে পড়ে না; বরং ঐ সনদের ভাষা একশো বছর আগে কামতা ও আহোমরাজের লেখা ঐতিহাসিক চিঠির ভাষার সগোত্রীয় বলেই মনে হয়।

কামতা ও আহোমরাজের পত্র বিনিময়ের ভাষা রূপে সাধু গদ্য হলেও ভঙ্গিতে কথ্য--চলতি ও দেশী শব্দে সমৃদ্ধ, অন্তরঙ্গ ও সজীব। কল্যাণমাণিক্যের সনদেও চলতি ও দেশী শব্দের সঙ্গে তৎসম ও অ-তৎসম শব্দের স্বচ্ছন্দ সহাবস্থান। তাঁর সনদের ভাষা কথ্য বাক্-ভঙ্গি আশ্রিত, হৃদ্য ও সজীব। সুবোধ্য ও জীবনরস সম্পৃক্তও বটে।

কামতারাজের চিঠিতে 'না কর তাক আপনে জান' জাতীয় প্রয়োগের ফলে ভাষায় যে সজীবতা—কল্যাণমাণিক্যের 'ইহা আবাদ করিয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে রহুক' বা তাঁর উত্তরাধিকারী গোবিন্দমাণিক্যের 'নিজ হাতালে চাষ করিয়া দোয় করিয়া সুখে রহোক' প্রভৃতি বাক্যাংশেও সেই একই রকমের অন্তরঙ্গতা, সজীবতা।

সাধুভাষার ক্রিয়াপদ ও কিছু কিছু তৎসম শব্দ সমাবেশের দিকে আঙুল দেখিয়ে ঐ গদ্যকে অবিমিশ্র সাধু গদ্য মনে করা সঙ্গত হবে না কারণ, প্রাণের আবেগ নিষিক্ত মৌখিক শব্দের স্বচ্ছন্দ প্রয়োগই ঐ গদ্যকে বিশিষ্ট করে তোলে। ঐ খাঁটি বাংলা গদ্যই ত্রিপুরার রাজাদের আন্তরিক আগ্রহে শুধু যে রাজভাষার মর্যাদা পেয়েছিল তাই নয়, বাংলা ভাষাপ্রেমী রাজন্যবর্গের সুস্পষ্ট নির্দেশ ও সদা জাগ্রত দৃষ্টির রক্ষাকবচ পরে তিনশো বছর ধরে সগৌরবে লালিত হয়েছে বাঙালীর হাতে।

এখন বলা প্রয়োজন যে, একশো বছরের ব্যবধান সত্ত্বেও কামতা-আহোমরাজের চিঠির ভাষার সঙ্গে ত্রিপুরার সনদী গদ্যের মত কোচবিহার, মণিপুর, কাছাড় প্রভৃতি উত্তর-পূর্ব ভারতের আরও কয়েকটি রাজ্যে তৎকালে প্রচলিত গদ্যের সাদৃশ্য দেখা গেছে। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ব্রিটিশ মিউজিয়মের

কতকগুলি বাংলা কাগজপত্রের সঙ্গে ১৬৯৬ সালের (খ্রীঃ) একটি চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উদ্ধৃত করেছেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়।[১] আচার্য সুকুমার সেন মহাশয়ও পত্রদলিল ইত্যাদিতে বাংলা গদ্যের ব্যবহার প্রসঙ্গে লিখেছেন—"একাধিক আহোমরাজ কর্তৃক লিখিত কয়েকটি পত্রে সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গলা গদ্যের প্রাচীন রূপের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।"[২] এসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা অন্যত্র করা হয়েছে।[৩] সুতরাং সে প্রসঙ্গের বিস্তার না করে এর কারণ অন্বেষণের চেষ্টা করা যাক্। কেউ কেউ মনে করেন উত্তর-পূর্ব ভারতের ঐ রাজ্যগুলি মুসলিম শাসন-কেন্দ্র থেকে দূরে ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু ঐ যুক্তি স্বীকার্য নয় কারণ, ভাবপ্রকাশের প্রয়োজনে সৃষ্ট ঐ গদ্যে তৎসম, তদ্ভব বা দেশী শব্দের সঙ্গে আরবী-ফার্সী শব্দের প্রয়োগ প্রথমাবধি দেখা গেছে। কোনও কোন ক্ষেত্রে ফার্সী রচনা-রীতির প্রভাব পর্যন্ত লক্ষ্য করা গেছে। সুতরাং একথা মনে করা অসঙ্গত হবেনা যে, মুসলিম প্রভাবমুক্তি নয়—ঐসব রাজ্যের রাজারা বক্তব্যকে সহজ ও সরলভাবে প্রকাশের উপযোগী মনে করে এবং কোনও কোন ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগবশেই বাংলাকে রাজভাষার সম্মান দিয়েছিলেন।

রাজকীয় প্রশাসনের কাজে ব্যবহৃত ঐ সুবোধ্য গদ্য ছাড়া সতের শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আর এক শ্রেণীর গদ্যের সন্ধান মেলে বৈষ্ণবীয় কড়চা ও তন্ত্রগ্রন্থ ইত্যাদিতে এবং আরও পরে লেখা পর্তুগীজ পাদ্রীদের প্রচার পুস্তিকাদিতে। কড়চাগ্রন্থে আছে প্রকীর্ণ গদ্যের নিদর্শন। পাদ্রী সাহেবদের লেখা সাধু গদ্য পূর্বোক্ত কথ্যভঙ্গি আশ্রিত চিঠিপত্র ও সনদের ভাষার তুলনায় নিকৃষ্ট ও প্রসাদগুণবর্জিত।

একটা বিশেষ অঞ্চলের উপভাষা মেশানো গদ্যে বই লিখেছেন বলেই পাদ্রীরা কথ্যভাষার প্রবর্তক এবং তাঁরাই বাংলা গদ্যকে যুক্তিপূর্ণ নিবন্ধ রচনার উপযোগী করে তোলেন—এরকম মন্তব্য স্বীকার্য নয়। সনদ ও দলিলপত্রাদি ছাড়াও ত্রিপুরা, আহোম ও কাছাড় রাজ্যে সমকালীন চিঠিপত্রে এক সর্বজনবোধ্য লেখ্য গদ্যের নজীর থাকা সত্ত্বেও পর্তুগীজ পাদ্রীরা সেই গদ্যের সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি। আশু প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে এমন এক নিষ্প্রাণ গদ্য তাঁরা সৃষ্টি করেন—যা শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্টানী গদ্যের নিদর্শন হিসাবে ভাষার যাদুঘরে স্থান পেয়েছে। অথচ তাঁদের উত্তরসূরী প্রোটেস্ট্যান্ট পাদ্রীরা ঐ সর্বজনবোধ্য গদ্যধারাই নিজেদের কাজে লাগিয়েছেন অনায়াসে। সে প্রসঙ্গ যথাস্থানে আলোচ্য।

তার আগে ত্রিপুরার সনদে ব্যবহৃত গদ্যের কথায় ফেরা যাক্। যে যুগে শিক্ষিত সমাজে চিঠিপত্রের বাহন প্রধানত সংস্কৃত, রাজকীয় দলিলপত্রাদির ভাষা হয় সংস্কৃত না হয় ফার্সী—সে যুগেও কিন্তু উত্তর-পূর্ব ভারতের কয়েকটি রাজ্যের রাজন্যবর্গ সংস্কৃতের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখেই বাংলা ভাষার প্রতি যে সম্মান দেখিয়েছেন, একালের বাংলা ভাষাভাষীর কাছেও তা আদর্শ স্বরূপ। সে যুগের কৃতবিদ্যগণ আত্মীয়-স্বজনকেও চিঠি লিখতেন সংস্কৃতে, যেমন এ যুগের কিছু শিক্ষিত ব্যক্তি সে কর্তব্য ইংরেজীতে সমাধা করার পক্ষপাতী।

কল্যাণমাণিক্যের সনদে বাংলা গদ্যের যে নমুনাটি পাওয়া যায়, তা সতের শতকের প্রথম ভাগে প্রচলিত বাংলা গদ্যের প্রামাণ্য নজীর হিসাবে গণ্য। একালের বিচারে ঐ গদ্য বিশুদ্ধ ভাষা প্রয়োগের নজীর না হতে পারে কিন্তু তৎকালীন গদ্যের বৈশিষ্ট্যটুকু ঐ নমুনায় সুপরিস্ফুট। বেশ বুঝা যায়, সংস্কৃতের আদলে নিতান্ত দেশী উপকরণে ঐ গদ্যের কাঠামো তৈরি হয়েছিল অনেকদিন আগেই। সংস্কৃত পত্রে যেভাবে সুনির্বাচিত শ্রেণীবদ্ধ বিশেষণে রাজাকে সম্বোধন করার রীতি ছিল সেই রীতি অনুসারেই কল্যাণমাণিক্যের নামের পরে কয়েকটি বিশেষণ জুড়ে দেওয়া হয়েছে ঐ সনদের প্রারম্ভে। তারপর প্রচলিত ব্যবহারিক গদ্যে মূল বক্তব্য অর্থাৎ সনদ প্রদান করা হয়েছে। ব্যবহারিক প্রয়োগ যে অনেক ক্ষেত্রেই বৈয়াকরণের রক্তচক্ষুর পরোয়া করেনা তার নজীর 'বিষম-সমর-বিজয়ী' পদের অনুসৃতিতে 'মহামহোদয়ী' পদের ব্যবহার। 'বিরাজতেহন্যৎপরং' এর অনুসরণেই অশুদ্ধ হলেও রাজানামাদেশোহয়ং প্রযুক্ত হয়েছে। মোদ্দা কথা, সনদের প্রথমাংশ সংস্কৃত ভাষাসুলভ গুরুগম্ভীর হলেও...."ইহা আবাদ করিয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ করিতে রহুক" প্রভৃতি শেষাংশ তৎকালপ্রচলিত সরল গদ্যভাষার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

কল্যাণমাণিক্যের দ্বিতীয় সনদের সময় ১৬৫৯ সাল (খ্রীঃ)। প্রায় আট বছর পরে যুবরাজ গোবিন্দ-

১ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৩২৯।
২ বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, শ্রীসুকুমার সেন, পৃঃ ৭।
৩ "বাঙ্গলা গদ্যের উৎস সন্ধানে: অন্ধকারময় যুগ", সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'দেশ', আষাঢ়, ১৩৮১।

মাণিক্য দেব এটি পুনর্মঞ্জুর করেন। আরবী-ফার্সী ও তৎসম শব্দ ছাড়া কিছু দেশী ও অ-তৎসম শব্দও দ্বিতীয় সনদে চোখে পড়ে। তামার পাতের একধারে সংস্কৃত-মেশানো বাংলায় সনদ মঞ্জুরীর কথা লেখা-- "শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্য দেবেন দত্তং এবং ৫দ. পাঁচ দ্রোণ বার কানি হাসিলা দিলাম সন ১০৭৭।"

আরও পরবর্তীকালে দেওয়া গোবিন্দমাণিক্যের অনেকগুলি তাম্রশাসনের প্রতিলিপি এই সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মূল কাঠামো অভিন্ন হলেও মাঝে মাঝে নতুন শব্দ চোখে পড়ে। কল্যাণমাণিক্যের সনদে আরবী-ফার্সী শব্দ সংখ্যায় ৮১%টি। গোবিন্দমাণিক্যের সনদেও শতকরা পাঁচভাগের বেশি নয়। ব্যবহারও প্রয়োজন ভিত্তিক। কাজেই ঐ গদ্যে আরবী-ফার্সী শব্দের বাহুল্য ঘটেছে বলা চলেনা। বরং আরবী-ফার্সী শব্দের সঙ্গে তৎসম শব্দের প্রয়োগ, তদ্ভব ও দেশী শব্দের সঙ্গে তৎসম শব্দের অবস্থান এই গদ্যকে যুক্তিমূলক ভাবপ্রকাশে সমর্থ ও গাঢ়বন্ধ করে তুলেছে।

আসাম ও ত্রিপুরায় সনদের বাঁধাধরা ছকের বাইরেও যে ঐ গদ্যের চলন ছিল তারও নিদর্শন পাওয়া যায় "ত্রিপুরা বুরঞ্জী"তে।[৪] বইটির রচনাকাল ১৭২৪ সাল (খ্রীঃ) কিন্তু বর্ণিত ঘটনাকাল ১৭১১ থেকে ১৭১৩ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ আঠারো শতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্যে। ১৭১১ সালে আহোমরাজ রুদ্রসিংহের লেখা যে সংস্কৃত চিঠিটি ত্রিপুরার রাজা দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের কাছে দূত মারফত এসে পৌঁছয় তার সঙ্গে বাংলায় লেখা একখানি 'রহস্যপত্র' বা গোপন চিঠিও ছিল। চিঠিখানি এখানে উদ্ধৃত হল।

"রহস্যপত্রমিদং পরং সমাচার এহি জনঘোষ এমন প্রসিদ্ধ হৈয়াছে যে মগলের বৈপরীত্য চেষ্টাতে বেদোক্ত ধর্ম্ম রক্ষা পাই না ই কারণ তদ্ প্রতিকারার্থ ব্যাপার করিতে যদি তোমার মনে ভাল ভাসে তবে তোমার সহিতে যে যে বড় লোকের হার্দ্দ্যতা আছে তান সমেত সমালোচন করিয়া যথাবৃত সামর্থ্য শক্তি আমার ঠাঁই বিশেষিয়া লিখিবায় সমস্ত লোক ঈশ্বর অধীন তথাপি যেমনে আপোন দেশতে অন্যে পরাভব ব্যতীরেকে স্বচ্ছন্দে রাজচেষ্টা করিতে পারি তথা যথেষ্ট ব্যবহারতে অন্য সাপেক্ষ নয় তাক প্রতি সর্ব্বথা যত্ন করিতে সমুচিত হয় বাকী সমাচার শ্রীরত্নকন্দলী ও অর্জ্জুন দাস মুখে জ্ঞাত হৈবায় কিমধিকমিত্তিতমেষ্বিতি।"

রুদ্রসিংহের চিঠিতেও ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের সনদের মত তৎসম, তদ্ভব ও অ-তৎসম শব্দের অবাধ মিশ্রণ ঘটেছে। চিঠিতে ব্যবহৃত 'লিখিবায়', 'হৈবায়' প্রভৃতি শব্দ শ্রীহট্ট জেলার কথ্য ভাষার বৈশিষ্ট্য। 'কিমধিকমিত্তিতমেষ্বিতি' প্রসঙ্গক্রমেই কল্যাণমাণিক্যের সনদে প্রযুক্ত 'রাজানামাদেশোহয়ং' প্রভৃতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সন্ধি কোথাও যুক্ত, আবার কোথাও বিমুক্ত করার ফলে সৃষ্ট 'ব্রহ্মা-উত্তর', সমস্তাঙ্ক, 'অজ্রঙ্গলাতে', 'হাতালে', 'সরকারোদয়পুর' প্রভৃতি উদ্ভট শব্দ গোবিন্দমাণিক্যের একাধিক সনদে দেখা যায়।

আহোমরাজের ঐ 'রহস্য-পত্র' ছাড়াও রাজা নরেন্দ্রমাণিক্যের পাত্রমন্ত্রীদের পক্ষ থেকে পলাতক যুবরাজ চম্পকরায়ের উদ্দেশে লেখা চিঠিটিও উদ্ধৃতিযোগ্য। ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছাড়াও চিঠিটি ত্রিপুরার সমকালীন প্রশাসনিক গদ্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

"নরেন্দ্রমাণিক্য রাজা হুই অনীতিএ প্রবর্ত্তে প্রজারো সুখদুখ বিচার ন করে এই কারণতে দেশ উচ্ছন্ন হইল আপনেও ঢাকাতে গৈয়া নিশ্চিন্তে রহিলেন এখনে যেমন রত্নমাণিক্যক রাজা করি আপনেও যুবরাজ হয়া পূর্ব্ববতে প্রজাপালন করিবেন এইরূপ উপায়ক চিন্তি শীঘ্রে আসিবেন আমিও আপনার সঙ্গতে আছোঁ হেন জানিবেন।"[৫]

ঐ চিঠিতে ব্যবহৃত হইয়া অর্থে 'হুই', করে না অর্থে 'ন করে' জাতীয় প্রয়োগ নোয়াখালি জেলার কথ্যভাষা সম্মত। আমরাও অর্থে 'আমিও' শব্দের ব্যবহারও লক্ষ্যণীয়। অন্যান্য শব্দবিভক্তির ক্ষেত্রেও ত্রিপুরা ও সন্নিহিত জেলাগুলিতে প্রচলিত রূপই চোখে পড়ে। ঐ চিঠির ঝরঝরে ভাষা ও সাবলীল ভঙ্গি নিঃসন্দেহে মনে রাখার মত।

'ত্রিপুরাবুরঞ্জী'তে উদ্ধৃত রত্নমাণিক্যকে লেখা ঘনশ্যাম বড়ঠাকুরের চিঠির ভাষাও অনুরূপ।[৬] ঐ লেখ্য

---

৪ ত্রিপুরাবুরঞ্জী, ডঃ সূর্যকুমার ভূঞা সম্পাদিত, বুরঞ্জী ও পুরাতত্ত্ববিভাগ, আসাম, পৃঃ ১৭-১৮।

৫ তদেব, পৃঃ ৩৬।

৬ তদেব, পৃঃ ৪১।

ভাষার সঙ্গে ত্রিপুরার রাজসভায় সমাগত অসমীয় দূতের মুখের কথারও মিল রয়েছে। সাধু ভাষার ক্রিয়াযুক্ত উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রচলিত প্রশাসনিক গদ্য যে মূলতই কথ্য বাকধারা আশ্রিত তায় নজীর হিসাবে অসমীয় দূতের কথোপকথনের অংশবিশেষও উদ্ধৃত করা গেল।

"পাছে দেয়ানে আমার কটকীত সুধিলে, বোলে,—"রত্নকন্দলী, অর্জ্জুন দাস, আমার গোসাঁই মহারাজে জিজ্ঞাসিছেন, বোলে,—"আপোনারা আসিবার কালে তোমার স্বর্গীদেয় রাজা কুশলে আছেন?" পাছে আমার কটকীএ বলে, বোলে,—"আমি আসিবার কালে স্বর্গমহারাজা কুশলে আছেন।" পুনর্ব্বার আমার কটকীত সুধিলে, বোলে,—রত্নকন্দলী, অর্জ্জুনদাস, আমার মহারাজ বুলিছেন, বোলে,—'স্বর্গমহারাজার প্রেমবর্দ্ধক পত্রসম্বাদ শ্রুত হয়া পরম সন্তোষ হইলাম। তেম্রাও যে কুশলে থাকিবেন আম্রারো এইরূপ বাঞ্ছা'।" পাছে আমার কটকীএ বুলিলে, বোলে,—'উভয় পক্ষতে এইরূপে মহামায়া সম্পন্ন করিবেন।"[৭]

ভাবের আদান-প্রদানের প্রয়োজনে তৎসম, দেশী, আরবী-ফার্সী এবং সাধু ও কৃচিৎ চলিত ক্রিয়া সমন্বিত কথ্য বাকধারাআশ্রিত যে গদ্যধারা প্রায় দু'শো বছর ধরে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে চালু ছিল, প্রশাসনিক কাজে তার উপযোগিতা যেমন অনস্বীকার্য, ঐ গদ্যরীতির ত্রুটি-বিচ্যুতিও তেমনই স্বীকার্য। নিয়মিত যতিচিহ্নের অভাব ঐ গদ্যের অন্যতম ত্রুটি। বাক্য গঠনরীতিও কোথাও কোথাও শিথিলতাগ্রস্ত। শব্দ ব্যবহারে ক্রমশৈথিল্যও দুর্নীরিক্ষ নয়।

আঠারো শতকের শেষ দিকেই শব্দ প্রয়োগে শৈথিল্য যেন প্রকট হয়ে ওঠে। কোথাও দুরূহ ও অবাঞ্ছিত আরবী-ফার্সী শব্দের উপদ্রব, আবার কোথাও বা অপ্রচলিত তৎসম শব্দের পীড়নে ভাষার প্রাঞ্জলতা ক্ষুণ্ণ হয়। ত্রিপুরার রাজাদের আঠারো শতকের শেষদিকের সনদেও দুরূহ আরবী-ফার্সী ও বিকৃত শব্দের ব্যবহার প্রায়শই দেখা যায়। বর্তমান সঙ্কলনভুক্ত মহারাজা ইন্দ্রমাণিক্যের ১৭৪৩ সালের আদেশপত্র, মহারাজা কৃষ্ণমাণিক্য দেবের ১৭৭০ ও ১৭৮০ সালের সনদ ও তারিখবিহীন 'বাজে সনদ' ইত্যাদিতে ব্যবহৃত 'ফিরানি', 'তরদুত', 'সায়কে', 'জাবিদ', 'হাপ্তঘিরা' প্রভৃতি শব্দ বক্তব্যের মর্ম উদ্ধারে রীতিমত বিঘ্ন ঘটায়। ঐ সব শব্দের বদলে পরিচিত শব্দ ব্যবহার করলে বক্তব্য সহজবোধ্য হত নিঃসন্দেহে। যেমন দেখা যায়, মহারাজা কৃষ্ণমাণিক্যের ১৭৬৪ সালের নিম্নোদ্ধৃত 'নিয়োগী' নিযুক্তির সনদে (চিত্রাবলীর প্লেট নং ৪)। সনদটি অত্যন্ত জীর্ণ বলে পূণ পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নি। "শ্রীশ্রী .... নিক্যদেব বিষম সমর বিজয়ি মহামহোদয়ি .... বিরাজতে হন্যত পং......... রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর .... কৈলারগড়ে .... গোবিন্দরাম দত্তকে .... ও নানকার নগদ ২৮ .... হি জমির মাল খাজানা গয়রহ কোন তলপ না হয় .... পরগণাতে দপ্তর বসাইয়া নেয়োগি খেদমত করিতে রহুক ...... পরগণা ...... ইতি সন ১১৭৪—"। নিয়োগী নিযুক্তির অনুমতিতে গোবিন্দরাম দত্তকে মুর্শিদাবাদের ফৌজদার 'কাজীনামা' প্রদান করেন (চিত্রাবলীর প্লেট নং ৫)। কাজীনামা প্রদানের প্রতিলিপিটি সঙ্কলনের প্রথম অধ্যায়ে ১৩নং নিদর্শনরূপে উদ্ধৃত হয়েছে (পৃঃ ৯)। ঐ কাজীনামার ভাষাও বেশ সহজ। অনুরূপ সহজবোধ্য ভাষার নিদর্শন হিসাবে কাছাড়ের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ১৭৯৯ সালে প্রদত্ত 'অভয়-পত্র'টিও উদ্ধৃতিযোগ্য।

৺শ্রীরণচণ্ডীকায়ৈ
৺শ্রীশ্রীরণচণ্ডীদেবী নিজ ভাণ্ডার
৺শ্রীশ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণ নৃপচূড়ামণি
৺ভগবন্তের আজ্ঞাপত্রস্য

৺অভয় চতুর-শিমাপত্র হ্যালাকান্দির উজির ও রার্য্যের প্রতি লিখনং কার্য্যঞ্চ তুমার তথাতে আগলাপুরের পূর্ব্বে জঙ্গলা সাবাজপুর নগরেতে ৺রং ভাণ্ডারেতে শ্রীথুবাই মিয়া মহু ও শ্রীনুনু মিয়া ও শ্রীখলিল মাং লস্কর ও শ্রীনেকমাং ও ও শ্রীজফর খা বড়ভুং ও শ্রীরিখাত খা ও শ্রীমাথাই বড়ভুং শ্রীপিয়ার ও শ্রীআমির বড়ভুং ও শ্রীজুমানিয়া ও শ্রীবলাই বড়ভুং ও শ্রীফজাই মাং ও শ্রীদিদার মাং মাঝারভুং শ্রীবনু ও শ্রীমঙ্গল মাঝাভুংকে বসিতে দিলাম এই জঙ্গলার চতুশিমা পূর্ব্বে ও তম্রক নদী পশ্চিমে আগলাপুরের জব্দর আইল উত্তরে শিবর খাল দক্ষিণে বাঙ্গালী নদী খাল এর মধ্যে বসিতে দিলাম সোণা রূপা এবন্দ খনিবনি নিতি মাফিক দিলাম

৭ তদেব, পৃঃ ৫৫-৫৬।

আর কাটামারা তুলা পাবা গং বস্কিলাম ঠাং ৺ভাণ্ডার জমা গণিবা আবাদ হইলে দিবা অবশ্য অবশ্য ইতি রূপেন্দু মনীন্দু শাকে মিথুনে রুদ্রাঙ্ক ভুক্তে রবৌ এতেৎচ লিখ্যতে--ইন্দুবাসরে--ইতি।"[৮]

দুর্বোধ্য উর্দু শব্দ কন্টকিত ঐ উত্তর-পূর্বী গদ্যধারা ছাড়া দেশের অন্যত্র সংস্কৃত-প্রভাবিত আর একটি গদ্যধারা ছিল এবং সেই গদ্যে কঠিন সংস্কৃত গ্রন্থের বাংলায় স্বচ্ছন্দ অনুবাদও যে সম্ভব হয়েছিল তার প্রমাণ ১৭৭৪-৭৫ সালে অনূদিত বাংলা 'ভাষাপরিচ্ছেদ'। আবার এই বিশুদ্ধ বাংলা গদ্যের পাশাপাশি তৎসম শব্দ ভারাক্রান্ত আর এক পণ্ডিতী গদ্যেরও সীমিত ব্যবহার দেখা গেছে।

আমরা জানি যে, বাংলা গদ্যকে সার্বিকভাবে আরবী-ফার্সী শব্দমুক্ত করার একটা জোরদার প্রয়াস সুরু হয়েছিল আঠারো শতকের শেষদিকে এবং এই শুদ্ধি-যজ্ঞের পুরোধা ছিলেন জোনাথান ডানক্যান, নিল বেঞ্জামিন এড্‌মনস্টন, হেনরি পিটার ফরস্টার, উইলিয়ম কেরী প্রমুখ প্রোটেস্টান্ট পাদ্রীবৃন্দ। ১৭৮৫ সালে দেওয়ানী আদালতের কার্যবিধির সঙ্কলন প্রকাশিত হয় ডানকান সাহেবের নামে। ছয় বছর পরে ১৭৯১ সালে বেঞ্জামিন সাহেবের নামে ছাপা হয় বাঙ্গালা-বিহার ও উড়িষ্যায় প্রচারিত ফৌজদারী আদালতের কার্যবিধির বঙ্গানুবাদ; আর ১৭৯৩ সালে প্রকাশিত হয় 'কর্ণওয়ালিশ কোড' নামে তৎকালে প্রচলিত আইন সংগ্রহের বঙ্গানুবাদ।

ঐ তিনটি অনুবাদ গ্রন্থের কোনটিতেই বাক্যান্তে বিরাম চিহ্ন নেই। সে কৃতিত্বের যিনি অধিকারী--তাঁর আবির্ভাব আরও পরের ঘটনা; বাংলা গদ্যের ইতিহাসে সে এক স্মরণীয় ঘটনাও বটে। কিন্তু এহ বাহ্য। ঐ সব অনুবাদের ভাষার সবচেয়ে বড় ত্রুটি বাক্যের দূরান্বয় ও বিকৃত তৎসম শব্দের বহুল প্রয়োগ। অনুবাদ ত্রয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভাল, ফরস্টার কৃত অনুবাদের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হল কিছু পরবর্তীকালে কৃত কাছাড়ী আইনের অনুবাদের সঙ্গে তুলনার সুবিধার্থে।

১৭৯৩ সালের দ্বিতীয় আইনের মুখবন্ধে লেখা হয়;--

"শ্রীযুত কোম্পানী ইঙ্গরেজ বাহাদুরের অধিকার বাঙ্গলা দেশের বিশিষ্ট মর্য্যাদা ও নানাবিধ দ্রব্য জন্মান ও প্রস্তুতকরণের কারণ যে সকল সামিগ্রী চাহি তাহার উৎপত্যভূমি হইতেই হয় অতএব বিক্ষাত আছে যে চাসকর্ম্মের আধিক্যে মহাজনি দ্রব্যাদি অনেক জন্মে ও তৎসহযোগে দেশের সম্পত্য ও বিস্তর হইতে পারে কিন্তু চাসকর্ম্মের আধিক্যানুসারে এদেশে যে সকল লাভ দর্শে তাহা কেবল মহাজনি বিসএ পর্য্যবসান নহে এই হেতুক যে এদেষে অন্য ২ জাতি অপেক্ষা হিন্দু জাতি বিস্তর লোক আছে তাহারদির্গ্যের ব্যবহার ও আহারের তাৎপর্য্য অর্থাৎ দিনরাতের ভরসা ভূমির উৎপত্য সামিগ্রতেই বর্ত্তে এবং হিন্দু ছাড়া অপর ক্ষুদ্র লোকেও দেসাচার ও অসঙ্গতিকারণ আপনারদির্গের কালহরণের আসা ভূমির উৎপত্যের উপরেই রাখে। এমত দর্শন হইতেছে ইহাতে মধ্যে ২ অনাবৃষ্টীতে সুকা কি মরা অতিবৃষ্টীতে জলগণ্ড হাজা হইলে ভূষা জিনিস অর্থাৎ খাদ্য-সামিগ্রীর উৎপত্যের হানি হইলে নিতান্তই দুর্ভক্ষ হইয়া যাবদীয় চাসি ও শিল্পকার এতাবতা কারিগর লোক জাহারদির্গের শ্রম ও প্রাণর্পনে বিসয়ী লোকদির্গের বল ও সম্পত্যলাভ হয় তাহারা অন্য ২ লোকাপেক্ষা অতিসয় আপদগ্রস্থ হয় এবং সমূহ দুঃখ পায় আর পূর্ব্ব দৃষ্টে জানা গেল জে জেকালে দুর্মূল্য হয় সেকালে দিগবীদিকের নানা দেশ হইতে খাদ্যসামিগ্রী ও যদেষ্ট আইসে না অতএব অনাবৃষ্টী ও অতিবৃষ্টী জন্য সর্ব্বতোভাবে ক্ষতি না হইতে পারিবায় অনেক পুষ্করনি খাতকরণ ও পুলবন্দী প্রভৃতি হওন সে নিমিত্তও যে সকল কার্য্য কর্ত্তব্য তাহা করণের ক্ষমতা সকল ভূম্যাধিকারি ও চাষি লোকে রাখে এমত উদ্যোগ হয় ইহাতে অনেক পুষ্করনীতে পূর্ব্ব বৃষ্টীর জে জল থাকে তাহাতে অনাবৃষ্টী সমএ রক্ষা পায় ও পুলবন্দী হওনের লাভ এই জে অতিবৃষ্টীতে ধৌতবন্নিয়া হইলে যে জল ভূমিতে প্রবেশ করিতে না পারিয়া নির্বিঘ্নে সস্য জন্মে জদিস্যাৎ এমত উদ্যোগ করিলেও ৺দৈবযোগে মধ্যে ২ স্থানে ২ অল্প বিস্তর ক্ষতি হইতে পারে কিন্তু এককালীন সর্ব্বত্রে আপদ উপস্থিত না হইলে স্থান বিশেষে শস্যের হানি ও কোন স্থানে শস্যের কল্যাণ দর্শনে উৎপাৎ মোচন হইতে পারে অতএব যে চাসকর্ম্মের আধিক্যে সর্ব্বত্রে সকল সামগ্রী জদেষ্ট জন্মিতে পারে তাহার কুশল চেষ্টা সকল কর্ম্মের অগ্রে সরকারের কর্ত্তব্য হইয়াছে এতদ্ভিষ্ট সিদ্ধার্থে অর্থাৎ চাসকৃয়ার আধিক্যাধিন দেশের আবাদ সে নিমিত্ত যাবন্ত উদ্যোগের মূল এই উদ্যোগ একত্র এই জেন ভূম্যাধিকারিদির্গের ভূমির অধিকারিত্ত স্বত্ত অর্পণ হইল।"[৯]

৮ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত, উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ, অসম প্রকাশন পরিষদ, গৌহাটি, পৃঃ ১৮৯।

৯ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি।

পূর্বোদ্ধৃত অনুবাদের প্রধান ত্রুটি ভাষার দুরূহতা ও শব্দবিকৃতি। বর্ণাশুদ্ধিও দৃষ্টিকটু। ফার্সী বর্জিত হলেও ভাষা আদৌ সাবলীল ও সর্বজনবোধ্য হয়ে ওঠেনি। সাধারণ মানুষ পরের কথা—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখক-গোষ্ঠীর ওপরেও এই গদ্যের কোন প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয় না। রামরাম বসুর রচনা বা বাইবেলের অনুবাদের কথা এপ্রসঙ্গে স্মরণীয়। রামরাম বসুর গদ্য ফার্সী শব্দ ছাড়াও তত্ভব ও দেশী শব্দ ব্যবহারের সুবাদেই অন্য রচনার তুলনায় সুবোধ্য। অনুরূপ সুবোধ্য রচনা ১৮০০ সালে প্রকাশিত 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত' এর বঙ্গানুবাদ।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখকগোষ্ঠীর গদ্যরচনার গুণাগুণ সম্বন্ধে এযাবৎ বহু আলোচনা হয়েছে। সুতরাং সে প্রসঙ্গের বিস্তার না করে উত্তর-পূর্বী গদ্যধারার দিকেই আবার চোখ ফেরানো যাক্। বিদেশী পাদ্রীদের পরে আইনগ্রন্থের বাংলা অনুবাদের উল্লেখযোগ্য প্রয়াস দেখা যায় কাছাড়ে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে কাছাড়ের বাঙ্গালী প্রজাদের বিচারের সুবিধাকল্পে ১৮১৭ সালে কাছাড়ী আইনের বাংলা অনুবাদ হয়। ফরস্টারের পূর্বোদ্ধৃত অনুবাদের ভাষার সঙ্গে কাছাড়ী আইনের নিম্নোদ্ধৃত অংশ সহজেই তুলনীয়।

"অথ বাকপারুস্য সংক্ষেপে ভাষা:

....দেশ ও কাল ও কুল ও গুণ ও কীর্ত্তি ইত্যাদির অসত্য নিন্দারূপ যে অপ্রিয় বাক্য তাকে প্রথম বাকপারুস্য বলি এবঞ্চ যেই পাপ সেই ব্যক্তিয়ে নেই তাতে সেই পাপের মিথ্যা প্রকাশক বাক্যস্বরূপে বাকপারুস্য তাকে প্রথম বাকপারুস্য বলিয়া জানিবে।

"মধ্যম বাকপারুস্যের কথা:

মাতাতে ও ভগিনীতে মিথ্যা উপপাতক প্রকাশক বাক্যস্বরূপ যে বাকপারুস্য তাকে মধ্যম বাকপারুস্য বলি।

উত্তম বাকপারুস্যের কথা:

মিথ্যা মহাপাতক প্রকাশক বাক্যস্বরূপ যে বাকপারুস্য তাকে উত্তম বাকপারুস্য বলি। লোকেতে ভৎর্সন সামান্যকেহি বাকপারুস্য বলে। ভাষাতে যাকে গালী বলে তাহার বাকপারুস্য জানিবা।

প্রথম বাকপারুস্যেতে সমানবর্ত্ত দুইও ব্যক্তিতে ও অসমানবর্ত্ত দুইও ব্যক্তিতে যাহা দণ্ড হয় তাহার কথা।। জাতিতে ও গুণেতে তুল্য ব্যক্তিয়ে যদি বাকপারুস্য করে তবে উভয়ের সমান দণ্ড হয় জানিবা। জাতিতে ও গুণেতে উত্তম ব্যক্তিয়ে ও জাতিতে গুণেতে ন্যূন ব্যক্তিয়ে যদি পরস্পর বাকপারুস্য করে তবে ন্যূন ব্যক্তির দ্বিগুণ দণ্ড জানিবা। জাতি ও গুণেতে অধম ব্যক্তিয়ে যদি উত্তম ব্যক্তিয়ে বাকপারুস্য করে তবেহ অর্দ্ধেক দণ্ড হয় জানিবা। এবং অন্যের স্ত্রীকে ও উত্তম ব্যক্তিয়েক যদি এই ব্যক্তিয়ে বাকপারুস্য করে তবে ত্রিগুণ দণ্ড জানিবা। আমী ভ্রান্ত হৈয়া অথবা অবধান না করিয়া অথবা প্রীতিপ্রযুক্ত বলিয়াছি এমত আর কক্ষণ না বলিব পূর্ব্বে বাকপারুস্য করিয়া পশ্চাৎ যদি এমত বলে তবেহ অর্দ্ধেক দণ্ড দিতে হয়।।

অথ মধ্যম বাকপারুস্য দণ্ড:

মাতা ও ভগিনীকে যেই ব্যক্তিয়ে বলে তোমার যেমত বুদ্ধি হৈয়াছে এমত বুদ্ধিতে তোমী অপকৃষ্ঠ স্থানেতে যাবা এমত বাক্য দ্বারা মিথ্যা শাসন করিলে রাজাতে ১।।/. দণ্ড দিতে হয়। এই অনুসারে বাক্য দ্বারা পারুস্যেতে ব্যক্তিভেদে দণ্ড জানিবা। ইতি মধ্যম বাকপারুস্য প্রকরণং।।

অথ উত্তম বাকপারুস্যং:

অতিশয় দোষঘটিতে বাক্য দ্বারা যে ভৎর্সন তাহার নাম উত্তম বাকপারুস্য জানিবা।।"[১০]

১০ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত, পৃঃ ৮৯-৯০।

ফরস্টারের অনুবাদের সঙ্গে তুলনা করলে এই অনুবাদের যে বৈশিষ্ট্যটুকু প্রথমেই চোখে পড়ে তা হলো সীমিত সংখ্যক তৎসম শব্দের সঙ্গে তদ্ভব, দেশী ও বিকৃত দেশী শব্দ সমন্বিত বাক্যের কথ্যভঙ্গি। ভাষা নিতান্ত সরল ও সহজবোধ্য। লোকপ্রচলিত শব্দ ও বাক্যাংশের নিরঙ্কুশ ব্যবহারে এই গদ্যের চলতি রূপটি সুপরিস্ফুট। এমন কি ক্রিয়াপদেও কথ্যরূপ দুর্নীরিক্ষ নয়। ফরস্টারের অনুবাদে তৎসম শব্দের আধিক্য, কাছাড়ী আইনের অনুবাদে তৎসম, তদ্ভব ও দেশী শব্দের প্রতি সমান দৃষ্টি ও শব্দাড়ম্বর বর্জন।

বর্ণাশুদ্ধি ও দু'একটি শব্দ ও প্রয়োগ পরিবর্তনের ফলে পূর্বোদ্ধৃত ঐ কাছাড়ী গদ্যকে সহজে আধুনিক চলতি গদ্যে রূপান্তরিত করা যায়। ফরস্টারের অনুবাদের ভাষাও যে শব্দাড়ম্বর বর্জনের ফলে অচিরে সহজ-বোধ্য হয়ে ওঠে তার নিদর্শনও পাওয়া গেছে। ১৮২৮ সালে শ্রীরামপুর থেকে ছাপা "সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার পোলীসের কার্য্য ও ফৌজদারী মোকদ্দমা সম্পাদনার্থে যে আইন শ্রীযুক্ত নওয়াব গবরনর্ জেনারল বাহাদুর কৌন্‌সেলে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন তাহার সারসংগ্রহে"র অনুবাদ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

কাছাড়ী প্রশাসনিক গদ্যের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করার আগে ইংরেজ গভর্ণমেন্টের ১৮২৪ সালের আদেশপত্র ও সন্ধিপত্রের বাংলা নকলের উল্লেখ করা প্রয়োজন। ঐ দু'টি নকলের ভাষা সাধু বাংলা হলেও আরবী-ফার্সী শব্দ ও 'থাকাতে', 'আপনকারর', 'আপনকাকে', 'থানাত', 'জারিয়াছে' প্রভৃতি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখকগোষ্ঠীসুলভ বিকৃত ও দেশী শব্দ বর্জিত নয়।

কাছাড়ী দণ্ডবিধি আইনের বাংলা অনুবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে বর্তমান সঙ্কলনভুক্ত ত্রিপুরার '১২৮০ সনের (১৮৭০ খ্রীঃ) নিয়মাবলী' অর্থাৎ 'স্বাধীন ত্রিপুরার চলৎ দণ্ডবিধির'ও উল্লেখ করতে হয়। মোটামুটি পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে ভাষার অগ্রগতির ফলে ত্রিপুরার চলৎ দণ্ডবিধির ভাষা যে বহুলাংশে সংহত, শুদ্ধ ও উন্নত হয়ে ওঠে তা কাছাড়ী আইনের "সমান ব্রাহ্মণের উপর ব্রাহ্মণে মারণার্থ অস্ত্র ভ্রমণ করায় তবে ৩১. কাহন দণ্ড হয় এবঞ্চ পরস্পর ভ্রামণেতে উভয়ের দণ্ড জানিবা"...ইত্যাদির সঙ্গে ত্রিপুরী আইনের "কেহর কোন অনিষ্ট করার অভিপ্রায়ে লোকসংগ্রহ করিলে অথবা করাইলে ও কোনপ্রকারের মাইরপীট করিলে যাহাতে কোন জখম বা আঘাতের চিহ্ন অঙ্গেতে না হয় তাহাতে অপরাধী ব্যক্তির ৩ মাসের অনধিক কারাবদ্ধ হইবেক অথবা ১০০৲ টাকা জরিমানা দিবে অথবা উভয় দণ্ড প্রাপ্ত হইবে" ইত্যাদি বাক্যাংশের তুলনা করলেই বুঝা যায়।

শুধু তাই নয়, ঐ দণ্ডবিধির ৩নং ও ১১নং ধারায় যথাক্রমে 'অসম্ভবে' ও 'অসদ্ভাবে' প্রভৃতি প্রয়োগ এবং ১১নং ধারার স্থান বিশেষে ক্রিয়া বর্জন গদ্যের শ্রীবৃদ্ধিই সূচিত করে। অবশ্য 'কেহর', 'মাইরপীট' প্রভৃতি অতৎসম বা দেশী শব্দ এবং 'নিয়ম ঘটিবেক' প্রভৃতি অশুদ্ধ প্রয়োগ ও ছেদচিহ্নের অভাব ঐ গদ্যের শালনীতার পরিপন্থী বলেই মনে করা যায়॥

আঠারো শতকের শেষ দিকের সনদে দুরূহ আরবী-ফার্সী শব্দ প্রয়োগের কথা আগেই বলা হয়েছে। ঐ ধরনের প্রয়োগ উনিশ শতকের শেষার্ধেও দুনিরীক্ষ্য নয়। বর্তমান সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত ত্রিপুরার তাম্রশাসন ও আদালতী কাগজপত্র পর্যায়ভুক্ত ১৮৫৫ সালের চিঠিটির কথা এপ্রসঙ্গে স্মরণীয়। চিঠির ভাষা বেশ সহজ সরল হলেও 'সবারতি' শব্দের প্রয়োগ পূর্ণ মর্মোদ্ধারে বিঘ্ন ঘটায়। এর কয়েক বছর পরেই কিন্তু বেশ বলিষ্ঠ গদ্য শৈলীর সন্ধান মেলে বীরচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেক উপলক্ষে প্রচারিত ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের রোবকারীতে। শতাধিক শব্দ সম্বলিত ঐ রোবকারীতে মোট দশটি বিদেশী শব্দ আছে কিনা সন্দেহ। যেগুলি আছে তার কোনওটি অপরিচিত নয়। আরবী 'দায়রা' ও ইংরেজী 'সেসন' শব্দের জোড়কলমে তৈরি 'দায়ের সায়র' কথাটি ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরেও প্রচলিত ছিল। ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের রোবকারীর ভাষা এমন সজীব ও সহজবোধ্য যে, পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের অনুসরণে বলা যায় যে, ঐ ভাষার প্রধান দোষ এই যে, অনায়াসে বুঝা যায়।

এর বেশ কয়েক বছর পরে, যুবরাজ বীরচন্দ্রের ১৮৬৫ সালের ফৌজদারী আদালত সংক্রান্ত রোবকারীটির ভাষা দেখলে কিন্তু হতাশ হতে হয়। ঈশানচন্দ্রের রোবকারীর তুলনায় বীরচন্দ্রের উল্লিখিত রোবকারী ভাষার বিচারে অপকৃষ্ট বলাই সঙ্গত। সত্য কথা বলিতে কি বীরচন্দ্রের শাসনকালের গোড়ার দিকে দূরান্বয় ও উপযুক্ত প্রতিশব্দের অভাবে প্রশাসনিক ভাষা প্রাঞ্জল হয়ে ওঠেনি। অবশ্য ঐ সময়ের এমন নিদর্শনও চোখে পড়ে যার গদ্যভঙ্গি আকর্ষণীয়। নজীর হিসাবে সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত চাকলা রোশনাবাদের তালুক বন্দোবস্ত সংক্রান্ত ১৮৬৬ ও ১৮৬৭ সালের নিদর্শন দুটির উল্লেখ করা যায়। ঐ দুটি দলিলে ব্যবহৃত আরবী-ফার্সী শব্দের কোনওটি অপ্রয়োজনীয় ও দুর্বোধ্য নয়। ভাষাও বেশ সাবলীল। তাই মনে হয়, সনদের বাঁধাধরা ছকের বাইরে প্রশাসনিক

কাজে বাংলা গদ্যের ব্যবহার ইতিপূর্বে সুরু হলেও সে ভাষা বীরচন্দ্রের কথায় 'সাধারণের বোধগম্য' 'সুললিত সরল সাধুভাষা' হয়ে উঠতে কিছু সময় লেগেছিল এবং বীরচন্দ্রই সে কাজের সূত্রপাত করে যান সরকারী কর্মচারীদের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট করে।

বীরচন্দ্রের আমলের প্রশাসনিক গদ্যের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার আগে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা গদ্যের প্রকৃত অবস্থাটা স্মরণ করা দরকার। ঐ সময়ে বাংলা গদ্যের ফার্সী শুদ্ধির দিকে যতখানি জোর দেওয়া হয়েছিল তার কিছুটা যদি ভাষার বহতা বজায় রাখার দিকে পড়তো তাহলে রামমোহনের রচনাতেও ছেদ-চিহ্নের অভাব বা দূরান্বয় দোষ থাকতো কিনা সন্দেহ। তাছাড়া শত চেষ্টা সত্ত্বেও পাঠ্যপুস্তকের বাইরে ফার্সীর অনুপ্রবেশ ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি কারণ, চিঠিপত্রের কথ্যভাষা ততদিনে বহু ফার্সী শব্দ আত্মস্থ করে ফেলেছিল। অন্য দিকে ফার্সী শোধনের অত্যুৎসাহের ফলে বাংলা গদ্য যে প্রাঞ্জলতা হারিয়ে 'পণ্ডিতী গদ্যে' পরিণত হয়েছিল ১৮৫২ সালে গুপ্তকবির 'সংবাদ-প্রভাকর'-এ প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের নিম্নোদ্ধৃত রচনাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

"গগনমণ্ডলে বিরাজিতা কাদম্বিনী উপরে কম্পায়মানা শম্পাসঙ্কাশ ক্ষণিক জীবনের অতিশয় প্রিয় হওত মূঢ় মানবমণ্ডলী অহঃরহঃ বিষয় বিষয়ার্ণবে নিমজ্জিত রহিয়াছে। পরমেশ প্রেম পরিহার পুরঃসর প্রতিক্ষণ প্রমদা প্রেমে প্রমত্ত রহিয়াছে। অম্বুবিম্বসম জীবন চন্দ্রার্ক সদৃশ চিরস্থায়ী জ্ঞানে বিবিধ আনন্দোৎসব করিতেছে, কিন্তু ভ্রমেও ভাবনা করে না যে সে সব উৎসব শব হইলে কি হইবে।"[১১]

রামমোহন চেয়েছিলেন গদ্যের কাঠামোকে ব্যাকরণের নিয়মে সুদৃঢ় করে তুলতে। উপযুক্ত যতি চিহ্নের অভাব ও দূরান্বয়ের ফলে অর্থবোধে যে ব্যাঘাত ঘটে সে কথা তিনিই প্রথম গদ্য লেখকদের স্মরণ করিয়ে দেন ১৮১৫ সালে। গদ্য লেখকদের প্রতি তাঁর উপদেশ হল: "বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে হয়। যে ২ স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্ব্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন। কোন্ নামের সহিত কোন্ ক্রিয়ার অন্বয় হয় ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন যেহেতু এক বাক্যে কখন ২ কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে। ইহার কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থজ্ঞান হইতে পারে না।"[১২]

রামমোহনের গদ্য রচনার বৈশিষ্ট্য যুক্তিপরম্পরার সন্নিবেশ কৌশলে, ভাষার লালিত্যসাধনে নয়। সেজন্য প্রয়োজন ছিল বিদ্যাসাগরের মত একজন দক্ষ ভাষা-শিল্পীর।

বিদ্যাসাগর মশায়ের গদ্য-শৈলীর বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তিনটি গুণের উল্লেখ করেছেন: (ক) কলানৈপুণ্য, (খ) বক্তব্যের সবল, সুন্দর ও সুশৃঙ্খল প্রকাশ, (গ) গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন ও সুসংযত করে তাকে সহজ গতি ও কার্যকুশলতা দান।

বাংলা গদ্যকে কলামণ্ডিত এবং ছন্দোময় করে তোলার দুরূহ কাজ সুসম্পন্ন করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর মশায় যে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বা বিদেশী লেখকদের অনুসরণে সংস্কৃত বা ইংরেজী ভাষার পদবিন্যাস রীতি অনুসরণের কথা চিন্তা করেন নি তাতেই বিদ্যাসাগর মশায়ের স্বকীয়তা ও মাতৃভাষায় জ্ঞানের পরিচয় সুপরিস্ফুট। আর মাতৃভাষার প্রতি তিনি যে কি গভীর মমতা পোষণ করতেন তারও দুর্লভ পরিচয় পাওয়া গেছে ত্রিপুরার রাজার নামাঙ্কিত মোহর তাঁর চোখে পড়ার ফলে। ত্রিপুরার রাজদূত কর্ণেল মহিম ঠাকুরের ঘড়ির চেনের সঙ্গে ঝোলানো মোহরে বাংলা অক্ষর খোদাই দেখে বিদ্যাসাগর মশায় সহর্ষে বলেছিলেন, "তোমরা দেখ, বাঙ্গালা ভাষা রাজভাষা।"

সে যা হোক, বাংলা সাধু গদ্যের শ্রীবৃদ্ধিতে বিদ্যাসাগর মশায়ের অতুলনীয় দান সম্বন্ধে কোন দ্বিমত না থাকলেও তাঁর আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত বাংলা গদ্য একেবারে 'উচ্ছৃঙ্খল জনতার' সামিল ছিল, এমন উক্তি

১১ বিবিধ খণ্ড, বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণ, পৃঃ ৬৮।
১২ বেদান্ত গ্রন্থ, রামমোহন গ্রন্থাবলী, হরফ প্রকাশনী পৃঃ ৭।

স্বীকার্য নয়। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু প্রমুখ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গদ্য লেখকদের রচনাই শুধু নয়, এই প্রসঙ্গে ত্রিপুরার তৎকালীন প্রশাসনিক গদ্যের কথাও বিস্মৃত হওয়া চলে না। বক্তব্য যতদূর সম্ভব সরল ও সুশৃঙ্খলভাবে ব্যক্ত করাতেই ত্রিপুরার প্রশাসনিক গদ্যের উপযোগিতা সমধিক অনুভূত হয়েছে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ তোলার আগে বাংলা সাধু গদ্যের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আরও কিছু কথা বলে নেওয়া দরকার।

বিদ্যাসাগর মশায় মাতৃভাষাকে ঐশ্বর্যময়ী করে তোলার যে সজ্ঞান সাধনার সূচনা করেন, বঙ্কিমচন্দ্র সেই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সাময়িকপত্রে যিনি পণ্ডিতী-গদ্যে হাত পাকাতে সুরু করেন, দু দশক পরে সেই বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা হয়ে উঠলো বাংলা গদ্য সাহিত্যের সার্থক নিদর্শন। সত্যি কথা বলতে কি বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের মত দুই মহান গদ্য-শিল্পীর হাতের ছোঁয়া না পেলে বাংলা গদ্যের এত দ্রুত জন্মান্তর ঘটতো কিনা সন্দেহ।

বাংলা গদ্যশৈলীর এই ক্রমপরিণতির কথা মনে রেখেই ত্রিপুরার প্রশাসনিক গদ্যের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করা যায়। তাম্রশাসনের বাইরে ত্রিপুরার প্রশাসনিক গদ্যের কিছু নিদর্শন যে দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের রাজত্বকালে পাওয়া গেছে সে কথা আগেই বলা হয়েছে। সে রকম কিছু নিদর্শন ছাড়া প্রশাসনিক কাজে বিশেষ করে আইনের খসড়া তৈরির কাজে বাংলা গদ্য ব্যবহারের ধারাবাহিক নিদর্শন মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের সময় থেকেই পাওয়া গেছে। স্বয়ং মহারাজা ১২৮৩ ত্রিপুরাব্দের অর্থাৎ ১৮৭৩ সালের (খ্রীঃ) ১ আইনের হেতুবাদে এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন–"এই ত্রিপুরার স্বাধীন রাজত্বে ভূতপূর্ব মহারাজগণের রাজত্ব সময়ে যদ্যপি নানা বিধান প্রচলিত হইয়াছে বটে কিন্তু যথানিয়মে সেই সকল বিধান শ্রেণী ও লিপিবদ্ধ না থাকা প্রযুক্ত অসীম অসুবিধার কারণ হইয়াছে"....।

সুতরাং ধরে নেওয়া যায় যে, রাজকীয় আইন-কানুন বাংলা ভাষায় যথাবিধি লিখিতরূপে প্রচার করার মত সুকঠিন কাজের সূচনা হয় বীরচন্দ্রের সময়ে। ত্রিপুরা রাজ্যে আধুনিকতার তিনি অগ্রদূত। তখনও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় না হলেও বাংলা দেশের সংস্কৃতি ও বাঙ্গলা সাহিত্যের সঙ্গে বীরচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তিনি যে শুধু বিচক্ষণ নন, সুঅধীতি, কলারসিক ও দূরদর্শী রাজা ছিলেন তার দু'টি বড় প্রমাণ হল: কিশোর রবীন্দ্রনাথের রচনায় 'বৃহৎ ভবিষ্যতের সূচনা' উপলব্ধি ও তাঁকে অভিনন্দন জ্ঞাপন এবং সাধারণের বোধগম্য প্রচলিত সুললিত সাধুভাষায় আইন তৈরি ও প্রশাসনিক কাজ চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ। আশ্চর্যের কথা, বীরচন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার পাঁচ বছর পরে ১৮৭৮ সালে বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শনে' "বাঙ্গালা ভাষা" শীর্ষক প্রবন্ধে ভাষাকে সকলের বোধগম্য করে তোলার প্রয়োজনের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে লেখেন--"যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা।" বীরচন্দ্রের সাহিত্যিক দূরদৃষ্টির প্রসার সম্বন্ধে আরও বড় বিস্ময় জমা আছে মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মার পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা "আবর্জনার ঝুড়িতে"। যে-মধুসূদন বাংলা নাটক ও প্রহসনে প্রথম নিখুঁত কথ্যগদ্য প্রবর্তন করলেন, যে-বঙ্কিমচন্দ্র সাধু গদ্যের আদর্শ নজীর দেখালেন তাঁর উপন্যাসে--বাংলা সাহিত্যের সেই দুই প্রতিভাধর কবি-সাহিত্যিকের রচনার ভূয়সী প্রশংসা করেও বীরচন্দ্র নাকি বলেছিলেন, বাংলা সাধু ও চলিত ভাষার মধ্যে শেষ পর্যন্ত চলিত ভাষাই সাহিত্যে স্থায়ী হবে। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রও চলিত ভাষাকেই শ্রেয় বলে ঘোষণা করেছিলেন সত্য কিন্তু তিনি নিজে লিখেছেন সাধু ভাষায়। চলিত ভাষায় লিখলে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা আরও হৃদয়গ্রাহী হত কিনা সে প্রশ্ন আজ অবান্তর। মহারাজা বীরচন্দ্র চলিত ভাষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাবাদী ছিলেন। তবু যে প্রশাসনিক কাজে চলিত ভাষার বদলে সুললিত সরল সাধু ভাষা ব্যবহারের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেন তা নেহাৎ অকারণে নয়।

১৮৫৫ সালে প্যারীচাঁদের উপন্যাসে, ১৮৫৮ সালে মধুসূদনের নাটকের সংলাপে, ১৮৬২ সালে কালী-প্রসন্নের নক্সায় কথ্যভাষার প্রয়োগ দেখা গেলেও সে ভাষা অনেক দিন পর্যন্ত শিক্ষিত সমাজের মন জয় করতে পারেনি বঙ্কিমচন্দ্রের সমর্থন সত্ত্বেও। হুতোমের জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ কথ্যভাষার ব্যবহার নয়--কাহিনীতে ব্যঙ্গরসের প্রাচুর্য। হুতোমের ভাষাও কিছু অনিন্দ্যসুন্দর নয়। এ প্রসঙ্গে ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, "একেবারে উপভাষা-ঘেঁষা কথ্যভাষায় লেখা হওয়াতে রচনা নেহাত খেলো হইয়া গিয়াছে। এ ভাষায় ব্যঙ্গ-উপহাস ছাড়া কিছু জমে না।" হুতোমের ঐ ভাষার তুলনায় শত গুণে ঝরঝরে সুন্দর চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন মধুসূদন তাঁর প্রহসন-নাটকে; কিন্তু কাহিনীর নতুনত্ব, ছন্দের বৈচিত্র্য ও কাব্যের সামগ্রিক সৌন্দর্যে পরিতৃপ্ত মন ভাষার বৈশিষ্ট্যের কথা আর তলিয়ে ভাবে নি।

মহারাজা বীরচন্দ্র শুধু রসবেত্তা নন, প্রকৃত ভূয়োদর্শীও বটে। তিনি বুঝেছিলেন, যতই মনোহারী হোক্ না কেন, রস-সাহিত্যের ভাষা যেমন প্রশাসনের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে না, সুবোধ্য ও সহজ, সরল হওয়া সত্ত্বেও সমাজে অবজ্ঞাত নিছক কথ্যভাষাও তেমনই রাজভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারবে না। তাই বঙ্কিমী বা হুতোমী ভাষার পরিবর্তে বিদ্যাসাগরী ভাষাকেই আদর্শ মনে করা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুবাদের মধ্যে দিয়ে বাংলা গদ্যকে সংহত ও সুললিত করে তোলেন। বীরচন্দ্রও চেয়েছিলেন প্রশাসনিক গদ্যকে সুললিত সাধু ভাষা রূপে গড়ে তুলতে। কিন্তু এক্ষেত্রেও বীরচন্দ্রের বিচক্ষণতা লক্ষ্যণীয়। প্রশাসনিক ভাষা যে সাহিত্যের ভাষা নয়, কেজো ভাষা, তা জানতেন বলেই প্রশাসনিক গদ্যকে হুবহু বিদ্যাসাগরী গদ্যে পরিণত না করে একটা পৃথক মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ফেরা কেজো ভাষার একটা শোভন রূপই ফুটে উঠেছে ত্রিপুরার প্রশাসনিক ভাষায়। ঐ ভাষা কথ্যভাষার প্রভাব যেমন সম্পূর্ণ এড়িয়ে যায়নি, তেমনই সাধু গদ্যের শোভন রূপের মর্যাদাও হারাতে চায়নি। ঐ গদ্যে যেমন তৎসম, তদ্ভব শব্দ আছে, তেমনই আছে দেশী, আঞ্চলিক, আরবী-ফার্সী, ইংরেজী ও পাহাড়ী শব্দসম্ভার ও প্রয়োগবৈচিত্র্য। তৎসম-তদ্ভব শব্দের সঙ্গে পরিচিত অ-তৎসম ও মৌখিক শব্দের সংমিশ্রণে ঐ গদ্য সহজবোধ্য ও ভাব প্রকাশে সমর্থ হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে কথ্যরীতি সুলভ ক্রিয়াপদের বক্র প্রয়োগও এ গদ্যকে যেন আরও সজীব করে তুলেছে। এ গদ্যের কাঠামো তৈরি হয়েছিল তাম্রশাসনের প্রয়োজনে। বীরচন্দ্র-রাধাকিশোর মাণিক্যের আগ্রহাতিশয্যে সে কাঠামো নব কলেবরে সাজানো হয়েছে। লোকবেদ্যতাই এ গদ্যকে দীর্ঘ পরমায়ু জুগিয়েছে।

বীরচন্দ্র ১ নং নিয়মাবলী মতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার-ব্যবস্থাকে 'যুগোপযোগী' ও সাধারণের বোধগম্য করে তুলতে চেয়েছিলেন। ঐ নিয়মাবলীর ভাষায় তৎকালসুলভ সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার করা হয়েছে প্রশাসনিক ভাষাকে মর্যাদাসম্পন্ন করে তোলার অভিপ্রায়ে। রচনায় যতি-চিহ্নের বিরলতা ও দূরান্বয় ছাড়া ভাষাগত বিশেষ কোন শৈথিল্য এবং ভাবগত অস্পষ্টতা ঐ গদ্যে দেখা যায় না। বক্তব্যকে বোধগম্য করে তোলার উদ্দেশ্যে ঐ নিয়মাবলীতে শুধু ইংরেজী শব্দের প্রতিবর্ণই নয়, ইংরেজী শব্দের সঙ্গে বাংলা প্রত্যয় পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। যতি-চিহ্ন বিশেষ না থাকলেও বিভিন্ন ধারার অন্তর্ভুক্ত উপ-বাক্যগুলির গঠনগুণে সে প্রয়োজন ততটা অনুভূত হয় না।

সাধারণভাবে ঐগদ্যের কার্যকারিতা স্বীকার্য হলেও বিভিন্ন হাতে বিভিন্ন আদেশের খসড়া ইত্যাদি তৈরি হওয়ার ফলে প্রশাসনিক ভাষা অবশ্য আগাগোড়া ত্রুটিমুক্ত থাকতে পারেনি। অপটু খসড়া-রচয়িতার হাতে বসানো অবাঞ্ছিত বা অশুদ্ধ সন্ধিযুক্ত শব্দ বা পদ ভাষাকে কোথাও কোথাও আড়ষ্ট করে তুলেছে। যেমন দেখা যায়, ১৮৮৩ সালের মেমো ৩৩০৭ সেহার নিম্নোদ্ধৃত অংশে ;--

"অতীত বর্ষের কার্য্যকলাপ সমালোচনা ও স্থানীয় অবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং প্রতি বর্ষের লিখিত যেরূপ কার্য্য করিলে অতীত বর্ষের অভাব বিদূরিত হইয়া শাসনের উৎকর্ষতা প্রজাপুঞ্জের সুখস্বচ্ছন্দতা ও রাজ্যের আয় বৃদ্ধি হইতে পারে তদ্বিষয়ের প্রস্তাবনা সংক্ষেপে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট গোচর করার সালতামামী রিপোর্টে প্রস্তুত হইতেছে জানা যায়, কেবল বিচার শিক্ষা এবং চিকিৎসাদি সম্বন্ধীয় অতি সংক্ষিপ্ত ষ্টেটমেন্ট প্রস্তুত হইয়া ইংরেজী বিভাগের উদ্দিশ্যানুসারে কার্য্য চলিতেছে তদ্দারা সালতামামী রিপোর্টের মহদুদ্দেশ্য কিছুই সংশোধিত হইতেছে না।"

অবাঞ্ছিত সন্ধি, অশুদ্ধ শব্দ না থাকায় ও অন্বয় গুণে ঐ মেমোর পরবর্তী অনুচ্ছেদটি কিন্তু বেশ সহজবোধ্য।

কোনও কোন খসড়ায় নঙর্থক প্রয়োগও শ্রুতিকটু যেমন, ১৮৮৬ সালের ৮ নং মেমোতে লেখা হয়: "জঙ্গল আবাদী ভূমি ব্যবস্থা সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতে যে সকল রীতি ও নিয়ম চলিয়া আসিতেছে এই মেমো দ্বারা তাহার কোন নিয়ম ও রীতি না হইয়া না থাকিলে তৎসমুদয়ের কোন বাধা হইবে না।" অথবা ১৮৮৬ সালের ১৭৫ নং মেমোয় লেখা;........"ইহাতে ঘটনাবিশেষে প্রার্থিগণের সমূহ ক্ষতি না হইতে পারে এমন নহে।"

মাঝে মাঝে ক্রিয়াপদের ব্যবহারেও আড়ষ্টতা চোখে পড়ে। "কীর্ত্তনের কার্য্য প্রচলিত প্রথানুসারে সম্পন্ন করিয়াছিল না" জাতীয় প্রয়োগ অন্তত ১৮৯৭ সালের মেমোতে প্রত্যাশিত নয়।

প্রশাসনিক ভাষায় এরকম নানা ব্যাকরণগত ত্রুটি মাঝে মধ্যে চোখে পড়লেও মহারাজাদের চিঠিপত্রের ভাষা ছিল রীতিমত সুন্দর। ১৮৮৬ সালে বীরচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি ও রবীন্দ্রনাথকে লেখা বীরচন্দ্রের চিঠির ভাষা অভিন্ন। ঐ একই ভাষাতে রাধাকিশোর মাণিক্য দীর্ঘকাল ধরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্রালাপ করেছেন।

সেই সব চিঠিতে তদ্ভব শব্দ ও চলিত বাক্যাংশের সুষ্ঠু প্রয়োগ এবং পরিমিত বাক্যে হাস্যরস পরিবেশন-পটুত্ব দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বীরচন্দ্র প্রবর্তিত প্রশাসনিক ভাষা যে ক্রমশ সাবলীল হয়ে উঠছিল রাধাকিশোরমাণিক্যের রাজত্বের গোড়ার দিকের নিদর্শনেই তার প্রমাণ মেলে। জমিদারী সংক্রান্ত নিয়মাবলীর মত জটিল বিষয়ও যে কত সহজবোধ্য ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায় তার নজীর সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ১৯০৪ সালে প্রচারিত লাহারপুর জমিদারীর জরিপ সংক্রান্ত নিয়মাবলীতে।

ত্রিপুরার প্রশাসনিক কাজে বাংলা ভাষার দীর্ঘকাল ধরে প্রচলনের মূলে ছিল ত্রিপুরার রাজাদের, বিশেষ করে বীরচন্দ্র ও রাধাকিশোর মাণিক্যের বাংলা ভাষার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ও বাংলা ভাষার প্রসারে সদাসতর্ক দৃষ্টি। রাধাকিশোরমাণিক্যের আমল থেকে প্রশাসনিক কাজকর্ম বৃদ্ধির ফলে প্রশাসনিক ভাষার ব্যবহারও ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। শুধু যে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের উপযুক্ত মানসিকতার অভাবের ফলেই ভাষায় ইংরেজী শব্দ বা বাক্যাংশের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে তা বলা চলে না। কারণ ঐ একামেবাদ্বিতীয়ম স্বরূপ প্রশাসনিক ভাষায় যাঁরা কাজ চালাতেন তাঁদের সামনে এমন কোন রচনাদর্শ বা উপযুক্ত শব্দভাণ্ডার ছিল না যার সাহায্যে আধুনিক ছাঁচে ঢালা প্রশাসনের নতুন নতুন নিয়ম, বিধান বা নির্দেশ সহজে বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করতে পারেন। তাছাড়া ইংরেজ সরকার প্রবর্তিত ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার আদর্শে প্রশাসনিক কাঠামো ও আইন-কানুনের সংস্কার সাধনসূত্রে প্রশাসনিক ভাষা ইংরেজী ভাবধারা ও প্রয়োগ রীতির প্রভাবমুক্ত থাকেনি। যেমন ১৯০৩ সালের ২৭শে আষাঢ় প্রচারিত "পার্ব্বত্য প্রজাদের ঘরচুক্তির হার সংশোধন" সংক্রান্ত রাজকীয় আদেশের ৪ নং ধারায় বলা হয়;--

"সম্প্রতি গত দুই বৎসর পর্য্যন্ত জমা কমির জন্য রিয়াং প্রজাগণ পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিয়া আসিতেছে নোয়াতিয়া প্রজাগণও তদ্রূপ প্রার্থনা করিয়াছে ইহাদিগের এই প্রার্থনা শ্রবণযোগ্য। ....এতৎসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়া স্থির করা গিয়াছে যে বর্ত্তমান সময়ে সমস্ত পর্ব্বতে ১৲ ২৸. ৩৷৷. ৪৲ ৫৲ ৬৲ এবং ৮৲ টাকা এই যে ৭টি ঘরচুক্তি খাজানার হার প্রচলিত আছে তৎস্থলে আপাততঃ তিনটি হার ধার্য্য করিলে ভাল হয়।"

ইংরেজী আইনের আদর্শে রাজকীয় আইনের খসড়া রচনা করতে হয় বলে ইংরেজী বাক্য বা বাক্যাংশের ভাবানুবাদ ও পারিভাষিক শব্দ সৃষ্টির দিকে বেশি লক্ষ্য রাখতে হয়। এর ফলে কোন ও কোন ক্ষেত্রে পদ-বিন্যাস রীতি যেমন অল্পবিস্তর প্রভাবিত হয়েছে, তেমনই বাংলা ভাষার শব্দসম্ভারও হয়েছে সমৃদ্ধ। শুধু সেকালের প্রশাসনিক গদ্যই বা কেন, আধুনিক সাহিত্যিকদের লেখা সাধু ও চলিত--উভয় ধারার পদবিন্যাসও ইংরেজী পদবিন্যাস রীতির দ্বারা প্রভাবিত। সে প্রভাবের ফলে ভাষায় প্রয়োগ বৈচিত্র্য দেখা গেছে, ভাষার ঐশ্বর্যও বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিদ্যাসাগরী রীতিতে অবিমিশ্র বাংলা পদবিন্যাস রীতি অনুসরণ প্রশাসনিক ভাষার ক্ষেত্রে সম্ভব হয় নি কারণ সমগ্র প্রশাসনকে ক্রমশই আধুনিক করে তোলার প্রয়োজন ও প্রচেষ্টাই তখন সমধিক। তাই বহুক্ষেত্রেই ইংরেজী আইনকানুনের ভাবানুবাদ করে বাংলা আইন-কানুন তৈরি করতে হয়েছে। ত্রিপুরার আইন-কানুনের খসড়া রচয়িতাদের কৃতিত্ব এই যে, তাঁরা কলিকাতা ইণ্ডিজিনাস লিটররি ক্লাব' ও 'ভার্ণাকিউলার লিটারেচর সোসাইটি' ইত্যাদির অনুসরণে ইংরেজীর আক্ষরিক অনুবাদ না করে ভাবানুবাদের দিকে নজর দিয়েছিলেন। অনুবাদকালে বাংলা পদবিন্যাস রীতি যথাসম্ভব রক্ষা করার প্রয়াসও লক্ষ্যণীয় যেমন, "copies of the minutes and resolutions of the Council of Ministers are respectfully submitted to H. H. Maharaja Manikya Bahadur for information." এই বাক্যটি বাংলায় লেখা হয়--"মহামান্য মন্ত্রীপরিষদের কার্য্যবিবরণী ও নির্দ্ধারণসমূহের প্রতিলিপি গোচর প্রার্থনায় সসম্ভ্রমে শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাতে পেশ হয়"। অথবা "To request the favour of furnishing the departments concerned with appropriate replies on the points of issue." এই বাক্যাংশের অনুবাদে লেখা হয়, "সংসৃষ্ট বিভাগ হায়ে বিবেচ্য বিষয়সমূহের যথাযথ উত্তর প্রেরণের বাসনায় নিবেদন।" অবশ্য 'লিপি করিতে হইবে', 'পন্থা উন্মুক্ত হইবে', 'অধ্যয়ন করিতে অগ্রসর হয় নাই', 'ডিবিসনের উপর স্থাপিত বিদ্যালয়', মাসের ৩রা তারিখ মধ্যে একদা' ইত্যাদি কিছু অসার্থক প্রয়োগও মাঝে মধ্যে দেখা যায়।

ভাষান্তরের প্রয়োজনে উপযুক্ত প্রতিশব্দ সৃষ্টি ত্রিপুরার প্রশাসনিক ভাষাকেই শুধু নয়, সমগ্র বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে বললে অত্যুক্তি হয় না। ত্রিপুরার প্রতিবেশী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে সরকারী কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরবর্তীকালে এবং তদনুসারে গঠিত 'পরিভাষা সংসদ' পরিভাষা সঙ্কলনের কাজ সুরু করেন। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যে তিনটি স্তবক প্রকাশিত হয় এবং পরের বছর ঐ তিন খণ্ড একত্রে পুনর্মুদ্রিত হয়। চতুর্থ ও পঞ্চম স্তবক প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৬৩ ও ১৯৬৪ সালে।

ত্রিপুরায় পরিভাষা কোষ সঙ্কলনের কাজ চলছে। দীর্ঘকাল সরকারী কাজে বাংলা চালু থাকার ফলে ত্রিপুরার প্রশাসনিক ভাষা এককালে বহু পারিভাষিক শব্দে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। সে যুগে পশ্চিমবঙ্গের মত কোন পরিভাষা সংসদ ছিল না ত্রিপুরায়, ছিল না পণ্ডিতদের দিয়ে পরিভাষা অনুমোদন করিয়ে নেওয়ার অবকাশ। ভাষান্তরকালে প্রয়োজনের তাগিদে নিত্য নতুন পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করতে হয়েছে 'বাঙ্গালানবীশ' কর্মচারীবর্গকে। প্রতিশব্দ প্রয়োগ করার সময় কোনও রকম সংস্কারের বশবর্তী না হয়ে পরিচিত ও বোধগম্য শব্দই তাঁরা বেছে নিতেন বলে ত্রিপুরার প্রশাসনিক ভাষা কোন দিন পারিভাষিক শব্দ-কণ্টকিত হয়নি। বহু আরবী-ফার্সী, গ্রাম্য, তদ্ভব ও তৎসম শব্দের সঙ্গে আদিবাসী সমাজে প্রচলিত শব্দ, ইংরেজী শব্দ ও প্রতিবর্ণ ত্রিপুরার প্রশাসনিক ভাষায় স্বচ্ছন্দে ব্যবহৃত হয়েছে।

পরিভাষা প্রসঙ্গে বাঙ্গালা দেশের কথাও উল্লেখযোগ্য। সে দেশে বাংলা পরিভাষা সঙ্কলনের সূত্রপাত পাক সরকারের আমলে হলেও 'বাঙলা একাডেমী' পরিভাষা কোষ প্রথম প্রকাশ করেন ১৯৭২ সালে। ত্রিপুরায় বহুকাল ধরে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দের গুণাগুণ বিচারের চেষ্টা না করে এখানে একটি তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত তালিকা করে দেওয়া হল।

ইংরেজী শব্দ	পশ্চিমবঙ্গ পরিভাষা সংসদ কৃত প্রতিশব্দ	বাঙলা একাডেমী কৃত প্রতিশব্দ	ত্রিপুরায় প্রচলিত প্রতিশব্দ
additional	অবর	অতিরিক্ত	অতিরিক্ত
agent	নিযুক্তক	এজেন্ট	এজেন্ট
applicant	আবেদক	আবেদনকারী	আবেদনকারী
basic education	মৌল শিক্ষা	বুনিয়াদী শিক্ষা	বুনিয়াদী শিক্ষা
conditional	সপ্রতিবন্ধ	শর্তাধীন	শর্তাধীন
confiscated	উপগৃহীত	বাজেয়াপ্ত	বাজেয়াপ্ত
confidential	বিশ্রব্ধ	গোপনীয়	গোপনীয়
circular	পরিপত্র	সার্কুলার	সার্কুলার
compensatory allowance	পূর্তিঅধিদেয়, ভাতা	পরিপূরক ভাতা	ক্ষতিপূরণ ভাতা
certified copy	সত্যায়িত নকল	জাবেদা নকল	সত্যায়িত নকল
court-fee	বিচারদোয়ক, রসুম	রসুম	রসুম
code of criminal procedure	দণ্ডপ্রণালী সংহিতা	ফৌজদারী কার্যবিধি	ফৌজদারী কার্যবিধি
college	মহাবিদ্যালয়	কলেজ	কলেজ
committee	সমিতি	কমিটি	কমিটি
deposit lapsed	আমানত অতিপন্ন	তমাদি জমা	তমাদি
letter of credit	আকলপত্র	ঋণপত্র	ঋণপত্র
probationary	অবেক্ষাধীন	শিক্ষানবিসি	শিক্ষানবিসি
precedent	পূর্ব দৃষ্টান্ত	নজির	নজির
remittance	প্রোষিতক	ইরসাল চালান	অর্থপ্রেরণ
salesman	বিক্রয়িক	বিক্রেতা	বিক্রেতা
sericulture	কীটপোষণ	রেশম চাষ	রেশম চাষ

বলাবাহুল্য, তালিকাটি পূর্ণাঙ্গ ও নির্বাচিত নয়, তবু বুঝতে দেরী হয় না যে, বাংলা প্রতিশব্দের একটা সর্বভারতীয় রূপ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে অতিমাত্রায় সংস্কৃতের দ্বারস্থ হওয়ার ফলেই পশ্চিমবঙ্গের পরিভাষা কোষে এমন কিছু প্রতিশব্দ স্থান পেয়েছে যেগুলির সহজ ও পরিচিত রূপ ত্রিপুরা ও বাংলা দেশে প্রচলিত। পরবর্তীকালে অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের পুনরুজ্জীবিত পরিভাষা সংসদ প্রতিশব্দগুলিকে যথাসম্ভব সহজ ও সরল করার চেষ্টা সুরু করেন। ত্রিপুরার পরিভাষার মধ্যে প্রতিশব্দ ছাড়া ইংরেজী প্রতিবর্ণের ব্যবহার এবং মূল শব্দের অনুসৃতিতে 'হৈচে এস্তাহার', 'এডিকং', 'রণগণ্ডী' ইত্যাদি নতুন শব্দও স্থান পেয়েছে।

মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের আমল থেকেই রাজগী ত্রিপুরার সরকারী ভাষা রূপে বাংলার ব্যবহার হতে থাকলেও ইংরেজী শিক্ষিত কর্মচারীদের হাত দিয়ে মাঝে মাঝে ইংরেজীতে আদেশ প্রচারের ঘটনা মহারাজা রাধাকিশোরমাণিক্যের সময় থেকেই ঘটেছে। ১৯০৮ সালে বাংলার বদলে ইংরেজীতে আদেশ প্রচার হওয়ায় মহারাজা রাধাকিশোরমাণিক্য ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হয়ে মন্ত্রীমহাশয়কে যে চিঠিখানি লেখেন--বাঙ্গলা ভাষার অক্ষয় সম্পদ--সেই ঐতিহাসিক চিঠিটি এই সঙ্কলনের শেষভাগে প্রদত্ত চিত্রবলীতে প্লেট নং ১এ রূপে মুদ্রিত হয়েছে।

রাধাকিশোরমাণিক্য রাজকীয় আদেশপত্রের ওপর ইংরেজীতে নামের আদ্যাক্ষর সমন্বিত স্বাক্ষর করলেও আদেশ লিখতেন বাংলায়। তাঁর উত্তরসূরী বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্য ইংরেজী মেশানো বাংলায় আদেশ জারী করতে সুরু করেন। যেমন, ১৯১১ সালের ১ নং মেমোতে লেখেন--"২৬শে আষাঢ় উক্ত council meeting হওয়া আমার অভিপ্রায়, অন্যথা না হয়--প্রথম (চাকলা বাজেট) council এ আলোচিত হইবে পরে State Budget সম্বন্ধে আলোচিত হইবে। আমার এই অভিপ্রায় সম্বন্ধে সদস্যদিগকে উপযুক্ত সময়ে information দেওয়া সঙ্গত।"

দুঃখজনক হলেও একথা সত্য যে ঐ সময় থেকে প্রশাসনে ইংরেজীভাবাপন্ন কর্মচারীদের প্রভাবে প্রশাসনিক ভাষায় ইংরেজীর ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। ১৯১৪ সালে রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য, ত্রিপুরার রাজকুলের সুযোগ্য উত্তরসূরী তদানীন্তন মন্ত্রীবাহাদুর মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা বাহাদুর "আফিস ও আদালত-সমূহে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হওয়া সম্বন্ধীয় ৩ নং সার্কুলারে জানান,-- "এরাজ্যের আফিস ও আদালতসমূহের প্রচলিত ভাষা বাঙ্গালা এবং সর্ব্ববিধ রাজকার্য্যে আবহমান কাল হইতে বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এই নিয়ম অক্ষুন্ন রাখা স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুরগণের অভিপ্রেত ছিল। এই অভিপ্রায় সংসাধনোদ্দেশ্যে প্রাতঃ-স্মরণীয় স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য ১২৮৪ ত্রিপুরাব্দে "নিষ্পত্তিপত্রাদি লিখিবার আইন" শীর্ষক এক বিধি প্রচার করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান সময়েও তাহা প্রচলিত ও প্রবল আছে। পরমপূজ্য স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর লিখিত এবং বাচনিকরূপে এবিষয়ে স্বীয় অভিমত বারম্বার কর্ম্মচারীদিগকে জানাইয়াছেন। তাঁহাদের এই কল্যাণকর মহদভিপ্রায় সসম্মানে প্রতিপালন করা রাজকর্ম্মচারী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু অধুনা কোন কোন স্থলে তাহার বৈলক্ষণ্য ঘটিতে দেখা যাইতেছে।

"সর্ব্ববিধ রাজকার্য্যে বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োগ এবং তদুপলক্ষে ভাষার উৎকর্ষ বিধান করা শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরেরও একান্ত অভিপ্রেত। অতএব পলিটিক্যাল বিভাগ সংসৃষ্ট বিষয় বা বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থল ভিন্ন, আদালত ও আফিসসমূহের কাগজপত্রে বাঙ্গালা ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষা ব্যবহার করা সঙ্গত হইবে না।" এই হুঁশিয়ারী সত্ত্বেও সংক্রামক ব্যাধির মত ইংরেজী বাক্য বা বাক্যাংশের উৎপাত থেকে রক্ষা পায়নি প্রশাসনিক বাংলা ভাষা। এমন কি, আদালতে বিচার বিভাগের যে রায় দীর্ঘকাল ধরে অবিমিশ্র বাংলায় লেখার একটা রীতি গড়ে উঠেছিল ১৯৩০ সালের পর থেকে সেই রীতি লঙ্ঘন করে বাংলা বাক্যে ইংরেজীর মিশ্রণ চলতে থাকে যেমন, ১৯৩২ সালের এক রায়ে লেখা হয় "........ এরূপ Penal Sectionগুলিকে strictly construe করাই নিয়ম।"

তবে বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্যের শাসনকালেই প্রশাসনিক ভাষা যে কত সংহত ও শোভন এবং ভূমিদানের ভাষাও যে কত সহজ ও আধুনিক হয়ে ওঠে তার নজীর হিসাবে সঙ্কলনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সঙ্কলিত রাজকুমারী মধুমালতী দেবীর বিয়ে উপলক্ষে বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্য কর্তৃক প্রদত্ত ভূমিদানপত্রের প্রথমাংশ এখানে তুলে দেওয়া হল।

"অদ্য এই শুভদিনে বিবাহবাসরে তোমার যৌতুক স্বরূপ নিম্নলিখিত খাসের ভূমিখণ্ড দান করা গেল।

শ্রীভগবানের কৃপায় তুমি সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া সুখে ও স্বচ্ছন্দে পুত্রপৌত্রাদি উত্তরাধিকারীক্রমে উক্ত সম্পত্তি ভোগ দখল করিতে রহ, ইতি। সন ১৩২৯ ত্রিপুরা, তারিখ ১৬ই অগ্রহায়ণ।"

বীরেন্দ্রকিশোরের উত্তরসূরী মহারাজা বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্যের রাজত্বকাল ১৯২৩ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে প্রশাসনিক ভাষা আরও সংহত ও প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সঙ্কলিত ১৯২৭ সালের ১৬ই ভাদ্রের আদেশপত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশটি প্রসঙ্গক্রমে লক্ষ্যণীয়।

"রাজমালা সংক্রান্ত কার্য্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এপক্ষের তত্ত্বাবধানে এপক্ষের প্রাইভেট সেক্রেটারী কর্ত্তৃক অতঃপর পরিচালিত হইবে। উক্ত প্রাইভেট সেক্রেটারী রাজমন্ত্রীর অনুরূপ ক্ষমতায় এতৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্যনির্ব্বাহ করিবে এবং তাহার নির্দ্দেশমত এবিষয়ে এপক্ষের এসিস্ট্যান্ট প্রাইভেট সেক্রেটারী সাহায্য করিবে।"

সুনির্বাচিত অর্থব্যঞ্জক শব্দ সমাবেশ ও প্রয়োগনৈপুণ্যে এই প্রশাসনিক ভাষাই যে শেষ পর্যন্ত আবেগপূর্ণ চিন্তা-ভাবনা রূপায়ণের শক্তি অর্জন করেছিল তার নমুনাও ১৯২৮ সালে কুমিল্লা শহরে আঞ্জুমান-ই-ইসলামিয়া' প্রতিষ্ঠানের অভিনন্দনের উত্তরে মহারাজার ভাষণের নিম্নোদ্ধৃত অংশেই সুপরিস্ফুট।

"আপনাদিগের প্রদত্ত অভিনন্দনে আপনারা আমার প্রতি আপনাদের আনন্দোচ্ছ্বাসের যে ঔদার্য্য এবং সহৃদয়তার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন তজ্জন্য আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

"পৃথিবীব্যাপী বিদ্রোহী সাম্প্রদায়িক বিরোধের এই ক্ষণে ব্যক্তিগতভাবে এবং শাসনতন্ত্রের প্রতিনিধি স্বরূপে ইহাই আমার পরম সম্মান যে, সমাজ-সম্প্রদায়-বিস্মৃত সম্মিলিত জনসাধারণ কর্ত্তৃক আজ আমি অভিনন্দিত এবং সে অভ্যর্থনা অকৃত্রিম উৎসাহেরই সার্থক সমাবেশ। একদিকে আমার নিকট এদৃশ্য চিরস্মরণীয় অপরদিকে বর্ত্তমান জগতের সমক্ষে ইহা প্রাচীনপন্থার প্রতি সহানুভূতি এবং সমর্থনজ্ঞাপকও বটে।"

এই ধরনের ভাষণ নানা কারণে প্রশাসনিক ভাষার নিদর্শন রূপে যদি না-ও গণ্য হয়, তবু একেবারে ঐ ভাষার সংস্রবশূন্য বলা চলে না; কারণ, বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় সে খসড়া সযত্নে রচিত ও ভাব-সমৃদ্ধ হলেও ঐ প্রশাসনিক বাক্‌ধারার বৈশিষ্ট্য বর্জিত নয়। ১৯৩৬ সালে কলিকাতায় রবীন্দ্রজয়ন্তী শিল্প প্রদর্শনী ও মেলার উদ্বোধন উপলক্ষে প্রদত্ত এবং ১৯৩৯ সালে 'ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা' ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে প্রদত্ত মহারাজার ভাষণ এবং ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথকে ভারত-ভাস্কর উপাধি প্রদান প্রশাসনিক ভাষার ভাবসমৃদ্ধ রূপের নিদর্শন হিসাবে গণ্য হতে পারে। বক্তার বলিষ্ঠ প্রত্যয় ও আন্তরিকতাই ঐ ধরনের ভাষণে সুপরিস্ফুট। তৎসম শব্দসমৃদ্ধ ও ছন্দোময় ঐ গদ্য যে ইতিমধ্যেই সমগ্র বাংলা দেশে রীতিপ্রধান সাধু গদ্য হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত সে কথা স্মরণ করেই প্রশাসনিক গদ্যের এই আলঙ্কারিক রূপনির্মিতির প্রসঙ্গ শেষ করা হল।

ত্রিপুরার প্রশাসনিক রূপচ্ছবি

সামন্ততান্ত্রিক রাজ্য হিসাবে ত্রিপুরার প্রশাসনও ছিল সামন্ততান্ত্রিক। উজীর, নাজির, সুবা, নেমুজীর, কারকোন, কোতোয়াল, মুছিব, বড়ুয়া, হাজারী প্রভৃতি আমলাবর্গকে নিয়ে প্রশাসনের যে ত্রিকোণাকার কাঠামো গড়ে উঠেছিল তার শীর্ষবিন্দু ছিলেন স্বয়ং মহারাজা। প্রত্যেক পদাধিকারীর দায়িত্ব ও ক্ষমতা ছিল সুনির্দিষ্ট, তবু সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা পরিচালনা করতেন মহারাজা স্বয়ং। এই সামন্ততান্ত্রিক প্রশাসনের পালে আধুনিকতার নতুন হাওয়া লাগে উনিশ শতকের শেষদিকে। ক্রমাগত পরিবর্তন ও সংস্কারের মাধ্যমে ত্রিপুরার প্রশাসন কিভাবে ধীরে ধীরে আধুনিক হয়ে ওঠে তার একটা রূপরেখা পাওয়া যায় এই সংকলনে উদ্ধৃত বিভিন্ন আদেশ, মেমো, রোবকারী ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর সরকারী কাগজপত্র থেকে।

মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য সিংহাসনে আসীন হলেন ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে কিন্তু তারও কয়েক বছর আগেই, সম্ভবত ১৮৬২ সাল থেকেই তিনি কার্যতঃ রাজ্য পরিচালনা সুরু করেন। ১৮৮৬ সালের ২ নং নিয়মাবলী থেকে জানা যায়, তখন মন্ত্রীই প্রশাসনের সর্বেসর্বা। মোট ১৬টি বিভাগ নিয়ে গঠিত মন্ত্রী অফিসের প্রত্যেকটি বিভাগ পরিচালনা করতেন একজন প্রধান কার্যকারক। বিভাগীয় কাজ সম্পন্ন হত মন্ত্রী অফিসের অনুমোদনক্রমে।

মন্ত্রীকে দায়িত্ব পালনে সহায়তা করতেন দুজন দেওয়ান। মন্ত্রী নিযুক্ত হতেন দেওয়ান থেকে। এছাড়া মহারাজার নিজস্ব সেক্রেটারীও ছিলেন।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন লাভের অনতিকালের মধ্যে মহারাজা রাধাকিশোরমাণিক্য মন্ত্রীপদ লোপ করে সমস্ত পুনর্গঠিত বিভাগ স্বীয় পরিচালনাধীনে নিয়ে আসেন। দৈনন্দিন কাজ অবশ্য বিভাগীয় কার্যকারকগণই পরিচালনা করতেন। মহারাজার সেক্রেটারীর পদও এই সময় লোপ করা হয়। দুজন দেওয়ানের পরিচালনাধীনে সংসার বিভাগের উপর রাজবাড়ীর যাবতীয় খরচপত্র নির্বাহের দায়িত্ব পড়ে। পরের বছর গঠিত হয় মহারাজার সভাপতিত্বে পরিচালিত একটি কার্যনির্বাহক সভা। প্রশাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন দায়িত্ব কার্যনির্বাহক সভা বহন করলেও রাজখান্দান, আইন প্রবর্তন, তালুকপ্রদান প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতেন মহারাজা স্বয়ং। উজীর, নাজির, নায়েব-দেওয়ান, সুবা প্রভৃতি প্রাচীনকালে প্রবর্তিত পদগুলি বিলুপ্ত না হলেও পদাধিকারীদের কর্মক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় দায়িত্ব অনুসারে তাঁদের বেতনে পার্থক্য ঘটতে দেখা যায়।

প্রশাসনে উজীরের প্রতিপত্তি ক্রমশঃই বাড়তে থাকে। উচ্চশ্রেণীর কার্যকারক হিসাবে দেওয়ান খাস সেরেস্তায় বসলেও কার্যতঃ ছিলেন উজীরের অধীন। এমন কি একসময় রাজ্যের শাসন ও আইন প্রচলন প্রভৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল শুনানীর দায়িত্বও দেওয়া হয় উজীরকে।

যুবরাজের বিবাহ উপলক্ষে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে উজীর, দেওয়ান, নায়েব-দেওয়ান, লিগ্যাল সেক্রেটারী প্রমুখকে নিয়ে একটি বিবাহ সমিতি গঠনের উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তী সময়েও কোন বিশেষ অনুষ্ঠান পরিচালনা বা কোন বিশেষ পরিস্থিতির পর্যালোচনা ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য পৃথক সভা বা কমিটি গঠন ত্রিপুরা প্রশাসনে একটা রেওয়াজ হয়ে ওঠে।

১৯০১ সালে কার্যনির্বাহক সভা বাতিল করে মন্ত্রী ও উজীরের ওপর যথাক্রমে রাজ্য ও চাকলা প্রশাসনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু এসময় প্রশাসনে উজীরের প্রাধান্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায় মন্ত্রীকে উজীরের যোগে কাজ করার নির্দেশ ও তালুক বন্দোবস্ত, আইন প্রচলন, দণ্ডাদেশ পালন, রাজখান্দান ও সংসার বিভাগের বাজেট তৈরি ইত্যাদি মন্ত্রীর এক্তিয়ারভুক্ত ব্যাপারে উজীরের কাছে আপীল জানানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা থেকে। এর ফলে প্রশাসনে যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সূচনা হয় কয়েক বছরের মধ্যেই তা চরমে ওঠে। ১৯০৪ সালের গোড়ার দিকে মন্ত্রী বিভিন্ন বিভাগের পুনর্বিন্যাস করেন কিন্তু তাতেও সমস্যার কোন সুরাহা হয় নি। কয়েকমাস পরে স্বয়ং মহারাজা কৃষি বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আরও কিছু কালের মধ্যে মন্ত্রী উমাকান্ত দাসের অবসর গ্রহণ, রমণী মোহন চট্টোপাধ্যায়ের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ ও অনতিবিলম্বে পরিত্যাগ এবং উমাকান্ত দাসের পুনরায় মন্ত্রীত্ব গ্রহণ প্রভৃতি ঘটনা প্রশাসনে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতারই ইঙ্গিত দেয়।

রাজ্য ও জমিদারীর শাসন সংক্রান্ত বিষয়, ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়, সংসার অফিস সংক্রান্ত বিষয় ও সাধারণ হিতকর বিষয় ইত্যাদি ছিল খাস সেরেস্তার এক্তিয়ারভুক্ত। এর প্রধান কার্যকারক ছিলেন প্রাইভেট সেক্রেটারী। ১৯০৫ সালে খাস সেরেস্তা ও প্রাইভেট সেক্রেটারীর অফিস আলাদা করে প্রাইভেট সেক্রেটারীর ওপর মহারাজার নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যাপার দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯০৬ সালে সংসার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকের দায়িত্ব দেওয়া হয় দেওয়ানকে। প্রাইভেট সেক্রেটারী করা হত সাধারণত রাজকুমার বা রাজবংশীয়দের। প্রাইভেট সেক্রেটারী থেকে আবার রাজমন্ত্রীও নিয়োগ করা হত।

১৯০৮ সালে প্রশাসনে আবার একটা বড় রকমের রদবদল ঘটে। মন্ত্রীর ক্ষমতাসম্পন্ন প্রধান কার্যকারক বা চীফ অফিসার নিযুক্ত করা হয়। এছাড়াও থাকে যুবরাজসহ পাঁচজনের এক অমাত্য সভা। মহারাজা ঘোষণা করেন যে, অমাত্য সভার সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত মহারাজা অন্যথা করবেন না।

রাজা পাল্টালে প্রশাসন ব্যবস্থায় স্বভাবতই কিছু হেরফের ঘটে। বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্য ১৯০৯ সালে রাজা হয়ে নতুন অমাত্য সভা গঠন করলেন। প্রধান কার্যকারকের পদ লোপ পেল। এবার মন্ত্রী হয়ে এলেন মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র। মহারাজকুমারকে মন্ত্রীর মত বেতন দেওয়া শোভন হয় না বলে তাঁর জন্য মাসোহারা বাদ দিয়ে 'তনখা' ধার্য হয় পাঁচশো টাকা।

পরের বছরের ৫নং মেমো থেকে দক্ষ কর্মচারী হিসাবে নায়েব দেওয়ানের নাম পাওয়া যায় ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকের সহকারীরূপে। ১৯১৪ সালে সংসার অফিসের ভার গ্রহণ করেন চীফ সেক্রেটারী। ১৯১৫ সালে আবার পরিবর্তন ঘটে প্রশাসনের উপর মহলে। চীফ দেওয়ান হন মন্ত্রীর স্থলাভিষিক্ত। অমাত্য সভা রূপান্তরিত হয় স্টেট্ কাউন্সিলে। কাউন্সিলের সেক্রেটারী হন একজন দেওয়ান। প্রিভি কাউন্সিলও গঠিত হয় ঐ সময়ে।

১৯১৭ সালের আষাঢ় মাসের ২নং মেমো থেকে জানা যায়, রাজার কাছে শাসনসংক্রান্ত কাগজপত্র পেশ করার দায়িত্ব বহন করতেন চীফ সেক্রেটারী আর রাজপ্রাসাদ, দরবার, অনুষ্ঠানাদি যাবতীয় রাজকীয় কাজ পরিচালনা করতেন প্রাইভেট সেক্রেটারী। পরের বছর স্টেট কাউন্সিল এক্সকিউটিভ শাখা ও এক্সকিউটিভ কাউন্সিল নামে দু'টি শাখায় ভাগ করা হয়। দু'বছর পরে চীফ দেওয়ানের পদ তুলে দিয়ে আবার মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়।

১৯২৩ সালে মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্যের মৃত্যুর পর রাজ্য প্রশাসন ও চাকলার জমিদারীর কাজ পরিচালনার জন্য গঠিত হয় কাউন্সিল অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা শাসন পরিষদ। প্রশাসনে মন্ত্রীর নাম শোনা যায় আবার ১৯২৭ সালে। ঐ সময় স্থির হয় যে, মন্ত্রী শাসন সংক্রান্ত বিভাগ আর চীফ সেক্রেটারী প্যালেস সংক্রান্ত বিভাগ পরিচালনা করবেন। উভয়ের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করবেন রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী। প্রশাসনিক কাজে মহারাজাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি মন্ত্রণাসভাও গঠন করা হয়। দু'বছর যেতে না যেতেই আবার ফিরে এল মন্ত্রীসভা। দেওয়ান (শাসন) ও ম্যানেজার, চীফ সেক্রেটারী ও প্রাইভেট সেক্রেটারীর পরিচালনাধীন বিভাগগুলি নির্দিষ্ট হল।

আগেই বলা হয়েছে যে, উজীর, সুবা প্রভৃতি সামন্ততান্ত্রিক পদ বিলুপ্ত না হলেও কালক্রমে দায়িত্বের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি পদের গুরুত্ব হ্রাস পায়। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় উজীর ও সুবা ছিলেন যথাক্রমে প্রশাসন ও সৈন্যবাহিনীর প্রধান। পরবর্তীকালে সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যোগ না থাকায় সুবা প্রশাসনের সঙ্গেই যুক্ত হয়ে পড়েন এবং তার ফলে উজীর ও সুবার পদমর্যাদা নিয়ে বাদানুবাদ ও মতানৈক্য দেখা দেয়। বিষয়টি ১৯৩৬ সালে (৯৮নং মেমো) মহারাজার গোচরে আনা হলে তিনি বলেন পদের গুরুত্ব সমান বলে উভয়ে সমান মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু উভয়ের মর্যাদার লড়াই এত তীব্র হয়ে ওঠে যে শোভাযাত্রায় কার স্থান কোথায় তাই নিয়ে বাদানুবাদ চরমে উঠলে মহারাজার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে এক বছর উজীর ও এক বছর সুবা শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকবেন। ঐ বছরেই 'খাস দরবার' চালু হয়। সাধারণ দরবারীদের মধ্যে থেকেই মহারাজা নির্বাচিত করেন খাস দরবারীদের।

এইভাবে মাঝে মাঝে প্রশাসনে পালাবদলের পর ১৯৩৮ সালে রাজমন্ত্রী, দেওয়ান (সংসার), চীফ জাস্টিস, সিনিয়র নায়েব-দেওয়ান, পুলিশ সুপার ও মহারাজকুমারের নেতৃত্বে প্রশাসন শাসন সংস্কার কমিটি গঠন করা হয়। কয়েকমাস পরে অর্থমন্ত্রী নিয়োগের সংবাদ পাওয়া যায়।

প্রশাসন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের শেষ অংকের সূচনা ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে শাসন সংস্কার সংক্রান্ত রাজকীয় ঘোষণায়। ঐ ঘোষণায় প্রধানমন্ত্রী ও চারজন মন্ত্রী নিয়ে মন্ত্রী পরিষদ এবং চুয়ান্ন জন সদস্য (২৯ জন প্রজাদের দ্বারা নির্বাচিত) নিয়ে ব্যবস্থাপক সভা, রাজসভা বা প্রিভি কাউন্সিল গঠন এবং সেই সঙ্গে খাস আদালতের সংস্কারের কথা বলা হয়। কয়েকদিন পরেই নতুন মন্ত্রী পরিষদ গঠন করে প্রত্যেক মন্ত্রীর পরিচালনাধীন বিভাগ নির্দিষ্ট হয়। অবশ্য বিভাগ বন্টন সূত্রে একথাও স্পষ্ট বলা হয় যে, মন্ত্রীরা বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হলেও সর্বক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকবে মহারাজার। ঐ সময়েই সর্বপ্রথম রাজা ও রাজপরিবারের বাজেট রাজ্যের বাজেটের শতকরা দশভাগের মধ্যে সীমিত করা হয়। ১৬৪নং রোবকারী অনুসারে বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব নিলেনঃ প্রধানমন্ত্রী, শাসন সংস্কার ও শিক্ষামন্ত্রী, ফাইন্যান্স মন্ত্রী, পল্লীসংস্কার, কৃষিমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য ও চিকিৎসামন্ত্রী।

১৯৩৯ সালের ১৮৭ নং রোবকারীতে 'আদেশ' ও 'রোবকারী'র তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়, রাজাদেশ 'আদেশ' হিসাবে এবং যে সব ঘোষণা রাজকর্মচারী ও সাধারণের জন্য বিজ্ঞাপিত সেগুলি 'রোবকারী'রূপে প্রচারিত হবে।

সাধারণ দরবার ও খাস দরবারের উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। এখন নজর দরবারের প্রসঙ্গে আসা

যাক। নজর দরবার অনুষ্ঠিত হত সাধারণতঃ জমিদারীতে পুণ্যাহ উপলক্ষে এবং রাজধানীতে রাজ্যাভিষেক বা যুবরাজী টীকা ইত্যাদি বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে। ১৯৪০ সালে যুবরাজী টীকা উপলক্ষে এক নজর দরবারের আমন্ত্রণপত্রে চীফ সেক্রেটারীর পক্ষ থেকে নজরের পরিমাণ জানিয়ে দেওয়া হয়। তালুকদার ও জোতদারদের ক্ষেত্রে নজরের পরিমাণ ধার্য হয় বার্ষিক রাজস্বের শতকরা দশভাগ এবং পরিমাণ ন্যূনপক্ষে ৭ টাকা ও ঊর্ধপক্ষে ১০ টাকা। অবশ্য একথা জানান হয় যে, ধার্য পরিমাণের বেশী নজর প্রদানে কোন বাধা নেই তবে নজর সোনা বা রূপার টাকায় দেয়। ব্যবসায়ী ও অন্যান্য সম্প্রদায়কে বলা হয় নিজ মর্যাদা অনুসারে উপযুক্ত নজর প্রদান করতে।

প্রশাসনের ক্ষেত্রে পরবর্তী উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরবর্তীকালের। ১৯৪৭ সালে 'কাউন্সিল অফ রিজেন্সী' নামে প্রতিনিধি শাসন পরিষদ গঠন করা হয়। তারপর রিজেন্ট এর শাসন ও অব্যবহিত পরবর্তীকালে চীফ কমিশনারের প্রশাসন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরা প্রশাসনের আধুনিকীকরণের রাজকীয় পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সামাজিক অনুষ্ঠান ও ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে রাজকীয় নিয়ন্ত্রণ

সামন্ততান্ত্রিক প্রশাসনের অঙ্গ হিসাবে রাজ্যে সুস্থ নৈতিক পরিবেশ রক্ষা ও সামাজিক অনাচার বন্ধ করা রাজার কর্তব্য বলেই গণ্য হত ত্রিপুরায়। উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলা দেশের বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর জনপ্রিয়তা ত্রিপুরা রাজ্যেও সংক্রমিত হতে বিশেষ বিলম্ব ঘটেনি। বিদ্যাসুন্দর কাহিনী অবলম্বনে নাটক, যাত্রা ও খেউড় গানের প্রায় উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮৭৭ সালে ত্রিপুরার খাস আপীল আদালতের বিচারক নতুন হাবেলী ও পুরান আগরতলায় রাজবাড়ী, ঠাকুরলোক ও অন্যান্য ভদ্র ও গৃহস্থবাড়ীর কাছের রাস্তায় উচ্চৈঃস্বরে বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি অশ্লীল গান গাইতে গাইতে যাওয়া নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। ঐ নির্দেশ অমান্যকারীদের শাস্তি হিসাবে ১৫দিনের কারাদণ্ড ও ১০ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড ধার্য হয়। এই আদেশ থেকেই ঘটনার বাড়াবাড়ি সম্বন্ধে অনুমান করা যায়।

ক্রীতদাস প্রথা লোপ

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মত রাজন্য শাসিত ত্রিপুরায় ক্রীতদাস প্রথা অনেকদিন ধরেই চালু ছিল। ক্রীতদাস ছাড়াও এরাজ্যে 'জোলাই' নামে আর এক শ্রেণীর প্রজা ছিল যাদের প্রথানুসারে রাজপরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তির অধীনে ক্রীতদাসের মতই আজীবন কাজ করতে হত। ১৮৭৮ সালে (১২৮৮ ত্রিং, ১৭ই আষাঢ়) খাস আপীল আদালতের বিচারপতি এক ঘোষণায় রাজ্যে দাসদাসী বেচাকেনা বা বন্ধক রাখা নিষিদ্ধ করেন। ক্রীতদাস বা বন্ধকস্বরূপ রাখা দাস-দাসীকে মুক্তির সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ঐ ঘোষণায় বলা হয়, ইতিপূর্বে কেউ ক্রীতদাসে পরিণত হলে বা বন্ধকস্বরূপ কাজ করলে বালকের ক্ষেত্রে বার্ষিক ১২ টাকা ও বয়স্কদের ক্ষেত্রে কুড়ি টাকা হিসাবে ক্রয় বা বন্ধকমূল্য থেকে বাদ যাবে। এই হিসাবে ক্রেতার পাওনা যে ক্ষেত্রে বাকি থাকবে সেক্ষেত্রে বাকি টাকার পরিবর্তে ঐ নিয়মে ক্রীতদাস বা বন্ধকীকে যতদিন প্রয়োজন চাকর হিসাবে খাটতে হবে। ১৮৭৮-৭৯ সালের বেঙ্গল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে বেশ কিছু সংখ্যক ক্রীতদাস এই ঘোষণার সুযোগে মুক্তি পেয়েছিল।

জোলাই প্রথানুসারে যে সব প্রজা কাজ করতো তাদের ঐ ব্যক্তিগত সেবার বিনিময়ে ঘরচুক্তি খাজনা হ্রাস করে ঐ পরিমাণ খাজনা জোলাই প্রজার মালিককে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। এই প্রথার সম্প্রসারণের ফলে রাজস্বের পরিমাণ কমে যায়। ১৮৯৭ সালের ৫২নং মেমোতে জোলাই প্রজার সংখ্যা, জাতি, নিবাস ও কার প্রজা ইত্যাদি যাবতীয় বিবরণ সংগ্রহের নির্দেশ জারী করা হয়।

সতীদাহ নিষিদ্ধ

সহমরণ প্রথা ত্রিপুরায় প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। রাজমালায় বিভিন্ন সময়ে রাণীদের সহগমনের বিবরণ আছে। আধুনিক যুগেও ত্রিপুরা রাজ্যে (কুমিল্লাসহ) সহমরণ প্রথা অক্ষুন্ন ছিল অনেকদিন। ত্রিপুরায় তাঁতীদের মধ্যে জীবিতাবস্থায় মাটিতে পুঁতে ফেলার উল্লেখ করেছেন শ্রীপান্থ তাঁর গ্রন্থে (দেবদাসী,

পৃঃ ৩৮)। ১৮২৯ সালের ১৭নং রেগুলেশন অনুসারে ভারতে সতীদাহ আইনতঃ নিষিদ্ধ হওয়ার পরেও অনেকদিন ধরে দেশের নানা স্থানে সতীদাহের ঘটনা ঘটতে থাকে। তদানীন্তন ইংরেজ সরকারের বারংবার নির্দেশের ফলে ত্রিপুরা রাজ্যে ১৮৮৯ সালে সহমরণ নিষিদ্ধ হলেও ১৮৯৯ সালের সরকারী ঘোষণা থেকেই জানা যায়, ঐ নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সতীদাহ একেবারে বন্ধ করা যায়নি। ঐ নিষেধাজ্ঞায় সতীদাহ দণ্ডনীয় অপরাধ বলে আবার হুঁশিয়ারী দেওয়া হয়েছিল।

ঠাকুর সমিতি

রাজপরিবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'ঠাকুর' সমাজের সামাজিক, ধর্মবিষয়ক এমন কি সাংসারিক ও পারিবারিক প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় ছিল ঠাকুর সমিতির অনুমোদনসাপেক্ষ। এই ঠাকুর সমিতি রাজার আদেশে মাঝে মাঝে পুনর্গঠন করা হত। সমিতির সভাপতি, সম্পাদক ও সভ্য নির্বাচন ও সমিতি কর্তৃক যে কোনও ব্যাপারে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণও রাজার অনুমোদন ছাড়া চলতো না।

মণিপুরী সমাজ

মহারাজা রাধাকিশোরমাণিক্যের ১৮৯৭ সালের ৬৩নং মেমো থেকে জানা যায়, দোল ও রাসযাত্রা উপলক্ষে কীর্তনাদির অনুষ্ঠান মণিপুরী সম্প্রদায়ের পক্ষে আবশ্যিক ছিল। বিগত বছরে কীর্তনের ব্যবস্থা সন্তোষজনক না হওয়ায় সম্প্রদায়ের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারককে অপসারিত করা হয়।

ভাবুক মহাল

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জন্য 'ভাবক' বা ভাবুক নামে যে নির্দিষ্ট মহাল থাকতো রাজার কুলগুরু শ্রীপাটের কর্তাপ্রভু ছিলেন সেই মহালের শাসনকর্তা। ১৯০৪ সালের এক আদেশে বলা হয়, অতঃপর সম্প্রদায়ের শুধু সামাজিক বিষয়াদি কর্তাপ্রভুর এক্তিয়ারভুক্ত থাকবে আর দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা যথারীতি আদালত নিষ্পন্ন করবে।

জমাতিয়া সম্প্রদায়

মহারাজা বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্যের ১৯২৯ সালে প্রচারিত 'উপদেশ' থেকে জানা যায়, ঐ সময়ে পার্বত্য জমাতিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেকধারী বৈষ্ণব হওয়ার ধুম পড়ে যায়। প্রকৃত ভেকধারী বৈষ্ণবের আচার পালন না করে তারা অন্যায়ভাবে বৈষ্ণবী রাখতে সুরু করে। উৎসবাদি উপলক্ষে অত্যধিক মদ্যপানের কুফলের প্রতি মহারাজা সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন এবং ভেকধারী পার্বত্য বৈরাগীদের ব্যভিচার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে অনতিকাল পরেই রাজাদেশে 'শুদ্ধ ভেকধারী', 'নিম্ন সম্প্রদায়ের ভেকধারী', 'গৃহী'—এই তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করে বৈরাগীদের শাস্ত্রবিরুদ্ধ কুপ্রথা বর্জনের জন্য একবছর সময় দেওয়া হয়।

ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ

১৯৩১ সালে প্রচারিত ত্রিপুর ক্ষত্রিয় প্রজাদের পুরোহিত নিযুক্তি সংক্রান্ত শর্তাবলী থেকে জানা যায়, পুরোহিত গোমস্তা দিয়েও যজমানের ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করতে পারতেন। অন্য পুরোহিতের সঙ্গে এজমালীতে পৌরোহিত্য করার জন্য একজন পুরোহিত ষোল আনার দু'আনা হিস্যা পেতেন। প্রায় দশ বছর পরে ১৯৪১ সালে ত্রিপুর ক্ষত্রিয়সমাজকে সংঘবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশ্যে পূর্বপ্রচলিত নিয়মাবলী সংশোধন করা হয়। কয়েকটি পার্বত্যপল্লী নিয়ে একটি করে মণ্ডল ও মণ্ডল সমিতি গঠনের ব্যবস্থা হয়। মণ্ডলগুলি আবার উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলভুক্ত করে দু'টি শাখা কেন্দ্রীয় সভা এবং রাজধানীর জন্য প্রধান কেন্দ্রীয় সভা গঠনের নির্দেশ জারী হয়। স্থির হয় যে, প্রত্যেক কেন্দ্রীয় সভায় রাজার মনোনীত সাতজন সভ্য থাকবেন।

অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়

অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের মত রিয়াংদেরও রায় বা প্রধান সর্দারের চূড়ান্ত মনোনয়ন ছিল রাজার অনুমোদন সাপেক্ষ। রিয়াং সম্প্রদায় ছিল মোট তেরটি দফায় বিভক্ত। প্রত্যেক দফার জন্য দু'জন করে মোট ছাব্বিশজন সর্দার। তাঁদের বলা হত 'হুদ্দাদার'। প্রচলিত প্রথানুসারে রায় নির্বাচনের পর রাজা সর্দারকে দিতেন খেলাত আর সর্দার দিতেন যথোপযুক্ত নজর। রাজার মৃত্যু হলে হুদ্দাদারদের নির্দিষ্ট তালিকামতে পোষাক ও তৈজসপত্রাদি দেওয়া হত বলে জানা যায়। ১৯৪১ সালে রিয়াং সম্প্রদায়ের বার্ষিক পূজা-দান সম্বন্ধে গোলযোগ দেখা দিলে এক রাজকীয় আদেশে বলা হয়, মনোনীত ও সনদপ্রাপ্ত চৌধুরীরা নিজ নিজ এলাকায় চাঁদা তুলে বার্ষিক পূজা সমাধা করবেন। প্রত্যেক রায়সহ কতর দফাকে প্রথানুসারে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। এই আমন্ত্রণ জ্ঞাপন অবশ্য নির্দিষ্ট কয়েকটি দফার ক্ষেত্রেই বাধ্যতামূলক করা হয়। ঐ আদেশে আরও বলা হয়, প্রতি তিন বছর অন্তর সমস্ত রিয়াং সম্প্রদায়ের চৌধুরীদের সম্মিলিতভাবে গোমতী নদীর পূজা করতে হবে সমারোহে। সেই পূজায় কেবল রায় কতর দফা সহ হালাম উপস্থিত থাকতে পারবেন। পূজার খরচের জন্য চৌধুরীরা নিজ নিজ এলাকার নিয়মানুসারে চাঁদা সংগ্রহ করতে পারবেন।

ধর্মনগর ও কৈলাসহর বিভাগের কয়েকটি অঞ্চলের লুসাই প্রজাদের কোন 'চীফ' বা সর্দার না থাকায় ১৯৪৩ সালের এক আদেশ বলে রাজার মনোনীত একজনকে চীফ নিযুক্ত করা হয়। শুধু নিজ নিজ এলাকার লুসাইদের সামাজিক শাসনের দায়িত্ব থাকতো চীফদের ওপর। প্রত্যেক চীফকে রাজার প্রতি আনুগত্য স্বীকার এবং রাজ্যে প্রচলিত আইন ও রীতি-নীতি ও প্রথা পালনের প্রতিশ্রুতি দিতে হত।

নিজ নিজ দফার পরিচয় ছাড়া হালাম সম্প্রদায়ের সাধারণ কোন পরিচয় না থাকায় ১৯৪৬ সালের এক আদেশে তাদের 'সিংহ' নামে নির্দিষ্ট পদবী ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়। উদাহরণ দিয়ে বলা হয়—"বর্তমানে যে ব্যক্তি 'রামচন্দ্র কলই' নামে পরিচিত সে অতঃপর রামচন্দ্র সিংহ অথবা অধিকতর সঙ্গতরূপে 'রামচন্দ্র সিংহ কলই" পদবীতে পরিচিত হয়। এই আদেশের নিহিতার্থ বুঝা যায় না।

ঐ বছরেই নোয়াতিয়া সম্প্রদায়ভুক্তদের সামাজিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষা পূরণের উদ্দেশ্যে তাঁদের মধ্যে 'উন্নতিশীল'দের ত্রিপুর ক্ষত্রিয়সমাজভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয় এবং বলা হয় অন্যান্য অনুন্নতদেরও উন্নতিসাপেক্ষে ঐ সমাজভুক্ত করা হবে।

পার্বত্য ও সমতলবাসীদের মধ্যে সদ্ভাব

সঙ্কলিত তিনশো বছরের কাগজপত্র থেকে মাত্র একবছর ১৯২৬ সালে অমরপুর উপবিভাগে পার্বত্য প্রজা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে এক সংঘর্ষের উল্লেখ পাওয়া গেছে। সুতরাং পার্বত্য ও সমতলবাসী প্রজাগণের মধ্যে পারস্পরিক সদ্ভাব ও শান্তি মোটামুটি অক্ষুণ্ণ ছিল বলেই মনে করা যায়।

উপসংহৃতি

বর্তমান আলোচনা শেষ করার আগে সঙ্কলনের প্রস্তুতি-পর্ব ও পরিসমাপ্তি সম্বন্ধে দু'এক কথা বলা দরকার। ১৯৭১ সালে "ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সঙ্কলন" সম্পাদনার পর তদানীন্তন শিক্ষা অধিকর্তা ডঃ গোবিন্দ-নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ত্রিপুরার প্রশাসনিক ভাষার নিদর্শনসমূহের একটি ব্যাপক সঙ্কলনের কাজে হাত দেওয়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানান। মদীয় শিক্ষাগুরু ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় এ কাজে বিশেষ উৎসাহ ও প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করেন। তদনুসারে নিদর্শন সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হওয়ার সময় সৌভাগ্যক্রমে আমার অগ্রজপ্রতিম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁর বহুদিন পূর্বে সংগৃহীত অনুরূপ নিদর্শনাদি অবলম্বনে যুগ্ম সম্পাদনায় ঐ সঙ্কলন প্রকাশের প্রস্তাব করেন। শিক্ষা অধিকর্তা সানন্দে ঐ প্রস্তাব অনুমোদন করেন এবং অবিলম্বে কাজ সুরু করার জন্য উভয়কে অনুরোধ জানান। পরিকল্পিত সঙ্কলনের কাজ শেষ হওয়ার আগেই শিক্ষা অধিকর্তা ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের কার্যকাল শেষ হয়। একে এইরকম সঙ্কলন দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ কাজ, তার ওপর আবার নানা অপ্রত্যাশিত বাধাবিপত্তি। ফলে প্রকাশনের কাজ ক্রমশই বিলম্বিত হতে থাকে। বর্তমান শিক্ষা অধিকর্তা শ্রীযুক্ত অধিপ চৌধুরী মহাশয়ের সক্রিয় ব্যবস্থাপনায় অবশেষে মুদ্রণের বাধা দূর হয়। এজন্য তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয় বৃদ্ধ বয়সেও সঙ্কলনটির পরিকল্পনা, পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ও আনুষঙ্গিক কাজে যে কি বিপুল পরিশ্রম স্বীকার করেন আমি তারী সাক্ষী। প্রস্তুতি-পর্ব থেকে মুদ্রণ-পর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ সময়কালের মধ্যে দিনের পর দিন আলোচনা ও পরামর্শকালে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তাঁর উৎসাহ, স্থৈর্য, সচেতন বিচার-বুদ্ধি ও সহৃদয়তার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছি। এই বিপুলায়তন সঙ্কলনের কাজে নিতান্ত স্নেহবশেই তিনি আমাকে সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। এ আমার পরম সৌভাগ্যও বটে। এজন্য তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমার সকল কাজে সর্ববিধ সংশয় অপনয়নে যাঁরা সদাপ্রস্তুত, আমার সেই শিক্ষাগুরুদ্বয়ের পূজ্যপদে অপরিশোধ্য ঋণের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা কর্তব্য বলে মনে করি।

যাঁর উৎসাহ ও আগ্রহে এই সঙ্কলনের সূচনা, ত্রিপুরার সেই প্রথিতযশা প্রাক্তন শিক্ষা অধিকর্তা ডঃ গোবিন্দনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলনটি অবশেষে প্রকাশিত হয়েছে জেনে নিশ্চয় সবিশেষ আনন্দিত হবেন। এ কাজে প্রেরণা দেওয়ার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁকে। প্রচ্ছদ-শিল্পী শ্রীস্বপন নন্দীকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আর, এ কাজের যাঁরা অংশীদার, আমার সেই সুযোগ্য সহকর্মীদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ। অলমতিবিস্তারেণ।

১লা মার্চ, ১৯৭৬ সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

(বীরচন্দ্র মাণিক্যের পূর্ববর্তীকালে প্রদত্ত সনদ ও দলিলপত্রাদি)

নিদর্শন--১

বীরচন্দ্র মাণিক্যের পূর্ববর্তীকালে প্রদত্ত সনদ ও দলিলপত্রাদি

ব্রহ্মোত্তর সনন্দ তাম্রপট্ট : মহারাজ কল্যাণমাণিক্য

(ত্রিদল বিল্বপত্রে শ্রী, স এবং ত্য খোদিত)

৭ স্বস্তি[১]--শ্রীশ্রীযুক্ত কল্যাণ মাণিক্যদেব বিষম সমর বিজয়ি[২] মহামহোদয়ি[৩] রাজানামাদেশোয়ং[৪] শ্রীকারকোন বর্গে বিরাজতে[৫] হন্যৎ পরং[৬] রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর[৭] পরগনা নূরনগর মৌজে বাউরখাড় অন্তঃপাতে[৮] শতদ্রোণভূমি ৺প্রীতে শ্রীমুকুন্দ বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্যকে দিলাম ইহা আবাদ করিয়া পুত্র পৌত্রাদি-ক্রমে ভোগ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে রহুক এহি ভূমির মাল খাজানা[৯] গয়রহ[১০] সমস্ত নিষেধ ইতি শকাব্দা ১৫৭৩ সন ১০৬০ তাং ১৪ মাঘ।

*রাজমালা : কৈলাস চন্দ্র সিংহ, পরিশিষ্ট (৫৯২ পৃষ্ঠা)

নিদর্শন--২

ফকিরান-লাখেরাজ সনন্দ: মহারাজ কল্যাণ ও গোবিন্দমাণিক্য

তাম্রলিপির সম্মুখভাগ শ্রীরাম সত্য জয়[১১] শ্রীরাম সত্য[১১]

বড়গোস্বায়ির[১২]

.... গোবিন্দদেব বিষম সমর বিজয়ি মহামহোদয়ি পাদপদ্মানামা দেশোহয়ং
.... কারকোনবর্গ বিরাজতে হন্যতে রাজধানি হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগণে মেহের
.... র ফুলপুর অজহাসিলা[১৩] ১ এক দ্রোণ ভূমি শ্রীখন্দকার আবদুল গনিরে
.... দিলাম ৺ফরমান দৃষ্টে নিজ হাত হালে চাষ করিয়া হরওক্ত[১৪] নামাজ ও দো.....
.... য়া[১৫] পরম সুখে ভোগ করৌক[১৬] ভেট বেগার[১৭] পঞ্চক[১৮] ইত্যাদি সকল মানা ইতি
.... ১৫৭৮ সন ১০৬৬ তেরিখ ২৫ বৈশাখ নকল যাব্দা[১৯] ১৫৮৯ সন ১০৭৭ তেরিখ ৮ মাঘ

পশ্চাৎভাগ--

শ্রীবিশ্বাস নারায়ণ[২০]

নিদর্শন--৩*

মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য কর্তৃক

৺ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর পূজক দ্বিজ রত্ননারায়ণকে প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর সনন্দ

বড় ষ্ট্যাম্প মুদ্রিত ৪ [২১], রাম সত্য জয়[২২], রাম সত্য[২৩], শ্রী রা মা জ্ঞা[২৪], ৩৪ নং সেহা (পারসী স্বাক্ষর)

জাএ--[২৫]	জমি-
সাইলা[২৬]	
মোং চন্দ্রপুর	-- ১
খিল পাড়া	-- ১২
বাসুয়া পাড়া	-- ১
সোনামুড়া	-- ১
ডিয়ারা	-- ১

	১৬
বোরুয়া[২৭]	
নলগইর হংসধ্বজের তোলা	-- ২
তিন নালিয়া	-- ১
ছাগল নাইয়া	-- ১
	২০
বিংশতি দ্রোণ মাত্র।	

/৭ স্বস্তি---শ্রীশ্রীযুক্ত গোবিন্দমাণিক্য বিষম সমর বিজয়ি মহামহোদয়ি রাজনামাদেশোয়ং শ্রীকারকর্নবর্গে বিরাজতে হন্যত পরং রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগণে উদয়পুর মৌজে চন্দ্রপুর গএরহ সাইলা ও বোরুয়া তুলাপুরুষ ও মহা অন্নদান বাবত সূর্য্যগ্রহণ কালে প্রীতে বিংশতি দ্রোণ জমি শ্রী দ্বিজ রত্ননারায়ণ পুরুহীতকে ব্রহ্মোত্তর দেওয়া গেল। এহি জমির মাল খাজানা ও ভেট বেগার বীরসিংহাদি[২৮] সমস্তাঙ্ক নিষেদ। এহি জমি আমল কাবেজ[২৯] করিয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক পরমসুখে ভোগ তছরুপ করিতে রহুক। ইতি সন ১০৭০ তেরিখ ২৫ বৈশাখ।

*শ্রীরাজমালা, ৪র্থ লহর (অপ্রকাশিত) পৃঃ ১৬৪-৬৫ দ্রষ্টব্য।

নিদর্শন--৪*

আয়মা সনন্দ : মহারাজ কল্যাণমাণিক্য মঞ্জুরীকৃত এবং গোবিন্দমাণিক্য প্রদত্ত

৭ স্বস্তি--শ্রীশ্রীযুত কল্যাণ মাণিক্য দেব বিষম সমর বিজয়ী মহা ম (ভগ্ন) পাদপদ্মা নামাদেশোহয়ং শ্রীকারকোন বর্গে বিরাজত হন্যস্তু রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার এলাকে উদয়পুর পং মেহারকুল মৌজে গোবিন্দপুর ও কান্দিরপার কাজি মুমিন ও কাজি মনসুর ও কাজি হুসেন ও কাজিয়ম্নি এহারারে ৫৸০ পাচ দ্রোণ বার কাণি ভূমি আয়মা দিলাম হাসিলা[৩১] বার ৸০ কাণি জঙ্গলা ৫ দ্রোণ সেই য়নুসারে তারার পুত্রেরে জান মাহাম্মদ ও শুকুর মাহাম্মদ ও হাসিমে আয়মা দিলাম বাড়ী গড় মাপ এহি বাড়ি জরিপ না করোক এহি ভূমিও লিয়া দোয়া করিয়া সুখ ভোগ করোক পাচাপঞ্চক ভেট বেগার ইত্যাদি সকল মানা ইতি সন যাব্রা ১৫৬৩ সন ১৯৬৯ তেরিজ ৭ মাঘ।

শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দ মাণিক্য দেবেন দস্তং এবং ৫৸০ পাঁচ দ্রোণ বার কাণি হাসিলা দিলাম সন ১০৭৭।

*এই নিষ্কর দানটি মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের মঞ্জরীকৃত এবং সনন্দটি তৎপুত্র মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য প্রদত্ত।

নিদর্শন—৫

আয়মা সনন্দ: মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য

সম্মুখভাগ

শ্রীরাম সত্য জয়   শ্রীরাম সত্য

৭ স্বস্তি শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দ মাণিক্যদেব বিষমসমর বিজয়ি মহামহোদয়ি রাজানামদেশো হয়ং শ্রীকার-কোনবর্গে বিরাজতে হন্যত রাজধানি হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগণে মেহেরকুল[৩২] একদিল কজিরে ৩৩ শর্ন আধাহাসিলা[৩৩] আধাজঙ্গলা[৩৪] দেড় দ্রোণ[৩৫] জমি আয়মা[৩৬] দিছিলেন তান মৌতে[৩৭] তান ভাই ও পুত্রদনুসারে মৌজে তেতৈয়াড়া[৩৮] হাসিলাত ।।।[৩৯] বারকানি ভূমি শ্রী কাজি হোসন ও শ্রীসুকুর মাহামদের আয়মা দিলাম নিজ হাতালে[৪০] চাস করিয়া দোয়া[৪১] করিআ সুখে রহৌক পাঁচাপঞ্চক ভেটবেগার ইত্যাদি মানা ইতি সন ১০৭৭ তেং[৪২] ১৯ কার্ত্তিক।

পশ্চাৎভাগে—

শ্রীবিশ্বাসনারায়ণ

নিদর্শন—৬

ব্রহ্মোত্তর তাম্রপট্ট সনন্দ: মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য

শ্রীরাম সত্য জয়   শ্রীরাম সত্য

বিষ্ণু
স্বস্তি শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দ মাণিক্য দেব বিষম সমর বিজয়ি মহামহোদয়ি দেশোহয়ং শ্রীকারকোনবর্গে বিরাজতে হন্যত রাজধানি হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগনে মেহেরকুল ডিহি বুড়িচোঁ[৪০] মৌজে হরিপুর হাসিলা ৵০ দুই কানি জঙ্গলা ।।৵০ দশ কানি এবং ।।। বার কানি ভূমি ঁপ্রিতে ব্রহ্মোত্তব শ্রীহরি-দেব পণ্ডিতেরে দিল··· · ···নিজ হাত হালে চাষ করিআ সুখে ভোগ করৌক পাঁচা পঞ্চক ভেট বেগার ইত্য ········· শক ১০৮২[৪৪] তেং ২০ মাঘ

সন ১০৮৬ ১ চৈত্র

তাম্রপট্টের পশ্চাৎভাগে খোদিত :—

শ্রী সত্য   শ্রীবিশ্বাসনারায়ণ

নিদর্শন--৭*

ব্রহ্মোত্তর তাম্রপট্ট: মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য

প্রথম পৃষ্ঠায় :-- ঁবিষ্ণু প্রীতে

৭ স্বস্তি--শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দ মাণিক্য দেব বিষম সমর বিজয়ি মহামহোদয়ী রাজনামাদেশোহয়ং শ্রীকারকোন-বর্গে বিরাজতে হন্যৎ রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগনে মেহেরকুল মৌজে শোলনল[৪৫] অজহাসিলা জমা ১৶০ আঠার কানি ভূমি শ্রী নরসিংহ শর্ম্মারে ব্রহ্ম উত্তর[৪৬] দিলাম এহার পাঁচা পঞ্চক ভেট বেগার ইত্যাদি মানা সুখে ভোগ করোক ইতি সন ১০৭৭ তেং ১৯ কাত্তিক শক ১৫৯৮ সন ১০৮৬ তেং ১৬ চৈত্র।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় :--

শ্রী সত্য শ্রী বিশ্বাসনারায়ণ

*রাজমালা : কৈলাস সিংহ, পরিশিষ্ট, ৫৯৩ পৃষ্ঠা।

নিদর্শন--৮

চাকলা জমিদারী এলাকায় মনুষ্যবিক্রয় (আত্মবিক্রয়) সম্পর্কিত দলিল

সময়--মহারাজ রত্নমাণিক্য (২য়)

(সম্মুখ পৃষ্ঠা)

২ স্বস্তি--সমস্ত সুপ্রশস্তালঙ্কৃত সতত বিরাজমান মহারাজাধিরাজ শ্রীশ্রীযুত ওরঙ্গজেব পাদসাহা পাদা-নামভ্যুদায়িনি রাজ্যে তন্নিযুক্ত নবাব শ্রীযুত ইবরাইম খাঁকে বঙ্গাধিকারিণী তৎসম্মত শ্রীযুত রত্নমাণিক্য মহা-রাজাধিকারে উদয়পুর সরকারান্তর্গত নুরনগর স্যামন্তঘর গ্রামে সপ্তদশাধিক ষোড়ষশত শকাব্দীয়াশ্বিনস্য দ্বিতীয়াংশে শ্রী অনন্তরাম দেয়স্য সভায়ামনেক মুসলমান দ্বিজ সজ্জনাধিষ্ঠিতায়াং শ্রীভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্যস্য সকাশা-প্রাজত চতুর্মুদ্রামাদায় শ্রী সন্তোষ নাপিতেনময়া রা জস্বর্ণানোপহত্যা লিখিত বিত্তদাতরি স্বেচ্ছয়াত্মা।বিক্রীত ইতি--সন ১১০(৪)--

শ্রী সন্তোষ নাপিতস্য খতং

(অপর পৃষ্ঠে)

মসলমান	শ্রী রসিদ খাঁ ১	সাং বিদ্যাকোট
	ওলদমাদা খাঁ	
	শ্রী হিসামদি মুনসী ১	সাং তথা
	শ্রী দুর্লভ (ঃ) ওলদ বদু	সাং তথা
দ্বিজ	শ্রী নারায়ণ শর্ম্মা	
	শ্রী গোপীরমণ দেবশর্ম্মা	সাং বিদ্যাকোট
	শ্রী জনার্দ্দন শর্ম্মা ১	সাং স্যামন্তঘর
	শ্রী রূপনারায়ণ শর্ম্মা	সাং তথা
শূদ্র	শ্রী দুর্গাপ্রসাদ দাস	সাং সম····
	শ্রী জগন্নাথ	সাং তিয়ারা

নিদর্শন--৯ বীরচন্দ্র মাণিক্যের পূর্ববর্তীকালে প্রদত্ত সনদ ও দলিলপত্রাদি

মজুমদারী সনন্দ: ধর্মমাণিক্য (২য়)

স্বস্তি শ্রীশ্রীযুত ধর্ম্মমাণিক্য* দেব বিষম সমর বিজয়ী মহামহোদয়ি রাজনামাদেসোয় শ্রী কারকোন বর্গে বিরাজত হন্যত রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগণে কৈলাসহর মজুমদারি খেদমত শ্রী মমরেজ খাঁকে দিলাম রোজগার য়জ হাসিলাত মহাফিক সুদাসুদ ৩ দ্রোণ জমি দিলাম এহা পাইয়া ভোগ করিয়া দস্তর আমল করিআ সুদাসুদ দস্তর মহাফিক কার্য্য করিতে রহুক আর এই জমির ভেট বেগার পাঁচ পঞ্চক ইত্যাদি মাপ ইতি সন ১১২৫ তারিখ ১ কাত্তিক।

*মহারাজ ২য় ধর্মমাণিক্য।

নিদর্শন--১০

ব্রহ্মোত্তর সনন্দ: মহারাজ জয়মাণিক্য

পদ্মমোহর

স্বস্তি--শ্রীশ্রীযুত জয়মাণিক্যদেব বিশম শমর বিজয়ী মহামহোদয়ী রাজানামা দেশোহয়ং শ্রীকারকোনবর্গে বিরাজতে হন্যতাপরং--রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগণে কৈলাশহর শ্রীরামনারায়ণ চক্রবত্তি ও শ্রীরঘুনাথ চক্রবত্তি ও শ্রীকিত্তিনারায়ণ চক্রবত্তিকে অজ হাশীহালে ৺পৃতে[৪৭] মহাফিক জায়মতে[৪৮] ৫/১ পাঁচ দ্রোন এক কানী জমি ব্রহ্ম উত্তর দিলাম। এই জমির খাজানা ও ভেটবেগার পাচাপঞ্চক রসিংহ[৪৯] সমস্ত অঙ্ক নিশেদ ঐ ভূমি ভুগ করিয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে আশির্ব্বাদ করিতে রহুক ইতি। ১১৫০ সন তারিখ ১ আশ্বিন।

জায় জমি--

রাম নারায়ণ চক্রবত্তি	৩/০
রঘুদেব চক্রবত্তি	১/১
কিত্তিনারায়ণ চক্রবত্তি	১/০
	৫/১

মং পাঁচ দ্রোন এক কানী।

*শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত : অচ্যুতচরণ চোধুরী, ২য় ভাগ (উত্তরাংশ), তৃতীয় ভাগ, ১ম অধ্যায়।

নিদর্শন--১১*

তালুকদারগণকে স্ব স্ব সম্পত্তিতে সহজতর সর্ত্ত প্রদান: মহারাজ ইন্দ্রমাণিক্য

স্বস্তি—শ্রীশ্রীযুক্ত ইন্দ্রমাণিক্য দেব বিষম সমর বিজয়ী মহামহোদয়ী রাজানামাদেশোয়ং শ্রী কারকোন বর্গে বিরাজতে হন্যৎ পরং রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগণে নুরনগরের চৌধুরিয়ান ও নেওগিয়ান ও তালুকদারগণের জঙ্গলবুড়ি[৫০] মৌরসী নবাবের সেরেস্তার আগত তালুক পরগণা মজকুরের[৫০] জমা ফিরানী[৫২] মতে দিতেছে এইক্ষন চলেনা দরখাস্ত করিল অতএব বত্রিশ অঙ্গুষ্ঠ ডাঙ্গের[৫৩] সতর ডাঙ্গের নলে হাসীলা[৫৪] জমি জরিপ হইয়া সাবেক দস্তর খানেবাড়ী[৫৫] আবাদী মিনা[৫৬]ফি দ্রোন ৶৪ তিন কানি ষোল কড়া বাদে মহাফিক[৫৭] জায় নিরেখ মতে বাকী জমি জমাবন্দি হইয়া দশোত্তরা[৫৮] সরঞ্জামি সুদামদ মাহাফিক বাদে বাকি জমা লওয়ার জন্য পুত্র পৌত্রাদিক্রমে এই সকল দফার অন্যথা না হইব এবং তাহারগ[৫৯] বিনা দরখাস্তে জরিপ না হইব ইতি সন ১১৫৩ তারিখ ৭ আশ্বিন

আসামী	ফি দ্রোন	নিরেখ[৬৭]
বসতবাটী	১	১৬
ইক্ষু	০	৩২
বরজ[৬০]	০	৩২
চাড়া[৬০]	০	৪
দেশকুল আমুনা[৬২]	০	৬
ফশলী[৬৩]	০	৩
পারকুল আমুনা[৬৪]	০	৪
পারকুল ফশলী	০	২
বরো[৬৫]	০	২
চীনা[৬৬]	০	১
		-----
		১০ দশরকম

*রাজমালা : কৈলাসচন্দ্র সিংহ, ৫৬৪-৬৫ পৃষ্ঠা।

নিদর্শন--১২

বেহারা চাকর পোষণার্থ নিষ্কর ইনাম[৬৮]

সময়--মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য

ত্রিপুরা, মেহেরকুল পরগণার অন্তর্গত তপে রাজাপাড়া ও তপে বানাসুয়া মধ্যে হরিনারায়ণ চৌধুরী, রামবল্লভ চৌধুরী ও সীতারাম চৌধুরীকে, মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য প্রদত্ত ৮।০ আট দ্রোণ চারি কাণি ভূমি নিষ্কর ইনাম সনন্দের খণ্ডিতাংশ (সন ১১৭১ ত্রিপুরাব্দ, ১৩ই বৈশাখ তারিখ):--

> "মাহাফিলক তপছিল ৮।০ জমি তোমারগ[৬৯] বেরা চাকর রাখনের জন্য ইনাম দেওয়া গেল। এই জমি দিয়া তোমারঘ পুত্র পৌত্রাধিক্রমে বেরা চাকর রাখিয়া তোমারগ আপন আপন কাজকর্ম্ম করাও। এই জমির মালখাজানা ও রসিংহ ইত্যাদির সংস্রাঙ্ক নিষেদ।"

নিদর্শন--১৩*

চাকলা জমিদারীতে ত্রিপুরেশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত নিয়োগীকে মুর্শিদাবাদে নিযুক্ত ফৌজদার কর্তৃক প্রদত্ত কাজীনামা

শ্রীদুর্গা

পারসী দস্তখত :-- শ্রীচৌধুরীআন শ্রী তালকদারান

Bakrar Chohan Takoyan Sher Mahamed Fazil Shah আরবী মোহর

প্রথম লাইনে :--Khadam Shah ২য় লাইনে :--Mohammad Fazil

/৭ লিখীতং শ্রীনুরনগরের চৌধুরিআন ও তালুকদারানস্য কাজিনামাপত্রমিদং কার্য্যঞ্চ আগে শ্রীগোবিন্দরাম দত্তকে নেওগী দপ্তরর সনদ দিছেন এহা তে নায়েব কাজি নাস্তি এই কথাতে কাজিনামা পত্র লিখীয়া দিলাম ইতি সন ১১৭৪ তাং ১১ আষাঢ়

*আগরতলা, জয়নগর নিবাসী স্বর্গত চন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের নিকট রক্ষিত মূল দলিল হইতে গৃহীত প্রতিলিপি। দলিলে উক্ত সনটি বাংলা সন, সুতরাং ১১৭৭ ত্রিপুরাব্দ। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের পরাজয়ের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক চাকলা রোশনাবাদ জমিদারীর শাসনভার পরিচালনার সময়ে ফৌজদারের অধিকারভুক্ত প্রদত্ত কাজীনামার নিদর্শন।

নির্দেশ : Item 19 with Persian Seal
রাজমালা (কৈলাস চন্দ্র সিংহ)--১২৯-১৩০ পৃঃ।

East India Company র দেওয়ানী (১৭৬৫) চার বৎসর পূর্বে ১৭৬১তে ত্রিপুরার সমতলক্ষেত্র কোম্পানীর কুক্ষিগত হয়। এ সময় Chief of Chittagong এর অধীনে ত্রিপুরার প্রতিনিধিরূপে Resident Mr. Ralph Leake সমতল ত্রিপুরার শাসন উপলক্ষে রাজা অথবা রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে একত্র বসিয়া জমিদারী সংক্রান্ত নিষ্পত্তি কার্য্যাদি করিতেন এবং রাজস্ব আদায় করিতেন। ফৌজদারী বিষয়ে তখন নবাবের কাজীর শাসন চলিত। দলিলের সনটি সম্ভবতঃ ঐ সময়ের। এই দলিল কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির (১৭৬৫) আগেই মনে হয়।

দলিলের উল্লিখিত সন ১১৭৪।

যদি ইহা ত্রিপুরা সন-- ১১৭৪
৫৯০

১৭৬৪ খৃঃ

যদি ইহা বাংলা সন-- ১১৭৪
৫৯৩

১৭৬৭ খৃঃ

কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির ৩ বৎসর পর অল্পকালের জন্য কৃষ্ণমাণিক্য রোশনাবাদের অধিকারচ্যুত হন।

জগৎমাণিক্যের বংশধর বলরাম মাণিক্য চাকলার শাসনভার প্রাপ্ত হন (সম্ভবতঃ ১১৭৬--১১৭৭ ত্রিং মধ্যে) অল্প সময়ের জন্য।

এখানে Cumming এর Statement অনুসারে বলা হইয়াছে (Ap. II) ১৭৭৬--১৭৭৭ খৃষ্টাব্দ বলরামমাণিক্যের সময়।

অল্পকাল বলরামের চাকলা অধিকারের পর পুনরায় ব্রিটিশ অধিকৃত এলাকা জমিদারীরূপে কৃষ্ণমাণিক্যের অধীনে থাকে এবং ১৭৮২ হইতে ১৭৯২ পর্যন্ত ইহা পুনরায় সরাসরি কোম্পানীর কর্তৃত্বে চলিয়া যায় ও অবশেষে ১৭৯২ সনে রাজধরের সময়ে Permanent Settlement হয়।

নিদর্শন--১৪*

নিষ্কর সত্ত্বে খানেবাড়ী **প্রদানের সনন্দ: মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য

শ্রীশ্রীযুক্ত কৃষ্ণ মাণীক্য দেব বিষম সমর বিজয়ি মহামহোদয়ি রাজানামাদেষোহয়ং শ্রীকারকোন বর্গে বিরাজতে হন্যাতপরং রাজধানী হস্তিনাপুর সরকারোদয়পুর পরগণে নুরনগর ডিহি কুখিল্লায় মৌজে কিসমত সুলতানপুর ১১৭৭ সনের জব্দের বাহের খিলাতে শ্রী গৌরীপ্রসাদ গুপ্তকে রমাইশ্যাম ও পাগুন হাইধন ও রাজিবের মহস্থল বাড়ী সং তাহার পুষ্করণী পাড় খোদ খাস্তাতে[১০] ৵০ এক কাণী জমি খানেবাড়ী[১১] করিয়া দেয়ন গেল এহি জমি বাড়ী আবাদ তরদুত করিয়া নিজ বাড়ী বানাইয়া বশত বাস করিতে রহুক, জব্দ আমলে বাহের চিঠার সামিল না পাইব ইহার উপর মাল খাজানা গএরহ কোন অঙ্ক তলপ না হইব ইতি সন ১১৮০ তাং ১১ জৈষ্ঠ।

---

*Cumming, J G : Survey and Settlement of the Chakla Roshnabad Estate in the District of Tippera and Noakhali, Shillong, 1907, Appx. IV

**সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে বসতবাস করিবার জন্য প্রদত্ত ভূমি।

মহারাজ কৃষ্ণমানিক্য (১৭৬০--১৭৮৩ খৃীঃ)

ত্রিপুরার অধিকার হইতে সমসের গাজীকে বিমুক্ত করিয়া কৃষ্ণমণিঠাকুর ১৭৬০ খৃীষ্টাব্দে ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং পরবর্তী বৎসরেই তিনি রাজধানী উদয়পুর হইতে আগরতলায় স্থানান্তরিত করেন।

ত্রিপুরার সেনাবাহিনীর সহিত ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সংঘর্ষ ঘটিলে মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য হইতে ইংরেজ কোম্পানী চাকলা রোশনাবাদের সমতল জমির অধিকার স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং ত্রিপুরাধিপতি তখন হইতে পর্বত ত্রিপুরার রাজা বলিয়া স্বীকৃত হন।

নিদর্শন--১৫*

নানকার** সনন্দ: মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য

২ সম্বি--শ্রীশ্রীযুত কৃষ্ণমাণিক্য দেব বিষম সমর বিজয়ী মহামহোদয়ী রাজনামা দেশোহয়ং শ্রীকারকোন বর্গে বিরাজতে হন্যাত পর রাজধানী হস্তিনাপুর সরকারোদয়পুর চাকলে রোশনাবাদ পরগণে নুরনগরের সরাগতি নেয়োগী খেদমত শ্রীরাজেন্দ্র গুপ্তকে মকরর[১২] করণ গেল নানকার রোজকার দরমাহা ৫ পাঁচ রুপাইয়া নগদ একুনে বতসর ৬০ সাইট রুপাইয়া জমি পাইকস্তাতে[১৩] ৩ দ্রোণ ও খোদকাস্তা[১৪] গ্রামচাল ৵০ দুই কানি একুনে ৩৵০ তিন দ্রোণ দুই কানি জমি পাইব এহার উপর ভেট বেগার পাঁচ পঞ্চক বীরসিংহ ইত্যাদি সমস্তাঙ্ক নিষেদ চাকলা মজকুরের দপ্তর সামেল কাবিজ করিয়া দপ্তর মোহরী বসাইয়া কার্য্য কর্ম্ম করৌক দপ্তর সরঞ্জাম সুদামুদ মহাফিক চাকলা মজকুর পাইব এই নানকার রোজকার ভোগ করিয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে রহুক ইতি সন ১১৯০ তাং ২৩ শে ফালগুন।

*Cumming's Report, App. IV

**বসত বাটির জন্য প্রদত্ত ভূমি।

নিদর্শন--১৬*

বীরচন্দ্র মাণিক্যের পূর্ববর্তীকালে প্রদত্ত সনদ ও দলিলপত্রাদি

ইনাম সনন্দ[৭৫] : মহারাজ রাজধরমাণিক্য (২য়)

৭ স্বতি--শ্রীশ্রীযুত রাজধর মাণিক্য দেব বিষম সমর বিজয়ী মহামহোদয়ী দেশোহয়ং শ্রীকারকুন বর্গে বিরাজতে হন্যত পরং রাজধানী হস্তিনাপুর, সরকার উদয়পুর, চাকলে রোশনবাদ পরগণে ধলেশ্বর[৭৬] হাসিলা জমী ২ দুই দ্রোণ শ্রীকালীকা প্রসাদকে ইনাম দেওয়া গেল এই জমীর মাল খাজানা ও ভেট বেগার বীরসিংহ ইত্যাদি শমস্তাঙ্ক নিষেধ এই জমী আমল দখল করিয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরমসুখে ভোগ করিতে রহুক ইতি সন ১২০৪ তারিখ ১৩ আশ্বিন।

*Cumming, J. G., Appx. IV

নিদর্শন--১৭'

মজুমদারী সনন্দ: মহারাজ দুর্গামাণিক্য

স্বস্তি--শ্রীশ্রীযুত মহারাজ দুর্গামাণিক্য বিসম-শমর-বিজয়ি মহামহোদয়ি রাজনামদেশোয়ং শ্রীকারকোন বর্গে বিরাজতে হন্যত পরং রাজধানি হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর মোতালকে চাকলা রোসনাবাদ ত্রিপুরা পরগণে নিজ কৈলাশহরের[৭৭] জয়নারায়ণ মজুমদারের মজুমদারি খেদমতে ভবানীচরণ শর্ম্মাকে বদস্তুর সাবেক মকরর করা গেল পরগণা মজকুরে মনে[৭৮] ও জুমা ও সায়কে[৭৯] দপ্তর বসাইবায় মৎস্য দধি[৮০] খেদমত করিবা জয়নারায়ণ মজুমদারের সাবেক নানকার জাহা আছে তুমি পাইবা এহা পরমসুখে ভোগ করিবা মজুমদারি খেদমত করিতে রহ ইতি সন ১২১৯ ত্রিং তারিখ ১৬ অগ্রহায়ণ।

'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত--অচ্যুতচরণ চৌধুরী, ২য় ভাগ (উত্তরাংশ), ৩য় ভাগ, ১ম অধ্যায়।

নিদর্শন--১৮*

নানকারসহ মজুমদারীর আদেশপত্র: মহারাজ দুর্গামাণিক্য

কালী ভজ

"চিঠিরুজু[৮১]--শ্রী পরগনে কৈলাসহরের চৌধুরিআন ও মজুমদারগণ ও ইজারাদারনকে সমাজ্ঞেয়ং কার্য্যঞ্চ পরং পরগনা মজকুরের[৮২] মজুমদারি ও চৌধুরাই জয়নারায়ণ ও কৃষ্ণনারায়ন শর্ম্মার নামে ছিল জয়নারায়ণ ও কৃষ্ণরাম মজকুর মৃত্যু হইয়াছে জয়নারায়ন মজকুরের চৌধুরাই সনদ ওহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্যামনারায়ণকে দেওয়া গিয়াছে এ জেনো কৃষ্ণনারায়ণ সর্মার মজুমদারির সনদ জয়নারায়ন মজকুরের দাহিত্র ভবানীচরণ শর্ম্মাকে দেওয়া গেল চৌধুরাই নানকার ২ দুই দ্রোন জমি শ্যামনারায়ণ মজকুরকে দিবা মজুমদারির নানকার ১।।০ দেড় দ্রোন জমি ভবানীচরণ মজুমদারেরে দিবা এ সেওয়াই জয়নারায়ণ মজকুর নায়ের তালুক ও ব্রহ্মউত্তর জমি আছে তাহা শ্যামনারায়ন ও ভবানীচরণ মজকুরানকে অর্দ্ধার্দ্ধ করিয়া দিয়া দুই বনামে সিরিস্তাতে প্রিথক দুই তালুক বসাইবা খাজানা লইবা দস্তুর সরঞ্জামাদি মহাফিক জানিদ পাইবেক ইতি সন ১২২০ সাল ত্রিপুরা তারিখ ৪ আষাঢ়

*শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত--অচ্যুতচরণ চৌধুরী, ২য় ভাগ (উত্তরাংশ), ৩য় ভাগ, ১ম অধ্যায়।
কার্মের বা পদের বৃত্তিস্বরূপ প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি যেমন, তালুকদারী নানকার, চৌধুরাই নানকার, মজুমদারী নানকার ইত্যাদি

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

নিদর্শন--১৯

জঙ্গলাবাদ বন্দোবস্তের অনুমতি: মহারাজ দুর্গামাণিক্য

চিঠি রুজু--শ্রীচাঁদ গাজী সাকিম জোলাই সাড়োয়াতলী মৌজে নোওয়াপাড়া পরগণে মেহেরকুলকে সমাজ্ঞেয়াং কার্য্যাঞ্চ পরং নিজ তালুক পরগণে ধর্ম্মনগরের খারিজ চকবস্তে[৮৩] বিজয়ানগর মৌজে সোনাতলা মধ্যে মৌজে বারাহিপুর দক্ষিণ ও ধলীজলার পারের পূর্ব্ব ও মৌজে চালিতাতলীর সাবেক হাসিলার[৮৪] উত্তর ও খলাবাড়ীর দিঘলীমুড়ার পশ্চিম এই চৌহদ্দি মধ্যে মওয়াজি[৮৫] ॥. আঠ কানি জমি অজ জঙ্গলা কোদালকুব ও কুড়ালকুব ও চেঙ্গাচাল ও চর্টকাজঙ্গল[৮৬] আবাদ করিবার চিঠি তোমাকে দেওয়া গেল বনশূন্য আবাদী মুদ্দত[৮৭] তিন সনা পাইবা. মুদ্দত পরে ৵০ ফি কানি মসক্কসি[৮৮] কায়েম মবলগ সিক্কা ।০ চারি আনা নিরেখ মতে মবলগ সিক্কা ২ দুই টাকা সালিয়ানা খাজানা[৮৯] সন বসন মাহা বমাহা[৯০] আদায় করিবা। এই চৌহদ্দি মজকুরের জমিনের বেশ খাস্ত ও আবাদ ও গয়ের আবাদ জব্দ জরিপ লাপালোকসান[৯১] তোমার জিম্মা সরকার সহিত কিছু এলেক্কা[৯২] নাই এই জমিনের নিরেখ বেশী ও ভেটবেগার মাথট[৯৩] পঞ্চক ও কমী বেশ খাস্ত খরচ গয়রহ কোন অঙ্ক তলপ না হইব মওয়াজি মজকুর[৯৪] আবাদ তরদুত করিয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ করিতে রহ ইতি সন ১২২১ ত্রিং তাং ৫ বৈশাখ।

নিদর্শন--২০

বৈদ্যাঙ্ক মিনাহ দলিল: সময়--রামগঙ্গামাণিক্য

চিঠি রুজু--শ্রী শিবরাম বৈদ্য সাং পরগণে তিসিনা মৌজে বাতিসাকে সমাসেয়াং[৯৫] কার্য্যাঞ্চ পরং পরগণে যশোদাপুর মৌজে পশ্চিম মির্জ্জানগর ভোলানাথ বৈদ্য কামিক ন.গুত হাসিলা মওয়াজি ।০ চাইর কানি জমি তোমাকে বৈদ্যঅঙ্ক মিনা দেওয়া গেল এই জমি আমল দখল করিয়া ভোগ উপরুপ করিতে রহ মাল খাজানা গয়ের কোন অঙ্ক তলপ না হইব সন ১২৩২ ত্রিপুরা তারিখ ১৯ আষাঢ়।

নিদর্শন--২১

চেরাগী খয়রাতের সনন্দ: রামগঙ্গামাণিক্য

চিঠি রুজু--শ্রী তাহিত মাহম্মদ সাকিন পরগণে যশোদাপুর মৌজে মাণিকপুরকে সমাজ্ঞেয়াং কার্য্যাঞ্চ পরং মৌজা মজকুরে হাসিলাতে তোমার মজহিত বাড়ী ও জমি মওয়াজি ॥. আষ্টকানি তোমাকে চেরাগীখয়রাত[৯৮] দেওয়া গেল জমি বাড়ী আবাদ তরায়ুত করিয়া এহার উপস্বত্ত দিয়া তোমার খোদাই ঘরেতে[৯৯] চেরাগী জামেসা দিবা এই জমির মাল খাজনা গয়রহ বেট বেগার তোমার পাশ তলপ না হইব পুত্র পৌত্রাদিক্রমে উছরুপ করিতে রহ ইতি সন ১২৩৬ ত্রিং তারিখ ১৩ আশ্বিন।

নিদর্শন--২২

বাস্তুত্যাগী প্রজাকে গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য পরোয়ানা

সময় -- কৃষ্ণকিশোরমাণিক্য

নং ২৫১

চিঠি রুজু[১০০]

চিঠি রুজু--শ্রী বকস আলী ও ইচমাইল আলী সাকিন নিজ কৈলাসহর মোতালকে পর্ব্বত ত্রিপুরাকে সমাজ্ঞেয়াং কার্য্যাঞ্চ পরং শোনা গেল তোমরা তোমাগ বাটী ছাড়িয়া অন্যখানে যাইয়া রহিয়াছ অতয়ব লিখা যায় তোমরা খাতির জমা হইয়া আপন বাটীতে আসিবা তোমাগ কোন বিষয় অন্যায় হইবনা ইতি সন ১২৫৬।১৮ কাত্তিক।

নিদর্শন--২৩*

দেবোত্তরের দলিল: মহারাজ ঈশানচন্দ্রমাণিক্য

নং ৬৭৬

শ্রীগুরু
আজ্ঞা

লক্ষ্মী জনার্দ্দন
লক্ষ্মী গোবিন্দ

চিঠি রুজু

শ্রীদুর্গাভক্তি নারায়ন ও শ্রীচণ্ডিচরন দেব ও গৌরিচরন দেব সাকিন আগরতলাকে সমাজ্ঞেয়ং কার্য্যঞ্চ পরং রাজগী মোতালকে মৌজে সানমুড়া ও মৌজে চান্দিনামুড়া তোমার পীতার স্থাপীত দেবতার সেবা পূজার নিমিত্তে দেবোর্ত্তর করিয়া দেওা গেল উক্ত দুই মৌজার উপসর্ত্ত দ্বারায় উক্ত দেবতার সেবা পূজার নির্ব্বাহ করিবা এহাতে দেবতাসেবার বন্ধানের নুনাধিক করহ তবে উক্ত মৌজাদ্বয় সরকারে খাস করিয়া উক্ত দেবতা সেবায় নির্ভাহ করা জাবেক ইতি সন ১২৬০ ত্রিং ২৬শে পৌষ

মরকুমা
স্বাঃ শ্রীযুগল কিশোর দত্ত

Copy.
Sd. K. C Biswas
Naib Dewan
23.10.14.

Compared with the original and Found Correct.
Sd Naba Chandra Dutta
Peshkar
23 10 14.

*আগরতলা সদর কালেক্টরী আফিস হইতে ১৫.৬.১৯৫৩ ইং তারিখে প্রস্তুত একটি সহিমোহরী নথীর নকল হইতে প্রাপ্ত।

নিদর্শন--২৪

মহারাজ বীরচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত হওয়া সম্পর্কে মহারাজ ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের ঐতিহাসিক রোবকারী

শ্রীগুরু
আজ্ঞা

শ্রীশ্রীসহি

রোবকারী কাছারী এলাকে রাজগী পর্ব্বত ত্রিপুরা, হুজুর শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজা ঈশানচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুর। ইতি সন ১২৭২ ত্রিপুরা, তারিখ ১৬ই শ্রাবণ।

এপক্ষ বাতব্যাধি পীড়াতে শারীরিক কাতর হওয়া প্রযুক্ত রাজস্ব ও জমিদারি শাসন বিষয়ী কার্য্য সুচারু-মতে নির্ব্বাহ হইতেছে না এবং যে প্রকার ব্যামোহ ইচ্ছাধীন কোন সময় প্রাণবিয়োগ হয় তাহারও নিশ্চয় নাই এমতেই এপক্ষের খান্দানের চিররীতিমতে ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ তদর্থক যুবরাজ ও বরঠাকুর ও কর্ত্তা নিযুক্ত করা প্রয়োজন, সেমতে হুকুম হইল যে--

যুবরাজীপদে এপক্ষের ভ্রাতা শ্রীলশ্রীমান বীরচন্দ্র ঠাকুর ও বরঠাকুরী পদে প্রথমপুত্র শ্রীলশ্রীমান ব্রজেন্দ্র চন্দ্র ঠাকুর ও কর্ত্তা পদে দ্বিতীয় পুত্র শ্রীলশ্রীমান নবদ্বীপ চন্দ্র ঠাকুরকে নিযুক্ত করা যায় ও এবিষয়ের এত্তেলা স্বরূপ এই রোবকারীর এক এক কিংবা নকল জেলা চট্টগ্রাম ও জেলা ঢাকা প্রদেশের শ্রীলশ্রীযুক্ত দায়ের সায়ের[১০২*] কমিসনর সাহেব বাহাদুরান ও জেলা ত্রিপুরা ও জেলা শ্রীহট্টের শ্রীলশ্রীযুক্ত জজ সাহেব ও শ্রীযুক্ত কালেক্টার সাহেব ও শ্রীযুক্ত মাজেষ্টেট সাহেব বাহাদুরান হুজুরে প্রেরণ হয় ইতি।

শ্রীশ্রীসহী।

মোকাবেলা
শ্রীগুরুদাস বর্দ্ধন
পেস্কার

মং শ্রীবিশ্বনাথ গুপ্ত
মোহরের

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

১ ৭ স্বস্তি

ত্রিপুরার অনেক তাম্রশাসনের প্রারম্ভেই ৭ স্বস্তি, ৭ স্বস্তি বিষ্ণু, ৭ চিহ্ন অথবা ॐ বিষ্ণু এরূপ খোদিত চিহ্ন দেখা যায়। রাজেশ্বরের নামের প্রারম্ভে স্বস্তি উল্লেখ এবং শ্রীবিষ্ণু দেবতার স্মরণে পূর্বচিহ্নিত আজ্ঞি আঁকার বা লেখার প্রচলন তৎকালে ছিল। অবশ্য সর্বক্ষেত্রেই শাসনসমূহে এই ব্যবহার দৃষ্ট হয়না।

২ বিষম সমর বিজয়ি

বহুযুদ্ধে বিজয়ী অর্থে ক্ষত্রিয় রাজার বিশেষণরূপে বহুশতাব্দী যাবৎ ত্রিপুরার রাজাদের নামের পূর্বে এই বিশেষণটির প্রয়োগ বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়।

৩ মহামহোদয়ি

এই মহামহোদয়ি বিশেষণটিও ত্রিপুরার সরকারী দলিলপত্রে ত্রিপুরার রাজাদের নামের বিশেষণরূপেই ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। মহামহোদয়ি শব্দটি মহামহোদয় শব্দের অশুদ্ধ প্রচলন।

৪ *রাজানাম—মাদেশোহয়ং =রাজানামোদেশোহয়ং শব্দটিও রাজন্যবর্গের আদেশের শিরোনামায় প্রাচীনকাল হইতেই বিভিন্নরূপে ও সময় সময় অশুদ্ধরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। অমুক রাজার নাম উল্লেখযুক্ত এই আদেশ অর্থে ব্যবহৃত।
*রাজানাম অশুদ্ধ--রাজ্ঞাম হওয়া উচিত।

৫ শ্রীকারকোনবর্গে বিরাজতে

মুসলমান আমলে আমলা কর্মচারীশ্রেণীর করণিকগণের উচ্চপদস্থ দায়িত্বশীল কার্যকারকগণকে কারকোন বলা হইত। শ্রী হইতে বিরাজতে সংস্কৃত শব্দের মধ্যে ব্যবহৃত এই মুসলমানী শব্দটি 'মন্ত্রীবাহাদুর' অথবা অফিস হায়ে ইত্যাদি ত্রিপুরার সম্প্রতিকালের সরকারী ভাষায় সুন্দররূপেই সহাবস্থিত হইয়াছিল।

কারকোনবর্গের বিরাজতের ভাবার্থ মন্ত্রীসভায় অথবা সরকারী কার্যকারকগণের সভায় অধিষ্ঠিত জ্ঞাপন করিতেছে যেমন ইংরেজীতে The King in Council

৬ হনাৎ পরং শব্দ দুইটি খুব সম্ভবতঃ শুদ্ধ শব্দের অতিশয় বিকৃতরূপ এবং অর্থ বুঝা যায়না। এই শব্দ দুইটি বহু শতাব্দী যাবত রাজকীয় আদেশের শিরোনামায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল।

৭ রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর

ত্রিপুরার রাজবংশ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় এই দাবীর পশ্চাতেই রাজা যযাতির রাজধানী হস্তিনাপুরের সঙ্গে সম্বন্ধ প্রতিধ্বনিত রাখিবার ইঙ্গিত প্রতিফলিত হইতেছে। বহু শতাব্দীকাল উদয়পুরই ত্রিপুরার রাজধানী ছিল বলিয়া সরকার উদয়পুর বলা হইত কিন্তু তোড়রমলের তোমর জমায় ত্রিপুরার কুমিল্লা জেলার পঃ ও দঃ সমতল অঞ্চলের অনেকাংশ মোগল শাসনাধীনে যাওয়ার ফলে তোমর জমায় সরকার উদয়পুর বলিয়া একটি মহাল সৃষ্টি হইয়াছিল এবং পরবর্তীকালে অতি অল্প সময়ের জন্য উদয়পুরে সাময়িকভাবে মোগল কর্তৃত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। মেহেরকুল ও নুরনগর নামে আখ্যাত কুমিল্লা জেলার মধ্যবর্তী ও পূর্বাঞ্চল ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্তও রাজগী ত্রিপুরার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এই অঞ্চল কোম্পানীর আমলে মহারাজের সঙ্গে জমিদারী সূত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের রাজত্বকালে সরকার উদয়পুর স্থলে সরকার আগরতলা অথবা রাজধানী আগরতলা লিখিবার রীতি প্রবর্তিত হয়।

৮ অজঙ্গলাতে

জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল অর্থে প্রচলিত শব্দ।

৯ মালখাজানা--সরকারের নির্দিষ্ট খাজনা বা কর।

১০ গয়রহ =ইত্যাদি।

১১,১২ ইহা একটি লাখেরাজ বা নিষ্কর দানপত্রের সনন্দ। মুসলমান পীর ফকিরদিগকে প্রদত্ত 'পীরাণ' অথবা 'ফকিরাণ' লাখেরাজ। তাম্রশাসনে দুইটি শকাব্দ এবং দুইটি অন্য সনের উল্লেখ দেখা যায়। শকাব্দ ১৫৭৮ এবং ১৫৮৯ 'শন' অর্থাৎ সন লিখিত হইয়াছে। ১০৬৬ এবং ১০৭৭ সংখ্যা দুইটি ত্রিপুরাব্দ জ্ঞাপক।

মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের বৃদ্ধাবস্থায় রাজত্বের শেষভাগে যুবরাজ গোবিন্দদেবই পিতার পক্ষে রাজকার্যাদি পরিচালনা করিতেন। আলোচ্য এই তাম্রশাসনটি আলোচনায় দৃষ্ট হয় যে, এই লাখেরাজ 'ফকিরাণ' দানপত্রটির মূল আদেশটি ১৫৭৮ শকে মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের রাজত্বকালে মঞ্জুর হইলেও, তাম্রশাসনটি ১১ বৎসর পর ১৫৮৯ শকাব্দে মহারাজ গোবিন্দদেব কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। ২ চিহ্নিত "বড় গোস্বামির" অর্থে "বড় গোঁসাই" অর্থাৎ পিতৃদেব মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের স্মরণে উল্লেখ করা হইয়াছে।

১৩ অন্ন হাসিলা =বর্ণিত হাসিলা অথবা বর্ণিত জমি। হাসিলা =কর্ষণযোগ্য জমি।

১৪ হরতক্ত =হরবখ্‌ত অর্থাৎ সর্বসময়ে অর্থে লিখিত।

১৫ দোয়া =আ, শুভেচ্ছা।

১৬ ভেট =রাজেশ্বর অথবা রাজসরকারকে কোন পর্বাদি অথবা বিশেষ উপলক্ষে প্রদত্ত নজর ইত্যাদি।

১৭ বেগার =বিনা মজুরীতে সম্পাদিত কার্য (forced labour)।

১৮ পঞ্চক =অনেক দলিলে পাঁচা পঞ্চক শব্দ ব্যবহার দৃষ্ট হয়। তৎকালে পঞ্চায়েতী কররূপে সংগৃহীত হইত।

১৯ নকল যাব্দা =যাব্দা শব্দের শুদ্ধরূপ অব্দ। নকল অব্দ অর্থে এস্থলে শকাব্দের সমার্থক অব্দ ত্রিপুরাব্দ সূচিত করিতেছে।

২০ বিশ্বাসনারায়ণ মহারাজ কল্যাণমাণিক্য এবং গোবিন্দমাণিক্যের রাজত্বকালে দেওয়ান বা রাজমন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

২১, ২২, ২৩, ২৪ এই সনন্দটির আলোচনায় প্রথমেই সনন্দের শিরোভাগে মুদ্রিত মোহরগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যের 'আজ্ঞামোহর' ছিল 'রাম সত্য জয়'। এই মোহরের সঙ্গে পরবর্তী মহারাজ রামমাণিক্যের 'রামসত্য' এবং মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের 'রামাজ্ঞা' মোহরাঙ্কনও হইয়াছে এবং সর্বশেষে ত্রিপুরারাজ্যের ষ্ট্যাম্প আইন প্রচলনের পর মং ৪ টাকার ষ্ট্যাম্পও সংযুক্ত করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা সনন্দের উত্তরাধিকারীগণের সতর্কতার পরিচয় পাওয়া যায়।

২৫ জাএ=জায় (list, ফর্দ)।

২৬ সাইলা =শালি ধান্যের জমি। শালি শব্দের সহিত স্বার্থে আ প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন।

২৭ বোরুয়া—বরো ধান্যের জমি। বরো শব্দের সহিত স্বার্থে আ প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন শব্দ।

২৮ বীরসিংহাদি ত্রিপুরার অনেক সনন্দে ভেট, বেগার, পাঁচা পঞ্চক ইত্যাদির মত বীরসিংহ নামক একটি সরকারী করের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই শব্দটির বীরসিংহ, রসিংহ ইত্যাদি নামে উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইহার পরিষ্কার অর্থ পাওয়া দুরূহ।

কামিং এর রিপোর্ট অনুসারে (Survey & Settlement of the Chakla Rosnabad Estate, 1907 -J.G. Cumming) বীরসিংহ নামক কোনও ব্যক্তির নামের সঙ্গে সরকারে প্রদেয় এই করটির নামকরণ হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে চাকলা রোশনাবাদের অন্তর্গত নূরনগর ইত্যাদি পরগণাসমূহ প্রাচীনকালে চাকলার সম্ভ্রান্ত জমিদার, তালুকদার চৌধুরী শ্রেণীর ভূম্যধিকারী ভিন্নও সময়ে সময়ে পশ্চিম দেশ হইতে আগত ইজারাদারগণের সহিত ইজারা (farm, lease) বন্দোবস্তে রাজস্ব আদায় হইত। লালা বীরসিংহ, রঘুনাথ তেওয়ারী ইত্যাদি ইজারাদারের নাম কামিংএর রিপোর্টে দৃষ্ট হয়।

পূর্ববর্ত্তীকালে বীরসিংহ নামক কোনও ইজারাদারের সময়ে তৎপ্রচলিত একটি বিশেষ করের নাম বীরসিংহ হওয়া সম্ভব। রাজমালা সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সেনের মতে যুদ্ধবিগ্রহকালে রাজসরকার হইতে প্রবর্তিত বিশেষ করের নাম ছিল বীরসিংহ এই যুক্তি অপেক্ষা কামিং এর মতই গ্রহণীয় মনে হয়।

২৯ আমল কাবেজ করিয়া=আঃ, ভোগ দখলে বা নিজ দখলে রাখিয়া।

৩০ আয়মা সনন্দ =মুসলমানগণকে ধর্মাচরণার্থে প্রদত্ত ভূষণ।

৩১ হাসিলা—আবাদী, ফসলা জমি।

৩২ সরকার উদয়পুর পরগণে মেহেরকুল=মেহেরকুল পরগণা ত্রিপুরা (কুমিল্লা) জেলার অন্তর্গত কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক কুমিল্লা জেলা অধিকারের পূর্বে মেহেরকুল পরগণা ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী উদয়পুর সরকারের অন্তর্গত ছিল।

৩৩, ৩৪ আধা হাসিলা আধা জঙ্গলা অর্ধেক আবাদী ও ফসলী এবং অর্ধেক জঙ্গলাভূমি।

৩৫ ধোন=দ্রোণ।

৩৬ আয়মা =মুসলমান পীর-ফকির ইত্যাদিকে ধর্মাচরণের জন্য প্রদত্ত নিষ্কর লাখেরাজের নাম আয়মা।

৩৭ মৌতে=মৃত্যুতে।

৩৮ তেতৈয়াড়া=মেহেরকুল পরগণার একটি গ্রাম।

৩৯ ।।।. বার কানির নির্দেশক অঙ্ক।

৪০ হাতালে (নিজ জিম্মায়)। হাত ও হালে—এই দুটি শব্দের যুগপৎ উচ্চারণের ফলে সৃষ্ট মৌখিক শব্দ বলিয়া অনুমিত।

৪১ দোয় করিআ=আশীর্বাদ করিয়া।

৪২ তেং—তারিখ শব্দটিকে অনেক স্থলে তেরিখ লেখা হইত। তেং এই তেরিখের সংক্ষিপ্তরূপ।

৪৩ ডিহি বুড়িচোঁ=বুড়িচো-র পরের চিহ্নটি সম্ভবত ং অথবা ঙ্গ। বুড়িচঙ্গ নামক মেহেরকুল পরগণার এই পরিচিত গ্রামটি এখনও স্বনামে পরিচিত।

এই গ্রামের নামের সঙ্গে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট জেলায় চঙ্গ শব্দ সংযুক্ত আরও গ্রামের নাম এখনও বর্তমান আছে যথা, পাখাচঙ্গ, বানিয়াচঙ্গ ইত্যাদি। বাংলা ভাষায় অব্যুৎপন্ন চাঙ্গা অর্থে সু-সাম বুঝায়। চঙ্গ অর্থ সুন্দর।

৪৪ শক ১০ |-২=দলিলে প্রথম লিখিত শক ১০৮২ না হইয়া ত্রিপুরা হওয়া সম্ভব। কারণ শক এর জায়গায় খালি। পরে ১০৮২ তেং। সুতরাং ত্রিপুরা ধরা ভাল।

৪৫ মেহেরকুল পরগণার ষোলনল গ্রামটি এখনও সুপরিচিত।

৪৬ ব্রহ্মোত্তর।

৪৭ পৃতে শ্রীবিষ্ণু প্রীতে।

৪৮ নিম্নমাফিক জায়মতে।

৪৯ ত্রিপুরা রাজ্যের কৈলাসহর অঞ্চলেও রসিংহ অর্থাৎ বীরসিংহ করপ্রথা বিদ্যমান ছিল জানা যাইতেছে।

৫০ জঙ্গলবুড়ি = অতীত সময়ে জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলসমূহ আবাদের উদ্দেশ্যে দীর্ঘসময় বিনা খাজনায় ও অন্যান্য সহজ এবং আকর্ষণীয় সুবিধায় যে বন্দোবস্ত দেওয়া হইত তাহা 'জঙ্গল বুড়ি' বন্দোবস্ত বলা হইত। আবাদের কার্যে কোদাল, কুড়াল ইত্যাদির ব্যবহার অপরিহার্য বলিয়া এসকল বন্দোবস্তের দলিলে 'কুদাল কুপ', 'কুড়াল কুপ' ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ দেখাযায়।

৫১ মজকুর = উল্লিখিত, aforesaid

৫২ ফিরানী = নির্দিষ্ট কিস্তি। ফিরিস্তি ?

৫৩ ডাঙ্গের = যষ্ঠিকে দেশজ ভাষায় ডাঙ্গ বলা হয়। এস্থলে বত্রিশ অঙ্গুলী পরিমাপের যষ্টি বলা হইয়াছে।

৫৪ হাসিলা ফসলী জমি।

৫৫ খানেবাড়ী = বসত বাটি।

৫৬ মিনা করমুক্ত অর্থাৎ rent-free সময়কাল।

৫৭ মহাফিক = মাফিক।

৫৮ দশোত্তরা দশশলা।

৫৯ তাহারগ তাহাদিগের।

৬০ বরজ পানের ক্ষেত্র।

৬১ চাড়া বসতবাড়ী সংলগ্ন অল্প উর্বর ভূমি।

৬২ দেশকুল আমুনা, পারকুল আমুনা আমন ফসলের উৎকৃষ্ট ও অনুৎকৃষ্ট জমি।

৬৩ ফসলী ফসলী জমি।

৬৪ পারকুল আমুনা আমন ফসলের অনুৎকৃষ্ট জমি।

৬৫ বরো = বোরো ধানের জমি।

৬৬ চীনা কাউনশ্রেণীর চীনা নামক ফসল।

৬৭ নিরেখ খাজনার হার অনুসারে।

৬৮ স্বর্গীয় অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের সংগৃহীত অপ্রকাশিত খণ্ডিত দলিল হইতে।

৬৯ ভাষায় 'তোমারগ' ও 'তোমার'ঘ শব্দগুলি দক্ষিণ ত্রিপুরার কথ্যভাষায় প্রচলিত।

৭০ খোদ খাস্তাতে = স্বীয় গ্রাম অর্থে।

৭১ খানেবাড়ী = বসতবাটি প্রস্তুতের জন্য প্রদত্ত নিষ্করকে খানেবাড়ী অথবা নানকার বলা হইত। মুসলমানদিগের অর্থে খোসবাস বলা হইত।

৭২ মকবর কায়েমী অথবা চিরস্থায়ী স্বত্বের বন্দোবস্ত।

৭৩, ৭৪ পাইকস্তা ও খোদকাস্তা - এখানে গ্রামের বহিরাঞ্চলে এবং স্বগ্রামের এলাকাভুক্ত স্থান বুঝাইতেছে।

৭৫ সম্ভ্রান্ত বৈদ্য, কায়স্থ, ইত্যাদি বংশের উচ্চপদস্থ রাজসরকারী কর্মচারীগণের পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত নিষ্করকে ইনাম অথবা মহত্তরাণ বলা হইত।

আলোচ্য সনন্দ প্রাপ্ত কালিকাপ্রসাদ এর পিতা শুকদেব ত্রিপুরার রাজধানী পরিবর্তনের পর উদয়পুর হইতে আগত হইয়া আগরতলার সন্নিকটে রোশনাবাদ জমিদারীর অন্তর্গত কেন্দ্রাই গ্রামে উপনিবিষ্ট হইয়া তথায় বসতবাটি প্রস্তুত করেন। এই বংশের মধ্যে অনেকেই উচ্চপদস্থ রাজকার্যে নিয়োজিত ছিলেন। বর্তমান যুগে স্বর্গত দেওয়ান অসিতচন্দ্র চৌধুরী এই কালিকা প্রসাদের অন্যতম উত্তর পুরুষ।

৭৬ ধলেশ্বর = এই দলিলে বর্ণিত ধলেশ্বর পরগণার কতকাংশ সার্ভে অব ইন্ডিয়া দ্বারা সীমানা নির্ধারণের পর রাজগী ত্রিপুরা এবং কতকাংশ ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

৭৭ কৈলাসহর = কিঞ্চিদধিক দেড়শত বৎসর পূর্বে প্রদত্ত এই সনন্দটিতে অন্যতম লক্ষ্যনীয় বিষয় এই যে ত্রিপরা রাজ্যের অন্তর্গত কৈলাসহরকে ঐ সময়ে চাকলা রোসনাবাদ জমিদারীর (ব্রিটিশ এলাকা) মোতালকে বা অন্তর্গত বলা হইয়াছে। ত্রিপুরা রাজ্যের সহিত ব্রিটিশ এলাকার সীমানা নির্ধারণের পূর্বে এবম্বিধ উল্লেখ অন্যান্য ক্ষেত্রেও বহু সময়ে সরকারী কাগজপত্রেও প্রতিফলিত দৃষ্ট হয়।

৭৮ মনে = বনে।

৭৯ সায়কে=সায়রে=হাওরে

৮০ দধি=এই দলিলে মজুমদারী সনন্দ গ্রহীতার প্রতি একটি সর্ত আরোপিত হইয়াছে যে সরকারী প্রয়োজন মত "মৎস দধি খেদমত" অর্থাৎ মৎস্য ও দধি সরবরাহ করিতে হইবে।

৮১ চিটি রুজু=চিঠি রুজু, letter issued

৮২ মজকুর=পূর্বে উল্লিখিত, aforesaid

৮৩ চকবস্তে=area or plot of land. নোয়াখালি অঞ্চলে প্রচলিত চকবন্দির সাদৃশ্যে মৌজার চৌহদ্দি বা সীমা।

৮৪ হাসিলা=ফসলী ভূমি।

৮৫ মওয়াজি=measured land

৮৬ অজ জঙ্গলা কোদালকুব ও কুড়ালকুব ও চেঙ্গাচোল ও চটকা জঙ্গল আবাদ-কোদাল ও কুড়ালের সাহায্যে এই চেঙ্গা ও চটকা ইত্যাদির জঙ্গল আবাদ করিবার জন্য।

৮৭ মুদ্দত=rent-free period, করমুক্ত সময়।

৮৮ মসক্কসি=এক শ্রেণীর ভূমি বন্দোবস্ত। এই বন্দোবস্তে খাজনার হার একটা নির্দিষ্ট সময়ান্তরে বৃদ্ধি পায় যেমন তকসিসি অথবা তখ্‌খিচি বন্দোবস্ত।

৮৯ সালিয়ানা খাজনা=প্রতি সালের খাজনা, বার্ষিক খাজনা।

৯০ সন বসন মাহা বমাহা=সন কিস্তিতে অথবা মাস কিস্তিতে।

৯১ নাপা নোকসান=লাভ-লোকসান।

৯২ এলেক্কা=সম্পর্ক।

৯৩ মাথট=মাথাতে, স্থানীয় মাথা প্রতি চাঁদা।

৯৪ মওয়াজি মজকুর=Regarding the aforesaid measured land.

৯৫ তরদুত=উন্নতি।

৯৬ বৈদ্যাঙ্ক মিনাহ=চিকিৎসক বৈদ্যগণকে চিকিৎসার পুরস্কার স্বরূপ যে নিষ্কর প্রদত্ত হইত তাহাকে বৈদ্যাঙ্ক অথবা বৈদ্যোত্তর মিনাহ বলা হইত।

৯৭ সমাজ্ঞেয়ং=সমাজ্ঞেয়ং।

৯৮ চেরাগ খয়রাত=প্রদীপ দেখাইবার জন্য নিষ্কর দান। দরগা অথবা মসজিদে চেরাগ বা প্রদীপ প্রত্যহ দিবার ব্যয় নির্বাহ জন্য যে নিষ্কর মুসলমান ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণকে দেওয়া হইত তাহাকে চেরাগী খয়রাত বলা হইত।

৯৯ খোদাই ঘরেতে=খোদার স্থানে।

১০০ চিঠি রুজু=চিঠির আকারে প্রশাসনিক আদেশ। এই আদেশটি মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের রাজত্বকালে প্রচারিত।

১০১ ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমান যুগের ইতিহাসে ইহা একটি বিশেষ দলিল। মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য ১২৭১ ত্রিপুরাব্দের ১৬ই শ্রাবণ তারিখের এই রোবকারী বা ঘোষণাপত্র দ্বারা তদীয় ভ্রাতা বীরচন্দ্র ঠাকুরকে যৌবরাজ্যে নিয়োগ করিলেন এবং পরবর্তী দিবসেই ঈশানচন্দ্র মাণিক্য লোকান্তরিত হইলে যুবরাজ বীরচন্দ্র ত্রিপুরা রাজ্য ও জমিদারীর শাসনভার গ্রহণ করিলেন। এই উপলক্ষে অন্যান্য দাবীদারগণের সহিত ব্রিটিশ এলেকায় অবস্থিত চাকলা জমিদারীর অধিকার লইয়া বিভিন্ন আদালতে মামলা মোকদ্দমা চলিতে থাকে। আট বৎসর এই সকল মোকদ্দমা চলা সময়ে যুবরাজ বীরচন্দ্র defacto ruler রূপে রাজত্ব পরিচালনা করেন এবং প্রিভি কাউন্সিলের ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ তারিখের চূড়ান্ত আদেশ যুবরাজ বীরচন্দ্রের অনুকূলে যাইবার ফলে ১২৭৯ ত্রিপুরাব্দ ২৭শে ফাল্গুন (১৮৭০ খ্রীঃ ৯ই মার্চ) মহারাজ বীরচন্দ্র সিংহাসনে আরোহণ পূর্বক de jure ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।

১০২ দায়ের সায়ের=দায়রা ও সেসন শব্দ দুইটির তৎকালে প্রচলিত অপভ্রংশ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(রাজা ও রাজখান্দান, কুলাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজসংসার)

নিদর্শন--১

দেওয়ান উপাধির সনন্দ*

নং ৫৮

পদ্মমোহর

শ্রীশ্রীযুক্ত বীরচন্দ্রমাণিক্য দেব

শ্রীশ্রীযুত মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর বিষম সমর বিজয়ী মহামহোদয়ী রাজনামাদেশোহয়ং শ্রীকারকোণ বর্গে বিরাজতে হন্যত পরং রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগণে নূরনগর মৌজে বিদ্যাকুট নিবাসী শ্রীযুক্ত রাম মাণিক্য রায় নায়েব দেওয়ানকে দেওয়ানীকার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে অতএব সনদ দেওয়া গেল আমানত দেওয়ানত বহাল রাখিয়া দেওয়ানীকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে রহুক ইতি সন ১২৮০ ত্রিপুরা তারিখ ৩১ ভাদ্র।

শ্রী পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস মুনসী	মরকুমা শ্রী রামকুমার সেন পত্রনবিষ

শ্রীকাশীচন্দ্র দাস পেস্কার	মোকাবিলা	শ্রীভরতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সেরেস্তাদার

*আগরতলা, জয়নগর নিবাসী শ্রীবিনয়ভূষণ রায় বর্ম্মণ মহাশয়ের সৌজন্যে মূল দলিল হইতে সংগৃহীত

নিদর্শন--২

রাজাদেশের প্রতিলিপিসমূহ সেক্রেটারীর দস্তখতে প্রচার হওয়া সম্পর্কে

B. C. Deb

নং ৪ সেহা

রোবকারী কাছারী এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা হুজুর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুর।
ইতি সন ১২৯৪ ত্রিং তারিখ ১৪ই শ্রাবণ।

রোবকারী মেমো ইত্যাদির নকল এপক্ষের সহি হইয়া প্রচারিত হওয়ার নিয়ম আছে। ইহা যখন যাবেদা কাজ[১] তখন এপক্ষের সহি না হইয়া কোন প্রধান কার্য্যকারকের দস্তখত হইলেই হইতে পারে। সেমতে

হুকুম হইল যে--

এখন হইতে রোবকারী ও মেমো ইত্যাদির নকল এপক্ষের সহি না হইয়া শ্রীযুত সেক্রেটারী বাবুর দস্তখতে প্রচার হয়। সেক্রেটারী ষ্টেট আফিসের[২] এক আমলা দ্বারা নকল লিখিত হইয়া অন্য আমলা দ্বারা মোকাবেলা হওয়নান্তর সেক্রেটারী বাবুর দস্তখত হইবেক। লিখক ও মোকাবিলা কারকের সাবধান ও সতর্ক

থাকিতে হইবে যে কোন অংশ ঐ নকলে ভুল না হয়। জ্ঞাতার্থে এই রোবকারীর এক এক খণ্ড নকল সদর কাছারীতে ও চাকলা ও সব ডিবিশনের আফিসহায়ে প্রেরণ করা যায়। ইতি

Radha Raman Ghosh*
Secretary.

*ঢাকা নিবাসী বাবু রাধারমণ ঘোষ মহাশয় ত্রিপুরার রাজপরিবারে শিক্ষকতা কার্যে প্রবেশ করিয়া স্বীয় বিদ্যাবত্তা, প্রতিভা ও নানাবিধ সদ্‌গুণদ্বারা মহারাজ বীরচন্দ্রের অনুগ্রহ অর্জন করিয়া ক্রমে মহারাজের সেক্রেটারী পদে উন্নীত ও তৎপর হিসাব, শিক্ষা ইত্যাদি কয়েকটি প্রশাসনিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্জকারক রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পাশ্চাত্য ও ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে--বিশেষতঃ বৈষ্ণব ধম ও শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ অনুরাগ ও অধিকার ছিল। পরম বৈষ্ণব মহারাজ বীরচন্দ্র কর্তৃক লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয়ে বিনামূল্যে বিতরিত, বৈষ্ণব গোস্বামীগণের টিকা সম্বলিত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ এবং আরও অনেকগুলি বৈষ্ণব ধর্মশাস্ত্র মুদ্রণ উপলক্ষে রাজদরবারের আনুকূল্যের পেছনে রাধারমণ বাবুর সক্রিয় ভূমিকা স্মরণীয়। 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর তৎকালে স্বল্পখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথকে রাজকীয় অভিনন্দন ও উৎসাহ জ্ঞপন উদ্দেশ্যে রাধারমণ বাবুই ত্রিপুরার রাজদূতরূপে কবিসকাশে প্রেরিত হইয়াছিলেন। মহারাজ বীরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তিনি রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ও বিশেষ খোর-পোষবৃত্তি লাভ করিয়া আজীবনকাল বৈষ্ণব ধর্ম সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।

নিদর্শন--৩

'রাজর্ষি' উপন্যাস-এর উপকরণ সংগ্রহের জন্য রবীন্দ্রনাথ লিখিত চিঠির প্রত্যুত্তরে মহারাজ বীরচন্দ্রের পত্র

শ্রীহরি

সদগুণান্বিতেষু--

আপনার পত্র পাইয়া যারপরনাই সুখী হইলাম। লিখিয়াছেন, আমাদের পরিবারের সহিত আপনাদের পরিবারের যে সম্বন্ধ ছিল তাহা স্মরণ করিয়া দেওয়াই আপনার উদ্দেশ্য। সে সুখের সম্বন্ধ আমি ভুলি নাই। আপনি পুনরায় তাহার গৌরব করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তজ্জন্য বিশেষ আপ্যায়িত ও বাধিত হইলাম। ভরসা করি, মধ্যে মধ্যে আপনার অবসর মত এরূপ অমায়িক ভাবপূর্ণ পত্র পাইব।

'মুকুট' ও 'রাজর্ষি' নামক দুইটি প্রবন্ধই আমি পাঠ করিয়া দেখিয়াছি। ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে যে যে স্খলন হইয়াছে, তাহা সংশোধন করা আপনার বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে না।

'রাজরত্নাকর' নামে ত্রিপুর রাজবংশের একখানা ধারাবাহিক সংস্কৃত ইতিহাস আছে। এই গ্রন্থ ধর্ম্ম-মাণিক্যের রাজত্বসময়ে সঙ্কলিত হইতে আরম্ভ হয়। ধর্ম্মমাণিক্য "ভীবারিবসুমোন" ত্রৈপুরাব্দে অর্থাৎ ত্রিপুরা ৮৬৮ সনে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এখন ত্রৈপুর ১২৯৬ সন। উক্ত রাজরত্নাকরে আর একখানা প্রাচীন সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত 'রাজমালা'র উল্লেখ আছে; কিন্তু সেই প্রাচীন রাজমালা এখন আর কোথাও অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না। 'রাজমালা' বলিয়া যাহা প্রচলিত, তাহা রাজরত্নাকর হইতে সংক্ষিপ্ত ও সংগৃহীত, এবং বাংলা পদ্যে লিখিত। সাধারণে পাঠ করিয়া যেন অনায়াসে বুঝিতে পারে, এই অভিপ্রায়েই দ্বিতীয় 'রাজমালা' রচিত হইয়াছে। ইহাতে মহারাজ দৈত্যের জীবনবৃত্ত হইতে বর্ণিত আছে। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অনেক রাজার ইতিহাস নাই। দ্বিতীয় বাঙ্গালা রাজমালা লেখককে আমি বালক বয়সে দেখিয়াছি। এতদ্ভিন্ন ঐরূপ বাঙ্গালা কবিতায় কেবল ৺কৃষ্ণমাণিক্য মহারাজার চরিত্র অবলম্বন করিয়া একখানা ইতিহাস আছে, উহার নাম 'কৃষ্ণমালা'। পার্ব্বতীয় প্রজাগণের মধ্যে এরূপ প্রথা আছে যে, তাহারা নিজ নিজ ভাষায় রচনা করিয়া মহারাজগণের জীবন চরিতের কোন বিশেষ

ঘটনা অবলম্বনে গান করিয়া থাকে। সেই গানগুলি হইতে অনেক বিবরণ সংগৃহীত হইতে পারে। মন্দিরের ফলক ও সনদপত্রাদি হইতেও যে ইতিহাসের অনেক ঘটনা সংগৃহীত হইবার সুবিধা আছে, তাহা বলা বাহুল্য।

আপনি যে ত্রিপুর' ইতিহাস অবলম্বন করিয়া নবন্যাস লিখিতে যত্ন করিতেছেন, ইহাতে আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। যে যে স্থলে ইতিহাসের সহায়তা প্রয়োজন হয়--আমি আদরের সহিত পর্ব্বোক্ত নানা মূল হইতে তাহা সঙ্কলন করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি। আপনার অপরাপর বিষয়ে প্রশংসিত প্রবন্ধগুলিতে ইতিহাসের যথাযথ ব্যাখ্যা থাকে, ইহা আমারও একান্ত বাসনা। ঐতিহাসিক কোন বিশেষ ভাগের সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণ সময়ের মধ্যে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলে কেবল রাজরত্নাকর হইতে যে সহায়তা পাওয়া যায়, তাহাই দিতে পারিব। একটুকু সময় থাকিতে জিজ্ঞাসা হইলে স্থানীয় অবস্থা সংগ্রহ করিয়াও জানাইতে চেষ্টা করিব। বোধ হয় শেষোক্ত প্রণালী আপনার সন্তোষজনক হইবে।

আমার পূর্ব্বপুরুষগণের উদয়পুর ব্যতীত ধর্ম্মনগর, কল্যাণপুর, অমরপুর প্রভৃতি স্থানেও রাজধানী ছিল। সেই সেই স্থলেও অনেক কীর্ত্তিকলাপের চিহ্ন পাওয়া যায়। আপনার প্রয়োজন হইলে সে সকল স্থানেরও ইতিহাস জানাইতে পারিব।

উদয়পুরের যে কয়েকখানা ফটোগ্রাফ আছে, তাহার বিবরণ লিখিয়া ইহার পর, তাহা আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব।

রাজরত্নাকরে গোবিন্দমাণিক্যের ও তাঁহার ভ্রাতা ছত্রমাণিক্যের চরিত যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা নকল করান হইয়াছে। সত্বর ছাপান যাইতে পারে কিনা, উদ্যোগ করিতেছি। মুদ্রাঙ্কন শেষ হইলে আপনার নিকট পাঠান যাইবে। 'রাজর্ষির' কোন্ কোন্ স্থলে ইতিহাস রক্ষিত হয় নাই, তাহা রাজরত্নাকরের উক্ত উদ্ধৃত ভাগ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

'রাজরত্নাকর' ছাপাইবার উদ্যোগে আছি, সমুদয় আয়োজন হইয়া উঠে নাই। যদি ঈশ্বর ইচ্ছায় ছাপা হইতে পারে তবে আপনাকে একখণ্ড পাঠাইয়া দিব।

রাজরত্নাকরে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক দুইটি ভাগ আছে। পৌরাণিক ভাগে মহারাজা দৈত্য প্রভৃতির জীবন-চরিত এবং ঐতিহাসিক ভাগে যখন বাঙ্গালা যবনাধিকারে ছিল--সেই সময়ের অনেকানেক ভাগ নিতান্ত সুন্দর। সেই অংশ অবলম্বন করিয়া আপনি নবন্যাস লিখিলে অপেক্ষাকৃত অনেক প্রশংসনীয় হইবে এরূপ আমার বিশ্বাস।

এথাকার কুশল, আপনাদের সর্ব্বাঙ্গীন নিরাময় সংবাদ দানে সুখী করিবেন, ইতি। ১২৯৬ ত্রিপুরা--তাং ১৮ই জ্যৈষ্ঠ।*

প্রণত
শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা

*সৌজন্য: রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা, রবীন্দ্রজন্ম শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ, ১৩৬৮ সন।

'ইতিপূর্বে বহুবার প্রকাশিত ও আলোচিত এই চিঠি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার শুভ সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি অতি মূল্যবান ও ঐতিহাসিক দলিল বলিয়াই, এবং নয়দশক পূর্বেও রাজদরবারে বঙ্গভাষা বিশেষতঃ বাংলা পত্র সাহিত্য যে কী উচ্চমান অর্জন করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধেও একটি মূল্যবান নিদর্শন। তাই ইহা এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইল। রবীন্দ্রনাথ লিখিত পত্রটি ইতিপূর্বেই "রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা" গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

নিদর্শন--৪

রাজ্যভার অধিগ্রহণ: মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য

শ্রীশ্রীহরি

শ্রীগোপীকৃষ্ণ দেব

নং ১

R. K. Deb Barman

রোবকারী দরবার শ্রীলশ্রীযুত রাধাকিশোর দেববর্ম্মণ যুবরাজগোস্বামী বাহাদুর,
এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি সন
১৩০৬ ত্রিং তারিখ ২৮ শে অগ্রহায়ণ

যেহেতু গতকল্য অপরাহ্ন ৩ তিন ঘটিকার সময় পিতৃদেব ৺মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর কলিকাতা মোকামে পরলোকগমন করিয়াছেন; আমি খান্দানের[৪] রীতি এবং এই রাজবংশের চির প্রসিদ্ধ কুলাচার মতে পিতৃদেবের মৃত্যুর পর হইতে তৎত্যাজ্য জমিদারী চাকলে রোসনাবাদ ও রাজগী ত্রিপুরা এবং অন্যান্য সমস্ত সম্পত্তিতে মালিক দখলকার হইয়াছি। এখন হইতে রাজগী[৫] ও জমিদারীসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য সম্পূর্ণরূপে এপক্ষের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইবে। ইতি--

নিদর্শন--৫

রাজ্যভার গ্রহণের পর শাসনব্যবস্থাদি সম্পর্কে

শ্রীশ্রীহরি

নং ৪

R. K. Deb Burman

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্মণ এলাকে
স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি সন ১৩০৬ ত্রিং তারিখ ৫ই পৌষ

যেহেতু পিতৃদেব ৺মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের পরলোকগমনের পর রাজবংশের আবহমানকালীয় প্রথানুসারে গত ২৮শে অগ্রহায়ন তারিখের ১ নং রোবকারী দ্বারা এপক্ষ রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং এইক্ষণ হইতে জমিদারী ও স্বাধীন রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত কার্য্যের ন্যায় সংসার বিভাগের কার্য্যেরও সুবন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যক। সেমতে

হুকুম হইল যে--

এপক্ষের দ্বিতীয় আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত স্বর্গীয় পিতা মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের নিয়োজিত সংসার সংসৃষ্ট যাবতীয় কর্ম্মচারী ও কার্য্যপ্রণালী বলবৎ থাকে, ইতি--

নিদর্শন--৬ **রাজা ও রাজখান্দান, কুলাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজসংসার**

রাজপ্রাসাদ অন্তর্গত সেক্রেটারী আফিসের বিলোপ সাধন

শ্রীহরি

R. K. Deb Barman

মেমো নং ৭

যেহেতু এপক্ষের কার্য্যপরিচালনের জন্য সেক্রেটারী আফিস রাখা অনাবশ্যক বিবেচনা হইতেছে। অতএব এতদ্বারা

আদেশ করা যায় যে--

আগামী কল্য ১৬ই তারিখ হইতে উক্ত আফিস ও তৎসংক্রান্ত কার্য্যকারকগণকে এবালিস করা যায়। সেক্রেটারী বাবু যথারীতি উক্ত আফিসের কার্য্য শ্রীযুক্ত ঠাকুর ধনঞ্জয় দেব বর্ম্মণের নিকট বুঝাইয়া দেয়। ইতি সন ১৩০৬ ত্রিং তারিখ ১৫ই পৌষ।

নিদর্শন--৭

রাজপ্রাসাদের অন্তর্গত নিজ তহবিল (Privy Purse) আফিসের নব ব্যবস্থা

শ্রীহরি

R. K. Deb Barman

মেমো নং ৮

যেহেতু বর্ত্তমান সময়ে নিজ তহবিলের কার্য্যভার শ্রীযুত বাবু রাধারমণ ঘোষ সেক্রেটারীর হস্তে ন্যস্ত আছে, কিন্তু তাহার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা এপক্ষের অভিপ্রায় বটে, সেমতে--

হুকুম হইল যে--

শ্রীযুক্ত সেক্রেটারীবাবু নিজ তহবিল সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য ও তহবিল এবং মালামাল আগামীকল্য ১৬ই তারিখ শ্রীযুক্ত ঠাকুর ধনঞ্জয় দেববর্ম্মণের নিকট বুঝাইয়া দেয়। ইতি সন ১৩০৬ ত্রিং তারিখ ১৫ই পৌষ।

নিদর্শন--৮

সংসার বিভাগ হইতে কর্মচারী অপসারণ

শ্রীহরি

R K. Deb Barman

মেমো নং ৯

যেহেতু নানা কারণে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু নাএব দেওয়ানকে রাজকার্য্যে রাখা এপক্ষের অনভিপ্রেত বটে ও তদ্ধেতু অদ্যকার স্বতন্ত্র আদেশ দ্বারা তাহার জিম্বার কার্য্যের পৃথক বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, অতএব

হুকুম হইল যে

অদ্য হইতে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু নাএব দেওয়ানকে কার্য্য হইতে অবসর করা যায়। উক্ত নাএব দেওয়ান তাহার জিম্বার কার্য্যের চার্জ শ্রীযুক্ত ঠাকুর গোপীকৃষ্ণ দেববর্ম্মণ নিকট বুঝাইয়া দেয়। ইতি সন ১৩০৬ ত্রিং--তাং ১৫ই পৌষ।

নিদর্শন--৯

রাজকার্যে ব্যবহারের জন্য রাজ্যেশ্বর কর্তৃক নির্বাচিত "দেবাজ্ঞা মোহর" গ্রহণ

শ্রীশ্রীহরি

নং ১৯

R. K. Deb Barman

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে
স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি। সন ১৩০৬ ত্রিং, ২ মাঘ।

স্বাধীন ত্রিপুর রাজ্যের জমিদারী মোতালকে স্বর্গীয় মহারাজা মাণিক্য বাহাদুরের সময়ে যে "শ্রী গোবিন্দ আজ্ঞা" মোহর প্রচলিত ছিল, তৎপরিবর্তে এপক্ষ বিগত ১৬ই পৌষ তারিখ হইতে "শ্রীহরি আজ্ঞা" মোহর প্রচলিত করিয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে যে সমস্ত দলিল ও কাগজে "শ্রীগোবিন্দ আজ্ঞা" মোহর ব্যবহৃত হইত, এইক্ষণ সেই সমস্ত দলিল ও কাগজে "শ্রীহরি আজ্ঞা" মোহর ব্যবহৃত হইতেছে ও হইবে। অতএব .

আদেশ,

এই রোবকারীর প্রতিলিপি সংসৃষ্ট আফিস ও আদালত হায়ে প্রেরিত হয়, এবং উল্লেখিত "শ্রীহরি আজ্ঞা" মোহরের আদর্শ নিম্নে অঙ্কিত করিয়া দেওয়া যায়, ইতি।

শ্রীহরি
আজ্ঞা

নিদর্শন—১০

বিনন্দিয়া আলং বা গারদ: নিয়োগ

শ্রীহরি

R. K. Deb Barman

মেমো নং ২০

এপক্ষের অভিষেক কার্য্যোপলক্ষে বিনন্দিয়া আলং৬এর কার্য্যবৃদ্ধির কারণ আছে এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা তাহা পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে উক্ত আলংএর কার্য্যভার সদর কালেক্টারের প্রতি অর্পিত আছে। কিন্তু সদর কালেক্টর দ্বারা অভিষেক সম্পর্কিত নানা আগন্তুক কার্য্য ও আপন জিম্মার কার্য্য (সদর সব্ ডিভিসনের) সম্পন্ন হইয়া উক্ত আলংএর কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালিত হওয়ার সুবিধা নাই; অতএব

আদেশ হইল যে,

বিনন্দিয়া আলংএর কার্য্যভার দ্বিরাদেশ পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত ঠাকুর ভারত চন্দ্র দেববর্ম্মণের উপর ন্যস্ত করা যায়। পূর্ব্ব নিয়মানুসারে আলংএর কার্য্য পরিচালিত হয়। ইতি সন ১৩০৬ ত্রিং তারিখ ৫ই মাঘ।

নিদর্শন—১১

কর্মচারীর বেতন এক বিভাগ হইতে অন্য বিভাগে খারিজ

R. K. Deb Barman

মেমো নং ২৩

যেহেতু এপক্ষের ১৫ই পৌষের ৫ নং রোবকারীর আদেশ দ্বারা শ্রীযুক্ত বাবু হরচরণ নন্দী দেওয়ানকে সংসার বিভাগে পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। অতএব

আদেশ

উল্লেখিত ১৬ই পৌষ হইতে উক্ত নায়েব দেওয়ানের নির্দ্দিষ্ট বেতন শাসন হইতে সংসার বিভাগে খারিজ করা যায়।

অবগতি ও কার্য্যে পরিণতির জন্য এই আদেশের প্রতিলিপি সংসার ও হিসাব বিভাগে প্রেরিত হয়। ইতি সন ১৩০৬ ত্রিং, তারিখ ২৪ শে মাঘ।

নিদর্শন--১২

নিয়োগ : ক্ষেত্রমোহন বসু

R. K. Deb Barman

মেমো নং ২৪

যেহেতু শ্রীমান কুমারগণের শিক্ষকতা কার্য্যের জন্য শ্রীযুত বাবু ক্ষেত্রমোহন বসুকে নিযুক্ত করা এরপক্ষে অভিপ্রায় বটে, অতএব

আদেশ

শ্রীমানগণের বর্ত্তমান শিক্ষক শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ মুখোপাধ্যায়কে নির্দ্ধারিত ৪০৲ চল্লিশ টাকা বেতনে তাহার পদে শিক্ষকতা কার্য্যে পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন বসুকে মাসিক মং ৬০৲ যাইট টাকা বেতনে অদ্য তারিখ হইতে শ্রীমানগণের শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত করা যায়। পরিণতির জন্য প্রতিলিপি সংসৃষ্ট আফিস সায়ে প্রেরিত হয়। ইতি সন ১৩০৬ ত্রিং তারিখ ২৭ শে মাঘ।

নিদর্শন--১৩

কর্ম্মচারী অবসর : হরচরণ নন্দী

শ্রীহরি

R. K. Deb Barman

মেমো নং ২৬

শ্রীযুক্ত হরচরণ নন্দী দেওয়ানের পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত বেতন মং ৩০০৲ তিনশত টাকা। সংসার বিভাগে এরূপ উচ্চ বেতনের কর্ম্মচারীর আপাততঃ নিষ্প্রয়োজন। বিশেষতঃ জানা যায় উক্ত দেওয়ান শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন ঐ বিভাগের কার্য্য যথারীতি নির্ব্বাহ করিতে পারিতেছে না, অতএব--

আদেশ,

সংসার বিভাগের দেওয়ান শ্রীযুক্ত হরচরণ নন্দীকে কার্য্য হইতে অবসর করা যায়। কার্য্যে পরিণতির জন্য ইহার প্রতিলিপি রাজস্ব বিভাগে পাঠান যায়। ইতি সন ১৩০৬ ত্রিং, তারিখ ৫ই চৈত্র।

নিদর্শন--১৪

রাজসংসার বাজেটে ব্যয় সঙ্কোচ সম্পর্কে

শ্রীহরি

R. K. Deb Barman

মেমো নং ৩২

সংসার বিভাগের হিসাবাদি কাগজাত পর্য্যালোচনায় দৃষ্ট হইতেছে যে রাজ্যের আয়ের তুলনায় সংসার বিভাগের ব্যয় নিতান্ত অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্য রাখার এবং রাজ্যের ও রাজধানীর আবশ্যকীয় উন্নতিকার্য্যের জন্য সংসার বিভাগে যে সমস্ত অতিরিক্ত ও অনাবশ্যকীয় ব্যয় আছে, তাহা রহিত করিয়া ১৩০৭ ত্রিং সনের বজেট প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য।

শ্রীশ্রীমতী তৃতীয় ঈশ্বরীর সরকারে এক্ষণ বার্ষিক যে পরিমাণ টাকা ব্যয় হইতেছে, তন্মধ্যে অনাবশ্যকীয় ও অতিরিক্ত যে সকল ব্যয় আছে, তাহা রহিত করিলে কোনরূপ অসুবিধা হওয়ার কারণ দৃষ্ট হয় না। গৃহাদি প্রস্তুত ও ব্রতাদির ব্যয় ব্যতীত সঙ্গীয় ফর্দ্দের লিখিত মতে শ্রীশ্রীমতী তৃতীয় ঈশ্বরীর সরকারী বার্ষিক ব্যয় সং ২১২৩।০ আনা হইলেই নির্ব্বাহ হইতে পারে; তত্রাচ শ্রীশ্রীমতীর বিশেষ সুবিধার জন্য উক্ত সং ২১২৩।০ আনার অতিরিক্ত আরও সং ৩৭৬৸০ আনা দিয়া বার্ষিক সং ২৫০০৲ টাকা ধার্য্য করা হইল।

রাজপরিবারস্থ অপর সকলের বন্দোবস্ত এপক্ষের স্বাক্ষরিত সঙ্গীয় লিস্ট* অনুসারে করা হইল।

হুকুম হইল যে,

অবগতি ও কার্য্যপরিচালনের জন্য এই মেমো ও দস্তখতি ফর্দ্দ সংসার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগনের নিকট পাঠান যায় এবং এই নিয়মে বজেট প্রস্তুত হয়। ইতি সন ১৩০৭ ত্রিং, তাং ২রা বৈশাখ।

*সঙ্গীয় লিস্টটি পাওয়া যায় নাই।

নিদর্শন--১৫

রাজকুমারীগণের মাসহারা নিয়মিতকরণ

শ্রীহরি

R. K. Deb Barman

মেমো নং ৩৩

বর্ত্তমান সময়ে সংসার বিভাগে শ্রীলশ্রীমতী কুমারীগণের বন্দোবস্ত যেরূপ আছে তাহা রহিত ক্রমে নিম্নলিখিত হারে শ্রীলশ্রীমতীগণকে নগদ মাসহারা দেওয়ার নিয়ম করা গেল। যাহাদের কোনরূপ বন্দোবস্ত এপর্য্যন্ত হয় নাই, তাহাদের জন্য এপক্ষের আদেশ গ্রহণে মাসহারা অবধারণ করিতে হইবে। ইতি সন ১৩০৭ ত্রিং, তারিখ ২রা বৈশাখ।

	বিবাহিতা	অবিবাহিতা
মহারাজের কুমারী	৬০৲	৩০৲
ঐ ২য় শ্রেণীর	৫০৲	২৫৲
যুবরাজের কুমারী	৫০৲	২৫৲
ঐ ২য় শ্রেণীর	৪৫৲	২২॥০
বড়ঠাকুরের কুমারী	৪৫৲	২২॥০
ঐ ২য় শ্রেণীর	৪০৲	২০৲
ঈশ্বরীদিগের কুমারদিগের কুমারীগণের	৪৫৲	২২॥০
ঐ ঐ ২য় শ্রেণীর	৪০৲	২০৲
সেবাত্যাদিগের কুমারের কুমারী	৩০৲	১৫৲

নিদর্শন--১৬

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

যুবরাজ নিয়োগপত্র: শ্রীলশ্রীমান বীরেন্দ্রকিশোর ঠাকুর

শ্রীহরি

R. K. Deb Barman

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর,
রাজধানী আগরতলা, ইতি। সন ১৩০৮ ত্রিং ২৬শে মাঘ।

যেহেতু ত্রিপুর-রাজ-বংশের খান্দানের নিয়মানুসারে এপক্ষের উত্তরাধিকারী অর্থাৎ যুবরাজ নিয়োগ করা আবশ্যক এবং এপক্ষের পুত্র শ্রীলশ্রীমান বীরেন্দ্র কিশোর ঠাকুরকে উক্ত পদের জন্য মনোনীত করা হইয়াছে; অতএব অদ্য উক্ত শ্রীলশ্রীমানকে উল্লিখিত পদে নিয়োগ করা গেল।

হুকুম হইল যে,

অবগতার্থে ইহার প্রতিলিপি শ্রীযুক্ত পলিটিকেল এজেন্ট সাহেব সদনে এবং রাজগী ও জমিদারিস্থিত প্রধান প্রধান আফিস হায়ে প্রেরণ করা যায়। ইতি

G. K. Deb Barman
Rev. Secretary
B. C. Bhattacharjee, B.A.
Dewan

নিদর্শন--১৭

এক দুঃস্থ ঠাকুরপরিবারের জন্য খোরপোস মঞ্জুরী

শ্রীহরি

R. K. Deb Barman

মেমো নং ৯

কুমিল্লা নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র ঠাকুরের প্রার্থনাপত্র পাঠে জানা যায় ঈশানচন্দ্র ঠাকুরের মৃত্যু হওয়াতে তাহার সন্তান সন্ততিগণ নিতান্ত বিপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়াছে, এবং এপক্ষের অনুগ্রহ ভিন্ন তাহাদের গ্রাসাচ্ছদনের অন্য কোন উপায় নাই এজন্য উহাদের জীবিকা নির্বাহের একটা বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া এপক্ষের অভিপ্রেত, অতএব

আদেশ হইল যে,

মৃত ঈশান চন্দ্র ঠাকুরের পরিবারের ভরণ-পোষণ ব্যয় বাবদ বর্ত্তমান বৈশাখ মাস হইতে দ্বিরাদেশ পর্য্যন্ত মাসিক মং ৭৫. পঁচাত্তর টাকা হারে দেওয়া হইবে; প্রতি মাস অন্তে এখানে আসিয়া উক্ত টাকা নেওয়ার পক্ষে প্রার্থীর অসুবিধা ও ব্যয়সাধ্য হইবে বিবেচনায় ঐ টাকা চাকলার কাছারী হইতে দেওয়ার বরাত দেওয়া গেল। চাকলার কার্য্যকারক রীতিমত টাকা দিয়া এখানে ইরশালী চালান প্রেরণ করিবে।

এই মেমোর প্রতিলিপি অবগতি ও আচরণার্থ সংসার বিভাগে ও চাকলা কাছারীতে পাঠান যায়। ইতি ১৩০৯ ত্রিং ৩০ শে বৈশাখ।

নিদর্শন--১৮

যুবরাজের শুভবিবাহ উৎসব কার্য পরিচালনার জন্য কমিটি গঠন

শ্রীহরি

R. K. Deb Barman

মেমো নং ১৪

শ্রীলশ্রীমান যুবরাজের শুভ-বিবাহ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য পরিচালন জন্য একটি সভা গঠিত হওয়া আবশ্যক। অতএব নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ দ্বারা উক্ত সভা গঠন করা হইল। তাহা "Marriage Committee" অথবা "বিবাহ সমিতি" নামে অভিহিত হইবে। সভ্যগণ নিম্ন নির্দ্দেশানুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে।

শ্রীযুত মুকুন্দরাম রায়, সভাপতি।
শ্রীযুত উজীর গোপীকৃষ্ণ দেববর্ম্মণ, সহকারী সভাপতি।
শ্রীযুত ভারত চন্দ্র ঠাকুর।
শ্রীযুত বাবু বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, দেওয়ান।
শ্রীযুত বাবু দুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত, দেওয়ান।
শ্রীযুত বাবু বিপ্রচরণ নন্দী, লিগেল সেক্রেটারী।
শ্রীযুত বাবু কৈলাসচন্দ্র বিশ্বাস, নায়েব দেওয়ান।

১। শুভ-বিবাহ সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য যখন যে পরিমাণ টাকা আবশ্যক হয় বিবাহ-সমিতি এপক্ষ সাক্ষাত রিপোর্ট করিয়া তাহার মঞ্জুরী গ্রহণ করিবে।

২। সভাপতি একদা কিংবা ক্রমে ক্রমে উক্ত মঞ্জুরীকৃত টাকা জেনারেল ট্রেজুরী হইতে লইতে পারিবে। এবং সমিতির সম্মতিমতে শুভবিবাহের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে।

৩। সমিতি ঐ টাকার বিশুদ্ধ জমাখরচ রাখিবে। জেনারেল ট্রেজুরীতে বিবাহ সংক্রান্ত ব্যয়ের কোনরূপ বারিজ লিখা আবশ্যক হইবে না। বিবাহ সমিতির তহবিল ও জমাখরচ রাখিবার ভার শ্রীযুত বাবু দুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত দেওয়ানের হস্তে থাকিবে।

৪। শুভবিবাহ সংক্রান্ত সম্যক্ প্রকার ব্যয় সভাপতির কিম্বা সহকারী সভাপতির আদেশ মতে ৩ দফার লিখিত জমাখরচে খরচ পড়িতে পারিবে।

৫। কার্য্যান্তে সম্যক টাকার হিসাব ও নিকাশ এপক্ষ সাক্ষাত দাখিল করা সমিতির কর্ত্তব্য হইবে। যতদূর সম্ভব নগদ টাকা দ্বারা কার্য্য চালাইতে হইবে। কোন জিনিস ধারে লওয়া আবশ্যক হইলে তাহার স্বতন্ত্র বিশুদ্ধ জমাবহি রাখিতে হইবে।

৬। সভাপতি বা সহকারী সভাপতি সহ অন্যান ৩ জন সভ্য উপস্থিত থাকিলে সভার কার্য্য চলিতে পারিবে। উপস্থিত সভ্যগণ মধ্যে অধিকাংশের মতানুসারে কার্য্য হইবে। উভয়পক্ষে তুল্য মত স্থলে সভাপতির পক্ষের মত প্রবল হইবে। বিশেষ প্রয়োজন হইলে এপক্ষের আদেশ ও উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে।

৭। জিনিসাদি সরবরাহের অর্ডার যে কোন সভ্যের স্বাক্ষরযুক্তে প্রেরিত হইতে পারিবে।

৮। সভাপতির আদেশে প্রয়োজনমতে কার্য্যবিশেষে কর্ম্মচারী মোতায়ন ও নিযুক্ত হইতে পারিবে।

৯। সভাপতির অনুপস্থিতি সময়ে তদীয় পূর্ণ ক্ষমতায় সহকারী সভাপতি যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবে।

আদেশ হইল যে,--

অবগতি ও আচরণার্থ ইহার এক এক খণ্ড প্রতিলিপি সংসৃষ্ট আফিসহায়ে ও ব্যক্তিগণ নিকট পাঠান যায়, ইতি। সন ১৯০৩ ত্রিং, তারিখ ১৫ই অগ্রহায়ণ।

নিদর্শন--১৯

খাস সেরেস্তার দেওয়ান নিযুক্তি

শ্রীহরি

R. K. Deb Barman

২০ নং

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর, রাজধানী আগরতলা, স্বাধীন ত্রিপুরা। ইতি ১৩১০ ত্রিং--১৭ই ফাল্গুন।

যেহেতু এপক্ষের খাস সেরেস্তায় কোন উর্দ্ধতন কার্য্যকারক না থাকায় সময় ২ কার্য্যের অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। অতএব খাস্ সেরেস্তার কার্য্যের জন্য একজন দেওয়ান নিযুক্ত করা আবশ্যক। সেমতে

আদেশ হইল যে--

সংসার ও নিজ তহবিলের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত দেওয়ানকে তাহার স্বীয় পূর্ব্বে খাস্ সেরেস্তায় নিযুক্ত করা যায়। এপক্ষের আদেশ ও উপদেশ মতে খাস্ সেরেস্তা সংক্রান্ত সমুদয় কার্য্য উক্ত দেওয়ানের তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হইবে এবং খাস্ সেরেস্তা সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্বন্ধে বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণ উক্ত দেওয়ানের সহিত লিখাপড়া করিবে। কার্য্যপরিণতির জন্য এই রোবকারীর নকল উক্ত দেওয়ান নিকট ও সংসৃষ্ট আফিস হায়ে প্রেরণ করা যায়। ইতি

নিদর্শন--২০

মিঃ স্যাণ্ডস্‌কে প্রাইভেট সেক্রেটারী পদে নিয়োগ

শ্রীহরি

R. K. Deb Barman

মেমো নং ১

যেহেতু শ্রীযুত মিষ্টার ই, এফ, সেণ্ডিস্ সাহেবকে এপক্ষের প্রাইভেট সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত করা অভিপ্রায়, অতএব--

আদেশ হইল যে --

পূর্ত্ত বিভাগের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট পদ হইতে উক্ত সেণ্ডিস্ সাহেবকে পরিবর্ত্তনক্রমে এপক্ষের প্রাইভেট সেক্রেটরির পদে নিযুক্ত করা যায়। পরিণতির জন্য প্রতিলিপি সংসৃষ্ট আফিস হায়ে ও উক্ত মিষ্টার ই, এফ, সেণ্ডিস্ সাহেব নিকট প্রেরিত হয়। ইতি, ১৩১১ ত্রিং--৫ই বৈশাখ।[৭]

নিদর্শন—২১

রাজপরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণের এবং শ্রীপাটের (রাজ্যেশ্বরের কুলগুরুগৃহ) সহিত ধার-কর্জ প্রভৃতি আদানপ্রদান সম্বন্ধে বিধিনিষেধ

শ্রীহরি

R. K. Deb Barman

৭ নং

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর,
রাজধানী আগরতলা, ইতি, সন ১৩১১ ত্রিং তারিখ ৫ই ভাদ্র।

যেহেতু রাজ পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি অথবা শ্রীপাটের কেহ কাহারও নিকট হইতে কর্জ্জ করিলে টাকা উশুলের কার্য্যে নানারূপ অসুবিধার বিষয় ঘটিয়া থাকে; বিশেষতঃ এপক্ষের বিনানুমতিতে রাজপরিবারের অথবা শ্রীপাটের কেহ টাকা ধার কর্জ্জ লওয়া এপক্ষের একেবারেই অভিপ্রেত নহে, অতএব--

আদেশ হইল যে,

এপক্ষের অনুমতি ভিন্ন রাজপরিবারের অথবা শ্রীপাটের কেহই টাকা কর্জ্জ করিতে পারিবেন না এবং কাহারও পক্ষে তাঁহাদিগকে টাকা কর্জ্জ এবং জিনিষাদি ধারে দেওয়াও সঙ্গত হইবে না এবং তদ্রূপ করিলে তাহার নালিশ এপক্ষের গ্রাহ্যযোগ্য হইবে না। পরিণতির জন্য এই রোবকারীর প্রতিলিপি শ্রীযুক্ত গোপীকৃষ্ণ উজীর নিকট পাঠান যায়। ইতি--

নিদর্শন—২২

রাজ-পারিবারিক মাসহারা নির্ধারণ

শ্রীহরি

মেমো নং ১২

R. K. Deb Barman

নিম্নলিখিত রাজপরিবারবর্গের জন্য যে ব্যয় বহন করা হয় তাহা নগদ দেওয়া হইলে সর্ব্বাপক্ষে সুবিধা হওয়ার সম্ভব অতএব দ্বিতীয় আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত

১। শ্রীলশ্রীমতী মাতা তৃতীয় ঈশ্বরীর বার্ষিক মোট ব্যয় ৩৮৮৮৲ টাকা স্থলে মাসিক নগদ মং ৩২৫৲ তিনশত পঁচিশ টাকা (অবিবাহিতা পাঁচ কুমারী সহ)।

২। শ্রীমান বড় ঠাকুর ও তৎপরিবারবর্গের মোট ব্যয় বার্ষিক ৭১৭৫।।০ আনা স্থলে মাসিক নগদ মং ৬০০৲ ছয়শত টাকা।

৩। শ্রীমান ত্রিপুরেন্দ্র ঠাকুর ও তৎপরিবারবর্গের বার্ষিক মোট ব্যয় ৫২৬৫।।০ আনা স্থলে মাসিক নগদ মং ৪৪০৲ চারিশত চল্লিশ টাকা এবং

৪। শ্রীমান জ্যোতিরীন্দ্র ঠাকুর ও তৎপরিবারবর্গের বার্ষিক ব্যয় মং ২৬৩২।।০ আনা স্থলে মাসিক নগদ মং ২২০৲ দুইশত বিশ টাকা দেওয়া যায় এবং অবগতি ও কার্য্যে পরিণতির জন্য ইহার এক প্রতিলিপি মন্ত্রী আফিসে পাঠান যায়। ইতি ১৩১১ ত্রিং তাং ২৯শে কার্ত্তিক।

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

নিদর্শন--২৩

উদয়পুরে মহকুমা আফিস খোলা উপলক্ষে রাজদরবার হইতে সন্তোষ ও উৎসাহজ্ঞাপনপত্র

শ্রীহরি

১৪৫ নং সেহা। খাস সেরেস্তা
আগরতলা
১১ই অগ্রহায়ণ

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত
উদয়পুরের সবডেপুটি মহাশয় সমীপে--

সবিনয় নিবেদনমিদং

শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর আপনার পত্র পাঠ করিয়া উদয়পুরে রীতিমত সবডিভিসন খোলার ও তদুপলক্ষে প্রজারন্দ ও সর্ব্বসাধারণের উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশের সংবাদে সন্তোষলাভ করিয়াছেন এবং তাহাদের রাজভক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। শ্রীশ্রীযুত ভরসা করেন যে প্রজারন্দের সুখ শান্তি ও উন্নতি বিধানে আপনি নিয়ত তৎপর ও উৎসাহী থাকিবেন। ইতি ১৩১১ ত্রিং তাং ১১ই অগ্রহায়ণ।

নিবেদক
শ্রীমনোমোহন চৌধরী

নিদর্শন--২৪

রাজমালা সম্পাদন কার্যের জন্য পণ্ডিত চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদের নিযুক্তিপত্র

শ্রীহরি

মেমো নং ১৮

রাজামালা সংক্রান্ত কার্য্যের জন্য জনৈক অতিরিক্ত কর্ম্মচারীর প্রয়োজন হওয়ায় শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের বিগত ১৪ই চৈত্র তারিখের ২৬৭ নং আদেশ অনুযায়ী পং নুরনগর সাকিন লেসিয়ারা নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদকে মাসিক মং ৭৫৲ পঁচাত্তর টাকা বেতনে উক্ত কার্য্যে নিয়োগ করা যায়। সত্বর স্বীয় কার্য্যে উপস্থিত হওয়ার কারণ উক্ত বিদ্যাবিনোদ নিকট চিঠি লিখা যায়। ইতি, ১৩১১ ত্রিং তাং ৩০শে চৈত্র।

শ্রীগোপীকৃষ্ণ দেব
উজীর

নিদর্শন—২৫

প্যালেস সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে মিঃ মেসনের নিযুক্তি

R. K. Deb Barman

শ্রীহরি

মেমো নং ১

শ্রীযুক্ত মেসন সাহেবকে এপক্ষের অভিপ্রায় অনুসারে রাজধানী মোতালকে মোতায়ন করা গিয়াছে। সম্প্রতি তাহাকে পেলেস্ সুপারইন্‌টেন্‌ডেন্ট্ পদে নিযুক্ত থাকিয়া এপক্ষের আদেশ ও উপদেশ অনুসারে উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। এই সঙ্গে আস্তাবল ও পিলখানার ভারও উক্ত সাহেবের উপর ন্যস্ত থাকিবে। কার্য্যে পরিণতির জন্য এই মেমোর প্রতিলিপি মন্ত্রী আফিসে ও সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণ নিকট প্রেরিত হয়। ইতি ১৩১৩ ত্রিং তাং ১৮ই বৈশাখ।

নিদর্শন—২৬

সংসার বিভাগের কার্য-পরিচালন সম্বন্ধে নিয়ম নির্ধারণ

শ্রীহরি

R. K. Deb Barman

মেমো নং ৯

সংসার বিভাগের কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালন জন্য কতিপয় নিয়ম নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক; অতএব নিম্নলিখিত রূপে তাহা নির্দ্ধারণ করা গেল। অবগতি ও কার্য্যে পরিণতির জন্য প্রতিলিপি সংসৃষ্ট আফিস হায় ও ব্যক্তিগণ নিকট পাঠান যায়। ইতি ১৩১৩ ত্রিং ৭ই কার্ত্তিক।

১। শ্রীযুক্ত দেওয়ান অমৃতলাল মিত্রের বিভাগমতে সংসার বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন সেরেস্তা এসিষ্টেন্ট শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত বাবু বিধুভূষণ মুখোপাধ্যায়ের জিম্বায় থাকিবে।

২। এসিষ্টান্টদ্বয় স্ব ২ জিম্বায় সেরেস্তার কার্য্য পরিচালন সম্বন্ধে অধীনস্থ আমলা পদাতিকগণকে আদেশ উপদেশ দিয়া যথারীতি কার্য্য বুঝিয়া লইবে। অধীনস্থ কার্য্যকারকগণের ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে আবশ্যক বিবেচনায় এসিষ্টেন্টগণ তাহাদের প্রত্যেককে অনধিক ৫৲ পাঁচ টাকা অর্থদণ্ড বা ৩ তিন মাসের জন্য সস্পণ্ড করিতে কিম্বা উভয় দণ্ড দিতে পারিবে।

৩। সংসার বিভাগের যাবতীয় ব্যয়ের নিকাশ এসিষ্টান্টদ্বয় মধ্যে অন্ততঃ একজনকে পরীক্ষা করিতে হইবে। ঐরূপ পরীক্ষা না হইলে দেওয়ান তাহা পাশ করিবে না।

৪। সংসার বিভাগের কার্য্যের সুশৃঙ্খলা করিবার জন্য বর্ত্তমান নিয়মের পরিবর্ত্তন, নিবর্ত্তন বা সংশোধন আবশ্যক হইলে এসিষ্টান্টদ্বয়ের যে কেহ স্বীয় বিবেচনামতে নিয়ম প্রচলন জন্য রীতিমত প্রসিডিং লিখিয়া অনুমোদন জন্য দেওয়ানের নিকট উপস্থিত করিবে দেওয়ানের অনুমোদন হইলে তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে। তৎসম্বন্ধে কোন আপত্তির বিষয় থাকিলে দেওয়ান তাহা স্বীয় মন্তব্যযুক্তে এপক্ষ সাক্ষাত প্রেরণ করিবে।

৫। এসিষ্টান্টগণ বজেটের মঞ্জুরীকৃত টাকা দেওয়ানের সম্মতিক্রমে জেনারেল ট্রেজুরী হইতে আনাইতে ও ব্যয় করিতে পারিবে।

৬। দেওয়ানের উপস্থিতি সময়ে এসিষ্টান্টগণ দাতব্য ও বন্ধানের অতিরিক্ত কোন ব্যয় দিতে পারিবে না।

৭। এসিষ্টান্টগণ পরস্পরের সহায়তা করিবে এবং পরস্পরের সম্মতিক্রমে একে অন্যের কার্য্য চেক করিতে পারিবে।

৮। প্রত্যেক মাস অন্তে পরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহ মধ্যে এতৎসঙ্গীয় ফরম অনুসারে আমানত, হাওলাত ও অন্যান্য ব্যয়ের একখণ্ড হিসাব এপক্ষ সাক্ষাৎ প্রেরণ করিতে হইবে। ইতি

নিদর্শন--২৭

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

কর্মচারীর বেতনবৃদ্ধি : মিঃ স্যাণ্ডিস্

R. K. Deb Barman

১৩১৩ ত্রিং, তাং ৩রা ফাল্গুন, আদেশ নং ৩০৩--বর্ত্তমান ফাল্গুন মাস হইতে এপক্ষের প্রাইভেট সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত মিঃ ই, এফ্, সেণ্ডিস্ সাহেবের বেতন ১৫০৲ টাকা বৃদ্ধি করতঃ মং ৫৫০৲ টাকা ধার্য্য করা গেল।

নিদর্শন--২৮

লুসাই (মিজো) সম্প্রদায়ভুক্ত আদিবাসী বিশিষ্ট সর্দারকে "রাজা" হুদ্দাপ্রদান

শ্রীশ্রীহরি

স্বস্তি--

বিষম-সমর-বিজয়ি মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্মণ মাণিক্য বাহাদুর নরপতেরাদেশোহয়ং কারকবর্গেষু প্রচরতু, পরমস্য বিরাজতে রাজধানী হস্তিনাপুরী।

সরকার আগরতলা স্বাধীন ত্রিপুরা, কৈলাসহর বিভাগের অন্তর্গত মৃত লালজাছেয়া রাজাবাহাদুরের পুত্র শ্রীযুক্ত লালচুক খামাকে "রাজা" হুদ্দা প্রদান করা গেল। আমানত দেওয়ানত বহাল রাখিয়া জীবিতকাল পর্য্যন্ত উক্ত খেদমত করিতে থাকুক, ইতি সন ১৩১৩ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ১৩ই ফাল্গুন।

নিদর্শন--২৯

রাজ্য হইতে বহিষ্কারের আদেশ

শ্রীহরি

R K. Deb Barman

মেমো নং ১

নানা কারণে এইক্ষণ শ্রীমান্ সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্ম্মনের এরাজ্যে বাস করা সঙ্গত নহে। অতএব আদেশ করা যায় যে উক্ত শ্রীমান্ আগামী ২১ শে আষাঢ় মঙ্গলবারের মধ্যে এরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তর যায়। স্থানান্তরে গিয়া জানাইলে তাহার খরচাদির জন্য মাসিক অনধিক এক হাজার টাকা করিয়া তাহাকে দেওয়া যাইবে।[৮]

অবগতি ও আচরণের নিমিত্ত এই আদেশের প্রতিলিপি শ্রীযুক্ত উজীর ও মন্ত্রির নিকট প্রেরিত হয়। ইতি, সন ১৩১৪ ত্রিং তারিখ ১১ই আষাঢ়।

নিদর্শন--৩০

হুদ্দা বা উপাধি বাতিলকরণ

শ্রীহরি

নং ৬

R. K. Manikya

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর, রাজধানী আগরতলা, স্বাধীন ত্রিপুরা, ইতি, সন ১৩১৪ ত্রিং তারিখ ১৬ই আষাঢ়।

যেহেতু নানা কারণে শ্রীমান্ সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্ম্মনের বড়ঠাকুরী হুদ্দা রহিতযোগ্য হইয়াছে, অতএব

আদেশ--

উক্ত শ্রীমানের উল্লিখিত হুদ্দা বঞ্চিত করা যায়। অবগত্যর্থে ইহার প্রতিলিপি শ্রীযুক্ত উজীর এবং শ্রীযুক্ত মন্ত্রির নিকটে প্রেরণ করা যায়। ইতি,

নিদর্শন--৩১

যুবরাজ ও উত্তরাধিকারী নিয়োগ সম্বন্ধে : যুবরাজ বীরেন্দ্রকিশোর

R. K. Manikya

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর, রাজধানী আগরতলা, স্বাধীন ত্রিপুরা, ইতি, সন ১৩১৪ ত্রিং, তারিখ ৭ই শ্রাবণ।

যেহেতু বিগত ১৩০৮ ত্রিং ২৬ শে মাঘ তারিখের রোবকারি মূলে মৎপুত্র শ্রীলশ্রীমান বীরেন্দ্রকিশোর ঠাকুর এপক্ষের যুবরাজ অর্থাৎ উত্তরাধিকারী নিযুক্ত আছে এবং যেহেতু ইদানীং মহামান্য শ্রীলশ্রীযুত ভাইসরয় ও গবর্নর জেনেরেল সাহেব বাহাদুর হইতে উত্তরাধিকার-বিষয়ে একখণ্ড সনদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে এবং শ্রীলশ্রীমান বীরেন্দ্রকিশোর ঠাকুরের উক্ত নিয়োগ স্থিরতর রাখা সঙ্গত অতএব--

আদেশ হইল যে,

উক্ত শ্রীমানের উপরোক্ত নিয়োগ এতদ্বারা স্থিরতর রাখা যায়। ইহার প্রতিলিপি শ্রীযুত পলিটিক্যাল এজেন্ট সাহেব সদনে এবং শ্রীযুক্ত মন্ত্রীর নিকট পাঠান যায়।

নিদর্শন—৩২

দেবতার সম্পত্তি সংরক্ষণ ও দেবসেবা ইত্যাদির ব্যবস্থা

শ্রীহরি

R. K. Manikya

মেমো নং ৭

যেহেতু এতৎরাজ্যে কিম্বা বৃটিশ এলাকায় এসরকারের প্রদত্ত যেসমুদয় দেবসম্পত্তি আছে, তত্তাবত সংরক্ষণ দেবসেবার কার্য্য নিয়মিত রূপে পরিচালন এবং দেবালয় ও তৎসংসৃষ্ট উদ্যান প্রভৃতির হেফাজত ও সংস্কার ইত্যাদি কার্য্য সাক্ষাৎভাবে জনৈক প্রধান কার্য্যকারকের জিম্বা করিয়া দেওয়া সঙ্গত বোধ হইতেছে, অতএব

আদেশ

শ্রীযুক্ত গোপীকৃষ্ণ উজীরের প্রতি উক্ত কার্য্যের ভারার্পণ করা যায়। দেওয়ান শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্গ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি.এ. উক্ত কার্য্যে উজীরের সহায়তা করিবে। আপাততঃ যে স্থানে যে প্রণালীতে কার্য্য চলিতেছে তাহাই বলবৎ থাকিবে এবং সংসৃষ্ট কর্ম্মচারীগণ উজীর ও দেওয়ানের উপদেশানুসারে কার্য্য করিবে। কোন স্থানে কোন পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা লক্ষিত হইলে উজীর ও দেওয়ান এপক্ষ সাক্ষাৎ এতলা করিয়া পরিবর্ত্তন করিবে। অবগতি ও কার্য্যে পরিণতির জন্য ইহার প্রতিলিপি মন্ত্রী ও সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণ নিকট এবং আফিসহায়ে প্রেরণ করা যায়। ইতি ১৩১৪ ত্রিং, ২৯ শে ভাদ্র।

নিদর্শন—৩৩

শ্রীবৃন্দাবনস্থ সরকারী কুঞ্জের কার্য পরিচালনা

শ্রীহরি

R. K Manikya

মেমো নং ১২

৺বৃন্দাবন ধামের সরকারী কুঞ্জে শ্রীশ্রীরাসবিহারী জিউর সেবা কার্য্যাদি যথাযথরূপে সম্পাদন উদ্দেশ্যে ও কুঞ্জের কামদার তাহার কর্ত্তব্য পালন করিতেছে কিনা এবং দেবসম্পত্তিগুলি যথাযথভাবে রক্ষিত হইতেছে কিনা পরিদর্শনাদি দ্বারা নিয়মিত ও উপযুক্ত সময়ে রিপোর্ট দ্বারা এপক্ষের গোচরীভূত হওয়া উদ্দেশ্যে

হুকুম হইল যে,

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বৈকুন্ঠনাথ বাচস্পতীর উপর উক্ত কর্ম্মের ভার ন্যস্ত করা যায়। উক্ত পণ্ডিত সময় ২ শ্রীধাম যাইয়া এসব বিষয় তদনুক্রমে নিজ মন্তব্য এপক্ষ সদনে উপস্থিত করিবে। অবগতি ও কার্য্যে পরিণতির কারণ প্রতিলিপি সংসৃষ্ট ব্যক্তি ও আফিসহায়ে প্রেরিত হয়। ইতি ১৩১৪ ত্রিং তাং ১৯শে ফাল্গুন।

নিদর্শন—৩৪

উদয়পুরে প্রাপ্ত মূর্তি প্রেরণ সম্পর্কে

৮৭৩ নং সেহা খাস সেরেস্তা

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত
উদয়পুর বিভাগের সব ডিবিসনেল অফিসার সমীপে—

উদয়পুরে পুরাতন পুষ্করণীর পঙ্কোদ্ধারের সময়ে যে দেবী মূর্তি এবং তলোয়ার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা হেবাজতে এখানে প্রেরণ করা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীযুত আদেশ করিয়াছেন। অতএব তাহা উপযুক্ত রক্ষণায় সত্বর পাঠাইয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয়। ইতি ১৩১৪ ত্রিং তাং ১৯শে চৈত্র.

শ্রীগোপীকৃষ্ণ দেব
উজীর

নিদর্শন—৩৫

রাজপ্রাসাদের অন্তর্গত খাস সেরেস্তা ও প্রাইভেট সেক্রেটারী অফিস পৃথকীকরণ

R K. Manikya

মেমো নং ৯

খাস সেরেস্তা ও প্রাইভেট সেক্রেটরীর আফিসের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা সঙ্গত; সাধারণতঃ রাজকীয় বিষয়সমূহ খাস সেরেস্তায় এবং এপক্ষের নিজপ্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ প্রাইভেট সেক্রেটরী আফিসে নির্ব্বাহিত হইবে। রাজকীয় বিষয়সমূহের মধ্যে কতিপয় বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা গেল। এই সমস্ত বিষয়ের কাগজাদি খাস সেরেস্তায় থাকিবে।

(১) ব্রিটীশ গবর্নমেন্টের সহিত সংসৃষ্ট বিষয়।
(২) রাজ্য ও জমিদারীর শাসন সংক্রান্ত বিষয়।
(৩) রাজ্য ও জমিদারীর অসংসৃষ্ট সাধারণ হিতকর বিষয়।
(৪) সংসার আফিস সংসৃষ্ট বিষয়।

উপরে যেরূপ স্বাতন্ত্র্য নির্দ্দেশ করা গেল, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া খাস সেরেস্তার কার্য্য পরিচালনের জন্য রাজমন্ত্রীর এবং প্রাইভেট সেক্রেটরী আফিসের কার্য্যের জন্য প্রাইভেট সেক্রেটরীর আবশ্যকীয় বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য হইবে। অতএব

আদেশ.

আচারনার্থ মন্ত্রী শ্রীযুক্ত উমাকান্ত দাস রায় বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত মিঃ ই, এফ্, সেন্ডিস্ প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট ইহার এক এক নকল দেওয়া যায়। ইতি ১৩১৫ ত্রিং তাং ৩০শে জ্যৈষ্ঠ।

নিদর্শন—৩৬

খাস সেরেস্তার পুনঃপ্রবর্তন

R. K. Manikya

মেমো নং ৫

পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বাবু রমণী মোহন চট্টোপাধ্যায়ের প্রস্তাবানুসারে খাস-সেরেস্তা এবালিশ করা হইয়াছিল। সম্প্রতিক উক্ত সেরেস্তা পুনঃ সংস্থাপন করা সঙ্গত বোধ হইতেছে। অতএব

আদেশ—

খাস সেরেস্তা পুনঃ সংস্থাপন করা যায় এবং উহার কার্য্যভার দ্বিরাদেশ পর্য্যন্ত এপক্ষের প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় প্রতি স্বতন্ত্রভাবে ন্যস্ত থাকে। রীতিমত সেরেস্তা গঠন করিয়া পুর্ব্ববৎ কার্য্য পরিচালন করা উক্ত কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য হইবে, ইতি, সন ১৩১৮ ত্রিং তারিখ ৩রা ফাল্গুন।

নিদর্শন—৩৭

রাজ্যভার অধিগ্রহণ: মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্য

শ্রীহরি

নং ১

B. K. Manikya

রোবকারী দরবার শ্রীলশ্রীযুত বীরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মণ যুবরাজ গোস্বামী বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি, সন ১৩১৮ ত্রিং তারিখ ২৯ শে ফাল্গুন।

যেহেতু গতকল্য রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় পিতৃদেব মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য বাহাদুর ৺কাশীধামে পরলোকগমন করিয়াছেন; আমি খান্দানের রীতি এবং এই রাজবংশের চির প্রসিদ্ধ কুলাচার মতে পিতৃদেবের মৃত্যুর পর হইতে তৎত্যজ্য রাজগী ত্রিপুরা এবং জমিদারী চাকলে রোসনাবাদ ও অন্যান্য সমস্ত সম্পত্তির মালিক দখলকার হইয়াছি। এইক্ষণ হইতে রাজগী ও জমিদারী সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য সম্পূর্ণরূপে এপক্ষের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইবে। ইতি

নিদর্শন—৩৮

রাজ্যাভিষেকের ব্যয় বরাদ্দ সম্পর্কে ব্যবস্থা

B. K. Manikya
11.7.19 T.E.

মেমো নং ৯

চিফ্ অফিসারের ৩ রা কার্ত্তিক তারিখের $\frac{৩৮৪৭}{৩৫\text{-}১৩}$ নং পত্র উপস্থিত হইয়া গোচর হইল। চিফ্ অফিসারের লিখিত• প্রস্তাব এপক্ষ অনুমোদন করিলেন না। Council meeting এ যে মং ১০০০০০, এক লক্ষ টাকা এবর্ষের বজেটে অভিষেক কমিটির ব্যয়ের জন্য পৃথক allot করিয়া দেওয়া হইয়াছে, উক্ত allotment revise হওয়ার পূর্ব্বে অভিষেক কমিটির payment এর উপরে চিফ্ অফিসারের সম্পূর্ণ অনধিকার। উক্ত হেতুতে অনুমোদন গ্রহণের প্রস্তাব গ্রাহ্যযোগ্য নহে। পক্ষান্তরে অভিষেক সমিতির সভাপতিকে অভিষেক সংক্রান্ত ব্যয় নির্ব্বাহার্থ টাকা সংগ্রহের জন্য অনুরোধ করা নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে।

প্রস্তাবিত allotment কৌন্সিল কর্ত্তৃক revise করা প্রয়োজন বোধ হইলে, চিফ্ অফিসার, এপক্ষ সদনে রীতিমত প্রার্থনা করিতে পারে। অবগতি ও কার্য্যে পরিণতির জন্য ইহার এক প্রতিলিপি চিফ্ অফিসারের নিকট ও অপর প্রতিলিপি অভিষেক সমিতির সভাপতির নিকট পাঠান যায়। ইতি সন ১৩১৯ ত্রিং তারিখ ১১ই কার্ত্তিক।

নিদর্শন—৩৯

যুবরাজপদে মহারাজকুমার বীরবিক্রমকিশোর দেববর্মার নিয়োগ

নং ১২

B. K. Manikya

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মণ মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা রাজধানী আগরতলা। সন ১৩১৯ ত্রিং তারিখ ৯ই অগ্রহায়ন

যেহেতু ত্রিপুর রাজবংশের খান্দানের নিয়মানুসারে এপক্ষের উত্তরাধিকারী অর্থাৎ যুবরাজ নিয়োগ করা আবশ্যক, এবং এপক্ষের পুত্র মহারাজকুমার শ্রীলশ্রীমান্ বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মাকে উক্ত পদের জন্য মনোনীত করা হইয়াছে, অতএব অদ্য উক্ত শ্রীলশ্রীমান্‌কে উল্লিখিত পদে নিয়োগ করা গেল।

হুকুম হইল যে,

অবগত্যর্থে ইহার প্রতিলিপি শ্রীযুক্ত পলিটিকেল এজেন্ট সাহেব সদনে এবং রাজগী ও জমিদারীস্থিত প্রধান ২ আফিস হায়ে প্রেরণ করা যায়, ইতি।

নিদর্শন—৪০

রাজকর্মচারীকে লকব (উপাধি) প্রদান

শ্রীহরি

নং ৫

B. K. Manikya

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা। সন ১৩২০ ত্রিং ১লা অগ্রহায়ণ

যেহেতু শ্রীযুক্ত বাবু মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্ত্তী ৪ বৎসর যাবত দক্ষতার সহিত সংসার আফিসের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের এসিষ্টান্ট স্বরূপে কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছে; তাহাকে "নাএব দেওয়ান" লকব দিয়া উৎসাহিত করা এপক্ষের অভিপ্রেত, অতএব

আদেশ হইল যে—

শ্রীযুক্ত বাবু মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্ত্তীকে "নাএব দেওয়ান" লকব দেওয়া যায়। অবগতি ও কার্য্যে পরিণতির কারণ প্রতিলিপি উক্ত শ্রীযুক্ত বাবু মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্ত্তী নিকট ও সংসৃষ্ট আফিসাদিতে প্রেরিত হয়। ইতি

নিদর্শন—৪১

জয়েন্ট প্রাইভেট সেক্রেটারীরূপে মিঃ উইলিয়মস্-এর নিয়োগ

B K Manikya

মেমো নং ১৩

যেহেতু দেখা যাইতেছে যে বর্ত্তমানে প্রাইভেট সেক্রেটরী আফিসের করণীয় কার্য্য ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। ইতিপূর্ব্বে একজন এসিষ্টান্ট প্রাইভেট সেক্রেটরীর দ্বারা কার্য্যের কিয়ৎ পরিমান সহায়তা হইত। এইক্ষণ ঐপদে কোন কর্ম্মচারী নাই। এই বর্দ্ধনশীল কার্য্যের বন্দোবস্ত অবিলম্বে হওয়া উচিত

অতএব আদেশ হইল যে,

মিঃ টি. আর. উইলিয়মস্‌কে জয়েন্ট প্রাইভেট সেক্রেটরী পদে নিয়োগ করা যায়। প্রাইভেট সেক্রেটরী শ্রীমান রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা আমার মঞ্জুরি গ্রহণে আপন জিম্বায় কার্য্য বিভাগ করিয়া উক্ত জয়েন্ট সেক্রেটরীর হস্তে সেই সকল কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া কার্য্যের সুবন্দোবস্ত করিবে। ইতি, সন ১৩২২ ত্রিং তারিখ ২৬শে শ্রাবণ।

নিদর্শন—৪২

রাজদরবারে আমন্ত্রণ-পত্র

অদ্য অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময় শ্রীলশ্রীযুত রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুরকে রাজমন্ত্রীপদে নিয়োগ করা উপলক্ষে উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদে দরবার হইবে। শ্রীশ্রীযুতের অনুমত্যনুসারে আপনাকে নিমন্ত্রণ করা যাইতেছে। ইতি সন ১৩২৩ ত্রিং তারিখ ২৮ শে ফাল্গুন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দেববর্ম্ম:
শ্রীশ্রীযুতের এডিকং

দ্রষ্টব্য:—এতদুপলক্ষে দরবার পোষাক বা পদোচিত ইউনিফরম ব্যবহার্য্য।

নিদর্শন—৪৩

রাজপ্রাসাদের অফিসসমূহে পরিবর্তন

B. K. Manikya

মেমো নং ৪

কার্য্যের গুরুত্ববোধে প্রাইভেট সেক্রেটেরি আফিস, সংসার আফিস এবং এপক্ষের নিজ তহবিল সম্বন্ধে দ্বিরাদেশের তরে নিম্নলিখিতরূপ পরিবর্ত্তন করা গেল:—

১। দেওয়ান সাহেব রায় শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দত্ত বাহাদুরকে জয়েন্ট প্রাইভেট সেক্রেটেরির কার্য্যের অতিরিক্তভাবে নিজ তহবিলের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকরূপে নিযুক্ত করা যায়।

২। সংসার আফিসের কার্য্য সম্বন্ধে উক্ত দেওয়ান সাহেবের স্থলে শ্রীলশ্রীযুত রাজকুমার নরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা সংসার আফিসের যাবতীয় কার্য্য পরিচালন করিবেন।

৩। প্রাইভেট সেক্রেটারী আফিসের কার্য্য সম্বন্ধে উক্ত শ্রীল শ্রীযুতের পরিবর্ত্তে শ্রীমান রাণা বুদ্ধজঙ্গ বাহাদুর Private Secretary স্বরূপে কার্য্য করিবে।

অবগতি ও কার্য্যে পরিণতি জন্য প্রতিলিপি সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণ নিকটে ও আফিসসমূহে প্রেরণ করা যায়। ইতি, সন ১৩২৫ ত্রিং ১১ই শ্রাবণ।

নিদর্শন—৪৪

সংসার বিভাগের কার্যপরিচালনার সংশোধিত নিয়ম

মেমো নং ৫

B. K. Manikya
1.5.25

যেহেতু সংসার বিভাগের কার্য্য সৌকর্য্যার্থে নূতন নিয়ম প্রনয়ণ করা আবশ্যক অতএব এসম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিধান করা হইল।

১। সংসার আফিস, দেবার্চ্চন, স্থাপিত দেবতা, তোষাখানা, ভাণ্ডারখানা, শুলতানাৎ, ইলেকট্রিকলাইট মটরকার প্রভৃতি সংসার সংসৃষ্ট যাবতীয় আফিসাদি সংসার বিভাগের অন্তর্ভূক্ত থাকিবে এবং সংসার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত তত্তাবৎ পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।

২। সংসার বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন হেডে যত টাকা ব্যয় মঞ্জুর আছে কি সময় সময় হয় যাহাতে তদ্দ্বারা বৎসরের ব্যয় সঙ্কুলন হইতে পারে ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। মোট মঞ্জুরী অতিক্রম না করিয়া ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক কার্য্য পরিচালনের সুবিধার জন্য যে কোন নিবর্ত্তন পরিবর্ত্তন করিতে এবং এক হেডের টাকা অন্য হেডে খারিজ করিতে পারিবেন।

৩। সংসার বিভাগের বর্ত্তমান ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক সাধারণতঃ মং ২৫৲ পঁচিশ টাকা পর্য্যন্ত কোন এক ব্যক্তিকে দান করিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তিকে অধিক দেওয়া উপযুক্ত বোধ করিলে এপক্ষ সাক্ষাত এতলা করিয়া কার্য্য করিবেন।

৪। অপরপক্ষ দানের সুব্যবস্থার জন্য ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক যে কোনরূপ নিয়ম করিতে পারিবেন।

৫। সংসার বিভাগ সংসৃষ্ট যাবতীয় কর্ম্মচারীগণের নিকাশ --ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক পরীক্ষা ও পাশ করিতে পারিবেন। যাহাতে প্রত্যেক কার্য্য মঞ্জুরী টাকার মধ্যে সঙ্কুলন হয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। বিশেষ কারণে কোন নিকাশে মঞ্জুরীর এক চতুর্থাংশ পর্য্যন্ত অতিক্রান্ত হইলে ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক সঙ্গত বোধ করিলে তাহা পাশ করিতে পারিবেন। তদূর্দ্ধ হইলে এপক্ষের মঞ্জুরী গ্রহণ করিতে হইবে।

৬। স্বাধীন রাজ্য ও ভিন্ন এলেকায় এসরকারী যে সমস্ত দেবসম্পত্তি আছে তত্তাবতের কার্য্যপর্য্যবেক্ষণ ও শাসন সংরক্ষণের সুবন্দোবস্তকরণ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে। দেবালয় সমূহের নিয়মিত কার্য্য এবং সাময়িক সংস্কার ইত্যাদি যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

৭। মং ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত বেতনের কর্ম্মচারীগণের বহাল বরখাস্ত ইত্যাদি ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক স্বয়ং করিতে পারিবেন। তদূর্দ্ধ বেতনের কর্ম্মচারী সম্বন্ধে এপক্ষের মঞ্জুরী গ্রহণে কার্য্য করিতে হইবে। ইতি ১৩২৫ ত্রিং তারিখ ৩১ শে শ্রাবণ।

নিদর্শন--৪৫

বিজয়া দশমী দরবার উপলক্ষে উপাধি প্রদানের ঘোষণা

(স্টেট গেজেটের চতুর্দ্দশ ভাগ, ত্রয়োদশ সংখ্যা, কার্ত্তিক, ১ম পক্ষ, ১৩২৫-এ প্রকাশিত)

দরবার উপলক্ষে উপাধি প্রদান
সন ১৩২৫ ত্রিং, তাং ১৫ই কার্ত্তিক

শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের আদেশে বিগত ৫ই কার্ত্তিক তারিখে বিজয়া দরবারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পার্শ্বের লিখিত উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সাধারণের অবগতির জন্য স্টেট গেজেটে প্রচারিত হউক।

শ্রীযুত	প্রকাশ চন্দ্র ঠাকুর	"নায়েব-উজীর"
,,	সুরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কবিরাজ	"বৈদ্যরত্ন"
,,	যামিনী মোহন দেববর্ম্মা	"ঠাকুর"
,,	রাধাকৃষ্ণ দেববর্ম্মা	,,
,,	নবচন্দ্র দেব বর্ম্মা	,,
,,	মলয় চন্দ্র দেববর্ম্মা	,,
,,	উমেশ চন্দ্র দেববর্ম্মা	,,
,,	যাদব চন্দ্র দেববর্ম্মা	,,
,,	মহরম আলী চৌধুরী	"খাজে-খা-বাহাদুর"
,,	জগতহরি সাহা	"রায় চৌধুরী"
,,	দীননাথ সূত্রধর	"রায় মিস্তিরি"

শ্রীপ্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত
চিফ্ দেওয়ান

নিদর্শন—৪৬

চিফ্ সেক্রেটারী পদে নিয়োগ: দেওয়ান বিজয়কুমার সেন

B. K. Manikya

21.2.27

মেমো নং ১

এপক্ষের করণীয় যাবতীয় কার্য্যের সাহায্যার্থে জনৈক অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীর প্রয়োজন হওয়ায় রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত দেওয়ান শ্রীযুক্ত বিজয় কুমার সেনকে এপক্ষের Chief Secretary পদে নিয়োগ করা যায়। কার্য্যের ও পদের গুরুত্ব বিবেচনায় উক্ত দেওয়ানের বেতন মং ৪০০৲ চারিশত টাকা ধার্য্য করা গেল।

উক্ত দেওয়ানের হস্তে এপক্ষের সংসার আফিস এবং আপাততঃ প্রাইভেট সেক্রেটারী আফিসের কার্য্যভার ন্যস্ত করা যায়। শ্রীলশ্রীযুত রাজকুমার নরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা সংসারের কার্য্যাদি পরিদর্শন করিতে পারিবেন এবং চিফ্ সেক্রেটারী আবশ্যকানুযায়ী তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিবে। এপক্ষের রাজ্য ও জমিদারী সংক্রান্ত এবং ব্যক্তিগত যাবতীয় বিষয়ে আদেশাদি প্রদান সম্পর্কে উক্ত দেওয়ান এপক্ষের সহায়তা করিবে এবং যাবতীয় আফিস আদালত এপক্ষের আদেশ গ্রহণে পরিদর্শনান্তর এপক্ষ সদনে মন্তব্য উপস্থিত করিতে পারিবে।

চিফ্ দেওয়ানের প্রস্তাবানুসারে সাময়িকরূপে চাকলার এসিস্টান্ট ম্যানেজার শ্রীযুত জ্যোতিরিন্দ্র প্রসাদ মিত্র বি.এ., বি.এল কে চিফ্ দেওয়ান আফিসে এবং সোনামূড়া বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক শ্রীযুত বাবু অশ্বিনীকুমার বাক্চিকে চাকলার উত্তর বিভাগের সব ম্যানেজারের পদে পরিবর্ত্তন করা যায়। এই পরিবর্ত্তন-জনিত অন্যান্য আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন সংক্রান্ত আদেশ চিফ্ দেওয়ান প্রচার করিবেন। ইতি, সন ১৩২৭ ত্রিং তারিখ ২৯ শে জ্যৈষ্ঠ।

নিদর্শন—৪৭

চিফ্ সেক্রেটারীর ক্ষমতা নির্দেশ

B. K. Manikya

মেমো নং ২

এপক্ষের চিফ্ সেক্রেটারীর উপরে সংসার বিভাগের কার্য্যভার ন্যস্ত হওয়ার উক্ত বিভাগ সম্পর্কে চিফ্ সেক্রেটারীর ক্ষমতা এবং কার্যপ্রণালী বিষয়ে নিম্নলিখিত বিধান করা হইল।

১। সংসার আফিস, দেবার্চ্চন, স্থাপিত দেবতা, তোষাখানা, ভাণ্ডারখানা, সুলতানত, ইলেকট্রিক লাইট এবং মোটরকার প্রভৃতি সংসার বজেট সংসৃষ্ট যাবতীয় বিভাগ ও আফিসাদি পূর্ব্ববৎ সংসার বিভাগের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে এবং সংসার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত স্বরূপে চিফ্ সেক্রেটেরী তত্তাবৎ শাসন সংরক্ষণ করিবে।

২। সংসার বিভাগে ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক স্বরূপে চিফ্ সেক্রেটারী কোন এক ব্যক্তিকে সাধারণতঃ মং ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত দান করিতে পারিবে; কোন ব্যক্তিকে এতদতিরিক্ত দান করা সঙ্গত বোধ হইলে এপক্ষের আদেশ গ্রহণ করিতে হইবে।

৩। সংসার বজেটের ভিন ২ হেডের যত টাকা ব্যয় মঞ্জুর আছে, যাহাতে তদ্দারা বৎসরের ব্যয় সঙ্কুলন হইতে পারে, চিফ্ সেক্রেটেরী তৎপ্রতি তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে; মোট মঞ্জুরী অতিক্রম না করিয়া চিফ্ সেক্রেটেরী কার্য্য পরিচালনের সুবিধার্থে যে কোন পরিবর্তন নিবর্তন করিতে এবং এক হেডের টাকা অন্য হেডে খারিজ করিতে পারিবে।

৪। অপরপক্ষ দানের সুব্যবস্থা জন্য চিফ্ সেক্রেটেরী যে কোনরূপ নিয়ম প্রচলন করিতে পারিবে।

৫। সংসার বিভাগ সংসৃষ্ট কার্য্যাদির নিকাশ পরীক্ষাকালে কোন নিকাশে মঞ্জুরীর এক চতুর্থাংশ পর্য্যন্ত বিশেষ কারণে অতিক্রান্ত হইলে চিফ্ সেক্রেটেরী সঙ্গত বোধ করিলে তাহা পাস করিতে পারিবে। তদূর্দ্ধ হইলে এপক্ষের মঞ্জুরী গ্রহণ করিতে হইবে।

৬। স্বাধীন রাজ্য ও ভিন্ন ২ এলেকায় এসরকারী যে সমস্ত দেবোত্তর সম্পত্তি আছে তত্তাবতের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও শাসন সংরক্ষণের সুবন্দোবস্থ করার বিষয়ে সেক্রেটেরীর সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে। দেবালয় সমূহের নিয়মিত কার্য্য এবং সাময়িক সংস্কার ইত্যাদি যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় চিফ্ সেক্রেটেরী তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

৭। সংসার আফিস সংশ্রবে নিজের ও অধীনস্থ সমস্ত কর্ম্মচারীগণের বিদায় ও ভাত্তা সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিল চিফ্ সেক্রেটেরীর স্বাক্ষরে পাস্ হইবে। বিদায় ও ভাত্তা সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর ১৯।ক ধারায় মন্ত্রী আফিসের উপরে যে অতিরিক্ত ভাত্তা মঞ্জুরীর সম্বন্ধীয় বিশেষ ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছে, সংসার বিভাগ সংস্রবে চিফ্ সেক্রেটেরীর উপর ঐ ক্ষমতা ন্যস্ত হইল।

৮। মং ৫০, পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত বেতনের কর্ম্মচারীগণের বহাল বরখাস্ত ইত্যাদি চিফ্ সেক্রেটেরী স্বয়ং করিতে পারিবে। তদূর্দ্ধ বেতনের কর্ম্মচারী সম্বন্ধে এপক্ষের মঞ্জুরী গ্রহণে কার্য্য করিতে হইবে।

৯। সংসারের কার্য্য সৌকার্য্যার্থে চিফ্ সেক্রেটেরী স্বীয় অধীনস্থ বিভাগ ও কর্ম্মচারীসমূহ সম্বন্ধে প্রচলিত নিয়ম ও ক্ষমতাদি পরিবর্ত্তন এবং তৎসম্বন্ধে নূতন আদেশ ও নিয়মাদি প্রচলন করিতে পারিবে। ইতি, সন ১৩২৭ ত্রিং ১৭ই আষাঢ়।

নিদর্শন--৪৮

রাজকুমারীর বিবাহ ব্যয়ের জন্য বন্ধান

B K. Manikya

মেমো নং ৫

যেহেতু শ্রীলশ্রীমতী রাজকুমারী মধুমালতী দেবীর শুভবিবাহ কার্য্য বর্ত্তমান সনে সম্পাদন করা এপক্ষের অভিপ্রায় এবং তজ্জন্য ব্যয়ের বন্ধান করা আবশ্যক, সেমতে,

আদেশ হইল যে,

উপরোল্লিখিত কার্য্যের ব্যয় বাবদ্ সংসার বিভাগের "বাজে হেডে" মং ২০,০০০, বিশ হাজার টাকা অতিরিক্ত মঞ্জুর করা গেল। অবগতি ও কার্য্যে পরিণতির কারণ এই মেমোর প্রতিলিপি চিফ্ দেওয়ান সমীপে এবং সংসার আফিসের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক নিকটে প্রেরিত হয়। ইতি সন ১৩২৯ ত্রিং ৩০ শে কার্ত্তিক।

রাজকুমারীর বিবাহ উপলক্ষে ভূসম্পত্তি যৌতুক প্রদান

পদ্মমোহর

(স্বাঃ) Maharaja Manikya Bahadur of Tippera

শ্রীলশ্রীমতী মধুমালতী দেবী পিতা শ্রীশ্রীযুত মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য বাহাদুর,
নিবাস রাজধানী আগরতলা, সমাক্তেয়ং কার্য্যঞ্চ পরং--

অদ্য এই শুভদিনে বিবাহবাসরে তোমার যৌতুক স্বরূপ নিম্নলিখিত খাসের ভূমিখণ্ড দান করা গেল। শ্রীভগবানের কৃপায় তুমি সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া সুখে ও স্বচ্ছন্দে পুত্র পৌত্রাদি উত্তরাধিকারীক্রমে উক্ত সম্পত্তি ভোগ দখল করিতে রহ, ইতি। সন ১৩২৯ ত্রিপুরা, তারিখ ১৬ই অগ্রহায়ণ।

শ্রীপ্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত
(রায় বাহাদুর)
চিফ্ দেওয়ান,--ত্রিপুরা ষ্টেট।
২।১২।১৯

তপশিল ভূমিখণ্ড

১। সদরবিভাগের এলাকাধীন, পরগণে আগরতলা মধ্যে মৌজে নন্দনপুরস্থিত (সেওয়ায় বহালী নিষ্কর ও তালুকাত) আবাদী ও গয়ের আবাদী মওয়াজি ৩৫৷৷৶৯/১৭৷৷০ ধূর কাত, তৌজীভুক্ত বর্ত্তমান জমা ও পথকর ৫৪৭৶৬ পাই, হাল জরিফে অতিরিক্ত জমির হারাহারি মতে সম্ভাবিত আয় ৩৮৲, এবং অনাবাদী টীলা জঙ্গলারত ১০৷৷৶১২//৫ ধূর ভূমির আনুমানিক স্থিত ৬৪৲ টাকা একুনস্থিত মং ৬৪৯৶৬ পাই।

২। নন্দনপুর মৌজার সংলগ্ন উত্তর দিকস্থ খাসের টীলা জঙ্গল ৫৮৷৷৶ কাণি কাত আনুমাণিক ভাবী স্থিত দ্রোণপ্রতি ৬৲ হিসাবে ৩৫১৲। মোট জমি ৯৪।/৯/১৭৷৷০ ধূর, মোট স্থিত আনুমানিক ১,০০০৲ এক হাজার টাকা মাত্র।

চৌহদ্দি

উত্তর সীমানা--পরগণে নওয়াবাদী, শ্রীশ্রীমতী মহারাণী প্রভাবতী মহাদেবীর তালুক ও খাস টীলা।

দক্ষিণ সীমানা--শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ডাক্তার নামীয় কায়েমী তালুক এবং নয়ানীয়া মূড়া।

পূর্ব্ব সীমানা--পরগণে নওয়াবাদী শ্রীশ্রীমতী প্রভাবতী মহাদেবীর তালুক।

পশ্চিম সীমানা--শ্রীমতী ভানুপ্রভা দেবী নামীয় তালুক এবং ইন্দ্রনগর মৌজা।

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

নিদর্শন--৫০

পেন্সন ও খোরপোষ প্রদান

B. K. Manikya
27.2.30

মেমো নং ৬

নিজ তহবিলের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক রায় শশীভূষণ দত্তবাহাদুর দেওয়ান সাহেব বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত অবসর গ্রহণের প্রার্থনা করায় এতদ্দ্বারা তাঁহার মাসিক ৫০, হিসাবে পেন্সন মঞ্জুর করা যায়। এই পেন্সন স্বাধীন রাজ্যের বজেট ভুক্ত হইবে। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বাপর তাঁহার যে মাসিক ১০০, হিসাবে খোরপোষ নির্দ্ধারিত আছে সংসার আফিস হইতে তিনি তাহা প্রাপ্ত হইবেন। ইতি ২৭ শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ ত্রিং

নিদর্শন--৫১

প্যালেস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নিয়োগ: মিঃ ফ্রিজক্যাপ্*

মেমো নং ৭

উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদ ও কুঞ্জবন প্রাসাদের কার্য্য পরিচালন জন্য মিস্টার ফ্রিট্জ্ ক্যাপ সাহেবকে প্যালেস সুপারিনটেণ্ডেন্ট পদে মাসিক মং ৩৫০, তিনশত পঞ্চাশ টাকা বেতনে নিযুক্ত করা গেল। উক্ত সাহেবের ক্ষমতা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব শ্রীযুক্ত মন্ত্রী এপক্ষের মঞ্জুরী জন্য উপস্থিত করিবে। অবগতি ও কার্য্যে পরিণতির কারণ এই মেমোর প্রতিলিপি মন্ত্রী বরাবরে প্রেরণ করা যায়। ইতি, সন ১৩৩০ ত্রিং--২৪ শে শ্রাবণ।

* ফটোগ্রাফ শিল্প এবং গৃহসজ্জার অলংকরণ বিদ্যায় তিনি কলিকাতা ও ঢাকা নগরীতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

নিদর্শন--৫২

রাজপ্রাসাদস্থ আফিসাদির কার্য বন্টন

মেমো নং ৬

যেহেতু এপক্ষের ১৩২৮ ত্রিং ৫ই চৈত্র তারিখের ৯ নং মেমোর মর্ম্মানুযায়ী প্যালেস সহ সুলতানত বিভাগের ভার রাজমন্ত্রীর পর্য্যবেক্ষণাধীন না রাখিয়া, উক্ত বিভাগের সম্পূর্ণভার প্রাইভেট সেক্রেটারীর হস্তে ন্যস্ত করা এপক্ষের অভিপ্রেত, অতএব

আদেশ হইল যে,

উল্লিখিত বিভাগের সম্পূর্ণ ভার প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর হস্তে ন্যস্ত করা যায়। প্রাইভেট সেক্রেটারী বজেটের মোট মঞ্জুরী অতিক্রম না করিয়া উক্ত বিভাগের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে এবং বজেটের মঞ্জুরীর অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রয়োজন হইলে কারণ প্রদর্শন করিয়া এপক্ষের মঞ্জুরী গ্রহণ করিবে। প্যালেস সুপারিনটেন্ডেন্ট ব্যতীত উক্ত বিভাগের যাবতীয় কর্ম্মচারীর বহাল, বরখাস্ত এবং এক হেডের টাকা অন্য হেডে খারিজ করা প্রাইভেট সেক্রেটারীর ক্ষমতাধীনে রহিল। প্যেলেস সুপারিন্‌টেণ্ডেন্ট তাহার জিম্মার যাবতীয় কার্য্যাদি প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর পর্য্যবেক্ষণাধীনে সম্পাদন করিতে থাকিবে এবং প্রাইভেট সেক্রেটারী উক্ত সুপারিন্‌টেন্ডেন্টের ক্ষমতা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব এপক্ষের মঞ্জুরীর জন্য উপস্থিত করিবে। অবগতি ও কার্য্যে পরিণতির কারণ এই মেমোর প্রতিলিপি রাজমন্ত্রীর সমীপে এবং সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণ নিকট ও আফিসাদিতে প্রেরিত হয়। ইতি, সন ১৩৩২ ত্রিং ২৭ শে আশ্বিন।

রাজা ও রাজখান্দান, কুলাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজসংসার

নিদর্শন—৫৩

রাজপ্রাসাদে বসন্তোৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রণপত্র

রাজ লাঞ্ছন চিহ্ন

আগামী ৮।৯।১০।১১।১২ই মাঘ তারিখে সংগীয় প্রগ্রেম অনুসারে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণে বসন্তোৎসব হইবে। তদুপলক্ষে আপনাকে নিমন্ত্রণ করা যাইতেছে, ইতি। সন ১৩৩২ ত্রিং, তাং ২রা মাঘ।

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা
কার্য্যাধ্যক্ষ

১। এতদুপলক্ষে পরিচ্ছেদে বসন্ত রং এর চিহ্ন ধারণ করা বাঞ্ছনীয়।
২। ১১ই মাঘ উদ্যান সম্মিলনে যোগদান কালে অনুগ্রহপূর্ব্বক এই কার্ড সংগে আনিবেন।

নিদর্শন—৫৪

রাজ্যভার অধিগ্রহণ: মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য

নং ১

B. K Deb Barman

রোবকারী দরবার শ্রীলশ্রীযুত বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মা যুবরাজ গোস্বামী বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি সন ১৩৩৩ ত্রিং তারিখ ৩২শে শ্রাবণ।

যেহেতু গত ২৮শে শ্রাবন অপরাহ্ন ১ ঘটিকার সময় পিতৃদেব মহারাজ ৺বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য বাহাদুর পরলোকগমন করিয়াছেন; আমি খান্দানের রীতি এবং এই রাজবংশের চিরপ্রসিদ্ধ কুলাচারমতে পিতৃদেবের মৃত্যুর পর হইতে তৎত্যাজ্য রাজগী ত্রিপুরা এবং জমিদারী চাকলে রোসনাবাদ ও অন্যান্য সমস্ত সম্পত্তির মালিক দখলকার হইয়াছি। এইক্ষণ হইতে রাজগী ও জমিদারী সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য সম্পূর্ণরূপে আমার পক্ষে পরিচালিত হইবে।

দ্বিতীয় আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত স্বর্গীয় মহারাজা মাণিক্য বাহাদুরের নিয়োজিত রাজত্ব ও জমিদারী সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যকারক ও কার্য্যপ্রণালী বহাল ও বলবৎ রাখা যায়। নিয়োজিত কার্য্যকারকগণ প্রচলিত আইন, নিয়ম ও প্রথানুসারে আমার পক্ষে সর্ব্বাধিক কার্য্য সম্পাদন করিবেন। ইতি

নিদর্শন--৫৫

মহারাজ বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্য বাহাদুরের অভিষেক উৎসব উপলক্ষে কার্য্যনির্বাহক সভা গঠন, বরাদ্দ মঞ্জুর, আমন্ত্রণ ও আমন্ত্রিতবর্গের সিধা ইত্যাদি

মঞ্জুর করা যায়

B B K Manikya

শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুরের শুভ-অভিষেক সংক্রান্ত কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ দ্বারা একটি সভা গঠিত হইল। উক্ত সভার তত্ত্বাবধানে অভিষেক সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হইবে।

সভাপতি	শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর
সাধারণ তত্ত্বাবধায়ক	শ্রীলশ্রীযুত নবদ্বীপ চন্দ্র দেববর্মা বাহাদুর
সহকারী সভাপতি	শ্রীলশ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা বাহাদুর। সাজসজ্জা, আমোদ-প্রমোদ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ও গেষ্ট ক্যাম্পসমূহের তত্ত্বাবধায়ক।

সভ্যগণ:--

১। শ্রীযুতকর্ণেল পুলি	ইউরোপীয়ান অতিথি ক্যাম্পের তত্ত্বাবধায়ন।
২। শ্রীযুতরায় জ্যোতিশ্চন্দ্র সেন বাহাদুর	তত্ত্বাবধায়ন।
৩। শ্রীযুতদেওয়ান বিজয়কুমার সেন	বৈদ্যুতিক আলোক, দেবার্চ্চন, ceremonial ও শোভাযাত্রা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত।
৪। শ্রীযুতরাণা বোধজঙ্গ বাহাদুর	বিশিষ্ট অতিথি ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত।
৫। শ্রীযুতদেওয়ান অসিতচন্দ্র চৌধুরী	তালুকদার ও নিমন্ত্রিত বাঙ্গালী অতিথি ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত।
৬। ডাক্তার শ্রীযুত মণিময় মজুমদার	স্যানিটেশন, জল সরবরাহ, খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত।
৭। শ্রীযুতকমলাপ্রসাদ দত্ত	Conveyance বিভাগের ভারপ্রাপ্ত।
৮। শ্রীযুতযোগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী	আখাউড়া ষ্টেশনে অভ্যর্থনা কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত এবং স্বেচ্ছাসেবকগণের কাপ্তেন।
৯। শ্রীযুতব্রজেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়	সাধারণ ভোজের ভারপ্রাপ্ত।
১০। উজীর শ্রীযুতব্রজকৃষ্ণ দেববর্মা	পণ্ডিত ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত।

সেক্রেটারী--শ্রীযুতদেওয়ান বিজয়কুমার সেন

এসিষ্টান্ট সেক্রেটারীগণ:

১। শ্রীযুতযতীন্দ্রচন্দ্র মৌলিক
২। ঠাকুরশ্রীযুত রেবতীমোহন দেববর্ম্মা
৩। শ্রীযুতব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত
৪। শ্রীযুতজগদীশচন্দ্র মজুমদার
৫। শ্রীযুতত্রিবেণীকান্ত গুপ্ত
৬। শ্রীযতসত্যরঞ্জন বস

১। ন্যায্যের বাহিরে এষ্টিমেট প্রস্তুতক্রমে কমিটির মঞ্জুরী গ্রহণান্তে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের নিমিত্ত সেক্রেটারী tender আহ্বান করিবেন এবং যাহাদের tender কমিটি কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইবে মাল সরবরাহের order তাহাদিগকে প্রদত্ত হইবে।

২। সেক্রেটারীর কর্ত্তৃত্বাধীনে এবং সাধারণ ভাণ্ডারখানা স্থাপিত হইবে এবং উক্ত ভাণ্ডারে নিম্নোক্ত

রাজা ও রাজখান্দান, কুলাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজসংসার ও দফ্তার লিখিত বিশেষ বিশেষ দ্রব্য ব্যতীত সর্ব্ববিধ খাদ্যদ্রব্য, আসবাব, বিছানা ও তৈজসপত্র প্রভৃতি রক্ষিত হইবে এবং তাহার হিসাবাদি লিখিত হইবে।

৩। যে সকল বিশেষ দ্রব্য মাত্র একই ক্যাম্পের প্রয়োজনে আবশ্যক হইবে তাহা সংসৃষ্ট ভারপ্রাপ্ত মেম্বার বন্ধানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কমিটির মঞ্জুরী সাপেক্ষ অর্ডার দিতে পারিবেন।

৪। কার্য্যের সুবিধার জন্য ভাণ্ডারখানা নিম্নলিখিত ৩ বিভাগে বিভক্ত হইবে:—

(ক) সাধারণ ভাণ্ডার:—আসবাব, তৈজসপত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি।
(খ) খাদ্যদ্রব্য ভাণ্ডার (ক) শাখা:—দধি, দুগ্ধ ও মিঠাই ইত্যাদি।
(গ) ঐ (খ) শাখা:—চাউল, ডাইল ইত্যাদি।

৫। প্রত্যেক ভাণ্ডারের কার্য্য এক একজন স্টোরকিপারের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইবে এবং তাহাদের সাহায্যার্থে কয়েকজন সহকারী নিযুক্ত থাকিবে।

৬। মেম্বারগণ স্ব স্ব ক্যাম্পের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক সহকারী মনোনয়ন করিয়া মঞ্জুরীর বাসনায় কমিটিতে লিষ্ট উপস্থিত করিবেন। এবং নিজ নিজ বিভাগের কার্য্যের সুশৃঙ্খলার জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া মঞ্জুরী লইবেন।

৭। একশত টাকার অনধিক বিল সেক্রেটারী নিজ ক্ষমতায় পাশ করিতে পারিবেন। তদূর্দ্ধ টাকার বিল কমিটির শ্রীলশ্রীযুত ভাইস প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের স্বাক্ষরে পাশ হইবে।

৮। অভিষেকের কার্য্যের জন্য প্রয়োজনীয় হাওলাত বজেট বন্ধানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শ্রীলশ্রীযুত ভাইস প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের মঞ্জুরীমতে ট্রেজারী হইতে প্রদত্ত হইতে পারিবে।

৯। মেম্বারগণের requisition মতে ভাণ্ডার হইতে মাল সরবরাহ করা হইবে।

১০। বজেটের এক হেড হইতে অন্য হেডে খারিজ মঞ্জুরীর ক্ষমতা কমিটির প্রতি ন্যস্ত থাকিবে।

১১। অভিষেক আফিস সেক্রেটারীর কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইবে এবং উক্ত আফিসের জন্য নিম্নলিখিত আমলা নিযুক্ত থাকিবে।

১। হেড ক্লার্ক ও একাউন্টেন্ট
২। খাজাঞ্চী
৩। ৪ জন ক্লার্ক
৪। ১ জন Typist

১২। চিফ্ সেক্রেটারী বা স্থল বিশেষে মিলিটারী সেক্রেটারীর নামে নিমন্ত্রণপত্র প্রেরিত হইবে।

১৪। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রত্যেক মেম্বারকে প্রয়োজনমতে স্থায়ী হাওলাত প্রদত্ত হইবে।

১৫। এতৎসঙ্গীয় তেরিজমতে মং ৩,৯৭,০০০৲ টাকা ব্যয়ের এষ্টিমেট করা হইল।

১৬। বিভিন্ন বিভাগের কার্য্য পরিচালনের জন্য উপরোক্ত বিধানসমূহের অবিরোধী বিস্তারিত নিয়মাবলী কমিটি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

অনুমোদনের প্রার্থনায় শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর সদনে উপস্থিত করা হইল, ইতি। সন ১৩৩৭ ত্রিং, তারিখ ১৭ই কার্ত্তিক।

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র সেন
মন্ত্রী

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা
শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের শুভ রাজ্যাভিষেক সংক্রান্ত
সম্ভাবিত ব্যয়ের বরাদ্দ। সন ১৩৩৭ ত্রিং।

ক্রমিক নম্বর	ব্যয়ের প্রকার	সম্ভাবিত ব্যয়	মন্তব্য
১।	দেবার্চ্চন	৩,০০০	
২।	নিজ তহবিল	৪০,০০০৲	
৩।	সিংহাসন মেরামত	২০০৲	
৪।	চকচান্নি প্রস্তুত	--	
৫।	মণ্ডপ প্রস্তুত	৪০,০০০৲	
৬।	জরপের ডাইস প্রস্তুত জরপের সোনারূপা	--	
৭।	আমোদপ্রমোদ	২০,০০০৲	
৮।	বাজি, আলো ও সাজসজ্জা	১১,০০০৲	
৯।	খাদ্যদ্রব্য	১,০০,০০০৲	
১০।	সাহেবান লোকের খানা		
১১।	আসবাব	৪০,০০০৲	
১২।	পূর্ত্তকার্য্য	১০,০০০৲	
১৩।	চিকিৎসা	২,০০০৲	
১৪।	আস্তাবলখানা	৫,০০০৲	
১৫।	পিলখানা		
১৬।	মিউনিসিপ্যালিটি (জল সরবরাহ সহ)	১০,০০০৲	
১৭।	পোষাক প্রস্তুত	৫,০০০৲	
১৮।	বকসিস্ ও পারিশ্রমিক	৪,০০০৲	
১৯।	কুকিরাজার ব্যয়	--	
২০।	রূপার বাসন	৫,০০০৲	
২১।	ইলেকট্রিক লাইট	১৫,০০০৲	
২২।	পুলিশ	২,০০০৲	
২৩।	তাঁবু খরিদ	১৫,০০০৲	
২৪।	মিলিটারী	২,০০০৲	
২৫।	মটরকার	১২,৮০০৲	
২৬।	বেতন	১৫,০০০৲	
২৭।	আজুরা		
২৮।	কুলি খরচ		
২৯।	রেলষ্টীমার		
৩০।	ঘোড়াগাড়ী		
৩১।	গরুর গাড়ী		
৩২।	পাল্কী ভাড়া		
৩৩।	নৌকা ভাড়া		
৩৪।	মেরামত		
৩৫।	মাদক দ্রব্য		
৩৬।	ভাত্তা বারবরদারী		
৩৭।	বিবিধ ব্যয়		
৩৮।	কন্টিনজেনসিজ		
৩৯।	ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান	৫,০০০৲	
৪০।	দাতব্য	--	
৪১।	পণ্ডিতগণের সিধা	৫,০০০৲	
৪২।	খেলাত বাবত	--	
৪৩।	আকস্মিক	২০,০০০৲	
	মোট	৩,৯৭,০০০৲	

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র সেন
মন্ত্রী

শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মন মাণিক্য বাহাদুরের শুভ-রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সিধার* লিষ্ট

ক্রমিক নম্বর	সিধার জিনিষের নাম	১৴.	৸৫	৸.	৷৷৫	৷৷.	৷৫	মন্তব্য
১।	মিহি চাউল	৷.	৷.	৴৫	৴২৷৷.	৴২৷৷	৴২৷৷	
২।	সিদ্ধ চাউল	৷.	৷৫	৷৷.	৷৭৷৷	৷৫	৷	
৩।	আতপ চাউল	৷৷	৷.	৴৫	৴৫	৴২৷৷	৴২৷৷	
৪।	খেসারী ডাইল	৴২	৴২	৴২	৴২	৴১	৴৸.	
৫।	মুগ' ডাগল	৴১৷৷.	৴১৷৷	৴১	৴১	৴১	৴৸	
৬।	বুটের ডাইল	৴২	৴১৷৷	৴১	৴১	৴১	৴৸	
৭।	অরহর ডাইল	৴১৷৷	৴১	৴১	০	০	০	
৮।	মুসরি ডাইল	৴১৷৷	৴১৷৷.	৴১	৴১	৴১	৴৸.	
৯।	চুনা বুট	৴৷৷.	৴৷৵	৴৷	৴৷.	৴৷.	৴৷.	
১০।	হরিদ্রা	৴১৷৷.	৴১৷৷.	৴১	৴৸.	৴৸.	৴৷৷	
১১।	মরিচ	৴১	৴১	৴৸.	৴৷৷	৴৷	৴৷.	
১২।	আদ্রক	৴৷৷.	৴৷৵	৴৷	৴৷.	৴৵.	৴	
১৩।	তৈল	৴২৷৷.	৴২৷৷	৴২	৴১৷৷	৴১৷.	৴১	
১৪।	ঘৃত	৴২৷৷	৴২৷.	৴২	৴১	৴১'	৴৸.	
১৫।	লবণ	৴২৷৷	৴২৷৷.	৴২	৴১৷৷	৴১৷.	৴১	
১৬।	ধনিয়া	৴৷৷.	৴৷৷.	৴৷৵.	৴৷৵	৴৷.	৴৷.	
১৭।	জিরা গোলমরিচ	৴৷৷৵.	৴৷৵.	৴৷৵.	৴৷.	৴৵	৴৵.	
১৮।	তেজপাতা	৴৴	৴৴.	১০	১০	১০	১০	
১৯।	মেথি	৴	৴.	৴.	৴.	১০	১০	
২০।	বিবিধ প্রকার তরকারী	১ দফা	১ দফা	১ দফা	১ দফা	১ দফা	১ দফা	
২১।	তেঁতুল	৴৷৷.	৴৷৷.	৴৷৷.	৴৷৵.	৴৷৵.	৴৷.	
২২।	মৎস্য	১ দফা	১ দফা	১ দফা	১ দফা	১ দফা	১ দফা	
২৩।	খাসি	১ টা	১ টা	মেষ ১ টি	পাঁঠা ১ টা	পাঁঠা ১টা	পাঁঠা ১ টা	
২৪।	ময়দা	৴৩	৴২৷৷	৴২	০	০	০	
২৫।	দধি	৷৫	৷২	৷২	৷	৷	৴৭৷৷	
২৬।	দুগ্ধ	৴৫	৴৪	৴৩	৴৩	৴৩	৴২	
২৭।	ক্ষীর	৴৩	৴২	৴২	৴১৷৷.	৴১	৴১	
২৮।	চিনি	৴৩	৴২৷৷	৴২	৴১৷৷	৴১৷.	৴১	
২৯।	সন্দেশ	৴১৷৷.	৴১	৴১	৴১	৴১	৴১	
৩০।	লালমোহন	৴১৷৷.	৴১	৴১	০	০	০	
৩১।	বরফি	৴১৷৷.	৴১	৴১	০	০	০	
৩২।	দরবেশ	৴১	৴১	৴১	৴১	৴১	৴৷৷.	
৩৩।	পান	৫ বিড়া	৪ বিড়া	৩ বিড়া	৩ বিড়া	৩ বিড়া	২ বিড়া	
৩৪।	সপারী	৴১	৴৸.	৴৷৷.	৴৷৷.	৴৷৷.	৴৷৵.	

*নিত্য প্রয়োজনীয় অপক্ক আহার্য্যদ্রব্য সম্ভার। আলোচ্য কলম সমূহের শীর্ষদেশে ১৴., ৸৫, ৸., ৷৷৫, ৷৷., ৷৫ সিধার অঙ্ক সূচিত হইয়াছে। চাউলের সমষ্টিগত পরিমাণদ্বারা একমণি সিধা, আধমণি সিধা ইত্যাদি সিধার বিভাগ ছিল এবং আমন্ত্রিতগণের মান মর্য্যাদা, রাজ সরকারে তাহাদের দেয় রাজস্বের পরিমাণ ইত্যাদি দ্বারা এই বিভাগের তারতম্য নির্দিষ্ট ছিল।

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

ক্রমিক নম্বর	সিধার জিনিষের নাম	১/	৸৫	৸.	॥৫	॥.	।৫	মন্তব্য
৩৫।	চূন	/৷	/৵	/৵	/৵	/৵.	/৵.	
৩৬।	খয়ের	//.	//	//	১০	১০	১০	
৩৭।	পানের মসলা	১ দফা	১ দফা	১ দফা	১ দফা	১ দফা	১ দফা	
৩৮।	মাখা তামাক	/২	/১॥.	/১॥.	/১	/১	/৸.	
৩৯।	টিক্কা	২০০	২০০	২০০	১৫০	১৫০	১২৫	
৪০।	পাতিল	১২	১০	১০	৮	৮	৬	
৪১।	কাছলা	৩	৩	৩	২	২	২	
৪২।	রাইঙ্গ	১	১	১	১	১	১	
৪৩।	সরা	২	২	২	২	২	২	
৪৪।	মালসা	১০	১০	১০	১০	৮	৬	
৪৫।	কলস	২	২	২	২	২	২	
৪৬।	নারেঙ্গা	৫	৫	৫	৫	৫	৫	
৪৭।	কুপি তৈল সহ	২	২	২	২	২	২	
৪৮।	সলিতা	২ গাছ	২ গাছ	২ গাছ	২ গাছ	২ গাছ	২ গাছ	
৪৯।	কাষ্ঠ	৮ আটি	৬ আটি	৬ আটি	৫ আটি	৪ গাটি	৪ আটি	
৫০।	পাতা	২ বোঝা	২ বোঝা	২ বোঝা	১ বোঝা	১ বোঝা	১ বোঝা	
৫১।	দেস্‌লাই	১ টি	১ টি	১ টি	১ টি	১ টি	১ টি	
৫২।	দন্তকাষ্ঠ	১ দফা	১ দফা	১ দফা	১ দফা	১ দফা	১ দফা	
৫৩।	ডুকরী	২ গোট	২ গোট	২ গোট	১ গোট	১ গোট	১ গোট	
৫৪।	আদুয়া	২ গোট	২ গোট	২ গোট	২ গোট	২ গোট	২ গোট	
৫৫।	আলুবকরা	/॥	/।৵	/।৵	/৷	/৵	/৵.	
৫৬।	বাদাম	/॥	/॥.	/৷	/৷	/৷.	/৷.	
৫৭।	কিসমিস	/৷	/৷	/৷	/৵	/৵.	/৵.	
৫৮।	পেস্তা	/৵.	/৵.	/৵	/৵	/৵	/৵.	
৫৯।	কমলা	২০ টি	১৫ টি	১৫ টি	১৫ টি	১০ টি	১০ টি	

রাজা ও রাজখান্দান, কুলাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজসংসার

রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে তালুকদারগণ প্রতি রাজ্যেশ্বরের আমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীহরি

রাজধানী আগরতলা
স্বাধীন ত্রিপুরা

সেহা নং ২২৩

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা
সহকারী সভাপতি
অভিষেক কমিটি

শ্রীকৃষ্ণ
আজ্ঞা

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত

সাকিন বিটঘর পরগণা নুরনগর তালুকদারকে সমাজ্ঞেয়ং কার্য্যঞ্চ পরং। এপক্ষের শুভ রাজ্যাভিষেকের দিন আগামী মাঘ মাসের ১৫ই তারিখ রবিবার ধার্য্য করা গিয়াছে। অতএব লিখা যায় তুমি ইহার পূর্ব্বে এখানে উপস্থিত হইয়া কার্য্যনির্ব্বাহ করিবা, ইতি। সন ১৩৩৭ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ২০ শে পৌষ।

মরকুমা শ্রীনবচন্দ্র দত্ত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য। অত্রত্য হাইস্কুল ও আফিস কম্পাউণ্ডের দালানে এবং তাঁবুতে নিমন্ত্রিত তালুকদারগণের বাসস্থানের ও পার্কের জন্য গৃহাদির বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন তালুকদার নিজ নিজ সুবিধানুসারে এখানে আত্মীয়কুটুম্বদের বাসায় থাকিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়। কিন্তু শীতকাল এবং এই উপলক্ষেও সর্ব্বত্রই অধিক সংখ্যক লোক সমাগত হইবে। এজন্য প্রত্যেকেরই নিজ নিজ বিছানা ও আবশ্যকীয় তৈজসাদি সঙ্গে না আনিলে অসুবিধা হইতে পারে। উল্লেখ করা বাহুল্য যে উপযুক্ত দরবার পোষাক সঙ্গে আনা বাঞ্ছনীয় হইবে। ইতি

শ্রীঅসিতচন্দ্র চৌধুরী
ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক

নিদর্শন—৫৬

ব্রিটিশ ত্রিপুরা, কুমিল্লা সহরে
"আঞ্জুমান-ই-ইস্‌লামিয়া" প্রতিষ্ঠানের সভ্যমণ্ডলী কর্ত্তৃক প্রদত্ত অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে
ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্যের অভিভাষণ
(৮ই ভাদ্র, ১৩৩৮ ত্রিপুরাব্দ)

আঞ্জুমান-ই-ইস্‌লামিয়া প্রতিষ্ঠানের সভ্যমণ্ডলী

আপনাদিগের প্রদত্ত অভিনন্দনে আপনারা আমার প্রতি আপনাদের আনন্দোচ্ছ্বাসের যে ঔদার্য্য এবং সহৃদয়তার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

পৃথিবীব্যাপী বিদ্রোহী সাম্প্রদায়িক বিরোধের এই ক্ষণে, ব্যক্তিগতভাবে এবং শাসনতন্ত্রের প্রতিনিধি স্বরূপে ইহাই আমার পরম সম্মান যে, সমাজ-সম্প্রদায়-বিস্মৃত সম্মিলিত জনসাধারণ কর্ত্তৃক আজ আমি অভ্যর্থিত এবং সে অভ্যর্থনা অকৃত্রিম উৎসাহেরই সার্থক সমাবেশ। একদিকে আমার নিকট এদৃশ্য চিরস্মরণীয়,—অপর দিকে বর্ত্তমান জগতের সমক্ষে ইহা প্রাচীন পন্থার প্রতি সহানুভূতি এবং সমর্থনজ্ঞাপকও বটে।

আমার মনে হয়, যেন একটা তাড়িত সঞ্চারিত অস্বস্তি এবং অশান্তির গুরুভারে ভারতীয় বায়ুমণ্ডল আজকাল অত্যধিকরূপে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। আপনারা জানেন, বিভিন্ন গুণসম্পন্ন রাসায়নিক পদার্থের বিমিশ্রণে অকস্মাৎ একটা উদ্বেলিত ফেনপুঞ্জ সম্ভূত হয়, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আদর্শের বিরুদ্ধবাদিতা-রূপ উন্মাদনার উপাদান এবং মতবাদের বৈষম্যরূপ প্রক্রিয়া হইতে এই ফেনিল উত্তেজনা প্রসূত হইয়াছে। আমার আশা এবং সর্ব্বান্তঃকরণ প্রার্থনা,—এমন দিন অচিরে আসিবে, যখন এই দ্বন্দ্ব এবং কলহ শান্তিতে রূপান্তরিত হইবে এবং সেই প্রগাঢ় এবং প্রচুর শান্তির কোলে, বিদ্বেষ ভুলিয়া বিভিন্ন জাতি-সম্প্রদায় উত্তরোত্তর স্ব স্ব উৎকর্ষ-সাধনে লিপ্ত হইবে।

আমি আজ সরলভাবে আপনাদিগকে বলিতেছি, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন একটি আবহাওয়া আমার রাজ্যে সৃষ্টি করা—ইহাই আমার সর্ব্বোচ্চ এবং একমাত্র আকাংখা। যাহাদিগের ভাগ্য আমার নিজের ভাগ্যের সহিত একই সূত্রে গ্রথিত,—হিন্দুই হউক, আর মুসলমানই হউক, আমি তাহাদিগকে এই বুঝাইয়া দিতে চাই যে, বিভিন্ন জাতিতে জাতিতে অথবা বর্ণে বর্ণে প্রকৃতপক্ষে কোন পার্থক্যের স্থান নাই; প্রতি সম্প্রদায় একই আদর্শ, লক্ষ্য এবং পরিণতির সুনিয়মে সুনিয়ন্ত্রিত। আমি চাই, হৃদয়ের অন্তঃস্থলের অনুভূতি দ্বারা প্রত্যেকে এইটুকু উপলব্ধি করুক যে, ধর্ম্ম কেবলমাত্র পন্থা বিশেষ—যাহার অনুসরণেই একমাত্র, সার্ব্বজনিক গন্তব্য গৃহে আমরা বিশ্ব-পিতার পদপ্রান্তে উপনীত হইতে পারি। আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, যিনি 'ফেজ' ব্যবহার করেন তিনি 'ফেজ'ই এবং যিনি পাগড়ী ব্যবহার করেন তিনি পাগড়ীতেই অনুরক্ত থাকুন; কিন্তু আমি চাই, প্রতি মানবের প্রাণ এই অনুভূতিতে স্পন্দমান হউক যে, দৃশ্যমান বৈষম্য কেবলমাত্র বহিরাবরণেই পর্য্যবসিত; এই বৈষম্যের অন্তরালে মানবাত্মা সাম্য-মৈত্রীর অনুপ্রেরণায় পরস্পরের নিকট পূজা এবং প্রণয়ের দাবি রাখে।

আমার ত্রিপুরা রাজ্যে, আমার আদর্শের সাধনা যেদিন সার্থক হইবে, আমার আশা আছে, সেই পরম শুভদিনে,—যে সম্প্রদায়-বিচারের উপর বর্ত্তমান মানববুদ্ধি আজ অর্থ আরোপ করিতেছে, সে সাম্প্রদায়িক ভেদজ্ঞান, ভাস্কর নবীনের বিমল প্রভায় তিরোহিত হইবে। সেদিন, হিন্দু অথবা মুসলমান আমার প্রিয়পাত্র—একথা নিতান্তই একটা আকস্মিক ঘটনা ভিন্ন সম্পূর্ণ অর্থশূন্য প্রতিপন্ন হইবে। আজ আমি একজন রাজভক্ত হিন্দুর তত্ত্বাবধানে রাজ্যস্থ অপরাপর জাতিবর্গের কল্যাণের ভার সমর্পণ করিতে পারিতেছি,—আমার সে কাঙ্ক্ষিত দিনে, আমার আদর্শ-বিশ্বাসী একজন মুসলমানের সেবা তৎপর তত্ত্বাবধানে, সমভাবেই আমার রাজ্যস্থ হিন্দু প্রজার ভার আমি হৃষ্টচিত্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিব।*

* পরবর্তীকালে রাজ্যের মন্ত্রীপরিষদে মৌলভী হমিজদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরীর মন্ত্রীপদে নিযুক্তিতে এবং রাজসভার প্রিভি কাউন্সিলে মুন্সী আব্দুল আজিজ ও মৌলভী আব্দুল মুখির মজুমদারের অন্যতম সদস্যরূপে নিয়োগে মহারাজের এই স্বপ্ন রূপায়িত হইয়াছিল।

তৎকাল পর্য্যন্ত শিক্ষাবিস্তার--একমাত্র শিক্ষাবিস্তার কার্য্যই যে আমাদের কর্ত্তব্য ও প্রচেষ্টার কেন্দ্র হওয়া আবশ্যক, সে বিষয়ে আপনাদিগের সঙ্গে আমার মতের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে।

আধুনিক আড়ম্বর-বাহুল্যদুষ্ট মতবাদ ও পদ্ধতির নিখুঁত অনুসরণে পাশ্চাত্য শিক্ষা নহে, কিন্তু যে শিক্ষার--প্রতীচ্যকে উৎকর্ষ সাধনে আংশিকরূপে শক্তিমান স্বীকার করিবার উদারতা আছে, প্রাচ্য আদর্শকে অধিকতর সম্পদশালী করিবার নিমিত্তই যে শিক্ষা আগুয়ান হইয়া প্রতীচ্যকে আলিঙ্গন করে, আমি আপনাদিগের সম্মুখে সেই সুশিক্ষারই আদর্শ উপস্থাপিত করিতেছি। ইহা বলা হইয়াছে, "প্রাচী চিরদিনই প্রাচী এবং প্রতীচী চিরদিনই প্রতীচী"; কিন্তু আমার মত এই যে, পরিণামে একমাত্র সম্মিলিত প্রাচী-প্রতীচীই জয়শ্রীমণ্ডিত হইবে; যদিচ, আপনাদিগের প্রত্যেকেরই মত আমিও উপলব্ধি করি যে, ভারতীয় শিক্ষার ভিত্তি, প্রাচীনত্বের গৌরবে গরিষ্ঠ--বিজ্ঞান দর্শনের সম্পদে সম্পন্ন--ধর্ম্মের ঔদার্য্যে মহিমান্বিত প্রাচীর অবিমিশ্র আদর্শদ্বারাই সুদৃঢ়ভাবে রচিত হওয়া অবশ্য সঙ্গত।

মহোদয়গণ, আপনারা আমাকে ভাবপ্রবণ অথবা স্বপ্নবিহারী মনে করিতে পারেন, কিন্তু আমি সেই শুভদিনেরই অপেক্ষা করিতেছি--যেদিন আমার এই স্বপ্নই সত্য হইবে--সুন্দর হইবে--সার্থক হইবে।*

ক্যাম্প, কুমিল্লা,
৮।৫।১৩৩৮ ত্রিং

*মহারাজ বীরবিক্রম মাণিক্য তদীয় রাজ্যাভিষেকের অব্যবহিত পরেই চাকলা রোশনাবাদ জমিদারীর শুভপূণ্যাহ উৎসব উপলক্ষে। ব্রিটিশ ত্রিপুরার জেলা সদর কুমিল্লা সহরে গমন করেন এবং তথায় অবস্থানকালে সহরের নানাবিধ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। প্রসঙ্গের বহির্ভূত হইলেও সংক্ষেপে উল্লেখ্য যে, কুমিল্লা পরিত্যাগের পূর্ব্বে এই জেলার, সহরের ও জনকল্যাণমূলক বিবিধ প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও সহায়তাকল্পে ত্রিপুরেশ্বর নিম্নবর্ণিত অর্থ সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন,--

১। কুমিল্লা টাউন হল	—	৮,০০০৲	৯। সাহসজা মসজিদ	-	১,৫০০৲
২। টাউনের ত্রিপুরা ক্লাব	—	৩,৫০০৲	১০। বিধবা বিবাহ সহায়ক সমিতি	- -	১,৫০০৲
৩। ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড	—	১০,০০০৲	১১। তত্ত্বজ্ঞান সভা		১,০০০৲
৪। সদর লোকেল বোর্ড	- -	৫,০০০৲	১২। হিন্দুসভা		১,০০০৲
৫। কুমিল্লা হাসপাতাল	--	১৫,০০০৲	১৩। পোস্টেল ক্লাব		৫০০৲
৬। অভয় আশ্রম হাসপাতাল	--	১০,০০০৲	১৪। খাদিমল্ ইসলাম		৫০০৲
৭। কুমিল্লা মধ্য ইংরেজী স্কুল	—	১,০০০৲	১৫। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য জলযোগ	·	২,৮৫০৲
৮। কুমিল্লা বালিকা বিদ্যালয়	—	১,০০০৲	১৬। অন্যান্য ক্ষুদ্রদান	—	৬৫০৲
			সর্ব্বমোট	—	৬৩,০০০৲

নিদর্শন--৫৭

রাজপ্রাসাদে সান্ধ্য-সম্মেলনের নিমন্ত্রণ-পত্র

উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদ
রাজধানী আগরতলা

সবিনয় নিবেদন,

আগামী ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় রাজমন্ত্রী মান্যবর রায় শ্রীযুত জ্যোতিশ্চন্দ্র সেন বাহাদুরের দীর্ঘ বিদায়ের গমন উপলক্ষে উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদে এক সান্ধ্য-সম্মেলন হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীশ্রীযুতের অনুমত্যনুসারে আপনাকে নিমন্ত্রণ করা যাইতেছে, ইতি। তারিখ ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯ ত্রিপুরাব্দ,

নিবেদন
শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দেববর্ম্মা,
ক্যাপ্টেন, কুমার
শ্রীশ্রীযুতের মিলিটারী সেক্রেটারী

নিদর্শন—৫৮

রাজধানীতে প্রধান কর্মচারী সম্মেলন

মেমো নং ৩২

B.B.K. Manikya
18 6. 39 T. E

রাজ্যের কার্য্য পরিচালন ও উন্নতিকল্পে প্রতিবৎসর একবার প্রধান প্রধান সমুদয় কর্ম্মচারীর রাজধানীতে একত্রিত হইয়া আলোচনা করা আবশ্যক মনে হওয়ায় প্রথম সম্মেলনের দিন আগামী পূজাবকাশের পরে হওয়া এপক্ষের অভিপ্রেত। অন্যান্য সনের সম্মেলনের (Conference) তারিখ পরে জানান হইবে।

এই সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত চিফ সেক্রেটারী করিবে। ইতি সন ১৩৩৯ ত্রিপুরাব্দ তারিখ ১৮ই আশ্বিন।

নিদর্শন—৫৯

রাসলীলা উৎসব উপলক্ষে ধ্বজনগর দেবোত্তর সম্পত্তির টাকা বন্টন উপলক্ষ্যে

৪২ নং

B. B K Manikya

15 7. 40

প্রভুগোস্বামীগণের ধ্বজনগর তালুকে বিগত বর্ষে "রাস উপলক্ষে টাকা বন্টনের পর ও বর্ত্তমান সনে এপর্য্যন্ত মোট মং ৬৬৮৲ টাকা আয় হইয়াছে দৃষ্ট হয়। এই টাকার চার ভাগের দুই ভাগ মং ৩৩৪৲ তিন শত চৌত্রিশ টাকা শ্রীলশ্রীযুত মাণিক্যলাল প্রভুগোস্বামী গয়রহকে ও চারভাগের একভাগ মং ১৬৭৲ একশত সাতষট্টি টাকা শ্রীলশ্রীযুত নিতাই দাস প্রভু গোস্বামীকে অতর্কিত বিধায় দেওয়া যায়। তর্কিত মোট ৫১৭৲ টাকা (গত বৎসরের ৩৫০৲ +বর্ত্তমান বর্ষের ১৬৭৲=৫১৭৲ টাকা) হইতে শ্রীলশ্রীযুত মাণিকলাল প্রভুগোস্বামী গয়রহকে মং ২০০ দুইশত টাকা ও শ্রীলশ্রীযুত নিতাইদাস প্রভুগোস্বামীকে মং ১০০৲ একশত টাকা কর্জ্জ দেওয়া হউক। ইতি ১৫।৭।৪০ ত্রিং

নিদর্শন—৬০

রাজ্যের জাতীয় পতাকা গ্রহণ সম্বন্ধে রাজকীয় অনুজ্ঞা

৪৮ নং

শ্রীবীরবিক্রম মাণিক্য

১৩-৫-৪১

আবহমান কাল হইতে এরাজ্যে যদিও শ্বেতবর্ণ (গাওল) পতাকা ও কপিধ্বজ রাজ পতাকাস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে ও বিভিন্ন প্রকার সৈন্য বাহিনীর বিভিন্ন বর্ণের পতাকার প্রচলন যদিও ইতিহাসে পাওয়া যায় কিন্তু সর্ব্বসাধারণের ব্যবহার উপযোগী কোন পতাকা নির্দ্দিষ্ট না থাকাতে জাতীয় পতাকার স্বরূপ কোন পতাকার ব্যবহার বর্ত্তমানে প্রচলন নাই।

কিন্তু বর্ত্তমানে রাজ্যের আফিস ও স্কুল সমূহে এবং সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য একটি পতাকার প্রয়োজন উপলব্ধি হওয়াতে নিম্নলিখিতরূপ পতাকা নির্ণয় করা গেল।

পতাকা দীর্ঘে যে পরিমাণে হইবে, প্রস্থে তাহার দুই তৃতীয়াংশ হইবে। পতাকা তিন বর্ণের হইবে যথাঃ (১) পীত বর্ণ (স্বর্ণ বর্ণ) (২) শ্বেত বর্ণ (রৌপ্য বর্ণ) (৩) রক্ত বর্ণ পতাকার সমগ্র দৈর্ঘ্যের প্রথম অর্দ্ধাংশ (অর্থাৎ পতাকার যষ্টির দিকে) হরিদ্রা বা সুবর্ণ বর্ণের হইবে, অপর অর্দ্ধাংশ রক্ত বর্ণের হইবে এবং ঠিক মধ্যস্থলে দৈর্ঘ্যের অর্দ্ধাংশ ব্যাস (diameter) বিশিষ্ট শ্বেত বর্ণের একটি বৃত্ত থাকিবে।

নিদর্শন—৬১

মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ

মেমো নং ৫১

B. B. K. Manikya

30 5. 41

স্বর্গীয় মহামান্যবর মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মা বাহাদুর গতকল্য রাত্রে কলিকাতায় দেহত্যাগ করিয়াছেন।

তাঁহার পরলোকগত আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ ও তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য রাজ্যের ও জমিদারীর যাবতীয় অফিস ও ইস্কুলাদি অদ্য হইতে তিন দিবসের জন্য বন্ধ থাকিবে, ইতি ৩০।৫।৪১ ত্রিং

নিদর্শন--৬২

কলিকাতা, টাউনহল প্রাঙ্গণে
রবীন্দ্রজয়ন্তী শিল্পপ্রদর্শনী ও মেলার উদ্বোধন উপলক্ষ্যে
ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্য বাহাদুরের অভিভাষণ
(৯ই পৌষ, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ; ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৩১)

মহোদয়গণ,

আপনারা আমাকে এই মহাযজ্ঞের হোতৃপদে বরণ করিয়া কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। জগৎপূজ্য বিশ্বকবির সম্বর্দ্ধনার কোনো অঙ্গের নেতৃত্ব করিতে আমার ন্যায় ব্যক্তির সঙ্কোচ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তথাপি, কবির সহিত ত্রিপুরা রাজ পরিবারের যে চিরপ্রীতির সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে তাহাই আজ আমাকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিতেছে। পূর্ণগৌরবমণ্ডিত রবির ভাস্বর দীপ্তির ঐশ্বর্য্যে জগতের চক্ষু ঝলসিয়া যাইতে পারে, কিন্তু ঐশ্বর্য্যের প্রতি আজ আমার লক্ষ্য নাই। আমি আপনাদিগের আহবানে আমার পিতামহ প্রপিতামহের স্নেহপরায়ণ বন্ধু--আমাদিগের বিশ্বজয়ী অন্তরঙ্গের জয়ন্তী উৎসবে যোগদান করিতে পারিয়া আপনাকে সৌভাগ্যান্বিত মনে করিতেছি। দরিদ্র সুদামা ব্রাহ্মণের সাহসে আজ আমি বলীয়ান্।

বিধাতার বিধানে ত্রিপুরা রাজপরিবার চিরকালই কলাসৌন্দর্য্যসেবী। তাই শুভক্ষণে উদীয়মান রবির তরুণ সৌন্দর্য্যের ছটায় আমার প্রপিতামহ পূজ্যপাদ স্বর্গীয় বীরচন্দ্র মাণিক্য আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তদবধি কবিবরের সহিত আমাদিগের বিশেষ সম্বন্ধ। পিতামহ রাধাকিশোর মাণিক্য তাঁহার পরমবন্ধু ছিলেন এবং পিতৃদেব বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যও সে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিলেন।

শিল্পপ্রিয় ত্রিপুরা রাজবংশের উপর কবির প্রভাব সামান্য নহে। পক্ষান্তরে গিরিনির্ঝরিণীশোভিতা, বনপুষ্পভূষিতা, শ্যামলা পার্ব্বতীত্রিপুরার স্বভাব সৌন্দর্য্য, গোবিন্দমাণিক্য প্রমুখ আমার পিতৃপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ, ত্রিপুরার সাহিত্যচর্চ্চা, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, চিত্র ও বয়নশিল্প মহাকবিকেও আকৃষ্ট করিয়াছে; ইহাতে ত্রিপুরাবাসীমাত্রেই গৌরবান্বিত।

আপনারা ক্ষমা করিবেন; আমি স্বার্থপরের ন্যায় মহাকবির সহিত আমার ব্যক্তিগত সম্বন্ধেরই উল্লেখ করিলাম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ "বাংলার কবি--ভারতের কবি--বিশ্ব কবি"--আমি তাঁহাকে ত্রিপুরার কবি বলিয়া অর্ঘ্যপ্রদান করিতেছি।

তথাপি একথা কোনমতেই ভুলিলে চলিবে না যে, মহাকবি রবীন্দ্রনাথের কর্ম্মক্ষেত্র সাহিত্য জগতেই আবদ্ধ নহে। বিশ্বমানবের আশা-আকাঙ্খা তাঁহার বীণার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে উদাত্ত সুরে বাজিয়া উঠিতেছে; কিন্তু সেখানেই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। তাহাদের চরিতার্থতার জন্য তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম; সামান্য মানুষের দৈনন্দিন জীবনও তাঁহার নিকট উপেক্ষার বস্তু নহে; শান্তিতে শ্রীতে মণ্ডিত হইয়া যাহাতে উহা অখণ্ড বিশ্বজীবনের মধ্যে আপন প্রতিষ্ঠা হইতে ভ্রষ্ট না হয়, উপদেশের দ্বারা, শিক্ষার দ্বারা, নিজের জীবনব্যাপী কর্ম্মপ্রচেষ্টার দ্বারা সর্ব্বদাই তিনি এই আদর্শকে আপামর সাধারণ সকলের সমক্ষেই তুলিয়া ধরিয়াছেন। সেই জন্যই শিল্পকলাকে কোনদিনই তিনি কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞের উপভোগ্য বলিয়া মনে করেন নাই। নিজের দেশের "শিল্পকলাকে সমগ্রভাবে, যথার্থভাবে দেখিবার শিক্ষা" আমরা তাঁহারই নিকট পাইয়াছি; তাঁহারই নিকট দীক্ষা পাইয়া "শিল্পসৌন্দর্য্যের দিব্য নিকেতনের সমস্ত দ্বার আমাদিগের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়া গিয়াছে।" এবিষয়েও ত্রিপুরাবাসীর সৌভাগ্যের সীমা নাই। কেননা, দেশীয় শিল্পকলা সম্বন্ধীয় তাঁহার সর্ব্বপ্রধান প্রবন্ধ "দেশীয় রাজ্য" প্রায় ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে আগরতলায় ত্রিপুরা-সাহিত্য-সম্মিলনীতে পঠিত হয়। আজ একদিকে যেমন গীতাঞ্জলির করুণ সুরের ঝঙ্কার আমাদিগের বৈষ্ণব পরিবারের প্রাণে অহরহ প্রতিধ্বনিত হইতেছে, অন্যদিকে সেইরূপ "দেশীয় রাজ্য" প্রবন্ধের মহতী উপদেশবাণী রাজ্যপরিচালনকে "সৌন্দর্য্য এবং কল্যাণের কান্তিতে উজ্জ্বল" করিয়া তুলিবার বিষয়ে দিব্য ইঙ্গিতের নির্দ্দেশে আমাদিগকে ধন্য করিতেছে।

আমি আর অধিকক্ষণ আপনাদের সময় লইতে চাই না। আসুন, আজ মহাকবির সপ্ততিতম জন্মোৎসবে আমরা সমবেতভাবে শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা করি যে, তিনি তাঁহার বরপুত্রকে সুদীর্ঘজীবন প্রদান করিয়া তাঁহার মুখে স্বীয় অভয়বাণী বিশ্বময় প্রচার করতে থাকুন।

কবিবরের আশীর্ব্বাদের আকাঙ্খা করিয়া আমি এক্ষণে এই শিল্প প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, ইতি। ৯ই পৌষ, ১৩৪১ ত্রিপুরাব্দ।

নিদর্শন--৬৩

মহারাণী মনোমঞ্জরী দেবীর মৃত্যু উপলক্ষে শোকজ্ঞাপন

মেমো নং ৬৯

B B K Manikya

25 5 43

অদ্য অপরাহ্ন ৩॥ সাড়ে তিন ঘটিকার সময় স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের তৃতীয়া ঈশ্বরী অশেষ গুণলঙ্কৃতা মহারাণী মনোমঞ্জরী মহাদেবী ৬৮ বৎসর বয়ঃক্রমে শ্রীধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী মহাদেবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ তাঁহার বয়সের সংখ্যানুসারে ৬৮টী তোপ-ধ্বনী হইবে এবং অশৌচ কাল পর্যন্ত প্রাসাদের উপরিস্ত রাজকীয় পতাকা অর্দ্ধনমিত অবস্থায় রক্ষিত হইবে। এই বিষাদময়ী ঘটনা উপলক্ষে এ রাজ্যের ও জমিদারীর আফিস, আদালত ও বিদ্যালয়াদি সরকারী যাবতীয় প্রতিষ্ঠান অদ্য হইতে তিন দিবসের নিমিত্ত বন্ধ থাকিবে। ইতি ২৫ শে ভাদ্র ১৩৪৩ ত্রিং

নিদর্শন--৬৪

রাজদরবারে ব্যবহার্য পোষাক সম্বন্ধে

মেমো নং ৮২

B B K Manikya

27. 1 45

যেহেতু দরবারে ব্যাবহারযোগ্য পোষাক পরিচ্ছদাদির কোন প্রকার শৃঙ্খলা থাকা দৃষ্ট না হওয়ায়, আদেশ হইল যে,

অতঃপর সাধারণ দরবারে ও বিশেষ দরবারে নিম্নলিখিত মতে পোষাক ব্যবহার করিতে হইবে।

সাধারণ দরবার পোষাক--

১। রেশম অথবা যে কোন প্রকার উপযোগী কালো রং ব্যতীত কাপড়ের আচকান কিম্বা চাপকান।
(হাটু হইতে ৬" ছয় ইঞ্চি লম্বা হইলে ভাল হয়)

২। পায়জামা (চুড়িদার)

৩। সাদা অথবা কালো ভিন্ন অন্য যে কোন রং এর পাগড়ী।

৪। তলোয়ার।

বিশেষ দরবার পোশাক--

১। বেনারসী কিংখাপ বা ত্যাস, ঢাকাই বুটীদার, রেশম বা সাটিনের ব্রকেডের আচকান কিম্বা চাপকান (কালো রং ব্যতীত)
(হাটু হইতে ৬" ছয় ইঞ্চি লম্বা হইতে হইবে)

২। পায়জামা (চুড়িদার)

৩। সাদা অথবা কালো ভিন্ন অন্য যে কোন রং এর পাগড়ী।

৪। তলোয়ার।

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

নিদর্শন--৬৫

রাজপরিবার ও ঠাকুর সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ, উপনয়ন, মৃত্যু ইত্যাদি উপলক্ষে আচরিত প্রথার নিয়মাদি ধার্য করা সম্বন্ধে কমিটি গঠন

মেমো নং ৮৩

B. B. K. Manikya
1/2/45

খান্দানের নিয়মানুসারে বিশেষ আদেশ গ্রহণে শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজকুমার ও কুমার বাহাদুরগণের ও ঠাকুর সম্প্রদায় মধ্যে উপনয়ন, বিবাহ ও মৃত্যু হইলে শ্রীশ্রীযুত সরকার হইতে মিশিলের নিমিত্ত হস্তী, ঘোড়া চাওয়ারাদাদি, সিপাহি চোপদার প্রভৃতি চান্দোয়াদি দেওয়ার প্রথা আছে এবং রাজ পরিবার মধ্যে শ্রীলশ্রীযুক্ত ও কুমার শব্দ ব্যবহার হইতেছে। এই সকল বিষয় সম্পর্কে স্থায়ী আদেশ প্রচার হওয়া প্রয়োজন বোধে তৎকর্মে প্রচলিত প্রথা ইত্যাদি অনুসন্ধানক্রমে রিপোর্ট করার নিমিত্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ দ্বারা একটি কমিটি গঠিত হইবে।

১। মহামান্যবর মহারাজকুমার শ্রীলশ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর।
২। মেজর কুমার শ্রীলশ্রীযুক্ত দীনমোহন দেববর্ম্মা বাহাদুর।
৩। কাপ্তেন কুমার শ্রীলশ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার দেববর্ম্মা বাহাদুর।
৪। কুমার শ্রীলশ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী দেববর্ম্মা বাহাদুর।
৫। শ্রীযুত ঠাকুর ভগবান চন্দ্র দেববর্ম্মা।
৬। শ্রীযুত ঠাকুর হরচন্দ্র দেববর্ম্মা।
৭। দেওয়ান সাহেব শ্রীযুতকমলাপ্রসাদ দত্ত

ইঁহারা অদ্য হইতে ৭ দিবস মধ্যে উল্লিখিত বিষয় সম্বন্ধে এবং দরবার স্থলে কোন বলক ভুক্ত হইবে ইত্যাদি বিষয়ে আবশ্যকীয় অনুসন্ধানক্রমে যেসকল প্রথা প্রচলিত আছে এবং যাহা হওয়া সুসঙ্গত মনে করেন তদ্বিষয়ে রিপোর্ট করিবেন।

নিদর্শন--৬৬

প্রতি বর্ষে অনুষ্ঠিত কতিপয় রাজদরবারের কর্মবিধি নির্দেশ

মেমো নং ৮৪

B. B. K. Manikya
3/2/45

যেহেতু প্রতি বর্ষে কয়েকটি সুপ্রতিষ্ঠিত দরবার অনুষ্ঠিত হওয়া ও তৎকালে চিরপ্রসিদ্ধ খান্দানের রীতি-নীতি অক্ষুণ্ণভাবে প্রচলন থাকা আবশ্যক, অপিচ যেহেতু এ পক্ষের দরবার উপলক্ষে অধিকতর শৃঙ্খলা ও সুনিয়মে কার্য্যানুবর্তী হওয়া প্রয়োজন বিবেচিত হইতেছে।

অতএব এতদ্উদ্দেশ্যে আদেশ হইল যে অতঃপর নিম্নলিখিত কর্ম্মবিধি অনুসারে দরবার সমূহে যাবতীয় কর্ম্মাদি সুসম্পন্ন করিতে হইবে।

ইতি সন ১৩৪৫ ত্রিং তারিখ ২রা জ্যৈষ্ঠ।

কর্মকুশলতা ও কর্তব্যপরায়ণতার স্বীকৃতিতে কর্মবীর, কর্মদক্ষ, কর্মনিষ্ঠ এবং পারিতোষিক উপাধি ও পদক প্রবর্তন

B. B. K. Manikya

25. 3. 45

মেমো নং ৯১

যেহেতু রাজআজ্ঞা প্রতিপালনকালে কর্ম্মকুশলতা ও কর্তব্যপরায়ণতার জন্য ও সর্ব্ব সাধারণের উপকারকল্পে কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত উৎসাহবর্দ্ধনার্থ প্রতিষ্ঠাসূচক পদক প্রদান করা এপক্ষের অভিপ্রেত, অতএব আদেশ করা যায় যে,

অতঃপর যাঁহারা রাজকার্য্য তৎপরতাপূর্ব্বক সম্পন্ন করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, অথবা স্বপ্রণোদিত হইয়া জনহিতকর কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, এবং যাঁহাদের কার্য্যাবলী এ পক্ষের সন্তোষের বিষয় হইয়াছে, তাঁহাদিগকে উহার নিদর্শনস্বরূপ অবস্থাভেদে নিম্নলিখিতরূপ পদকসমূহ দরবার কর্তৃক প্রদত্ত হইবে। ইতি ২৫।৩।৪৫ ত্রিং।

১। **কর্ম্মবীর।**

১ম শ্রেণী।
(এক সময়ে ৪টির অতিরিক্ত বিতরিত থাকিবে না)। স্বর্ণ নির্ম্মিত মুদ্রা, আকার ১½" ব্যাস হইবে।

বাহিরের দিকে--দেবনাগরী অক্ষরে "কর্ম্মবীর" এই শব্দ লেখা থাকিবে এবং ছত্র, চন্দ্র, ত্রিশূল চিহ্ন অঙ্কিত থাকিবে।

ভিতরের দিকে--দেবনাগরী অক্ষরে "কর্ম্মমূলমমলম্ যশোনৃণাম" এই শব্দ (মটো) থাকিবে।

পরিধির (রিমের) উপরিভাগে--দেবনাগরী অক্ষরে "স্বাধীন ত্রিপুরা দরবার প্রদত্ত" এই কথা লেখা থাকিবে। নিম্নভাগে প্রাপক নিজ নাম ও প্রাপ্তির তারিখ খোদিত করিয়া লইবেন।

রিবন-স্বর্ণ, শ্বেত, রক্তবর্ণ (বাম হইতে দক্ষিণ দিকে।)

২য় শ্রেণী।
(এক সময়ে ৮টির অতিরিক্ত বিতরিত থাকিবে না।)
রৌপ্য নির্ম্মিত মুদ্রা--আকার ১¼" ব্যাস হইবে।
স্বর্ণ মুদ্রার ন্যায় শব্দ (মটো) ইত্যাদি অঙ্কিত থাকিবে।

২। **কর্ম্মদক্ষ।**

১ম শ্রেণী।
(এক সময়ে ১০টির অতিরিক্ত বিতরিত থাকিবে না।)
রৌপ্য নির্ম্মিত মুদ্রা--আকার ১¼" ব্যাস হইবে।

বাহিরের দিকে--দেবনাগরী অক্ষরে "কর্ম্মদক্ষ" এই শব্দ লেখা থাকিবে এবং চন্দ্র-ত্রিশূল চিহ্ন অঙ্কিত থাকিবে।

ভিতরের দিকে--দেবনাগরী অক্ষরে "কর্ম্মণানরঃ সাফল্যং শ্রূয়তে" এই শব্দ (মটো) থাকিবে।

পরিধির উপরিভাগে--দেবনাগরী অক্ষরে "স্বাধীন ত্রিপুরা দরবার প্রদত্ত" এই কথা লেখা থাকিবে। নিম্নভাগে প্রাপক নিজ নাম ও প্রাপ্তির তারিখ খোদিত করিয়া লইবেন।

রিবন--স্বর্ণ এবং রক্ত বর্ণ (বাম হইতে দক্ষিণ দিকে)

২য় শ্রেণী।

(এক সময়ে ১৫টির অতিরিক্ত বিতরিত থাকিবে না।)
রৌপ্য নিৰ্ম্মিত মুদ্রা--আকার ১$\frac{3}{8}$'' ব্যাস হইবে।

"কৰ্ম্মদক্ষের" ১ম শ্রেণীর ন্যায় শব্দ (মটো) ইত্যাদি অঙ্কিত থাকিবে।

৩। **কৰ্ম্মনিষ্ঠ**।

(এক সময়ে ৫০টির অতিরিক্ত বিতরিত থাকিবে না)
রৌপ্য নির্ম্মিত মুদ্রা--আকার ১$\frac{1}{6}$'' ব্যাস হইবে।

বাহিরের দিকে--দেবনাগরী অক্ষরে "কৰ্ম্মনিষ্ঠ" এই শব্দ লেখা থাকিবে এবং কোট-অব-আরম্‌স্ অঙ্কিত থাকিবে।

ভিতরের দিকে--দেবনাগরী অক্ষরে "কৰ্ম্মনি মতিরাস্তাম্" এই শব্দ (মটো) থাকিবে।

পরিধির উপরিভাগে--দেবনাগরী অক্ষরে "স্বাধীন ত্রিপুরা দরবার প্রদত্ত" এই কথা লেখা থাকিবে। নিম্নভাগে প্রাপক নিজ নাম ও প্রাপ্তির তারিখ খোদিত করিয়া লইবেন।

রিবণ--স্বর্ণবর্ণ।

৪। **পারিতোষিক**।

রৌপ্য নির্ম্মিত মুদ্রা--আকার ১$\frac{1}{8}$'' ব্যাস হইবে।

বাহিরের দিকে--দেবনাগরী অক্ষরে "পারিতোষিক" এই শব্দটি লেখা থাকিবে এবং কোট-অব-আরমস্ অঙ্কিত থাকিবে।

ভিতরের দিকে--দেবনাগরী অক্ষরে "বিভাতু রাজভক্তিঃ কৰ্ম্মণি তব" এই শব্দ (মটো) থাকিবে।

পরিধির উপরিভাগে--দেবনাগরী অক্ষরে "স্বাধীন ত্রিপুরা দরবার প্রদত্ত" এই কথা লেখা থাকিবে। নিম্নভাগে প্রাপক নিজ নাম ও প্রাপ্তির তারিখ খোদিত করিয়া লইবেন।

রিবণ--রক্তবর্ণ।

নিদর্শন--৬৮

রাজ্যের হিতসাধনে সদানিরত এবং রাজানুরক্ত বিশিষ্ট সুধীজনকে মহামান্যবর ও মান্যবর উপাধিতে ভূষিত করা সম্বন্ধে

B. B. K. Manikya
2.7.46

মেমো নং ৯৪

যেহেতু এরাজ্যের হিতসাধন কল্পে সদানিরত এবং রাজানুরক্ত প্রসিদ্ধ সুধীগণকে বিশেষ সম্মান-সূচক ও গৌরবান্বিত চিহ্নে বিভূষিত করা এপক্ষের অভিপ্রেত, অতএব আদেশ করা যায় যে,

উপরোক্ত সদ্‌গুনমণ্ডিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ--যাঁহারা এপক্ষের বিশেষ সন্তোষভাজন হন, তাঁহাদিগকে উহার নিদর্শন স্বরূপ দরবার কর্তৃক "মহামান্যবর" অথবা "মান্যবর" উপাধিসহ নিম্নলিখিত পরিচিহ্ন (decorations) প্রদত্ত হইবে, ইতি। সন ১৩৪৬ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ১রা কার্ত্তিক।

১। "মহামান্যবর" (এক সময়ে দুইটির অতিরিক্ত বিতরিত থাকিবে না)।

(ক) তারকা চিহ্ন (Star) ঃ-- হরিদ্রা (স্বর্ণ) বর্ণের প্রস্ফুট পঞ্চদল পদ্মের মধ্যে পঞ্চ কিরণ-রেখা (Ray) যুক্ত চুনী-খচিত তারকা-চিহ্ন (Star)।
পদ্মের ব্যাস (diameter--৩ ৯/১৬" ইঞ্চি।
তারকার ব্যাস ,, --৩ ৭/৮" ইঞ্চি)।

তারকার শীর্ষদেশে হীরকখচিত রাজমুকুট, কেন্দ্রস্থলে হরিদ্রা বর্ণের মীনার জমিতে হীরকখচিত চন্দ্র-ত্রিশূল এবং মধ্যস্থলের উপরিভাগে, দেবনাগরী অক্ষরে হীরকখচিত "মহামান্যবর" ও নিম্নভাগে "কিল বিদুর্বীরতা সারমেকং" শব্দসমূহ লিখিত থাকিবে।

উল্লিখিত তারকা-চিহ্ন বুকের বামপার্শ্বে ধৃত হইবে।

(খ) লকেট (badge) ঃ--হরিদ্রা বর্ণের উল্টাপাপড়ীযুক্ত একটি অষ্টদল পদ্মের সহিত সংযোজিত ২ ৭/১৬" × ২ ১/৮" ইঞ্চি আয়তনের আটপলযুক্ত একটি রুহিতন-আকৃতি লকেট (badge)।

চুনী সেটকরা এই রুহিতনের মধ্যে আটপল যুক্ত রক্ত বর্ণের মীনার জমিতে, দেবনাগরীতে স্বর্ণাক্ষরে উপরিভাগে "মহামান্যবর" এবং নিম্নভাগে "কিল বিদুর্বীরতা সারমেকং" শব্দনিচয় লিখিত থাকিবে, মধ্যে বাদামের আকারে সেটকরা চুনীর রত্নের কেন্দ্র স্থলে হরিদ্রা বর্ণের মীনার জমিতে হীরক খচিত চন্দ্র-ত্রিশূল অবস্থান করিবে।

উল্লিখিত লকেট (badge) কন্ঠদেশ হইতে ঝুলান অবস্থায় ধৃত হইবে।

(গ) রিবন ঃ--উভয়পার্শ্বে রক্তবর্ণের রেখা (Stripe) যুক্ত হরিদ্রা (স্বর্ণ) বর্ণের রিবন ব্যবহৃত হইবে।

২। মান্যবর (একসময়ে চারিটির অতিরিক্ত বিতরিত থাকিবে না)।

(ক) তারকা চিহ্ন (Star) ঃ--হরিদ্রাবর্ণের প্রসারিত পঞ্চদল পদ্মের মধ্যে পঞ্চ কিরণ-রেখা যুক্ত চুনীখচিত তারকা চিহ্ন।

পদ্মের ব্যাস (diameter)--৩" ইঞ্চি।
তারকার ব্যাস ,, --৩·৫½/১৬" ইঞ্চি।

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

তারকার শীর্ষদেশে হীরকখচিত রাজমুকুট, কেন্দ্রস্থলে হরিদ্রাবর্ণের মীনার জমিতে হীরকখচিত চন্দ্র-ত্রিশূল এবং মধ্যস্থলে লাল মীনার জমির উপরিভাগে দেবনাগরীতে স্বর্ণাক্ষরে "মান্যবর" এবং নিম্নভাগে "কিল বিদুর্বীরতা সারমেকং" শব্দসমূহ লিখিত থাকিবে।

উল্লিখিত তারকা চিহ্ন বুকের বামপার্শ্বে ধারণ করিতে হইবে।

(খ) লকেট (badge) ঃ--

আকার, আয়তন এবং অন্যান্য বিষয়ে "মহামান্যবর" উপাধি সংসৃষ্ট ব্যাজ্এর অনুরূপ হইবে, কেবলমাত্র "মহামান্যবর" স্থলে "মান্যবর" শব্দ লিখিত থাকিবে।

এই লকেট কন্ঠদেশ হইতে ঝুলান অবস্থায় ধারণ করিতে হইবে।

(গ) রিবন ঃ--"মহামান্যবর" উপাধি সংসৃষ্ট রিবনের অনুরূপ হইবে।

নিদর্শন--৬৯

গেজেটেড ও অন্যান্য কর্মচারীদিগকে রাজকার্যে কুশলতার জন্য প্রতিবর্ষে আথিক পুরস্কার বিতরণ প্রবর্তন

B B. K Manikya

2.7.46

মেমো নং ৯৫

যেহেতু রাজকর্ম্মচারীগণের কর্ম্মতৎপরতা ও কুশলতার জন্য এবং তাহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ প্রতি বর্ষে পুরস্কার বিতরণ করা এপক্ষের অভিপ্রেত, অতএব আদেশ করা যায় যে--

অতঃপর বর্ষমধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করার নিমিত্ত, ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস ও অন্যান্য গেজেটেড্ অফিসার আখ্যাভুক্ত কর্ম্মচারীবর্গের মধ্যে হইতে দুইজনকে এবং আমলা শ্রেণীর কর্ম্মচারীগণ--যাঁহারা কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা ও কার্য্যক্ষমতায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিতে সক্ষম হইবেন, তাঁহাদিগের মধ্য হইতে ৩ জনকে প্রত্যেক বিজয়া দশমী দরবারে এপক্ষ কর্ত্তৃক নিম্নলিখিতরূপ পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। ইতি--সন ১৩৪৬ ত্রিপুরাব্দ তারিখ ২রা কার্তিক।

১। টি, সি, এস্ ও অন্যান্য গেজেটেড অফিসারদিগের মধ্য হইতে--
   ১ম পুরস্কার--৭০১ টাকা
   ২য় পুরস্কার--৩০১ টাকা

২। আমলা শ্রেণীর কর্ম্মচারীগণের মধ্য হইতে--
   ১ম পুরস্কার--২৫১ টাকা
   ২য় পুরস্কার--১৫১ টাকা
   ৩য় পুরস্কার--১০১ টাকা

নিদর্শন—৭০

প্রখ্যাত রাজসেবার পুরস্কার স্বরূপ "দেওয়ান বাহাদুর", "দেওয়ান" ও "নায়েব দেওয়ান" উপাধির প্রবর্তন

B B. K. Manikya
4.7.76

মেমো নং ৯৬

যেহেতু প্রভাবান্বিত এবং প্রখ্যাত (meritorious and distinguished) রাজসেবার পুরস্কার-স্বরূপ যোগ্য ব্যক্তিগণকে উপাধি দ্বারা ভূষিত করা এপক্ষের অভিপ্রেত, অতএব আদেশ হইল যে,

উল্লিখিত বিশেষ কারণসমূহ দ্বারা যাঁহারা এপক্ষের সন্তোষভাজন হইবেন অবস্থালোচনায় তাঁহাদিগকে "দেওয়ান বাহাদুর" (নিম্নবর্ণিত পদক সহ) অথবা "দেওয়ান" কিম্বা "নায়েব দেওয়ান" উপাধি দরবার কর্তৃক প্রদত্ত হইবে। ইতি--১৩৪৬ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ৪ঠা কার্ত্তিক।

১। "দেওয়ান বাহাদুর" (এক সময়ে দুইটির অতিরিক্ত বিতরিত থাকিবে না)।

(ক) পদকের বিবরণ ঃ--২½" × ২½" ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত একটি গোলাকার পদক। ইহার আকৃতি অষ্টদল ডবল পাপড়ীযুক্ত পদ্মের অনুরূপ হইবে এবং পদ্মের উপরে চুণী সেট করা থাকিবে। তন্মধ্যে নীল রং এর মীনার জমিতে দেবনাগরীতে স্বর্ণাক্ষরে ("দেওয়ান বাহাদুর") এবং "কিল বিদ্বীরতো সারঙ্গকং" শব্দসমূহ লিখিত থাকিবে। পদ্মের কেন্দ্র স্থলে নীল রং এর মীনার জমিতে পোখরাজ খচিত চন্দ্র এবং চুণী সেট করা ত্রিশূল এবং তদুপরি পোখরাজ খচিত রাজ মুকুট অবস্থিত থাকিবে।

উল্লিখিত পদক রিবনের সহিত ঝুলানভাবে কন্ঠপ্রদেশ হইতে ধারণ করিতে হইবে।

(ঘ) রিবন--উভয়পার্শ্বে হরিদ্রা (স্বর্ণ) বর্ণের রেখা (stripe) যুক্ত লাল রংএর রিবন ব্যবহৃত হইবে।

২। "দেওয়ান" (এক সময়ে চারিটির অতিরিক্ত বিতরিত থাকিবে না)।

৩। "নায়েব দেওয়ান" (এক সময়ে ছয়টির অতিরিক্ত উপাধি বিতরিত থাকিবে না)।

নিদর্শন--৭১

রাজধানীতে দুর্গাপ্রতিমা নিরঞ্জন মিছিলে শোভাযাত্রায় অগ্রবর্তিতা সম্বন্ধে

B. B. K. Manikya
5 7.46

মেমো নং ৯৮

এপক্ষের দরবারে এবং শারদীয় পূজাপলক্ষে রাজবাড়ী হইতে প্রতিমার মিছিল লইয়া যাওয়ার সময়ে ও বিসর্জন কালে সুবা ও উজীরদের মধ্যে বহুকাল হইতে গোলযোগ চলিয়া আসিতেছে। তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে, পূর্ব্বে কোন কোন সময় সুবা এবং কোন কোন সময় উজির অগ্রবর্ত্তিতা লাভ করিয়াছে। তদানীন্তন রাজ্যের অবস্থা যথা যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে সুবা এবং শান্তির সময়ে উজির তৎকালীন স্বর্গীয় নৃপতি-গণের বিশেষ অনুগ্রহে এক এক সময়ে এবম্প্রকার অগ্রবর্ত্তিতা লাভ করিয়াছে। উপরিলিখিত অবস্থা ও বর্ত্তমান কালে রাজ্যে উজীর ও সুবা পদের গুরুত্ব ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া ইহা স্থির করা যায় যে, বর্ত্তমানে উজীর ও সুবাপদের গুরুত্ব একই এবং দরবার ইত্যাদিতে তাঁহাদের সমান আসন হওয়া উচিত; কিন্তু তাহা সম্ভবপর না হওয়ায় আদেশ করা যায় যে, এপক্ষের দরবার ইত্যাদিতে এবং শারদীয়া পূজা উপলক্ষে প্রতিমার মিছিলে ও বিসর্জনকালে এক বৎসর উজীর এবং এক বৎসর সুবা অগ্রবর্ত্তিতা লাভ করিবে। ইতি, সন ১৩৪৬ ত্রিপুরাব্দ তারিখ ৫ই কার্তিক।

নিদর্শন--৭২

"দেওয়ান বাহাদুর" সনন্দ: কমলাপ্রসাদ দত্ত

শ্রীবীরবিক্রম মাণিক্য,
৮।৮।৪৬ ত্রিং

শ্রীশ্রীহরি।

স্বস্তি--

বিষম-সমর-বিজয়ি মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর নরপতেরাদেশোহয়ং কারকবর্গেষ্ প্রচরতু, পরমস্য বিরাজতে রাজধানী হস্তিনাপুরী,

সরকার আগরতলা, স্বাধীন ত্রিপুরা, কলিকাতা, রামবাগান নিবাসী ৺কেদারনাথ দত্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীদেওয়ান সাহেব শ্রীযুত কমলাপ্রসাদ দত্ত এম,এ, বি,এল, এম,আর,এ,এস, এফ,আর,ই,এস্, টি, সি, এস্, কে "দেওয়ান বাহাদুর" হুদ্দা প্রদান করা গেল। আমানত দেওয়ানত বহাল রাখিয়া উক্ত খেদমত্ করিতে থাকুক, ইতি। সন ১৩৪৬ ত্রিং তারিখ ৮ই কার্ত্তিক।

নিদর্শন--৭৩

খাস দরবারী নির্বাচন

B. B K. Manikya
20 8 46

মেমো নং ১০১

যেহেতু, দরবারাদি উপলক্ষে অধিকতর শৃঙ্খলার প্রয়োজনে এবং খাস দরবার কল্পে, বিশেষ কিম্বা সাধারণ দরবারীগণের মধ্য হইতে খাস দরবারী মনোনয়ন করা এ পক্ষের অভিপ্রেত, অতএব আদেশ করা যায় যে,

এতদুদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে খাস দরবারী মনোনীত করা যায়।

বিশেষ কিম্বা সাধারণ দরবারে খাস দরবারীগণকে কোন বিশেষ কার্যে মোতায়েন করা না হইলে তাঁহারা দরবারে স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিবেন।

বিশেষ এবং সাধারণ দরবারে অতিরিক্ত বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে খাস দরবার হইলে খাস দরবারীগণকে উক্ত দরবারের মর্য্যাদা রক্ষার্থে তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে উচ্চদরের পোষাকাদি পরিধান করিতে হইবে।

নিয়মিত দৈনিক দরবারে এ পক্ষের উপস্থিতি সময়ে খাস দরবারীগণ অবস্থা বিবেচনায় বিনা এত্তলায় এপক্ষ সমীপে উপস্থিত হইতে পারিবেন। ইতি-সন ১৩৪৬ ত্রিং তারিখ ২০শে অগ্রহায়ণ।

১। মান্যবর রানা সাহেব শ্রীযুতবোধজং বাহাদুর, চিফ্ সেক্রেটারী।
২। মেজর কুমার শ্রীল শ্রীযুতপ্রফুল্ল কুমার দেববর্ম্মা বাহাদুর, মিলিটারী সেক্রেটারী।
৩। দেওয়ান বাহাদুর শ্রীযুতকমলাপ্রসাদ দত্ত, প্রাইভেট সেক্রেটারী।
৪। লেফটানেন্ট কর্ণেল কুমার শ্রীল শ্রীযুতদীনমোহন দেববর্ম্মা বাহাদুর।
৫। ক্যাপটেন কুমার শ্রীল শ্রীযুতব্রজলাল দেববর্ম্মা বাহাদুর, এডিসি।
৬। মহারাজকুমার শ্রীল শ্রীযুতআদিত্য কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর, এডিসি।
৭। শ্রীযুতসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নিজ তহবিল সেক্রেটারী।
৮। ঠাকুর সাহেব শ্রীযুতহরচন্দ্র দেববর্ম্মা, এসিস্টেন্ট সেক্রেটারী, নিজ তহবিল।
৯। ঠাকুর সাহেব শ্রীযুতবসন্ত কুমার দেববর্ম্মা।
১০। সুবেদার শ্রীযুতযোগেশ চন্দ্র দেববর্ম্মা।
১১। ডাক্তার শ্রীযুতসুরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়, রাজপারিবারিক চিকিৎসক।
১২। ডাক্তার শ্রীযুতইন্দুভূষণ দেবচৌধুরী, রাজপারিবারিক চিকিৎসক।
১৩। ডাক্তার শ্রীযুতপ্রমোদ চন্দ্র দেব, রাজপারিবারিক চিকিৎসক।
১৪। শ্রীযুতদ্বিজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত।

নিদর্শন--৭৪

সরকারী কার্যে সর্বোৎকৃষ্ট কৃতিত্বের জন্য আর্থিক প্রথম পুরস্কার

B. B. K. Manikya
28.6.47

মেমো নং ১১৭

স্বস্তি--

বিষম-সমর-বিজয়ি মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা মাণিক্য বাহাদুর কে,সি,এস,আই, নরপতেতেরাদেশোহয়ং কারকবর্গেষু প্রচরতু পরমস্য বিরাজতে রাজধানী হস্তিনাপুরী

যেহেতু চাকলা রোসনাবাদ এষ্টেটের ডেপুটি ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু প্রমদারঞ্জন ভট্টাচার্য্য বি.এ, ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস ও অন্যান্য গেজেটেড আখ্যাভুক্ত কম্মর্মচারীবর্গের মধ্যে বিগত বর্ষে কর্ম্মতৎপরতা ও কুশলতার জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া এপক্ষের গোচরীভূত হইয়াছে এবং উক্ত কর্ম্মচারীর কৃতিত্ব এপক্ষের বিশেষ সন্তোষের বিষয় হইয়াছে, অতএব রাজকার্য্যে উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ তাহাকে মং ৭০১্ টাকার ১ম পারিতোষিক (খিলাত) প্রদান করা যায়। ইতি--২৮শে আশ্বিন, ১৩৪৭ ত্রিপুরাব্দ।

নিদর্শন--৭৫

সরকারী কার্যে কৃতিত্বের জন্য আর্থিক ২য় পুরস্কার

মেমো নং ১১৮

B. B. K. Manikya
28.6.47

স্বস্তি--

বিষম-সমর-বিজয়ি মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা মাণিক্য বাহাদুর, কে. সি. এস. আই নরপতেরাদেশোহয়ং কারকবর্গেষু প্রচরতু, পরমস্য বিরাজতে

রাজধানী হস্তিনাপুরী--

যেহেতু সদর কালেক্টার শ্রীযুত বাবু শশাঙ্কভূষণ রায় এম,এ,ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস ও অন্যান্য গেজেটেড অফিসার আখ্যাভুক্ত কর্ম্মচারীবর্গের মধ্যে বিগত বর্ষে কার্য্যতৎপরতা ও কুশলতার জন্য বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া এপক্ষের গোচরীভূত হইয়াছে এবং উক্ত কর্ম্মচারীর কৃতিত্ব এপক্ষের বিশেষ সন্তোষের বিষয় হইয়াছে, অতএব রাজকার্য্যে উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ তাহাকে মং ৩০১্ টাকার ২য় পারিতোষিক (খিলাত) প্রদান করা যায়। ইতি--২৮ শে আশ্বিন, ১৩৪৭ ত্রিপুরাব্দ।

নিদর্শন—৭৬

কর্মচারীগণের মধ্যে কৃতিত্বের জন্য আথিক প্রথম পুরস্কার

B. B. K. Manikya

28.6.47

মেমো নং ১১৯

স্বস্তি--

বিষম-সমর-বিজয়ি মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই নরপতেরোদেশেহয়ং কারকবর্গেষু প্রচরতু, পরমস্য বিরাজতে

রাজধানী হস্তিনাপুরী

যেহেতু হিসাব বিভাগের সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার ভট্টাচার্য্য বি, এ, আমলাশ্রেণীর কর্ম্মচারী-গণের মধ্যে, বিগত বর্ষে কর্ম্মকুশলতার জন্য বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া এপক্ষের গোচরীভূত হইয়াছে, অতএব রাজকার্য্যে উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ তাহাকে মং ২০১৲ টাকার ১ম পারিতোষিক (খিলাত) প্রদান করা যায়, ইতি--২৮শে আশ্বিন, ১৩৪৭ ত্রিপুরাব্দ

নিদর্শন—৭৭

হাইস্কুলসমূহের পরীক্ষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট কৃতিত্ব অর্জনের জন্য প্রধান শিক্ষকের আথিক পারিতোষিক (খিলাত) লাভ

B. B. K Manikya

28.6.47

মেমো নং ১২২

স্বস্তি,

বিষম-সমর-বিজয়ি মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর কে, সি, এস, আই নরপতেরোদেশোহয়ং কারকবর্গেষু প্রচরতু, পরমস্য বিরাজতে

রাজধানী হস্তিনাপুরী

যেহেতু বিগত মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় এ রাজ্যের মফঃস্বলস্থ হাই স্কুলসমূহ মধ্যে কৈলাশহর রাধাকিশোর ইনস্টিটিউসন সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল প্রদর্শন করিয়াছে এবং তজ্জন্য উক্ত স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুত প্রহলাদ চন্দ্র বর্ম্মন রায় এর কৃতিত্ব এপক্ষের সন্তোষের বিষয় হইয়াছে, অতএব উক্ত কৃতিত্বের জন্য এবং উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ তাঁহাকে মং ১২০৲ টাকার পারিতোষিক (খিলাত) প্রদান করা যায়, ইতি--২৮শে আশ্বিন, ১৩৪৭ ত্রিপুরাব্দ।

নিদর্শন--৭৮

রাজকীয় আদেশ, ঘোষণা, রোবকারী ইত্যাদি কি নিয়মে কোন কোন স্থলে প্রচারিত হইবে তৎসম্পর্কে

B. B. K. Manikya
30.1.49

নং ১৮৭

রোবকারী

দরবার বিষম সমর বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর কে, সি, এস্, আই এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি, সন ১৩৪৯ ত্রিপুরাব্দ. তারিখ ৩০শে বৈশাখ।

যেহেতু এপক্ষের আদেশ ও ঘোষণা ইত্যাদি কোনও নির্দ্দিষ্ট রীতি অনুসরণ না করিয়া মেমো কিম্বা রোবকারী দ্বারা আদেশ অথবা ঘোষণা প্রচারিত হইতেছে, অতএব--

এতদ্দ্বারা আদেশ হইল যে,

অতঃপর এপক্ষের আদেশসমূহ "আদেশ" দ্বারা এবং ঘোষণা সমূহ "রোবকারী" দ্বারা নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসারে প্রচারিত হইবে,--

১। এপক্ষের "আদেশ" সম্বন্ধে:--

এপক্ষের স্বপ্রণোদিত আদেশ সমূহ এবং মন্ত্রীপরিষদ চাক্‌লার ম্যানেজার ও খাস সেক্রেটারীগণ হইতে আগত প্রস্তাবাদি সম্পর্কিত আদেশসমূহ আবশ্যক বোধে "আদেশ" দ্বারা প্রচারিত হইবে। এই প্রকার "আদেশ" সমূহ আবশ্যকস্থলে সংসৃষ্ট প্রস্তাব সহ ষ্টেট গেজেটে প্রকাশিত হইবে। "আদেশ" সমূহ নিম্নোক্ত আকারে প্রচারিত হইবে:--

আদেশ

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর, কে, সি এস্ আই এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি--সন ·········ত্রিপুরাব্দ, তারিখ·········।

২। এপক্ষের "রোবকারী" সম্বন্ধে:--

এপক্ষের যে সকল ঘোষণা রাজকর্ম্মচারিবর্গ এবং সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য ঘোষিত হইবে তৎসমুদয় অতঃপর "রোবকারী" দ্বারা প্রচারিত হইবে। "রোবকারীসমূহ ষ্টেট গেজেটে প্রকাশিত হইবে। এই সকল "রোবকারী" নিম্নলিখিত আকারে প্রচারিত হইবে:--

রোবকারী

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রী ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর, কে, সি, এস, আই এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা রাজধানী আগরতলা ইতি, সন·········ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ·········।

নির্দশন--৭৯

কলিকাতা মহানগরীতে ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভাভবনের ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষে ভাষণ

৪।১২।৪৯ ত্রিং তারিখে কলিকাতায় ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার পরিকল্পিত নিজস্ব সভা ভবনের ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষে শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের অভিভাষণ:--

ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার সভাপতি মহাশয়, সমবেত ভদ্র মহোদয়গণ ও মহিলাবৃন্দ।

আপনাদিগের সস্নেহ আহ্বানে ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার পরিকল্পিত নিজস্ব সভা ভবনের ভিত্তি স্থাপনা করিয়া আজ আমি নিজেকে পরম গৌরবান্বিত বোধ করিলাম। জন্মভূমি-জননীর প্রতি সম্মান এবং মমতা পরবশ হইয়া, ত্রিপুরার কৃতী সন্তানগণ জনহিত সাধনের গরীয়ান আর্দশ লইয়া এই মিলন মন্দির গঠনের যে শুভ প্রচেষ্টায় অগ্রসর হইয়াছেন, ভগবানের কৃপায় তাহা অচিরে সফল হউক এবং সার্থক হউক, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে এবং সর্ব্বপ্রথমে ইহাই প্রার্থনা করিতেছি।

ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা স্থাপনের ইতিহাস, ইহার উদ্দেশ্য এবং বিগত অষ্টষষ্ঠি বর্ষকাল যাবত নিরত কার্য্যধারার সম্বন্ধে সুযোগ্য সভাপতি মহাশয় তাহার মুখশ্রাব্য অভিভাষণে আপনাদিগকে জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই সভার উদ্দেশ্য এবং বিগত কালের অনুষ্ঠিত সার্ব্বজনীন জনসেবা অতীব প্রশংসনীয়। ভবিষ্যতে এই সেবা-ব্রতের প্রসারকল্পে এবং ব্রতীগণের মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে এই মহানগরীতে সভার একটি নিজস্ব সভাভবন স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন ইহাতে সন্দেহ নাই এবং এতদুদ্দেশ্যে উদ্দ্যোক্তাগণের প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ। ত্রিপুরা যে এই বিষয়ে অগ্রণী হইতে পারিয়াছে ইহাতে প্রত্যেক ত্রিপুরাবাসী গৌরববোধ করিবে। আমার পরমারাধ্য পিতৃ পিতামহগন ত্রিপুরার এই জনহিতৈকের প্রতিষ্ঠানের প্রতি সর্ব্বদাই মমতা পোষণ করিয়া গিয়াছেন। আপনাদের জনসেবার উদ্দেশ্যের প্রতি আমারও যে সহানুভূতি থাকিবে ইহা বলাই বাহুল্য। আমি আশা করি ত্রিপুরাবাসীগণ সকলেই এই সৌভ্রাত্রের কেন্দ্র গঠনের উদ্দেশ্যকে সফলকাম করিবার জন্য বিশেষ যত্ন পরবশ হইবেন।

আমি আর আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করিতে চাহি না, আপনাদের সাদর আহ্বানের জন্য আমি আপনাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। সংঘবদ্ধ হইয়া জন্মভূমির সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত ত্রিপুরাবাসীর অন্তরে এই ঋষিবাক্য চির জাগরুক থাকুক--

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"।*

*ত্রিপুরাধিপতি কর্তৃক শিলান্যাস কার্য সম্পাদিত হইলেও এই ভূমিতে হিতসাধিনী সভার নিজস্ব ভবন নির্মাণ কাজ অগ্রসর হয় নাই। সম্প্রতিকালে এই নির্বাচিত ভূমির জন্য ব্যবস্থা করিয়া ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা কলিকাতাতে কলেজ স্কোয়ারে (৬ নং সূর্য সেন স্ট্রীট) একটি অট্টালিকা ক্রয় করিয়া তথায় নিজস্ব সভা ভবন স্থাপন করিয়াছেন।

নিদর্শন--৮০

কলিকাতা, শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ত্রিপুরার শিল্প ও চারুকলা প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে ভাষণ

৫ই চৈত্র ১৩৪৯ ত্রিং তারিখে কলিকাতায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ত্রিপুরার শিল্প ও চারুকলা প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের অভিভাষণ:--

প্রদর্শনী কমিটির সভাপতি মহোদয়, সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ ও মহিলাবৃন্দ;

ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার সভাপতি শ্রীযুত অবিনাশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের একসপ্ততিতম বার্ষিক জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে ত্রিপুরার শিল্প ও চারুকলা প্রদর্শনীর দ্বারোদঘাটন করিবার জন্য আপনারা আমাকে যে সাদর আহ্বান করিয়াছেন তজন্য আমি প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাগণকে এবং আপনাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত অবিনাশ চন্দ্র সেন ত্রিপুরার অন্যতম কৃতী সন্তান। তাঁহার কর্ম্ম জীবনের কাহিনী এক-ধারে যেমনই চিত্তাকর্ষক তেমনই শিক্ষাপ্রদ। স্বীয় চরিত্রের বহুমুখী প্রতিভা দ্বারা তিনি ত্রিপুরাবাসীর তথা দেশ-বাসীর অপরিসীম শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছেন। এই গুণীপুরুষের জয়ন্তী উৎসবের অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা যে সত্যই গুণগ্রাহিতার পরিচয় এবং গুণীর প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা বলাই বাহুল্য। ভগবৎ কৃপায় অবিনাশ বাবু সুদীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হইয়া উত্তরোত্তর অধিকতর যশোলাভ করিতে থাকুক ইহাই আমি একান্ত মনে কামনা করিতেছি।

প্রদর্শনী কমিটির সুযোগ্য সভাপতি মহাশয়ের সুচিন্তিত সম্ভাষণ শ্রবণে ত্রিপুরার নবজাগরিত শ্রমশিল্পের ক্রমোন্নতি এবং আশাপ্রদ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, আপনারা সকলেই অবহিত হইয়াছেন। ত্রিপুরার প্রাকৃতিক ধনভাণ্ডার অপর্য্যাপ্ত এবং অফুরন্ত। যক্ষের মত ধনের প্রহরাতে ধনের অপব্যবহারই সূচিত হয়। ত্রিপুরার একদিন ছিল যখন ত্রিপুরাবাসীগণ তৎকালোচিত রূপে সে ধন ব্যবহার করিয়া দেশকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। রাজমালা, ত্রিপুরা বুরঞ্জী, বৃহৎবঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে ত্রিপুরা শিল্পের সেই সুবর্ণ যুগের প্রকৃষ্ট পরিচয় আপনারা পাইবেন। আবার যে সে দিন ফিরিয়া আসিবে না, আবার যে কালের পরিবর্তনে কুটীর শিল্পের উন্নয়নের সহিত শ্রম-শিল্পের বিকাশ ত্রিপুরার স্বীয় বিলুপ্ত স্থান পুনরাধিকার করিবে না তৎসম্বন্ধে, নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। বাণিজ্য এবং ব্যবসায়ের প্রচেষ্টায় বিশেষতঃ ব্যাঙ্কিং, ইন্‌সিওরেন্স, ভেষজ দ্রব্যাদি এবং চা কৃষি প্রভৃতি ব্যবসায়ে ত্রিপুরা আজ আন্তঃপ্রাদেশিক খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। সে খ্যাতি তবেই ক্রমবর্দ্ধিত হইয়া চলিবে যদি ত্রিপুরা-বাসীগণ মসীজীবিকার মিথ্যামোহ অতিক্রম করিয়া কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেন। আজ ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহানগরীতে ত্রিপুরার শিল্প ও চারুকলা প্রদর্শনীর যে শুভানুষ্ঠান করা হইয়াছে তাহা যেন দর্শকগণের বিশেষতঃ ত্রিপুরাবাসীর একমাত্র চিত্তবিনোদনের এবং অলস ভাবে কালক্ষেপেরই স্থানে পর্য্যবসিত না হয় ইহাই আমার আন্তরিক কামনা। দেশে কি ছিল, কি আছে, কি হইতেছে এবং ভবিষ্যতে কি হইতে পারে--প্রদর্শনীর এই উদ্দেশ্যকে সফল করিবার চিন্তা সকলেই গভীরভাবে করিবেন, ইহা আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

আমার আর অধিক কিছু বলিবার নাই। অতঃপর আমি আশা করি; দেশকর্ম্মী শ্রীযুত কামিনী কুমার দত্ত মহাশয় জয়ন্তী উৎসবের সভাপতির কার্য নির্ব্বাহ করিবেন। ত্রিপুরার কুটীর শিল্পের উন্নয়ন, শ্রমশিল্পের প্রসার এবং ব্যবসায় ও বাণিজ্যে দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করিবার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত ত্রিপুরা শিল্প ও চারুকলা প্রদর্শনীর দ্বার মধুমাসে আজ শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদে ও সকলের শুভ কামনায় উদ্‌ঘাটিত হইল। তাঁহার অপার করুণা ও আশীর্ব্বাদ সমগ্র দেশবাসীর মস্তকে সহস্র ধারায় বর্ষিত হউক।

নিদর্শন--৮১

অনারারী ক্যাপ্টেন সনন্দ

শ্রীশ্রীহরি

পদ্মমোহর

B. B. K. Manikya

স্বস্তি--

বিষম-সমর-বিজয়ি মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস মহারাজা মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর, কে, সি, এস্, আই নরপতেরাদেশোহয়ং কারকবর্গেষু প্রচরতু পরমস্য বিরাজতে রাজধানী হস্তিনাপুরী,

সরকার আগরতলা, স্বাধীন ত্রিপুরা। অনারারী লেফটেন্যান্ট কুমার শ্রীলশ্রীমান রমেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা, বাহাদুরকে ত্রিপুরা মিলিটারী ফোর্সের "অনারারী ক্যাপ্টেন" হুদ্দা প্রদান করা গেল। আমানত দেওয়ানত বহাল রাখিয়া উক্ত খেদ্‌মত করিতে থাকুক, ইতি। সন ১৩৫০ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ২৩শে আশ্বিন।

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

নিদর্শন—৮২

পুত্রের যৌবরাজ্যে অভিষেক অনুষ্ঠানে রাজকীয় নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীহরি

বিহিত সম্মান পুরঃসর সবিনয় নিবেদন,

সন ১৩৫০ ত্রিপুরাব্দের আগামী ২৯শে অগ্রহায়ণ (১৫ ই ডিসেম্বর, ১৯৪০ ইং) তারিখে স্বাধীন ত্রিপুরার চিরাচরিত খান্দান এবং শাস্ত্রীয় বিধানানুযায়ী, মদীয় পুত্র পরমকল্যাণবর মহারাজকুমার শ্রীলশ্রীমান কিরীট বিক্রমকিশোর দেববর্ম্মার ত্রিপুরার যৌবরাজ্যে শুভাভিষেক সংক্রান্ত দরবার ও উৎসবাদি অত্র রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হইবে।

অতএব বিনীত প্রার্থনা, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক উক্ত শুভানুষ্ঠান উপলক্ষে মমালয়ে আগমন করতঃ উৎসবের শ্রীবর্দ্ধন করিয়া অনুগৃহীত ও কৃতার্থ করিলে অত্যন্ত আনন্দের কারণ হইবে, ইতি। সন ১৩৫০ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ১৪ই কার্ত্তিক।

উজয়ন্ত রাজপ্রসাদ,
রাজধানী আগরতলা,
ত্রিপুরা রাজ্য।

শ্রীবীরবিক্রম মাণিক্য

নিদর্শন—৮৩

যুবরাজী টীকা উপলক্ষে নজর-দরবারে আমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীহরি

সেহা নং ৪৯৬ এম্-টি

রাজধানী আগরতলা
স্বাধীন ত্রিপুরা

শ্রীকৃষ্ণ
আজ্ঞা

শ্রীযুত ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত তালুকদার
সাং আগরতলা।

সমাজ্ঞেয়ং কার্য্যঞ্চ পরং,

শ্রীলশ্রীমান মহারাজ কুমার কিরীট বিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুরের শুভ যুবরাজী টীকা উপলক্ষে নজর দরবারের সময় অগ্রহায়ণ মাসের ২৯শে তারিখ, রবিবার, অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা ধার্য্য করা হইয়াছে।

অতএব লিখা যায় তুমি যথাসময়ে উক্ত শুভ দরবারে উপস্থিত হইবা, ইতি সন ১৩৫০ ত্রিং, তারিখ ১২ই অগ্রাহয়ণ।

শ্রীকমলা প্রসাদ দত্ত
চিফ্ সেক্রেটারী

রাজা ও রাজখান্দান, কুলাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজসংসার

বিশেষ দ্রষ্টব্য

রাজধানীতে আপনার অবস্থান ও আহারাদির ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই সম্বন্ধে সবিশেষ পশ্চাৎ জানান যাইবে। রিজার্ভ থানার সম্মুখস্থ আখাউড়া রাস্তার পার্শ্বে অনুসন্ধান আফিসে আপনার থাকিবার স্থান ও অন্যান্য বিষয়ে আবশ্যক সংবাদাদি পাওয়া যাইবে। সকলেরই বিছানাপত্রাদি আবশ্যক জিনিষ সঙ্গে আনা সুবিধাজনক হইবে। প্রত্যেকের সঙ্গে সাধারণতঃ একজন ভৃত্য আসিবে ধরিয়া নিয়া বন্দোবস্ত করা যাইতেছে। ২২শে অগ্রহায়ণ মধ্যে আপনার আগরতলা পৌঁছার সময় জ্ঞাপন করিবেন। আখাউড়া হইতে আগরতলা পর্য্যন্ত মোটর সার্ভিস আছে কিন্তু এই উপলক্ষ্যে বিশেষ ভিড় হইবার সম্ভাবনা। সরকার হইতে যানবাহনের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না। এতৎসঙ্গীয় টিকিট মোটর কোম্পানী আফিসে উপস্থিত করিলে কোম্পানী সত্বরতার সহিত মোটরের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন এবং এই টিকিট দ্বারা রাজ-প্রাসাদাদি দর্শন করাও চলিবে। মোটরাদির ব্যয় বাবৎ প্রত্যেক নিমন্ত্রিতের জন্য মং ২৲ টাকা হিসাবে দেওয়া যাইবে। ২৮শে অগ্রহায়ণ তারিখ পূর্ব্বাহ্নে সকলেরই আগরতলায় উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। তদ্দ্বারা পূর্ব্বদিবসই নজরের লিষ্ট প্রস্তুত হইয়া, রসিদ প্রদানে নজর সংগৃহীত হওয়ার ও দরবারের কার্য্যবিধির সুবিধা হইবে। উক্ত সংগৃহীত নজর, দরবার মণ্ডপে এক বা ততোধিক বিভাগের, একত্রে সংসৃষ্ট বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক বা এসিষ্ট্যান্ট ম্যানেজার সহ, নজরদাতাগণ দাখিল করিবেন। ব্যবসায়ী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর নজর পৃথক পৃথক ভাবে উত্তরাগে প্রদত্ত হইবে। তালুকদার ও জোতদারগণ নিজ নিজ দেয় বার্ষিক রাজস্বের শতকরা ১০৲ দশ টাকা হিসাবে নজর দাখিল করিবেন। এই হিসাবে নজরের পরিমাণ ৭৲ টাকার ন্যূন হইলে দেয় নজরের পরিমাণ ৭৲ সাত টাকা হইবে। সর্ব্বোচ্চ নজরের পরিমাণ ১৫১৲ টাকা ধার্য্য হইয়াছে। কিন্তু কেহ নির্দ্দিষ্ট হারের অতিরিক্ত নজর দিতেও কোন বাধা নাই। রৌপ্য বা স্বর্ণমুদ্রায় নজর গৃহীত হইবে অন্য কোন দ্রব্যাদি নজর গৃহীত হইবে না। ব্যবসায়ীগণ ও অন্যান্য সম্প্রদায় নিজ নিজ মর্য্যাদানুযায়ী উপযুক্ত নজর দাখিল করিবেন। নিমন্ত্রিত ভদ্র মহিলাগণ এবং যাঁহারা বার্দ্ধক্য, অসুস্থতা বা অন্যবিধ কারণে দরবারে যোগদান অসমর্থ হইবেন তাঁহারা প্রতিনিধি প্রেরণ করিবেন।

নজর দরবার ও তৎপরবর্ত্তী শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের সান্ধ্য প্রীতিভোজে দরবার পোষাকে উপস্থিত হইতে হইবে। কালা বা সাদা রঙ ভিন্ন শিরস্ত্রাণ (পাগড়ী), কাল রঙ ভিন্ন আচকান, চোগা বা চাপকান, পায়জামা বা পেন্টালুন দরবারের জন্য নির্দ্দিষ্ট পোষাক বটে। যেকেহ ইচ্ছা করিলে অনুসন্ধান আফিসে ১৸০ মূল্যে বাঁধান শিরস্ত্রাণ খরিদ করিতে পারিবেন। ১৩।৮।১৩৫০ ত্রিপুরাব্দ।

শ্রীকমলা প্রসাদ দত্ত
চিফ্ সেক্রেটারী

নিদর্শন--৮৪

রাজগুরুগৃহ শ্রীপাটের প্রভুগোস্বামীগণের মধ্যে দাবিদাওয়ার তর্কের মীমাংসা

নং ২৪৩

শ্রীবীরবিক্রম মাণিক্য

১৮।১২।৫০

আদেশ

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর, কে, সি, এস, আই, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি সন ১৩৫০ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ১৮ই চৈত্র

যেহেতু মাতা ঈশ্বরীর আদ্যশ্রাদ্ধ ক্রিয়া উপলক্ষে প্রভুগোস্বামীগণের মধ্যে কে গুরুর আসনে উপবেশন করিবেন তৎসম্বন্ধে তাঁহাদিগের মধ্য হইতে বিভিন্ন দাবী উপস্থিত করা হইয়াছে এবং যেহেতু উক্ত এবং অন্যবিধ

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

দাবীর তর্কাদির মীমাংসা হওয়া বাঞ্ছনীয়, অতএব পার্শ্বলিখিত ব্যক্তিগণের মন্তব্যানুসারে

এপক্ষের আদেশ হইল যে,

১। কুমার শ্রীলশ্রীযুত যতীন্দ্র মোহন দেববর্ম্মা বাহাদুর
২। রাজা রাণা বোধজঙ্গ বাহাদুর
৩। রায় দেওয়ান শ্রীযুত কমলা প্রসাদ দত্ত বাহাদুর
৪। ঠাকুর সাহেব শ্রীযুত ভগবান চন্দ্র দেববর্ম্মা
৫। শ্রীযুত সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১। মাতা ঈশ্বরীর আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে গুরুর উদ্দেশে গুরুপূজা করা হইবে তবে প্রভু-গোস্বামীগণ শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত থাকিতে পারেন। এপক্ষের উপনয়ন-গুরু ৺হরিলাল প্রভুর পুত্রগণ গুরুপূজার সামগ্রী প্রাপ্ত হইবেন।

২। গুরুপূজার সামগ্রী ব্যতীত, গুরুর প্রাপ্য অন্যান্য সামগ্রী নিম্নোক্তরূপে বিভক্ত হইবে :--

৺রাধালাল প্রভুর সন্তানগণ --চারি আনা
৺গোবিন্দলাল প্রভুর সন্তানগণ --চারি আনা
৺হরিলাল প্রভুর সন্তানগণ --চারি আনা
বিশেষ ক্ষেত্রগণ্যে ৺জয়লাল প্রভুর পুত্র শ্রী নিতাইদাস প্রভু --চারি আনা

৩। রাজ গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত ৺বেনোয়ারীলাল প্রভুর অধস্তন গুরুবংশগণের মধ্যে যিনিই বয়োজ্যেষ্ঠ হইবেন, তিনিই এরাজ্যের ভাবুক মহালের উপসত্ত্ব ভোগ করিবেন। ইতি

নিদর্শন--৮৫

ত্রিপুরা রাজ্যে রবীন্দ্রনাথের অশীতিতম জন্মবার্ষিকীর জয়ন্তী উৎসব পালন সম্বন্ধে

শ্রীবীরবিক্রম মাণিক্য

আদেশ

দরবার বিমল-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মহারাজ
মাণিক্য স্যার বীর বিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর কে, সি, এস্, আই এলাকে
স্বাধীন ত্রিপুরা রাজধানী আগরতলা, ইতি। সন ১৩৫০ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ২২শে চৈত্র

যেহেতু বাঙ্গালার তথা সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরব বিশ্ববরেণ্য জনপ্রিয় কবি শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আগামী অশীতিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এরাজ্যে জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হওয়া এপক্ষের অভিপ্রেত অতএব আদেশ হইল যে--

১। মহামান্যবর মহারাজ কুমার শ্রীলশ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর
২। উজির ঠাকুর শ্রীযুত কমল কৃষ্ণ দেববর্ম্মা
৩। শ্রীযুত সত্যরঞ্জন বসু বি, এ,
৪। শ্রীযুত দেবেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়, এম, এ., বি, এল
৫। শ্রীযুত ভূপেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম, এ,

উক্ত জয়ন্তী উৎসব সুষ্ঠুরূপে সম্পাদনার্থ পার্শ্বলিখিত ব্যক্তিগণ দ্বারা একটি কমিটি নিযুক্ত করা যায়, ইতি।

নিদর্শন--৮৬

অসাম্প্রদায়িকতার গৌরবে উজ্জ্বল ত্রিপুরার ঐতিহ্য সংরক্ষণ সম্বন্ধে নববর্ষের ঘোষণা

B. B. K. Manikya

নং ২৪৬

১।১।৫১

রোবকারী

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর, কে, সি, এস্, আই, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি। সন ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ১লা বৈশাখ

নববর্ষের মঙ্গল প্রত্যুষে আমি আমার প্রিয় প্রজাবৃন্দের মঙ্গল ও উন্নতি কামনা করিতেছি। শ্রীভগবানের কৃপায় এই নববর্ষ জয়শীল ব্রিটনের পক্ষে অধিকতর জয়প্রদ হউক এবং বর্ত্তমান যুদ্ধে ব্রিটনের চূড়ান্ত জয়-লাভকে ত্বরান্বিত করিবার জন্য আমার রাজ্যের সর্ব্বসাধারণের আন্তরিক সাহায্য ও সমর্থন নববর্ষে উপযুক্ত-রূপে বর্দ্ধিত ও শক্তিশালী হউক।

অভাবনীয় ভাগ্য বিপর্য্যয়ের ফলে আজ যে সব আশ্রয়হীন নরনারী, বালক, বৃদ্ধ এরাজ্যে আশ্রয়লাভ করিয়াছে, আজ এই নববর্ষে মনুষ্যচিত সমবেদনার সহিত তাহাদের কথা স্মরণ করিতেছি এবং আমি আশা করি তাহারা সকলেই অচিরে পুনরায় স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় সুস্থিত হইবে। এই প্রাচীনতম ত্রিপুরা রাজ্যের পবিত্র ইতিহাস চিরদিন অসাম্প্রদায়িকতা গৌরবে উজ্জ্বল এবং ত্রিপুরেশ্বরগণের জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে বিপন্নকে আশ্রয়দানের পুণ্য কাহিনীতে পরিপূর্ণ। আমার প্রাতঃস্মরণীয় পূর্ব্বপুরুষ রাজর্ষি গোবিন্দমাণিক্য কর্ত্তৃক প্রবল প্রতাপান্বিত মোগল সম্রাট ঔরংজীবের কোপভাজন সাহসুজাকে আশ্রয়দান সর্ব্বজনবিদিত ঐতিহাসিক ঘটনা।

অদ্যাপি কুমিল্লার সুজা মসজিদ আমার মহিম্ন পূর্ব্বপুরুষের উদার আশ্রিত বাৎসল্যের স্মৃতি বহন করিতেছে। সর্ব্বদা, সর্ব্বক্ষেত্রে, সর্ব্বতোভাবে আমার বংশ পরম্পরাগত এই আশ্রিত সংরক্ষণরূপ কুলধর্ম্মকে গ্লানি মুক্ত রাখিতে আমি দৃঢ় সংকল্প।

এই বৃহৎ মানব সমাজের সকল বিপন্ন ও আশ্রয়প্রার্থীই আমার দৃষ্টিতে সমান। ব্যবহার ক্ষেত্রে এই সমতা রক্ষার্থে আমি এবং আমার গভর্নমেন্ট চির সচেতন।

এরাজ্যের সর্ব্বসাধারণকে তাহাদের চিরন্তন সদ্ভাবের মহান ঐতিহ্য স্মরণ করাইয়া আজ নববর্ষে আমি তাহাদিগকে ঐক্য ও প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আহ্বান করিতেছি।

বর্ত্তমানে এরাজ্যের আশ্রিত অসংখ্য দুর্গতকে সেবা সাহায্য ও সান্ত্বনাদানে এবং নানাপ্রকারে উঁহাদের অবস্থার উন্নতি বিধানে হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত প্রয়াস আমার বিশেষ আনন্দের কারণ হইয়াছে। আমি আমার হিন্দু মুসলমান প্রজাবর্গের এই মনুষ্যচিত আচরণে গর্ব্বিত। জগদীশ্বর আমার সর্ব্বশ্রেণীর প্রজা ও আশ্রিতবর্গের মৈত্রী ও শুভবুদ্ধিকে অক্ষয় করুন, ইতি।

নিদর্শন--৮৭

বিশ্ববরেণ্য মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ত্রিপুরাধিপতি প্রদত্ত "ভারত-ভাস্কর" উপাধির মানপত্র

নং ২৫২

রাজলাঞ্ছন

পদ্মমোহর

শ্রীবীরবিক্রম মাণিক্য

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস মহারাজ মাণিক্য সার বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর কে, সি, এস, আই। এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য।

নরপতেরাদেশোয়ং কারকবর্গেষু প্রচরতু পরমস্যা বিরাজতে রাজধানী--হস্তিনাপুরী। ইতি--
১৩৫১ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ২৫শে বৈশাখ

যেহেতু বাঙ্গালার তথা সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরব বিশ্ববরেণ্য জনপ্রিয় কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অশীতিতম জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে জয়ন্তী উৎসব হওয়া এপক্ষের অভিপ্রেত--

যেহেতু মর্ত্ত্য দেহে অমৃতের অনুসন্ধানই মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ--'মর্ত্ত্যোহমৃতো ভবতি এতাবদনুশাসনম্', ঋষিরা কাব্যের ভিতর দিয়া ভগবদ্‌সত্তাকে উপলব্ধি করিবার সুযোগ জগতকে দিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথের বাল্য-রচনায় অঙ্কুরোদ্গত সেই অমর জ্যোতিঃপ্রকাশ এরাজ্যের তদানীন্তন অধীশ্বর, এপক্ষের প্রপিতামহ গুণীরসিক মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরকে আকর্ষণ করায়--তিনিই তরুণ রবিকে রাজ অভিনন্দনে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন--

যেহেতু এপক্ষের পিতামহ ত্রিপুরারাজ্যে নবযুগ-আলোকবাহী মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের সহিত অকৃত্রিম সৌহাদ্যবন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া কবিবর নিরবচ্ছিন্নভাবে সাহিত্যে, কাব্যে ও চিন্তাধারায় এরাজ্যের কল্যাণকামনা করিয়া আসিতেছেন--

যেহেতু কবিবরের সপ্ততিতম জয়ন্তী উৎসবে কলিকাতা নগরীতে হোতৃকার্য্যে বৃত হইবার গৌরবলাভ এপক্ষের হইয়াছিল, তদ্ধেতু অশীতিতম জন্ম-বার্ষিকী দিবসে ভারতীয় কৃষ্টি ও সাধনার আলোকস্তম্ভ স্বরূপ কবিবরকে তদীয় পরিণত প্রতিভা-যুগে সসম্ভ্রমে অভিনন্দিত করা ত্রিপুর-রাজের কর্ত্তব্য--
"জ্যোৎস্নাভিরাহত মহদ্ধৃদয়ান্ধকারম্"--

অতএব

এই উৎসব জয়ন্তীকে চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত
কবি শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়কে
"ভারত-ভাস্কর"
আখ্যায় ভূষিত করা যায়;--

এবং

শ্রীভগবান তদীয় আশীর্ব্বাদে কবিবরকে সুস্থদেহে
শতবর্ষ ভোগ করিবার সুযোগ দান করুন।

নিদর্শন--৮৮

"জ্যোতিষ-রত্নাকর" উপাধির সনন্দ

শ্রীশ্রীহরি

পদ্মমোহর

শ্রীবীরবিক্রম মাণিক্য

স্বস্তি--

বিষম-সমর-বিজয়ি মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মহারাজা মাণিক্য স্যার বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর, কে, সি, এস, আই, নরপতেরাদেশোহয়ং কারকবর্গেষ্ প্রচরতু পরমস্য বিরাজতে রাজধানী হস্তিনাপুরী,

সরকার আগরতলা, স্বাধীন ত্রিপুরা। সাকিন আগরতলা নিবাসী শ্রীযুত গুরুচরণ আচার্য্যকে "জ্যোতিষ রত্নাকর" উপাধি প্রদান করা গেল। আমানত দেওয়ানত বহাল রাখিয়া উক্ত খেদমত করিতে থাকুক, ইতি--। সন ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দ তারিখ ৬ই জ্যৈষ্ঠ।

নিদর্শন--৮৯

'চৌধুরী' হুদ্দার সনন্দ

শ্রীশ্রীহরি

পদ্মমোহর

শ্রীবীরবিক্রম মাণিক্য

স্বস্তি--

বিষম-সমর-বিজয়ি মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মহারাজা মাণিক্য স্যার বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর, কে, সি, এস, আই, নরপতেরাদেশোহয়ং কারকবর্গেষ্ প্রচুরত, পরমস্য বিরাজতে রাজধানী হস্তিনাপুরী।

সরকার আগরতলা, স্বাধীন ত্রিপুরা, উদয়পুর বিভাগান্তর্গত ফুলকুমারী নিবাসী মৃত ঈশ্বর চন্দ্র চৌধুরীর পুত্র শ্রীরাজপ্রসাদ চৌধুরীকে উদয়পুর বিভাগের "চৌধুরী" হুদ্দা প্রদান করা গেল। আমানত দেওয়ানত বহাল রাখিয়া উক্ত খেদমত্ করিতে থাকুক, ইতি--। সন ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দ তারিখ ২৪শে ফাল্গুন।

নিদর্শন--৯০

শ্রীবীরবিক্রম মাণিক্য

রিয়াং সম্প্রদায়ের "রায়" হুদ্দা প্রদানের সনন্দ

স্বস্তি--

বিষম-সমর-বিজয়ি মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মা মাণিক্য বাহাদুর নরপতেরাদেশোহয়ং কারকবর্গেষু প্রচুরত্ন, পরমস্য বিরাজতে রাজধানী হস্তিনাপুরী,

সরকার আগরতলা, স্বাধীন ত্রিপুরা, বিলনীয়া এলাকাস্থ বগাফা নিবাসী ৺আমানিয়া বড় ওঝাই এর পুত্র শ্রীখগেন্দ্র কুমার চৌধুরীকে "রিয়াং" সম্প্রদায়ের 'রায়' হুদ্দা প্রদান করা গেল। আমানত দেওয়ানত বহাল রাখিয়া উক্ত খেদমত করিতে থাকুক, ইতি। সন ১৩৫৩ ত্রিং, তারিখ ১৭ই কার্ত্তিক।

নিদর্শন--৯১

বার্ষিক 'কের' পূজা সম্বন্ধে প্রতিপাল্য বিষয়াদির বিজ্ঞাপন

ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট
রাজধানী আগরতলা
(বিশেষ সংখ্যা)
১৩৫৪ ত্রিপুরাব্দ; ২৭শে আষাঢ়, মঙ্গলবার

ত্রিচত্বারিংশ ভাগ আষাঢ় বিশেষ সংখ্যা

মন্ত্রী পরিষদ আফিস
বিজ্ঞাপন

শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের আদেশানুসারে আগামী ৩০শে আষাঢ়, শুক্রবার রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় কের আরম্ভ হইয়া ৩২শে আষাঢ়, রবিবার পূর্ব্বাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় শেষ হইবে। কেরের সীমানার নিম্নলিখিতরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

১। কেরের সীমানা নূতন হাবেলী।

১। উত্তরে--জেইলখানার পশ্চিম দক্ষিণ দিকস্থ তেমুনী হইতে বরাবর উত্তরে এবং তৎপর প্রাসাদ প্রতোলী চৌমুহনী পর্য্যন্ত গাঙ্গাইল রোড, এবং তথা হইতে দক্ষিণদিকে রাজবাড়ীর উত্তর গেইট পর্য্যন্ত প্রাসাদ প্রতোলী রোড, তথা হইতে পশ্চিমদিকে মহিম কর্নেলের বাড়ীর পূর্ব্ব সড়কের তেমুনী পর্য্যন্ত উত্তর গেইটের পশ্চিম সড়ক, এবং ঐ তেমুনী হইতে দক্ষিণ দিকে মান্যবর রাজা রাণা বাহাদুরের বাড়ীর পশ্চিমদিকের সড়কের তেমুনী পর্য্যন্ত রাজবাড়ীর পশ্চিমদিকের সড়ক তথা হইতে ট্রেঞ্চিং গ্রাউণ্ড রোড তেমুনী পর্য্যন্ত কৃষ্ণনগর রোড।

২। পশ্চিমে--কৃষ্ণনগর রোড ও ট্রেঞ্চিং গ্রাউণ্ড রোডে মিলিত তেমুনী হইতে দক্ষিণদিকে আখাউরা খালের উপরে পাকা পুল পর্য্যন্ত ট্রেঞ্চিং গ্রাউণ্ড রোড।

৩। দক্ষিণে--আখাউরা খালের উপরে ট্রেঞ্চিং গ্রাউণ্ড রোডের পাকা পুল হইতে পূর্ব্বদিকে পুরাতন থানার উত্তর দিকস্থ কাঠের পুল পর্য্যন্ত আখাউরা খাল।

৪। পূর্ব্বে--পুরাতন থানার উত্তরদিকস্থ কাঠের পুল হইতে উত্তর দিকে ইটখোলা রোডের তেমুনী পর্য্যন্ত থানা রোড, এবং তথা হইতে বরাবর পূর্ব্বদিকে জেইল খানার পশ্চিম দক্ষিণ দিকস্থ তেমুনী পর্য্যন্ত ইটখোলা রোড।

প্রকাশ থাকে যে ৺চতুর্দ্দশ দেবতার বাড়ী হইতে কেরখলা পর্য্যন্ত যাতায়াতের জন্য জেইল খানার পশ্চিম উত্তরে শ্রীযুত বসন্ত কুমার ঠাকুরের বাড়ীর পূর্ব্বদিকস্থ তেমুনী হইতে (জেইল খানার উত্তর পূর্ব্বদিক দিয়া) ধলেশ্বর রোডে চৌমুনী পর্য্যন্ত নূতন গাঙ্গাইল রোড তথা হইতে ধলেশ্বর রোড এবং তৎপর পুরান আগরতলা ধোপাখলা পর্য্যন্ত পুরাতন আগরতলা রোড কেরের সীমানা ভুক্ত থাকিবে।

২। কেরের সীমানা--আগরতলা পুরাতন হাবেলী

১। উত্তরে--হাওড়া নদী।

২। পূর্ব্বে--হাওড়া নদী।

৩। দক্ষিণে--উজীর বাড়ীর দক্ষিণের সড়ক ও ঐ সড়ক সমসূত্রে পূর্ব্বদিকে নদী পর্য্যন্ত এবং পশ্চিম দিকে ঐ সড়ক সমসূত্রে ছড়া পর্য্যন্ত লাইন।

৪। পশ্চিমে--ধোপাখোলার পশ্চিমের ছড়া ও তাহার পূর্ব্ব তীরের সমসূত্রে উত্তর দক্ষিণ লাইন।

৩। যে সমস্ত রাস্তা, গোপাট, নদী, ছড়া ও খাল দিয়া কেরের সীমানা পড়িয়াছে ঐ সকল রাস্তা, গোপাট, নদী, ছড়া ও খাল কেরের সীমানার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, কিন্তু নূতন হাবেলী কেরের পশ্চিম সীমানা আখাউরা খালের উপর পাকা পুল হইতে কৃষ্ণনগর রোডের চৌমুনী পর্য্যন্ত ট্রেঞ্চিং গ্রাউণ্ড রোড, এবং দক্ষিণ সীমানার আখাউরা খাল কেরের বহির্ভূত থাকিবে।

প্রতিপাল্য নিয়ম

১। কেরের সময় কেরের সীমা মধ্যে কোন লোকের জন্ম মৃত্যু হইলে কের ভঙ্গ হয়। যাহাতে তদ্রূপ ঘটনা ঘটিবার আশংকা না থাকে তজ্জন্য আসন্ন প্রসবা স্ত্রীলোক ও মৃত্যু আশঙ্কিত রোগীকে পূর্ব্বেই কেরের সীমানার বাহিরে নেওয়া কর্ত্তব্য।

২। কেরের সময় কেরের সীমা মধ্যে নৃত্যগীতাদি আমোদজনক বা কোলাহলপূর্ণ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে পারিবে না। গো, মহিষ, ছাগল ও গৃহপালিত পশু ইত্যাদি কেরের সময় প্রকাশ্য স্থানে বাহির করা কিম্বা ছাড়িয়া দেওয়া নিষিদ্ধ। কেরের সময় কেরের সীমার অভ্যন্তরস্থ লোক বাহিরে যাইতে কিম্বা বাহিরের লোক সীমার ভিতরে আসিতে পারিবে না। কেরের সময় ছাতা, খড়ম, বিনামা, জামা ও শিরস্ত্রাণ ব্যবহার নিষিদ্ধ।

৩। কেরের চির প্রচলিত অন্যান্য নিয়ম সাধারণের পালনীয়। তাহার অন্যথাচরণ করিলে বিধানানুসারে দণ্ডনীয় হইবে, ইতি। সন ১৩৫৪ ত্রিং ২৫শে আষাঢ়।

শ্রীত্রিবেণী কান্ত গুপ্ত
সেক্রেটারী
মন্ত্রী পরিষদ
২৫।৩।১৩৫৪ ত্রিং

শ্রীরাণা বোধজঙ্গ
সভাপতি (প্রধান মন্ত্রী)
মন্ত্রী পরিষদ

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা
দান দেবার্চন বিভাগ

মেমো নং ১। ১৩৫৪ ত্রিং

শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মানিক্য বাহাদুরের আদেশানুসারে আগামী ৩০শে আষাঢ়, শুক্রবার রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় কের আরম্ভ হইয়া ৩২শে আষাঢ়, রবিবার পূর্ব্বাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় শেষ হইবে। কেরের সীমানা নিম্নলিখিতরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

১। কেরের সীমানা নূতন হাবেলী

১। উত্তরে--জেইলখানার পশ্চিমে দক্ষিণ দিকস্থ তেমুনী হইতে বরাবর উত্তরে এবং তৎপর প্রাসাদ প্রতোলী রোড, তথা হইতে পশ্চিমদিকে মহিম কর্নেলের বাড়ীর পূর্ব্ব সড়কের তেমুনী পর্য্যন্ত উত্তর গেইটের পশ্চিম সড়ক, এবং ঐ তেমুনী হইতে দক্ষিণদিকে মান্যবর রাজা রাণা বাহাদুরের বাড়ীর পশ্চিমদিকের সড়কের তেমুনী পর্য্যন্ত রাজবাড়ীর পশ্চিমদিকের সড়ক, তথা হইতে ট্রেঞ্চিং গ্রাউণ্ড রোড তেমুনী পর্য্যন্ত কৃষ্ণনগর রোড।

২। পশ্চিমে--কৃষ্ণনগর রোড ও ট্রেঞ্চিং গ্রাউণ্ড রোডে মিলিত তেমুনী হইতে দক্ষিণদিকে আখাউরা খালের উপরে পাকা পুল পর্য্যন্ত ট্রেঞ্চিং গ্রাউণ্ড রোড।

৩। দক্ষিণে--আখাউরা খালের উপরে ট্রেঞ্চিং গ্রাউণ্ড রোডের পাকা পুল হইতে পূর্ব্বদিকে পুরাতন থানার উত্তর দিকস্থ কাঠের পুল পর্য্যন্ত আখাউরা খাল।

৪। পূর্ব্বে--পুরাতন থানার উত্তর দিকস্থ কাঠের পুল হইতে উত্তর দিকে ইটখোলা রোডের তেমুনী পর্য্যন্ত থানা রোড, এবং তথা হইতে বরাবর পূর্ব্ব দিকে জেইল খানার পশ্চিমে দক্ষিণ দিকস্থ তেমুনী পর্য্যন্ত ইটখোলা রোড।

প্রকাশ থাকে যে ৺চতুর্দ্দশ দেবতার বাড়ী হইতে কেরখলা পর্য্যন্ত যাতায়াতের জন্য জেইল খানার পশ্চিম উত্তরে শ্রীযুত বসন্ত কুমার ঠাকুরের বাড়ীর পূর্ব্ব দিকস্থ তেমুনী হইতে (জেইল খানার উত্তর ও পূর্ব্ব দিক দিয়া) ধলেশ্বর রোডে চৌমুনী পর্য্যন্ত নূতন গাঙ্গাইল রোড তথা হইতে ধলেশ্বর রোড এবং তৎপর পুরাতন আগরতলা ধোপাখোলা পর্য্যন্ত পুরাতন আগরতলা রোড কেরের সীমানাভুক্ত থাকিবে।

২। কেরের সীমানা--আগরতলা পুরাতন হাবেলী

১। উত্তরে--হাওড়া নদী।

২। পূর্ব্বে--হাওড়া নদী।

৩। দক্ষিণে--উজীর বাড়ীর দক্ষিণের সড়ক ও ঐ সড়ক সমসূত্রে পূর্ব্ব দিকে নদী পর্য্যন্ত এবং পশ্চিম দিকে ঐ সড়ক সমসূত্রে ছড়া পর্য্যন্ত লাইন।

৪। পশ্চিমে--ধোপাখোলার পশ্চিমের ছড়া ও তাহার পূর্ব্ব তীরের সমসূত্রে উত্তর দক্ষিণ লাইন।

৩। যে সমস্ত রাস্তা, গোপাট, নদী, ছড়া ও খাল দিয়া কেরের সীমানা পড়িয়াছে ঐ সকল রাস্তা, গোপাট, নদী, ছড়া ও খাল কেরের সীমানার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, কিন্তু নূতন হাবেলী কেরের পশ্চিম সীমানা আখাউরা খালের উপর পাকা পুল হইতে কৃষ্ণনগর রোডের চৌমুনী পর্য্যন্ত ট্রেঞ্চিং গ্রাউণ্ড রোড, এবং দক্ষিণ সীমানার আখাউরা খাল কেরের বহির্ভূত থাকিবে।

রাজা ও রাজখান্দান, কুলাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজসংসার
প্রতিপাল্য নিয়ম

১। কেরের সময় কেরের সীমানা মধ্যে কোন লোকের জন্ম বা মৃত্যু হইলে কের ভঙ্গ হয়। অতএব পূর্ব্ব হইতে এতৎসম্বন্ধে অনুসন্ধানক্রমে কোন আসন্ন প্রসবা কিম্বা রুগ্ন আসন্ন মৃত্যু ব্যক্তি থাকিলে তাহাদিগকে কের আরম্ভের পূর্ব্বেই স্থানান্তরিত করিবার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

২। কেরের সময় কেরের সীমানা মধ্যে কোন প্রকার নৃত্য, গীত, বাদ্য, আমোদ প্রমোদ হইতে পারিবে না এবং গো, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি প্রকাশ্য স্থানে যাতায়াত করিতে পারিবে না। কেহ ছাতা, খড়ম, বিনাশা, শিরস্ত্রাণ ও জামা ব্যবহার করিতে পারিবে না।

৩। কেরের সময় কেরের সীমানার ভিতরের লোক বাহিরে যাইতে কিম্বা বাহিরের লোক ভিতরে আসিতে পারিবে না।

৪। দান দেবার্চ্চন বিভাগের ও সদর দেউড়ীর পদাতিকগণ, সদর কাছারির পদাতিক, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পুলিশ কর্ম্মচারী এবং পাহারার সিপাহী, বরকন্দাজগণ, হাতীর মাহুত এবং ঘোড়ার সহিসগণ, আলঙ্গের রন্দিয়াগণ, ত্রিপুরা দেবার্চ্চনের কার্য্যকারক ঠাকুর সাহেব এবং অপর যে যে ব্যক্তিকে দান দেবার্চ্চন বিভাগ হইতে বিশেষভাবে অনুমতি দেন, তাহারা ভিন্ন অন্য কোন লোক কেরের সময় উক্ত সীমানার মধ্যবর্ত্তী স্থানে যাতায়াত করিতে পারিবে না।

৫। উপরোক্ত বিষয়গুলি উপযুক্ত লোকাদিদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানাইয়া দেওয়া এবং ঢোল শহরত দ্বারা নূতন হাবেলী পুরাতন হাবেলী এবং রানীগঞ্জ বাজারে প্রচার করা যাহাতে এই সমস্ত নিয়ম প্রতিপালিত হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা এবং প্রথম দফার লিখিত বিষয় তদন্ত ও তৎসংশ্রবে যাহা কর্ত্তব্য হয় তদুপায় অবলম্বন করা ইত্যাদি কার্য্যে ও উপযুক্ত পুলিশ কর্ম্মচারী নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে বিহিত করার বাসনায় ইহার প্রতিলিপি মন্ত্রী অফিস, রাজস্ব বিভাগে প্রেরিত হয়। প্রথম দফায় লিখিত বিষয় অনুসন্ধান সম্পর্কে রন্দিয়াগণ দ্বারা ঠাকুর পরিবার, মণিপুরী ও ত্রিপুরা বসতীর কার্য্য সম্পন্ন হইবে। এতদুদ্দেশ্যে ইহার প্রতিলিপি রন্দিয়া আলঙ্গে পাঠান যায় এবং নিম্নলিখিত সময়মতে তোপধ্বনি করার বাসনায় অপর প্রতিলিপি মিলিটারী অফিসে স্টেট গেজেটে প্রচারের বাসনায় এক প্রতিলিপি গেজেট অফিসে পাঠান যায়।

বর্ত্তমান সনের কের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপ সময় নির্দ্ধারণ করা গেল:--

৩০শে আষাঢ়, শুক্রবার রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় কের আরম্ভ হইবে এবং তখনই তোপধবনি হইবে।

৩১শে আষাঢ়, শনিবার ভোর ৫টার সময় কেরের বিশ্রাম হইবে, এই বিশ্রাম সময়েও কেহ কেরের সীমানা লঙ্ঘন করিতে পারিবে না।

৩১শে আষাঢ়, শনিবার পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকার সময় কের আরম্ভ হইবে। তখনই তোপধবনি হইবে। ৩১শে আষাঢ় শনিবার অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময় কেরের বিশ্রাম হইবে। এই সময়ের তোপধ্বনি নাগরী পূজার পরে হইবে। এই বিশ্রাম সময়েও কেহ কেরের সীমানা লঙ্ঘন করিতে পারিবে না।

৩১শে আষাঢ়, শনিবার রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় পুনরায় কের আরম্ভ হইবে। তখনই তোপধবনি হইবে।

৩২শে আষাঢ়, রবিবার ভোর ৫টার সময় কের ছাড়িবে। তখনই তোপধ্বনি হইবে।

অত্র মেমোতে কের আরম্ভের যে যে সময় নির্দ্ধারণ করা হইল দিবাভাগে তাহার অর্দ্ধ ঘন্টা পূর্ব্বে প্রত্যেক বারের জন্য খবরদারী তোপধ্বনি হইবে।

রাত্রিতে খবরদারী তোপ দেওয়া হইবে না। ১০ ঘটিকার সময় কের আরম্ভের তোপধবনি হইবে, ইতি।
১৩৫৪ ত্রিং ১৭ই আষাঢ়

শ্রীবিপিনবিহারী দেববর্ম্মা
সেক্রেটারী

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন ভট্টাচার্য্য
চিফ্ সেক্রেটারী

নিদর্শন--৯২

ধর্ম্মনগর বিভাগীয় উন্নয়নকল্পে রাজ্যেশ্বরের দান সম্বন্ধে ঘোষণা*

প্রকৃতির দূরম্য লীলা নিকেতন ধর্ম্মনগরের রাস্তাসমূহ, বিদ্যালয়াদি ও সাধারণ স্বাস্থ্য প্রভৃতির উন্নয়ন সম্পর্কে বহুবিধ বিষয় রহিয়াছে যাহা সম্ভবমত অদূর ভবিষ্যতে কার্য্যে পরিণত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই সকল বিষয়ে সরকারের সহিত জনসাধারণের সহায়তা ও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। এই বিভাগের উন্নতিজনক কার্য্যসমূহের জন্য আজ আমি হাস্টচিত্তে মং ২০,০০০্ কুড়ি হাজার টাকার একটি তহবিল সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলার্থে অর্পন করিতেছি। আমার এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য জনসাধারণের একটি কমিটি নিযুক্ত হইবে এবং সরকারের অনুমোদনক্রমে উক্ত কমিটি প্রয়োজনানুসারে ক্রমে ক্রমে উন্নতিকর কার্য্যসমূহ অগ্রসর হইবে। আমার প্রিয় প্রজাসাধারণ ও কর্ম্মচারীবৃন্দ এই সকল সার্ব্বজনীন উন্নয়ন কার্য্যে উদ্যম ও উৎসাহ সহকারে ব্রতী হইয়া আমার আকাঙ্খাকে ফলবতী করিবে ও বিভাগের শ্রীবৃদ্ধি করিবে--ইহাই আমার কামনা।

*রাজ্যের ধর্মনগর বিভাগ পরিদর্শনকালে ১৩৫৪ ত্রিপুরাব্দের ৫ই পৌষ তারিখে এই বাণীটি অভিনন্দন সভায় রাজ্যেশ্বর কর্তৃক ঘোষিত হইয়াছিল।

নিদর্শন--৯৩

রাজপ্রাসাদের তোষাখানা ও সরকারী গুদাম হইতে জিনিস হাওলাত নেওয়ার নিয়ম নির্ধারণ

ত্রিপুরা রাজ্য

রাজধানী আগরতলা

প্যালেস সুলতানৎ বিভাগ

প্যালেস, তোষাখানা, ও গুদামের দ্রব্যাদি হাওলাত সম্পর্কে

মেমো নং ১

১। প্যালেস সুলতানৎ ষ্টক হইতে দ্রব্যাদি হাওলাত নেওয়ার সময় প্রত্যেক হাওলাত গ্রহীতাকে মং ১০্ দশ টাকা আফিসে জমা দিয়া হাওলাত গ্রহণ করিতে হইবে। হাওলাত উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত জমা টাকা ফেরৎ দেওয়া যাইবে।

২। নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে সম্পূর্ণ হাওলাতী জিনিষ উদয় দিতে হইবে, যদি উক্ত সময় মধ্যে হাওলাত গ্রহীতা হাওলাতী জিনিষ ফেরৎ না দেয় তাহা হইলে সম্যক টাকা বাজেয়াপ্ত করা যাইবে।

৩। সরকারী কর্ম্মচারী ব্যতীত যাহারা জিনিষপত্রাদি হাওলাত নিতে আসিবে তাহারা একজন সরকারী কর্ম্মচারী জামিন সহ আবেদন না করিলে হাওলাত দেওয়া যাইবে না।

৪। কোন সরকারী কর্ম্মচারী নিজ কার্য্যে কিম্বা অপরের কার্য্যে জামিন থাকিয়া জিনিষপত্রাদি হাওলাত নিয়া নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে সম্পূর্ণ হাওলাত উদয় না করিলে অথবা আংশিকভাবে উদয় হওয়া বাকী থাকিলে সংসৃষ্ট আফিসে জানাইয়া জিনিষ কিম্বা মূল্য আদায়ের ব্যবস্থা করা যাইবে এবং এতদ্বিষয়ে সংসৃষ্ট উপরস্থ কর্ম্মচারী সুলতানৎ সেক্রেটারীকে সহায়তা করিবেন।

৫। পূর্ব্ববর্ত্তী হাওলাত থাকা অবস্থায় কাহাকেও পুনরায় হাওলাত দেওয়া হইবে না।

৬। সরকারী কার্য্যে হাওলাত নিয়া যদি কেহ কোন কারণে উদয় দিতে অসমর্থ হয় তাহা হইলে তাহাকে উপযুক্ত কারণ দর্শাইতে হইবে অন্যথায় অনাদায়ী জিনিষের মূল্য তাহাকে দিতে হইবে।

৭। সরকারী কার্য্যে জিনিষ হাওলাত নেওয়ার কালে জামিন ও জমা থাকিবে না। সুলতানৎ সেক্রেটারীর বিবেচনা মত কাহারও নিকট হইতে জমা না নিয়া হাওলাত দিতে পারিবেন। প্রভুগোস্বামী ও রাজপরিবার হইতে হাওলাতী জিনিষের তাগিদ দেওয়া সত্বেও ফেরৎপ্রাপ্ত না হইলে শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাৎ অবগত করাইয়া জিনিষ ফেরৎ কিম্বা মূল্য আদায়ের ব্যবস্থা করা হইবে, ইতি, ২২।৩।৫৬ ত্রিং

শ্রীমোহনকিশোর দেববর্ম্মা
সেক্রেটারী

শ্রীপ্রমদা রঞ্জন ভট্টাচার্য্য
চিফ্ সেক্রেটারী

নিদর্শন--৯৪

মহারাজ শ্রীশ্রীযুক্ত কিরীটবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুরের রাজ্যভার গ্রহণ

K. B. K Deb Varma
2. 2 57 T. E.

রোবকারী দরবার শ্রীলশ্রীযুত কিরীট বিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা যুবরাজ গোস্বামী বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি সন ১৩৫৭ ত্রিং, তারিখ ২রা জ্যৈষ্ঠ

যেহেতু অদ্য রাত্রি ৮-৪০ মিনিটের সময় পিতৃদেব কর্নেল মহারাজ ৺বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা মাণিক্য বাহাদুর, জি. বি. ই. কে. সি. এস্. আই পরলোকে গমন করায় আমি খান্দানের রীতি এবং এই রাজবংশের চির প্রসিদ্ধ কুলাচারমতে পিতৃদেবের মৃত্যুর পর হইতে তৎত্যজ্য রাজগী ত্রিপুরা এবং জমিদারী চাকলে রোসনবাদ ও অন্যান্য সমস্ত সম্পত্তির মালিক দখলদার হইয়াছি। এইক্ষণ হইতে রাজগী ও জমিদারী সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য সম্পূর্ণরূপে আমার পক্ষে পরিচালিত হইবে।

দ্বিতীয় আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত স্বর্গীয় মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের নিয়োজিত রাজস্ব ও জমিদারী সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যকারক ও কার্য্যপ্রণালী বহাল ও বলবৎ রাখা যায়। নিয়োজিত কার্য্যকারকগণ প্রচলিত আইন নিয়ম ও প্রথানুসারে আমার পক্ষে সর্ব্বাধিক কার্য্য সম্পাদন করিবেন, ইতি।

নিদর্শন--৯৫

ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে 'রিজেন্ট' শ্রীশ্রীমতী মহারাণী রাজমাতার বাণী

আজ আমাদের রাজ্যে বৃটিশ সার্ব্বভৌমত্বের অবসান হইল। তাই ত্রিপুরা আজ অপ্রীতিকর হস্তক্ষেপ হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণ শাসনক্ষমতার নূতন পথে অগ্রসর। এই প্রাচীন রাজ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী অশান্তির ইতিহাসের মধ্যে ইহাই প্রকট হইয়াছে যে, আমরা আমাদের অমূল্য সম্পদ স্বাধীনতা বজায় রাখিবার জন্যই দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম করিয়াছি। স্বাধীনতার ন্যায় বহুমূল্য উপহার আজ ভারত ও পাকিস্তানবাসিদের প্রতি ন্যস্ত হইয়াছে। আজ তাই এই উপলক্ষ সবিশেষ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ও সম্মানজনকভাবে স্মরণীয় করিয়া তোলা শুধু আমাদের উচিত নয় কর্ত্তব্যও বটে।

যদিও ভারতের নানা স্থানে সকলে এই বিশিষ্ট কালকে নানা উৎসব আনন্দে ভরপুর করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন; আমি আমার প্রজাবর্গসহ আজ পূর্ণ উৎসাহে তাহাকে বরণ করিয়া লইতে পারিতেছি না। কারণ আমাদের প্রাণের অধীশ্বর আজ আমাদের মধ্যে নাই। কিন্তু আমার এই মাত্র সান্ত্বনা যে আপনারা সকলে আমার এই শোকে অংশগ্রহণ করিয়াছেন।

কাজেই আমার প্রতি যে গুরু দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে, তাহাতে কেবলমাত্র আপনাদের সহানুভূতি নহে, সক্রিয় সহযোগিতা আমি আশা করিতেছি।

আপনারা অবগত আছেন যে, আমার নেতৃত্বে রাজ্যের কার্য্যভার পরিচালনার্থ একটি "রাজ প্রতিনিধি শাসন পরিষদ" (Council of Regency) গঠিত হইয়াছে। কিন্তু আপামর জনসাধারণের অভিপ্রায়ানুযায়ী আমি এখন হইতে আমার স্নেহাস্পদ পুত্র ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজ কিরীটবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মা মাণিক্য বাহাদুরের পক্ষে "রিজেন্ট" অথবা "রাজ প্রতিনিধি" পদ গ্রহণ করিতেছি। আমার স্থির বিশ্বাস যে, আমি আপনাদের পূর্ণ আস্থা ও আনুগত্যলাভে বঞ্চিত হইব না। আপনাদের শক্তির মধ্যে আমার ক্ষমতা। আপনাদের ভালবাসা ও অনুরক্তির উপরেই আমি ভবিষ্যতের সুদৃঢ় ভিত্তি গঠন করিতে পারিব বলিয়া আশা রাখি।

স্বর্গীয় মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর তাঁহার স্নেহভাজন প্রকৃতিপুঞ্জের জন্য শাসন সংস্কার নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহাই কার্য্যকরী করা আমার প্রাথমিক কর্ত্তব্য। যে শাসন সংস্কার ব্যবস্থা তিনি গত ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দে ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বযুদ্ধের অত্যাবশ্যকীয় ব্যবস্থায় কার্য্যকরী হইতে পারে নাই। যদিও এই সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধ ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে বিরতিলাভ করিয়াছে, কিন্তু সর্ব্বদেশে আর্থিক অসঙ্গতি পূর্ণভাবে চলিতে থাকায় এতকাল শাসন সংস্কার সম্বন্ধে অভিনিবেশ দান করা সম্ভবপর হয় নাই। এই নব শাসন সংস্কারের মূলভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে বহু বিষয়ে নিয়োজিত থাকিতে হইতেছে। ইতিমধ্যে আমার পুত্রতুল্য বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজাবৃন্দও কতিপয় পরিবর্তন উপস্থাপিত করায় সেসমস্ত বিষয় বিবেচনাধীন আছে। আমি আমার প্রজাবৃন্দের সহনশীলতায় ও অনুরক্তিতে নিজে সবিশেষ আনন্দিত। আমি আজ দৃঢ়ভাবে আপনাদিগকে আশ্বাস দিতে পারি যে, গ্রাম্য প্রতিনিধিভিত্তিতে যাহাতে সর্ব্বসম্প্রদায়ী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, তৎপ্রতি আমার পূর্ণ দৃষ্টি থাকিবে। এই সংস্কার ব্যবস্থা যাহাতে অতি সত্বরতার সহিত নিষ্পাদিত হয় তজ্জন্য জনপ্রতিনিধি ও বিশিষ্ট আইনজ্ঞগণের সহিত যথাসময়ে আলোচিত হইবে।

কিন্তু আমার এই আন্তরিকতার নিদর্শনস্বরূপ "কাউন্সিল অব রিজেন্সির" পরামর্শ অনুযায়ী আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত ঘোষণা করিতেছি--বর্ত্তমানে তিনজন বেসরকারী মন্ত্রী--দুইজন হিন্দু ও একজন মুসলমান মন্ত্রীপরিষদে নিয়োগ করা যাইবে। অবশ্য বিভিন্ন শ্রেণীতে যাহারা বিশিষ্ট প্রভাবশালী তাহাদের মধ্যে হইতেই মন্ত্রীত্রয় মনোনীত হইবেন।

আর একটি বিশেষ বিষয়--রাজধানী আগরতলায় যাহাতে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ স্থাপিত হয় তদ্বিষয়ে ত্রিপুরা গভর্নমেন্টের প্রতি বিশেষ নির্দ্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। কলেজের স্থান নির্দ্ধারিত আছে। কেবলমাত্র সুবৃহৎ অট্টালিকাটি প্রায় সমাপ্তির পথে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কতিপয় বৎসর যাবত জনশিক্ষা সম্প্রসারণে বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। বর্ত্তমানে নয়টি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, ইহার মধ্যে একটি কেবল বালিকাদের জন্য,

রাজা ও রাজখান্দান, কুলাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজসংসার ২৫টি মধ্য ইংরেজী ও ২৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রাজ্য মধ্যে ছড়াইয়া আছে। উচ্চশিক্ষার আকাঙ্খা অধিবাসিদের মধ্যে প্রবলভাবে অনুভূত হওয়ায় কালেজিক শিক্ষা পুনর্জীবিত করিয়া সংশোধিত ব্যবস্থায় আনয়ন করা হইতেছে। সর্ব্বপ্রসারী প্রাথমিক শিক্ষাকে কার্য্যকরী করিয়া আমাদের শিক্ষাকে রাজ্য মধ্যে পূর্ণ করিতে ইহাই একমাত্র উপায়; অন্যথায় শিক্ষা পদ্ধতি বালুকার ইমারতের তুল্য হইবে। এই কারণেই আমি আমার উপদেষ্টাদের সহিত একমত হইয়া এখনই কলেজের ক্লাশ চালু করিবার নিমিত্ত উদ্‌গ্রীব হইয়াছি। এই ব্যবস্থায় ব্যয়বন্ধানও বর্তমান বর্ষের বজেটে ধরা হইয়াছে। আমি আনন্দ সহকারে আরও জ্ঞাপন করিতেছি যে, কলেজের নিমিত্ত চাক্‌লা রোসনবাদ তহবিল হইতে আমার স্বর্গতঃ স্বামীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এক লক্ষ টাকা বিশেষ বৃত্তি হিসাবে দান করা যাইতেছে।

পরিশেষে--এই দুর্য্যোগ সময়ে--আমি আপনাদের সকলের শুভকামনা করিতেছি এবং শ্রীশ্রী ভগবৎপাদপদ্মে আমি সর্ব্বদা আপনাদের সহিতই আন্তরিকভাবে শুভ প্রার্থনা করিতে রত থাকিব, ইতি। সন ১৩৫৭ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ২৯শে শ্রাবণ (১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭)।

শ্রীকাঞ্চনপ্রভা দেবী
মহারাণী রিজেন্ট অব ত্রিপুরা।

নিদর্শন--৯৬

'রিজেন্ট' পদ গ্রহণে রাজমাতা কাঞ্চনপ্রভা দেবীর ঘোষণা

কাউন্সিল অব রিজেন্সী, ত্রিপুরা রাজ্য

আদেশ নং ৯৪ তারিখ ৫ই ভাদ্র, ১৩৫৭ ত্রিপুরাব্দ

প্রজাবৃন্দের সমবেত ইচ্ছাকে পূরণ করিতে ব্রিটিশ সার্ব্বভৌমত্বের অবসানে নিজকে আমি "রিজেন্ট" অথবা "রাজ প্রতিনিধি" বলিয়া ঘোষণা করিতেছি। অনুমোদিত নিয়মাধীন আমার পরামর্শদাতা হিসাবে এবং শাসন সংরক্ষণে মঞ্জুরীকৃত ও প্রচারিত কার্য্যনির্ব্বাহক ক্ষমতানুযায়ী "রিজেন্সী কাউন্সিল" এর কার্য্য অব্যাহত থাকিবে।

শাসন সংস্কার পূর্ণভাবে প্রবর্তিত ও প্রচলিত হইবার পরও "রিজেন্সী কাউন্সিল" এর ক্ষমতা অব্যাহত থাকিবে কিনা, তৎবিষয়ে অতঃপর চূড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত হইবে, ইতি।

শ্রীকাঞ্চনপ্রভা দেবী
রিজেন্ট-ইন্-কাউন্সিল।

নিদর্শন--৯৭

রাজকীয় 'দেবাজ্ঞা' মোহর গ্রহণ ও প্রচলন

K. P. Devi
23.8.57
Maharani Regent

রোবকারী নং ৯৯

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুত ত্রিপুরাধিপতি হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য কিরীটবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর পক্ষে রিজেন্ট শ্রীশ্রীমতী কাঞ্চনপ্রভা মহাদেবী, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি। সন ১৩৫৭ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ২৩শে অগ্রহায়ণ।

এরাজ্যে এবং চাকলা রোসনাবাদ গং জমিদারী মোতালকে স্বর্গোলোকপ্রাপ্ত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের রাজত্বকালে যে "শ্রীকৃষ্ণ আজ্ঞা" মোহর প্রচলিত ছিল, তদীয় স্বর্গারোহণের পর হইতে ঐ মোহরের পরিবর্তে এপক্ষ কর্ত্তৃক "শ্রীশিব আজ্ঞা" মোহর গৃহীত ও প্রচলিত হইয়াছে। অতএব দলিল ও কাগজাতে এপক্ষ গৃহীত "শ্রীশিব আজ্ঞা" মোহর ব্যবহৃত হইবে, ইতি।

নিদর্শন--৯৮

'কাউন্সিল অব রিজেন্সি' রহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে 'রিজেন্ট' রূপে রাজ্যশাসনভার গ্রহণ সম্বন্ধে

No. 102
K. P. Devi
27.9.57

কাউন্সিল অব রিজেন্সি, ত্রিপুরা

রোবকারী

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য কিরীটবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর পক্ষে "রিজেন্ট" এবং "কাউন্সিল অব রিজেন্সির" প্রেসিডেন্ট হার হাইনেস মহারাণী শ্রীশ্রীমতী কাঞ্চনপ্রভা মহাদেবী, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা,, ইতি। সন ১৩৫৭ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ২৭শে পৌষ।

যেহেতু ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেটের ১৩৫৭ ত্রিং ১২শে শ্রাবণ তারিখের বিশেষ সংখ্যায় ঘোষিত এবং ঐ সনের ৫ই ভাদ্র তারিখের ষ্টেট গেজেটে ৭৪ নং আদেশ দ্বারা অনসৃত "কাউন্সিল অব রিজেন্সি" রহিত-ক্রমে ত্রিপুরা রাজ্য ও সংসৃষ্ট জমিদারী গংএর যাবতীয় শাসন কার্য্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের নিমিত্ত এখানে একক "রিজেন্ট" স্বরূপে সম্পূর্ণ রাজক্ষমতা আমার স্বহস্তে গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক বিবেচিত হইতেছে।

• রাজা ও রাজখান্দান, কুলাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজসংসার

অতএব মহামান্য ভারত গভর্নমেন্টের অনুমোদনমতে এতদ্বারা ঘোষণা ও আদেশ করা যায় যে, অদ্য হইতে পূর্ব্বোক্ত "কাউন্সিল অব রিজেন্সির" রহিত করা হইল; এবং আমার পরম স্নেহাস্পদ পুত্র ত্রিপুরেশ্বর পঞ্চশ্রী মহারাজ কিরীটবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মন মাণিক্য বাহাদুর স্বয়ং রাজক্ষমতা পরিচালনে রাজ্য ও সংসৃষ্ট জমিদারী গং এর শাসনভার গ্রহণ করা সাপেক্ষে এক্ষণে একক "রিজেন্ট" স্বরূপে রাজগী ত্রিপুরা ও সংসৃষ্ট জমিদারী চাকলে রোসনাবাদ গংএর শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য ও তৎসম্পর্কিত সম্পূর্ণ রাজ ক্ষমতা মৎকর্তৃক পরিচালিত হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, "প্রেসিডেন্ট রিজেন্সি কাউন্সিল", "রিজেন্ট-ইন-কাউন্সিল" "রিজেন্ট" অথবা রিজেন্ট মহারাণী বা অপর যে কোনও আখ্যায় মৎকর্তৃক ইতিপূর্ব্বে যে সমুদয় আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে তৎসমস্ত সম্পূর্ণ বলবৎ রহিবে ও প্রবল গণ্য থাকিবে।

মহামান্য ভারত গভর্নমেন্টকে জ্ঞাপনের বাসনায় এবং রাজ্য ও জমিদারী মধ্যে সর্বত্র প্রচারের নিমিত্ত এই ঘোষণা ও আদেশের প্রতিলিপি মাননীয় শ্রীযুত প্রধানমন্ত্রী সমীপে প্রেরিত হয়, ইতি।

নিদর্শন--৯৯

রাজ্য ও জমিদারীর সর্বত্র শহীদ দিবস প্রতিপালন উপলক্ষে মহারাণী রিজেন্টের ঘোষণা

K P. Devi
10.10.57

মহারাণী রিজেন্ট

ঘোষণা

আগামী ২৬শে জানুয়ারী ভারতের বিভিন্ন স্থানে শহীদ দিবস পালিত হইবে। ভারতের নবলব্ধ স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে ঐ দিবসের সমধিক গুরুত্ব রহিয়াছে।

ঐ পুণ্য দিবসে, জগতবরেণ্য মহাত্মা গান্ধীর প্রতি অন্তরোৎসারিত শ্রদ্ধার্পণপূর্ব্বক, সেই আত্মত্যাগী শহীদগণের কথা সকলে স্মরণ করিবে, যাহারা ভারতের স্বাধীনতার বেদীমূলে জীবন উৎসর্গ করিয়া চির-স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। ঐ বিশেষ দিবসে সকলের পুনঃ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া এই সঙ্কল্পে দৃঢ়তর হইতে হইবে যেন সুশৃঙ্খল প্রচেষ্টা দ্বারা ভারতের অতীত গৌরব আমরা পুনরোদ্ভাসিত করিতে পারি।

অতএব ঐ দিবসে ভারতের সর্ব্বতোমুখীকল্যাণ কামনায় ও আত্মত্যাগী শহীদগণের স্মরণে এই রাজ্য ও জমিদারীর সর্ব্বত্র সকল ধর্ম্মস্থানে, স্ব স্ব ধর্ম্মবিশ্বাসানুযায়ী প্রার্থনাদি এবং শান্তিপূর্ণভাবে শোভাযাত্রাদি ও আলোকসজ্জার অনুষ্ঠান হওয়া এপক্ষের আকাঙ্খিত, ইতি। সন ১৩৫৭ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ১০ই মাঘ।

নিদর্শন--১০০

ভারতের স্বাধীনতার বর্ষপূর্তি উপলক্ষে মহারাণী রিজেন্টের বাণী

আমার প্রিয় প্রজাবৃন্দ,

স্বাধীন ভারতবর্ষের আজ একটি বছর পূর্ণ হল। স্বাধীনতা একদিন শৈশব অতিক্রম করে তারুণ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে--ভারতবর্ষের ভাস্বর মূর্তি হয়ত বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করবে--কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই একটি ব্যথা তার মনে জাগ্রত হয়ে থাকবে--ভারতবর্ষ, স্বাধীন ভারতবর্ষ--ভুলতে পারবে না যে, অতি শৈশবেই সে পিতৃহীন হয়েছে। স্বাধীনতার প্রথম বছরেই আমরা জাতির জনক, অহিংসার প্রতীক মহামানব মহাত্মা গান্ধীকে হারিয়েছি। জাতি সংগঠনেই তিনি আত্মাহুতি দিয়েছেন--স্বাধীন ভারতবর্ষ একথা ভুলবে না বা ভুলতে পারে না।

দূর পূর্ব্বাঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিবাসী আমরা, তবু আজ নিজেদের আর সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ করে ভাবতে পারিনে--স্বাধীন ভারতবর্ষ আমাদের মন থেকে ক্ষুদ্রতার সঙ্কীর্ণতার ছায়া মুছে দিয়ে এক বিরাট আলোর প্লাবনে আমাদের অবগাহন করিয়েছে। বিরাট ভারতবর্ষের হৃদস্পন্দন আজ আমরা নিজেদের হৃদপিণ্ডে অনুভব করতে পারি। দেবতার স্পর্শের মতই এই স্বাধীনতার স্পর্শ। তাই স্বধীনতার বেদীমূলে আমাদের প্রণাম। প্রণামে আমাদের সকলের ভক্তি লুটিয়ে পড়ুক--আর কর্ম্মশক্তি উদ্দীপ্ত হউক। স্বাধীনতা রক্ষার ভার আজ প্রত্যেক ভারতবাসীর। আমাদের প্রেরণা, আমাদের প্রযত্ন, আমাদের প্রচেষ্টা স্বাধীনতার মূর্তিকে রূপায়িত করবে--আমাদের উৎসাহ আর দৃঢ়তা তার দেহরক্ষী হয়ে দাঁড়াবে।

স্বাধীনতার প্রথম জন্মবার্ষিকীতে আমাদের আর কোন অনুভব নেই--কোন শপথ নেই, শুধু অচল অটল অবিচল নিষ্ঠায় ভাবতে হবে প্রাচ্যের জননী ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন।

হে আমার প্রজাবৃন্দ, আজ আমি অনিবার্য্য প্রয়োজনে তোমাদের সকলের সহিত রাজধানীতে মিলিত হয়ে এই আনন্দোৎসবে যোগদান করতে না পারায় আন্তরিকভাবে দুঃখিত, তবে শ্রীভগবানের নিকট আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা, আজকের দিনে গৌরবময় অনুষ্ঠান সর্ব্বাঙ্গীণ সাফল্য লাভে যেন বঞ্চিত না হয়।

জয় হিন্দ্।

ক্যাম্প, ত্রিপুরা হাউস, কলিকাতা।
(১৩৫৮ ত্রিং)

কে, পি, দেবী
ত্রিপুরার মহারাণী রিজেন্ট

নিদর্শন--১০১

ভারত-গভর্ণমেন্ট কর্তৃক ত্রিপুরা রাজ্যের শাসন গ্রহণ উপলক্ষে ত্রিপুরার প্রজাবৃন্দের উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীমতী রিজেন্ট মাতা মহারাণী মহাদেবীর বাণী

আমার প্রিয় প্রজাবৃন্দ,

এই সুপ্রাচীন ত্রিপুরা রাজ্যের শাসন ও সংরক্ষণের সম্পূর্ণ ভার শ্রীশ্রীমান মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর বর্ত্তমান অপ্রাপ্ত বয়স্কবিধায় তৎপক্ষে আমিই আজ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া দিলাম। ত্রিপুরা রাজ্যের এবং ত্রিপুরার অধিবাসিগণের ভবিষ্যৎ প্রগতি এবং প্রকৃত মঙ্গল সম্বন্ধে, সম্যক বিবেচনা করিয়াই আমি এই অভিনব ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তনে সংশ্লিষ্ট হইয়াছি, আশা করি আপনারা আমার এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য সম্যক উপলব্দ্ধি করিয়া সমর্থন করিবেন।

ত্রিপুরার ইতিহাস অতীত গৌরবে সমুজ্জ্বল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনারা ত্রিপুরার সেই গৌরব ভবিষ্যতেও অম্লান রাখিতে পারিবেন। ত্রিপুরা আজ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হইল। এখন হইতে স্বাধীন ভারতের নাগরিকরূপে ত্রিপুরার তথা ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন আপনাদের লক্ষ্য হইবে। ভবিষ্যতে ভারতের সংগঠনে আপনাদের অবদান নগণ্য হইবে না এবং স্বীয় কর্ত্তব্য সুষ্ঠুরূপে পালন করিয়া অদূর ভবিষ্যতে আপনারাও বৃহত্তর সমৃদ্ধির উত্তরাধিকারী হইবেন, ইহাই আমার একান্ত বিশ্বাস।

শ্রীশ্রীমান মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের এবং আমার প্রতি আপনারা এ যাবত যে আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন তজ্জন্য আমরা সুখী ও কৃতজ্ঞ। আশা করি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিও অনুরূপ আনুগত্য করিতে আপনারা পরাঙমুখ হইবেন না। ত্রিপুরার শাসন ও সংরক্ষণ-ব্যবস্থার সহিত সংযোগ রহিত হইলেও ত্রিপুরা-বাসীগণের সর্ব্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি সর্ব্বদাই আমাদের একান্ত কাম্য থাকিবে। কল্যাণময় পরমেশ্বর আপনাদের সহায় হউন, ইতি। ২৮।৬।১৩৫৯ ত্রিং

আগরতলা,
১৫ই অক্টোবর, ১৯৪৯ — কে, পি, দেবী

১ যাবেদা বা জাবেদা=সাধারণ ও নিয়মিত কাজ।
২ সেক্রেটারী স্টেট অফিসের -প্রাইভেট সেক্রেটারী অফিসের অর্থে ব্যবহৃত।
৩ খান্দান -চিরাচরিত প্রথা।
৪ রাজন্য -নৃপতি শাসিত রাজ্য।
৫ রাজপ্রাসাদের অন্তর্গত "আলং" অথবা আর্দালী গারদের আধা সৈনিক হাজারী বরকন্দাজগণ দ্বারা রাজপ্রাসাদের সহিত অরণ্যপ্রদেশের অধিবাসীগণের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখা হইত এবং স্থলবিশেষে বিশেষ কোনও অপরাধের জন্য দোষী ব্যক্তিদের সাময়িকভাবে আবদ্ধ রাখার ব্যবস্থা ছিল। এই সংস্থায় নিযুক্ত কর্ম্মচারী বিনন্দিয়া বা বুন্দিয় নামে অভিহিত হইত।
৬ মিঃ ই, ফ, স্যাণ্ডিস্ (স্যাণ্ডয়) ১২৯৫ ত্রিপুরাব্দ (১৮৮৫ খ্রীঃ) চাকলার ম্যানেজার নিযুক্ত হওয়া অবধি দীর্ঘকাল চাকলায় এবং তৎপর ১৩১৭ ত্রিপুরাব্দ (১৯০৭ খ্রীঃ) পর্য্যন্ত নানা দায়িত্বপূর্ণ কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পর ১৩২৫ ত্রিপুরাব্দে (১৯১৫ খ্রীঃ) তিনি "History of Tripura" নামে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেন।
৭ মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের অনুজ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বড়ঠাকুর মহারাজকুমার সমরেন্দ্রচন্দ্র পিতার মৃত্যুর পর রাজ্য ও জমিদারীতে দাবী জানাইয়া রাজার স্বার্থবিরুদ্ধ নানা রাজনৈতিক কার্যে লিপ্ত হইলে তৎপ্রতি এই বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

(পজা সাধারণ: ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, প্রথা ইত্যাদি)

নিদর্শন--১

রাজধানীতে উচ্চৈঃস্বরে অশ্লীল গান গাওয়া নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে

খাস আপীল
মোহর M. R. Ray

রোবকারী কাছারী খাষ আপীল আদালত এলাকে রাজগী পর্ব্বত স্বাধীন ত্রিপুরা অধিবেশিত
শ্রীযুত রাজা মুকুন্দরাম রায় বিচারক। ১২৮৭। ৩ অগ্রাহয়ণ

নূতন হাবেলী ও পুরান আগরতলায় রাজবাটী ও ঠাকুরলোক ও অন্যান্য ভদ্রলোক ও গৃহস্থলোক বাড়ীর এবং বাসার নিকট কোন রাস্তায় রাত্রিতে কি দিবাতে যে কোন সময় কোন ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি কোন প্রকারের অশ্লীল গাহান উচ্চৈস্বরে করিয়া গমন না করার পক্ষে নিষেধসূচক আজ্ঞা প্রচার করা আবশ্যক। এতাবেতা

হুকুম হইল যে--

সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাপন জন্য ঘোষণা দ্বারা নূতন হাবেলী ও আগরতলার বাজারে ও অন্যান্য স্থানে উপরোক্ত মর্ম্মে নিষেধ-সূচক আজ্ঞা প্রচারার্থ অত্র রোবকারীর একখণ্ড প্রতিলিপি অধস্থ ফৌজদারী আদালতে প্রেরণ করা যায়। প্রকাশ থাকে যে নিষেধ আজ্ঞা প্রচার হওয়ার পর কোন ব্যক্তি ঐরূপ স্থানে অশ্লীল গাহান ইত্যাদি করা প্রকাশ হইলে ঐ ব্যক্তি ১৫ পনর দিবসের অনধিক কাল শ্রম কি বিনাশ্রমে কোন একপ্রকার কয়েদ ও ১০, দশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবেক। ইতি

*বিষয়বস্তুটির অসাধারণত্ব এবং victorian age এ বঙ্গদেশের শিক্ষিত অভিজাত সমাজে বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজে যে শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রভাব দেখা গিয়াছিল সুদূর ত্রিপুরার অভিজাত সম্প্রদায়ে তাহার অনুপ্রবেশ। সমাজকে নীতিবোধের শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে সরকারী প্রচেষ্টা।

বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি এবং আখড়াই এবং হাফ-আখড়াই সংগীত এ অঞ্চলেও যে জনপ্রিয় হইয়াছিল এবং তাহা যে রুচিজ্ঞান সম্পন্ন কর্ত্তৃর বিষদৃষ্টিতে পতিত ছিল তাহার একটি প্রমাণ।

নিদর্শন-২

দাস-দাসী-ক্রয় বিক্রয় অথবা বন্ধক দেওয়া নিষিদ্ধকরণ*

সদর কাছারীর
মোহর

ঘোষণাপত্র

অদ্যকার আদেশানুসারে সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাপনার্থে নিম্নলিখিত বিষয় ইহা দ্বারা ঘোষণা করা হইল।

১। কেহ কোন ব্যক্তিকে দাস ও দাসী বলিয়া ক্রয় কি বিক্রয় করিতে অথবা বন্ধক দিতে কিংবা রাখিতে পারিবে না। কোন ব্যক্তির গৃহে ঐ প্রকার কেহ কৃতভাবে অথবা বন্ধক স্বরূপে থাকিলে যদি সে আপন ইচ্ছানুসারে ঐ অবস্থা এড়াইয়া যাইতে চাহে তবে তাহাকে ঐ গৃহস্বামী কোনরূপ আবদ্ধ রাখিতে পারিবে না।

২। এই ঘোষণা প্রচারের পূর্ব্বে যদি কোন ব্যক্তি কাহার নিকট নগদ টাকা গ্রহণে বিক্রীত কি বন্ধক স্বরূপে থাকিয়া কার্য্যে নিযুক্ত থাকে ও ঐক্ষণ সে ঐ অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া যাইতে চাহে তবে সে যত সময় কার্য্য করিয়াছে তৎবাবতে বালক হইলে বার্ষিক ১২৲ বার টাকা এবং বয়োধিক হইলে বার্ষিক ২০৲ বিশ টাকা হিসাবে ঐ গৃহীত টাকা মধ্যে বাদ পড়িয়া আরও কিছু পাওনা থাকিলে তাহাকে ঐ অবশিষ্ট টাকার পরিবর্ত্তে উক্ত নিয়মমত আর যতদিন আবশ্যক হয় ততদিন তাহাকে চাকর স্বরূপ খাটিতে হইবে।

৩। এই ঘোষণা প্রচারের পর কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ১ এবং ২ দফার নিয়মের বিরুদ্ধে আচরণ হওয়া প্রমাণিত হইলে দণ্ড সম্বন্ধীয় যে বিধি এইক্ষণ প্রচলিত আছে কিংবা উত্তরকালে প্রকাশিত হইবে তদনুসারে ক্ষমতাপন্ন বিচারাদালতের দ্বারা দণ্ডের যোগ্য হইবে।

৪। পরস্পর সম্মতির সহিত অগ্রিম বেতন কিংবা মাস মাস বেতন দেওয়ার নিয়মে চাকর অথবা চাকরাণী রাখার প্রথা পূর্ব্বাবধি আছে তাহা রহিত করা এই ঘোষণার উদ্দেশ্য নহে। কেবলমাত্র প্রয়োজন যে এতৎসম্বন্ধে বর্ত্তমান রীতি কিংবা ভবিষ্যতে প্রচারিত বিধি অনুসারে উভয়ের মধ্যে চুক্তি নির্দ্ধারিত থাকিবে ঐ চুক্তির ম্যাদ ৩ তিন দিবসের অধিক হইবে না কেহ অবৈধভাবে ঐ চুক্তি ভঙ্গ করিলে এই স্বাধীন রাজ্যে স্থাপিত উপযুক্ত আদালত দ্বারা চুক্তি প্রতিপালনের উচিত উপায় অবলম্বন করিতে পারিবে। ইতি সন ১২৮৮ ত্রিং তারিখ ১৭ই আষাঢ়।

Mukunda Ram Roy
খাষ আপীল বিচারপতি

*তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংস্কারের পদক্ষেপ।

নিদর্শন--৩

দেবকার্য পিতৃকার্য ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপ মধ্যমপ্রভুর[১] তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হওয়া সম্বন্ধে অনুজ্ঞা

B C. Deb
মেমো নং ৯৩৬৬

দেব ও পিতৃকার্য্য স্মৃতিসম্মত ক্রিয়াকলাপের এবং তদনুবর্ত্তী ব্রাহ্মণ সম্বন্ধীয় সামাজিক, ব্যবহারিক ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদির কার্য্য পূর্ব্বে গুরুকুলের কর্তৃত্বাধীনে ছিল। যদিও উক্ত ক্রিয়াকলাপ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার ভার এখনও সাধারণতঃ শ্রীযুত উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য রাজপণ্ডিতের প্রতি, তথাপি তাহার নির্ভর অপেক্ষাকৃত উর্দ্ধতনে পূর্ব্ববৎ ন্যস্ত রাখা প্রয়োজনীয় বিবেচনা হওয়াতে নিম্নলিখিত নিয়ম করা গেল।

১। যে সমস্ত দেব পিতৃ ও স্মৃতিসম্মত কার্য্য এবং তদনুবর্ত্তী ব্যবহারিক ব্রাহ্মণগণের সামাজিক ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা দিবার ও দিনাবধারণ প্রভৃতি কার্য্য করিবার ভার কেবল শ্রীযুত উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য রাজপণ্ডিতের উপর আছে, এই মেমো প্রচলনের তারিখ হইতে সেই সেই ব্যবস্থা অথবা অপরাপর সমস্ত কার্য্য উক্ত রাজপণ্ডিত শ্রীলশ্রীযুত মধ্যমপ্রভুর অধীন থাকিয়া তাঁহার সম্মতিসূচক দস্তখত ও আদেশমত করিবে।

২। উক্তক্রিয়াকর্ম্ম ও অনুষ্ঠানাদির জন্য লোক নির্ব্বাচন অথবা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে শ্রীলশ্রীযুত মধ্যমপ্রভুর আদেশ শ্রীযুত রাজপণ্ডিতের গ্রহণ করিতে হইবে।

৩। উক্তরূপ ক্রিয়াকলাপ ও অনুষ্ঠান সম্পর্কিত যে সব রিপোর্ট এপক্ষ সাক্ষাৎ উপস্থিত করা রাজপণ্ডিতের কর্ত্তব্য তাহাও শ্রীলশ্রীযুত মধ্যমপ্রভুর মতামত সহ উপস্থিত করিতে হইবে।

৪। শ্রাদ্ধাদি সমস্ত কর্ম্মে স্বর্ণ রৌপ্য জহরত প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতগণের মধ্যে বিতরণ করার যেরূপ দেশপ্রচলিত প্রথা আছে অথবা এপক্ষের অভিপ্রেত হয় তদনুরূপ বিতরণ শ্রীলশ্রীযুত মধ্যম প্রভু করিবেন।

৫। উক্ত ক্রিয়াকলাপ উপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদির নিমন্ত্রণপত্র শ্রীলশ্রীযুত মধ্যম প্রভুর সম্মতিসূচক দস্তখত যুক্তে অথবা মোহরাঙ্কিত হইয়া প্রচারিত হইবে। রাজপণ্ডিত তাহাতে দস্তখত করিয়া শ্রীলশ্রীযুত মধ্যম প্রভুর দস্তখত বা মোহরাঙ্কন জন্য উপস্থিত করিবেন।

৬। যদি পুরোহিত দৈবজ্ঞ ও দৈবকার্য্যে রত ব্রাহ্মণগণ মধ্যে কেহ উক্ত দেব পিতৃ কিংবা স্মৃতিবিহিত অথবা তদনুবর্ত্তী মাঙ্গলিক ব্রাহ্মণগণের সামাজিক ব্যবহারিক অনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়া জিম্মার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে দোমাবহ তাচ্ছিল্য ও ঔদাসিন্য প্রদর্শন করে অথবা এরূপ কার্য্য করে যাহার জন্য দণ্ড হওয়া আবশ্যক তাহা হইলে শ্রীলশ্রীযুত মধ্যমপ্রভু জরিমানা কিংবা অতি গুরুতর স্থলে সস্পেণ্ড পর্য্যন্ত করিয়া এপক্ষ সাক্ষাৎ রিপোর্ট দ্বারা জানাইতে পারিবেন।

কার্য্যে পরিণত হওয়ার কারণ এই মেমোর একখণ্ড প্রতিলিপি মন্ত্রী আফিসে পাঠান যায়। মন্ত্রীর কর্ত্তব্য হইবে যে সম্পর্কিত আফিস হায়ে[২] ইহার এক ২ খণ্ড প্রতিলিপি প্রেরণ করে। ইতি সন ১২৯৭ ত্রিং তারিখ ১২ই আষাঢ়।

Radha Raman Ghosh
Secretary

---

১ আগরতলা সহরে অবস্থিত রাজগুরুগণের বাড়ী শ্রীপাট অথবা প্রভুর বাড়ী নামে আখ্যাত। রাজগুরু গোবিন্দলাল প্রভুগোস্বামী তৎকালে মধ্যমপ্রভু নামে পরিচিত ছিলেন।

২ সম্পর্কিত আফিস হায়ে—all offices concerned

নিদর্শন--৪

সতীদাহ নিষিদ্ধকরণ*

B C Deb

রোবকারী স্বাধীন ত্রিপুরা, দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুর
সন ১২৯৯ ত্রিং, তাং ৮ই জ্যৈষ্ঠ

যেহেতু জানা যায়, এরাজ্যের পার্ব্বতীয় প্রদেশের কোন কোন স্থানে সতীদাহ অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে লয়প্রাপ্ত হয় নাই। অতএব তাহা রহিত করা আবশ্যক। সেমতে

হুকুম হইল যে--

এতদ্বারা উল্লেখিত সতীদাহ প্রথা রহিত করা যায় ও এই আদেশ প্রচারের তারিখের পর হইতে এই আদেশ লঙ্ঘনক্রমে কোন স্থানে উক্ত ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে, কি তাহার উদ্যোগ করা হইলে সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণ দণ্ডনীয় হইবে। কার্য্যে পরিণত হওয়ার আদেশে এই রোবকারী রাজস্ব বিভাগে পাঠান যায়।

---

*সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে ১৮২৯ সনের ১৭ নং রেগুলেশন দ্বারা সতীদাহ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। আলোচ্য এই রাজাদেশ দ্বারা ১৮৮৯ সালে ষাট বৎসর পর ত্রিপুরায় সতীদাহ নিষিদ্ধ করা হইল। সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণ সম্বন্ধে ত্রিপুরার রাজদরবার যে প্রাচীন রীতির প্রতি সংস্কারসম্পন্ন ছিলেন তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। এ বিষয়ে সবিস্তার আলোচনার জন্য শ্রীরাজমালা ২য় লহরে 'সতীদাহ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

নিদর্শন--৫

আদিবাসী জোলাই শ্রেণীর প্রজাগণের কর আদায় সম্পর্কে

শ্রীহরি

R. K. Deb Barman

মেমো নং ৫২

এতৎরাজ্যে জোলাই শ্রেণীর অনেক প্রজা থাকা জানা যায়। তাহাদের সংখ্যা, জাতি, নিবাস, কাহার-জোলাই[৩] এবং তাহাকে কত কর দিয়া থাকে, কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য হইলে কি কার্য্যের জোলাই, সরকারে কোনরূপ কর দেয় কিনা এবং তাহাদের সমশ্রেণীর অপর প্রজার করের হার কি ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক, অতএব--

আদেশ হইল যে—

সত্ত্বর উল্লিখিত বিবরণ সমূহ সংগ্রহক্রমে রিপোর্ট করার কারণ এই মেমোর প্রতিলিপি রাজস্ব বিভাগে পাঠান যায় ইতি। সন ১৩০৭ ত্রিং তারিখ ২রা জ্যৈষ্ঠ।

৩ জোলাই বা জুলাই নামক আদিবাসী সম্প্রদায় তৎকালীন প্রথানুযায়ী, মহারাণী, যুবরাজ এবং রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের প্রয়োজনীয় সকল কার্য্যই নির্বাহ করিত এবং প্রায় ক্রীতদাসের জীবন যাপন করিত বলিয়া ইহারা সমাজে নিন্দনীয় ছিল। কালপ্রবাহে এই কুপ্রথা বিলুপ্ত হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে ১৯৪০ ত্রিপুরাব্দের সেন্সাস বিবরণী গ্রন্থের ৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নিদর্শন--৬

দোল ও রাসযাত্রাদি উপলক্ষে রীত্যানুযায়ী মণিপুরী সমাজ কর্তৃক কীর্তনাদির সুব্যবস্থা সম্পর্কে

শ্রীহরি

R. K. Deb Barman

মেমো নং ৬৩

জানা যায় বিগত দোল ও রাসযাত্রাদি উপলক্ষে রাজ সম্প্রদায়ের উপযুক্ত সংখ্যক যথারীতি উপস্থিত হইয়া কীর্ত্তনাদি করে নাই এবং ঠেকাপক্ষে উক্ত সম্প্রদায়ের যে কয়েকজন কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছিল তাহারাও নানাপ্রকার বাহানা করিয়া কীর্ত্তনের কার্য্য প্রচলিত প্রথানুসারে সম্পন্ন করিয়াছিল না। এতৎসম্বন্ধে বিহিত করার জন্য এই সম্প্রদায়ের ভারপ্রাপ্ত শ্রীযুত নরধ্বজ ঠাকুরকে লিখিতরূপে জানান হইয়াছে। কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই। প্রত্যুত উক্ত ঠাকুর কর্ত্তৃক আজ পর্য্যন্ত এবিষয়ের কোন প্রতিকার করাও প্রকাশ পায় না। এমতাবস্থায় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক পরিবর্ত্তন ও নিবর্ত্তন ব্যতীত রাজ সম্প্রদায়ের কীর্ত্তনাদি কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়ার কারণ দেখা যায় না। অতএব

আদেশ--

শ্রীযুত নরধ্বজ ঠাকুরকে উল্লিখিত ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের পদ হইতে অবসর ক্রমে উক্ত ঠাকুরের প্রতি যে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছিল তদ্রূপ ক্ষমতানুসারে উক্ত সম্প্রদায়ের কীর্ত্তনাদি কার্য্যের পরিচালনের ভার অদ্য হইতে শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত রসমোহন ঠাকুরের প্রতি ন্যস্ত করা যায়। যাহাতে কীর্ত্তনাদি যথারীতি সম্পন্ন হয় তৎপ্রতি উক্ত ঠাকুরদ্বয়ের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই আদেশের প্রতিলিপি সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণ নিকট প্রেরিত হয় ইতি। সন ১৩০৭ ত্রিং, তাং ১৫ই আশ্বিন।

নিদর্শন--৭

রাজ্যবাসী মণিপুরী সমাজের বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে

শ্রীহরি

R. K. Deb Barman

অর্ডার নং ২০

প্রার্থী শ্রীযুক্ত মীনেশ্বর সার্ব্বভৌম এযাবৎ স্বাধীন রাজ্যবাসী মণিপুরী জাতিদিগের উপর পাতিপত্র ও বিধিব্যবস্থা দিয়া আসিতেছে; এইক্ষণ ঐ বিষয়ে তাহাকে একটি লিখিত হুকুম দেওয়া আবশ্যক, অতএব--

আদেশ--

এরাজ্যবাসী মণিপুরী জাতিদিগের উপর পাতিপত্র ও বিধিব্যবস্থা কেবলমাত্র শ্রীযুক্ত মীনেশ্বর সার্ব্বভৌম কর্ত্তৃকই দেওয়া হইবে, এবং তাহাই সরকার পক্ষে গ্রাহ্যযোগ্য হইবে। অবগতির জন্য রাজসম্প্রদায়ের ভারপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর ঠাকুর ও শ্রীযুক্তরসমোহনঠাকুর নিকট, ও শ্রীযুক্ত মীনেশ্বরসার্ব্বভৌম নিকটে এবং -আবিশ্যক বোধ করিলে অপরাপর সংসৃষ্ট স্থানে, ইহার প্রতিলিপি শ্রীযুক্ত গোপীকৃষ্ণ ঠাকুর প্রেরণ করে। ইতি সন ১৩০৮ ত্রিং তাং ২৭শে কার্ত্তিক।

নিদর্শন--৮

জোলাই শ্রেণীভুক্ত পার্বত্য প্রজাগণ সম্পর্কে

শ্রীশ্রীহরি

ধর্ম্মাবতারেষু

আরজি শ্রীদুর্গামোহন সেনগুপ্ত আজ্ঞাধীনের নিবেদন এই।

শ্রীশ্রীযুতের যুবরাজী সময়ে যে সকল জোলাই পার্ব্বত্য প্রজা ছিল তাহারা এপর্য্যন্ত শ্রীশ্রীযুত সরকারে খামে আছে। বিগত সনের শেষ ভাগে শ্রীলশ্রীযুত যুবরাজ গোস্বামী বাহাদুর স্বীয় পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। এমতে সানুনয়ে শ্রীশ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা যে পূর্ব্ব রিত্যানুসারে খাজানা এবং কর ইত্যাদি আদায় করার সম্বন্ধে উক্ত জোলাই মহাল শ্রীলশ্রীযুত যুবরাজ গোস্বামী বাহাদুরের সরকারে দেওয়ার বিহিত অনুমতি প্রদান হয়-- সর্ব্ববিষয় ধর্ম্মরাজ মালীক। ইতি ১৩০৯ ত্রিপুরা তারিখ ২২শে অগ্রহায়ণ।

আজ্ঞাধীন
শ্রীদুর্গামোহন সেনগুপ্ত

R. K. Deb Barman

৮৮৮ নং আদেশ--

এপক্ষের যুবরাজী সময়ে যে সমস্ত জোলাই পার্ব্বত্য প্রজা ছিল তাহা বর্ত্তমান সন হইতে শ্রীলশ্রীমান যুবরাজকে পূর্ব্ব রীত্যানুযায়ী জোলাই খানাজা (খাজনা) এবং কর ইত্যাদি গ্রহণ জন্য দেওয়া যায়। এবং কার্য্যে পরিণতির জন্য এই আদেশের একখণ্ড নকল শ্রীলশ্রীমান যুবরাজের কর্ম্মচারী নিকট এবং দ্বিতীয় একখণ্ড নকল রাজস্ব বিভাগে পাঠান যায় ইতি সন ১৩০৯ ত্রিং তাং ২৫শে অগ্রহায়ণ

নিদর্শন--৯

বৈষ্ণব সমাজভুক্ত 'ভাবুক মহালের' বিধি-ব্যবস্থা

R. K. Deb Barman

শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাতের আদেশ

এ রাজ্যস্থ বৈষ্ণব সম্প্রদায় সম্পর্কে ভাবক মহাল (ভাবক বা ভাবুক মহাল) নামে যে একটি মহাল আছে শ্রীপাটের শ্রীলশ্রীযুত কর্ত্তাপ্রভু তাহা শাসন করিয়া থাকেন। অতঃপর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সামাজিক বিষয়ই তাঁহার শাসনাধীনে থাকিবে। উক্ত সম্প্রদায় সংসৃষ্ট দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা সমস্তের বিচার যথারীতি দেওয়ানী এবং ফৌজদারী আদালতে হওয়া সঙ্গত। মঞ্জুরীর প্রার্থনায় এই প্রস্তাব শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাতে পেশ হয়।

ইতি। সন ১৩১৪ ত্রিং তাং ১৭ই জ্যৈষ্ঠ।

U. K Das
মন্ত্রী

শ্রীগোপীকৃষ্ণ বর্ম্মা
উজীর

নিদর্শন--১০

রাজ্যের মণিপুরী প্রজাসমাজের সমাজপতি এবং পাতিপত্র বিধিব্যবস্থাদাতাগণের নিয়োগ

মেমো নং ১

B. K. Manikya

স্বাধীন রাজ্যবাসী সমস্ত মণিপুরী জাতিদিগের পাতিপত্র ও বিধিব্যবস্থা কেবলমাত্র ৺নীলেশ্বর সার্ব্বভৌমের পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত জম্বুদ্বীপেশ্বর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক দেওয়া হইবে এবং তাহাদের বিধি-ব্যবস্থা এবং পাতিপত্রই সরকার পক্ষে গ্রাহ্যযোগ্য হইবে।

শ্রীযুক্ত রাজকুমার চিত্রগুপ্ত সিংহ এবং মণিপুরী চারি সম্প্রদায়ের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক শ্রীযুক্ত রাঘব সিংহ ঠাকুর উভয়কে এরাজ্যবাসী সমস্ত মণিপুরী জাতির সমাজপতি এবং ৺তমন সিংহ ঠাকুরের পুত্র শ্রীযুক্ত নবীন চন্দ্র সিংহকে সহকারী সমাজপতি নিযুক্ত করা গেল। তাহারা এপক্ষের অনুমোদন গ্রহণে সমাজ সম্বন্ধে যেরূপ বিচার ও সামাজিক শাসন করিবে, তাহাই গ্রাহ্যযোগ্য হইবে। অবণতি ও কার্য্যে পরিণতির কারণ এই আদেশের প্রতিলিপি সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণ নিকট প্রেরিত হয়। ইতি সন ১৩৩২ ত্রিং তারিখ ১৪ই বৈশাখ।

নিদর্শন--১১

মণিপুরী জাতির সমাজপতি নিয়োগ

B. K. Manikya

মেমো নং ৫

এসক্ষের বিগত ১৪ ই বৈশাখ তারিখের ১ নং মেমোর অনুসৃতিতে শ্রীযুক্ত বুদ্ধিমন্ত সিংহ রাজকুমারকেও এরাজ্যবাসী সমস্ত মণিপুরী জাতির সমাজপতি নিযুক্ত করা গেল। অবগতি এবং কার্য্যে পরিণতির কারণ এই আদেশের প্রতিলিপি সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণ নিকট প্রেরিত হয়। ইতি, সন ১৩৩২ ত্রিং তারিখ ২১শে ভাদ্র।

নিদর্শন--১২

আদিবাসী রিয়াং সম্প্রদায় এর 'রায়' [প্রধান সর্দ্দার বা রাজা] এর নাম মনোনয়ন ক্রমে তাহাকে নিযুক্তির জন্য রাজ্যেশ্বর সমীপে অন্যান্য সর্দারগণের প্রার্থনা

ধর্ম্মাবতার প্রবল প্রতাপেষু,
পঞ্চশ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর বরাবরে--

দরখাস্ত শ্রীভগীরথ চৌধুরী পিং মৃত্যু লাদুকা চৌধুরী সাং চেলাগাং ও
শ্রীসুনুক রায়চৌধুরী পিং মৃত্যু কাপইতাম চৌধুরী সাং কুরমা
শ্রীমেলা রায়চৌধুরী পিতা শ্রী জীবনীয়া চৌধুরী সাং তৈয়ছমা এবং
শ্রীচাবেহা কারবারী পিং মৃত্যু চাউতৈলা চৌধুরী সাং লাউগাং
থানা বীরগঞ্জ এলেকায় স্বাধীন ত্রিপুরা

আজ্ঞাধীনগণের বিনীত নিবেদন এই,

রাজন! পূর্ব্বাপর আমাদের রিয়াং দফার ১৩টি উপাধি বিশিষ্ট ২৬ জন লোক সর্দ্দাররূপে থাকিয়া পার্ব্বত্য নিয়মানুযায়ী সুচারুরূপে কার্য্য চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু নাতীরার রায়ের মৃত্যুর পর আজ দুই বৎসর গত হইল আমাদের এই এলেকাস্থিত অন্য কোন লোক রায়ের পদে নিযুক্ত না থাকায় পার্ব্বত্য পূর্ব্বাপর রীতিমত কার্য্য চলিয়া আসিতেছে না। এজন্য আমরা চরখী দফার স্থিত শ্রী দেব সিং চাপীয়াকে রায়ের পদে নিযুক্ত করিয়া পার্ব্বত্য পূর্ব্বের রীতি বহাল করতঃ প্রজাগণের শান্তিরক্ষা ও সুনীতি স্থাপনের অনুমতিদানে প্রতিপালন করার আজ্ঞা হয়। অতএব দয়াবান ধর্ম্মরাজ দয়া বিতরণে উক্ত ব্যক্তিকে রায়ের পদে নিযুক্ত করার আদেশ দানে প্রতিপালন করা আজ্ঞা হয়। ইতি সন ১৩৩৩ ত্রিং তাং ৭ই আশ্বিন।*

স্বাক্ষর--শ্রীভগিরথ চৌং
শ্রীসুনুক রায়চৌধুরী
শ্রীমেলা রায়চৌধুরী
নিং শ্রীচাবেহা কারবারী
বং শ্রীতীর্থ রায়চৌধুরী

*এই নিদর্শনটির সঙ্গে প্রাসঙ্গিক পরবর্তী প্রার্থনাটিও লক্ষ্যণীয়। ত্রিপুরার আদিবাসী রিয়াং সম্প্রদায় বিশেষ শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল এবং এই সম্প্রদায়ভুক্ত এলাকার সর্ব্বপ্রধান সর্দার ও রাজাস্বরূপ "রায়" এবং তাহার অধীনস্থ সর্দার ও কার্য্যকারকগণ মূলতঃ গণ-নির্বাচনের মাধ্যমেই নির্বাচিত হইত। এই সর্বপ্রধান 'রায়ের' নিযুক্তি অবশ্য রাজকীয় অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল। রাজাগণ এই স্বীকৃতির নিদর্শনরূপে প্রথানুযায়ী 'খিলাত' প্রদান করিতেন ও নির্দিষ্ট নজর গ্রহণ করিতেন। এই প্রসঙ্গে '১৩৪০ ত্রিং সনের ত্রিপুরা সেন্সাস বিবরণ' এবং 'উদয়পুরবিবরণ' গ্রন্থ দুইটি দ্রষ্টব্য।

নিদর্শন—১৩

প্রথানুযায়ী 'খেলাত' পাওয়ার জন্য পার্বত্য অঞ্চলের রিয়াং সম্প্রদায়ভুক্ত বিশিষ্ট সর্দারগণের প্রার্থনা

ধর্ম্মাবতারেষু,

পঞ্চশ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর
বরাবরে—

দরখাস্ত শ্রী ভগীরথ চৌধুরী পিং মৃত্যু লাদুকা চৌধুরী সাং চেলাগাং ও
শ্রীমেলারায় চৌধুরী পিতা শ্রী জীবনীয়া চৌধুরী সাং পানছড়া ও
শ্রীতীর্থরায় চৌধুরী পিতা শ্রী খুলমপাই চৌধুরী সাং তৈয়াছামা ও
শ্রীসুনুকরায় চৌধুরী পিং মৃত্যু কাপইতাম চৌধুরী সাং কুরমা ও
শ্রীচাবেহা কারবারী পিং মৃত্যু চাকতৈলা চৌধুরী সাং লাউগাং
শ্রীরামকুমার চৌধুরী পিং মৃত্যু রথ চৌধুরী সাং তুইমুইল থানা বীরগঞ্জ
সবডিবিসন অমরপুর এলেকায় স্বাধীন ত্রিপুরা—

আজ্ঞাধীনগণের সবিনয় বিনীত নিবেদন,

পূর্ব্বাপরে আমাদের রিয়াং জাতির মধ্যে ১৪টি দফার ২৬ জন সদার লোক মহারাজ বাহাদুরের স্বর্গপ্রাপ্তি হইলে নিম্নলিখিত লিষ্ট অনুযায়ী পোষাকাদি পাইয়া থাকে। অতএব দয়া বিতরণে পূর্ব্বাপর নিয়মানুযায়ী পোষাকাদি প্রদান করার আজ্ঞা হয়। ইতি সন ৭।৬।৩৬ ত্রিং

পোষাকাদির বারিজ :

১।	সোনার গোট টাকা	১৲ এক টাকা
২।	সোনার নাদং	৬ জোর
৩।	রূপার বালা	৫ জোর
৪।	শাল	১ খান
৫।	বনাত	১২ খান
৬।	আলোয়ান	১৩ খান
৭।	চাপকান	১ খান
৮।	পিরণ	২৫ খান
৯।	ধুতি	২৬ খান
১০।	চাদর	২৬ খান
১১।	রূপার বাটি	১ খান
১২।	বস্ত্র শাড়ী	১ খান
১৩।	রিয়া	১ খান

রিয়াং জাতির ১৩ দফার মধ্যে প্রত্যেক দফার ২ জন মোট ২৬ জন প্রধান চৌধুরী প্রত্যেকে ধুতি চাদর ১ জোর মোট ২৬ জোর পিরণ ২৬টি পাইয়া থাকে।

স্বাক্ষর—
শ্রী ভগিরথ চৌং
শ্রী মেলারায় চৌধুরী
শ্রী তীর্থরায় চৌধুরী
শ্রী সুনুকরায় চৌধুরী
নিং শ্রী চাবেহা কারবারী
বং শ্রী তীর্থরায় চৌধুরী
শ্রী রামকুমার চৌং

নিদর্শন—১৪

রাজ্যবাসী ঠাকরবর্গের সামাজিক উন্নতিকল্পে 'ঠাকুর সমিতি' গঠন

মেমো নং ১৮

শ্রী বীরবিক্রম মাণিক্য
২৬-৫-৩৮

যেহেতু এ রাজ্যবাসী ঠাকুরবর্গের সামাজিক, সাংসারিক, পারিবারিক এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় আবশ্যকানুযায়ী আলোচনা এবং প্রস্তাব ও মন্তব্য প্রদানের উদ্দেশ্যে "ঠাকুর সমিতি" পুনর্গঠিত হওয়া এপক্ষের অভিপ্রেত, অতএব--

আদেশ হইল যে--

১। এই আদেশের প্রচারের তারিখ হইতে "ঠাকর সমিতি" পনর্গঠিত হইবে।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইল।

সভ্যগণ

১। শ্রীযুত ঠাকুর গোলক চন্দ্র দেববর্ম্মা
২। শ্রীযুত ঠাকুর ঈশান চন্দ্র দেববর্ম্মা
৩। শ্রীযুত ঠাকুর শ্যামাচরণ দেববর্ম্মা
৪। শ্রীমান সোমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্ম্মা
৫। শ্রীযুত ঠাকুর কুসুম চন্দ্র দেববর্ম্মা
৬। শ্রীযুত ঠাকুর ললিত মোহন দেববর্ম্মা
৭। শ্রীযুত ঠাকুর প্রতাপ চন্দ্র রায়
৮। শ্রীযুত ঠাকুর ব্রজকৃষ্ণ দেববর্ম্মা
৯। শ্রীযুত ঠাকুর নবদ্বীপ চন্দ্র দেববর্ম্মা
১০। শ্রীযুত ঠাকুর ভগবান চন্দ্র দেববর্ম্মা
১১। শ্রীযুত ঠাকুর রেবতী মোহন দেববর্ম্মা
১২। শ্রীযুত ঠাকুর বঙ্গ চন্দ্র দেববর্ম্মা
১৩। শ্রীযুত ঠাকুর বসন্ত কুমার দেববর্ম্মা
১৪। শ্রীযত ঠাকর হৃদয় রঞ্জন দেববর্ম্মা

সম্পাদক
শ্রীযত ঠাকর হরচন্দ দেববর্ম্মা

নিয়মাবলী

৩। অন্যূন ৫ জন সভ্য উপস্থিত হইলে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিবে।

৪। উপস্থিত সভ্যগণের নির্ব্বাচিত মতে কোন সভ্য সভাপতির আসন গ্রহণ করিবে।

৫। এই সমিতিতে ঠাকুরবর্গের যাবতীয় সামাজিক, সাংসারিক, পারিবারিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিষয় আলোচনা ও প্রয়োজন মতে এপক্ষের নিকট প্রস্তাব কিম্বা মন্তব্য উপস্থিত করিবেন।

৬। সমিতির কোন সভ্য কোন বিষয় সভায় আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিলে তাহার এক স্মারকলিপি এবং সভ্য শ্রেণীর বহির্ভূত অন্য কোন ব্যক্তি কোন বিষয় সভায় আলোচনা করাইতে প্রার্থী হইলে তাহার লিখিত আবেদন পত্র সম্পাদকের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে।

৭। সম্পাদক আলোচ্য বিষয় সভায় উপস্থিত করিবে।

৮। সভার কার্য্য লিপিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত একখানা কার্য্য বিবরণী বহি রাখা হইবে।

৯। যে সকল বিশেষ বিষয় সভাতে আলোচিত হইয়া উপস্থিত সভ্যগণের বা অধিকাংশের মতানুসারে নির্দ্ধারিত ও গৃহীত হয়, তাহা কার্য্য বিবরণী বহিতে লিখিতে হইবে এবং তাহার প্রতিলিপি এপক্ষ সাক্ষাত প্রেরিত হইয়া এপক্ষের মঞ্জুরী মতে কার্য্যে পরিণত হইবে।

১০। তদ্ভিন্ন সাধারণ বিষয় সমূহ সভা সরাসরিমতে গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিতে পারিবে।

১১। যদি সমগ্র ঠাকুরবর্গকে জ্ঞাপনকরণোপযোগী কোন বিষয় সভায় উপস্থিত হয়, তবে সমিতি এপক্ষের আদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রত্যেক ঠাকুর পরিবারকে সভায় স্বীয় প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার জন্য আহ্বান করিবে।

১২। বৎসরে অন্তত ১০ বার সমিতির অধিবেশন হইবে।

নিদর্শন--১৫

পার্বত্য হিন্দু প্রজাগণের দীক্ষাগুরু গ্রহণ ও তাহাদিগের পুরোহিত নির্বাচন সম্বন্ধে

শ্রী বীরবিক্রম মাণিক্য

৬-১০-৩৯

যেহেতু কোন কোন অযোগ্য ও অনধিকারী ব্যক্তি এ রাজ্যের পার্ব্বত্য হিন্দু প্রজাগণের মন্ত্রদাতা দীক্ষাগুরু বা পুরোহিতের কার্য্য করিয়া তাহাদিগকে প্রবঞ্চনাক্রমে নানারূপে ঠকাইতেছে এবং ধর্ম্মের গ্লানিকর অসন্মার্গে পরিচালিত করিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে অতএব এই সমস্ত অনাচারের প্রতিবিধানকল্পে আদেশ হইল যে রাজ সরকারের অনুমতি অনুসারে এ রাজ্যের পার্ব্বত্য হিন্দু প্রজাগণের যাজকতা কি গুরুতা কার্য্যের জন্য যে সমস্ত ব্রাহ্মণ নিয়োজিত হইয়াছেন তাহারা ব্যতীত অতঃপর অন্য কোন ব্যক্তি এ পক্ষের সনদ গ্রহণ ব্যতিরকে পার্ব্বত্য হিন্দু প্রজাগণের যাজকতা কি গুরুতা কার্য্য করিতে পারিবে না। করিলে সে রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করা অপরাধে দণ্ডনীয় হইবে।

নিদর্শন -১৬

পার্বত্য প্রজাসমাজে যজ্ঞোপবীত গ্রহণের উপযোগিতা এবং বৈষ্ণব ভেকধারণের অকল্যাণ সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ

শ্রী বীরবিক্রম মাণিক্য

৬-৯-৩৯

উপদেশ

১। অনেকে শাস্ত্র নিয়মানুসারে উপযুক্ত বয়সে যজ্ঞোপবীত ধারণ করে না অতএব শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞোপবীত ধারণ পূর্ব্বক ক্ষত্রিয় আচার প্রতিপালন করা উচিৎ।

২। আজকাল পাহাড়ে বৈষ্ণব ধর্ম্মের খুব প্রচলন হইতেছে এবং অনেকেই বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভেকধারী বৈষ্ণব হইতেছে কিন্তু শাস্ত্রানুসারে প্রকৃত ভেকধারী বৈষ্ণবের আচরে রক্ষা করিতে পারিতেছে না এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও অন্যায় রূপে বৈষ্ণবী রাখিতেছে ইহাতে সমাজের অত্যন্ত অকল্যাণ ও অবনতি হইতেছে অতএব ভবিষ্যতে এই প্রকার অশাস্ত্রীয় কার্য্য যাহাতে না হয় তৎপ্রতি সকলের দৃষ্টি থাকা ভাল।

৩। বিবাহাদি উৎসবে পাহাড়ে অত্যধিক মদ্যপান ইত্যাদির প্রচলন আছে ইহা সমাজের অমঙ্গলজনক ও ব্যয়সাধ্য অতএব এই প্রকার অপব্যয় ও সমাজের অমঙ্গলজনক কার্য্য নিবারণ হওয়াই সঙ্গত। ইতি সন ১৩৩৯ ত্রিং ৬ই পৌষ।*

*রাজ্যশাসন সম্বন্ধে ক্ষমতা লাভের পূর্বে নাবালক মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য ১৩৩৪ ত্রিপুরাব্দে সোনামুড়া ও উদয়পুর বিভাগ পরিদর্শন উপলক্ষে ত্রিপুরেশ্বরের "আমার সোনামুড়া ও উদয়পুর বিভাগ পরিদর্শন ডায়েরী" নামক মুদ্রিত ডায়েরীর এক-স্থলে উল্লেখ রহিয়াছে, "১০টা হইতে প্রায় ১২টা পর্যন্ত পার্ব্বত্য প্রজা ও তাহাদের সর্দ্দারদের সঙ্গে দেখা করি। প্রায় তিনশত পার্ব্বত্য প্রজা আসিয়াছিল। ..... জমাতিয়াদের মধ্যে অনেক ভেকধারী বৈরাগী হইয়াছে এবং তাহারা জমাতিয়া জাতির উন্নতি না করিয়া অবনতি করিতেছে। তাহারা ৩।৪টি বৈষ্ণবী রাখে কিন্তু এই সকল বৈরাগীর সন্তানাদি হয় না। ইহা জমাতিয়াদের মধ্যে বৃদ্ধি পাইলে তাহাদের লোক সংখ্যা ক্রমশ কমিয়া যাইবে। ইহা নিবারণ করিবার জন্য জমাতিয়া সর্দ্দারগণ আমার নিকট আবেদন করে। এই বিষয়ে আমাদের প্রভুগণ (রাজগুরুগণ) সাহায্য করিতে পারেন।"

অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক মহারাজের পাঁচ বৎসর পূর্ববর্তী এই কল্যানমূলক ভাবনাটি আলোচ্য উপরোক্ত 'উপদেশের' মধ্যে সক্রিয়ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে একমাস পরবর্তী ৬।১০।৩৯ ত্রিং তারিখের আদেশটিও দ্রষ্টব্য।

নিদর্শন--১৭

ভেকধারী বৈরাগীগণের শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণে বিরত হওয়া সম্পর্কে

শ্রীবীরবিক্রম মাণিক্য
৬,১০,৩৯

যেহেতু এ রাজ্যের অশিক্ষিত ভেকধারী বৈরাগী পার্ব্বত্য প্রজাদের ভিতর নানাবিধ ব্যভিচার, দুর্নীতি ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ কুপ্রথা প্রচলিত থাকায় ধর্ম্মের গ্লানি ও সমাজের অনিষ্ট ঘটিতেছে অতএব এইসব অনাচার ও অনিষ্ট নিবারণকল্পে আদেশ হইল যে--

১। যাহারা সংগে স্ত্রী না লইয়া একাকী ভেক গ্রহণ করিয়াছে এবং শুদ্ধভাবে সন্ন্যাস ধর্ম্ম পালন করিতেছে তাহারা "শুদ্ধ ভেকধারী বৈরাগী" বলিয়া গণ্য হইবে।

২। যাহারা একমাত্র বিবাহিতা পত্নীসহ ভেক গ্রহণ করিয়াছে কিম্বা ভেক গ্রহণের পর একমাত্র বিবাহিতা পত্নীকে সঙ্গিনী রাখিয়া অন্যান্য স্ত্রী কি সেবাদাসীকে বর্জ্জন করিয়াছে, তাহারা নিম্ন সম্প্রদায়ের ভেকধারী বলিয়া অভিহিত হইবে।

৩। যাহারা ভেক গ্রহণের পর একাধিক স্ত্রীসহ বসবাস করে তাহারা গৃহী বলিয়া গণ্য হইবে।

৪। অতঃপর কোন পার্ব্বত্য প্রজা সস্ত্রীক ভেক গ্রহণ করিতে পারিবে না এবং ভেক গ্রহণের পর স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিবে না। সস্ত্রীক ভেক গ্রহণ করিলে সে গৃহী বলিয়া গণ্য হইবে।

৫। বৈরাগীদের ভিতর যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কুপ্রথা প্রচলিত আছে তাহা সংশোধনের নিমিত্ত অদ্য হইতে এক বৎসর কাল সময় দেওয়া হইল। নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে এই আদেশ বলবৎ ও কার্য্যে পরিণত হইবে।*

*রাজ্যেশ্বর কর্তৃক প্রচারিত এই 'আদেশটির' প্রসঙ্গে একমাস পূর্ববর্তী তদীয় ৬।৯।৩৯ খ্রিঃ তারিখের উপদেশটি দ্রষ্টব্য।

নিদর্শন--১৮

পার্বত্যমণ্ডলের ত্রিপুর ক্ষত্রিয় প্রজাগণের পুরোহিত নিযুক্তি

বীরবিক্রম মাণিক্য

স্বস্তি বিষম-সমর বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুত মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা মাণিক্য বাহাদুর নরপতেরাদেশোয়ং কারকনবর্গ বিরাজতে রাজধানী হস্তিনাপুর, সরকার আগরতলা; স্বাধীন ত্রিপুরা--

চট্টগ্রাম জিলা উত্তরভূর্ষী গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় বিশ্বম্ভর চক্রবর্ত্তীর পুত্র শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে এ রাজ্যের অন্তর্গত পার্ব্বত্য মণ্ডলসমূহের ত্রিপুর ক্ষত্রিয় প্রজাবর্গের পৌরোহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত করা গেল। উক্ত পুরোহিত নিম্নলিখিত সর্ত্তসমূহ বহাল রাখিয়া স্বীয় এলাকাখণ্ডস্থ ত্রিপুর ক্ষত্রিয় প্রজাবর্গের যাজনকার্য্য সম্পাদন করিতে থাকুক।

সর্ত্ত--

১। উক্ত পুরোহিত তদীয় অপর অংশীদার পুরোহিতগণ সহ এজমালীতে পৌরোহিত্য কার্য্যের ষোল আনা আয়ের ৵০ দুই আনা হিস্যা উপভোগ করিবে।

২। পুরোহিত তাহার এলাকাস্থ যজমানগণের সুবিধাকল্পে যে সকল স্থানে বাসস্থান নির্ব্বাচন করিয়াছে এবং তদতিরিক্ত যেসকল স্থান সরকার কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয়, সেই সকল স্থানে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া অথবা গোমস্তা নিযুক্ত রাখিয়া প্রতিনিয়ত যজমানগণের ক্রিয়াকর্ম্ম সম্পাদন করিবে।

৩। পুরোহিত স্বয়ং এবং তাহার নিয়োজিত গোমস্তাগণ সদাচারী, সৎস্বভাবাপন্ন ও নিষ্ঠাবান হইবে। অসচ্চরিত্র মদ্যপায়ী ও ধূর্ত্ত প্রকৃতির লোক গোমস্তার কার্য্যে নিযুক্ত করা অথবা স্বয়ং ঐরূপ স্বভাবান্বিত হওয়া পুরোহিতের পক্ষে নিতান্ত গর্হিত হইবে।

৪। শাস্ত্রোচিত বিধানানুসারে যজমানগণের সদাচার রক্ষা অশৌচ পালন, বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্য শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবস্থায় সম্পাদন করায় পুরোহিতের কর্ত্তব্য হইবে। শাস্ত্রবিরুদ্ধ কোন কার্য্যে যজমানকে প্রবৃত্ত করা অথবা অর্থলোভে কাহাকেও অযথা কার্য্যে কিম্বা বাহুল্য ব্যয়ে লিপ্ত করা সংগত হইবে না।

৫। তীর্থ ভ্রমণ উপলক্ষে যজমানগণের ব্যয় বাহুল্য ঘটান অথবা হানিজনক কোন কার্য্য করা পুরোহিতের পক্ষে নিষিদ্ধ।

৬। যজমানগণ যাহাতে সদাচারী, নিষ্ঠাবান ও শাস্ত্রসম্মত কার্য্যে শ্রদ্ধাবান হয় এবং মদিরাদি পরিত্যাগ করিয়া নৈতিক জীবনের উন্নতি সাধন করিতে পারে, পুরোহিত তৎপক্ষে তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ করিবে।

উপরিউক্ত সর্ত্তসমূহ অথবা তাহার কোন একটি সর্ত্ত ভংগ করিলে, সরকারী যে কোন আদেশ লংঘন করিলে অথবা যজমানগণের পীড়াদায়ক বা হানিজনক কার্য্য করিলে এই সনন্দ রহিতক্রমে পুরোহিতকে অবসর করা হইবে, এবং তৎস্থলে সরকারের অভিপ্রায়ানুরূপ অন্য পুরোহিত নিয়োগ করা যাইবে। ৫।৫।৪৯ ত্রিং।

নিদর্শন--১৯

কুমিল্লা সহরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের দ্বাবিংশ অধিবেশন উদ্বোধন উপলক্ষে
মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মা মাণিক্য বাহাদুরের ভাষণ

২৫শে চৈত্র, ১৩৪৮ ত্রিং

শ্রদ্ধেয় সুধীমণ্ডলী--

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের দ্বাবিংশ অধিবেশন উপলক্ষে আপনাদের শুভাগমনে ত্রিপুরা গৌরবান্বিত হইয়াছে।

আজ যে গুরুভার আপনারা স্নেহপরবশ হইয়া আমার উপর ন্যস্ত করিয়াছেন তাহা বহন করিবার শক্তি কিম্বা যোগ্যতা আমার নাই। আমি নিজে সাহিত্যিক নহি, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের প্রতি আমার শ্রদ্ধা এবং মমত্ববোধবশতঃ সমগ্র বঙ্গদেশীয় সাহিত্যিকগণের সংশ্রবে আসিবার এই আহ্বানকে আমি অস্বীকার করিতে পারি নাই। অধিকন্তু আমার পরম ভক্তিভাজন স্বর্গত পিতা পিতামহ, প্রপিতামহগণের বিপুল সাহিত্যানুরাগ ও সাহিত্য রসিকগণের প্রতি সম্মান ও সমাদর প্রদর্শনের কাহিনী এই গুরুভার বহন করিতেও আমাকে শক্তি এবং উৎসাহ প্রদান করিয়াছে।

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

সাহিত্য স্বপ্নকে রূপদান করে, কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করে এবং ভাবকে বিকশিত করে সাহিত্যও মৃত অতীতকে জীবন দান করে বর্তমানকে পরিচালিত ও সংগঠিত করে এবং বর্ত্তমানের মধ্যে ভবিষ্যৎকে সৃজন করে সাহিত্য জাতিকে অমরত্ব দান করে, তাই সাহিত্যের পূজাই গৌণভাবে অমরত্বের উপাসনা। সেই সাহিত্যের ঋত্বিক যাঁহারা, তাঁহারা জাতির নমস্য। আমি তাই আপনাদিগকে আমার আন্তরিক সম্বর্দ্ধনা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

ত্রিপুরা রাজ পরিবারে অনেকেই বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়া সমগ্র দেশের সম্মান লাভ করিয়াছেন এবং এই পরিবার অনেক শ্রেষ্ঠ কলাবিৎ এর জন্মদ্বারা গৌরবান্বিত। বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধিবিধানে তাঁহারা বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন। তরুণ প্রতিভার বিকাশের সহায়তা এবং বিকশিত প্রতিভাকে যথাযোগ্য সম্মান দান ও উৎসাহিত করিতে তাঁহারা নিয়ত তৎপর ছিলেন। এতৎ সম্বন্ধে আপনারা সকলেই অবগত আছেন। আমিও সাধ্যমত তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে গৌরব বোধ করিয়া থাকি। বাংলার কৃষ্টি এবং বাংলার সাহিত্যের সংগে ত্রিপুর রাজ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। পরস্পর পরস্পরকে প্রগাঢ়ভাবে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করিতেছে। কৃত্রিম ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করিয়া ত্রিপুরা রাজ্য বৃহত্তর ত্রিপুরা তথা সমগ্র বাংলার প্রতি মমত্ববোধ পোষণ করিয়া আসিতেছে। ত্রিপুরা রাজ্যের রাষ্ট্রভাষা যে বাংলা আপনারা অবগত আছেন। তথাকার যাবতীয় সরকারী কার্য্য একান্তভাবে বাংলা ভাষায় পরিচালিত হইয়া থাকে। তথাকার শিলালিপি, তাম্রলিপি, অনুশাসন, মুদ্রা, মোহর প্রভৃতিতে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

বাংলা সাহিত্য অধুনা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা ব্যপকতার পথে অগ্রসর হইতেছে। আজ দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সংগীত প্রভৃতি সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু এখনও আমাদের সম্মুখে বহু দীর্ঘ পথ রহিয়াছে, বর্তমান জগতে মানবের বহুমুখী চিন্তাধারা এখন আর অল্পে সন্তুষ্ট নহে। সাহিত্যের আসরে সর্ব্বপ্রকার চিন্তা-ধারাকে রূপ প্রদান করিয়া ভাষাকে সমৃদ্ধ করিতে হইবে। আমাদের প্রগতিশীল মানব ক্ষুধাকে উপযুক্ত খাদ্য প্রদান করিয়া শান্ত করিতে পারে এই প্রকারের বহুমুখী সাহিত্য সৃষ্টি আজ প্রয়োজন। তাহার চেষ্টা অধুনা চলিতেছে ইহাতে আমি আনন্দ বোধ করি।

এই সম্মিলন উপলক্ষে আপনারা বিভিন্ন শাখার সভাপতি মহাশয়গণের প্রত্যেকের নিকট হইতে আলোচ্য বিষয়াদি সম্পর্কে অনেক নূতন তথ্য অবগত হইতে পারিবেন। আমি তাঁহাদিগকে সশ্রদ্ধ সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বংগের সাহিত্যিকগণের পক্ষে আজ যে আপনারা আমাকে আপনাদিগেরই একজন মনে করিয়া এ স্থানে আহ্বান করিয়াছেন তজ্জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি এবং অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণকে আমি আমার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

আমি আর আপনাদিগের মূল্যবান সময় বৃথা নষ্ট করিতে চাই না, আসুন ভাষাজননীকে বন্দনাপূর্ব্বক মধুমসে আমরা আজ সম্মেলনের এই শুভ উদ্বোধন কার্য্য সম্পাদনে ব্রতী হই। ভগবান আমাদের সহায় হইবেন।

নিদর্শন--২০

পার্বত্য প্রজাগণের মধ্যে বিভিন্ন ব্যবসায় কার্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য উৎসাহ প্রদান এবং প্রতিকূল সামাজিক-শাসন-নিরোধক আদেশ

নং ১৯২

B. B. K. Manikya
7.2.49

আদেশ

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর কে, সি, এস্, আই, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা রাজধানী আগরতলা, ইতি, সন ১৩৪৯ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ৭ই জ্যৈষ্ঠ।

যেহেতু এপক্ষের গোচরীভূত হইয়াছে যে পার্ব্বত্য প্রজাগণের মধ্যে কতকগুলি ব্যবসা--যথা সিদল বিক্রয় হাতীর মাহুতের কাজ ইত্যাদি প্রকার কাজের জন্য কেহ কেহ কোন কোন সময়ে সামাজিক দণ্ডে দণ্ডিত হইতেছে এবং যেহেতু কৃষি ব্যতীত অন্যপ্রকার কাজ ও ব্যবস্থা পার্ব্বত্য প্রজার মধ্যে প্রচলিত হওয়া বাঞ্ছনীয় অতএব

আদেশ করা যায় যে,

উপরিউক্ত ব্যবসাদির জন্য কেহ কোনরূপ দণ্ডবিধান করিবার অধিকারী হইবে না। এসম্বন্ধে ত্রিপুর ক্ষত্রিয় কেন্দ্রীয় সভার সম্পাদক ও হালাম মিসিবগণ* বিহিত করিবেন।

*মিসিপ-রাজদরবারে নিয়োজিত, পার্বত্য প্রজাগণের মধ্যে কোন সম্প্রদায় অথবা দফার মনোনীত প্রতিনিধি।

নিদর্শন--২১

যুবরাজী টীকা উৎসব উপলক্ষে রাজ্য ও জমিদারী মধ্যে ছয় লক্ষ টাকা বকেয়া খাজনা মকুব এবং মুসলমান প্রজাগণের দেয় কাজিয়ানা ফিস্ আদায় প্রথা রহিত করা সম্বন্ধে আদেশ

২৩৯ নং

শ্রীবীরবিক্রম মাণিক্য

রোবকারী

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর, কে, সি, এস্, আই, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা ইতি। সন ১৩৫০ ত্রিপুরাব্দ তারিখ ২৯শে অগ্রহায়ণ

যেহেতু যুবরাজ গোস্বামী শ্রীলশ্রীমান কিরীট বিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুরের শুভ যৌব রাজ্যাভিষেক ও প্রাথমিক নজর দরবার উপলক্ষে এপক্ষের প্রিয় প্রজাসাধারণকে কোন কোন বিষয়ে আনুকূল্য করা এপক্ষের অভিপ্রেত।

অতএব আদেশ করা গেল যে

(ক) রাজ্য ও সঙ্গীয় জমিদারীর প্রজাসাধারণের করভার লাঘবার্থ উপযুক্তস্থলে বকয়া-খাজনা ও কর মধ্যে উভয় এলেকায় একত্রে সর্ব্বমোট ছয় লক্ষ টাকা পরিমাণ সরকারী প্রাপ্য মাপ দেওয়া যাইবে।

(খ) এপক্ষের মুসলমান প্রজাগণের দেয় বিবাহের নজর কাজিয়ানা ফিস্ অতঃপর আর সরকারে গ্রহণ করা হইবে না এবং তদনুযায়ী প্রচলিত নিয়মাবলী সংশোধিত বা রহিত হইবে,* ইতি।

*রাজ্যের মুসলমান প্রজাগণের মধ্যে বিবাহ উপলক্ষে রাজ্য সরকারকে 'কাজয়ানা' বা 'কাজাই' ফিস্ নামক নির্দিষ্ট কর আদায়ের একটি কুপ্রথা বহুকাল বিদ্যমান ছিল। ইহার মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রচ্ছন্ন দুর্বলতা রাজনীতির প্রত্যক্ষ অজুহাতে দুষ্ট-ব্রণের মতোই পীড়াদায়ক ছিল। কাজাই মহালের নজরানা আদায় সম্পর্কে যে নিয়মাবলীটি ৯২ বৎসর পূর্বে (১২৯১ ত্রিং, ৯ই অগ্রহায়ণ) প্রচারিত হইয়াছিল, (আইন ও বিচার বিভাগ অধ্যায়ভুক্ত) তাহার হেতুবাদের মধ্যেই রাজমন্ত্রী কর্তৃক এই প্রথা অন্যায় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। এই কুপ্রথা রহিতকরণে রাজ্যের একটি কলঙ্ক দূরীভূত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

নিদর্শন—২২

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষাকল্পে "প্রীতিবর্দ্ধায়ক সমিতি" গঠন

প্রস্তাব মঞ্জুর করা যায়। ইতি

B. B. K Manikya

৭।২।৫৯ ত্রিং

সাম্প্রদায়িক প্রীতি অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষাকল্পে সদরে উপযুক্ত হিন্দু মুসলমান সদস্য গঠিত একটি কেন্দ্রীয় "প্রীতিবর্দ্ধায়ক সমিতি" এবং এরাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে শাখা সমিতি গঠন করা সম্পর্কে প্রচার বিভাগের মান্যবর মন্ত্রীবাহাদুরের ২৬।১।১৩৫৯ ত্রিং তারিখের প্রস্তাব মন্ত্রীপরিষদে গত ২৬।১।১৩৫৯ ত্রিং তারিখের চতুর্থ অধিবেশনে আলোচিত হইয়াছে।

এরাজ্যের ইতিহাস চিরকাল অসাম্প্রদায়িকতার গৌরব সমুজ্জ্বল। তথাপি বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের ভিতর পরস্পর প্রীতি সৌহার্দ্দ্য ও সহানুভূতির ভাব সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে জাগ্রত ও প্রবুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় এ রাজ্যেও উক্ত উভয় সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ও যোগ্য লোক দ্বারা প্রীতিবর্দ্ধায়ক সমিতি গঠিত হওয়া পরিষদ সমীচীন মনে করেন।

বিহিতাদেশ প্রার্থনায় আলোচ্য প্রস্তাব সহ এই প্রস্তাব শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর' সাক্ষাৎ পেশ হয়, ইতি।

সন ১৩৫৯ ত্রিং, তারিখ ২৭শে বৈশাখ।

T. K. Gupta
সেক্রেটারী
মন্ত্রী পরিষদ

J. Sen
প্রধানমন্ত্রী

নিদর্শন--২৩

হালাম সম্প্রদায়ভুক্ত প্রজাগণের "সিংহ" পদবী গ্রহণ সম্বন্ধে

নং ৩৪৯

শ্রীবীরবিক্রম মাণিক্য

আদেশ

দরবার বিষম সমর বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি লেফটেন্যোন্ট কর্নেল হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর, জি, বি, ই, কে, সি, এস, আই, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি, সন ১৩৫৬ ত্রিপুরাব্দ তারিখ ১০ই আশ্বিন।

যেহেতু হালাম সম্প্রদায়ভুক্ত বিভিন্ন শাখায় হালামগণের স্ব স্ব নামের সঙ্গে বিভিন্ন দফার পরিচয় ব্যতীত উপযুক্ত পদবীর ব্যবহার প্রচলন থাকা দৃষ্ট হয় না এবং যেহেতু তাহাদিগের পক্ষে একটি নির্দ্দিষ্ট পদবী ব্যবহার করা সঙ্গত। অতএব,

আদেশ করা যায় যে,

অতপর হালাম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখাভুক্ত জনগণ স্ব স্ব নামের সঙ্গে "সিংহ" পদবী ব্যবহার করে। উদাহরণ স্থলে উল্লেখ করা যায় যে, বর্তমানে যে ব্যক্তি "রামচন্দ্রকলই" নামে পরিচয় প্রদান করে সে অতঃপর "রামচন্দ্র সিংহ" অথবা অধিকতর সঙ্গতরূপে "রামচন্দ্র সিংহ কলই" পদবীতে পরিচিত হয়।

নিদর্শন--২৪

"নোয়াতিয়া" সম্প্রদায়ভুক্ত উন্নতিশীল ব্যক্তিগণকে ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজে গ্রহণ সম্পর্কে

নং ৩৫০

শ্রীবীরবিক্রম মাণিক্য

আদেশ

দরবার বিষম সমর বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি লেফ্টেন্যান্ট হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর, জি, বি, ই, কে, সি, এস, আই, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি, সন ১৩৫৬ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ১১ই আশ্বিন।

যেহেতু এ রাজ্যের কুড়ি হাজারের অধিক সংখ্যক এবং রাজ্যের বাহিরে অবস্থিত "নোয়াতিয়া" নামে পরিচিত সম্প্রদায়ের সামাজিক উন্নয়ন সম্বন্ধে "নোয়াতিয়া"গণের আকাঙ্খা এ পক্ষের গোচরীভূত হইয়াছে এবং এই সম্প্রদায়ের সামাজিক উন্নয়ন এপক্ষের অভিপ্রেত, অতএব

আদেশ করা যায় যে,

নোয়াতিয়াগণের মধ্যে যাহারা উন্নতিশীল, তাহাদিগকে একদা ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজে গ্রহণ করা যায়, অধুনা অনুন্নত নোয়াতিয়াগণের ক্রমশঃ উন্নতি সাধনের সংগে সংগে তাহারাও ত্রিপুর ক্ষত্রিয়, সমাজে গৃহীত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রশাসন কেন্দ্র সংগঠন ও পুনর্গঠন : মন্ত্রী অফিস, শাসন পরিষদ, উপদেষ্টা সভা ও মন্ত্রী পরিষদ ইত্যাদি

নির্দশন—১

রাজ্য প্রশাসন সম্বন্ধিত বিভাগাদির বিন্যাস এবং কার্যসংচালনার নিয়মাদি

নিয়মাবলী

নং ২*

শ্রীশ্রীযুত মহারাজা বাহাদুরের আদেশানুসারে নিম্নলিখিত নিয়মাবলী প্রচারিত হইল।

১। স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য সম্পর্কিত যাবতীয় কার্য্য নিম্নলিখিত কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করিবে এবং প্রত্যেক বিভাগের ভার বিশেষ বিশেষ প্রধান কার্য্যকারকের প্রতি অর্পিত থাকিবে।

বিভাগ	ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক
১। মন্ত্রী আফিস	শ্রীযুত বাবু দীননাথ সেন[১] মন্ত্রী।
২। হিসাব বিভাগ	শ্রীযুত বাবু রাধারমণ ঘোষ, সেক্রেটারী।
৩। সংসার বিভাগ[২]	শ্রীযুত নরধ্বজ ঠাকুর সাহেব।
	শ্রীযুত বাবু গোপীকৃষ্ণ ঠাকুর সাহেব।
৪। রাজস্ব বিভাগ	শ্রীযুত বাবু দুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত দেওয়ান।
৫। পলিটিক্যাল বিভাগ ৬। পোলিশ বিভাগ	শ্রীযুত বাবু হরচরণ নন্দী দেওয়ান।
৭। জেনারেল বিভাগ ৮। রেজিস্ট্রেশন বিভাগ	শ্রীযুত রাধামোহন ঠাকুর সাহেব।
৯। বিচার বিভাগ	বিচার কার্য্য সম্বন্ধে মহামান্য খাস আপীল আদালত।
	আপীল কার্য্য সম্বন্ধে শ্রী যুত বাবু দীননাথ সেন মন্ত্রী।
১০। সৈনিক বিভাগ	শ্রীযুত কিশোরীমোহন ঠাকুর সাহেব।
১১। চিকিৎসা বিভাগ	শ্রীযুত বাবু বঙ্কবিহারী মিত্র, এম, বি[৩]।
১২। শিক্ষা বিভাগ	শ্রীযুত বাবু হরচরণ নন্দী দেওয়ান।
১৩। ষ্ট্যাম্প বিভাগ	শ্রীযুত বাবু দুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত দেওয়ান।
	শ্রীযুত বাবু রাধারমণ ঘোষ, সেক্রেটারী।
১৪। আবকারী বিভাগ	শ্রীযুত রাজা মুকুন্দরাম রায়।
১৫। ছাপাখানা	শ্রীযুত বাবু পরেশনাথ মুখোপাধ্যায়।
১৬। মিউনিসিপ্যালিটি	শ্রীলশ্রীযুত বড়ঠাকুর বাহাদুর[৪]।

২। প্রত্যেক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের উপর সেই বিভাগ সম্পর্কিত যাবতীয় কার্য্য সুনির্ব্বাহের জন্য সম্পূর্ণ দায়িত্ব ও ঝুকি থাকিবে। বিভাগ সম্বন্ধীয় যাবতীয় অধীনস্থই ভারপ্রাপ্ত প্রধান কার্য্যকারকের অধীন থাকিবেন।

৩। প্রত্যেক বিভাগ সম্বন্ধীয় সমুদয় নিয়মিত ও মঞ্জুরী কার্য্য সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে। কিন্তু তাহার আদেশের প্রতিকূলে মন্ত্রী আফিসে আপীল হইতে পারিবে।

* দলিলের এই প্রতিলিপিতে সন তারিখের উল্লেখ নাই। অন্যত্র প্রাপ্ত একটি সূত্র অনুসারে এই আদেশটি ১২৯৬ ত্রিপুরাব্দে ১৯ জ্যৈষ্ঠ তারিখে স্বাক্ষরিত হইয়াছিল দৃষ্ট হয়।

৪। প্রত্যেক বিভাগ সম্বন্ধীয় গুরুতর ও নূতন কার্য্য সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক মন্ত্রী আফিসের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক কার্য্য করিবেন।

৫। প্রত্যেক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক তদধীনস্থ কার্য্যকারক দ্বারা তাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করাইবার জন্য দায়ী থাকিবেন। ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণ মন্ত্রী আফিসের মঞ্জুরী গ্রহণ পূর্ব্বক উক্ত অধীনস্থ কার্য্যকারকগণের বহাল[৫] বরতরফ[৬] বদলি বিদায় ইত্যাদি সম্বন্ধে আদেশ প্রচার করিতে পারিবেন। পূর্ব্বে মঞ্জুরী গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিবার অবকাশ না থাকিলে আবশ্যক স্থলে ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক মন্ত্রী আফিসের মঞ্জুরী সাপেক্ষ উক্তরূপ আদেশ প্রচার করিতে পারিবেন। এরূপ স্থলে অবিলম্বে তাহার মঞ্জুরী জন্য মন্ত্রী আফিসে লিখিতে হইবে। বরকন্দাজ প্যাদা প্রভৃতি কার্য্যকারকগণের বহাল, বরতরফ, দণ্ড, বদলী, বিদায় ইত্যাদি সম্বন্ধে মন্ত্রী আফিসের অনুমতি লওয়া আবশ্যক হইবে না।

৬। আবশ্যক স্থলে ভিন্ন ২ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণ পরস্পরের নিকট পত্র লিখিয়া কার্য্য চালাইবেন। সেই সমস্ত পত্র মন্ত্রী আফিসের যোগে লিখা আবশ্যক হইবে না। যদি কোন স্থান বরাবর তাগিদ দেওয়া পত্রের উত্তর না পাওয়া যায় তবে প্রতিবিধান জন্য মন্ত্রী আফিসে লিখিতে হইবে। প্রত্যেক বিভাগের অধীনস্থ কার্য্যকারকগণ নিজ ২ জিম্মার কার্য্য সম্বন্ধে বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট পত্র লিখিতে পারিবে না।

৭। বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণ সময় ২ স্ব ২ অধীনস্থ আফিস বা কাছারী এবং অধীনস্থ কার্য্যকারকগণের কৃতকার্য্য পরীক্ষা ও পরিদর্শন করিবেন। তদুপলক্ষে বা তজ্জন্য কোন কারণে তাহাদিগের মফঃস্বল যাইতে হইলে মন্ত্রী আফিসের মঞ্জুরী গ্রহণ পূর্ব্বক স্বকীয় কার্য্যভার অন্যব্যক্তির উপর অর্পণ করিয়া স্থানান্তর যাইবেন। পূর্ব্বে মঞ্জুরী গ্রহণের সময় না থাকিলে আবশ্যক হইলে মঞ্জুরী সাপেক্ষ স্বীয় কার্য্যভার অধীনস্থ কোন কার্য্যকারকের উপর অর্পণ করিতে পারিবেন। এরূপ স্থলে অবিলম্বে মঞ্জুরীর জন্য মন্ত্রী আফিসে লিখিতে হইবে।

৮। প্রত্যেক বিভাগের অন্তর্গত কার্য্যকারকগণের বেতন, ভাতা, ইত্যাদির বিল সেই বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক কর্তৃক পরীক্ষিত হইয়া তাহার স্বাক্ষর যুক্তে পুনরায় পরীক্ষার্থ হিসাব বিভাগে প্রেরিত হইবে। সেখান হইতে ঐ বিল মঞ্জুর হইয়া পুনর্ব্বার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের নিকট প্রেরিত হইবে তিনি হিসাব বিভাগের পরিদর্শন মতে সদর ট্রেজুরী বা অন্যত্র হইতে ঐ বিলের টাকা গ্রহণ করিবেন। আর প্রত্যেক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের আফিসে সেই বিভাগ সম্পর্কিত সর্ব্বপ্রকার আয়ব্যয়ের হিসাব রাখিতে হইবে এবং নির্দ্দিষ্ট নিয়মমতে তৎসম্পর্কিত রিটার্ন ইত্যাদি মন্ত্রী আফিসে এবং হিসাব বিভাগে পাঠাইতে হইবে। বর্ত্তমান জ্যৈষ্ঠ মাস হইতেই এই নিয়মে কার্য্য হইবে।

৯। বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণ স্ব স্ব বিভাগ সম্পর্কিত কার্য্যোপলক্ষে বার্ষিক বজেটের মঞ্জুরী অতিরিক্ত কোন প্রকার ব্যয় করিতে পারিবে না। যদি বজেটের অতিরিক্ত কোনরূপ কোন নিতান্ত আবশ্যকীয় গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হয় যে তন্নিমিত্ত পূর্ব্ব মঞ্জুরী গ্রহণ করিবার আবশ্যক না থাকে তাহা হইলে বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণ মঞ্জুরী সাপেক্ষ নিজ ঝুকিতে আবশ্যক পরিমাণ ব্যয় করিতে পারিবেন। এরূপ স্থলে অবিলম্বে তাহার মঞ্জুরীর জন্য মন্ত্রী আফিসে লিখিতে হইবে।

Durga Prasad Gupta
মন্ত্রী ভারপ্রাপ্ত

নিদর্শন--২

উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীবর্গের কার্যবিন্যাস

শ্রীহরি

নং ৫

R. K. Deb Barman

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর
এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা,
ইতি সন ১৩০৬ ত্রিং, তাং ১৫ই পৌষ।

যেহেতু রাজস্ব, বিচার, পলিটিক্যাল, সৈনিক, হিসাব, ট্রেজারী, শিক্ষা, পূর্ত্ত, পুলীস, রেজিষ্ট্রেশন, জেইল, চিকিৎসা, মিউনিসিপ্যালিটি ও সংসার বিভাগ প্রভৃতির কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালন জন্য পূর্ব্ব বন্দোবস্ত রহিত ক্রমে বর্ত্তমান সময়ে নূতন বন্দোবস্ত করা আবশ্যক, অতএব--

হুকুম হইল যে

পূর্ব্ব বন্দোবস্ত এতদ্বারা রহিত করা যায় এবং এপক্ষের তত্ত্বাধীনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের উপর দ্বিরাদেশ পর্য্যন্ত উপরিউক্ত বিভাগ সমূহের কার্য্যভার ন্যস্ত রাখা যায়, ও এই আদেশ ১৬ই পৌষ হইতে কার্য্যে পরিণত হয় এবং ইহার প্রতিলিপি সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণ নিকট ও আফিস হায়েৎ প্রেরিত হয়। ইতি--

১। রাজস্ব, রেজিষ্টারী, পুলীস ও ট্রেজারী।	শ্রীযুক্ত রাজা মুকুন্দরাম রায়। সহযোগী, শ্রীযুক্ত ঠাকুর গোপীকৃষ্ণ দেববর্ম্মন।
২। বিচার বিভাগ, (খাস আপীল আদালত ব্যতীত) হিসাব, পূর্ত্ত, চিকিৎসা, মিউনিসিপেলিটি ও জেইল বিভাগ।	শ্রীযুক্ত ঠাকুর ধনঞ্জয় দেববর্ম্মন।
৩। সৈনিক বিভাগ	কর্নেল শ্রীযুক্ত ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্ম্মন
৪। পলিটিক্যাল ও শিক্ষা বিভাগ	শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বি, এ.।
৫। সংসার বিভাগ-- (ক) অতিথি অভ্যাগতের সম্বর্দ্ধনা ও তালাপি তদ্বির	শ্রীযুক্ত বাবু হরচরণ নন্দী, দেওয়ান।
(খ) সরকারী বাগান, হাতী ঘোড়া, হাওদা, পাল্কি ইত্যাদি সুলতানৎ ও তোষাখানা এবং ভাণ্ডারখানা।	শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল মিত্র, দেওয়ান।

নিদর্শন--৩

রাজ্য ও জমিদারীর প্রশাসন কার্য সুপরিচালনার জন্য কার্যনির্বাহক সভা গঠন

শ্রীহরি

নং ২৮

R. K. Deb Barman

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্ম
মাণিক্য বাহাদুর, রাজধানী আগরতলা, ইতি।
সন ১৩০৮ ত্রিং, ১৭ই ফাল্গুন।

যেহেতু এপক্ষের খাস দরবারে স্বাধীন রাজ্য ও জমিদারী সংক্রান্ত যে সমস্ত কার্য্য হইয়া থাকে তাহা ক্ষিপ্রতার সহিত পরিচালন জন্য একটি সভা প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক; অতএব উক্ত সভার গঠন ও কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপ নিয়ম করা হইল।

১। উল্লিখিত সভা "কার্য্যনির্ব্বাহক-সভা" নামে অভিহিত হইবে। এপক্ষ স্বয়ং ইহার সভাপতির কার্য্য করিবেন।

২। আপাততঃ পার্শ্বের লিখিত ব্যক্তিগণকে ইহার সদস্য নিয়োগ করা যায়। আবশ্যক মত এপক্ষের আদেশে ইহাদের নিবর্ত্তন পরিবর্ত্তন কিংবা সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারিবে।

শ্রীযুক্ত রাজা মুকুন্দরাম রায়।
শ্রীযুক্ত গোপীকৃষ্ণ ঠাকুর।
শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র ঠাকুর।
শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র বিশ্বাস।
শ্রীযুক্ত বাবু বিপ্রচরণ নন্দী।

৩। প্রত্যেক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়গুলি সম্পর্কে এপক্ষ উপস্থিত সদস্যগণের মতামত গ্রহণে কর্ত্তব্য অবধারণ করিবেন।

৪। কোন অধিবেশনে এপক্ষ উপস্থিত হইতে না পারিলে শ্রীযুক্ত গোপীকৃষ্ণ ঠাকুর এপক্ষের প্রতিনিধি স্বরূপে সভাপতির কার্য্য করিবে; এবং উপস্থিত সদস্যগণের অধিকাংশের মতানুসারে ঐ অধিবেশনের কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে। উভয়পক্ষের তুল্যমত স্থলে প্রতিনিধি সভাপতি এপক্ষের অনুমতি গ্রহণে কার্য্য করিবে।

৫। সদস্যগণ মধ্যে অন্যূন চারিজন উপস্থিত হইলে চতুর্থ প্রকরণানুযায়ী সভার কার্য্য পরিচালিত হইতে পারিবে।

৬। চতুর্থ প্রকরণানুযায়ী নিষ্পন্ন বিষয় সকল এপক্ষ কর্ত্তৃক নিষ্পন্নের ন্যায় গণ্য হইবে। কিন্তু পার্শ্বোক্ত বিষয়গুলি এপক্ষের স্পষ্ট সম্মতি ব্যতীত নিষ্পত্তি হইতে পারিবে না। এই বিষয়গুলি এপক্ষের উপস্থিতি সময়ে

(ক) রাজখান্দান সংসৃষ্ট কোন বিষয় মীমাংসা করা।
(খ) স্বাধীনরাজ্য ও জমিদারী মোতালকে কোন প্রকার তালুকী বন্দোবস্ত দেওয়া।
(গ) কোন আইন প্রচলন, পরিবর্ত্তন কি রহিত করা।

সভাতে আলোচিত হইবে। অথবা প্রতিনিধি-সভাপতি সভাতে আলোচনাপূর্ব্বক এপক্ষ সাক্ষাত উপস্থিত করিয়া আদেশ গ্রহণ করিবে।

৭। এপক্ষের খাস দরবার হইতে যে কাগজাত ও হুকুমাদি প্রচার হয়, তাহা সাধারণতঃ উক্ত প্রতিনিধি-সভাপতির স্বাক্ষরে প্রচারিত হইবে।

৮। আফিসহায়ের প্রেরিত কাগজাত ও লেফাফাদি এইক্ষণকার ন্যায় এপক্ষের বরাবরে আগত হইতে থাকিবে।

৯। সভার প্রত্যেক অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ নির্দ্দিষ্ট বহিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, এবং তাহাতে এপক্ষের স্বাক্ষর হইবে। কার্য্যবিবরণে প্রতিনিধি-সভাপতির এবং অন্ততঃ অপর একজন সদস্যেরও স্বাক্ষর থাকিবে।

আদেশ হইল যে

অবগতি ও কার্য্যে পরিণতির কারণ ইহার প্রতিলিপি সংসৃষ্ট আফিসহায়ে ও ব্যক্তিগণ নিকট পাঠান যায়, ইতি।

নিদর্শন--৪

রাজমন্ত্রী পদে রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুরকে নিয়োগ এবং তাঁহার ক্ষমতা (কারনামা) নির্দেশ

শ্রীহরি

নং ২

R. K. Deb Barman

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি সন ১৩১৯ ত্রিং তারিখ ১১ই বৈশাখ।

অত্র দরবারে জনৈক মন্ত্রী নিযুক্ত করা আবশ্যক। অতএব শ্রীযুক্ত রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুরকে এতদ্দ্বারা উক্ত মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করা গেল।[৭] তৎপ্রতি স্বাধীন রাজ্যের যাবতীয় শাসন এবং উন্নতি সাধন সংক্রান্ত বিষয়ের অধিকার এবং ক্ষমতা অর্পিত হইল। নিম্নলিখিত বিষয়ে শ্রীযুক্ত মন্ত্রী গোপীকৃষ্ণ উজীরের যোগে এপক্ষের মঞ্জুরী গ্রহণে কার্য্য করিবেন।

(ক) কোন মকররী জমার তালুক বন্দোবস্ত দেওয়া।
(খ) কোনপ্রকার নূতন আইন প্রচলন কি প্রচলিত আইন রহিত কিম্বা সংশোধন করা।
(গ) কোন অপরাধীর প্রাণদণ্ডাদেশ কার্য্যে পরিণত করা।
(ঘ) রাজ খান্দান সংক্রান্ত কোন কার্য্য করা।
(ঙ) সংসার বিভাগের বজেট প্রস্তুত করা।
(চ) ২৫,০০০৲ টাকার উর্দ্ধ ব্যয়ের কোনও নূতন বিষয়ের প্রবর্ত্তন করা।
(ছ) ২০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধ ব্যয়ের কোন পূর্ত্ত কার্য্য আরম্ভ করা।
(জ) ২০০৲ টাকার উর্দ্ধ বেতনের কোন নূতন পদ সৃষ্টি করা।

২। নিম্নলিখিত স্থলে উজীরের সহিত একমতে শ্রীযুক্ত মন্ত্রীর কার্য্য করিতে হইবে। মতদ্বৈধ হইলে এপক্ষের মঞ্জুরী গ্রহণ করিতে হইবে।

(ক) বার্ষিক ৫০০৲ টাকার উৰ্দ্ধজমার কোন তসখিসী তালুক বন্দোবস্ত দেওয়া।
(খ) ২৫,০০০৲ টাকার উৰ্দ্ধজমার ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া।
(গ) সংসার বিভাগ সম্বন্ধে আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন করা।

৩। ঠাকুরবংশীয় কোন কৰ্ম্মচারীর কিম্বা ২০০৲ টাকার উৰ্দ্ধ বেতনের কোন অপর কৰ্ম্মচারীর প্রতি শ্রীযুক্ত মন্ত্রীর দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারিবে। উক্ত আপীল উজীরের নিকট উপস্থিত হইবে। উজীর আপীল গ্রহণে নিজ মন্তব্য সহ পেস করতঃ এপক্ষের হুকুম গ্রহণ করিবেন।

৪। রাজ্যের শাসন ও উন্নতি সাধন জন্য সংবৎসর মধ্যে সমষ্টিতে যত টাকার প্রয়োজন হইবে শ্রীযুক্ত মন্ত্রী বৎসর আরম্ভের পূর্ব্বে এপক্ষ সাক্ষাত হইতে তাহার মঞ্জুরী গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী বজেট প্রস্তুত করতঃ কার্য্য পরিচালন করিবেন।

৫। শ্রীযুক্ত মন্ত্রী মাসিক মং ১,০০০৲ এক হাজার টাকা বেতন পাইবেন।

আদেশ হইল যে

কার্য্যে পরিণতির জন্য প্রতিলিপি শ্রীযুক্ত গোপীকৃষ্ণ উজীর ও শ্রীযুক্ত রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর নিকট এবং সংসৃষ্ট আফিসসহায়ে প্রেরিত হয়। ইতি।

নিদর্শন—৫

মন্ত্রী আফিসের দপ্তরসমূহের কার্যভার বণ্টন

১৩১৩ ত্রিং, তাং ২৫শে আষাঢ়, মেমো নং ৫।

মন্ত্রী আফিসের ভিন্ন ভিন্ন ডিপারমেন্টের কার্য্যভার নিম্নলিখিত কার্য্যকারকগণের প্রতি অর্পিত হইল:—

ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণের নাম	কার্য্যবিভাগের নাম
১। শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র বিশ্বাস, নায়েব দেওয়ান।	১। রাজস্ব (ক) জরিপ। (খ) সৰ্ব্বপ্রকার বন্দোবস্ত। (গ) তৌজী এবং তহশীল সংক্রান্ত আপীল ব্যতীত সৰ্ব্ববিধ রেভিনিউ আপীল। (ঘ) সাধারণ:— ছাপাখানা। মহাফেজখানা। হস্তী অশ্বশালা ইত্যাদি। ২। বিচার। ৩। জেইল। ৪। রেজিষ্ট্রেশন। ৫। সংসার। ৬। জমিদারী।

২। শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র রায়, এম্, এ পুলিশ ও রেভিনিউ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট	১। রাজস্ব :-- (ক) তৌজী ও তহশীল মায় তৎসক্রান্ত আপীল। (খ) জেনারেল ট্রেজারী ও ষ্ট্যাম্প। ২। পুলিশ। ৩। পলিটিক্যাল। ৪। সৈনিক। ৫। শিক্ষা। ৬। চিকিৎসা। ৭। কৃষি। ৮। জিওলজিক্যাল সার্ভে। ৯। পূর্ত্ত (মিউনিসিপ্যালিটি সহ)।
শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণপ্রসাদ রায়, অডিটার।	১। হিসাব

মন্ত্রী আফিসে যে সমস্ত পত্রাদি আগত হয় তাহার লেপাফাতে সংসৃষ্ট বিভাগের নাম উল্লেখ থাকা আবশ্যক, ইতি।

U K. Das
মন্ত্রী

নিদর্শন--৬

প্রশাসনিক বিভাগাদি ও কার্য্যভার বণ্টন

রাজস্ব ও সাধারণ

১৩১৪ ত্রিং, তাং ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, মেমো নং ৪, মন্ত্রী আফিসের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কার্য্যভার নিম্নলিখিত কার্য্যকারকগণের প্রতি অর্পিত হইল :--

দেওয়ান, শ্রীযুত বাবু বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বি,এ, তাঁহার অনুপস্থিতিতে শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র রায়, এম,এ,	১। পলিটিক্যাল বিভাগ।
	১। রাজস্ব। (ক) জরিপ। (খ) সর্ব্বপ্রকারের বন্দোবস্ত। (গ) তৌজি ও তহশীল সংক্রান্ত আপীল ব্যতীত সর্ব্ববিধ রেভিনিউ আপীল।

নায়েব দেওয়ান, শ্রীযুত বাবু কৈলাসচন্দ্র বিশ্বাস	২। সাধারণ। (ক) ছাপাখানা। (খ) মহাফেজখানা। (গ) গেষ্ট হাউস। (ঘ) সুলতানৎ। ৩। জমিদারী। ৪। সংসার।
রেভিনিউ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র রায়, এম,এ,	১। তৌজী ও তহশীল সংক্রান্ত আপীল। ২। জেনারেল ট্রেজুরী ও ষ্ট্যাম্প। ৩। বিচার। ৪। রেজিষ্ট্রেশন। ৫। শিক্ষা। ৬। সৈনিক।
পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, শ্রীযুত বাবু অসিতচন্দ্র চৌধুরী, বি,এ,	১। পুলিস।
পূর্ত্তকার্য্যের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকান্ত বসু	১। পূর্ত্ত। ২। মিউনিসিপ্যালিটি। ৩। কৃষি। ৪। সীমানাদি সংক্রান্ত সার্ভে।

রাজস্ব ও সাধারণ

ষ্টেটট ফিজিসিয়ান, শ্রীযুত বাবু অমিয়মাধব মল্লিক, এম্,বি,	১। চিকিৎসা। ২। জেইল।
অডিটার, শ্রীযুত বাবু নলিনীমোহন রায়, বি,এ,	১। হিসাব।

U. K. DAS
মন্ত্রী

নিদর্শন—৭

রাজমন্ত্রীপদে রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের নিয়োগ

R. K. Manikya

নং ১৫

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর, রাজধানী আগরতলা, স্বাধীন ত্রিপুরা, ইতি। সন ১৩১৫ ত্রিপুরা, ২৪শে কার্ত্তিক।

যেহেতু মন্ত্রী শ্রীযুত রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর মন্ত্রীপদ হইতে অদ্য অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, তৎপদে কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুত বাবু রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়কে নিযুক্ত করা গেল।[১০]

১। তাঁহার প্রতি স্বাধীন রাজ্য ও তৎসংসৃষ্ট যাবতীয় জমিদারী ও ব্রিটিশ এলাকার অন্যান্য সম্পত্তি শাসন এবং আয় ব্যয় পরীক্ষা ও পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে সম্পূর্ণ অধিকার ও ক্ষমতা অর্পিত হইল। তিনি যাবতীয় কর্মচারী সম্বন্ধে বাহাল, এবালিশ ও আবশ্যকমত বরখাস্ত ইত্যাদি দণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন।

২। দুইশত টাকা ও তদূর্দ্ধ বেতনের কর্ম্মচারীর প্রতি মন্ত্রীর দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে এপক্ষ সদনে আপীল চলিবে। আপীল মন্ত্রীর যোগে তাঁহার মন্তব্যসহ দাখিল হইবে।

৩। রাজকার্য্যাদির যেসব বিষয়ে এপক্ষের আদেশ আবশ্যক, মন্ত্রী তাহা যথারীতি গ্রহণ করিয়া কার্য্যে পরিণত করিবেন।

৪। মন্ত্রীর বেতন মাসিক মবলগ ১৫০০৲ পনর শত টাকা অবধারিত হইল, ইতি।

নিদর্শন—৮

রাজমন্ত্রীরূপে রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুরের পুনর্নিয়োগ

R. K. Manikya

মেমো নং ২১

সম্প্রতি মন্ত্রীপদ শূন্য হওয়ায়, উক্ত পদে ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী শ্রীযুক্ত রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুরকে পুনর্নিয়োগ করা যায়।

শ্রীযুক্ত মন্ত্রী স্বাধীন রাজ্য ও তৎসংসৃষ্ট জমিদারী আদি সম্পর্কে নিম্নলিখিত কতিপয় বিষয় ব্যতীত অপরাপর সর্ব্ববিষয়ের শাসন ও সংরক্ষণের কার্য্য পরিচালন করিবেন। নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে তিনি এপক্ষের মঞ্জুরী গ্রহণে কার্য্য করিবেন ঃ—

(ক) কোনও ভূসম্পত্তির কোনরূপ স্থায়ী বন্দোবস্ত করা;

(খ) কোনও নূতন আইন প্রচলন করা, কি কোনও প্রচলিত আইন রহিত কি পরিবর্ত্তন কি সংশোধন করা;

(গ) এই রাজপরিবারের খান্দান বিষয়ক কোন কার্য্য সম্পাদন করা;

(ঘ) কোনও অপরাধীর প্রাণদণ্ডের আদেশ কার্য্যে পরিণত করা;
(ঙ) দুই শত টাকার উর্দ্ধ বেতনের কোনও নূতন পদের সৃষ্টি করা;

দুইশত টাকার উর্দ্ধ বেতনের কর্ম্মচারীর প্রতি মন্ত্রীর প্রদত্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে এপক্ষ সাক্ষাৎ আপীল চলিবে। আপীল মন্ত্রীর মন্তব্যযোগে দাখিল হইবে।

সংসার বিভাগের কার্য্যভারও মন্ত্রীর প্রতি অর্পিত থাকিবে। তিনি পূর্ব্ববারে গোপীকৃষ্ণ দেব উজীরের অনুপস্থিতিতে যেরূপভাবে সংসার বিভাগের কার্য্য পরিচালন করিতেন, এক্ষণও তদ্রূপ করিবেন।

মন্ত্রী মাসিক ১০০০২ এক হাজার টাকা হারে বেতন পাইবেন। ইতি সন ১৩১৬ ত্রিং তাং ৬ই ফাল্গুন।

(স্বাঃ) শ্রী পূর্ণচন্দ্র রায়,
রেঃ সুঃ
(রেভিনিউ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট)

নিদর্শন--৯

B. C. Bhattacharya
১৪।১৩৬৮

চিফ অফিসার নিয়োগ: অন্নদাচরণ গুপ্ত

শ্রীশ্রীহরি

নং ৩

R K Manikya

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্মা মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা রাজধানী আগরতলা। সন ১৩১৮ ত্রিং, তারিখ ২৫শে অগ্রহায়ণ।

মন্ত্রী শ্রীযুক্ত রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করায় তৎস্থলে জনৈক প্রধান কার্য্যকারক নিয়োগ করা আবশ্যক; অতএব ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত চুন্টাগ্রাম নিবাসী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাচরণ গুপ্ত বি,এ, কে প্রধান কার্য্যকারক (chief officer) রূপে নিয়োগ করা যায়। বর্ণিত কার্য্যকারক দ্বিরাদেশ সাপেক্ষে মন্ত্রী শ্রীযুক্ত উমাকান্ত দাস রায় বাহাদুরের তুল্য ক্ষমতায় যাবতীয় কার্য্য পরিচালন করিবে, অতএব--

আদেশ হইল যে

অবগতি ও আচরণার্থ এই রোবকারীর প্রতিলিপি শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাচরণ গুপ্ত সমীপে এবং এ রাজ্যের আফিস ও আদালতসমূহে ও চাকলা কাছারীতে প্রেরিত হয়, ইতি।

নিদর্শন—১০

সরকারী কাজকর্ম বাংলাতে সম্পন্ন হওয়া সম্পর্কে মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য কর্ত্তৃক রাজমন্ত্রী অন্নদাচরণ গুপ্তকে লিখিত পত্র

শ্রীহরি

অন্নদাবাব

এখানকার রাজভাষা বাংলা। বাংলাতেই সরকারী লিখাপড়া হওয়া সংগত। ইদানীং কোন কোন স্থলে সরকারী কার্য্যে ইংরেজী ভাষার ব্যবহার হইতেছে ইহা আমি জানিতে পারিয়াছি। যাহাতে এরূপ কার্য্য না হয় তাহার প্রতিবিধান করিয়া দিবে। অবশ্য যে কার্য্যে ইংরেজী ভাষা ব্যবহার অনিবার্য্য তথায় ইংরেজী ভাষা ব্যবহার অবশ্য কর্ত্তব্য হইবে যেমন Political Dept । ঐরূপ স্থান ব্যতীত অনর্থক ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করিয়া প্রচলিত ভাষাকে উপেক্ষা করা সংগত হইবে না।

মংগলাকাঙ্খী

২-৯-১৮* শ্রীরাধাকিশোর দেববর্ম্মণ।

*১৩১৮ ত্রিপুরাব্দ। এই বৎসরই ফাল্গুন মাসে মহারাজ রাধাকিশোর স্বর্গত হন।

ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলা ভাষা রাজভাষারূপে ব্যবহারের সম্বন্ধে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে লিখিত আদেশ উপদেশাদি প্রসঙ্গে এই দলিলটির মূল্য অসাধারণ। অন্যান্য নিদেশ সমূহের প্রামাণিক প্রতিলিপি হস্তগত এবং ব্যবহৃত হইলেও, এই রাজ-স্বাক্ষরিত মূল দলিলটি এযাবৎ অনাবিষ্কৃত ছিল। ইহার একটি ফটোস্ট্যাট প্রতিলিপি গ্রন্থে সংযুক্ত হইয়াছে।

নিদর্শন—১১

অমাত্যসভার পুনর্গঠন

শ্রীহরি

B K. Manikya

নং ৪

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মণ বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা। ইতি সন ১৩১৯ ত্রিং, ২৪শে বৈশাখ।

যেহেতু এই দরবারে যে সমস্ত রাজকার্য্য উপস্থিত হইয়া থাকে, তত্তাবতের সুপরিচালন ও গুরুতর বিষয়ের পরামর্শ ইত্যাদির জন্য স্বর্গীয় পিতৃদেবের সময়াবধি যে অমাত্য সভা স্থাপিত আছে, তৎসংক্রান্ত নিয়মাবলীর অবস্থানুযায়ী পরিবর্ত্তনক্রমে নূতন রোবকারী প্রচার করা আবশ্যক; অতএব এতৎ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিধান করা হইল।

১। উক্ত সভা এপক্ষের "অমাত্য সভা" এবং ইহার সদস্যগণ "অমাত্য" নামে অভিহিত হইবে। এপক্ষ স্বয়ং এই সভার অধ্যক্ষ থাকিবেন।

২। এই সভাতে স্বাধীন রাজ্য ও জমিদারী সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের আলোচনা হইতে পারিবে না।

৩। আপাততঃ শ্রীলশ্রীযুক্ত রাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মণ।

১। শ্রীযুত অন্নদাচরণ গুপ্ত, বি,এ, প্রধান কার্য্যকারক।
২। ,, ঠাকুর রাধামোহন দেববর্ম্মা।
৩। ,, ঠাকুর সারদাচরণ দেববর্ম্মা।
৪। ,, কর্নেল ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্ম্মা,
৫। ,, অনঙ্গমোহন নাহা, বি,এল,।
৬। ,, দেওয়ান বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচায্য, বি,এ,।

শ্রীলশ্রীমান রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মণ ও উপরিলিখিত ব্যক্তিগণকে এই সভার সদস্য নিয়োগ করা গেল। আবশ্যকমতে এপক্ষের আদেশে উহাদের পরিবর্ত্তন কিংবা সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারিবে।

৪। শ্রীলশ্রীযুক্ত রাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মণ ও শ্রীলশ্রীমান রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেব বর্ম্মণ এবং প্রধান কার্য্যকারক শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাচরণ গুপ্তকে এই সভার সহকারী অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হইল।

৫। যে সকল অধিবেশনে এপক্ষ উপস্থিত থাকিবেন, সেই সকল অধিবেশনে আলোচিত বিষয়গুলি সম্পর্কে উপস্থিত সদস্যগণের মতামত গ্রহণে এপক্ষ কর্ত্তব্য অবধারণ করিবেন।

৬। কোন অধিবেশনে এপক্ষ উপস্থিত হইতে না পারিলে, সহকারী অধ্যক্ষগণ মধ্যে একজন সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন এবং উপস্থিত সদস্যগণের অধিকাংশের মতানুসারে ঐ সভার কার্য্য পরিচালিত হইবে। মতভেদ স্থলে উভয় পক্ষের তুল্য মত হইলে সভাপতির আর একটি অতিরিক্ত মত দেওয়ার অধিকার থাকিবে।

৭। সদস্যগণ মধ্যে অন্যূন ৪ জন উপস্থিত থাকিলেই ৫ম ধারানুসারে কার্য্য পরিচালিত হইতে পারিবে।

৮। পার্শ্বোক্ত বিষয়গুলি এপক্ষের উপস্থিত সময়ে সভাতে আলোচিত হইবে। বিশেষ কারণবশতঃ এপক্ষের উপস্থিতি সম্ভবপর না হইলে ঐ বিষয়গুলি সভাতে আলোচিত হইয়া সদস্যগণের মতামতসহ এপক্ষ সাক্ষাতে উপস্থিত করিয়া আদেশ গ্রহণ করিতে হইবে।
১। কোন নূতন আইন প্রচলন করা কিংবা প্রচলিত আইন রহিত কি সংশোধন করা।
২। আয়-ব্যায়ের বজেট পাস করা।
৩। রাজ খান্দান সংক্রান্ত কোন কার্য্য করা।
৪। কোনপ্রকার সরকারী তালুক বন্দোবস্ত দেওয়া।
৫। কোন অপরাধীর প্রাণদণ্ডের আদেশ কার্য্যে পরিণত করা।
৬। কোন অপরাধীকে মুক্তি দেওয়া কি ক্ষমা করা।
৭। মুদ্রা প্রস্তুত সম্বন্ধীয় কোন আদেশ করা।
৮। রাজ্যের সীমা সংক্রান্ত কার্য্যের মীমাংসা করা।

৯। সভার প্রত্যেক অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ নির্দ্দিষ্ট বহীতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, এবং তাহাতে সভাপতির ও অন্ততঃ অপর একজন সদস্যের স্বাক্ষর থাকিবে।

১০। যে অধিবেশনে এপক্ষ উপস্থিত না থাকেন তাহার কার্য্য বিবরণ উল্লিখিতরূপ দস্তখতের পর এপক্ষ সাক্ষাৎ উপস্থিত করিতে হইবে। এপক্ষ অনুমোদিত লিখিয়া তাহাতে দস্তখত করিবেন। এইরূপ অনুমোদনের পূর্ব্বে এই সকল অধিবেশনের নিষ্পত্তি কার্য্যে পরিণত হইতে পারিবে না।

১১। প্রত্যেক অধিবেশনে যে ২ বিষয় আলোচনার জন্য উপস্থিত করা হইবে, তাহা এপক্ষ প্রধান কার্য্যকারক শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদা চরণ গুপ্তের সহিত আলোচনা ক্রমে অবধারণ করিবেন এবং ঐ সকল বিষয় বিশেষ আবশ্যক স্থল ব্যতীত অন্যূন ২ দিবস পূর্ব্বে সদস্যগণকে জানাইতে হইবে।

১২। সভা হইতে যে সমস্ত আদেশাদি প্রচারিত হইবে তাহা এপক্ষের আদেশ বলিয়া পরিগণিত হইবে। তদ্বিরুদ্ধে এপক্ষ সাক্ষাৎ আপীল হইতে পারিবে না।

১৩। চাকলা সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা সময়ে ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ন কুমার দাসগুপ্ত অতিরিক্ত সদস্য স্বরূপে সভাতে উপস্থিত থাকিয়া আলোচনাতে যোগদান ও মতামত প্রদান করিতে পারিবেন। যে অধিবেশনে চাকলা সংক্রান্ত যে বিষয়ের আলোচনা হইবে তাহার সংবাদ অন্যূন ২ দিবস পূর্ব্বে ম্যানেজারকে জানাইতে হইবে।

১৪। আফিসসমূহ হইতে প্রেরিত কাগজাদিতে এবং সাধারণ আবেদন ইত্যাদিতে "অমাত্য সভা" ইহার পূর্ব্বে "মহামান্য" শব্দ ও সদস্যগণের নামের পূর্ব্বে "মাননীয়" শব্দ ব্যবহৃত হইবে।

১৫। এপক্ষের "দরবার" শব্দে অমাত্য সভা বুঝাইবে।

আদেশ হইল যে

অবগতি ও কার্য্যে পরিণতির জন্য এই রোবকারীর প্রতিলিপি সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণ নিকট ও চিফ্ আফিসে প্রেরিত হয়। ইতি--

নিদর্শন—১২

চিফ্ অফিসার পরিবর্ত্তন

B. K. Manikya

মেমো নং ১০

চিফ্ অফিসার শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ গুপ্তের বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সার্ভিসে প্রত্যাবর্ত্তন সম্বন্ধীয় পলিটিকেল্ এজেন্টের গত ৩রা নবেম্বর তারিখের পত্র পেশ হইল। শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ গুপ্ত আগামীকল্য (২০শে কার্ত্তিক, ১৩১৯ ত্রিং) শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দেওয়ানের হস্তে যথারীতি চার্জ্জ বুঝাইয়া দিবেন। শাসনভার সম্বন্ধে স্বতন্ত্র আদেশ প্রচারিত হইতেছে।

অবগতি ও আচরণের জন্য এই আদেশের প্রতিলিপি সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণ ও আফিসহায়ে প্রেরিত হয়। ইতি, সন ১৩১৯ ত্রিং তারিখ ১৯শে কার্ত্তিক।

নিদর্শন--১৩

রাজমন্ত্রী নিয়োগ: মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মা

নং ৯৯

B. K. Manikya

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা। সন ১৩১৯ ত্রিং, তাং ২৩শে কার্ত্তিক।

ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুরের অবসর গ্রহণাবধি মন্ত্রী পদ শূন্য আছে; তদবধি স্বাধীন রাজ্যের শাসনভার "প্রধান কার্য্যকারক" (চিফ্ অফিসার) রূপে একবৎসরের জন্য পরীক্ষা সাপেক্ষ শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ গুপ্তের হস্তে ন্যস্ত ছিল। শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ গুপ্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সারভিসে প্রত্যাবর্ত্তন করায় রাজ্য শাসনের সুবন্দোবস্তকল্পে পুনরায় মন্ত্রী নিয়োগ আবশ্যক বিবেচিত হইতেছে,--

অতএব

১। শ্রীলশ্রীযুত মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মাকে মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করা গেল।*

২। স্বাধীন রাজ্যের শাসন ও সংরক্ষণ বিষয়ে সম্পূর্ণ অধিকার ও ক্ষমতা তৎপ্রতি অর্পিত হইল। কেবল নিম্নলিখিত কতিপয় বিষয়ে তিনি এপক্ষের মঞ্জুরী গ্রহণে কার্য্য করিবেন।

(ক) কোন ভূসম্পত্তির কোনরূপ স্থায়ী বন্দোবস্ত।
(খ) কোন নূতন আইন প্রচলন কি কোন প্রচলিত আইন রহিত বা পরিবর্ত্তন বা সংশোধন।
(গ) কোন অপরাধীর প্রাণদণ্ডের আদেশ কার্য্যে পরিণত করা।
(ঘ) রাজপরিবারের খান্দান বিষয়ক কোন কার্য্য সম্পাদন করা।
(ঙ) ২০০৲ দুইশত টাকার উর্দ্ধ বেতনের কোন নূতন পদের সৃষ্টি করা বা তাদৃশ পদ উঠাইয়া দেওয়া।
(চ) ২০০৲ দুইশত টাকার উর্দ্ধ বেতনের কোন কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত বা অবসর করা।

অবগতি ও আচরণার্থ এই রোবকারীর প্রতিলিপি সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণ ও আফিসসমূহে প্রেরিত হয়, ইতি

*ত্রিপুরেশ্বর মহারাজা ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের পুত্র মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্রের সুদীর্ঘ জীবন বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। পিতৃ-বিয়োগের পর বাল্যবয়সেই উত্তরাধিকারীত্ব ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ে রাজ্যেশ্বরের সহিত বিরোধ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি রাজ্য পরিত্যাগ পূর্বক কুমিল্লায় গমন করতঃ প্রায় ৪০ বৎসরকাল তথায় বসবাস করেন। তৎপর রাজ্যে পুনরাগমনের জন্য আহূত হইয়া তিনি আগরতলায় আগমন পূর্বক সুদীর্ঘ জীবনে প্রশাসনিক বহুবিধ সর্বোচ্চ দায়িত্বপূর্ণ কার্য গ্রহণপূর্বক স্বীয় চরিত্র-বল, পাণ্ডিত্য ও রাজ্যের সেবা দ্বারা রাজদরবার ও জনসাধারণের প্রভূত শ্রদ্ধা অর্জন করেন। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনীপূর্ণ তাঁহার আত্মকথা "আবর্জনার ঝুড়ি" ১৩২৪ বাং সনে ত্রিবেণী নামক সাহিত্য পত্রে ক্রমশ প্রকাশিত হয়। আগরতলা হইতে প্রকাশিত "রবি" ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকায় (১ম বর্ষ--১৩৩১ বাং) তৎরচিত "বাংলা ভাষার চারি যুগ" নামক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ হইতে তাঁহার মাতৃভাষার উপর অধিকার এবং সমালোচনা সাহিত্যের সার্থক সৃষ্টির সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

নিদর্শন--১৪

রাজমন্ত্রীর বেতন (তনখা) নির্ধারণ

B K Manikya

মেমো নং ১৫

এপক্ষের ১৩১৯ ত্রিং ২৩ শে কার্ত্তিকের রোবকারির অনুসৃতিতে শ্রীলশ্রীযুত মহারাজকুমার নবদ্বীপ চন্দ্র দেববর্ম্মণ মন্ত্রীর তনখা[১১] ৫০০৲ পাঁচশত টাকা মঞ্জুর করা গেল উক্ত তনখা গত অগ্রহায়ণ মাস হইতে তিনি পাইবেন। ইতি ১৩১৯ ত্রিং তারিখ ২৮শে পৌষ।

নিদর্শন--১৫

রাজমন্ত্রী পদে নিয়োগ: মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা

নং ১৮

B. K Manikya

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মা মানিক্য বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা। ইতি, সন ১৩২৩ ত্রিং--২৮শে ফাল্গুন

রাজমন্ত্রী শ্রীলশ্রীযুত রাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মা, শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন শাসনকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার নিমিত্ত এপক্ষ সদনে আবেদন জ্ঞাপন করিয়াছেন। সুতরাং নিম্নলিখিত আদেশ করা গেল।

শ্রীলশ্রীমান রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মাকে রাজমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করা যায়। তৎপ্রতি স্বাধীন রাজ্যের যাবতীয় শাসন ও উন্নতি সাধন সংক্রান্ত বিষয়ের অধিকার এবং ক্ষমতা অর্পিত হইল। উক্ত শ্রীলশ্রীমান নিম্ননির্দ্ধারিত শাসন ইত্যাদি বিষয়ে শ্রীলশ্রীযুক্ত রাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মার উপদেশ গ্রহণে ও যোগে এপক্ষের মঞ্জুরী গ্রহণ করিবে।

(ক) কোন কায়েমী জমার অথবা তসখিসি তালুক বন্দোবস্ত দেওয়া।
(খ) কোন প্রকার নূতন আইন প্রচলন কিম্বা প্রচলিত আইন রহিত কি সংশোধন করা।
(গ) কোন অপরাধীর প্রাণদণ্ডাদেশ কার্য্যে পরিণত করা।
(ঘ) রাজখান্দান সংক্রান্ত কোন কার্য্য করা।
(ঙ) ১০০৲ একশত টাকার উর্দ্ধ বেতনের কোন নূতন পদ সৃষ্টি করা।

একশত টাকার উর্দ্ধ বেতনের কর্ম্মচারীর প্রতি মন্ত্রীর দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে এপক্ষ সদনে আপীল হইতে পারিবে।

শ্রীলশ্রীমান্ রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা মন্ত্রীর তনখা মাসিক মং ৫০০৲ পাঁচশত টাকা ধার্য্য করা গেল।

অবগতি ও আচরণার্থ এই রোবকারীর প্রতিলিপি সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণ নিকট ও আফিসহায়ে প্রেরিত হয়। ইতি।

নিদর্শন—১৬

রাজ্য শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ

মেমো নং ২

B. K. Manikya

24.3.25.

যেহেতু নানাকারণে রাজ্যশাসনের সমগ্র ভার এপক্ষের স্বহস্তে গ্রহণ করা ও মন্ত্রীপদ সম্বন্ধে নূতন ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হইয়াছে,

অতএব দ্বিরাদেশ সাপক্ষে আদেশ হইল যে--

বর্ত্তমান মন্ত্রী শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা আপন কার্য্যভার অদ্যই দেওয়ান শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সেনের হস্তে অর্পণ করিবে। শাসন কার্য্য সম্বন্ধে সবিস্তর আদেশ অতঃপর প্রচারিত হইবে।

অবগতি ও কার্য্যে পরিণতির জন্য এই আদেশের প্রতিলিপি মন্ত্রী আফিসে ও সংসৃষ্ট আফিসসমূহে প্রেরিত হয় এবং ষ্টেট গেজেটের বিশেষ সংখ্যায় প্রচারিত হয়। ইতি ১৩২৫ ত্রিং ২৪শে আষাঢ়।

নিদর্শন—১৭

চিফ্ দেওয়ান নিয়োগ: বাবু প্রসন্নকুমার দাশগুপ্ত

নং ৩

B. K. Manikya

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মা মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি। সন ১৩২৫ ত্রিং, তারিখ ৩০শে আষাঢ়।

এপক্ষের গত ২৪ শে আষাঢ় তারিখের ২ নং মেমোর মর্ম্মানুসারে শ্রীমান ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মা মন্ত্রীর কার্য্যের "চার্জ" বুঝাইয়া দেওয়ায় এবং রাজ্যশাসনের সম্পূর্ণ ভার এপক্ষের নিজ হস্তে ন্যস্ত রাখায় কার্য্যের সহায়তার জন্য দ্বিরাদেশের তরে চাকলার ম্যানেজার শ্রীযুত বাবু প্রসন্ন কুমার দাসগুপ্তকে Chief Dewan পদে নিযুক্ত করা গেল। উক্ত Chief Dewan পূর্ব্ববৎ চাকলা ম্যানেজারের কার্য্যও করিতে থাকিবে।

নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে কার্য্য চলিবে।

১। উপরোক্ত Chief Dewan প্রতি শাসন সংক্রান্ত সমস্ত বিভাগসমূহের ভার অর্পিত থাকিবে।

২। Chief Dewan এপক্ষের সাক্ষাৎ আদেশ উপদেশাধীন থাকিয়া নিজ জিম্মার বিভাগসমূহের সমস্ত কার্য্য করিবে।

৩। নিম্নলিখিত কতিপয় বিষয়ে এপক্ষের বিশেষ অনুমতি মঞ্জুরি গ্রহণে কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে।

(ক) কোন মকররী কি তস্‌খিচি জমার তালুক বন্দোবস্ত দেওয়া।

(খ) ২৫ পঁচিশ দ্রোণের অতিরিক্ত ভূমির যে কোন প্রকারের বন্দোবস্ত দেওয়া।

(গ) কোন নতুন আইন প্রচলন, সংশোধন, পরিবর্ত্তন কি রহিত করা।

(ঘ) রাজখান্দান বিষয়ে কোনও কার্য্য করা।

(ঙ) কোন অপরাধীর প্রাণদণ্ডের আদেশ কার্য্যে পরিণত করা।

(চ) বার্ষিক আয় ব্যয়ের বাজেট "পাস" করা এবং এড্‌মিনিষ্ট্রেসন রিপোর্ট প্রচার করা।

(ছ) বজেটের অতিরিক্ত কোনরূপ ব্যয়ের প্রয়োজন হইলে তাহা মঞ্জুর করা।

(জ) বজেটের এক হেডের টাকা অন্য হেডে পরিবর্ত্তন করা।

(ঝ) ১০,০০০৲ দশ হাজার টাকার উর্দ্ধ জমার ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া।

(ঞ) পদাতিক এবং পঞ্চাশ টাকার ন্যূন বেতনের কর্ম্মচারী ব্যতীত কোন কর্ম্মচারী নিয়োগ বা অবসর করা।

(ট) মিলিটারী সংক্রান্ত জমাদার হইতে তদূর্দ্ধ রেঙ্কের কোনও হুদ্দাদারকে বহাল বরখাস্ত করা।

(ঠ) ১০০০৲ এক হাজার টাকার উর্দ্ধ ব্যয়ের কোন বিষয় প্রবর্ত্তন করা।

(ড) জীর্ণ সংস্কার ব্যতীত মং ২০০৲ দুইশত টাকার উর্দ্ধ ব্যয়ের কোনও পূর্ত্ত কার্য্য আরম্ভ করা।

(ঢ) গুরুতর পলিটিক্যাল বিষয়।

৪। রাজ্য সংক্রান্ত কার্য্যবাবত উক্ত Chief Dewan এর মাসিক মং ৩০০৲ তিনশত টাকা বেতন ধার্য্য করা গেল।

৫। এরাজ্যে প্রচলিত আইন ও নিয়মাবলীতে যে স্থলে "মন্ত্রী" শব্দের উল্লেখ আছে, তৎস্থলে Chief Dewan বুঝিতে হইবে।

নিদর্শন—১৮

অমাত্য সভার স্থলে ষ্টেট কাউন্সিল গঠন

নং ১২

B. K. Manikya

18.12 25

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি, সন ১৩২৫ ত্রিং ১৭ই চৈত্র।

যেহেতু বিগত ১৩১৯ ত্রিং ২৪শে বৈশাখ তারিখের রোবকারী অনুসারে স্থাপিত "অমাত্য সভা" বর্ত্তমানে নানা কারণে কার্য্যকরী হইতেছে না। তৎপরিবর্ত্তে "ষ্টেট কাউন্সিল" গঠন করা এপক্ষের অভিপ্রেত, অতএব এতৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিধান করা হইল।

১। এপক্ষ স্বয়ং এই কাউন্সিলের সভাপতির কার্য্য করিবেন এবং শাসন সংক্রান্ত প্রধান কার্য্যকারক প্রতিনিধি সভাপতির কার্য্য করিবে।

২। শ্রীলযুক্ত মহারাজকুমার মহেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা ও পার্শ্বের লিখিত ব্যক্তিগণকে "ষ্টেট কাউন্সিলের" মেম্বর স্বরূপে নিয়োগ করা গেল।

১। এ প.ক্ষর প্রাইভেট সেক্রেটারী (Ex-officio)
২। চাকলার ম্যানেজার (Ex-officio)
৩। খাস আদালতের চিফ্ জজ্ (Ex-officio)
৪। চিফ্ দেওয়ান আফিসের বিভাগসমূহের ভারপ্রাপ্ত কার্যাকারকগণ (Ex-officio)
৫। মিলিটারির প্রধান কার্য্যকারক (Ex-officio)
৬। ষ্টেট ফিজিসিয়ান (Ex-officio)
৭। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (Ex-officio)
৮। ষ্টেট্ এড্ভোকেট (Ex-officio)
৯। ২জন জমিদার শ্রীযুক্তবাবু দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী
শ্রীযুক্তবাবু উপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ

৩। দেওয়ান শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সেন ষ্টেট কাউন্সিলের সেক্রেটেরি স্বরূপে কার্য্য পরিচালনা করিবে।

৪। বিশেষ ২ কার্য্যোপলক্ষে তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে উপস্থিত মতে এপক্ষের আদেশে সাময়িক মেম্বর স্বরূপে নিয়োগ করা হইবে।

৫। উক্ত "ষ্টেট কাউন্সিলে" প্রধানতঃ নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীর কার্য্য হইবে--

(ক) স্বাধীনরাজ্য ও জমিদারী শাসন সংক্রান্ত গুরুতর বিষয়াদি
(খ) আইন প্রচলন
(গ) বিচার সংক্রান্ত বিষয়াদি

এপক্ষ (ক) প্রকরণ সম্বন্ধীয় যে সকল বিষয় "ষ্টেট কাউন্সিলে" আলোচনার জন্য দেওয়া সঙ্গত বোধ করেন, ঐ সকল বিষয় "ষ্টেট কাউন্সিলে" আলোচিত হইবে। (খ) প্রকরণ সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্য "ষ্টেট্ কাউন্সিলের" যোগে সম্পাদিত হইবে। (গ) প্রকরণ সম্বন্ধীয় যে সকল বিষয়ে এপক্ষ বরাবরে আপীল রুজু হইবে তৎসম্বন্ধে আলোচনা ও পরামর্শ জন্য নিম্নলিখিত মেম্বরগণ দ্বারা একটি "প্রিভি কাউন্সিল" গঠিত হইবে। উক্ত কাউন্সিল সংসৃষ্ট বিষয়ে আলোচনা করিয়া এপক্ষ সাক্ষাৎ আদেশ জন্য নথী প্রেরণ করিবে।

(১) চিফ্ জজ, খাস আদালত
(২) শাসন সংক্রান্ত প্রধান কার্য্যকারক
(৩) এপক্ষের প্রাইভেট সেক্রেটেরী

৬। "ষ্টেট কাউন্সিলের" মেম্বরগণ মধ্যে অন্যূন তিনজন উপস্থিত থাকিলেই কার্য্য পরিচালিত হইতে পারিবেক।

৭। সমস্ত বিষয়ে অধিকাংশ মেম্বরগণের মতে কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারিত হইবে। কিন্তু সকল বিষয়েই কাউন্সিলের নির্দ্ধারণ এপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষ হইবে। মতভেদ স্থলে উভয় পক্ষের তুল্য মত হইলে সভাপতির অথবা প্রতিনিধি সভাপতির আর একটি অতিরিক্ত মত দেওয়ার অধিকার থাকিবে।

৮। "ষ্টেট কাউন্সিল" হইতে যে সকল আদেশাদি প্রচারিত হইবে, তাহা এপক্ষের আদেশ বলিয়া পরিগণিত হইবে। তদ্বিরুদ্ধে কোন আপীল হইতে পারিবে না।

আদেশ হইল যে

অবগতি ও কার্য্যে পরিণতির জন্য এই রোবকারীর প্রতিলিপি সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণ নিকট ও চিফ্ দেওয়ান আফিসে প্রেরিত হয়। ইতি

নিদর্শন--১৯

ত্রিপুরা রাজ্যের রাজভাষা রূপে বাঙ্গালাভাষা প্রয়োগ সম্বন্ধে ১৩২৭ ত্রিং ১৫ই শ্রাবণ তারিখের ১১নং সারকুলার

ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট

প্রথম খণ্ড (খ)

১৩২৭ ত্রিপুরাব্দ ১৫ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার

ষোড়শ ভাগ--শ্রাবণ, প্রথম পক্ষ--সপ্তম সংখ্যা

(৭৪ পৃষ্ঠা)

সন ১৩২৭ ত্রিং, তাং ১৫ই শ্রাবণ।

সারকুলার নং ১১--এ রাজ্যের আফিস ও আদালতসমূহে সর্ব্ববিধ রাজকার্য্যে বাঙ্গালাভাষা প্রয়োগ করিবার নিমিত্ত মন্ত্রী আফিসের ১৩২৪ ত্রিং ১৭ই বৈশাখ তারিখের ৩নং সারকুলার দ্বারা বিধান করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে সময়ে কোন কোন স্থলে তাহার ব্যতিক্রম হইতেছে। উক্ত সারকুলারের মর্ম্মানুযায়ী কার্য্য হওয়া শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুরের অভিপ্রেত। অতএব অতঃপর উপরিউক্ত সারকুলারের অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্য করা রাজকর্ম্মচারিগণের কর্ত্তব্য হইবে।

স্বাঃ শ্রীপ্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত
চিফ দেওয়ান।

নিদর্শন--২০

ত্রিপুরা রাজ্যের রাজভাষা সম্বন্ধে ১৩২৪ ত্রিং ১৭ই বৈশাখ তারিখের ৩নং সারকুলার

ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট

প্রথম খণ্ড (খ)

১৩২৭ ত্রিপুরাব্দ, ১৫ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার

ষোড়শ ভাগ--শ্রাবণ, প্রথম পক্ষ--সপ্তম সংখ্যা

(ক্রোড়পত্র)

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

(১৩২৭ ত্রিং ১৫ই শ্রাবণ তারিখের ১১নং সারকুলার সংসৃষ্ট)
ক্রোড়পত্র।

সারকুলার নং ৩*--এরাজ্যের আফিস ও আদালতসমূহের প্রচলিত ভাষা বাঙ্গালা, এবং সর্ব্ববিধ রাজ-কার্য্যে আবহমান কাল হইতে বাঙ্গালাভাষা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এই নিয়ম অক্ষুণ্ণ রাখা স্বর্গীয় মহারাজবাহাদুরগণের অভিপ্রেত ছিল। এই অভিপ্রায় সংসাধনোদ্দেশ্যে প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর ১২৮৪ ত্রিপুরাব্দে "নিষ্পত্তি পত্রাদি লিখিবার আইন" শীর্ষক এক বিধি প্রচার করিয়া-ছিলেন, বর্ত্তমান সময়েও তাহা প্রচলিত ও প্রবল আছে। পরমপূজ্য স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর লিখিত এবং বাচনিকরূপে এবিষয়ে স্বীয় অভিমত বারম্বার কর্ম্মচারীদিগকে জানাইয়াছেন। তাঁহাদের এই কল্যাণ-কর মহদভিপ্রায় সসম্মানে প্রতিপালন করা রাজকর্ম্মচারীমাত্রেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু অধুনা কোন কোন স্থলে তাহার বৈলক্ষণ্য ঘটিতে দেখা যাইতেছে।

সর্ব্ববিধ রাজকার্য্যে বাঙ্গালাভাষার প্রয়োগ এবং তদুপলক্ষে উৎকর্ষ বিধান করা শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের একান্ত অভিপ্রেত। অতএব পলিটিক্যাল বিভাগ সংসৃষ্ট বিষয় বা বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থল ভিন্ন, আদালত ও আফিসসমূহের কাগজপত্রে বাঙ্গালাভাষা ব্যতীত অন্য ভাষা ব্যবহার করা সঙ্গত হইবে না।

কোন বিচারক বা অন্য শ্রেণীর কার্য্যকারকের বাঙ্গালাভাষা জানা না থাকিবার দরুন অথবা উক্ত ভাষায় স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে অক্ষমতা প্রযুক্ত সাক্ষীর জমানবন্দী, রায়, আদেশ, রিপোর্ট ও ডায়েরি ইত্যাদি অন্য ভাষায় লিপি করিতে বাধ্য হইলে, তাহার বঙ্গানুবাদ প্রস্তুত করিয়া সংসৃষ্ট কাগজের সঙ্গে রাখা এবং উক্ত কাগজ কোথাও প্রেরিত হইলে বঙ্গানুবাদ সহ প্রেরণ করা সঙ্গত হইবে।

স্বাঃ শ্রীঅভয়কুমার গুহ
ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক

স্বাঃ শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা
মন্ত্রী

*ইহাই পূর্ব্বোক্ত নিদর্শনে উল্লেখিত ১৩২৪ ত্রিং সনের ১৭ই বৈশাখ তারিখের ৩নং সার্কুলার।

নিদর্শন--২১

ষ্টেটট কাউন্সিলের একজিকিউটিভ্ শাখা গঠন

B. K. Manikya
13.3.28

মেমো নং ৫

এপক্ষের ১৮।১২।২৫ ত্রিং তারিখের ১২ নং মেমো এবং তৎসংসৃষ্ট পরবর্ত্তী আদেশ দ্বারা এরাজ্যের ষ্টেট্ কাউন্সিল গঠিত হইয়াছে।

উক্ত মেমোর ৫(ক) দফায় স্বাধীন রাজ্য ও জমিদারীর শাসন সংক্রান্ত গুরুতর বিষয়াদি এপক্ষের নির্দ্দেশ মতে কাউন্সিলের আলোচনার জন্য উপস্থিত হইবার উল্লেখ আছে।

বর্ত্তমানে এপক্ষের নিয়মিত সাহায্যের জন্য কতকগুলি বিষয় কাউন্সিলে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক বোধে এতদ্দ্বারা ষ্টেট্ কাউন্সিলের একটি executive শাখা গঠন করা যাইতেছে; উক্ত শাখা এপক্ষের Executive Council বা দরবার নামে অভিহিত হইবে।

১। রাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মা ষ্টেট্ কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য এবং সহকারী সভাপতি নিযুক্ত হইলেন। সাধারণতঃ Executive Council এ এপক্ষের অনুপস্থিতিতে তিনি প্রতিনিধি স্বরূপে সভাপতির কার্য্য করিবেন; তাঁহার অনুপস্থিতে ষ্টেট্ কাউন্সিলের অপর সহকারী সভাপতি এপক্ষের প্রতিনিধির কার্য্য করিবেন।

২। আপাততঃ নিম্নলিখিত সদস্যগণ দ্বারা উক্ত Executive Council গঠিত হইবে।

(ক) রাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মা--সহকারী সভাপতি
(খ) চিফ্ দেওয়ান ও চাকলার ম্যানেজার--সহকারী সভাপতি
(গ) এপক্ষের চিফ্ সেক্রেটেরী--সেক্রেটেরী
(ঘ) এপক্ষের প্রাইভেট সেক্রেটেরী
(ঙ) চিফ্ জজ
(চ) রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক
(ছ) বনকর প্রভৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক

৩। কোন বিশেষ বিভাগ বা বিষয় সম্বন্ধে আলোচনাকালে চিফ্ সেক্রেটেরী ষ্টেট্ কাউন্সিলের উক্ত বিভাগ বা বিষয় সংসৃষ্ট সদস্যকে সভায় যোগ দিবার জন্য আহ্বান করিতে পারিবেন এবং এরূপস্থলে উক্ত Executive Council এর অতিরিক্ত সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

৪। রীতিমত মাসে দুইবার Executive Council এর সাধারণ অধিবেশন হইবে। আবশ্যক হইলে সেক্রেটারী বিশেষ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

৫। নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে আপাততঃ কাউন্সিল চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন। কিন্তু এই আদেশ এপক্ষের আদেশ গ্রহণে কার্য্যে পরিণত হইবে।

(১) এরাজ্যের ৫০ দ্রোণ পরিমাণ ভূমির যোত বন্দোবস্ত প্রদান করা।
(২) এরাজ্যের ও চাকলার বজেটের মোট টাকা স্থির রাখিয়া এক হেড হইতে অন্য হেডে টাকা খারিজ করা

(৩) মঞ্জুরীকৃত বজেট কার্য্যে পরিণতিকল্পে নিয়ম ও আদেশাদি প্রচার করা
(৪) পূর্ত্ত সংক্রান্ত ৫০০ টাকা পরিমাণ এষ্টিমেটের original work মঞ্জুর করা

৬। এতদ্ভিন্ন এরাজ্য ও জমিদারী হইতে আগত যে সমুদয় প্রস্তাব কাউন্সিলে উপস্থিত হওয়া সঙ্গত, চিফ্ সেক্রেটেরী তাহা এপক্ষের অনুমতি গ্রহণান্তর কাউন্সিলে উপস্থিত করিতে পারিবেন। উক্ত যাবতীয় বিষয়ে কাউন্সিলের অভিমত এপক্ষের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য হইবে এবং তাহা আলোচনান্তে এপক্ষের চূড়ান্ত আদেশ প্রচারিত হইবে।

৭। Executive Council ইচ্ছা করিলে এপক্ষের অনুমোদন গ্রহণকরতঃ শাসন বিভাগ ও জমিদারী সংক্রান্ত কোন কাগজাত তলপ দিয়া আলোচনা করিতে পারিবেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এরাজ্যের হিতজনক যে কোন প্রস্তাব এপক্ষ সদনে উপস্থিত করিতে পারিবেন।

৮। যাবতীয় কাগজাত এপক্ষের চিফ্ সেক্রেটেরীর মন্তব্য যোগে সভায় উপস্থিত হইবে।

৯। Executive Council স্বীয় কার্য্যপ্রণালী সম্পর্কে নিয়ম বিধিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

নিদর্শন--২২

চিফ্ দেওয়ান স্থলে মন্ত্রীপদের পুনঃপ্রবর্তন

B. K. Manikya

16 I 30

মেমো নং ৯

এপক্ষের বিগত ১৩২৫ ত্রিং ৩০শে আষাঢ় তারিখের ৩ নং রোবকারীর অনুসৃতিতে আদেশ করা যাইতেছে যে, অতঃপর এরাজ্যের প্রধান কার্য্যকারকের পদ সম্পর্কে "চিফ্ দেওয়ানে"র স্থলে "মন্ত্রী" শব্দ ব্যবহৃত হইবে। অবগতি ও কার্য্যে পরিণতির কারণ এই আদেশের প্রতিলিপি ষ্টেট গেজেটে প্রচারিত হয়। ইতি, সন ১৩৩০ ত্রিং তারিখ ১৬ই বৈশাখ।

নিদর্শন--২৩

রাজমন্ত্রীর ক্ষমতা নির্দেশ

নং ৩

B. K. Manikya

12 2 30

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মণ মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা রাজধানী আগরতলা। ইতি, ১৩৩০ ত্রিং ১২ই জ্যৈষ্ঠ।

বর্ত্তমান সময়ে রাজমন্ত্রী রায় প্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত বাহাদুরের হস্তে স্বাধীন রাজ্যের শাসনভার ন্যস্ত আছে। কার্য্যের সুবিধা ও সুবন্দোবস্তের অভিপ্রায়ে কতিপয় নিয়ম নির্দ্ধারণ করা আবশ্যকবোধে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করা গেল।

(১) রাজমন্ত্রী স্বীয় সুবিবেচনানুসারে স্বতন্ত্র ২ বিভাগ গঠন করিবেন। কতিপয় প্রধান প্রধান বিভাগের কার্য্য রাজমন্ত্রীর নিজহস্তে ও অপরাপর বিভাগ তদীয় সহকারীগণের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে।

(২) জমাদার শ্রেণীর উর্দ্ধতন মিলিটারী কার্য্যকারক ব্যতীত, রাজমন্ত্রী যাবতীয় কর্ম্মচারী সম্বন্ধে বহাল, এবালিস ও বরখাস্ত ইত্যাদি দণ্ডের আদেশ দিতে পারিবেন। দুইশত টাকা বা তদূর্দ্ধ বেতনের কর্ম্মচারী সম্বন্ধে মন্ত্রীর দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে মন্ত্রীর যোগে এপক্ষ সাক্ষাৎ আপীল করিতে পারিবে। মন্ত্রীর মন্তব্যসহ ঐ আপীল এপক্ষ সদনে পেশ হইবে।

(৩) রাজমন্ত্রী নিম্নলিখিত কতিপয় বিষয়ে এপক্ষের মঞ্জুরী গ্রহণে কার্য্য করিবেন।

(ক) কোন ভূসম্পত্তির কোনরূপ স্থায়ী কি তখসিসি বন্দোবস্ত প্রদান।
(খ) কোন নূতন আইন প্রচলন কি কোন নূতন প্রচলিত আইন রহিত বা পরিবর্ত্তন বা সংশোধন।
(গ) আয়ব্যয়ের বার্ষিক বজেট নির্দ্ধারণ
(ঘ) কোন অপরাধীর প্রাণদণ্ডের আদেশ কার্য্যে পরিণত করা
(ঙ) গুরুতর পলিটিক্যাল বিষয় একদা মীমাংসা করা
(চ) ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকার অধিক পূর্ত্তকার্য্য সম্পাদন করা

(৪) রাজমন্ত্রীর বেতন চাকলার বেতন সহ মাসিক ১৫০০৲ পনরশত টাকা নির্দ্ধারিত হইল।

নিদর্শন--২৪*

"কাউন্সিল অব্ এড্‌মিনিষ্ট্রেশন" গঠন সম্বন্ধে ঘোষণা

ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মণ মাণিক্য বাহাদুর পরলোক গমন করায় ত্রিপুরা রাজবংশের চিরপ্রচলিত কুলাচার মতে বিষম-সমর-বিজয়ী পঞ্চশ্রীযুক্ত মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মণ মাণিক্য বাহাদুর পিতৃ পরিত্যক্ত সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্য, সংসৃষ্ট জমিদারী ও অন্যান্য যাবতীয় সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারসূত্রে দখলদার হইয়া রাজভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং মহা গৌরবান্বিত ভারত সম্রাট তাঁহাকে

ত্রিপুরা' রাজ্যের অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। উপরোক্ত বিবরণ যথাকালে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। পঞ্চশ্রীযুক্ত মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মণ মাণিক্য বাহাদুর স্বয়ং কার্য্যভার গ্রহণ করা সাপেক্ষে তৎপক্ষে রাজগী ও জমিদারী সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য পরিচালন জন্য ভারত গভর্ণমেন্টের অনুমোদন মতে "কাউন্সিল অব্ এড্‌মিনিষ্ট্রেশন" নামক একটি শাসন-পরিষদ গঠিত হইয়াছে এবং পার্শ্বোক্ত ব্যক্তিগণ এই পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হইয়া অদ্য ১৩৩৩ ত্রিপুরাব্দের ২৩শে অগ্রহায়ণ তারিখে রাজ্য ও জমিদারী প্রভৃতির শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব এই সংবাদ রাজ্য ও জমিদারীর মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচার করিবার নিমিত্ত এই ঘোষণাপত্রের প্রতিলিপি সংসৃষ্ট আফিস, বিচারালয় ও কার্য্যকারকগণ সমীপে প্রেরিত হয়, ইতি সন ১৩৩৩ ত্রিপুরাব্দ, ২৩শে অগ্রহায়ণ।

শ্রীলশ্রীযুত মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মা বাহাদুর--প্রেসিডেন্ট।
শ্রীযুত রায় জ্যোতিশচন্দ্র সেন বাহাদুর, বি,এ, বি,সি,এস্,--ভাইস প্রেসিডেন্ট।[১২]
শ্রীলশ্রীযুত মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মণ বাহাদুর--সদস্য।
শ্রীযুত ঠাকুর প্রতাপচন্দ্র রায়--সদস্য।

*প্রচারিতঃ স্টেট গেজেট, দ্বাবিংশভাগ, অগ্রহায়ণ, বিশেষ সংখ্যা

নিদর্শন--২৫

রাজমন্ত্রীর ক্ষমতাদি সম্বন্ধে কারনামা

নং ৫

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মণ মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি। সন ১৩৩৭ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ১২ই ভাদ্র।

বিগত ২রা ভাদ্র তারিখের ১নং রোবকারীর আদেশে শ্রীযুক্ত রায় জ্যোতিশ্চন্দ্র সেন বাহাদুরকে এ পক্ষের মন্ত্রী পদে নিয়োগ করা হইয়াছে। তাঁহার ক্ষমতাদি নিম্নে নির্দ্দেশ করা গেল:--

১। মিলিটারী, রাজমালা আফিস, চিড়িয়াখানা এবং প্যালেস সংক্রান্ত বিভাগসমূহ অর্থাৎ সংসার, দেবার্চ্চন, নিজ তহবিল, প্যালেস সুলতানৎ ও তৎসংসৃষ্ট আফিসাদি ব্যতীত রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত বর্ত্তমান যাবতীয় বিভাগের শাসন সংরক্ষণের ভার রাজমন্ত্রীর প্রতি অর্পিত হইল।

২। নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের মীমাংসা এ পক্ষের আদেশ ও মঞ্জুরী সাপেক্ষ হইবে, অন্য সর্ব্ববিষয়ে তিনি বিহিতাদেশ প্রদান করিতে সক্ষম হইবেন।

(ক) সিভিল সার্ভিসভুক্ত যাবতীয় কর্ম্মচারীর এবং ১০০৲ টাকা বা ততোধিক বেতনের অন্য শ্রেণীর কর্ম্মচারীর নিয়োগ, অবসর, অবসর ও উন্নতি এবং উক্ত বেতনের কোন নূতন স্থায়ী পদ সৃষ্টি করা।
(খ) খাস আদালতের বিচারপতিগণের নিয়োগ, অবসর ও উন্নতি।
(গ) বার্ষিক আয় ব্যয়ের বজেট পাশ করা।
(ঘ) বজেটের মেজর হেড্‌সমূহের এ পক্ষ নির্দ্দিষ্ট এক group হইতে অন্য group এ খারিজ মঞ্জুরী।
(ঙ) ৫,০০০৲ টাকার অতিরিক্ত নূতন পূর্ত্ত কার্য্যের এষ্টিমেট মঞ্জুর করা।
(চ) কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য বজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুর করা।

(ছ) কায়েমী বা তস্‌খিচি জমার তালুক, ৫,০০০৲ টাকা জমার অতিরিক্ত ইজারা বন্দোবস্ত, একত্র একস্থানে বহু প্রজা বসতের বা আবাদের উদ্দেশ্যে একচাপে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের জোত বন্দোবস্ত প্রদান।

(জ) কোন নূতন আইন প্রচলন বা প্রচলিত আইন রহিত, পরিবর্ত্তন বা সংশোধন।

(ঝ) গুরুতর পলিটিক্যাল বিষয় এবং রাজ্যের সীমানা সংক্রান্ত বিষয় মীমাংসা।

(ঞ) বজেটের বহির্ভূত কোন ব্যয় মঞ্জুর করা এবং তদ্ধাবত বা অনিবার্য্য কোন কারণে উদ্বৃত্ত তহবিল হইতে একস্থলে ১,০০০৲ টাকার অধিক হাওলাত প্রদান (বজেট বন্ধানি টাকা হাওলাত প্রদান বা আকস্মিক কারণে একস্থলে উদ্বৃত্ত তহবিল হইতে ১,০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হাওলাত মঞ্জুর করা তাঁহার ক্ষমতায়ত্ব হইবে)।

(ট) এক হাজার টাকার অতিরিক্ত নাজাই দাবি বা হাওলাত বাদ দেওয়া (write off)।

(ঠ) কোন নূতন Scheme (প্রবর্ত্তন বা রাজ্যের কোন প্রচলিত নীতি পরিবর্ত্তন।

(ড) বার্ষিক এড্‌মিনিষ্ট্রেসন রিপোর্ট প্রচার বা বার্ষিক অডিট রিপোর্ট পাশ করা।

(ঢ) কোন অপরাধীর প্রাণদণ্ডের আদেশ কার্য্যে পরিণত করা।

(ণ) রাজখান্দান সম্বন্ধে কোন বিষয় মীমাংসা।

(ত) পেন্সন ও খোরপোষ মঞ্জুরী।

(থ) অন্য যে কোন বিষয় এপক্ষ বিশেষ আদেশ দ্বারা এ পক্ষের নিজ আদেশ সাপেক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

৩। সিভিল সার্ভিসভুক্ত যাবতীয় কর্ম্মচারীর এবং ১০০৲ টাকা বা ততোধিক বেতনের অন্য শ্রেণীর কর্ম্মচারীর প্রতি মন্ত্রীর প্রদত্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে যে স্থলে আপীল প্রচলিত নিয়মসম্মত তথায় এপক্ষ সদনে আপীল হইতে পারিবে।

৪। রাজমন্ত্রী স্বীয় সুবিবেচনানুসারে কার্য্য সৌকার্য্যার্থ কার্য্যের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র Department গঠন করিতে এবং স্বীয় কর্ত্তৃত্বাধীনে তাহা নিজ সহকারীগণের হস্তে ন্যস্ত রাখিতে পারিবেন এবং তিনি অধীনস্থ যাবতীয় কর্ম্মচারীর ক্ষমতা নির্দ্দেশ করিবেন।

নিদর্শন--২৬

মন্ত্রণা সভা (Advisory Council) গঠন

নং ৮

B. B. K. Manikya

14.5.37

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মণ মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি সন ১৩৩৭ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ১৪ই ভাদ্র

যেহেতু রাজ্য ও জমিদারী সম্পর্কিত এ পক্ষের আদেশ সাপেক্ষ গুরুতর বিষয়গুলির মীমাংসার সহায়তা কল্পে একটি মন্ত্রণা সভা (Advisory Council) গঠন করা এ পক্ষের অভিপ্রেত, অতএব এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত ব্যবস্থা করা গেল।

১। নিম্নলিখিত ৫ জন সদস্যদ্বারা একটি মন্ত্রণা সভা গঠিত হইল,--

(১) মহারাজকুমার শ্রীলশ্রীশ্রীযুত নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মা বাহাদুর।

(২) মহারাজকুমার শ্রীলশ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর।

(৩) উজির শ্রীযুত ব্রজকৃষ্ণ দেববর্ম্মা।

(৪) শ্রীযুত রায় জ্যোতিশ্চন্দ্র সেন বাহাদুর (মন্ত্রী স্বরূপে)
(৫) শ্রীযুত দেওয়ান বিজয়কুমার সেন (চিফ্ সেক্রেটারী স্বরূপে)

২। এ পক্ষ স্বয়ং সভার সভাপতি হইবেন এবং মহারাজকুমার শ্রীলশ্রীযুত নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মা সভার সহকারী সভাপতি হইবেন।

৩। এ পক্ষ যে সমুদয় বিষয় স্থায়ী (General) বা বিশেষ (Special) আদেশ দ্বারা সভার বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিবেন তৎসম্পর্কে উপযুক্ত মন্ত্রণা দেওয়া সভার কার্য্য হইবে।

৪। সাধারণতঃ এ পক্ষ মন্ত্রণা সভার সভাপতির কার্য্য করিবেন। এ পক্ষের অনুপস্থিতিতে সহকারী সভাপতি সভার সভাপতির কার্য্য করিবেন। অধিকাংশ সদস্যের মতানুসারে আলোচ্য বিষয়সমূহে সভার অভিমত নির্দ্ধারিত হইবে।

৫। সাধারণতঃ মাসে দুইবার সভার অধিবেশন হইবে কিন্তু প্রয়োজনানুসারে চিফ্ সেক্রেটারী বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিতে পারিবেন।

৬। সাধারণতঃ অধিবেশনের দুই দিবস পূর্ব্বে বিবেচ্য বিষয়সমূহ সদস্যগণের আলোচনার নিমিত্ত প্রেরিত হইবে।

৭। তিনজন সদস্য উপস্থিত হইলেই সভার কার্য্য চলিতে পারিবে।

৮। সভার মন্তব্য চিফ্ সেক্রেটারী চূড়ান্ত আদেশ জন্য এ পক্ষ সদনে উপস্থিত করিবেন।

৯। এ পক্ষ ইচ্ছা করিলে স্থায়ী (General) বা বিশেষ (Special) আদেশদ্বারা স্বীয় নিষ্পত্তিযোগ্য কোন বিষয় চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য মন্ত্রণা সভায় প্রেরণ করিতে পারিবেন। ঐরূপ স্থলে সভার নির্দ্ধারণ এ পক্ষের আদেশ স্বরূপে প্রচারিত হইবে।

১০। আপাততঃ দুই বৎসরের জন্য মন্ত্রণা সভা গঠন করা গেল, ইতি।

নিদর্শন--২৭

মন্ত্রণা সভার প্রতি অর্পিত ক্ষমতা

নং ৯

B. B. K. Manikya
14.5.37

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মণ মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি, সন ১৩৩৭ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ১৪ই ভাদ্র।

এপক্ষের ৮ নং রোবকারী দ্বারা মন্ত্রণা সভা গঠিত হইয়াছে। তৎসম্পর্কে নিম্নলিখিত আদেশ করা গেল।

১। এ পক্ষের চিফ্ সেক্রেটারী এপক্ষের নিষ্পত্তিযোগ্য বিষয়সমূহ মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি এই স্থায়ী (General) আদেশের অনুবলে একদা মন্ত্রণা সভার বিবেচনার জন্য উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(ক) ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিসভুক্ত ও ১০০৲ একশত টাকা বা তদূর্দ্ধ বেতনের কার্য্যকারকগণের প্রতি রাজমন্ত্রী বা চিফ্ সেক্রেটারী প্রদত্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল।

(খ) রাজ্য ও জমিদারীর কায়েমী ও তখসিসি বন্দোবস্ত সম্পর্কিত এবং ৫,০০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ জমায় ইজারা বন্দোবস্ত সম্পর্কিত প্রস্তাব।
(গ) নূতন আইনের বা আইন সংশোধনের বিল মঞ্জুরীর প্রস্তাব।
(ঘ) রাজ্য ও জমিদারীর বজেট।
(ঙ) বজেটের মেজর হেডের এক group হইতে অন্য group এ খারিজ মঞ্জুরীর প্রস্তাব।
(চ) ৫,০০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ এবং ১০,০০০৲ টাকার ন্যূন নূতন পূর্ত্ত কার্য্যের এস্টিমেট ও বিল মঞ্জুরীর প্রস্তাব।
(ছ) বার্ষিক রিপোর্ট এবং অডিট রিপোর্ট প্রচার।
(জ) মৃত্যুদণ্ড কার্য্যে পরিণতি।
(ঝ) সর্ব্বপ্রকার নাজাই দাবি এবং হাওলাত বাদের প্রস্তাব।

২। মন্ত্রণা সভার সেরেস্তা চিফ্ সেক্রেটারীর জিম্মায় থাকিবে এবং তিনি স্বীয় কোন সহকারীকে সভার সেক্রেটারীর কার্য্যভার দিবেন, ইতি।

নিদর্শন--২৮

মন্ত্রী পরিষদ (Executive Council) গঠন

B. B. K. Manikya
3.2.39

নং ২৩

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মণ মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি। সন ১৩৩৯ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ৩রা জ্যৈষ্ঠ।

যেহেতু নিজ তহবিল ব্যতীত এরাজ্য ও জমিদারী সংসৃষ্ট এপক্ষের করণীয় যাবতীয় কার্য্যের সহায়তার নিমিত্ত একটি সমিতি গঠিত হওয়া আবশ্যক, অতএব নিম্নোক্ত ব্যবস্থা করা গেল :--

(১) এই সমিতির নাম মন্ত্রী পরিষদ বা Executive Council হইবে।

(২) নিম্নলিখিত পাঁচজন সদস্য দ্বারা মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হইবে ;--

১। মহামান্যবর মহারাজকুমার শ্রীলশ্রীযুত নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মা বাহাদুর--সভাপতি।
২। মহামান্যবর মহারাজকুমার শ্রীলশ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর--সহকারী সভাপতি।
৩। দেওয়ান শ্রীযুত বিজয়কুমার সেন বাহাদুর, দেওয়ান শাসন ও ম্যানেজার চাকলা রোসনাবাদ গং এস্টেট্‌স্।
৪। মান্যবর রাণা বোধজঙ্গ বাহাদুর—চিফ্ সেক্রেটারী।
৫। দেওয়ান সাহেব শ্রীযুত কমলাপ্রসাদ দত্ত—দেওয়ান সংসার।

(৩) সভাপতি ও সহকারী সভাপতির কোন Portfolio থাকিবে না। অন্য সদস্যগণের কার্য্য নিম্নোক্ত রূপে হইবে :--

(ক) দেওয়ান ও ম্যানেজার
(১) পলিটিক্যাল ও এপয়েন্টমেন্ট।
(২) বিচার ও লেজিস্‌লেটিভ বিভাগ
(৩) পুলিশ
(৪) রাজস্ব ও সাধারণ
(৫) বনকর
(৬) পূর্ত্ত
(৭) হিসাব ও অডিট
(৮) ষ্টাম্প ও ট্রেজারী
(৯) জেইল
(১০) শিক্ষা
(১১) চিকিৎসা
(১২) স্যানিটেশন
(১৩) মিউনিসিপ্যালিটি
(১৪) প্রেস
(১৫) মহাফেজখানা, ষ্টেশনারী, গেষ্ট হাউস ইত্যাদি
(১৬) পাওয়ার হাউস
(১৭) (বর্ত্তমান মন্ত্রীর অধীনস্থ) অন্যান্য বিবিধ ডিপার্টমেন্ট
(১৮) চাকলা রোসনাবাদ ও ব্রিটিশ রাজ্যের অন্য সম্পত্তি ও জমিদারীসমূহ।

(খ) চিফ্ সেক্রেটারী--
(১) প্যালেস সুলতানত ও মোটর বিভাগ
(২) Immigration ও Reclamation.
(৩) কৃষি
(৪) Industry ও Commerce
(৫) চিফ্ সেক্রেটারী অফিস
(৬) মন্ত্রীপরিষদ (Executive Council) ও মন্ত্রণা সভা
(৭) Publicity ডিপার্টমেন্ট।

(গ) প্রাইভেট সেক্রেটারী :--
(১) সংসার ও দেবার্চ্চন
(২) মিলিটারী
(৩) রাজমালা
(৪) প্রাইভেট সেক্রেটারী অফিস

(৪) চীফ্ সেক্রেটারীর জনৈক সহকারী তদীয় কর্ত্তৃত্বাধীনে মন্ত্রী পরিষদের (Executive Council) সেক্রেটারীর কার্য্য করিবেন।

(৫) কার্য্যবিবরণী সেক্রেটারী কর্ত্তৃক রক্ষিত হইবে এবং উহা সভাপতি বা তদীয় অনুপস্থিতিতে সহকারী অথবা সহকারী সভাপতিও অনুপস্থিত থাকিলে সভায় যে সদস্য সভাপতির কার্য্য করেন তৎকর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত হইবে।

(৬) সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহকারী সভাপতি এবং উভয়ের অনুপস্থিতিতে সিনিয়র সদস্য সভাপতির কার্য্য করিবেন।

(৭) প্রতি মাসের প্রথম ও তৃতীয় সোমবার নিয়মিত বন্ধ না থাকিলে উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদের কাউন্সিল প্রকোষ্ঠে পরিষদের সাধারণ অধিবেশন হইবে।

(৮) যদি কোন সদস্য নিয়মিত সাধারণ অধিবেশনের পূর্ব্বে কোন বিষয় গুরুত্ব বিবেচনায় তাহা পরিষদে উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করেন তবে তিনি পরিষদের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিবার নিমিত্ত চিফ্ সেক্রেটারীকে অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং উল্লিখিত অবস্থায় চিফ্ সেক্রেটারী বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিবার আদেশ দিবেন। এতদ্ভিন্ন মূলতুবী বিষয়ের সংখ্যা ইত্যাদি বিবেচনায় বা অন্য বিশেষ কারণে পরিষদের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিতে পারিবেন।

(৯) সভাপতি স্বীয় বিবেচনানুযায়ী যে কোন সময়ে বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের আদেশ দিতে পারিবেন।

(১০) সভার অধিবেশনে সাধারণতঃ উপস্থিত সভ্যগণের অধিকাংশের মতানুসারে সভার মন্তব্য নির্দ্ধারিত হইবে। মতপার্থক্য স্থলে উভয় পক্ষের মতসংখ্যার সমতা হইলে সভাপতির একটি অতিরিক্ত ভোট (Casting vote) দিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(১১) সদস্যগণের কারনামার অতিরিক্ত যে সমুদয় বিষয় শ্রীশ্রীযুতের আদেশ জন্য প্রেরিত হয় তন্মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ চিফ্ সেক্রেটারী কর্ত্তৃক পরিষদে একদা উপস্থিত হইয়া তৎকর্ত্তৃক চূড়ান্ত রূপে মীমাংসিত হইবে এবং সংসৃষ্ট সদস্য এই মীমাংসা অনুসারে নিজ স্বাক্ষরে তদ্বিষয়ে আদেশ প্রচার করিবেন।

(ক) ৩,০০০৲ টাকার অতিরিক্ত এবং ৭,০০০৲ টাকার অনধিক পূর্ত্ত কার্য্যের এষ্টিমেট পাশ করা।
(খ) বিভিন্ন বাজেটের শ্রীশ্রীযুতের আদিষ্ট এক মেজর গ্রুপ হইতে অন্য মেজর গ্রুপে খারিজ মঞ্জুর করা।
(গ) সিভিল সার্ভিস ভুক্ত ও অন্য শ্রেণীর ১০০৲ টাকার উর্দ্ধ ও ২০০৲ টাকার ন্যূন বেতনের কর্ম্মচারীগণের বিরুদ্ধে সদস্যগণ কর্ত্তৃক দণ্ডাদেশের আপীল নিষ্পত্তি করা।
(ঘ) ৩,০০০৲ টাকার উর্দ্ধ ও অনধিক ৭,০০০৲ টাকার নূন্য ম্যাদি ইজারা জমা বন্দোবস্তের আদেশ প্রদান করা।
(ঙ) একচাপে ৫০ দ্রোণের অধিক এবং ৭৫ দ্রোণ পর্য্যন্ত ম্যাদী জোত বন্দোবস্ত মঞ্জুর করা।
(চ) ১,০০০৲ টাকার উর্দ্ধ ৫,০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত নাজাই দাবী ও হাওলাত বাদ দেওয়া (write off)।
(ছ) আইন নির্দ্দিষ্ট মন্ত্রীর করণীয় আইনাধীন নিয়মাবলী মঞ্জুর করা।

(১২) এতদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত বিষয়গুলি চিফ্ সেক্রেটারী শ্রীশ্রীযুতের আদেশ গ্রহণে মন্ত্রী পরিষদে উপস্থিত করিয়া মন্তব্য গ্রহণ করিতে পারিবেন:--

(ক) রাজ্যের ও জমিদারীর সদস্যগণের কারনামাভুক্ত বিভাগসমূহের আয় ব্যয়ের বজেট।
(খ) কোন প্রাণদণ্ডের আদেশ কার্য্যে পরিণত করা।
(গ) সর্ব্বপ্রকার নাজাই দাবী ও হাওলাত বাদের প্রস্তাব।
(ঘ) শ্রীশ্রীযুত বিশেষ আদেশ দ্বারা অন্য যে বিষয় আলোচনা জন্য মন্ত্রী পরিষদে প্রেরণ করেন তাহা।
(ঙ) বজেট বন্ধানের অতিরিক্ত ব্যয়সাধ্য সদস্যগণের বিশেষ কার্য্যের প্রস্তাব।

(১৩) উপস্থিত বিষয়ের মীমাংসার জন্য পরিষদের সভাপতি সংসৃষ্ট সদস্যের নিকট আবশ্যকীয় কাগজ তলপ করিতে পারিবেন।

(১৪) সদস্যগণ অন্য সদস্যের প্রস্তাবিত কোন বিষয়ের মীমাংসার জন্য তৎসংক্রান্ত কাগজ তলপের জন্য সভাপতিকে অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং এরূপ স্থলে সভাপতি স্বীয় বিবেচনানুযায়ী আদেশ দিবেন।

নিদর্শন--২৯

শাসন বিভাগের দেওয়ানের ক্ষমতা নির্দেশন (কারনামা)

B. B. K. Manikya
3.2.39

নং ২৪

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মণ মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি, সন ১৩৩৯ ত্রিপুরাব্দ।

দেওয়ান শ্রীযুত বিজয়কুমার সেন বাহাদুরের শাসনের দেওয়ান পদের ক্ষমতাদি নিম্নে নির্দ্দেশ করা গেল, নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের চূড়ান্ত মীমাংসা তিনি করিতে পারিবেন না; এতদ্ভিন্ন স্বীয় বিভাগসমূহের যাবতীয় কার্য্যে তিনি চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(ক) খাস আদালতের বিচারপতিগণের নিয়োগ অবসর ও উন্নতি।

(খ) সিভিল সার্ভিসভুক্ত কর্ম্মচারীর এবং ১০০৲ টাকা বা তদূর্দ্ধ বেতনের অন্য কর্ম্মচারীর নিয়োগ, অবসর এবং নিয়মিত গ্রেড বৃদ্ধি ব্যতীত অন্য প্রকারের উন্নতি বিষয়ক চূড়ান্ত আদেশ প্রদান, এবং ঐ প্রকার বেতনের কোন নূতন পদ সৃষ্টি করা।

(গ) বার্ষিক আয় ব্যয়ের বজেট পাশ করা।

(ঘ) বজেটের এপক্ষ নির্দ্দিষ্ট মেজর হেড সমূহের এক গ্রুপ হইতে অন্য গ্রুপে খারিজ মঞ্জুর করা।

(ঙ) ৩,০০০৲ টাকার উর্দ্ধ কোন পূর্ত্ত কার্য্যের এষ্টিমেট মঞ্জুর।

(চ) কায়েমী বা তস্‌খিচি জমার তালুক মঞ্জুর করা।

(ছ) ৩,০০০৲ টাকার অতিরিক্ত ইজারা বন্দোবস্ত মঞ্জুর করা।

(জ) একচাপে ৫০ দ্রোণের অধিক আবাদী বা অনাবাদী জোত বন্দোবস্ত দেওয়া।

(ঝ) বজেট বহির্ভূত কোন ব্যয় মঞ্জুর করা বা এরূপ ব্যয় অনিবার্য্য হইলে উদ্বৃত্ত তহবিল হইতে তদ্বাবত ১,০০০৲ টাকার অধিক হাওলাত প্রদান করা। (বজেট বন্ধানী টাকা হাওলাত প্রদান করা বা আকস্মিক কারণে একস্থলে উদ্বৃত্ত তহবিল হইতে ১,০০০৲ পর্য্যন্ত হাওলাত মঞ্জুর করা তাহার ক্ষমতাধীন হইবে।)

(ঞ) ১,০০০৲ টাকার অতিরিক্ত নাজাই দাবী ও হাওলাত বাদ দেওয়া (write off)।

(ট) কোন নূতন Scheme প্রবর্ত্তন করা বা রাজ্যের কোন প্রচলিত নীতির পরিবর্ত্তন।

(ঠ) গুরুতর পলিটিক্যাল বিষয় এবং রাজ্যের সীমান্ত সংক্রান্ত বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা।

(ড) বার্ষিক administration report প্রচার বা বার্ষিক অডিট রিপোর্ট পাশ করা।

(ঢ) কোন অপরাধীর প্রাণদণ্ডের আদেশ কার্য্যে পরিণত করা।

(ণ) পেন্সন ও খোরপোষ মঞ্জুর করা।

(ত) রাজ খান্দান সম্বন্ধে কোন বিষয় মীমাংসা করা।

(থ) কোন নূতন আইন প্রচলন, প্রচলিত আইন রহিত বা সংশোধন করা।

(দ) অন্য যে কোন বিষয় এপক্ষ বিশেষ আদেশ দ্বারা এপক্ষের নিজ আদেশসাপেক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহা।

২। সিভিল সার্ভিসভুক্ত যাবতীয় কর্ম্মচারীর এবং ১০০৲ টাকা বেতন বা ততোধিক বেতনের অন্য শ্রেণীর কর্ম্মচারীর প্রতি দেওয়ানের প্রদত্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে যে স্থলে আপীল প্রচলিত নিয়মসম্মত তথায় প্রচলিত প্রণালী অনুযায়ী এপক্ষ সদনে আপীল হইতে পারিবে।

৩। দেওয়ান প্রচলিত নিয়ম ও আদেশানুযায়ী স্বীয় পাথেয় ও ভাতার বিল স্বয়ং পাশ করিতে পারিবেন।

৪। এই রাজ্যের কোন আইনের বিধানানুসারে উক্ত আইন সঙ্গত নিয়ম প্রণয়ন করা যে স্থলে রাজমন্ত্রীর ক্ষমতায়ত্ত তথায় উক্ত নিয়মাবলী প্রচারমন্ত্রী পরিষদের (Executive Council) অনুমোদনসাপেক্ষ হইবে; অন্য যাবতীয় স্থলে দেওয়ান আইনোক্ত রাজমন্ত্রীর ক্ষমতা পরিচালন করিবেন।

নিদর্শন--৩০

প্রধান কর্মচারিগণের প্রতিজ্ঞা-পত্র (Oath) এর খসড়া সম্বন্ধে বিবেচনা

B. B. K. Manikya
31.6.39

মেমো নং ৩৩

এ পক্ষের মঞ্জুরীকৃত দেওয়ান শাসনের ১৯।৬।৩৯ ত্রিং তারিখের ------ নং প্রস্তাবে যে প্রতিজ্ঞা পত্র (oath) আছে তাহার ভাষা কোন কোন স্থানে পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন কিম্বা সে বিষয়ে আলোচনা করিয়া মন্তব্য দিবার জন্য উক্ত প্রতিজ্ঞা-পত্রের নকল Advisory Council এ পাঠান যায়।

পূজার ছুটীর পর সংসৃষ্ট কর্ম্মচারীগণকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হইবে অতএব Advisory Council এর মন্তব্য তাহার পূর্ব্বে পাওয়া বাঞ্ছনীয়। ইতি সন ১৩৩৯ ত্রিং তাং ৩১শে আশ্বিন।

প্রতিজ্ঞা পত্রের নকল

"আমি এতদ্বারা ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের ও তদীয় শাসন নীতির প্রতি আমার গভীর ভক্তি ও একনিষ্ঠ আনুগত্য জ্ঞাপন করিতেছি এবং প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক জানাইতেছি যে আমি সর্ব্বথা শাসন বিভাগের দেওয়ানের প্রবর্ত্তিত নীতি প্রতিপালন করিতে স্বীকৃত হইয়া নিরপেক্ষ ও নিঃস্বার্থভাবে তাঁহার সহায়তা করিব।" ইতি সন ১৩৩৯ ত্রিং ১৯শে আশ্বিন।

নিদর্শন--৩১

পেন্সন: দেওয়ান বিজয়কুমার সেন বাহাদুর

B. B. K. Manikya
5.8.42

মেমো নং ৬৮

স্বস্তি বিষম সমর বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুত মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মণ মাণিক্য বাহাদুরস্য আদেশয়ং প্রচরতুঃ কারকবর্গেষু।

দেওয়ান শাসন ও চাকলার ম্যানেজার শ্রীযুত বিজয়কুমার সেন বাহাদুরের রাজ্যের ও রাজ্যেশ্বরের হিতকর এবং সর্ব্বথা প্রশংসনীয় সুদীর্ঘ কার্য্যকাল আলোচনায় অবসর গ্রহণের তারিখ হইতে তাহাকে মাসিক মং ৩৫০৲ সাড়ে তিনশত টাকা পেন্সন প্রদান করা গেল। স্বচ্ছন্দ চিত্তে যাবজ্জীবন ভোগ করিতে থাকুক।

ইতি সন ১৩৪২ ত্রিং তাং ১০ই ভাদ্র।

নিদর্শন--৩২

রাজ্য প্রশাসনের প্রচলিত পদ্ধতির সংস্কার সম্বন্ধে বিবেচনার জন্য কমিটি গঠন

মেমো নং ১৪০

B. B. K. Manikya
26.4.48

যেহেতু যাবতীয় অবস্থা বিবেচনায় ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচলিত শাসন পদ্ধতির সময়োপযোগী সংস্কার করা এপক্ষের অভিপ্রেত।

অতএব, চিরাচরিত খানদানের অবিরোধীভাবে কি উপায়ে উপরোক্ত উদ্দেশ্য সুসাধিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে অবস্থাদি পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক মন্তব্য প্রদান করিবার জন্য পার্শ্বোক্ত সাতজন সরকারী ও বেসরকারী সদস্য দ্বারা একটি কমিটি গঠন করা যায়।

১। রাজমন্ত্রী
২। দেওয়ান সংসার
৩। চিফ্ জাস্টিস্
৪। সিনিয়ার নায়েব দেওয়ান
৫। পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট
৬। মহামান্যবর মহারাজকুমার শ্রীলশ্রীশ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর
৭। ঠাকুর শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র রায়

কমিটি সংসৃষ্ট বিষয় ও অবস্থাদি যথাযথভাবে বিবেচনা করিয়া তিন মাস কালমধ্যে এ পক্ষ সদনে স্বীয় মন্তব্য জ্ঞাপন করিবেন। ইতি--সন ১৩৪৮ ত্রিপুরাব্দ তারিখ ১৬শে শ্রাবণ।

নিদর্শন--৩৩

ফাইনান্স মন্ত্রী নিয়োগ: যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

নং ১৫৫

B. B. K. Manikya
24.10.48

রোবকারী দরবার বিষম-সমর-বিজয়ি মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর, কে, সি, এস, আই, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি, সন ১৩৪৮ ত্রিপুরাব্দ তারিখ ২৪শে মাঘ।

রায় শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, এম, এ কে এপক্ষের Finance Minister পদে মাসিক মং ১২০০, এক হাজার দুই শত টাকা বেতনে নিয়োগ করা যায়, তাঁহার প্রতি রাজ্যের শাসন বিভাগের পার্শ্বোক্ত কার্য্যভার অর্পিত হইল।

১। রাজস্ব ও সাধারণ

২। ফাইনান্স (হিসাব বিভাগ)
৩। ষ্টেট ব্যাঙ্ক
৪। ট্রেজারী ও ষ্টাম্প
৫। পেন্সন
৬। বনকর
৭। রেজিষ্ট্রেশন।

এপক্ষের ১৩৪২ ত্রিপুরাব্দের ৪ঠা অগ্রহায়ণ তারিখের ৬৬ নং রোবকারী দ্বারা রাজমন্ত্রী মান্যবর রায় শ্রীযুত জ্যোতিশ্চন্দ্র সেন বাহাদুর প্রতি যে যে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছিল, তত্তুল্য ক্ষমতায় রায় শ্রীযুত যতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর তাহার করণীয় কার্য্য সম্পাদন করিবেন। ইতি।

নিদর্শন—৩৪

ত্রিপুরা রাজ্যে শাসন সংস্কার সম্বন্ধে রাজকীয় ঘোষণা

নং ১৬২

শ্রীবীরবিক্রম মাণিক্য
১-১-৪৯ ত্রিং

ঘোষণা

ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ পঞ্চশ্রীযুক্ত মহামহোদয় মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর, কে, সি, এস, আই, ত্রিপুরেশ্বর, স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা,
সন ১৩৪৯ ত্রিং, তারিখ ১লা বৈশাখ।

যেহেতু রাজ্যভার গ্রহণাবধি এ পক্ষ শিক্ষা ও গঠনমূলক ব্যবস্থাদি প্রবর্ত্তন দ্বারা পুত্রতুল্য প্রজাবৃন্দের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন, এবং স্বাবলম্বন, সহযোগীতা, রাষ্ট্রানুরাগ প্রভৃতি আদর্শ নাগরিকের ধর্ম্মে নিয়ত তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

এবং যেহেতু রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনায় এবং যুগধর্ম্ম প্রভাবজাত তদীয় অন্তরস্থ স্বাভাবিক আশা আকাঙ্খার যথাসম্ভব পূরণকল্পে, বর্ত্তমানে শাসন কার্য্যে অধিকতর মাত্রায় প্রজা সাধারণের সহযোগীতা গ্রহণ করা এপক্ষের একান্ত অভিপ্রেত এবং উক্ত সঙ্কল্প বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক রাজ্যের ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাসহ পরীক্ষিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা আকারে এ পক্ষের বিবেচনার জন্য উপস্থিত হইয়াছে।

অতএব যাবতীয় অবস্থা আলোচনায়

এ পক্ষ অদ্য নববর্ষের শুভদিনে সর্ব্বান্তকরণে এবং আনন্দের সহিত ঘোষণা করিতেছেন যে শাসন সংস্কারের ভিত্তি স্বরূপ এক শাসনতন্ত্র অনতিবিলম্বে এপক্ষের মঞ্জুরীতে প্রচারিত হইয়া অতঃপর ত্রিপুরা রাজ্যের শাসন কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিবে এবং নিম্নোক্ত সংস্কারমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ অগৌণে গঠিত হইয়া রাজ্যে তদনুযায়ী নূতন শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবে।

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

রাজসভা বা প্রিভি কাউন্সিল

রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ, বিশ্বাসভাজন রাজকর্ম্মচারীবৃন্দ এবং এরাজ্যের ও ভিন্ন রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মধ্য হইতে নিযুক্ত অনধিক ১৫ জন সদস্য গঠিত এক রাজসভা বা প্রিভি কাউন্সিল মন্ত্রণা সভারূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যাবতীয় বিষয়ে প্রয়োজনানুসারে এপক্ষের সহায়তা করিবে এবং এপক্ষ আশা করেন যে অভিজ্ঞ ও কার্য্যকুশল সদস্যবর্গ সম্বলিত এই প্রতিষ্ঠানের মন্ত্রণা সর্ব্বদা এপক্ষের কাম্য ও হিতকর হইবে।

হাইকোর্ট বা সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণ

ত্রিপুরা রাজ্যের হাইকোর্ট বা খাস আদালত বর্ত্তমানে জনৈক সুযোগ্য চিফ্ জাস্টিস্ বা প্রধান বিচারপতি ও তদীয় কতিপয় অভিজ্ঞ সহযোগী বিচারকের অধীনে সম্পূর্ণ স্বাধীন ক্ষমতায় বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে এবং নিম্ন বিচারাদালতসমূহের তত্ত্বাবধান ও তদীয় ক্ষমতায়ত্ব। অতঃপর এই সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণের উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনকল্পে ইহার গঠন সংস্কার অগৌণে অনুষ্ঠিত হওয়া এপক্ষের অভিপ্রেত।

মন্ত্রী পরিষৎ

রাজ্যের শাসন কার্য্যে তৎপরতার সহিত সুনির্ব্বাহের নিমিত্ত জনৈক প্রধানমন্ত্রী ও অনধিক ৪ জন মন্ত্রী গঠিত বিশেষ ক্ষমতাপন্ন এবং মন্ত্রী পরিষৎ অবিলম্বে নিযুক্ত হইয়া অর্পিত ক্ষমতার অনুবলে যৌথভাবে রাজ্যের শাসনকার্য্য পরিচালনা এবং আদিষ্ট শাসন সংস্কার ক্ষিপ্রতার সহিত কার্য্যে পরিণত করিবে।

ব্যবস্থাপক সভা

আইন প্রণয়ন বিষয়ে উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত এবং বাজেট আলোচনা ও তৎসম্পর্কে অভিমত প্রদানে অধিকারী এক ব্যবস্থাপক সভা স্থাপিত হইবে। সভাপতি বাদে উহার মোট সদস্য সংখ্যা ৫৪ জন, এবং তন্মধ্যে ২৯ জন রাজ্যের প্রজারন্দ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে নির্ব্বাচিত সদস্য ও ১৮ জন সরকারী ও ৭ জন বেসরকারী মনোনীত সদস্য থাকিবে। নির্ব্বাচিত সদস্যগণ রাজ্যের বিভিন্ন স্বার্থ সংরক্ষণকল্পে নির্দ্ধারিত উপযুক্ত ইলেক্টরেট সমূহ হইতে প্রণালী অনুযায়ী অধিকাংশ ব্যক্তির ভোটে নির্ব্বাচিত হইবে এবং ভোটের অধিকার যথাসম্ভব সম্প্রসারিত হইবে। ঠাকুর সম্প্রদায়, তালুকদারগণ, পল্লী অঞ্চলের গ্রাম্যমণ্ডলীসমূহ সহরস্থ মিউনিসিপ্যালিটি আদি প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, চা উৎপন্নকারী সম্প্রদায় এবং অনুন্নত জাতিসমূহ ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে অধিকারী হইবে। সাধারণতঃ যে যে স্থলে শ্রেণী বিশেষের স্বার্থ সংরক্ষণ নির্দ্ধারিত ইলেক্টরেটসমূহ দ্বারা সম্ভবপর না হয় মনোনীত সদস্যগণ তদনুকূলে নিযুক্ত হইবে।

গ্রাম্যমণ্ডলী

রাজ্যের সর্ব্বত্র পল্লী অঞ্চলের কতিপয় গ্রামের সমবায়ে গ্রাম্যমণ্ডলী, বা গ্রাম্য ইউনিয়নসমূহ গঠিত হইবে এবং প্রতি গ্রামের অধিবাসীগণ কর্ত্তৃক স্ব স্ব মণ্ডলীর তত্ত্বাবধায়ক বোর্ড নির্ব্বাচিত হইবে। এই বোর্ড সমূহ স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন পরিচালন, নির্দ্দেশিত ট্যাক্স বা কর আদায় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমায় বিচার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবে।

রাজ্যের আয় ব্যয় ও বাজেট

ভারপ্রাপ্ত জনৈক উপযুক্ত ফাইনান্স মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে নূতন প্রণালীতে রাজ্যের আয় ব্যয় হিসাব ও অডিটাদি কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং রাজ্যেশ্বর ও তদীয় নিজ পরিবারের বাজেট রাজ্যের বাজেট হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া রাজ্যের আয়ের শতকরা দশ অনুপাতে তদ্ভুক্ত ব্যয় নির্দ্দিষ্ট হইবে।

এরাজ্যের জনসাধারণ বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং পল্লীসমূহ সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে অনেক স্থলে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত, কদাচিৎ অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত পার্ব্বত্য প্রদেশে নানা পার্ব্বত্য জাতি নিজ নিজ সমাজপতির অধীনে স্বতন্ত্রভাবে বাস করে এবং অপর সম্প্রদায়ের সহিত সহযোগীতায় তাহারা অনভ্যস্থ। এই অবস্থা যে

মণ্ডলী গঠনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এপক্ষ তাহা বিশেষ ভাবে অবগত আছেন। তথাপি মণ্ডলী স্থাপনই আদিষ্ট শাসন সংস্কারের মুখ্য অঙ্গ ও ভিত্তিস্বরূপ এবং এ পক্ষ আশা করেন যে এই অত্যাবশ্যক কার্য্য তৎপরতার সহিত পরিচালিত হইয়া প্রয়োজনীয় আইন প্রচারাদি সহ আগামী ছয় মাস মধ্যে পরিসমাপ্ত হইবে· এবং বর্ত্তমান বর্ষমধ্যে ব্যবস্থাপক সভা পূর্ণাঙ্গে গঠিত হইয়া উভয়ের কার্য্যই আরম্ভ হইতে পারিবে।

মন্ত্রী পরিষৎ নিয়োগ

পরিবর্ত্তিত অবস্থায় শাসন কার্য্য পরিচালনের বিশেষ ব্যবস্থা অত্যবশ্যক বোধে এপক্ষের আদেশ এই যে ৫ জন মন্ত্রী গঠিত এক শাসন পরিষৎ অবিলম্বে নিযুক্ত হয়। হাইকোর্টের সংস্কার এবং আয় ব্যয় ও বাজেট সংক্রান্ত নূতন প্রণালীও অগৌণে কার্য্যে পরিণত হইবে।

এপক্ষের সনির্ব্বন্ধ বক্তব্য এই যে রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থানুসারে যে পরিমাণ সংস্কার রাজ্যের ও অধিবাসীগণের পক্ষে উপযোগী ও হিতকর বলিয়া এপক্ষের আন্তরিক বিশ্বাস, রাজ্যের কল্যাণ কামনায় এপক্ষ পূর্ণ মাত্রায় তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। এপক্ষের অকৃত্রিম শুভ ইচ্ছার অনুরূপ আন্তরিকতা ও দায়িত্ববোধ প্রণোদিত হইয়া এপক্ষের প্রিয় প্রজাবৃন্দ আদিষ্ট অধিকারিদের সুযোগ গ্রহণ ও সদ্ব্যবহার করিবে এবং আদিষ্ট সংস্কারের কার্য্যে পরিণতি ও পরীক্ষা বিষয়ে পূর্ণ রাজ্যের হিতৈষীমাত্রেরই ইহা কাম্য যে এরাজ্যে কদাপি এই সংস্কারের স্বাভাবিক অবাধ গতিপথে এরূপ বিঘ্ন কোন স্থলে সৃষ্ট না হয় যাহার অপসারণকল্পে দায়িত্বশীল শাসকবর্গের কঠোর উপায় অবলম্বন করা অবশ্যম্ভাবী হইতে পারে।

আদিষ্ট সংস্কার এপক্ষের বিচারবুদ্ধিপ্রসূত এবং ইহা নিঃসন্দেহে কল্যাণকর হইবে। কোন পরিকল্পনাই অঙ্কুরে পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। এবং এপক্ষের বিশ্বাস যে জনপ্রতিনিধি গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সদ্ব্যবহার দ্বারাই সর্ব্বত্র প্রকৃত অভাব অভিযোগ নিরাকরণের সুযোগ হইবে।

সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের চরণে এপক্ষের কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা যে অতঃপর এরাজ্যে রাজা প্রজার চির প্রীতি-সম্বন্ধ নবপ্রাণ প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়তর ও মধুরতর হউক, এবং সকলের সমবেত চেষ্টায় এই সুপ্রাচীন রাজ্যের অতীত গৌরব সর্ব্বথা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হউক; এই গৌরব প্রাচীন যুগের সমরকুশল রাজ্যের বিজয়াভিযানে মাত্রে পর্য্যবসিত নহে, ইহা প্রাচীন দেশজ সংস্কৃতি ও আধুনিক ভাবধারার সুসামঞ্জস্যে অনুশাসিত প্রজার সুখ সমৃদ্ধি ও সন্তোষ শক্তিবলে সর্ব্বত্র অজেয়, আধুনিক রাষ্ট্রের চিরবাঞ্ছিত নবগৌরব।*

এই রাজকীয় ঘোষণার অনুসৃতিতে "ত্রিপুরা রাজ্যের শাসনতন্ত্র বা ১৩৫৬ ত্রিপুরাব্দের ১ আইন" প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। গ্রন্থের ও আইন ও বিচার বিভাগ সম্পর্কিত অধ্যায়ে ইহা প্রদত্ত হইয়াছে। এই সময়ে রাজদরবার হইতে প্রচারিত ঘোষণা, রোবকারী ও আদেশসমূহে এবং আইন কানুন ও অন্যান্য প্রশাসনিক কার্য্যে ত্রিপুরায় রাজভাষা বাংলার পরিণত ও সমৃদ্ধ রূপটি বিশেষ লক্ষ্যনীয়।

নিদর্শন--৩৫

নববর্ষে ঘোষিত শাসন সংস্কারের অনুসৃতিতে মন্ত্রী পরিষদ গঠন

B. B. K. Manikya
9.1.49

নং ১৬৪

রোবকারী

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর কে. সি. এস. আই. এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য।

নরপতেরাদেশোহয়ং কারকবর্গেষু প্রচরতু
পরমস্য বিরাজতে রাজধানী হস্তীনাপুরী. ইতি।
১৩৫৯ ত্রিপুরাব্দ. তারিখ ৯ই বৈশাখ।

১। মান্যবর শ্রীযুত রায় জ্যোতিশ্চন্দ্র সেন বাহাদুর. বি. এ. বি. সি. এস. প্রধানমন্ত্রী।

২। মান্যবর শ্রীযুত রাজা রাণাবোধজং বাহাদুর. এফ. আর. জি. এস. শাসন সংস্কার. শিক্ষা প্রভৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

৩। শ্রীযুত রায় যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর. এম. এ. বি. সি. এস. ফাইনান্স মন্ত্রী।

৪। শ্রীযুত ঠাকুর কামিনীকুমার সিংহ. পল্লী সংস্কার. কৃষি প্রভৃতি বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

৫। শ্রীযুত ডাক্তার মণিময় মজুমদার. এল. এম. এস. সাধারণ স্বাস্থ্য. চিকিৎসা প্রভৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

যেহেতু এপক্ষের ১লা বৈশাখ তারিখের ঘোষণা অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্যের শাসন সৌকর্য্যার্থে অনতিবিলম্বে রাজ্যের শাসনভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী পরিষৎ গঠন করা আবশ্যক,

অতএব এতদ্দ্বারা পার্শ্বলিখিত মন্ত্রীগণ গঠিত এক শাসন পরিষৎ নিয়োগ ও যৌথভাবে উক্ত মন্ত্রী পরিষদের প্রতি নিম্নলিখিত শাসন ক্ষমতা অর্পণ করা গেল।

মন্ত্রীগণের পদোচিত ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও কার্য্য বিভাগ স্বতন্ত্র কারনামাভুক্ত হইল। মন্ত্রী পরিষদের কার্য্যপ্রণালী সম্পর্কিত নিয়মাবলী স্বতন্ত্র আদেশমূলে প্রচারিত হইতেছে।

এই আদেশ অদ্যকার তারিখ হইতে কার্য্যে পরিণত হইবে।

মন্ত্রী পরিষদের ক্ষমতা

১। মন্ত্রী পরিষৎ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ব্যতীত রাজ্যের শাসন বিষয়ক যাবতীয় কার্য্য এই আদেশের অনুবলে স্বীয় ক্ষমতায় যৌথভাবে নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন।

(ক) ২০০্ দুই শত টাকার উর্দ্ধ বেতনের স্থায়ী বা অস্থায়ী কর্ম্মচারী নিয়োগ বা অবসর বা উক্ত বেতনের কোন নূতন পদ সৃষ্টি করা।
(খ) ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস বা তদনুরূপ অর্থাৎ বিচার, ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসা প্রভৃতি সার্ভিস-ভুক্ত কর্ম্মচারীগণের নিয়োগ ও অবসর।
(গ) সর্ব্বোচ্চ বিচার আদালতের কোন বিচারপতির প্রতি শাস্তিমূলক কোন আদেশ প্রদান।
(ঘ) রাজ্যেশ্বর বা রাজপরিবার বা রাজখান্দান সংসৃষ্ট কোন বিষয়ের মীমাংসা করা।

(ঙ) রাজ্যের কোন (১) জমিদারী (২) তালুক (৩) জায়গীর বা নিষ্কর মিনাহ (৪) ৫০৲ পঞ্চাশ দ্রোণের অধিক পরিমিত বা বার্ষিক ২০০৲ দুই শত টাকার অধিক জমা বিশিষ্ট কোন বিস্তীর্ণ জোতভূমি একচাপে বন্দোবস্ত প্রদান ; বা প্রচলিত কোন আইনের ব্যতিক্রমে উপরোক্ত প্রকারের বন্দোবস্তাধীন কোন ভূমি খাস করা।

(চ) রাজ্যের সৈনিক বাহিনীর গঠন, নিয়ন্ত্রণ বা শাসন সম্বন্ধীয় কোন প্রকার আদেশ প্রদান করা।

(ছ) বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে রাজ্যের বাজেটভুক্ত আয়ের ১০,০০০৲ দশ হাজার টাকার অধিক খর্ব্বতা ঘটিতে পারে কোন বিষয়ে এরূপ মীমাংসা করা।

(জ) বর্ত্তমানে প্রচলিত আইনসমূহের বিধানের অতিক্রমে কোন পক্ষকে বিশেষ সুযোগ বা সুবিধা প্রদান করা।

(ঝ) সর্ব্বশ্রেণীর কর্ম্মচারীর পেন্সন সম্বন্ধে যে বিধান প্রবর্ত্তিত থাকে বা হয় তদতিরিক্ত বা তদ্ব্যতিক্রমে কাহাকেও কোন প্রকার পেন্সন বা খোরপোষ প্রদানের আদেশ করা।

(ঞ) কোন পক্ষকে এক আদেশে এবং এক বিষয়ের মীমাংসা মূলে ৩,০০০৲ তিন হাজার টাকার অতিরিক্ত ট্যাক্স বা রাজস্ব মাপ দেওয়া।

(ট) কোন এক স্থলে ১০,০০০৲ দশ হাজার টাকার অধিক নাজাই বাদ দেওয়া।

(ঠ) কোন এক নির্দ্দিষ্ট এস্টিমেটভুক্ত পূর্ত্ত বা অন্য পরিকল্পনাভুক্ত কার্য্যের জন্য বিল মঞ্জুরী সাপক্ষে এককালে বাজেট বন্ধানী টাকার শতকরা ৩০৲ টাকার অধিক হাওলাত দেওয়া বা অন্যত্র বাজেট বন্ধানী টাকার অতিরিক্ত হাওলাত দেওয়া বা অনিবার্য্য আকস্মিক কার্য্যে সম্ভাবিত উদ্বৃত্ত তহবিল হইতে ১,০০০৲ টাকার অধিক হাওলাত প্রদান।

(ড) ১০,০০০৲ দশ হাজার টাকার অধিক কোন পূর্ত্ত কার্য্যের এস্টিমেট মঞ্জুর করা।

(ঢ) কোন অপরাধীর প্রাণদণ্ডের আদেশ কার্য্যে পরিণত করা।

(ণ) বিচারাদালতের প্রদত্ত কোন দণ্ডাদেশ মার্জনা বা পরিবর্ত্তন করা।

(ত) রাজ্যের কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার বা প্রচলিত শাসনতন্ত্রের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন করা।

(থ) রাজ্যের বা রাজ্যেশ্বরের অধিকার, সম্মান ইত্যাদি বিষয়ে ভারত গর্ভনমেন্টের সহিত আলোচনাধীন কোন বিষয়ে চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করা।

(দ) রাজ্যের আয় ব্যয়ের বাজেট মঞ্জুর করা।

(ধ) কোন নূতন আইন ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা সম্বন্ধে আদেশ প্রদান করা, বা ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত আইন মঞ্জুর করা।

নিদর্শন—৩৬

প্রধানমন্ত্রীর প্রতি অর্পিত বিভাগ ও ক্ষমতা নির্দ্দেশ

B. B. K. Manikya

9.1.49

নং ১৬৫

রোবকারী

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর কে, সি, এস, আই, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি সন ১৩৪৯ ত্রিং তারিখ ৯ই বৈশাখ।

অদ্য হইতে মান্যবর শ্রীযুত রায় জ্যোতিশ্চন্দ্র সেন বাহাদুরকে মন্ত্রী পরিষদের প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করা গেল এবং পার্শ্বলিখিত বিভাগগুলির কার্য্যভার তাহার প্রতি অর্পিত হইল।

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

১। পলিটিক্যাল ও এপয়েন্টমেন্ট।
২। পুলিশ।
৩। বিচার ও লেজিসলেটিভ।

১। মন্ত্রী পরিষদের প্রতি যে ক্ষমতা অর্পিত হয় নাই, প্রধানমন্ত্রীরও তাহা থাকিবে না।

২। নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের মীমাংসা মন্ত্রী পরিষদের ক্ষমতায়ত্ত হইলে পরিষদের, অন্যথা এপক্ষের আদেশসাপেক্ষ হইবে, অবশিষ্ট যাবতীয় বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী স্বীয় অধীনস্থ বিভাগসমূহ সম্পর্কে চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(ক) ১০০৲ টাকা বা ততোধিক বেতনের কর্ম্মচারী নিয়োগ, অবসর ও উন্নতি এবং উক্ত বেতনের কোন স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ সৃষ্টি করা।
(খ) বাজেটের মেজর হেডসমূহের এক নির্দ্দিষ্ট গ্রুপ হইতে অন্য গ্রুপে খারিজ মঞ্জুরী।
(গ) কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য বাজেট বন্ধানের অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুর করা বা হাওলাত দেওয়া।
(ঘ) ৫,০০০৲ টাকা জমার অতিরিক্ত ইজারা বন্দোবস্ত করা।
(ঙ) কোন নূতন আইন প্রণয়ন বা প্রচলিত আইন রহিত, পরিবর্ত্তন বা সংশোধন।
(চ) গুরুতর পলিটিকেল বিষয় এবং রাজ্যের সীমানা সংক্রান্ত বিষয়ে চূড়ান্ত মীমাংসা।
(ছ) ১,০০০৲ এক হাজার টাকার অতিরিক্ত নাজাই দাবী বাদ দেওয়া।
(জ) কোন নূতন পরিকল্পনা মঞ্জুরীর পূর্ব্বে কার্য্যে পরিণত করা বা কোন প্রচলিত নীতি পরিবর্ত্তন করা।
(ঝ) বার্ষিক এডমিনিষ্ট্রেশন রিপোর্ট প্রচার করা।
(ঞ) অন্য যে কোন বিষয় এপক্ষ কিম্বা মন্ত্রী পরিষদ বিশেষ আদেশ দ্বারা এপক্ষের বা মন্ত্রী পরিষদের আদেশসাপেক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ ক্ষমতা

৩। মন্ত্রী পরিষদের সভাপতি স্বরূপে প্রধানমন্ত্রী বিশেষভাবে রাজ্যের শাসন সংরক্ষণ কার্য্যের জন্য দায়ী থাকিবেন এবং তজ্জন্য নিম্নলিখিত বিশেষ ক্ষমতা তিনি পরিচালন করিতে পারিবেন :--

(ক) অন্যান্য মন্ত্রীবর্গের অধীনস্থ বিভাগসমূহের কার্য্যাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান লওয়া এবং মন্ত্রীগণের নিকট হইতে কোন সংবাদ সংগ্রহ করা।
(খ) তাঁহার সুবিবেচনানুযায়ী অন্য বিভাগসমূহের যে কোন বিষয় বিবেচনার জন্য মন্ত্রী পরিষদে উপস্থিত করার জন্য আদেশ প্রদান করা।
(গ) মন্ত্রী পরিষদের সভাপতি স্বরূপে এপক্ষের সহিত পত্র ব্যবহার করা।
(ঘ) রাজ্যের শাসন সংরক্ষণ বা পলিটিক্যাল বিভাগ সংসৃষ্ট কোন বিষয় একদা এপক্ষ সদনে উপস্থিত করা।
(ঙ) কোন মন্ত্রীর আদেশের বিরুদ্ধে প্রচলিত নিয়মানুসারে মন্ত্রী পরিষদে আপীল হইলে নিয়মানুযায়ী নিষ্পত্তি জন্য কমিটি গঠন।
(চ) পরিষদে মতদ্বৈত স্থলে নিজ সুবিবেচনানুযায়ী অধিকাংশের মত কার্য্যে পরিণত না করিয়া এপক্ষ সদনে চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য বিষয়টি উপস্থাপিত করা।
(ছ) মন্ত্রীগণের মধ্যে যাহাতে সহযোগিতা ও সহানুভূতি বিদ্যমান থাকে তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা।

নিদর্শন—৩৭

রাজ্যের শিক্ষিত বেকার সমস্যা বিষয়ে

নং ১৮৮

B. B. K. Manikya

3 I 49

আদেশ

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ্ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর, কে, সি, এস, আই, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, সন ১৩৪৯ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ৩০শে বৈশাখ।

যেহেতু এরাজ্যের শিক্ষিত বেকার সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিবেচনা করা আবশ্যকবোধ হইতেছে, অতএব—

আদেশ করা যায় যে,

রাজ্যের শিক্ষিত বেকারদিগের নাম রেজিষ্টারী করা এবং কি উপায়ে বেকার সমস্যার সমাধান করা যায় তদ্বিষয়ে মন্ত্রীপরিষদ এপক্ষ সমীপে প্রস্তাব প্রেরণ করিবেন।

নিদর্শন—৩৮

জাতিধর্ম নির্বিশেষে রাজ্যের মাতব্বর প্রজাগণকে লইয়া রাজধানীতে সভা আহ্বান বিষয়ে

নং ১৯০

B. B. K. Manikya

6.2 49

আদেশ

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর, কে, সি, এস, আই এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি—সন ১৩৪৯ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ৬ই জ্যৈষ্ঠ।

যেহেতু বিগত ১লা বৈশাখ তারিখের ঘোষণামতে প্রচার করা হইয়াছিল যে আগামী পূজার পরে রাজ্যের মাতব্বর শ্রেণীর প্রজাগণকে অত্র রাজধানীতে আহ্বান পূর্ব্বক রাজ্যের হিতকল্পে আলোচনাদি করা এপক্ষের অভিপ্রেত, অতএব—

আদেশ করা যায় যে,

রাজধানীতে আহ্বান নিমিত্ত মাতব্বর প্রজা মনোনয়ন সময়ে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে যাহাতে সর্ব্বশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মন্ত্রীপরিষদ অচিরে উল্লিখিত সভার ব্যবস্থাদি করিবেন।

নিদর্শন--৩৯

বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকগণ, সেক্রেটারী ও আন্ডারসেক্রেটারীগণের ক্ষমতা নির্দেশ

নং ১৯৩

B. B. K. Manikya

৪ 2 49

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর, কে সি এস আই, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি। সন ১৩৪৯ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ৮ই জ্যৈষ্ঠ।

আদেশ

মন্ত্রীপরিষদের ৭।২।১৩৪৯ ত্রিং তারিখের ২২ নং সেভার আগত বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্যাকারকগণের এবং মন্ত্রীগণের অধীনস্থ সেক্রেটারী ও আন্ডার সেক্রেটারীগণের ক্ষমতা সম্পর্কিত প্রস্তাব সম্বন্ধে

আদেশ হইল যে,

উক্ত প্রস্তাব মঞ্জুর করা যায়। ইতি।

মন্ত্রী পরিষদ অফিস

সেশ নং ২২

বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্যাকারকগণের এবং মন্ত্রীগণের অধীনস্থ সেক্রেটারী ও আন্ডার সেক্রেটারীগণের ক্ষমতা সম্পর্কিত নিয়মাবলী গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে পরিষদের চতুর্থ অধিবেশনে আলোচিত হইয়াছে।

মঞ্জুরীর প্রার্থনায় শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর সাক্ষাৎ পেশ হয়, ইতি-- সন ১৩৪৯ ত্রিং তারিখ ৭ই জ্যৈষ্ঠ।

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র সেন
প্রধানমন্ত্রী
৭।২।৪৯ ত্রিং

প্রশাসন কেন্দ্র সংগঠন ও পুনর্গঠন

মন্ত্রীগণের অধীনস্থ সেক্রেটারীগণের ক্ষমতা

১। নিয়োগ:--সেক্রেটারীগণ নিজ অধীনস্থ ডিপার্টমেন্টসমূহের ৩০-২-৫০, টাকা গ্রেডভুক্ত ও তন্নিম্ন যাবতীয় কর্ম্মচারী পিয়ন, আর্দ্দালী, বরকন্দাজ প্রভৃতি বাজে চাকরান নিয়োগ করিতে পারিবেন। শিক্ষা বিভাগে বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকগণ সম্বন্ধেও সেক্রেটারী উক্ত ক্ষমতা পরিচালন করিবেন।

২। বিদায়:--সেক্রেটারীগণ ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস বা তদনুরূপ অর্থাৎ বিচার, ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসা প্রভৃতি সার্ভিসভুক্ত কর্ম্মচারী ব্যতীত নিজ অধীনস্থ যাবতীয় কর্ম্মচারীর বিদায়* মঞ্জুর করিতে পারিবেন; কিন্তু লোক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা হেতু বাজেট বন্ধান অতিক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা স্থলে তাহারা সংসৃষ্ট মন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ করিবেন। শিক্ষকগণের বিদায় সম্বন্ধে শিক্ষাবিভাগের ২।৪।৪৫ ইং তারিখের মেমো অনুযায়ী কার্য্য হইবে।

৩। পরিবর্ত্তন:--অনধিক ৩০-২-৫০, টাকা গ্রেডভুক্ত যাবতীয় কর্ম্মচারীকে তাহারা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। কিন্তু তদ্ধেতু ব্যয় বৃদ্ধির কারণ ঘটিলে বা এক শ্রেণীর কর্ম্মচারীকে অন্য শ্রেণীতে পরিবর্ত্তন করিতে হইলে মন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

৪। দণ্ড:--ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস বা তদনুরূপ সার্ভিসভুক্ত কর্ম্মচারী ও ইন্সপেক্টার শ্রেণীর কর্ম্মচারী ব্যতীত তাহারা অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণকে অনধিক এক মাসের বেতন পরিমাণ জরিমানা ও সসপেণ্ড করিতে পারিবেন, এবং যে সমুদয় কর্ম্মচারীর নিয়োগ তাহাদের ক্ষমতায়ত্ত তাহাদিগকে প্রসিডিং মূলে বরখাস্ত, ডিগ্রেড প্রভৃতি যাবতীয় দণ্ডাদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৫। উন্নতি ও গ্রেড বৃদ্ধি:--ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস বা তদনুরূপ সার্ভিসভুক্ত কর্ম্মচারী ব্যতীত অধীনস্থ যাবতীয় কর্ম্মচারীর বাজেট বন্ধানী গ্রেড বৃদ্ধি তাহারা খুলিয়া দিতে পারিবেন। যে শ্রেণীর কর্ম্মচারী নিয়োগ তাহাদের ক্ষমতায়ত্ত তাহা অতিক্রম না করিয়া তাহারা উপযুক্ত স্থলে তন্নিম্ন গ্রেড পর্য্যন্ত যাবতীয় কর্ম্মচারীকে প্রমোশন দিতে পারিবেন।

৬। ব্যয় মঞ্জুর:--নিম্নলিখিত কতিপয় প্রকারের বিল ব্যতীত নিজ নিজ ডিপার্টমেন্টের বাজেট বন্ধানী ব্যয় প্রয়োজন স্থলে প্রি-অডিট হইবার পর তাহারা মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(ক) আপন আপন প্রাপ্য ভাতার বিল (এই প্রকারের বিল ডায়েরীসহ মন্ত্রীর মঞ্জুরীর জন্য উপস্থিত করিতে হইবে)।
(খ) ৫০, টাকার অধিক মূল্যের নিম্নলিখিত দ্রব্যজাতের কোন একটি বিল,
যথা:--ষ্টেশনারী, আসবাব, জরিপ যন্ত্রাদি কল ও গৃহসজ্জার সরঞ্জাম।
(গ) উকীল, সরকার ও অন্য উকীলগণের ও বিশেষ শ্রেণীর কার্য্যকারকগণের বিল।

৭। বন্দোবস্তাদি ও বিধি:--সর্ব্ববিধ মহাল বন্দোবস্ত ও অন্য বিষয়ে প্রচলিত আইনে বা নিয়মে বা স্থায়ী আদেশে যে সমস্ত ক্ষমতা ডিপার্টমেন্টের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণের উপর অর্পিত আছে বা অতঃপর হয় তদনুসারে নিম্নলিখিত প্রকার বন্দোবস্ত ও তৎসংক্রান্ত বা অন্যবিধ কার্য্য সম্পাদন করা সেক্রেটারীগণের ক্ষমতায়ত্ত হইবে।

(ক) বার্ষিক ১,০০০, এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত জমার সর্ব্ববিধ মহালের ইজারা বন্দোবস্ত মঞ্জুর করা।
(খ) ২০, দ্রোণ অনাবাদি ও ১০, দ্রোণ আবাদী ভূমি উর্দ্ধকল্পে ৭ বৎসর ম্যাদে বন্দোবস্ত প্রদান।
(গ) ১০, দ্রোণ পর্য্যন্ত জোতভূমির ইস্তাফা মঞ্জুর।
(ঘ) দাবী আদায়ের সুবিধার্থে যে স্থানে দাবীর পরিমাণ অধিক তথায় উর্দ্ধকল্পে ১০০, টাকা পর্য্যন্ত দাবী মাপ।
(ঙ) এক চাপে ৪০০, চারিশত টাকা পর্য্যন্ত নাজাই বাদ
(চ) সর্ব্ববিধ মহালের সুদ ও জের মাপ।

৮। আপীল:--বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণের নিয়োগ, দণ্ড, বিদায়, পরিবর্ত্তন ও বন্দোবস্ত ইত্যাদি সম্বন্ধীয় আদেশের বিরুদ্ধে আদেশের ৩০ দিবস মধ্যে মন্ত্রী অফিসের সংসৃষ্ট বিভাগে আপীল হইলে তাহারা তাহা শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন কিন্তু প্রচলিত আইন বা নিয়মানুসারে বাধা থাকিলে দাখিলী আপীল তাহারা যথাস্থানে প্রেরণ করিবেন।

৯। বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের আদেশের পুনরালোচনা:--বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণের কৃত কার্য্যের বৈধতা নির্দ্ধারণার্থ তাহারা সর্ব্বপ্রকার কাগজ (বিচার সংক্রান্ত কাগজ ব্যতীত) তলব ও পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং প্রয়োজন স্থলে মন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণে বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের আদেশ রহিত করিতে পারিবেন, এরূপ রহিত কার্য্যের এক মাসিক তালিকা মন্ত্রী পরিষদে প্রেরণ করিতে হইবে।

১০। সাধারণ:--ডিপার্টমেন্টের যাবতীয় কার্য্যের জন্য তাহারা দায়ী থাকিবেন। নিম্ন অফিসের বা সমশ্রেণীর অফিসের সহিত তাহারা নিজ পক্ষে বা ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর পক্ষে পত্র ব্যবহার করিবেন। এক ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারী বা সেক্রেটারীর নামে আণ্ডার সেক্রেটারী অন্য ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারীর সহিত পত্র ব্যবহার করিতে পারিবেন। কিন্তু সাধারণতঃ কোন সেক্রেটারী অনিবার্য্য স্থল ব্যতীত অন্য ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রীর নিকট বা মন্ত্রী স্থানীয় কার্য্যকারকের নিকট নিজ নামে কোন পত্র লিখিবেন না। অনিবার্য্য স্থলে তাহার নিজ ডিপার্টমেন্টের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর নাম ব্যবহার করতঃ এরূপ পত্র লিখিতে পারিবেন। এতৎ সংশ্রবে মন্ত্রী পরিষদের কার্য্য পরিচালন বিষয়ক নিয়মাবলীর ৪-১৩ এবং ১৮-২১ দফার বিধান তাঁহাদিগের সম্পর্কে প্রযোজ্য।

ক্ষমতা সঙ্কোচ

১১। কোন বিশেষ কারণে কোন ডিপার্টমেন্টের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী লিখিত আদেশদ্বারা কোন সেক্রেটারীর উপরোক্ত ক্ষমতা বা তাহার কোন অংশ নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য হ্রাস করিতে পারিবেন। এরূপস্থলে মন্ত্রী সংসৃষ্ট সেক্রেটারীর ক্ষমতা নির্দ্দেশ করিবেন।

১২। কোন ক্ষমতা সেক্রেটারীর হস্ত হইতে প্রত্যাহার করতঃ নিজ হস্তে গ্রহণ করা মন্ত্রীগণের ক্ষমতায়ত্ত হইবে। এরূপ স্থলে মন্ত্রীর আদেশের এক প্রতিলিপি মন্ত্রী পরিষদে প্রেরিত হইবে।

সেক্রেটারীগণের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল

১৩। আইনতঃ বাধা না হইলে সেক্রেটারীগণের আদেশের বিরুদ্ধে সর্ব্বস্থলেই ডিপার্টমেন্টের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণের নিকট আপীল হইতে পারিবে।

সেক্রেটারীগণের আদেশের পুনরালোচনা

১৪। মন্ত্রীগণ নিজ সুবিবেচনানুযায়ী সেক্রেটারীগণের প্রদত্ত যে কোন আদেশাদি তলব দিয়া আলোচনা করিতে এবং প্রয়োজনস্থলে তাহাদিগের প্রদত্ত আদেশ পরিবর্ত্তন বা রহিত করিতে পারিবেন।

মন্ত্রী পরিষদের সেক্রেটারী

১৫। মন্ত্রী পরিষদের সেক্রেটারীর কার্য্য পরিষদের নিয়মাবলীর ১৮-২১ দফায় বিবৃত আছে। বর্ত্তমান ক্ষমতা পত্রের যে অংশ তাঁহার সম্পর্কে প্রযোজ্য মন্ত্রী পরিষদ তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন।

আণ্ডার সেক্রেটারীগণের ক্ষমতা

১। আণ্ডার সেক্রেটারীগণ নিম্নলিখিত দুই ভাবে কোন ডিপার্টমেন্টে নিযুক্ত হইতে পারেন:--
(১) কোন ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারীর অধীনে।
(২) কোন ডিপার্টমেন্টের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারীর স্থলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মন্ত্রীর অধীনে।

প্রশাসন কেন্দ্র সংগঠন ও পুনর্গঠন

(১) সেক্রেটারীর অধীনস্থ আণ্ডার সেক্রেটারীর ক্ষমতা

১। সাধারণতঃ আণ্ডার সেক্রেটারী ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারীর আদেশ ও উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিবেন।

২। মন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণে সেক্রেটারী তাহার কর্ত্তব্য বিস্তারিতরূপে নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবেন।

৩। মন্ত্রীর বা উর্দ্ধতন সেক্রেটারীর অন্য আদেশ না হইলে তিনি নিম্নলিখিত ক্ষমতায় কার্য্য পরিচালনা করিবেন--

(ক) ডিপার্টমেন্টের দৈনিক রোকড়, হিসাব ও ক্যাস পরীক্ষা করা।

(খ) ডিপার্টমেন্টের পেন্ডিংলিষ্ট প্রস্তুত করা ও যাহাতে মুলতুবী কার্য্য তৎপরতার সহিত সম্পন্ন হয় তাহার ব্যবস্থা করা।

(গ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রাদি ও আদেশ, মেমো সারকুলার মোসাবিদা করিয়া সেক্রেটারীর নিকট উপস্থিত করা।

(ঘ) জমা ও সেহা সেরেস্তা পরীক্ষা করা এবং প্রেরণ সেরেস্তার কার্য্য সম্পর্কে লক্ষ্য রাখা। যথা সময়ে কাগজাত পেশ হওয়া ও পত্র ও প্রস্তাবাদি প্রেরণ সম্পর্কে তাহার বিশেষ দায়িত্ব থাকিবে।

(ঙ) হাওলাতের লিষ্ট প্রস্তুত করা এবং প্রাপ্য হাওলাত আদায়ের ও প্রদত্ত হাওলাতে উদয়ের ব্যবস্থা করা।

(চ) পদাতিক শ্রেণীর কার্য্যকারকগণের হাজিরা রক্ষা ও পরীক্ষা করা এবং তাহাদিগের কর্ত্তব্যের ব্যবস্থা করা।

(ছ) তাহার অধীনে কোন বিশেষ সেরেস্তা থাকিলে তাহার কার্য্য পরিচালনের ব্যবস্থা করা। তাহার নিজ জিম্মার সেরেস্তার আমলা কর্ম্মচারীর কোন ত্রুটি স্থলে তিনি উর্দ্ধতন সেক্রেটারীর নিকট রিপোর্ট করিবেন।

(জ) বাজে বিল ব্যতীত ২০০ টাকা পর্য্যন্ত বাজেট বন্ধানী প্রি-অডিট বিল তিনি মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(ঝ) অফিস ষ্টাফের মাসিক বেতনের বিল তিনি সেক্রেটারীর অনুমত্যানুসারে স্বাক্ষর করিতে পারিবেন।

(ঞ) বিদায়ের খতিয়ান তিনি পরীক্ষা করিবেন এবং তৎসম্পর্কে তাহার বিশেষ দায়িত্ব থাকিবে।

(ট) প্রয়োজন স্থলে তাহারা মন্ত্রীর নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদনের জন্য মফঃস্বল পরিভ্রমণ করিতে পারিবেন।

২। ডিপার্টমেন্টের ভারপ্রাপ্ত আণ্ডার সেক্রেটারীর ক্ষমতা:--

(১) ডিপার্টমেন্টের ভারপ্রাপ্ত আণ্ডার সেক্রেটারী স্বতঃই উপরোক্ত যাবতীয় ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারিবেন।

(২) তদতিরিক্ত সেক্রেটারীগণের ক্ষমতা মধ্যে তিনি কি ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারিবেন ডিপার্টমেন্টের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অবস্থা বিবেচনায় মন্ত্রী পরিষদের অনুমোদনে তাহা লিখিত আদেশ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন।

বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণের ক্ষমতা

১। বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণের ক্ষমতা নিম্নোক্ত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে:--

(ক) বিশেষ শ্রেণী

(খ) প্রথম শ্রেণী

(গ) দ্বিতীয় শ্রেণী

২। (১) বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণ সকলেই সাধারণতঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন।

(২) অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত বিভাগীয় কার্য্যকারকগণের প্রতি প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা অর্পিত হইতে পারিবে।

(৩) যে সমুদয় বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক অতীতে বিশেষ যোগ্যতা ও কর্ম্মকুশলতা প্রদর্শন করিয়াছেন মন্ত্রী পরিষৎ পুরস্কারস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ শ্রেণীর ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

৩। সঙ্গীয় ষ্টেটমেন্টের দ্বিতীয় কলমে দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধারণ ক্ষমতা, তৃতীয় কলমে প্রথম শ্রেণীর অতিরিক্ত ক্ষমতা ও চতুর্থ কলমে বিশেষ শ্রেণীর অতিরিক্ত ক্ষমতা বিবৃত হইল। দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর যাবতীয় ক্ষমতা, প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতা ও তদতিরিক্ত প্রথম শ্রেণীর বিশেষ ক্ষমতা এবং বিশেষ শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণ প্রথম শ্রেণীর কার্য্যকারকের ক্ষমতা ও তদতিরিক্ত বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিবেন।

৪। যে স্থলে কোন বিষয় নিজ ক্ষমতারও নহে তথায় বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণ সংসৃষ্ট উর্দ্ধতন বা অন্য অফিসের অনুমোদন গ্রহণ করিবেন।

৫। বিদায়, পরিবর্ত্তন, নিয়োগ ইত্যাদি স্থলে যে ক্ষেত্রে বাজেট বন্ধানের অতিরিক্ত ব্যয় আবশ্যক বা অন্য শ্রেণীর বা স্থান হইতে কাহারও পরিবর্ত্তন আবশ্যক তথায় তাহারা উর্দ্ধ অফিসের মঞ্জুরী গ্রহণ করিবেন।

৬। সদর ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও সদর কালেক্টার বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক বলিয়া গণ্য হইবেন। কিন্তু তাঁহাদিগের পদোচিত কার্য্যের জন্য বর্ত্তমান ব্যবস্থানুযায়ী ক্ষমতার যে অংশ তাঁহাদিগের পরিচালন করা আবশ্যক তাহারা মাত্র তাহাই পরিচালন করিবেন।

সেকেণ্ড অফিসার ও অন্য এসিষ্টেন্ট কালেক্‌টারগণের ক্ষমতা

৭। বিভাগীয় কালেক্টার হেডকোয়ার্টারে না থাকিলে ইন্‌চার্জ অফিসার তদীয় অনুমোদন সাপেক্ষে (১) অনিবার্য্য কারণে তদীয় ক্ষমতাধীন বিভাগস্থ যাবতীয় অধীনস্থ কর্ম্মচারীর আকস্মিক বিদায় মঞ্জুর এবং (২) বাজেট বন্ধান অনুসারে কর্ম্মচারিদিগের বেতনের বিল মঞ্জুরক্রমে খরচ দিতে পারিবেন।

৮। বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক বিদায়ে বা নিজ এলাকার বাহিরে গেলে ইন্‌চার্জ অফিসার সঙ্গীয় ষ্টেটমেন্টের দ্বিতীয় কলমের বিবৃত ১ নং কলমের (২) বিদায় (৪) দণ্ড (৫) ক—জ দফার ব্যয় মঞ্জুরী এবং ৬(ক) দফার বন্দোবস্তের আদেশ প্রদান ও ৮ দফা আইনতঃ ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিবেন। কিন্তু যে স্থলে বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলে ক্ষতির কারণ না হয় তথায় তাঁহারা কোন আদেশ দিবেন না।

৯। বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক উপস্থিত থাকা কালেও এসিষ্টেন্ট কালেক্‌টারগণ যে যে সেরেস্তার জিম্বায় থাকেন তাহার ভারপ্রাপ্ত আমলা কর্ম্মচারীকে তাহারা বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের অনুমোদন সাপেক্ষে কর্ত্তব্য কার্য্যের অবহেলা হেতু অনধিক ২৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবেন।

ক্ষমতার খর্ব্বতা

১০। মন্ত্রী পরিষৎ কোন বিশেষ কারণে সঙ্গত মনে করিলে কোন কার্য্যকারকের প্রতি অর্পিত ক্ষমতার কোন অংশ সাময়িকরূপে লিখিত আদেশ দ্বারা হ্রাস করিতে পারিবেন। এরূপ স্থলে যে কালের জন্য উক্ত আদেশ প্রদত্ত হয় আদেশে উল্লিখিত থাকিবে।

বিভাগীয় ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও পুলিশ

১১। সদর বিভাগ ভিন্ন অন্যত্র বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণ বিভাগীয় ম্যাজিষ্ট্রেট্ স্বরূপে নিজ অধীনস্থ বিভাগের শাসন সংরক্ষণ ও শান্তি রক্ষার জন্য দায়ী। উল্লিখিত অবস্থায় তাহারা সর্ব্বত্রই আইনতঃ বিভাগীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের শাসন সংরক্ষণ সম্বন্ধীয় সমস্ত ক্ষমতা পরিচালন করিতে অধিকারী। তদ্ব্যতীত তাহারা স্থানীয় সর্ব্বোচ্চ পুলিশ কর্ম্মকারকের সহিত সর্ব্বদাই স্থানীয় শান্তি রক্ষা ও শাসন সম্পর্কে আলোচনা করিতে এবং প্রয়োজন হইলে আবশ্যকীয় উপদেশ এবং নির্দ্দেশ দিতে পারেন। কিন্তু পুলিশ বাহিনীর আভ্যন্তরীন গঠনে তাহারা হস্তক্ষেপ করিবেন না। প্রয়োজন স্থলে তাহারা পুলিশ বিভাগের সহিত বা জরুরী হইলে পুলিশ কমিশনারের সহিত পত্র ব্যবহার করিবেন। পুলিশ কমিশনারের সহিত পত্র ব্যবহার স্থলে উহার প্রতিলিপি পুলিশ বিভাগে দিবেন।

বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণের ক্ষমতা

	বিষয়	দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতা	প্রথম শ্রেণীর অতিরিক্ত ক্ষমতা	বিশেষ শ্রেণীর অতিরিক্ত ক্ষমতা
১।	নিয়োগ	নিয়োগ	নিয়োগ	নিয়োগ
(ক)	বিভাগীয় অফিস	১৫-১-৩০৲ গ্রেডের আমলা কর্ম্মচারী ও তন্নিম্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারী, পিয়ান, আর্দ্দালী, বরকন্দাজ দ্বিভাষী ও অন্য বাজে চাকরান (স্থায়ী বা অস্থায়ী)।		
(খ)	তহশীল	সর্ব্বশ্রেণীর মোহরের, পিয়ন ও অন্য বাজে চাকরান।	তহশীলদার	
(গ)	বনকর ও কাস্টমস্	হেড গার্ড ও লিটারেট গার্ড, কাস্টমস্ মোহরের এবং ফরেষ্ট ও কাস্টমসের বাজে চাকরান।	১৫-১-২৫৲ গ্রেডের মোহরের এবং কাস্ট-মসের তহশীলদার।	
(ঘ)	পুলিশ			
(ঙ)	শিক্ষা	শিক্ষা বিভাগের ২।৪।৪৫ ত্রিং মেমো অনুযায়ী।		
(চ)	চিকিৎসা	অনধিক এক মাস কালের জন্য আকস্মিক কারণে ঠিকা কর্ম্মচারী নিয়োগ যেস্থলে বেতন ১৫৲ টাকার অতিরিক্ত নহে। অপর স্থলে চিকিৎসা বিভাগের নির্দ্দেশে।		
২।	বিদায়	বিদায়	বিদায়	বিদায়
(ক)	বিভাগীয় অফিস	বাজেটের অতিরিক্ত ব্যয় বা বিভাগান্তর বা অন্য শ্রেণী হইতে পরিবর্ত্তন আবশ্যক না হইলে সর্ব্বশ্রেণীর আমলা কর্ম্মচারীর সর্ব্ববিধ বিদায় (বিশেষ অনুগ্রহ বিদায় ব্যতীত)।		
(খ)	তহশীল	ঐ কিন্তু রেভিনিউ ইন্সপেক্টারগণের আকস্মিক বিদায় মাত্র।		
(গ)	বনকর	বাজেটের অতিরিক্ত ব্যয় বা বিভাগান্তর বা অন্য শ্রেণী হইতে পরিবর্ত্তন আবশ্যক না হইলে সর্ব্বশ্রেণীর আমলা কর্ম্মচারীর সর্ব্ববিধ বিদায় এবং ফরেষ্ট ও কাস্টমস্ ইনস্পেক্টার-গণের আকস্মিক বিদায় মাত্র।		

বিষয়	দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতা	প্রথম শ্রেণীর অতিরিক্ত ক্ষমতা	বিশেষ শ্রেণীর অতিরিক্ত ক্ষমতা
(ঘ) পুলিশ ও মিলিটারী	যে বিভাগে পুলিশ ও ইনস্পেকটারের হেড কোয়ার্টার তথায় অনিবার্য্য কারণে তাহার আকস্মিক বিদায় মঞ্জুর। অন্য পুলিশ ও মিলিটারী কার্য্যকারকগণের যে স্থলে পুলিশ ও মিলিটারী বিভাগের বিশেষ বিধান না থাকে তথায় সর্ব্বপ্রকার বিদায়ের আবেদন মন্তব্য সহ সংসৃষ্ট অফিসে প্রেরণ।		
(ঙ) শিক্ষা	শিক্ষা বিভাগের ২।৪।৪৫ ত্রিং তারিখের মেমো অনুযায়ী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের বিদায় মঞ্জুর।		
(চ) চিকিৎসা	বাজেট বন্ধান অতিক্রান্ত না হইলে বা অন্য লোক নিয়োগ আবশ্যক না হইলে কম্পাউণ্ডারগণের আকস্মিক বিদায় ও একমাস পর্য্যন্ত অনুগ্রহ বিদায় এবং ডাক্তারগণের অনিবার্য্য কারণে আকস্মিক বিদায়।		
(ছ) জেইল বিভাগ	১৩৪৫ ত্রিপুরার ২৫শে ভাদ্র তারিখের জেইল পরিচালন সংক্রান্ত নিয়মাবলী অনুযায়ী।		
৩। পরিবর্ত্তন	পরিবর্ত্তন	পরিবর্ত্তন	পরিবর্ত্তন
(ক) বিভাগীয় অফিস	আমলা কর্ম্মচারীদিগকে সাময়িক-ভাবে এক সেরেস্তা হইতে অন্য সেরেস্তায় পরিবর্ত্তন এবং বাজেট বন্ধান বা কোন কর্ম্মচারীর বিশেষ যোগ্যতা সম্বন্ধে বিবেচনা স্থল না থাকিলে স্থায়ী ভাবে এক সেরেস্তা হইতে অন্য সেরেস্তায় পরিবর্ত্তন। আবশ্যক স্থলে তহশীল পিয়নের সহিত অফিস পিয়নের পরিবর্ত্তন।		
(খ) তহশীল	যাবতীয় কর্ম্মচারীকে স্বীয় এলাকা মধ্যে পরিবর্ত্তন।		
(গ) বনকর ও কাষ্টমস্	মোহরের গার্ড ও লিটারেট গার্ডদিগকে নিজ এলাকা মধ্যে পরিবর্ত্তন।		
(ঘ) পুলিশ ও মিলিটারী	--		
(ঙ) শিক্ষা	২।৪।৪৫ ত্রিং তারিখের মেমো অনুযায়ী শিক্ষকগণের পরিবর্ত্তন।		
(চ) চিকিৎসা	--		
(ছ) জেইল			

বিষয়	দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতা	প্রথম শ্রেণীর অতিরিক্ত ক্ষমতা	বিশেষ শ্রেণীর অতিরিক্ত ক্ষমতা
৪। দণ্ড	দণ্ড	দণ্ড	দণ্ড
(ক) বিভাগীয় আফিস	অসততা ও কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পর্কে অবাধ্যতা কি অবহেলা হেতুতে সর্ব্ব-শ্রেণীর আমলা কর্ম্মচারীকে সস্পেণ্ড ও অনধিক এক মাসের বেতন পরিমাণ জরিমানা করিতে পারিবেন এবং যে সমুদয় কার্য্যকারকের নিয়োগ তাহাদিগের ক্ষমতায়ত্ব তাহাদিগকে প্রসিডিং মূলে অবসর করিতে পারিবেন।		
(খ) তহশীল	অসততা ও কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পর্কে অবাধ্যতা কি অবহেলা হেতুতে ইন্সপেক্টার ব্যতীত সর্ব্বশ্রেণীর কর্ম্মচারীকে সস্পেণ্ড ও অনধিক এক মাসের বেতন পরিমাণ জরিমানা করিতে পারিবেন এবং যে সমুদয় কার্য্যকারকের নিয়োগ তাহাদিগের ক্ষমতায়ত্ব তাহাদিগকে প্রসিডিং মূলে অবসর করিতে পারিবেন।		
(গ) বনকর ও কাষ্টমস্	ঐ		
(ঘ) পুলিশ	ইন্সপেক্টার ব্যতীত অন্যত্র অনিবার্য্য কারণে অনধিক এক মাসের বেতন পর্য্যন্ত জরিমানা বা সস্পেণ্ড করিতে পারিবেন কিন্তু অনতিবিলম্বে তদ্বিষয় পুলিশ অফিসে রিপোর্ট করিতে হইবে।		
(ঙ) শিক্ষা	শিক্ষা বিভাগের ২।৪।৪৫ খ্রিং তারিখের মেমো অনুযায়ী।		
(চ) চিকিৎসা	চিকিৎসা বিভাগের নির্দ্দেশ অনুসারে।		
৫। ব্যয় মঞ্জুরী	ব্যয় মঞ্জুরী	ব্যয় মঞ্জুরী	ব্যয় মঞ্জুরী
(ক) বিভাগীয় অফিস	বাজেট বন্ধানী সাধারণ ও বিশেষ ব্যয়ের বিল মঞ্জুর। এসিস্টেন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, কালেক্টার, পুলিশ রেভিনিউ ও ফরেষ্ট ইন্সপেক্টার ব্যতীত যাবতীয় কর্ম্মচারির ভাতার বারদারীর বিল মঞ্জুর এবং স্বীয় ও উল্লিখিত এসিস্টেন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি কর্ম্মচারীগণের বিল ডায়রী-সহ প্রতিস্বাক্ষর জন্য সংসৃষ্ট ডিপার্টমেন্ট বা অফিসে প্রেরণ।		

বিষয়	দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতা	প্রথম শ্রেণীর অতিরিক্ত ক্ষমতা	বিশেষ শ্রেণীর অতিরিক্ত ক্ষমতা
(খ) তহশীল	ঐ		
(গ) বনকর ও কাষ্টমস্	ঐ		
(ঘ) পুলিশ ও মিলিটারী	ঐ (মিলিটারী বিভাগের নির্দ্দেশাধীনে)।		
(ঙ) শিক্ষা	ঐ (শিক্ষা বিভাগের বিশেষ নির্দ্দেশাধীনে)		
(চ) চিকিৎসা	ঐ (চিকিৎসা বিভাগের বিশেষ নির্দ্দেশাধীনে)		
(ছ) জেইল বিভাগ	ঐ (জেইল বিভাগের বিশেষ নির্দ্দেশাধীনে)		
(জ) পূর্ত্ত	বাজেট বন্ধানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এক কার্য্যে একশত টাকা পর্য্যন্ত মেরামত ব্যয়ের এস্টিমেট ও বিল মঞ্জুর (এক অফিস বা এক কার্য্যে ব্যবহৃত একাধিক গৃহের মেরামত এক এক কার্য্য বলিয়া গণ্য হইবে।)	বাজেট বন্ধান থাকিলে নূতন ৫০৲ টাকার এস্টিমেট ও বিল মঞ্জুর (এক বৎসরের জন্য তাহারা উৰ্দ্ধ আফিসের অনুমোদন ব্যতীত ১০০৲ টাকার অধিক ব্যয় করিবেন না।)	বাজেট বন্ধান থাকিলে এক কার্য্যের জন্য ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত মেরামত ব্যয় ও ১০০৲ টাকার এস্টিমেট ও বিল মঞ্জুর। (এক বৎসরের মধ্যে নূতন কার্য্যের জন্য তাহারা উৰ্দ্ধ আফিসের অনুমতি ব্যতীত ২০০৲ টাকার অধিক ব্যয় করিবেন না।
(ঝ) বাজে বিল	বাজেট বন্ধান অনুসারে বাজে বিল পাশ কিন্তু নিম্নলিখিত দ্রব্য সমূহের কোন একটির জন্য ২০৲ টাকার অধিক ব্যয় করিতে পারিবেন না :-- (১) কারখানার যন্ত্রাদি। (২) আসবাব। (৩) জরিপ যন্ত্র। (৪) অন্যবিধ যন্ত্র। (৫) গৃহসজ্জার সরঞ্জাম।	একটি দ্রব্যের জন্য ২৫৲ টাকা।	একটি দ্রব্যের জন্য ৩০৲ টাকা।
(ঞ) ষ্টেশনারী	বজেট বন্ধানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রচলিত নিয়মাধীনে সর্ব্ববিধ ষ্টেশনারীর ব্যয় মঞ্জুর, মূল্যবান ষ্টেশনারী যথা :— ফাউন্টেন পেন ইত্যাদির কোন একটির জন্য ১০৲ টাকার অধিক ব্যয় করিতে পারিবেন না।	মূল্যবান ষ্টেশনারীর জন্য অনধিক ১৫৲ টাকা ব্যয় করিতে পারিবেন।	মূল্যবান ষ্টেশনারীর জন্য অনধিক ২০৲ টাকা ব্যয় করিতে পারিবেন।

	বিষয়	দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতা	প্রথম শ্রেণীর অতিরিক্ত ক্ষমতা	বিশেষ শ্রেণীর অতিরিক্ত ক্ষমতা
৬।	বন্দোবস্ত ও বিবিধ*	বন্দোবস্ত ও বিবিধ	বন্দোবস্ত ও বিবিধ	বন্দোবস্ত ও বিবিধ।
		(ক) অনধিক ১০৲ দ্রোণ অনাবাদী ও ২ দ্রোণ আবাদী ভূমি উর্দ্ধকল্পে ৭ বৎসর ম্যাদে জোত বন্দোবস্ত প্রদান। (খ) রাজস্ব বিভাগের আইন অনুসারে স্ব স্ব বিভাগে জরিপ বন্দোবস্ত কর্ম্মচারির ক্ষমতা পরিচালন (গ) বার্ষিক ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত জমার আবকারী বনকর প্রভৃতি বাজে মহালের ইজারা বন্দোবস্ত মঞ্জুর। (ঘ) আপন আপন বিভাগের জরিপ ও বন্দোবস্ত সংক্রান্ত খরচ আদায়, (ঙ) সংশিত মূলে খাস খরিদা সর্ব্বশ্রেণীর জোতের প্রাপ্য নালিশী, গয়ের নালিশী সর্ব্ববিধ দাবী নিম্নলিখিত (জ) প্রকরণের বিধানাধীনে আদায় পূর্ব্বক সেই ভূমির খাস মুক্তি প্রদান। (চ) অনধিক ৫৲ দ্রোণ জোত ভূমির ইস্তাফা মঞ্জুর (ছ) এক ক্ষেত্রে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত নাজাই বাদ দেওয়া। (জ) দাবী আদায়ের সুবিধার্থ নালিশী বা বে-নালিশী দাবীর দায়াকৃত সুদের অর্দ্ধেক এবং সম্যক জের সুদ মাপ কিন্তু একক্ষেত্রে এরূপ মাপের পরিমাণ ৩০৲ টাকার অধিক হইলে রাজস্ব বিভাগের অনুমোদন গ্রহণ করিবেন।	৩০০৲ বার্ষিক জমা বিশিষ্ট আবকারী বনকর প্রভৃতি বাজে ইজারা বন্দোবস্ত মঞ্জুর। এক ক্ষেত্রে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত নাজাই বাদ দেওয়া। এক ক্ষেত্রে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত সুদ মাপ।	আবাদি ৫৲ দ্রোণ ভূমি উর্দ্ধকল্পে ৭ বৎসর ম্যাদে জোত বন্দোবস্ত। ৫০০৲ টাকা বার্ষিক জমা বিশিষ্ট আবকারী বনকর প্রভৃতি বাজে ইজারা বন্দোবস্ত মঞ্জুর। অনধিক ১০৲ দ্রোণ জোত ভূমির ইস্তাফা মঞ্জুর। একক্ষেত্রে ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত নাজাই বাদ দেওয়া। একক্ষেত্রে ৭৫৲ টাকা পর্য্যন্ত সুদ মাপ দেওয়া এবং ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত দাবী মাপ।
৭।	আইনতঃ ক্ষমতা	আইনানুযায়ী কালেক্টারের যাবতীয় ক্ষমতা পরিচালন।		
৮।	আপীল			সেকেণ্ড অফিসারগণের আদেশের বিরুদ্ধে ডিপার্টমেন্টাল বিষয়ে ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে আইনানুসারী আপীল নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

নিদর্শন—৪০

বহিরাগত শরণার্থীগণের মধ্যে রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাসে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণকে সুযোগ প্রদানের জন্য কমিটি গঠন

B. B. K. Manikya

নং ২৪৫

আদেশ

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর কে. সি. এস্. আই. এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি। সন ১৩৫০ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ২৯শে চৈত্র।

যেহেতু এপক্ষের গোচরীভূত হইয়াছে যে বিভিন্ন স্থান হইতে অধুনা আগত বিপন্ন লোকদিগের মধ্যে অনেকে এরাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছে এবং যেহেতু এইরূপ ইচ্ছুক ব্যক্তিগণকে এ রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা করিবার জন্য সত্বর বন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যক,

অতএব আদেশ হইল যে

উপরোক্ত উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ দ্বারা এক কমিটি নিযুক্ত করা যায়:

১। মান্যবর রাজাসাহেব শ্রীযুত রাণা বোধজঙ্গ বাহাদুর, স্বায়ত্বশাসন গং বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, সভাপতি।

২। ঠাকুর শ্রীযুত কামিনীকুমার সিংহ, রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

৩। শ্রীযুত শশাঙ্কভূষণ রায়, এম, এ, সদর মেজিষ্ট্রেট্।

৪। মহারাজকুমার শ্রীলশ্রীমান হেমন্তকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর, বি, এ, এসি, কালেক্টার।

৫। শ্রীযুত জনেশকুমার ভট্টাচার্য্য, এম, এস, সি, সেক্রেটারী শিক্ষা বিভাগ

ইতি

নিদর্শন—৪১

রাজসভা বা প্রিভি কাউন্সিল গঠন

B. B. K. Manikya

নং ২৫৬

রোবকারী

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর, কে, সি, এস্, আই, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি। সন ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ৭ই জ্যৈষ্ঠ।

যেহেতু এপক্ষের ১৩৪৯ ত্রিপুরাব্দের ১লা বৈশাখের শাসন সংস্কার বিষয়ক ১৬২ নং ঘোষণানুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্যের সুশৃঙ্খল শাসন ও বিচার কার্য্য এপক্ষের সহায়তাকল্পে রাজসভা বা প্রিভি কাউন্সিল মন্ত্রণা সভা অবিলম্বে গঠন করা আবশ্যক।

প্রশাসন কেন্দ্র সংগঠন ও পুনর্গঠন

২। অতএব এতদ্বারা নিম্নলিখিত সদস্যগণ দ্বারা আপাততঃ এক বৎসরের জন্য রাজসভা বা প্রিভি কাউন্সিল গঠন করা হইল।

সদস্যগণ

মহামান্যবর মহারাজকুমার শ্রীলশ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর
মান্যবর রায় শ্রীযুত জ্যোতিশ্চন্দ্র সেন বাহাদুর, বি, এ
মান্যবর রাজা রাণা শ্রীযুত বোধজঙ্গ বাহাদুর
রায় দেওয়ান শ্রীযুত কমলাপ্রসাদ দত্ত বাহাদুর, এম, এ, বি, এল
দেওয়ান শ্রীযুত বিজয়কুমার সেন বাহাদুর, এম, এ, বি, এল
লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাণা শ্রীযুত বোধজঙ্গ বাহাদুর, এম, বি, ই, এম, সি
লেফটেন্যান্ট শ্রীযুত খগেন্দ্রচন্দ্র নাগ, এম, বি, ই, বার এট্‌ল
উজির ঠাকুর শ্রীযুত কমলকৃষ্ণ দেববর্ম্মা
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত রামকৃষ্ণ তর্কতীর্থ
মুন্সি শ্রীযুত আব্দুল আজিজ, উকীল
মৌলবী শ্রীযুত আব্দুল মুখির মজুমদার, কৈলাসহর
শ্রীযুত হরিদাস ভট্টাচার্য্য

রাজসভার সদস্যগণ রাজসভাভূষণ আখ্যায় অভিহিত হইবেন এবং বিশেষ দরবারী বলিয়া গণ্য হইবেন। আগামী মহানবমী দরবারে তাঁহারা শপথ গ্রহণ করিবেন।

৩। এই সভার সহিত নিম্নলিখিত পরামর্শকগণ সংশ্লিষ্ট থাকিবেন।

পরামর্শকগণ

শ্রীযুত রামকুমার দেববর্ম্মা। শ্রীযুত চারু সর্দ্দার। এতদ্ব্যতীত প্রয়োজন মতে পরামর্শের জন্য কোনও বিশিষ্ট উকিল কি advocate কে আহ্বান করা যাইবে।

রাজসভার পরামর্শকগণও বিশেষ দরকারী বলিয়া গণ্য হইবে।

৪। এপক্ষের আদেশে যে যে গুরুতর বিষয় রাজসভায় আলোচনার জন্য প্রেরিত হইবে সেই সেই বিষয় উক্ত সভা আবশ্যকস্থলে পরামর্শকগণের অভিমত গ্রহণ করিয়া আলোচনা ক্রমে এপক্ষ সদনে তাঁহাদের অভিমত উপস্থিত করিবেন।

৫। প্রতি মাসে সাধারণতঃ দুইবার উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে এই সভার অধিবেশন হইবে। সোমবার পূর্ব্বাহ্ন ১১-৩০ মিনিটের সময় সাধারণতঃ সভার কার্য্য আরম্ভ হইবে। তৎপূর্ব্বে অথবা সভার কার্য্যান্তে এপক্ষের সহিত সভ্যগণের সাক্ষাৎ হইতে পারিবে।

৬। সদস্য বা পরামর্শকগণ প্রতিবর্ষে অন্ততঃ অর্দ্ধেক সংখ্যক অধিবেশনে উপস্থিত থাকিবেন।

৭। সাতজন সদস্য উপস্থিত থাকিলেই সভার কার্য্য হইতে পারিবে। উপস্থিত সদস্যগণ মধ্যে একজন সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবেন।

৮। রাজধানী আগরতলা ভিন্ন অন্যস্থান হইতে আগত সদস্য ও পরামর্শকগণ তাঁহাদের প্রকৃত পাথেয় পাইবেন এবং প্রতি বর্ষান্তে এপক্ষের আদেশে তাঁহাদের তনখা ধার্য্য হইবে।

৯। রাজসভার প্রণালী সম্পর্কিত নিয়মাবলী এপক্ষের স্বতন্ত্র আদেশে প্রচারিত হইবে।

১০। রাজসভা বা প্রিভি কাউন্সিলের নিম্নলিখিত ৫ জন সদস্য দ্বারা খাস আদালতের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীলের পক্ষাপক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে এপক্ষ সদনে অভিমত প্রদান জন্য একটি ব্যবহারিক কমিটি (Judicial Committee) গঠিত হইল। এই কমিটির কার্য্য প্রণালী বর্ত্তমান প্রচলিত প্রিভি কাউন্সিল এবং সাক্ষাৎ আপীল সংক্রান্ত বিধি বা ১৩২৬ ত্রিং সনের ১ আইন অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হইবে। আবশ্যক হইলে উক্ত বিধি এপক্ষের বিশেষ আদেশে সংশোধিত হইবে।

সদস্য।

মহামান্যবর মহারাজকুমার শ্রীলশ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর
মান্যবর শ্রীযুত রায় জ্যোতিশ্চন্দ্র সেন বাহাদুর
মান্যবর রাজা রাণা শ্রীযুত বোধজঙ্গ বাহাদুর
রায় দেওয়ান শ্রীযুত কমলাপ্রসাদ দত্ত বাহাদুর, এম, এ, বি, এল
লেফ্‌টেন্যান্ট শ্রীযুত খগেন্দ্রচন্দ্র নাগ, এম, বি, ই, বার এট্‌ল, চিফ্ জাষ্টিস
দেওয়ান শ্রীযুত বিজয়কুমার সেন বাহাদুর, এম, এ, বি, এল

১১। অন্যূন তিন জন সদস্য উপস্থিত থাকিলেই এই কমিটির কার্য্য হইতে পারিবে। ব্যক্তিগতভাবে যাহার নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা কমিটিতে উপস্থিত হইবে তিনি সেই মোকদ্দমার সওয়াল জবাব শুনিতে পারিবেন না।

১২। মন্ত্রী পরিষদের সেক্রেটারী রাজসভার এবং তদন্তর্গত কমিটির সেক্রেটারী স্বরূপে কার্য্য করিবেন।

নিদর্শন—৪২

প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ: রাণা বোধজং বাহাদুর

B. B. K. Manikya
8.10.51

নং ২৮৪

আদেশ

দরবার বিষম সমর বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর, কে, সি, এস, আই, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি, সন ১৩৫১ ত্রিপুরা, তারিখ ৮ই মাঘ।

প্রধানমন্ত্রী মান্যবর রায় শ্রীযুত জ্যোতিশ্চন্দ্র সেন বাহাদুর শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন চলিত মাসের ৭ই তারিখ সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করায়

আদেশ হইল যে—

স্বায়ত্ব শাসন, শিক্ষা গং বিভাগসমূহের ভারপ্রাপ্ত অন্যতম মন্ত্রী এবং এক্টিং প্রধানমন্ত্রী রাজসভা-ভূষণ মান্যবর রাজা রাণা শ্রীযুত বোধজঙ্গ বাহাদুরকে অদ্যকার তারিখ হইতে প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করা যায়। তৎপ্রতি ন্যস্ত কার্য্যভার এবং তদীয় ক্ষমতাদি পৃথক আদেশে প্রচারিত হইবে, ইতি।

নিদর্শন—৪৩

রাজ্যেশ্বরের জি. বি. ই উপাধিলাভে আনন্দপ্রকাশ

ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট

রাজধানী আগরতলা
(বিশেষ সংখ্যা)

১৩৫৫ ত্রিপুরাব্দ; ২১শে পৌষ, শনিবার

চতুশ্চত্বারিংশ ভাগ — পৌষ — বিশেষ সংখ্যা

মন্ত্রী পরিষদ আফিস

মেমো নং ৬

নববর্ষের (১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ, উপাধি প্রদান উপলক্ষে শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর G.B.E. উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। রাজ্যেশ্বরের এই সম্মান লাভজনিত আনন্দ প্রকাশার্থ এ রাজ্য ও জমিদারীর আফিস, আদালত ও বিদ্যালয়াদি শ্রীশ্রীযুত সরকারী যাবতীয় প্রতিষ্ঠান এক দিবসের নিমিত্ত আগামী ২৩শে পৌষ সোমবার বন্ধ থাকিবে।

এ রাজ্যের ও জমিদারীর মফঃস্বলস্থ বিভাগ সমূহে এই আদেশ পূর্ব্বাহ্নে পাইলে সেই দিবস এবং অপরাহ্নে পাইলে তৎ পরদিবসের নিমিত্ত তথাকার আফিস, আদালত ও বিদ্যালয়াদি বন্ধ থাকিবে, ইতি, সন ১৩৫৫ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ২১শে পৌষ।

শ্রীত্রিবেণীকান্ত গুপ্ত
সেক্রেটারী
২১।৯।১৩৫৫ ত্রিং

শ্রীরাণা বোধজঙ্গ
সভাপতি (প্রধানমন্ত্রী)

নিদর্শন—৪৪

রাজা রাণা বোধজং বাহাদুরের মৃত্যুতে তৎস্থলে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ

B. B. K. Manikya

নং ৩৫১

রোবকারী

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি কর্নেল হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর জি, বি, ই, কে, সি, এস, আই, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি। সন ১৩৫৬ ত্রিপুরাব্দ তারিখ ২৫শে অগ্রহায়ণ।

যেহেতু এপক্ষের প্রধানমন্ত্রী মান্যবর রাজাসাহেব রাণা বোধজঙ্গ বাহাদুরের পরলোকগমনে প্রধানমন্ত্রীর পদে অচিরেই যোগ্য ব্যক্তি নিযুক্ত করা আবশ্যক,

অতএব আদেশ হইল যে

এতদ্বারা অদ্য হইতে লেঃ কর্ণেল মহামান্যবর মহারাজকুমার শ্রীলশ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুরকে আপাততঃ এক বৎসর কালের জন্য এপক্ষের প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করা যায়, ইতি—

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

নিদর্শন—৪৫

প্রধানমন্ত্রী মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মণের ক্ষমতা নির্দেশ (কারনামা)

B. B. K. Manikya

নং ৩৫৪

আদেশ

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি কর্ণেল হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর, জি, বি, ই, কে, সি, এস্, আই, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি। সন ১৩৫৬ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ৪ঠা পৌষ।

এপক্ষের গত ২৫শে অগ্রহায়ণ তারিখের ৩৫১ নং রোবকারী দ্বারা লেঃ কর্ণেল মহামান্যবর মহারাজ-কুমার শ্রীলশ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুরকে এপক্ষের প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করা হইয়াছে। অত্রাদেশ দ্বারা তাঁহার বেতন মাসিক মং ১,০০০্ টাকা ধার্য্য করা যায় এবং তৎপ্রতি অর্পিত বিভাগগুলির কার্য্য সম্পর্কে তাঁহার নিম্নলিখিতরূপ ক্ষমতা নির্দ্ধারণ করা যায়।

১। মন্ত্রী পরিষদের প্রতি যে ক্ষমতা অর্পিত হয় নাই, প্রধানমন্ত্রীরও তাহা থাকিবে না।

২। নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের মীমাংসা মন্ত্রী পরিষদের ক্ষমতায়ত্ত হইলে পরিষদের, অন্যথা এপক্ষের আদেশ সাপেক্ষ হইবে। অবশিষ্ট যাবতীয় বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী স্বীয় অধীনস্থ বিভাগসমূহ সম্পর্কে চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(ক) ১০০্ টাকা বা ততোধিক বেতনের কর্ম্মচারী নিয়োগ, অবসর ও উন্নতি এবং উক্ত বেতনের কোন স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ সৃষ্টি করা।
(খ) বজেটের মেজর হেডসমূহের এক নির্দ্দিষ্ট গ্রুপ হইতে অন্য গ্রুপে খারিজ মঞ্জুরী।
(গ) কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য বজেট বন্ধানের অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুর করা বা হাওলাত দেওয়া।
(ঘ) ৫,০০০্ টাকা জমার অতিরিক্ত ইজারা বন্দোবস্ত মঞ্জুর করা।
(ঙ) কোন নূতন আইন প্রণয়ন বা প্রচলিত আইন রহিত, পরিবর্ত্তন বা সংশোধন।
(চ) গুরুতর পলিটিক্যাল বিষয় এবং রাজ্যের সীমানা সংক্রান্ত বিষয়ে চূড়ান্ত মীমাংসা।
(ছ) ১,০০০্ টাকার অতিরিক্ত নাজাই দাবী বাদ দেওয়া।
(জ) কোন নূতন পরিকল্পনা মঞ্জুরীর পূর্ব্বে কার্য্যে পরিণত করা বা কোন প্রচলিত নীতি পরিবর্ত্তন করা।
(ঝ) বার্ষিক এড্‌মিনিষ্ট্রেশন রিপোর্ট প্রচার করা।
(ঞ) অন্য যে কোন বিষয় এপক্ষ কিম্বা মন্ত্রী পরিষদ বিশেষ আদেশ দ্বারা এপক্ষের বা মন্ত্রী পরিষদের আদেশ সাপেক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ ক্ষমতা

৩। মন্ত্রী পরিষদের সভাপতি স্বরূপে প্রধানমন্ত্রী বিশেষ ভাবে রাজ্যের শাসন সংরক্ষণ কার্য্যের জন্য দায়ী থাকিবেন এবং তজ্জন্য নিম্নলিখিত বিশেষ ক্ষমতা তিনি পরিচালন করিতে পারিবেন:

(ক) অন্যান্য মন্ত্রীবর্গের অধীনস্থ বিভাগসমূহের কার্য্যাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান লওয়া এবং মন্ত্রীগণের নিকট হইতে কোন সংবাদ সংগ্রহ করা।
(খ) তাঁহার সুবিবেচনানুযায়ী অন্য বিভাগসমূহের যে কোন বিষয় বিবেচনার জন্য মন্ত্রী পরিষদে উপস্থিত করার জন্য আদেশ প্রদান করা।
(গ) মন্ত্রী পরিষদের সভাপতি স্বরূপে এপক্ষের সহিত পত্র ব্যবহার করা।

(ঘ) রাজ্যের শাসন সংরক্ষণ বা পলিটিক্যাল বিভাগ সংসৃষ্ট কোন বিষয় একদা এপক্ষ সদনে উপস্থিত করা।

(ঙ) কোন মন্ত্রীর আদেশের বিরুদ্ধে প্রচলিত নিয়মানুসারে মন্ত্রী পরিষদে আপীল হইলে নিষ্পত্তির জন্য নিয়মানুযায়ী কমিটি গঠন।

(চ) পরিষদে মতদ্বৈধ স্থলে নিজ সুবিবেচনানুযায়ী অধিকাংশের মত কার্য্যে পরিণত না করিয়া এপক্ষ সদনে চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য বিষয়টি উপস্থিত করা।

(ছ) মন্ত্রীগণের মধ্যে যাহাতে সহযোগিতা ও সহানুভূতি বিদ্যমান থাকে তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা।

নিদর্শন—৪৬

মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের পরলোকগমন সম্পর্কে ঘোষণা-পত্র

মন্ত্রী পরিষদ আফিস

১ নং ঘোষণা-পত্র

গতকল্য রাত্রি ৮-৪০ মিনিটের সময় ত্রিপুরেশ্বর কর্ণেল মহারাজ মাণিক্য বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর, জি, বি, ই, কে, সি, এস, আই, রাজ্য ও রাজপরিবারবর্গকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া অনন্তধামে গমন করিয়াছেন। এই বিষাদময়ী ঘটনা উপলক্ষে মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের স্বর্গীয় আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনার্থ তাঁহার বয়সের সংখ্যানুসারে অদ্য সূর্য্যাস্ত কাল পর্য্যন্ত ৩৯টি তোপধ্বনি হইবে এবং অশৌচকাল পর্য্যন্ত প্রাসাদের উপরিস্থ রাজকীয় পতাকা অর্দ্ধনমিত অবস্থায় রক্ষিত হইবে, এবং এ রাজ্য ও জমিদারীর আফিস, আদালত ও বিদ্যালয়াদি শ্রীশ্রীযুত সরকারী যাবতীয় প্রতিষ্ঠান অদ্য হইতে তিন দিবসের নিমিত্ত বন্ধ থাকিবে, ইতি। সন ১৩৫৭ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ৩রা জ্যৈষ্ঠ।

শ্রীত্রিবেণীকান্ত গুপ্ত
সেক্রেটারী

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা
সভাপতি (প্রধানমন্ত্রী)
মন্ত্রী পরিষদ

নিদর্শন—৪৭

কাউন্সিল অব রিজেন্সি কর্ত্তৃক রাজ্য ও জমিদারীর শাসনভার গ্রহণ সম্বন্ধে ঘোষণা

পলিটিক্যাল বিভাগ

ঘোষণা

ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মণ মাণিক্য বাহাদুর পরলোকগমন করায় ত্রিপুর রাজবংশের চিরপ্রচলিত কুলাচারমতে বিষম-সমর-বিজয়ী পঞ্চশ্রীযুক্ত মহারাজ কিরীটবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মণ বাহাদুর পিতৃপরিত্যক্ত সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্য, সংসৃষ্ট জমিদারী ও অন্যান্য সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সূত্রে মালিক দখলকার হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। উপরোক্ত বিবরণ বিগত ২রা জ্যৈষ্ঠ তারিখে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। মহাগৌরবান্বিত ভারতসম্রাট তাঁহাকে ত্রিপুরারাজ্যের অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। পঞ্চশ্রীযুক্ত মহারাজ কিরীটবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মণ মাণিক্য বাহাদুর স্বয়ং কার্য্যভার গ্রহণ করা সাপক্ষে তৎপক্ষে রাজগী ও জমিদারী সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য পরিচালন জন্য মহামান্য সম্রাট প্রতিনিধির অনুমোদন মতে “কাউন্সিল অব রিজেন্সী” নামক একটি প্রতিনিধি-শাসন-পরিষদ নিযুক্ত হইয়া—অদ্য ১৩৫৭ ত্রিপুরাব্দের ২২শে শ্রাবণ তারিখে রাজ্য ও জমিদারী প্রভৃতির শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবী—প্রেসিডেন্ট
মহামান্যবর শ্রীলশ্রীযুত মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মণ বাহাদুর—ভাইস প্রেসিডেন্ট
মেজর শ্রীলশ্রীযুত কুমার বঙ্কিমবিহারী দেববর্ম্মণ বাহাদুর—সদস্য
রাজ্যরত্ন শ্রীযুত সত্যব্রত মুখার্জি, এম্, এ (অক্সন) প্রধানমন্ত্রী—সদস্য

অতএব এই সংবাদ রাজ্য ও জমিদারী মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচার করিবার নিমিত্ত এই ঘোষণাপত্রের প্রতিলিপি সংসৃষ্ট আফিস, বিচারালয় ও কার্য্যকারকগণ সমীপে প্রেরিত হয়, ইতি। সন ১৩৫৭ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ২২শে শ্রাবণ।

ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা
প্রধানমন্ত্রী

(১৩৫৭ ত্রিং, ২২শে শ্রাবণ তারিখে ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেটের বিশেষ সংখ্যায় প্রচারিত)

নিদর্শন—৪৮

বহিঃরাষ্ট্র বিভাগের ও ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর পদ রহিতকরণ

No. 104

K. P. Devi

মহারাণী রিজেন্ট

আদেশ

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য কিরীটবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর পক্ষে রিজেন্ট হার হাইনেস্ মহারাণী শ্রীশ্রীমতী কাঞ্চনপ্রভা মহাদেবী, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি।
১৩৫৭ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ২রা মাঘ

যেহেতু এরাজ্যের বহিঃরাষ্ট্র (External Affairs) বিভাগ অতঃপর পৃথকভাবে পরিচালিত হওয়ার আর আবশ্যকতা দৃষ্ট হইতেছে না এবং এই বিভাগের যাবতীয় কার্য্যাদি পলিটিক্যাল বিভাগ কর্ত্তৃক সুচারুরূপে পরিচালিত হইতে পারিবে বলিয়া এপক্ষের প্রতীতি জন্মিয়াছে।

অতএব আদেশ করা যায় যে,

এরাজ্যের বহিঃরাষ্ট্র (External Affairs) বিভাগ এবং এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীপদ এতদ্বারা রহিত করা যায়। এই বিভাগ সম্বন্ধে যাবতীয় কার্য্যাদি অতঃপর মাননীয় শ্রীযুত প্রধানমন্ত্রী বাহাদুরের কর্তৃত্বাধীনে পলিটিক্যাল বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত ও নিষ্পন্ন হইবে।

প্রকাশ থাকে যে প্রশংসিত বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত গিরিজা শঙ্কর গুহ, এম্. এ. বি. এল্, ব্যারিষ্টার-এ্যাট-ল মহাশয় ভারত ডোমিনিয়নের (Constituent Assembly) এবং ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতিতে এরাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করিতে নিরত থাকিবেন, ইতি।

নিদর্শন—৪৯

ভারতীয় ডোমিনিয়নের সহিত ত্রিপুরা রাজ্যের একত্রীকরণ উপলক্ষে চিফ্ কমিশনার মহোদয়ের অভিভাষণ

শ্রদ্ধেয় অভ্যাগতমণ্ডলী এবং ত্রিপুরা রাজ্যের অধিবাসীবৃন্দ,—

ভারতের গভর্নর জেনারেল এবং শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত সাধিত ১৯৪৯ সনের ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের প্রথম সর্ত মতে এবং ভারত সরকারের নির্দ্দেশানুযায়ী আজ হইতে ত্রিপুরা রাজ্যের শাসনভার চিফ্ কমিশনাররূপে আমি গ্রহণ করিলাম। এ বিষয়ে যথারীতি বিজ্ঞপ্তি অদ্যকার গেজেটে প্রকাশিত হইবে।

যে ঐতিহাসিক কারণাবলীর সম্মিলিত প্রভাবে ভারত সীমান্তশায়ী এই অতি প্রাচীন রাজ্য আজ শাসন ও প্রজা সংরক্ষণ বিষয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত একীভূত হইল তাহা আপনাদের সুবিদিত। মহামান্য উপমহামন্ত্রী শ্রীযুত সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের যে বাণী আপনারা এখনই শ্রবণ করিয়াছেন তাহাতেও সম্যকভাবে বিবৃত হইয়াছে, সুতরাং আমি আর তাহার পুনরাবৃত্তি করিব না। এই অনন্যপূর্ব্ব মহাপরিবর্তন আমাদিগকে যে অজ্ঞাত ও বিশাল সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যতের দ্বারপ্রান্তে উপস্থাপিত করিয়াছে আজ হইতে তাহারই অভিমুখে আমাদের সম্মিলিত দৃষ্টি প্রসারিত করিবার দিন আসিয়াছে। আমাদের যাত্রাপথ দুরূহ ও সমস্যাসঙ্কুল হইতে পারে, অভিজ্ঞতা, জনবল এবং অর্থসম্পদের পাথেয়ও নিতান্ত পরিমিত অথচ অবশ্যসম্পন্ন দায়িত্বের পরিমাণ সুবৃহৎ। এই অভিযানে আপনাদের পথপ্রদর্শক হইবার গুরুভার দায়িত্ব আজ আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। স্বীয় যোগ্যতা এবং সামর্থ্যের সীমা সম্বন্ধে একান্ত সচেতন হইয়াই আজ আমি আপনাদের সমক্ষে এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে উপস্থিত হইয়াছি। আমার একমাত্র ভরসা, আপনাদের সম্মিলিত শুভ কামনা, একাগ্র সহযোগিতা এবং করুণাময় বিধাতার আশীর্বাদই আমাকে এই দুর্ব্বহ ভার বহন করিবার শক্তি যোগাইবে। আমাদের এই প্রচেষ্টা ফলবতী করিতে আমার সামান্য শক্তি যদি বিন্দুমাত্রও সহায়তা করে, তাহা হইলে আমার সমস্ত প্রয়াস একান্ত সার্থক গণ্য করিব।

আগরতলা,
১৫ই অক্টোবর, ১৯৪৯ ইং
(২৮।৬।১৩৫৯ ত্রিং)

শ্রীরণজিৎকুমার রায়

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

পদটীকা

১ বাবু দীননাথ সেন মহাশয় তৎকালে বাংলার শিক্ষাজগতে ও বঙ্গদেশের প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষা বিভাগে স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মাত্র তিন-চার মাস কাল ত্রিপুরার রাজমন্ত্রী ছিলেন।

২ সংসার বিভাগ =রাজপ্রাসাদের সংসৃষ্ট Household Department.

৩ বাংলার নাট্যজগতের স্বনামধন্য অভিনেতা নরেশ মিত্রের পিতা।

৪ মহারাজকুমার সমরেশচন্দ্র দেববর্মা।

৫ বহাল=স্থায়ী।

৬ বরতরফ=বরখাস্ত

৭ ভাত্তা=allowance.

৮ আফিস হায়ে=আফিসসমূহে

৯ ঢাকা জেলার তেওতা গ্রাম নিবাসী রায় বাহাদুর উমাকান্ত দাস মহাশয় বঙ্গদেশে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদে থাকা সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের এসিস্ট্যান্ট পলিটিক্যাল এজেন্টরূপে নিযুক্ত হইয়া রাজ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। অতঃপর তিনি মহারাজ বীরচন্দ্র কর্তৃক ১৮৯০ ইং সনে মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত হইয়া ১৮৯২ সনের মাঝামাঝি পর্যন্ত কার্যরত থাকিয়া স্বীয় স্থায়ী কার্য্যে প্রত্যাবর্তন করেন। তথা হইত পেন্সন গ্রহণের পর, তিনি পুনরায় উপরোক্ত আদেশমূলে রাজমন্ত্রী পদ গ্রহণ করেন ও ১৯০৫ সনের মধ্যবর্তী সময়ে কার্য পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া যান। কিন্তু মহারাজ রাধাকিশোরের বিশেষ অনুরোধে তিনি পুনরায় (৩য় বার) রাজমন্ত্রীর কার্যে বৃত হইয়া ১৯০৭ হইতে ১৯০৮ সন পর্যন্ত ত্রিপুরায় কার্য্যরত ছিলেন।

১০ কলিকাতা নিবাসী বাবু রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ত্রিপুরায় আগমনের পূর্বে কলিকাতা কর্পোরেশনের কালেক্টর পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে ত্রিপুরার রাজমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত জনৈক যোগ্যব্যক্তির অনুসন্ধানের জন্য মহারাজ রাধাকিশোর কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া রবীন্দ্রনাথ রমণীবাবুর নাম প্রস্তাব করেন। কর্পোরেশন হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্বক রমণীমোহন ত্রিপুরায় আগমন পূর্বক প্রায় পনের মাস কাল রাজমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত থাকিয়া পুনরায় স্বীয় কার্যে প্রত্যাবর্তন করেন ও কর্পোরেশনের ভাইস চেয়ারম্যান পদে উন্নীত হন। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক সম্পাদিত শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট বোর্ডের অন্যতম ট্রাস্টি ছিলেন। এই প্রসঙ্গ "রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা" গ্রন্থে সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে।

১১ রাজপরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণ নির্দিষ্ট মাসোহারা প্রাপ্ত হইতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ তদতিরিক্ত ভাবে 'বেতনে'র পরিবর্তে 'তন্‌খা' গ্রহণ করিতেন—যদিও উভয় শব্দই সমার্থক।

১২ রায়বাহাদুর জ্যোতিশ্চন্দ্র সেন যশোহর জেলার সুপ্রসিদ্ধ কালিয়ার সেন বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারে এডিশন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে কার্যের সময় তিনি মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর পর নবগঠিত "শাসন পরিষদের" ভাইস প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হইয়া পরবর্তী সময়ে প্রথমবার রাজমন্ত্রী রূপে ও দ্বিতীয়বার মন্ত্রীপরিষদে প্রধানমন্ত্রী রূপে অতি প্রশংসার সহিত রাজকার্য পরিচালনা করিয়া ১৩৫১ ত্রিং সনে অবসর গ্রহণ করেন।

পঞ্চম অধ্যায়

(ভূমি ও ভূমি রাজস্ব এবং সাধারণ শাসন বিভাগ

নিদর্শন—১

সরকারী কর্মচারীগণের বিদায়ের নিয়মাবলী

Sd. B. C. Deb

Nilmani Das[১]
Dewan

নং ৪৯ সেহা

রোবকারী কাছারী এলাকে রাজগী পর্ব্বত ত্রিপুরা হজুর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর ইতি সন ১২৮৩ ত্রিং তারিখ ২২শে আশ্বিন।

এসরকারী কার্য্যকারক ও চাকরানকে বিদায় দেওয়া সম্বন্ধে এইক্ষণ যে নিয়ম প্রচলন আছে তাহা সংশোধন ক্রমে বিধিবদ্ধ করা আবশ্যক সে মতে নিম্নলিখিত মতে তাহা বিধিবদ্ধ করা গেল।

১। প্রত্যেক কার্য্যকারক ও চাকর[২] একাদিক্রমে ১১ মাস কার্য্য করিলে স্বীয় স্বীয় বেতন সহ ১ এক মাসের জন্য বিদায় পাইতে পারিবে কিন্তু তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য অন্য দ্বারা সুচারুরূপে সম্পাদন হওয়া সম্ভব না থাকিলে ও ঐ ব্যক্তি ভালরূপ স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করা প্রকাশ না থাকিলে বেতন সহ বিদায় পাইতে স্বত্ববান থাকিবে না।

২। কোন কার্য্যকারক কিম্বা চাকর ইচ্ছা করিলে ৫।।০ মাস অন্তে ১৫ দিবসের তরে ঐরূপের বিদায় প্রাপ্ত হইতে পারিবে।

৩। কোন কার্য্যকারক কি চাকর অনুগ্রহের বিদায়[৩] পাইয়া বিদায়ের ম্যাদ মধ্যে স্বীয় কার্য্যে পুনঃ উপস্থিত না হইলে উপস্থিত হইতে যে কালবিলম্ব হয় ঐ বিলম্বকালের বেতন পাইবার স্বত্ববান থাকিবে না কিন্তু কোন কার্য্যকারক কি চাকর উপরিস্থ কার্য্যকারককে না জানাইয়া উপস্থিত হইতে বিলম্ব করিলে ও ঐ বিলম্বের বিশেষ হেতু দর্শাইতে না পারিলে তাহার অনুগ্রহ কালের বিদায়ের বেতন সরকারে জব্দ হইবে।

৪। কোন কার্য্যকারক কি চাকরের নিতান্ত প্রয়োজনবশতঃ কোন বিদায় নেওয়া আবশ্যক হইলে ১ বৎসরের মধ্যে বেতনের চতুর্থাংশের একাংশ বেতন সহ একমাসের নিমিত্ত ঐ রূপের বিদায় পাইতে পারিবে। ও ঐ ১ মাস এক বৎসরের মধ্যে এক সময়ে কি দুই সময়ে গ্রহণ করিতে পারিবে।

৫। কোন কার্য্যকারক কি চাকর অনুগ্রহের বিদায় পাইয়া বিদায়ের ম্যাদ মধ্যে স্বীয় কার্য্যে পুনঃ উপস্থিত না হইলে উপস্থিত হইতে যে কাল বিলম্ব হয় ঐ বিলম্বকালের বেতন পাইবার স্বত্ববান থাকিবে না কিন্তু কোন কার্য্যকারক কি চাকর উপরিস্থ কার্য্যকারকে না জানাইয়া উপস্থিত হইতে বিলম্ব করিলে ও ঐ বিলম্বের বিশেষ হেতু দর্শাইতে না পারিলে তাহার অনুগ্রহকালের বিদায়ের বেতন সরকারে জব্দ হইবে।

৬। কোন কার্য্যকারক কি চাকর ব্যামবশতঃ বিদায়[৪] গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলে একাদিক্রমে ৬ মাসের নিমিত্ত অর্দ্ধেক অথবা তিন অংশের এক অংশ বেতন সহ বিদায় পাইতে পারিবেন কিন্তু ব্যাম সম্বন্ধে ডাক্তার সাহেবের অথবা তাহার অনুপস্থিতিতে এ সরকারের নিযুক্তিয় প্রধান কবিরাজের সার্টিফিকেট ব্যতীত ঐ রূপের বিদায় পাইতে পারিবে না। এতাধিক কাল অনুপস্থিত থাকিতে বাধ্য হইলে এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত বিনা বেতনে অনুপস্থিত থাকিতে পারিবে। চাকলার এলাকার[৫] কোন কার্য্যকারক কি চাকর ব্যামবশতঃ বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলে তাহা যে প্রণালীতে দেওয়া তাহার মীমাংসা তথাকার প্রধান কার্য্যকারকের বিবেচনার উপর নির্ভর থাকিবে।

৭। কোন কার্য্যকারক কি চাকর লিখিত প্রার্থনা পত্র উপস্থিত করিয়া লিখিত হুকুম গ্রহণ ব্যতীত স্বীয় কার্য্য হইতে অনুপস্থিত কালের কোন বেতন পাওয়ার স্বত্ত্ববান থাকিবে না এপক্ষের অথবা উপরিস্থ কার্য্য-কারকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত কেহ সপ্তাহকাল অনুপস্থিত থাকিলে তাহার ১ মাসের বেতন পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে এতাধিক কালের নিমিত্তে হইলে বরখাস্তের যোগ্য হইবে।

৮। কোন কার্য্যকারক কি চাকর কোন প্রকারের বিদায় গ্রহণ করিয়া অনুপস্থিত থাকা সময়ে অধিক-কালের বিদায়ের প্রয়োজন হইলে সময়শিরে তাহার প্রার্থনা করিতে হইবে অর্থাৎ ম্যাদের এমত সময়ের বাকী থাকিতে প্রার্থনা করিতে হইবে যে প্রার্থনা মঞ্জুর না হইলে ম্যাদ মধ্যে স্বীয় কার্য্যে পুনঃ উপস্থিত হইতে পারে নচেৎ অতিরিক্ত বিদায় প্রাপ্ত হইতে পারিবে না।

আদেশ হইল যে--

এই রোবকারী রাজগী সেরেস্তায় রক্ষিত হইয়া ইহার মর্ম্ম এ সরকারী সমুদয় কার্য্যকারক ও চাকরাণকে অবগত করান যায়। জ্ঞাত ও তামিলার্থ ইহার একখণ্ড প্রতিলিপি চাকলার প্রধান কার্য্যকারক সমীপে ও কৈলাসহরের ডিপুটি সুপারিন্টেণ্ডেট আফিসে প্রেরণ করা যায় ও অত্রস্থ খাস আপীল ও আপীল ও অধস্থ দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত হায়ের অবগত করান যায় ও সৈন্য সম্বন্ধীয় প্রধান কার্য্যকারকান ও পোলিশ সম্পর্কীয় প্রধান কার্য্যকারকের ও ছন্নাংশিত[৬] আমলাগণ নামে হুকুমনামা হয়।

Nilmani Das
Dewan

নিদর্শন--২

পর্বাদি উপলক্ষ্যে আফিস আদালত ইত্যাদি বন্ধের নিয়ম

শ্রীগোবিন্দ
আজ্ঞা[৭]

নং ১২৩ সেহা

রোবকারী কাছারী এলাকে স্বাধীন রাজগী পর্ব্বত ত্রিপুরা হুজুর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর। ইতি ১২৮৩ ত্রিং .... ফাল্গুন।

যেহেতু পর্ব্বাদি উপলক্ষ্যে কাছারী বন্ধের কালের বিশেষ একটি নিয়ম অবধারিত না থাকা প্রযুক্ত সময় সময় কার্য্যের অসুবিধা হইয়া থাকে ও অর্থী[৮] প্রত্যর্থী ঐ বন্ধের কালের নির্দ্দিষ্টতা অজ্ঞাত থাকা প্রযুক্ত বন্ধের কালের মধ্যেও কখন কখন উপস্থিত হইয়া ক্লেশ ভোগ করিতে পারে। সেমতে

হুকুম হইল যে--

ভূমি ও ভূমি রাজস্ব এবং সাধারণ শাসন

নিম্নলিখিত মতে আদালত-কাছারীসকল বন্ধ থাকিবার নিয়ম করা যায়।

প্রত্যেক বৎসরের প্রথম দিন	১ দিন।
ষষ্ঠী পূজা	১ দিন।
স্নানযাত্রা	১ দিন।
রথযাত্রা	১ দিন।
ঐ পুনঃ	১ দিন।
কের পূজা	২ দিন।
ঝুলনযাত্রা	২ দিন।
মনসা পূজা	১ দিন।
জন্মাষ্টমী	২ দিন।
দুর্গোৎসব	১৫ দিন।
কাত্যায়নী	১ দিন।
শ্যামা পূজা	১ দিন।
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া	১ দিন।
জগদ্ধাত্রী পূজা	১ দিন।
রাসযাত্রা	১ দিন।
কার্ত্তিক পূজা	১ দিন।
উত্তরায়ণ	১ দিন।
শ্রীপঞ্চমী	২ দিন।
গঙ্গা পূজা	১ দিন।
শিবরাত্রি	২ দিন।
দোলযাত্রা	৩ দিন।
বাসন্তী পূজা	১ দিন।
চড়ক পূজা	১ দিন।
মহারাজের জন্মবাসর	১ দিন।
রমজান ইদ	১ দিন।
বকরা ইদ	১ দিন।
মহরম	১ দিন।
* প্রত্যেক রবিবার*	৪৮ দিন।
	---------
	৯৭ দিন।

প্রকাশ থাকে যে ফৌজদারী আদালতের বিচার কি কোন কার্য্য প্রয়োজনমতে কাছারী বন্ধের কোন এক সময়ে গ্রহণ ও নিষ্পত্তি হইতে পারিবে।

এই স্থলে কাছারী করার এক সময়ের নির্দ্ধার্য্য করাও বিহিত বোধ হইয়া

দ্বিতীয় হুকুম হইল যে--

কাছারীর সময় সূর্য্যোদয় হইতে ১১টা ও অপরাহ্ন ৩টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত ধার্য্য হয় প্রকাশ থাকে যে উপরোক্ত নির্দ্ধারিত কাল অপেক্ষা ন্যূন পরিমাণ কাছারী হইবে না। কার্য্যগতিক অধিককালও করিতে হইবে।

প্রকাশ থাকে যে কাছারী বন্ধের কোন এক সময়ে দেওয়ানী বিচারের কার্য্য অথবা অন্য কোন কার্য্য যাহাতে কোন পক্ষ উপস্থিত থাকার আবশ্যক আছে সেইরূপ কার্য্য ব্যতীত অন্য সমুদয় কার্য্যই দেওয়ানী আদালতে ও রাজস্বের কাছারীতে হইতে পারিবে।

দুর্গোৎসবের বন্ধের কাল প্রথম পূজার দুই দিবস পূর্ব্বে অর্থাৎ পঞ্চমী হইতে আরম্ভ হইবে।

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

অনুগ্রহ ও অন্যরকমের বিদায়ের যে নিয়ম অবধারিত হইয়াছে তাহা উপরের লিখিত নিয়মের অতিরিক্ত বিবেচনা করিতে হইবে কিন্তু পূজার সময়ে কেহ ঐ অনুগ্রহের বিদায় গ্রহণ করিতে চাহিলে উপরোক্ত ১৫ দিবসের বিদায় তাহার অনুগ্রহ বিদায়ের এক অংশ বলিয়া পরিগণিত হইবে কিন্তু ইহা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে সরকারী প্রয়োজনীয় কর্ম্ম থাকিলে সম্পূর্ণ প্রাপ্তের স্বত্ববান হইবেক। ইতি

নিদর্শন--৩

আফিসাদির দপ্তর সরঞ্জামী ও রোশনাই খরচের নিয়ম

সদর কাছারীর
মোহর

সারকিউলার

প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের ও আফিসের দপ্তর সরঞ্জামী[১০] ও রোশনাই[১১] খরচ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাৎ হইতে ২৮শে মাঘ তারিখে যে মেমো প্রচারিত হইয়াছে তাহা এই:--

যেহেতু প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের ও আফিসের দপ্তর সরঞ্জামী ও রোশনাই খরচ প্রভৃতি সামান্য বাজে খরচ[১২] উক্ত ডিপার্টমেন্টের বা আফিসের প্রধান কার্য্যকারকের তত্ত্বাবধানের অধীনে রাখিলে ব্যয়-শাসন[১৩] সম্বন্ধে অনেক সুবিধা হইতে পারে। সামান্য সামান্য ব্যয়ের কারণ উপস্থিত হইলে তাহা স্বীয় জিম্মায় না রাখিয়া তজ্জন্য তোষাখানা বা অন্য কোন ডিপার্টমেন্টে বরাত দিলে কেবল হিসাবের বিশৃঙ্খলা ঘটে মাত্র তদ্দ্বারা সরকারের বিশেষ সুবিধা দেখা যায় না। অতএব প্রচলিত বরাত দেওয়ার প্রথা রহিত করা আবশ্যক বিবেচনায়—

হুকুম হইল যে--

প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের ও আফিসের প্রধান কার্য্যকারক উল্লিখিত দপ্তর সরঞ্জামী ও রোশনাই খরচ প্রভৃতি বাজে খরচ তত্ত্বাবধানের অধীনে রাখে। স্বতন্ত্র ২ আরজী দ্বারায় উক্ত ব্যয়ের মঞ্জুরী প্রার্থনা করে। জ্ঞাপন ও তামিলার্থ এই মেমোর একখণ্ড প্রতিলিপি সদর সেরেস্তার প্রধান কার্য্যকারকের নিকট পাঠান যায় উক্ত কার্যকারকের উচিত হইবে যে সারকিউলার ভাবে এই মেমো জারী করিয়া তাহার এক এক খণ্ড প্রতিলিপি তামিলার্থে প্রত্যেক ডিপার্টমেন্ট ও আফিসের কার্য্যকারকের নিকট প্রেরণ করে। আগামী মাসের ১লা তারিখ হইতে এই মেমো প্রবল থাকা উচিত হইবে। অতএব শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাতের উপরোক্ত হুকুম তামিলার্থে এই সারকিউলারের এক এক খণ্ড নকল প্রত্যেক আফিসে ও ডিপার্টমেন্টের প্রধান কার্য্যকারকের নিকট পাঠান যায়। ইতি সন ১২৮৬ ত্রিং, তাং ১লা ফাল্গুন।

Dina Bandhu Deb
প্রধানমন্ত্রী

নিদর্শন—৪

সদর কাছারী (মন্ত্রী-আফিস) প্রতি রবিবারে বন্ধ রাখা সম্পর্কে*

মেমো নং ১০৮ সেহা।

অত্র রাজধানীস্থ বিচার আদালতসমূহে প্রতি রবিবার আফিস বন্ধ থাকার নিয়ম বহু কাল হইতে প্রচলিত আছে। সদর কাছারী এই বিশ্রাম সুখে বঞ্চিত আছে। সপ্তাহান্তে এক দিবস বিনা শ্রমের নিয়ম থাকিলে সরকারী কার্য্যকর্ম্মের প্রতি যেরূপ উৎসাহ থাকে অনবরত কার্য্য করা হইলে কার্য্যের প্রতি সেরূপ উৎসাহ থাকে না বরং কার্য্যকর্ম্মে শিথিলতা জন্মিয়া যায়। অতএব

হুকুম হইল যে—

অন্যান্য আফিসের ন্যায় সদর কাছারী প্রতি রবিবার বন্ধ থাকে এবং এই নিয়ম যে প্রচলন করা হইল তাহার বিজ্ঞাপন সদর কাছারীতে লটকাইয়া দেওয়া যায়। প্রকাশ থাকে যে সরকারী কোন অনিবার্য্য ঘটনা উপস্থিত হইলে কার্য্যকারক ও আমলাগন রবিবার তারিখেও সদর কাছারীতে গমন করিয়া কার্য্য করিতে বাধ্য থাকিবে। ইতি ১২৮৭ ত্রিং, ২৬শে ফাল্গুন।

Sambhu Chandra Mookerjee**
সহকারী মন্ত্রী

* সম্ভবত ব্রিটিশ এলাকার অনুকরণে এই সময়েও এ রাজ্যে আফিস আদালত ইত্যাদি রবিবারে বন্ধ থাকিত। ১২৯৬ সনের এক আদেশে মহারাজ বীরচন্দ্রের জন্মবার বুধবারে বন্ধ থাকার রীতি প্রচলিত হয়।

** কলিকাতা নিবাসী ডাঃ শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এক শতাব্দী পূর্বে কলিকাতা তথা সারা ভারতেই স্বনামখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি বাবু হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকা পরিচালনে সুযোগ্য সহযোগীর ভূমিকায় নিয়োজিত ছিলেন। তারপর তিনি অন্যান্য অনেকগুলি পত্রিকায় এবং নিজস্ব Mookerjee's Magazine, Rais and Ryot প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনায় সংবাদপত্র জগতেও তেজস্বী দেশপ্রেমিকরূপে যশস্বী হন। তাঁহার সারা জীবনব্যাপী বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও চিন্তাধারা তৎরচিত গ্রন্থসমূহে ও তৎকালীন সংবাদপত্রসমূহে ছড়াইয়া আছে।

তিনি মহারাজ বীরচন্দ্রের আহবানে ১৮৭৮ খ্রীঃ জানুয়ারী হইতে প্রায় দুই বৎসর এবং ১৮৮০ খ্রীঃ ডিসেম্বর হইতে কিঞ্চিন্যূন দুই বৎসর ত্রিপুরা রাজ্যের সহকারী রাজমন্ত্রীরূপে কার্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং রাজকার্য পরিত্যাগের পরও আজীবনকাল মহারাজের রাজনৈতিক উপদেষ্টার কার্যে ত্রিপুরেশ্বরকে নানাবিধ সহায়তা করেন।

ডাঃ শম্ভুচন্দ্র রচিত বহু গ্রন্থের মধ্যে ১৮৮৭ খৃীষ্টাব্দে প্রকাশিত "Travels in Bengal : Calcutta to Independent Tipperah" তৎকালে ত্রিপুরায় যাতায়াত, রাজ্য সম্পর্কিত তথ্যাদি ও গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

নিদর্শন--৫

রাজকর্মচারীগণের উপযুক্ত পরিচিহ্ন ও পরিচ্ছদ ব্যবহার সম্পর্কে

সদর কাছারীর
মোহর

নং ১৪৮ সেহা

সারকিউলার

অত্র রাজধানীস্থ যে সমস্ত চাকরণ আমলা সিবিল এবং মিলিটারী কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছে তাহাদের স্বীয় ২ পদের উপযুক্ত লেবারউর্দী[১৪] সহ সর্ব্বদাই চলাফিরা করা উচিত। বিশেষতঃ বাঞ্ছনীয় যে সেই নিয়মে সকলে আপন ২ সেরেস্তায় ও কর্ম্মে উপস্থিত থাকে ও সরদারান ও হাকিমান নিকট উপস্থিত হয় তাহা হইলে নিজ নিজ গৌরব রক্ষা হইতে পারে ও সরকারের ব্যয়ের সার্থকতা জন্মে তদন্যথায় সময়ে সময়ে গ্লানি ও বিঘ্ন জন্মিবার সম্ভাবনা আছে। সেমতে এতদ্দ্বারা সকলকে সাবধান করা যাইতেছে যে কেহ বিনা উর্দ্দিতে অথবা উপযুক্ত অবাসে[১৫] ও আফিসের সামনে বিনা দরকারে কি রাজদ্বারে কি দপ্তরে কি কোন প্রকাশ্য কার্য্যস্থানে উপস্থিত না হয়। হইলে উপযুক্ত শাসন করা যাইবেক। ইতি সন ১২৯১ ত্রিং ১৮ই বৈশাখ।

Sambhu Chandra Mookerjee
সহকারী মন্ত্রী

নিদর্শন--৬

জঙ্গলাবাদী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে নিয়মাদি

B. C. Deb

মেমো নং ৮ সেহা

জঙ্গলাবাদী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কতিপয় নিয়ম সংস্থাপন করা আবশ্যক:--

১। সমুদয় জঙ্গলাবাদী বন্দোবস্তই প্রথমতঃ আবাদের জন্য আপক্কিক[১৬] পাট্টা ও কবুলিয়ত দেওয়া ও লওয়া হইবে। আবাদের পর পরিশুদ্ধরূপ জরিপ জমাবন্দি হইয়া জমি ও চৌহদ্দি এবং অপরাপর তকিত বিষয়ের নির্দ্দেশ ও অপহার হইলে[১৭] রীত্যনুযায়ী মূল পাট্টা ও কবুলিয়ত লিখিত পড়িত হইয়া আদান প্রদান হইবে।

২। আবাদ জন্য প্রাথিত স্থানের অবস্থা বিবেচনায় যত সন মুদ্দত মিনা[১৮] দেওয়া যুক্তিযুক্ত, বোধ হইয়া মঞ্জুর হয় তত সন মিনা দেওয়া যাইবে ঐ মুদ্দত পর্য্যন্ত কোন খাজনা তলব করা যাইবে না মুদ্দত গতেই চৌহদ্দি[১৯] মধ্যে যে পরিমাণ জমি আবাদ হওয়া নির্দ্ধারিত হয় ও প্রতি বৎসর যত জমি আবাদ হইবে সেই পরিমাণ ভূমির পরিমাণ সেই সেই সনের প্রথম ভাগেই লওয়া যাইবে। বন্দোবস্তের সময়ই সম্যক ভূমি আবাদ জন্য উপযুক্ত একটি নিদ্দিল্ট ম্যাদ স্থির করিয়া দেওয়া যাইবে। কোন জমি সম্যক আবাদ হউক বা নাই হউক ঐ নিদ্দিল্ট ম্যাদ গতেই সম্যক জমি আবাদগণ্যে খাজানা আদায় করিতে হইবে।

৩। নিদ্দিল্ট মিনা মুদ্দত ও ম্যাদ গতেই বন্দোবস্তকারীর খরচে জরিপ জমাবন্দি ও চৌহদ্দি নিদ্দিল্ট হইয়া চূড়ান্ত লিখাপড়া আমলে থাকিবে। পাট্টায় ত্রিপুর গর্ভনমেন্ট পাট্টায় লিখিত ভূমি সম্বন্ধে যখন যেরূপ আদেশ করিবেন তখন তাহা বিনা উজরে[২০] আমলে আনিব[২১] এইরূপ সর্ত্ত রাখিতে হইবে।

৪। কেহ কোন জঙ্গলাবাদী ভূমি ইস্তিফা দেওয়ার প্রার্থনা করিলে এপক্ষের বিবেচনা মতে ঐ ভূমির তিন বৎসরের খাজানা অথবা যে কয়েক বৎসর মুদ্দত মিনা স্বত্বে বিনা খাজনায় দখল করিয়াছে সেই কয়েক বৎসরের খাজানা দিলে ইস্তিফা গ্রাহ্য হইবে।

৫। উপরের লিখিত কোন সর্ত্ত লংঘন করিলে ঐ বন্দোবস্ত রহিত হইয়া খাষ দখলে আনিবার অথবা অন্যের সহিত বন্দোবস্ত করিবার অধিকার থাকিবে।

৬। বন্দোবস্তের নথী প্রস্তুত হইয়া যে ফারমসহ মঞ্জুরীর জন্য আসিবে ঐ ফারমের মন্তব্যের ঘরে বন্দোবস্তের লিখিত প্রাথিত ভূমি যে কাছারীর এলাকার তাহা উক্ত কাছারী হইতে কতদূরে তাহা লিখিতে হইবে।

৭। দ্বিতীয় দফার লিখিত মিনার অতিরিক্ত অন্য কোন মিনার প্রস্তাব করিতে হইলে তাহার উপযুক্ত কারণ সবিস্তার লিখিতে হইবে।

৮। জঙ্গল আবাদী ভূমি বন্দোবস্ত সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতে যে সকল রীতি ও নিয়ম চলিয়া আসিতেছে এই মেমো দ্বারা তাহার কোন নিয়ম ও রীতি রহিত না হইয়া থাকিলে তৎসমুদয়ের কোন বাধা হইবে না। অপরাপর ভূমি বন্দোবস্ত সম্বন্ধে যে যে নিয়ম প্রতিপালিত ও বিজ্ঞাপন প্রচারাদি আনুষ্ঠানিক কার্য্য করা হয় ঐ জঙ্গল আবাদী বন্দোবস্তের অনুষ্ঠানেও ঠিক তদ্রূপ করিতে হইবে।

অতএব হুকুম হইল যে--

এই মেমোর অপেক্ষায় যে সকল জঙ্গল আবাদী বন্দোবস্ত মঞ্জুর হইয়া ও লিখাপড়াদি স্থগিদ আছে তৎসমুদয়ের লিখাপড়া এই মেমোর মর্ম্মমতে হইবে কেবল ৮ দফার লিখিত আনুষ্ঠানিক কার্য্য সম্বন্ধীয় নিয়ম খাটিবে না। এবং ভবিষ্যতে যে সকল জঙ্গল আবাদী বন্দোবস্ত হইবে তৎসম্পর্কে এই মেমোর লিখিত নিয়ম সকল আমলে আসিবে। কার্য্যে পরিণত করার কারণ এই মেমোর মুদ্রিত এক ২ খন্ড সংসৃষ্ট প্রত্যেক আফিসে ও কাছারীতে প্রেরণ করার অভিপ্রায়ে শ্রীযুত প্রধানমন্ত্রীর নিকট পাঠান যায়। সন ১২৯৩ ত্রিং তারিখ ২৬শে কার্ত্তিক।

Radha Raman Ghosh
Secretary

নিদর্শন—৭

কোনও প্রার্থীর পক্ষে অন্য দ্বারা প্রার্থনা দাখিল সম্বন্ধে নিয়ম্

মেমো নং ১৭৫ সেহা

কোন প্রার্থী স্বয়ং উপস্থিত হইতে না পারিলে তাহার প্রার্থনা পত্র তদীয় জানিব[২২] উল্লেখে অন্য ব্যক্তি লিখিয়া দাখিল করার প্রথা প্রচলিত আছে। ইহাতে ঘটনা বিশেষে প্রার্থীগণের সমূহ ক্ষতি না হইতে পারে এমত নহে। পক্ষান্তরে সরকারীও ক্ষতির বিষয় আছে। অতএব বর্ত্তমান প্রথা রহিত পূর্ব্বক নিম্নলিখিত নিয়ম ধার্য্য করা গেল।

১। কোন প্রার্থী স্বয়ং উপস্থিত হইতে না পারিলে তাহার দরখাস্ত নিয়মমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা উকীল কর্ত্তৃক দাখিল করিতে হইবে।

২। দরখাস্তে প্রার্থিত বিষয় স্পষ্ট ও পরিষ্কার রূপে লিখিতে হইবে।

৩। মন্ত্রী আফিস এবং সদর আফিস[২৩] কিংবা অন্য কোন রেভিনিউ আফিসের রাজ পরিবার কি ঠাকুর পরিবারের কার্য্যে জানিব উল্লেখে কোন ব্যক্তির কোন প্রার্থনা পত্র দাখিল করিতে হইলে যাহার কার্য্যে আরজী করা হইবে, প্রার্থনীয় সম্বন্ধে তাঁহার স্বাক্ষরিত অথবা মোহরাঙ্কিত মতামত লিপিপূর্ব্বক প্রার্থনা পত্র দাখিল করিতে হইবে।

৪। এই নিয়মাবলীর দ্বারা বিষয় ভেদে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্পে দরখাস্ত দাখিলের যে বিধান আছে তাহা রহিত করা হইল না। এতাবেতা

হুকুম হইল যে

এখন অবধি উপরোক্ত নিয়মানুসারে কার্য্য পরিচালনের বাসনায় এই মেমোর এক ২ খণ্ড প্রতিলিপি সদর আফিস সংসার আফিস এবং প্রত্যেক ডিবিসন্যাল আফিসে পাঠান যায়। ইতি সন ১২৯৬ ত্রিং তাং ৫ই পৌষ।

M. M. Burdwan*
মন্ত্রী

* ত্রিপুরা (কুমিল্লা) জেলার গৌতমপাড়া গ্রাম নিবাসী বাবু মোহিনীমোহন বর্দ্ধন ত্রিপুরার রাজকার্যে আগমনের পূর্বে কুমিল্লা জেলা আদালতে সরকারী উকিল ও পাবলিক প্রসিকিউটাররূপে আইন ব্যবসায়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। রাজমন্ত্রীরূপে তিনি ১২৯৬ ত্রিপুরা সনের ১০ই অগ্রহায়ণ নিযুক্ত হইয়া ১২৯৮ সন পর্যন্ত পূর্ণ দুই বৎসরকাল বিশেষ দক্ষতার সহিত রাজকার্য পরিচালনা করেন। প্রশাসনিক এবং বিচার বিভাগ সম্পর্কিত সংস্কার সাধন কার্য দ্বারা এবং প্রজাস্বত্ব আইন, কর্মচারিগণের বিদায় সম্বন্ধীয় আইন, নাবালকের সম্পত্তিরক্ষা আইন ইত্যাদি বহুবিধ আইন তৎকর্ত্তৃক রচিত ও তাঁহার সময়েই প্রবর্তিত হয়।

নিদর্শন—৮

রাজকর্মচারীগণের এক দিবসের জন্য অনুপস্থিত থাকিতে হইলেও প্রার্থনাপত্র দাখিলের বিষয়

মেমো নং ২১৮ সেহা

কোন আমলা[২৪] কি প্রধান কর্ম্মচারী পীড়া কিম্বা স্বীয় কার্য্যবশতঃ অন্ততঃ এক দিবসের জন্য অনুপস্থিত থাকিতে হইলেও লিখিত প্রার্থনা পত্র দাখিল পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। আমলাগণ তাহাদের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট ও প্রধান কর্ম্মচারী মন্ত্রী আফিসে প্রার্থনা করিবেন যাহারা উপরোক্ত আরজী দাখিল না করিবেন তাহাদের অনুপস্থিতি সময়ের বেতন কর্ত্তন হইবে। অতএব

হুকুম হইল যে—

অবগতি ও প্রতিপালন জন্য এই মেমোর এক এক খণ্ড প্রতিলিপি রাজগীস্থ প্রত্যেক আফিসে ও আদালতে এবং এক এক খণ্ড প্রতিলিপি চাকলার কাছারীতে পাঠান যায়। ইতি সন ১২৯৬ ত্রিং তারিখ ৯ই পৌষ।

Mohini Mohan Bardhan
মন্ত্রী

নিদর্শন—৯

মহারাজ বীরচন্দ্রের জন্মবার অর্থাৎ প্রতি বুধবার সরকারী আফিস ও বিদ্যালয়াদি বন্ধ থাকার সম্বন্ধে

মেমো নং ২৫২ সেহা

রাজগীস্থ আদালত হায়[২৫] আফিসাত এবং স্কুল ও পাঠশালাসমূহে প্রতি রবিবার বন্ধ থাকার বিষয় যে বর্ত্তমান সময়ে নিয়ম প্রচলন আছে তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া শ্রীশ্রীযুত মহারাজা বাহাদুরের জন্মদিন অর্থাৎ প্রতি বোধবার বন্ধ দেওয়ার বিষয় প্রত্যেক আদালতের বিচারপতি ও আফিসের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক এবং শিক্ষা বিভাগের প্রধানতম কার্য্যকারকের মত গ্রহণ মানসে অত্র আফিস হইতে বিগত ১লা পৌষ তারিখে এক প্রসিডিং প্রচারিত হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত যে সকল মত প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহাতে সকলেই উক্ত প্রসিডিং এর লিখিত বিষয় অনুমোদন করিয়াছেন। মহামান্য খাষ আপীল হইতে অধস্থ দেওয়ানী ও ফৌজদারী পর্য্যন্ত প্রত্যেক আদালতের বিচারপতি এবং শিক্ষা বিভাগের প্রধানতম কার্য্যকারক ও অত্রত্য মফঃস্বলের অধিকাংশ আফিসাতের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকানের মন্তব্য আগত হইয়াছে। অতএব

হুকুম হইল যে—

প্রতি রবিবার বন্ধের নিয়ম রহিত করিয়া শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বাহাদুরের জন্মদিন অর্থাৎ প্রতি বোধবার বন্ধের নিয়ম অবধারণ করা যায়। অবগতি ও কার্য্যে পরিণতির বাসনায় এই মেমোর ১ খণ্ড প্রতিলিপি মহামান্য খাষ আপীল আদালতের বিচারপতি সমীপে পাঠান যায়। ইতি[২৬]

Mohini Mohan Bardhan
মন্ত্রী

নিদর্শন—১০

পার্বত্য প্রজাগণের মধ্যে হালচাষের প্রথা প্রবর্তন সম্বন্ধে বিধান

মেমো*

কুমিল্লা মন্ত্রী আফিস

পার্ব্বত্য অধিকাংশ প্রজাগণ গো মহিষ দ্বারা রীতিমত হাল চাষ করতঃ ধান্য উৎপাদন না করিয়া তাহাদের চিরন্তন অভ্যাস অনুসারে জুম কৃষি করিয়া থাকে। এই কৃষি কার্য্যে তাহাদের ধান্য ফসল প্রায়ই প্রচুর পরিমাণে লাভ হয় না। অথচ উক্ত প্রজাগণ মধ্যে হাল চাষ দ্বারা ধান্য উৎপাদন প্রথা প্রবর্ত্তিত না থাকায় আশু জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি আবাদ হইয়া রাজ্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইতেছে না। অতএব রাজ্যের উন্নতি সাধন ও প্রজার ভাবি মঙ্গল বাসনায় পার্ব্বত্য প্রজাগণ মধ্যে রীতিমত হাল চাষ দ্বারা ধান্য উৎপাদনের প্রথা প্রবর্ত্তন করার জন্য নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

১। ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টগণ প্রত্যেক পাড়ায় পার্ব্বত্য প্রজাগণের সর্দ্দারদিগকে তলপ দিয়া আনাইয়া হাল চাষ দ্বারা ধান্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষরূপ বুঝাইয়া দিয়া তাহাদিগকে ঐ প্রণালীতে ধান্য উৎপাদনের উপদেশ করিবে।

২। প্রজাগণকে হাল চাষ দ্বারা ধান্য উৎপাদন কার্য্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য আবশ্যক হইলে পর্ব্বতবাসী বাঙ্গালী কি অন্য জাতীয় প্রজা মধ্যে উপযুক্ত সংখ্যক ব্যক্তি নিযুক্তি ক্রমে ঐ প্রণালীতে চাষ আবাদ শিক্ষা দিতে হইবে।

৩। স্থল বিশেষে অবস্থা বিবেচনায় গো মহিষ এবং হাল চাষের সরঞ্জাম ক্রয় করার সহায়তা সরকার হইতে করিতে হইবে।

৪। যে স্থলে প্রজাগণকে ধান্য চাষের অর্থ সাহায্য করা আবশ্যক বোধহয় সেস্থলে কোন কোন প্রজাকে কত টাকা কিরূপ সাহায্য দেওয়া উচিত ১ দফার লিখিত কার্য্যকারকগণ তাহাদের নাম ধাম পাঠাইয়া অত্রাফিসে রিপোর্ট করিবে।

৫। ১ দফার লিখিত কার্য্যকারকগণ তাহাদের নিজ ২ এলাকার মধ্যে ৪ দফার লিখিত অবস্থাপন্ন কোন ২ পাড়ায় কোন ২ প্রজাকে কি হিসাবে নিতান্ত ন্যূনকল্পে মোট কত টাকা সাহায্য দেওয়া আবশ্যক বিশেষ অনুসন্ধানক্রমে তদ্বিষয়ের অবস্থাঘটিত একটি সুবিস্তার রিপোর্ট যত সত্বরে হইতে পারে ঐ আফিসে প্রেরণ করিবে।

৬। পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টগণ ৫ দফার বিধানমত রিপোর্ট লিখিয়া তাহাদের উপরস্থ ম্যাজিষ্ট্রেট কি ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট যোগে এই আফিসে প্রেরণ করিবে।

৭। যে স্থলে অন্য উপায়ে কার্য্য হওয়ার উপায় না হয় সে স্থলে পার্ব্বত্য প্রজাগণকে শিক্ষা দিবার জন্য আদর্শস্বরূপ সরকার পক্ষে খামার করার অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

৮। এই মেমো প্রাপ্তির পর অগৌণে প্রস্তাবিত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া রিপোর্ট করা ১ দফার লিখিত কার্য্যকারকগণের কর্ত্তব্য হইবে।

* মেমোর ক্রমিক সংখ্যার উল্লেখ নাই।

হুকুম হইল যে—

কার্য্যে পরিণত হওয়ার বাসনায় এই মেমোর এক ২ খণ্ড নকল সদর ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কৈলাসহর, সোনামুড়া ও বিলণীয়া সবডিবিসনের ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবুগণ সমীপে পাঠান যায়। তাহাদের কর্ত্তব্য হইবে যে কার্য্যে পরিণতির জন্য ইহার এক ২ খণ্ড প্রতিলিপি তাহাদের অধীনস্থ কার্পাস ও পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট বাবুদিগের নিকট প্রেরণ করেন। ইতি সন ১২৯৮ ত্রিং তারিখ ১লা আষাঢ়।

Mohini Mohan Bardhan
মন্ত্রী

পুনঃ হুকুম হইল যে--

এই মেমোতে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টগণ প্রতি যে ২ কার্য্যভার অর্পণ করা হইয়াছে তাহারা তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করে কিনা দৃষ্টি রাখার জন্য এই মেমোর এক নকল পোলিশ ইনস্পেকটার জেনারেল আফিসে ও অবগতার্থে আরেক নকল শ্রীযুত বাবু দুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত দেওয়ান-ইন-চার্জ সমীপে পাঠান যায়। ইতি ১২৯৮ ত্রিং ১লা আষাঢ়।

Mohini Mohan Bardhan
মন্ত্রী

১। কৈলাসহর সবডিবিসনের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক
২। বিলনীয়া ঐ ঐ
৩। সোনামুড়া ঐ ঐ
৪। শ্রীযুত রাধামোহন ঠাকুর সাহেব সদর ম্যাজিষ্ট্রেট সমীপে।

সবিনয় নিবেদন,*

এ সম্বন্ধে যে মেমো পাঠান হইতেছে উহার ৩।৪ দফার বিধানে যে অর্থ সাহায্যের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে ঐ অর্থ সাহায্য শব্দে এককালীন দান বুঝিতে হইবে না। প্রজাগণকে তাহাদের অবস্থা বিবেচনায় অপেক্ষাকৃত লঘু হারে সুদ দেওয়ার সর্ত্তে টাকা কর্জ্জ দিয়া সাহায্য করাই উক্ত বিধান দেওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য বটে। এ বিষয় আপনার অধীনস্থ পোলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট বাবুকেও ডেমি অফিসিয়েল চিঠি দ্বারা জানাইয়া দিবেন। ইতি সন ১২৯৮ ত্রিং ১লা আষাঢ়।

Mohini Mohan Bardhan
মন্ত্রী

* উপরোক্ত মেমোর একখণ্ড প্রতিলিপি সহ এই পত্রটি পুলিশের ইনস্পেকটার জেনারেলকে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়।

নির্দর্শন—১১

আফিসসমূহের নথীর রেজিষ্টারী বই রক্ষা সম্পর্কে।

মেমো নং ১৭

অত্রাফিসে এবং অধীনস্থ অফিসসমূহে যে সমস্ত নথী আছে বা অতঃপর প্রস্তুত হইবে নিম্নলিখিত ফর্মে তাহার রেজিষ্টারী রাখিতে হইবে। এই রেজিষ্টারী সত্বর প্রস্তুত করা আবশ্যক। প্রত্যেক সেরেস্তার প্রধান আমলা যে এই কার্য্যের জন্য দায়ী থাকিবে, তাহা বলা বাহুল্য।

নথীর রেজিষ্টারী

আফিস সেরেস্তা

ক্রমিক নম্বর	বিষয়	যে এলাকা সম্বন্ধে	মূল কাগজের তারিখ	নিষ্পত্তির মর্ম্ম ও তারিখ	মহাফেজ-খানার বা অন্যত্র প্রেরণের তারিখ	মন্তব্য

২। প্রত্যেক নথীর অগ্রভাগে নিম্নলিখিত ফরমে নথীস্থ কাগজের ফিরিস্তি রাখিতে হইবে।

রেজিষ্টারী নং ফিরিস্তী বিষয়
সন

ক্রমিক নম্বর	কাগজের খোলাসা	কাগজের সংখ্যা

৩। ফিরিস্তীর পরে প্রত্যেক নথীতেই নিম্নলিখিত ফরমে এক একটি আদেশ লিপি (অর্ডার সিট) রাখিতে হইবে।

আদেশ লিপি (অর্ডার সিট)

রেজিষ্টারীর নং বিষয়
সন

ক্রমিক নম্বর	আদেশের মর্ম্ম	আদেশকারীর স্বাক্ষর ও আদেশের তারিখ	মন্তব্য

৪। নথীর শুদ্ধতা ও সম্পূর্ণতার নিদর্শনস্বরূপ প্রধান আমলা প্রতি ফিরিস্তী এবং অর্ডার সিটের নীচে স্বাক্ষর করিবে এবং স্বাক্ষরের তারিখ দিবে এবং কোন প্রয়োজনীয় বিষয় থাকিলে তাহাও লিখিবে। ইতি। সন ১৩০১ ত্রিং ১২ই আষাঢ়।

D. K. Das
মন্ত্রী

নিদর্শন—১২

দৈনিক ভাত্তা সম্পর্কে

সারকিউলার নং ৭

রাজধানী আগরতলা
মন্ত্রী অফিস

সরকারী কার্য্যোপলক্ষে কোন কর্ম্মচারীকে স্বীয় বিষয় স্থল হইতে স্থানান্তরে পরিভ্রমণ করিতে হইলে ভাত্তা পাইবার যে বিধান আছে, তাহা তাহার অতিরিক্ত আয়ের পথ নয়--ক্ষতি নিবারণের উপায়। অতএব কোনও কর্মচারীকে সরকারী কার্য্যোপলক্ষে গতিবিধি করিতে হইলে, উপযুক্ত বারবরদারী ব্যতীত উর্দ্ধকল্পে সেই গতিবিধির সময়ের জন্য এবং তাহাকে কোনও স্থানে একাদিক্রমে অবস্থিতি করিতে হইলে অনধিক ১৫ পনর দিবসের অবস্থিতির জন্য মাত্র ভাত্তার বিল হয় ইহা বাঞ্ছনীয়। ইতি সন ১৩০২ ত্রিং তাং ২৮শে বৈশাখ।

D. K. Das
মন্ত্রী

নিদর্শন—১৩

জঙ্গলাবাদ, চাষাবাদ প্রবর্তন সম্বন্ধে উৎসাহ দান ও ব্যবস্থাদি

Sashi B. Bose
নায়েব দেওয়ান

R. K. Deb Barman *

M. R. Rai
কার্য্যাধ্যক্ষ

মেমো নং ৭৩

এ রাজ্যস্থ জঙ্গলা ও পতিত ভূমি আবাদ সম্বন্ধে বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণের বিশেষ মনোযোগ থাকা অত্যাবশ্যক। এপক্ষের ৩রা মাঘ তারিখের ৭১ নং সারকিউলার দ্বারা পার্ব্বত্য প্রজাদিগের মধ্যে চাষ আবাদের প্রথা প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে যে আদেশ করা হইয়াছে তাহার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্বন্ধে পার্ব্বত্যবাসী প্রজাদিগকে বিশদরূপে বুঝাইয়া কার্য্যানুসরণ জন্য উপযুক্ত উপদেশ ও উৎসাহ দিতে হইবে। আবশ্যক মতে রাজকর্ম্মচারী অথবা দোভাষীগণ দ্বারা এসংবাদ সর্ব্বত্র প্রচার করা কর্ত্তব্য। রাজ্য মধ্যে যে সকল জঙ্গলা

* যুবরাজ রাধাকিশোর তৎকালে রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন ;

ভূমি 'আছে তাহা যাহাতে অধিক পরিমাণে আবাদ পত্তন হইতে পারে তজন্য নিম্নলিখিত রূপ জঙ্গলাবাদী জোতদারী বন্দোবস্তের নিয়ম করা হইল --

(ক) রাজ্যস্থিত জঙ্গলাভূমি কেহ নিজ ব্যয়ে পরিস্কার করিয়া জিরাত[২৭] অথবা বাসের জন্য ভোগ দখল করিতে প্রার্থনা করিলে ঐভূমি তাহার সহিত জঙ্গলাবাদী জোতদারী বন্দোবস্ত করা যাইবে।

ভূমি আবাদ পরিষ্কারের পরিশ্রম ও কঠিনতা বিবেচনা মনে করিয়া ঐরূপ প্রার্থনাকারীকে ২, ৩ অথবা ৪ ও উর্দ্ধকল্পে ৫ পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত নিষ্কর মুদ্দত মিনাহ[২৮] দেওয়া যাইবে। মুদ্দতান্তে চৌহুদ্দির অন্তর্গত সম্যকভূমি জরিপ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী নিরেখ তাহারই সহিত জোতদারী বন্দোবস্ত করা যাইবে।

স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণ মুদ্দত মিনাহের কাল অবধারণকরতঃ যতদূর সম্ভব প্রার্থিত ভূমির আনুমানিক পরিমাণ অবধারণপূর্ব্বক জঙ্গলাবাদী জোতদারী বন্দোবস্তের দিলাসা[২৯] চিঠি দিতে পারিবে।

দিলাসা চিঠির নকল ও প্রার্থনাদি কাগজাতের উপযুক্ত রেজিষ্টারী বিভাগীয় আফিসে নিম্নলিখিত ফারমে রক্ষিত হইবে। প্রতি মাসে তাহার নকল রাজস্ব বিভাগে প্রেরিত হওয়া আবশ্যক।

জঙ্গলাবাদী জোতদারী বন্দোবস্তের প্রার্থনা উপস্থিত হইলে ১৫ দিন মধ্যে আনুষ্ঠানিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া দিলাসা চিঠি প্রদান করিতে হইবে। আনুষ্ঠানিক কার্য্য সম্পন্ন করিতে ১৫ দিবসের অধিক গৌণ[৩০] হইলে উপযুক্ত কারণসহ এ অফিসে রিপোর্ট করা কর্ত্তব্য হইবে।

কোন ব্যক্তি জঙ্গলাবাদী জোতদারী বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়া উপযুক্ত সময়ে আবাদ না করিলে অন্যান্য রাজ্যের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী কার্য্য হইবে। অতএব

আদেশ

অবগতি ও আচরণার্থ ইহার প্রতিলিপি প্রত্যেক বিভাগে পাঠান যায়। এই মেমোর এবং ৩রা মাঘ তারিখের ৭১ নং সারকিউলারের মর্ম্ম স্থানে স্থানে বিজ্ঞাপন ও ঢোল সহরৎ দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাপন করা যায়। ইতি ১৩০২ ত্রিং ৮ই মাঘ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
বিভাগ ও থানার নাম	প্রার্থনাকারীর নামধাম ও প্রার্থনার তারিখ	প্রার্থিত ভূমির অবস্থা ও চৌহুদ্দি	ভূমির আনুমানিক পরিমাণ	যে বৎসর হইতে যত বৎসর মুদ্দত মঞ্জুর	দিলাসা চিঠির সন তারিখ	মন্তব্য

ভূমি ও ভূমি রাজস্ব এবং সাধারণ শাসন

জোতদারী বন্দোবস্তের কবুলিয়তের আদর্শ

ত্রিপুরাধীশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুরের পক্ষে
ডিবিসনের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক মহোদয় বরাবরে।

লিখিতং শ্রী পিতা সাকিন
পরগণে থানে ডিবিসন জাতি
থানার এলাকাধীন পরগণে মৌজে মধ্যে নিম্ন

চতুঃসীমাস্থিত মোয়াজি[৩১] ভূমি তপছিলের লিখিত নিরেখ[৩২] জমা ও ম্যাদে জোতদারী বন্দোবস্ত গ্রহণে আপনার বরাবরে ত্রিপুর গবর্ণমেন্ট সরকারে এই কবুলিয়ত দখিল করিলাম।

তপছিল

ভিট্টি		নাল		জলাশয়		পতিত				মোট জমি	ভিট্টি জমির জমা	নাল জমির জমা[৩৩]	জলাশয়ের জমা	পতিত জমির জমা	বার্ষিক জমা	ম্যাদ
জমি	নিরেখ	জমি	নিরেখ	জমি	নিরেখ	জমি	নিরেখ	জমি	নিরেখ							

১। নির্দ্ধারিত বার্ষিক জমা নিম্নলিখিত কিস্তিমতে আদায় করিয়া প্রচলিত নিয়মমতে দাখিলা লইব। দাখিলা ভিন্ন খাজনা আদায়ের জন্য দলিল প্রমাণ গ্রাহ্য হইবে না।

২। কিস্তি খেলাপ করিলে শতকরা মাসিক ২৲ টাকা হিসাবে সুদ দিব।

৩। খনন ও ভরাট পূর্ব্বক বন্দোবস্ত ভূমির কোন প্রকার অবস্থান্তর অথবা ফলবান কি মূল্যবান বৃক্ষ ছেদন করিলে তাহার ক্ষতিপূরণ দিব।

৪। আমার জোত দখলে এই ভূমির অতিরিক্ত ভূমি থাকা সাব্যস্ত হইলে তাহার জমা উপরের লিখিত হারে আদায় করিব।

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

এতদর্থে পাট্টা গ্রহণে কবুলিয়ত লিখিয়া দিলাম। ইতি—

তপছিল[৩৪] চৌহদ্দি —

কাত[৩৫] কিস্তিবন্দী--

R. K. Deb Barman

এই আদর্শ মঞ্জুর করা যায়। এতদনুসারে স্বাধীন রাজ্যের জোতদারী বন্দোবস্তের পাট্টা কবুলিয়ত লিখিত পড়িত হয়। ইতি ১৩০২ ত্রিং তারিখ ১৯শে অগ্রহায়ণ।

Sashi B. Bose
নায়েব দেওয়ান

M. R. Rai
কার্য্যাধ্যক্ষ

নিদর্শন—১৪

খনিজ পদার্থ সম্পর্কে

R. K. Deb Barman

রাজধানী আগরতলা
রাজস্ব বিভাগ

S. B. Bose
নায়েব দেওয়ান

M. R. Rai
কার্য্যাধ্যক্ষ

প্রসিডিং নং ৬৮

জানা যায় স্বাধীন রাজ্যের স্থানে স্থানে পাথুরে কয়লা প্রভৃতি নানাবিধ খনিজ পদার্থ আছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তৎসম্বন্ধে বিশেষ কোন অনুসন্ধান কি খনি আবিষ্কার করা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া খনি আবিষ্কার দ্বারা যাহাতে রাজ্যের আয় বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করা যাইতে পারে তদ্রূপ অনুষ্ঠান করা একান্ত কর্ত্তব্য। অতএব—

আদেশ

বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণ স্বীয় স্বীয় এলাকার পরিদর্শন উপলক্ষে খনিজ পদার্থ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রশ্নসমূহের অবস্থাঘটিত তদন্ত করিয়া এ আফিসে রিপোর্ট করিবে। এই তদন্তানুসন্ধান করিতে যাহাতে অতিরিক্ত ব্যয় না লাগে বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণ তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। খনি আবিষ্কারাদি কার্য্যে আবশ্যকীয় স্থলে যখন যে ব্যয়ের প্রয়োজন হইবে তাহার এস্টিমেটসহ এ আফিসে রিপোর্ট দ্বারা মঞ্জুরী লইতে হইবে।

১। কোন স্থানে কোনরূপ খনিজ পদার্থ আছে কিনা? এবং থাকিলে কিরূপ অবস্থায় কি পদার্থ আছে?

২। ঐ পদার্থ কত স্থান ব্যাপিয়া আছে অর্থাৎ আনুমানিক পরিমাণ কত?

৩। খনিজ স্থানের অব্যবহিত নিকট কোন নদী কি ছড়া আছে কি না? থাকিলে নৌকা চলাচলের উপযুক্ত কিনা ও তাহা খনিজ স্থান হইতে কতদূর ব্যবধান।

৪। খনিজ পদার্থ কি উপায়ে সহজে খনি হইতে বাহির করা যাইতে পারে?

৫। খনি হইতে খনিজ পদার্থ তন্নিকটবর্ত্তী নদী বা চড়াতে নামাইতে কিরূপ ব্যয়ের আবশ্যক।

৬। সবডিভিসন হইতে খনিজ স্থান কতদূর ব্যবধান ও কোন থানার অন্তর্গত।

অবগতি ও আচরণার্থ ইহার এক এক খণ্ড প্রতিলিপি প্রত্যেক সবডিভিসনে প্রেরিত হয়। ইতি সন ১৩০২ ত্রিপুরা তারিখ ২৭শে পৌষ।*

---

* যুবরাজ স্বরূপে রাধাকিশোরের এই আদেশের কয়েক বৎসর পরেই মহারাজের অভিপ্রায় অনুসারে স্বনামখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ প্রমথনাথ বসু মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে তৎকর্তৃক নির্বাচিত ভূতত্ত্ববিদ্ অশোক বসু মহাশয় ত্রিপুরা রাজ্যের খনিজ সম্পদ সম্পর্কে স্থানীয় অনুসন্ধানের ভিত্তিতে সমীক্ষা সম্পর্কে সবিস্তার রিপোর্ট রাজ্যসরকারের নিকট দাখিল করিয়াছিলেন।

নিদর্শন--১৫

চাক্‌মা জাতীয় জিরাতিয়া প্রজাগণ সম্পর্কে

সারকিউলার নং ৮

জানা যায় চাক্‌মা জাতীয় প্রজাগণ দলে দলে এ রাজ্যে আসিয়া কিয়ৎকাল বসতবাস করতঃ জুম করিয়া থাকে এবং জুমের কার্য্য শেষ হইলেই শস্যাদি লইয়া পুনঃ ভিন্ন রাজ্যে চলিয়া যায়। তাহারা এ রাজ্যে অবস্থান কালে নানাবিধ মূল্যবান বৃক্ষাদি চ্ছেদন এবং অন্যান্য প্রকারে সরকারী বিস্তর ক্ষতি করাও প্রকাশ পাইতেছে।

অতঃপর এই শ্রেণীর প্রজাগণ দ্বারা যাহাতে সরকারী কোনরূপ ক্ষতি হইতে না পারে তাহাতে······· দৃষ্টি রাখা পুলিশ কর্মচারীগণের কর্তব্য হইবে।

কি কি অসুবিধার দরুন তাহারা এ রাজ্য ছাড়িয়া যায় এবং কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে ও সুবিধা করিয়া দিলে ঐ সকল প্রজা এ রাজ্যে স্থায়ী রূপে বাস্তব্য করিতে পারে ও ভূমি চাষ আবাদের প্রতি মনোযোগী হয় তৎপক্ষে যত্ন করা বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক ও পুলিশ কর্মচারীগণের কর্তব্য হইবে।

আদেশ—

অবগতি ও আচরণার্থ প্রতিলিপি বিভাগসমূহে প্রেরিত হয়। ইতি ১৩০৪ ত্রিং তারিখ ২৫শে আষাঢ়।

Sd. Illegible
নায়েব দেওয়ান

Sd. Illegible
কর্ম্মাধ্যক্ষ

নিদর্শন—১৬

পার্বত্য প্রজাদিগের ঘরচুক্তি খাজনা আদায় সম্পর্কে.

অর্ডার নং ১৫

পার্ব্বত্য প্রজাগণের ঘরচুক্তি খাজনা আদায় উপলক্ষে যাহাদিগকে পূর্ব্বাপর রীত্যনুসারে এরূপ বকশিস দেওয়ার নিয়ম আছে......। এই বাবত যে টাকার প্রয়োজন হয় যথাসময় তাহার মঞ্জুরী গ্রহণ করা বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণের কর্ত্তব্য।

অবগতি ও আচরণার্থ প্রতিলিপি বিভাগসমূহে প্রেরিত হয়। ইতি ১৩০৪ ত্রিং তারিখ ২৯শে অগ্রহায়ণ।

Sd. Illegible
নায়েব দেওয়ান

Sd. Illegible
সহকারী কর্ম্ম্যাধ্যক্ষ

নিদর্শন—১৭

ঠাকুর ধনঞ্জয় দেববর্মা কর্তৃক ১৩০৬ ত্রিপুরাব্দে (১৮৯৭ খ্রীঃ) ত্রিপুরার মহাকরণের কতিপয় সেরেস্তা (হিসাব, বিচার, পূর্ত ইত্যাদি) পরিদর্শন সম্বন্ধীয় প্রদত্ত রিপোর্ট*

সংসৃষ্ট সেরেস্তা পরিদর্শন সম্বন্ধীয় রিপোর্ট

মুখবন্ধ

স্বাধীন ত্রিপুরাধিনাথ শ্রীশ্রীমন্মহারাজ বাহাদুরের অতীত ১৫ই পৌষ তারিখের ৫ নং রোবকারীর বিধানানুসারে ৬টি বিভাগের কার্য্যভার আমার প্রতি ন্যস্ত হইলে কার্য্যানুবর্ত্তী হইয়া বিভাগ সমূহের পরিদর্শন করিয়াছি। এই পরিদর্শনে যে যে বিভাগের যেরূপ অবস্থা ও কার্য্যপ্রণালী লক্ষিত হইয়াছে এবং এতদ্বারা যে যে রূপে উহার অবয়ব ও অবস্থা সংগঠিত ও গঠন পরিবর্তিত হওয়া অতীব প্রয়োজন, সংক্ষেপতঃ তত্তাবৎ শ্রীশ্রীমন্মহারাজ বাহাদুরের সুবিদিতার্থ নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে।

১ম, হিসাব বিভাগ

১। রাজ্যের নির্দ্ধারিত আয় ব্যয়ের সমাবেশ ও সামঞ্জস্য রক্ষার পক্ষে এই বিভাগই একমাত্র প্রধানতম উপাদান। বস্তুতঃ যে যে স্থানে যে যে রূপের সম্ভাবিত যত প্রকার আয়ব্যয়ের নির্দ্ধারণ ও সেই নির্দ্ধারণানুসারে

---

*মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্যের ১৩০৬ ত্রিং সনের ৫ নং রোবকারীর অনুসৃতিতে ত্রিপুরার সুসন্তান, ঠাকুরধনঞ্জয়দেববর্মা রাজ্যের হিসাব, বিচার, পূর্ত, চিকিৎসা, জেইল ও মিউনিসিপ্যাল বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক নিযুক্ত হইবার অত্যল্পকাল পরে তৎপ্রতি অর্পিত এই ছয়টি বিভাগীয় সেরেস্তার তৎকালীন অবস্থা পরিদর্শন পূর্বক রিপোর্টটি ঐ বৎসরই রাজ্যেশ্বর সমীপে প্রেরণ করেন। তাঁহার এই রিপোর্টমূলে প্রশাসনিক অবস্থাদির যথেষ্ট উন্নতি হয়।

রাজমন্ত্রী ব্রজমোহনঠাকুরের পুত্র ঠাকুরধনঞ্জয়দেববর্মা একাধারে অভিজ্ঞ এবং দূরদর্শী ও সুদক্ষ রাজকর্মচারী ছিলেন। ইহা ছাড়াও, সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। আলোচ্য এই প্রতিবেদনটিতে একদিকে যেমন রাজ্যের প্রশাসনের উচ্চতম সেরেস্তাগুলির আটাত্তর বৎসর পূর্বেকার অস্বস্তিকর আদি অবস্থা প্রতিফলিত হইতেছে, তেমনই অবস্থাদির ক্রম উন্নয়ন প্রচেষ্টাও লক্ষ্যণীয়। সর্বোপরি, এই মুদ্রিত প্রতিবেদনটি ধনঞ্জয়ঠাকুর সাহেবের সম্বন্ধে অভিনন্দন যোগ্য সাক্ষ্য বহন করিতেছে। সকল দিক হইতেই দলিলটির মূল্য অপরিসীম।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ধনঞ্জয়ঠাকুর সাহেব ইতিপূর্বেও ১২৯৩-১২৯৫ ত্রিং পর্যন্ত রাজমন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ভূমি ও ভূমি রাজস্ব এবং সাধারণ শাসন

সম্ভাবিত আয় ব্যয়ের সমাবেশ ও সামঞ্জস্য রক্ষা পায় কিনা এই বিভাগ দ্বারা উহার ক্ষুদ্রতম অংশ পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ পরীক্ষা এবং তদনুরূপ ফল ফলিত হওয়া হেতু এই বিভাগ দ্বারা নির্দ্ধারিত সমস্ত আয় ব্যয়ের সমাবেশ ও সামঞ্জস্য রক্ষা হইয়া থাকে। এজন্য ইহাকে "জেনারেল একাউন্ট" বলিয়া আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে। এই বিভাগ সম্বন্ধীয় সেরেস্তার কার্য্যে বর্ত্তমান সময়ে নিম্নলিখিত বহি সমস্ত ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, যথা :—

১। দৈনিক রেজেষ্টারী বহি।
২। আয় ব্যয়ের হেড্ওয়ারী খতিয়ান বহি।
৩। সংসারসংক্রান্ত সমস্ত ব্যয়ের নামওয়ারী খতিয়ান।
৪। শাসন সংক্রান্ত সমস্ত ব্যয়ের নামওয়ারী খতিয়ান।
৫। আমানতী বহি।
৬। হাওলাতী বহি।
৭। কর্জ্জলগ্নির হিসাব বহি।
৮। পূর্ত্ত বিভাগের খতিয়ান বহি।
৯। সর্ব্বপ্রকার বাজে খরচের খতিয়ান বহি।
১০। ডিপার্টমেন্টেল দণ্ডের বহি।
১১। খরচ ওয়াফছ্ জমার বহি।
১২। আপত্তির ফর্দ্দের বহি।
১৩। প্রাপ্ত কাগজের রেজেষ্টারী বহি।
১৪। প্রেরিত কাগজের রেজেষ্টারী বহি।
১৫। রসিদ বহি
১৬। বিষয় বিভাগের রেজেষ্টারী।
১৭। আফিসের কর্ম্মচারীর বেতনের বিল বহি।
১৮। সর্ব্বপ্রকার আয় ব্যয়ের মাসিক খতিয়ান।
১৯। বকেয়া দেনার রেজেষ্টারী বহি।
২০। মেমো ইত্যাদির নকল বহি।

২। উপরোক্ত ব্যবহৃত যে সমস্ত বহি ও সংখ্যা প্রদর্শিত হইল, উহার ফরম্ যথাস্থানে প্রদর্শিত হইবে বিধায় এস্থলে উহার কোন ফরম প্রদর্শন করা গেল না।

৩। এই স্বাধীন ত্রিপুর রাজ্যে বর্ত্তমান সময়ে সদর জেনারেল ট্রেজুরী সহ ৭টি ট্রেজুরী (রাজকোষ) প্রচলিত আছে। উল্লিখিত সমস্ত ট্রেজুরীর সর্ব্বপ্রকারের হিসাবাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা এবং পরীক্ষার ফলানুসারে কার্য্যে পরিণত করা এই হিসাব বিভাগের প্রধানতম কার্য্য। এতদ্ভিন্ন পুরাতন এবং অমীমাংসিত নিকাশগুলিও এই বিভাগে আলোচিত ও পরীক্ষিত হইয়া থাকে।

উপরোল্লিখিত বহিগুলির আবশ্যকতা ও কার্য্যকারিতা পরিশিষ্ট সংযোজিত ফরম দৃষ্টে বিদিত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু দীর্ঘ আয়তন বিশিষ্ট ফরমগুলি পর্য্যালোচনার সময় বিনষ্ট হওয়া আশঙ্কায় যে যে কার্য্যে যে সকল বহি ব্যবহৃত হয় তাহা সংক্ষেপে গোচর করিতে প্রয়াসী হইলাম।

১। দৈনিক রেজেষ্টারী বহি।

স্বাধীন রাজ্যস্থ ট্রেজুরী (ধনাগার) সমূহ হইতে প্রতিদিনের আয় ব্যয় ও ব্যয়াবশিষ্ট তহবিল সংক্রান্ত এক এক খানা দৈনিক হিসাব, হিসাব বিভাগে সমাগত হইয়া থাকে, তাহার বিশুদ্ধতা পরীক্ষান্তে এই দৈনিক বহি পূরণ করা হয়। সমস্ত স্বাধীন রাজ্যের ধনাগার সমূহের কোন ধনাগারে কোন তারিখে কত টাকা এবং সমস্ত কোষে মোট সমষ্টিতে কোন তারিখে কত টাকা মজুত ছিল তাহা সহজে এই বহি দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়।

২। আয় ব্যয়ের হেড্‌ওয়ারী খতিয়ান বহি।

প্রত্যেক ট্রেজুরীতে প্রতি আটদিনে যে যে বাবত যত টাকা জমা হইয়া যে যে বাবত যত টাকা খরচ হয়, তাহার বিবরণ সহ প্রত্যেক ট্রেজুরী হইতে প্রতি আট দিবস অন্তে রোকড়ের নকল নম্বরওয়ারি খরচের ভাউচার সহ হিসাব বিভাগে প্রেরিত হইয়া থাকে। হিসাব বিভাগে এই অষ্টাহিকের নকল আগত ভাউচার সহিত পরীক্ষিত হইয়া ব্যয়ের সমষ্টি হেড্‌ওয়ারী মতে এই বহিভুক্ত হয়। বেজাবেতা কি অন্যায়রূপে কোন টাকা খরচ পড়িয়া থাকিলে কিংবা ব্যয়ের দলিল অসম্পূর্ণ কি অশুদ্ধ হইলে অথবা উপযুক্ত রসিদের অভাব পরিলক্ষিত হইলে তৎসম্বন্ধে সংসৃষ্ট ট্রেজুরীতে আপত্য করা হয়, ও আপত্তির বিষয় মীমাংসিত হইলে তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়া থাকে। এই বহি দ্বারা দুইটি মহদুদ্দেশ্য সাধিত হয়। তন্মধ্যে একটি বন্ধানী ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করা অপরটি বিভাগীয় ট্রেজুরীর হিসাবগুলি পরিষ্কার করা। আয় অনুসারে ব্যয়ের বন্ধান করা যেরূপ অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়, বন্ধানী ব্যয় কোনরূপে অতিক্রম হইতে কিম্বা অনুচিতরূপে ব্যয়িত হইতে না দেওয়াও যে তদপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে তাহা উল্লেখ করা বাহুল্য। নূতন বজেট প্রস্তুত করার সময় ও এই বহিদ্বারা যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়। এবং এই বহিই সালতামামী ও সর্ব্বপ্রকার আয় ব্যয়ের কাগজ প্রস্তুতের একমাত্র মূল ভিত্তি।

৩ ও ৪। সংসার ও শাসন সংক্রান্ত সমস্ত ব্যয়ের নামওয়ারী খতিয়ান বহি।

এই বহিতে নিযুক্ত মাসরাদারাণ দরমাহদারাণ ও খচ্চিদারাণ প্রভৃতি সমস্ত বেতনভোগী কর্ম্মচারীর নাম লিখিত হয়। ২ নং হেড্‌ওয়ারি খতিয়ান বহির কার্য্য সম্পূর্ণ হওয়ার পর, ভাউচারের সঙ্গীয় বিল দৃষ্টে উল্লিখিত প্রাপকানের প্রাপ্ত টাকা ক্রমে তাহাদের নামে খরচের তারিখ সহিত খতিয়ান হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন দেবার্চ্চনের বাজে খরচ, পূর্ত্ত বিভাগের খরচ এবং খরচ ওয়াফছ জমা ইত্যাদিরও খতিয়ান করা হয়। এ খতিয়ান বহিটি দ্বারা আবশ্যকতা অনুসারে বহু বৎসরান্তেও কোন ব্যক্তি প্রাপ্য বেতন উল্লেখে কোন টাকা পাওয়ার দাবি করিলে সহজে তাহা মীমাংসিত হইতে পারে। তদ্ভিন্ন কোন ব্যক্তি অন্যায়রূপে বেতন বাবত দোকর কোন টাকা ট্রেজুরী হইতে গ্রহণ করিলে এই বহি দ্বারাই তাহা ধরিতে পারা যায়।

৫। আমানত বহি।

রাজ্যের সমস্ত ট্রেজুরীতে যে সময় যাহার নামে যে বাবত যে পরিমাণ টাকা আমানত জমা হয় তাহার প্রত্যেক আমানতকারীর নামওয়ারি হিসাব ইহাতে রক্ষিত হইয়া থাকে। এই হিসাব দ্বারা আমানত শোধের সময় কোন ট্রেজুরীতে কোনরূপ ভ্রম সংঘটিত হইলে সহজে তাহা ধৃত ও সংশোধিত হইতে পারে।

৬। হাওলাত বহি।

আমানতকারীর নামের যেরূপ হিসাব রক্ষিত হয়, হাওলাত গ্রহীতার নামেরও তদ্রূপ হিসাব রক্ষিত হইয়া থাকে। কোন স্থানে হাওলাত গ্রহীতা হইতে হাওলাতী টাকা আদায়ের পক্ষে কোনরূপ শিথিলতা পরিলক্ষিত হইলে হাওলাতী বহি দৃষ্টে সহজে তাহার উপযুক্ত প্রতিবিধান করা যাইতে পারে। এজন্যই এই বহির প্রয়োজন।

৭। কর্জ্জলগ্নির হিসাব বহি।

আমানত ও হাওলাতের ন্যায় সমস্ত ট্রেজুরীর কর্জ্জলগ্নি টাকারও এক হিসাব রক্ষিত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা হাওলাতী টাকার ন্যায় কর্জ্জ টাকা আদায়ের উপায় অনুষ্ঠিত হয় ও কোন স্থানে কর্জ্জ টাকার সুদ অন্যায়রূপে গৃহীত কি পরিত্যক্ত হইল, বুঝা যায় এবং তদ্দ্বারা সংশোধন করা যাইতে পারে।

৮। পূর্ত্ত বিভাগের খতিয়ান বহি।

বর্ত্তমান সময়ে এই বহিতে কেবল পূর্ত্ত সংক্রান্ত যে কার্য্যের বাবত যত ব্যয় হয় মোটামোটি রকমে তাহার হিসাব রক্ষিত হইতেছে। অন্যান্য বিভাগের ব্যয়ের ন্যায় পূর্ত্ত বিভাগের ব্যয়ের হিসাবও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষিত হইয়া যথাসময়ে হিসাব পরিষ্কার হওয়া যে আবশ্যক, বলা বাহুল্য। এতৎসম্বন্ধে পূর্ত্ত বিভাগের অবস্থা আলোচনার সময় বিশদরূপে বিবৃত হইবে।

৯। সর্ব্বপ্রকার বাজে খরচের খতিয়ান বহি।

২ নং হেড্‌ওয়ারী খতিয়ান বহিতে বাজে খরচের মোটামোটি হিসাব রক্ষিত হইয়া থাকিলেও তাহাতে খরচের বারিজ রাখার সুবিধা না থাকায় আবশ্যকানুসারে বারিজ অনুসন্ধান করার পক্ষে নিতান্ত অসুবিধার কারণ হয়। এই অসুবিধা দূরীকরণার্থে এই বহি রাখার প্রয়োজন।

১০। ডিপার্টমেন্টেল দণ্ডের বহি।

রাজকর্ম্মচারীগণের মধ্যে কেহ কোন অপরাধ করিলে, যদি সেই অপরাধ আদালত কর্ত্তৃক দণ্ডনীয় না হয়, তবে রাজকার্য্যের সুবিধা সুশৃঙ্খলা সংবিধানার্থ ডিপার্টমেন্টেল দণ্ডের বিধান করা হইয়া থাকে। কোন কর্ম্মচারী কি অপরাধ বা কি ত্রুটিমূলে কি প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই বহিতে সন্নিবেশিত হয়। রাজকর্ম্মচারীদিগের দোষ গুণ পর্য্যালোচনাকরতঃ তাহাদিগকে উন্নত অবনত করার পক্ষে এই বইখানা অতীব প্রয়োজনীয়। প্রত্যেক কর্ম্মচারীর সার্ভিস বুকের প্রচলন হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে স্থানান্তরে উল্লিখিত হইবে।

১১। খরচ ওয়াফছ জমা বহি।

হিসাব পরীক্ষান্তে যে সকল খরচ পড়া টাকা আপত্তিমূলক বলিয়া স্থিরকৃত হয় তাহা ওয়াফছ জমার জন্য হিসাব বিভাগ হইতে সংসৃষ্ট ট্রেজুরীতে আপত্তির ফর্দ্দ প্রেরিত হইয়া থাকে এবং ঐ আপত্তি অনুসারে যে সকল টাকা পুনঃ রাজকোষে জমা হইয়া থাকে এই বহিতে তাহারই হিসাব রক্ষিত হয়।

১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭ ও ২০ নং বহিগুলি আফিসের জাবেদা কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং তদ্বিবরণ গোচর করিতে হইলে রিপোর্টের কলেবর অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া পড়ে, অতএব অনাবশ্যকবোধে পরিত্যক্ত হইল।

১২। সর্ব্বপ্রকার আয় ব্যয়ের মাসিক খতিয়ান বহি।

মাসান্তে ভিন্ন ভিন্ন ট্রেজুরী হইতে আগত অষ্টাহিকের সর্ব্বপ্রকার আয় ব্যয়ের মোট হেড্‌ওয়ারী একটি কাগজ পূর্ব্ব বৎসরের আয় ব্যয়ের সহিত তুলনাপূর্ব্বক প্রস্তুত করা হয়। এতদ্দ্বারা পূর্ব্ব বৎসর ও চলিত বৎসরের আয় ব্যয়ের পর্য্যালোচনা করতঃ আবশ্যকানুসারে অনাবশ্যক ব্যয়ের হ্রাস ও আয় বৃদ্ধির অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে।

১৩। বকেয়া দেনার রেজেষ্টারী বহি।

বকেয়া বাকী উল্লেখে পূর্ব্বে অনেকে রাজকোষ হইতে অন্যায় মতে টাকা নেওয়া দাবী করিত, তাহা নিবারণার্থ দাবিদারাণ হইতে তাহাদের দাবিকৃত টাকার লিষ্ট সংগ্রহকরতঃ এই বহিতে বর্ণমালানুসারে তাহাদের নামভুক্ত করা হইয়াছে, এবং দলিলাদি পর্য্যালোচনায় প্রকৃতরূপে কোন দাবি স্থির হইলে ক্রমে এই বহিতে দাবিকৃত টাকা উশুল দিয়া পরিশোধ করা হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা উক্ত অন্যায় দাবির পথ একপ্রকার রুদ্ধ হইয়াছে।

উল্লিখিত বহিগুলির কার্য্য ব্যতীত আবশ্যকানুসারে হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যের ফরমাদিও এ আফিস হইতে প্রচারিত হয়।

হিসাবাদির সুশৃঙ্খলার জন্য যে সকল বহি ব্যবহৃত হইতেছে ও নিয়ম প্রচলিত আছে তাহা সর্ব্বাঙ্গীন সুসম্পন্ন বলিয়া স্বীকার করা না গেলেও বর্ত্তমান সময়ে তাহা পরিবর্ত্তন করার বিশেষ প্রয়োজন লক্ষিত হয় না। আগামী বর্ষের প্রথম হইতে আবশ্যকানুরূপ পরিবর্ত্তনাদি করাই সঙ্গত ও সুবিধাজনক, কিন্তু নিম্নলিখিত বিষয় বর্ত্তমান সময় হইতেই অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন।

সরকারী জিনিষাদি কি কি কোথায় কি অবস্থায় আছে কোন স্থানেই তাহার মোট বিশুদ্ধ হিসাব নাই। এরূপ একটি হিসাব না থাকায় অনেক সময় উপযুক্ত যত্নের ত্রুটিতে উহা অপচিত ও অপহৃত হইয়া থাকে। উপযুক্তরূপে জিনিষের লিষ্ট সংগৃহীত থাকিলে অন্যায়রূপে জিনিষ ক্রয় দ্বারা যে ক্ষতি হয় তাহা নিবারিত হইতে পারে।

বর্ত্তমান সময়ে সার্ভিস বহি প্রচলিত নাই। সার্ভিস বহিতে কর্ম্মচারিগণের কার্য্যকালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত হইয়া থাকে। উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন শ্রেণী, এই ত্রিবিধ আকারের বহি সরকার হইতে প্রস্তুত করিয়া নির্দ্দিষ্ট মূল্যে কর্ম্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করিলে সরকারের অতিরিক্ত কোন ব্যয়ের প্রয়োজন হইবে না। এই বহির যে আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে তাহাতেই ইহার প্রয়োজনীয়তা বুঝা যাইবে। তবে এতৎসম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ এই উল্লেখ করা যাইতেছে যে ইহাতে কর্ম্মচারীর দোষ, গুণ, কার্য্যদক্ষতা, কতকাল যাবত কার্য্য করিতেছে কি কি কার্য্য করিয়াছে ইত্যাদি সমস্ত বিষয় লিখিত থাকিবে, কোন সময়ে কোন উচ্চশ্রেণীর কার্য্য খালি পড়িলে এই বহি আলোচনাপূর্ব্বক উপযুক্ততা অনুসারে ঐ কর্ম্মচারীকে কার্য্যে নিয়োগ করা হইবে। ইহা কর্ম্মচারিগণের পক্ষে যেমন প্রথম শ্রেণীর দলিল, তেমন কর্ম্মচারীর দেওয়া দর্শন বিষয়েও ন্যায়াবলম্বন করার প্রশস্ত উপায় এবং এজন্য এই সার্ভিস বহির প্রয়োজন।

২য়, পূর্ত্ত বিভাগ।

রাজ্যের মোট আয়ের* প্রায় $\frac{১}{১০}$ অংশ পূর্ত্ত কার্য্যে ব্যয়িত হয়। সমস্ত প্রকার পূর্ত্ত কার্য্য সম্পাদনের জন্য পূর্ত্ত বিভাগের অধীনে ইঞ্জিনিয়ার আফিস স্থাপিত রহিয়াছে। ইঞ্জিনিয়ার আফিসের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির, দোষগুণ বিচার, এবং এষ্টিমেটের ন্যায্যান্যায্য পরীক্ষা করাই পূর্ত্ত বিভাগের প্রধানতম কর্ত্তব্যকর্ম্ম।

যে উদ্দেশ্যে পূর্ত্ত বিভাগ সৃষ্টি হইয়াছিল ইহা দ্বারা সেই উদ্দেশ্য কিছুমাত্র সংসাধিত হয় নাই। পূর্ত্ত বিভাগে মাত্র কাগজ বিলির একখানা বহি ও কয়েকটি কাগজের বাণ্ডেল পাওয়া গিয়াছে। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে হিসাব বিভাগের একজন আমলাকে মাসিক মং ৩৲ টাকা হারে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দিয়া এই গুরুতর কার্য্য নির্ব্বাহ করা হইতেছে!!

বর্ত্তমান সময়ে পূর্ত্ত বিভাগের কার্য্য যেরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থায় আছে, তাহা দূরীকরণার্থ নিম্নলিখিতরূপে পূর্ত্ত বিভাগ গঠিত এবং তদ্ব্যবহারার্থ নিম্নলিখিতরূপ বহিগুলি প্রচলন করা একান্ত সঙ্গত মনে করি।

১। এষ্টিমেটের নকল বহি।
২। কার্য্যওয়ারি মঞ্জুরী বহি।
৩। নিকাশ জমা বহি।
৪। এমারত ও গৃহাদির রেজেষ্টারী বহি।
৫। বজেট ও অন্যান্য আদেশ দ্বারা মঞ্জুরী টাকার রেজেষ্টারী বহি।
৬। কন্ট্রাক্ট রেজেষ্টারী বহি।
৭। চিঠিপত্রাদি প্রাপ্তির জমা বহি।
৮। সেহা বহি।

উপরিউক্ত বহিগুলি যে ভাবে ব্যবহৃত হইবে নিম্নে সংক্ষেপে তত্তাবৎ বিবৃত করা গেল।

১। এষ্টিমেটের নকল বহি।

ইঞ্জিনিয়ার কর্ত্তৃক যে সকল এষ্টিমেট প্রস্তুত হইয়া মঞ্জুরীর জন্য সমাগত হইবে মোটামোটিভাবে তাহা পরীক্ষা করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রত্যেক জিনিষের সংখ্যা ও আকৃতিগত পরিমাণ ও মূল্য এই বহিতে লিখিত হইবে। তৎপর খরচের বিল অনুসারে যে বাবতের যত টাকা ট্রেজুরী হইতে দেওয়া হয়, তাহা ক্রমে বাদ পড়িবে।

*এই রিপোর্ট প্রস্তুতকালে অর্থাৎ ১৩০৬ ত্রিপুরাব্দে ত্রিপুরারাজ্যের (জমিদারী বাদে) আয় ছিল, বার্ষিক প্রায় ছয় লক্ষ টাকা।

২। কার্য্যওয়ারী মঞ্জুরী বহি।

এই বহিতে কোন্ কার্য্যবাবত কত টাকা মঞ্জুর হয় এবং মঞ্জুরী টাকা মধ্যে যে পরিমাণ টাকা খরচ পড়ে তাহার মোট হিসাব রক্ষিত হইবে।

৩। নিকাশ জমা বহি।

কার্য্যান্তে ইঞ্জিনিয়ার আফিস হইতে নিকাশ পূর্ত্ত বিভাগে সমাগত হইয়া এই বহিতে জমা হওয়ার পর পরীক্ষিত হইয়া মন্তব্যযুক্তে হিসাব বিভাগে প্রেরিত ও তথায় পুনঃ পরীক্ষিত হইবে।

৪। এমারত ও গৃহাদির রেজেষ্টারী বহি।

এই বহিতে সরকারী যে সকল এমারত ও গৃহাদি আছে, আবশ্যকীয় বিবরণসহ তাহার লিষ্ট থাকিবে। এতদ্বারা দালান ও গৃহাদি মেরামতের কার্য্যের আবশ্যকতা বুঝিবার সুবিধা হইবে।

৫। বজেট ও অন্য আদেশ দ্বারা মঞ্জুরীকৃত টাকার রেজেষ্টারী বহি।

এই বহি দ্বারা মোট মঞ্জুরী অতিক্রম হয় কিনা, কেবল তাহাই দেখিবার সুবিধা হইবে।

৬। কন্ট্রাক্ট রেজেষ্টারী বহি।

এই বহিতে কার্য্য খাসেকি কন্ট্রাক্টে সম্পন্ন করা হয় তাহা লিখিত থাকিবে, কন্ট্রাক্টের সর্ত্ত সংক্ষিপ্ত-ভাবে লিখিত হইবে। এতদ্দ্বারা কার্য্যের অবস্থা ও উপযুক্ত সময়ে কার্য্য সম্পাদিত হয় কিনা তাহা সহজে জানা যাইবে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে পূর্ত্ত বিভাগের কার্য্য সম্পাদনার্থ কোন কর্ম্মচারী নাই। সুতরাং পূর্ত্ত বিভাগের কার্য্য নিয়মিতভাবে সম্পাদন করিতে হইলে অন্যূন ২ জন কর্ম্মচারীর প্রয়োজন; তন্মধ্যে একজন পূর্ত্ত সংক্রান্ত কার্য্যে অভিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। কথিত দুইজন কর্ম্মচারী একত্রে নিযুক্ত না করিয়া আপাততঃ মাসিক ২০৲ বিশ টাকা বেতনে একজন মোহরের নিযুক্ত রাখিয়া তদ্দ্বারা কার্য্য লওয়া যাইবে।

৩য়, বিচার, চিকিৎসা, জেইল ও মিউনিসিপ্যাল

উপরি উল্লেখিত বিভাগ চতুষ্টয়ের কয়েকটি বাণ্ডেল মাত্র পাওয়া গিয়াছে। পূর্ত্ত বিভাগের অবস্থা অপেক্ষা এই বিভাগ চতুষ্টয়ের অবস্থাও কোন অংশে উন্নত বলিয়া পরিলক্ষিত হয় না।

রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ়করণার্থ বিচারই যে একমাত্র উপাদেয় উপাদান তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। বিচার-বিভ্রাট এবং বিচার-শিথিলতার সহিত রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল ও উন্নতি অবনতির অতি নৈকট্য সম্বন্ধ রহিয়াছে, সুতরাং যাহাতে এবম্বিধ গুরুতর বিভাগের ক্ষমতা ও কার্য্যের কোনরূপ অপব্যবহার না হয় তৎপ্রতি বিশেষ সতর্ক ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা প্রধানতম কর্ত্তব্য। বিচার-সংক্রান্ত কার্য্যের মাস্কাবারাদি কতকগুলি কাগজ অধস্তন বিচারাদালত হইতে বিচার বিভাগে সমাগত হইত। (১) বিচার বিভ্রাট নিবারণ ও বিচার বিভাগের জাবেদা কার্য্যাদি সুশৃঙ্খলার সহিত যথাসময়ে সম্পাদিত হওয়ার দায়িত্ব যখন যথাক্রমে আপীল ও খাষ আপীল আদালতের উপর ন্যস্ত আছে এবং তদনুসারে মাস্কাবারাদি তথায় প্রেরিত হইয়া থাকে, তখন অধস্থ আদালত হইতে মাস্কাবারাদি পুনঃ গ্রহণ করতঃ অনাবশ্যকরূপে কার্য্যবৃদ্ধি করা সঙ্গত বোধ না হওয়ায় তাহা রহিত করিয়া কেবল ত্রৈমাসিক প্রেরণের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। (২) এতদ্ভিন্ন নরহত্যা, রাজদ্রোহিতা, ডাকাতি প্রভৃতি গুরুতর পুলিশ ধর্ত্তব্য মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পর তৎসম্বন্ধে সাময়িক রিপোর্ট প্রেরণেরও নিয়ম করা হইয়াছে, সাময়িক রিপোর্ট দৃষ্টে কোন মোকদ্দমার অবস্থা বিশদরূপে পরিজ্ঞাত হওয়ার আবশ্যক হইলে, সংশ্লিষ্ট নথি আনিয়া দৃষ্টি করিলেও তদুদ্দেশ্য সংসাধিত হইতে পারিবে।

. বিচার সংক্রান্ত আইন, নিয়ম, এবং ফরমাদি পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন, সংশোধন ও নূতন প্রণয়ন করা আবশ্যক কিনা এবং প্রচারিত নিয়মাদি কার্য্যে পরিণত হয় কিনা তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখাই এই বিভাগের প্রধানতম কর্ত্তব্যকার্য্য।

আফিসের জাবেতা কার্য্যোপযোগী জমা বহি, সেহা বহি প্রভৃতি বহিগুলি ব্যতীত নিম্নলিখিত বহিসকল রাখার প্রয়োজন হইবে।

১। বিচারকের রেজেষ্টারী বহি।
২। প্রচলিত ফরম বহি।
৩। আইনের পাণ্ডুলিপি বহি।
৪। সারকিউলার বহি।
৫। বিচারিত মোকদ্দমার ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও সালতামামীর রেজেষ্টারী বহি।

১। বর্ত্তমান সময়ে বিচারাদালতের বিচারিত মোকদ্দমার ন্যায্যান্যায্য পর্য্যালোচনান্তর কোনরূপ প্রতিকার করা হয় না, সুতরাং দায়েরী মোকদ্দমাগুলি কোনরূপে নিষ্পত্তি করিয়া ফাইল পরিষ্কার করাও প্রধান লক্ষ্য-স্থানীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহা যে সুবিচার পক্ষে মহৎ অন্তরায় ও আপত্তিজনক তাহাতে সন্দেহ নাই, বিচারফলের সহিত বিচারকদিগের উন্নতি অবনতির নৈকট্য সম্বন্ধ সংস্থাপিত না হইলে সহজে ইহার গতিরোধ করার অন্য উপায় নাই, সুতরাং বিচারকদিগের বিচারকার্য্যের ফলাফলের রেজেষ্টরী রাখা আবশ্যক। এই বহিতে বিচারক-দিগের নাম ও তাহাদের বিচারিত মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত ফলাফল লিখিত থাকিবে।

২।৩।৪।৫ নং বহি সম্বন্ধে গোচর করার বিষয় কিছু নাই বলিয়া তাহা উল্লেখ করা হইল না, ইহা জাবেতা কার্য্যের বহি সামীলেও গণ্য করা যাইতে পারে।

চিকিৎসা বিভাগ।

কাগজদৃষ্টে এই বিভাগের কার্য্য যদৃচ্ছাভাবে পরিচালিত হওয়াই পরিলক্ষিত হয়। চিকিৎসা বিভাগের অধীনেই ষ্টেটট ফিজিসিয়ান আফিস। রাজ্যের স্থাপিত সমস্ত চিকিৎসালয়ের কার্য্যাদির জন্যই প্রথমত সাক্ষাৎ সম্পর্কে ষ্টেটট ফিজিসিয়ান আফিস দায়ী এবং ষ্টেটট ফিজিসিয়ান আফিসের কার্য্যের ঔচিত্যানুচিত্য চিকিৎসা বিভাগের পরীক্ষণীয়। বর্ত্তমান সময়ে এই উদ্দেশ্য ও সাধারণ নিয়ম কার্য্যে পরিণত না হইয়া এরূপ বিকৃত ও বিপরীতভাবে কার্য্য পরিচালিত হইতেছে যে, তদ্দারা ষ্টেটট ফিজিসিয়ান আফিসের অস্তিত্ব স্বীকার করা দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। চিকিৎসা বিভাগ সংক্রান্ত কার্য্যপ্রণালী ও নিয়মাদি বিবৃতিপূর্ব্বক পশ্চাৎ গোচর করা যাইবে। বর্ত্তমান সময়ে তদালোচনা করা এই রিপোর্টের উদ্দেশ্য নহে বলিয়া স্থগিদ রাখা গেল।

জাবেদা কার্য্যের আবশ্যকীয় বহিগুলি ভিন্ন ইন্‌ডোর ও আউট্‌ডোর রোগীর ও যন্ত্রাদির রেজেষ্টারী চিকিৎসা বিভাগে রক্ষিত হইবে। প্রথমোক্ত বহিখানাতে রাজ্যে মাসিক কোন প্রকারের কত রোগী চিকিৎসিত হয় তাহা ও চিকিৎসার কার্য্যকারিতার ফল লিখিত থাকিবে, দ্বিতীয় বহিদ্বারা কোন চিকিৎসালয়ে কোন কার্য্যের কিরূপ অস্ত্র আছে তাহা লিপিবদ্ধ হইবে, শেষোক্ত বহিদৃষ্টে কোনস্থানে কোন অস্ত্রের অভাব থাকিলে আবশ্যকানুসারে তাহা পূরণ করা যাইবে এবং কোন স্থানে অনাবশ্যকরূপে কোন অস্ত্র থাকিলে তাহাও আবশ্যকানুসারে স্থানান্তরে ব্যবহারের বন্দোবস্ত করা যাইতে পারিবে।

জেইল।

কর্ম্মচারী নিযুক্তের কার্য্য ভিন্ন জেইল সংক্রান্ত অন্যান্য আবশ্যকীয় কোন কার্য্যই রীত্যনুসারে বর্ত্তমান সময়ে জেইল বিভাগে সম্পাদিত হয় না বলা অত্যুক্তি মাত্র। সমস্ত জেইলের অবস্থা পরিজ্ঞাত থাকা, কয়েদী ও কার্য্যের সুবিধার অনুসন্ধান ও আবশ্যকানুসারে তাহার প্রতিকার করা এবং কয়েদীর চরিত্র উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখাই জেইল বিভাগের প্রধানতম কর্ত্তব্য।

ভূমি ও ভূমি রাজস্ব এবং সাধারণ শাসন

বর্ত্তমান সময়ে উল্লেখিত বিষয়গুলি পরিজ্ঞাত হওয়ার উপযুক্ত কোন কাগজই পাওয়া যায় নাই, এবং তাহা সংগৃহীত হওয়ার অনুষ্ঠান হইয়াছিল এমতও দৃষ্ট হয়না। আপাততঃ জেইল সংক্রান্ত কার্য্যের জন্য জাবেতা বহি ভিন্ন নিম্নলিখিত বহিগুলি প্রচলন করা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

১। কয়েদীর হুলিয়া বহি।
২। কয়েদীর চরিত্র বহি।
৩। কয়েদীর মস্কাবার।
৪। আয় ব্যয়ের মাসিক হিসাব।
৫। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জেইল হস্পিটালের রিপোর্ট।
৬। হাজতী বই।

১। হুলিয়া বহি।

এই বহিতে কয়েদীর নাম, ধাম, পিতার নাম, বয়স, জাতি, শরীরের গঠন ও চিহ্নাদি বিষয় লিখিত থাকিবে।

২। কয়েদীর চরিত্র বহি।

কারাগারে কয়েদীর চরিত্র কিরূপ থাকে, মাসান্তে জেইল হইতে তাহার রিপোর্ট গ্রহণান্তর এই বহিতে লিপিবদ্ধ করা হইবে। চরিত্রদৃষ্টে আবশ্যকানুসারে কোন কয়েদীর উপর কোনরূপ অনুগ্রহ করা কি কঠোরতা অবলম্বন করার প্রয়োজন হইলে এই বহি দ্বারা তাহার বিচার করা সহজ হইবে। চরিত্রহীন ব্যক্তির সংশোধনই কারাগারের প্রধান উদ্দেশ্য। চরিত্রদৃষ্টে কয়েদীর প্রতি ব্যবহার করা হইলে তদ্দৃষ্টে অনেকেই যে চরিত্র সংশোধনে প্রয়াসী হইবে তাহা অনুমান করা অযৌক্তিক নহে। চরিত্রবান প্রজাকে রাজোন্নতির একটি অঙ্গ বলা অন্যায় নহে।

৩। কয়েদীর মাস্কাবার।

ইহাতে কি অপরাধে কোন কয়েদী কতদিনের জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছে এবং কোন তারিখে মুক্তিলাভ করিবে ইত্যাদি বিষয় লিখিত থাকিবে।

৪। আয়ব্যয়ের মাস্কাবার।

এতদ্দ্বারা কতজন কয়েদীর দ্বারা মাসিক কি কার্য্যে কি পরিমাণ আয় হয় এবং মোট কত জেইল রসদ ব্যয় হয় ও প্রত্যেক কয়েদীর জন্য কত ব্যয়ের প্রয়োজন তাহা সহজে নির্ণীত হইতে পারিবে।

৫। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জেইল হস্পিটেলের রিপোর্ট।

ইহা দ্বারা কোন জেলে কয়েদী কিরূপ সুস্থ থাকে তাহা জানিয়া আবশ্যকানুসারে কয়েদীর স্থান পরিবর্ত্তনের সুবিধা করা যাইবে এবং হস্পিটালে ডাক্তারের চিকিৎসার নিপুনতাও পরীক্ষিত হইতে পারিবে। এই রিপোর্টে কোন কয়েদী কি রোগগ্রস্ত হইয়া এবং কতদিন চিকিৎসিত হইয়া আরোগ্য বা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে তাহা বিশদরূপে বর্ণিত থাকিবে।

৬। হাজতী বই।

এই বহি দ্বারা বিচার বিভাগের কার্য্যের আংশিক পরীক্ষা করা যাইবে। কোন হাজতী কি অপরাধে কতদিন হাজত ভোগ করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছে বা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে তাহা লিখিত থাকিবে। ইহা দ্বারা অনাবশ্যক বা অন্যায়রূপে কোন বিচারক কোন ব্যক্তিকে হাজতে রাখিলে তাহারও প্রতিকারের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারিবে।

মিউনিসিপাল বিভাগ।

এই বিভাগের বর্ত্তমান অবস্থা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, ব্যবহারের উপযুক্ত কোন কাগজ নাই। অন্যান্য সেরেস্তার ন্যায় এই বিভাগেও জাবেদা কার্য্যের আবশ্যকীয় বহিগুলি রক্ষিত হইবে; তদ্ভিন্ন মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত সমস্ত স্থানের আবশ্যকীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বলিত বিশুদ্ধ একখানা মানচিত্র, ও কার্য্যওয়ারী হিসাবের একখানা বহি এবং মিউনিসিপাল কমিটির কার্য্যবিবরণী বহি থাকিবে। মানচিত্র দ্বারা নগরের অবস্থা দৃষ্টিকরা ও আবশ্যকানুসারে তাহার সংস্কারাদির অনুষ্ঠান করার সুবিধা হইবে। কার্য্যওয়ারী বহি দ্বারা কোন কার্য্য বাবদ কি পরিমাণ ব্যয় হয় এবং বার্ষিক সমষ্টিতেই বা কি পরিমাণ ব্যয় হইল, তাহা জানিবার সুবিধা হইবে। বর্ত্তমান সময়ে যে নিয়মে মিউনিসিপালিটির কার্য্য পরিচালিত হইতেছে তাহা প্রকৃষ্ট নহে। মিউনিসিপালিটির কার্য্য সম্বন্ধে সাধারণের মতামত গ্রহণ ও সহানুভূতি আকর্ষণ করা আবশ্যক; এতদ্ভিন্ন মিউনিসিপালিটির সংসৃষ্ট কার্য্যের বিচারাদি ও ট্যাক্স ধার্য্য সম্বন্ধে নিয়মাবলী প্রণয়ন করা আবশ্যক। এই রিপোর্টে ঐ সকল বিষয় আলোচ্য নহে বলিয়া স্থগিদ রাখা গেল। মিউনিসিপাল কমিটির কার্য্যবিবরণ ও নির্দ্ধারণাদি এই বহিতে সন্নিবেশিত হইবে।

উপরের লিখিত সেরেস্তাসমূহে যে যে বহি রক্ষিত হইবে তাহা যথাস্থানে বিবৃত করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক সেরেস্তায় এক এক খণ্ড অর্ডার বহি এবং পরিদর্শন বহিও রক্ষিত হইবে এবং তাহাতে সেরেস্তার কর্ম্মচারীগণের কার্য্যাদি সমালোচিত হইবে এবং তদনুসারে সংসৃষ্ট কর্ম্মচারীগণ পুরস্কৃত বা তিরস্কৃত হইবে।

উন্নতি ও অবনতি

আমার প্রতি অর্পিত বিভাগগুলির বর্ত্তমান অবস্থা যেরূপ গঠনে গঠিত করা আবশ্যক তাহা অতি সংক্ষেপে গোচর করা হইয়াছে। কার্য্য পরিচালন সম্বন্ধে যে বন্দোবস্ত আছে ও যাহা করা একান্ত আবশ্যক তাহাও অতি সংক্ষেপে নিম্নে গোচর করিতে প্রয়াসী হইলাম।

বর্ত্তমান নিযুক্তিয় কর্ম্মচারী	বর্ত্তমান মাসিক বেতন	প্রস্তাবিত কর্ম্মচারী ও বেতন	
হিসাব বিভাগ			
হেড্‌মোহরের ২জন, ২৫৲ হিঃ	৫০৲	সেরেস্তাদার ১জন	৩০ টাকা
মোহরের ৪জন, ৩জন ১৫৲ হিঃ ১জন ১২৲ হিঃ	৫৭৲	পেস্কার ১জন	৩০ টাকা
		হেড্‌মোহরের ১জন	১৮ টাকা
		মোহরের ৫জন ৩জন ১৬৲ হিঃ ১জন ১২৲ হিঃ ১জন ১০৲ হিঃ	৭০ টাকা
		দপ্তরী ১জন	৭ টাকা
		আরদালী ১জন	৬ টাকা
		জমাদার ১জন	৭ টাকা
		পিয়ন ১জন	৬ টাকা
পূর্ত্ত বিভাগ		পাঙ্খা বরদার ১জন ৬ মাসের জন্য	৫ টাকা
মোহরের ১জন	৩৲	মোহরের ১জন	২০ টাকা
বিচার, চিকিৎসা ও জেইল			
ক্লার্ক ১জন	২৫৲	চিকিৎসা ও মিউনিসিপালিটির	
মোহরের ১জন	১৫৲	মোহরের ১ জন	১৫ টাকা

(অসম্পূর্ণ)*

*এই মুদ্রিত রিপোর্ট'টি এ পর্যন্তই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অবশিষ্টাংশ পাওয়া যায় নাই। এই রিপোর্টের সঙ্গে সংসৃষ্ট বিভিন্ন বিভাগে তৎকালে ব্যবহৃত ও ব্যবহারের জন্য প্রস্তাবিত ২৮টি ফরমের আদর্শ পরিশিষ্টের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল—সেগুলি দেওয়া হইল না।

নিদর্শন—১৮

রাজপরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণের দখলীয় মিনাহ তালুক খাস দখলে আনা সম্পর্কে*

শ্রীহরি

R. K. Deb Barman

মেমো নং ৪৪

যেহেতু স্বাধীন রাজ্য ও জমিদারী মধ্যে বহুপরিমাণ ভূমি রাজপরিবারবর্গের দখলে মিনাহ ও সামান্য কর ধার্য্যে তালুক ইত্যাদি নিযুক্ত আছে। এতন্নিবন্ধন যে রাজ্যের আয়ের যথেষ্ট খর্ব্বতা হইয়া রহিয়াছে এবং উন্নতির ব্যাঘাত হইতেছে, তাহা উল্লেখ করা বাহুল্য। রাজপরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিই নিয়মিত ভরণপোষণ এবং আকস্মিক কার্য্য চালাইবার জন্য যথোপযুক্ত ব্যয় পাইয়া আসিতেছে, এমত অবস্থায় তাহাদিগকে উল্লিখিত-রূপ তালুক ইত্যাদি দিয়া রাজ্যের উন্নতির ব্যাঘাত করা কোন ক্রমেই সঙ্গত বোধ হয় না; বরঞ্চ তাহা খাস করিলে রাজকোষের উন্নতি এবং রাজ্যের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। অতএব

আদেশ হইল যে,

স্বাধীন রাজ্য মধ্যে উল্লিখিত প্রকারের যে সমস্ত মিনাহ তালুক ইত্যাদি আছে, তাহা একদা খাস করিয়া একমাস মধ্যে স্থিতের কাগজ দাখিল করাইয়া লওয়ার ও খাস সামিলে উশুল তহশীলের বন্দোবস্ত করার কারণ এই মেমোর প্রতিলিপি রাজস্ব বিভাগে প্রেরণ করা যায়। জমিদারী মধ্যে উক্ত প্রকারের সে সমস্ত তালুকাদি আছে, ইতিপূর্ব্বে ম্যানেজার সাহেব নিকট হইতে তাহার লিষ্ট চাওয়া হইয়াছে, উক্ত লিষ্ট সত্ত্বর প্রেরণ জন্য তাগিদ দেওয়া যায়। ইতি সন ১৩০৭ ত্রিং ২০শে বৈশাখ।

---

* মুষ্টিমেয় কায়েমী স্বার্থের মূলে আঘাতের এই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টার অন্তরালে ছিল রাজমন্ত্রী উমাকান্ত দাসের সাহসী ভূমিকা—যদ্বারা তিনি রাজদরবারের অনুগ্রহভোগী চক্রের বিষ-নজরে পড়িয়া ও কূট চক্রান্তমূলে ৩য় বারের মন্ত্রীত্ব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই অনুগৃহীত চক্রের স্বার্থ রক্ষার দুর্বল প্রচেষ্টাটি প্রতিফলিত হইতেছে—পরবর্তী ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ তারিখের নির্দশনটি হইতে।

নিদর্শন—১৯

ঠাকুরবংশীয় সরকারী কর্মচারীগণের নিয়োগ ইত্যাদি সম্পর্কে*

R. K. Deb Barman

শ্রীহরি

মেমো নং ৫৪

যেহেতু স্বাধীন রাজ্য ও জমিদারীতে আগরতলাস্থ ঠাকুরবংশীর অনেকে কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত হইয়াছে ও হইতেছে এবং তাহাদের বহাল বরখাস্তের অধিকার এপক্ষের হস্তে থাকা প্রয়োজন, অতএব—

আদেশ হইল যে,

অত্রত্য ঠাকুর বংশীয় কোন ব্যক্তিকে বহাল, বরখাস্ত, উন্নিত ও পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে তৎসম্বন্ধে প্রস্তাব লিখিয়া এপক্ষের মঞ্জুরি গ্রহণ করা সংসৃষ্ট প্রধান কার্য্যকারকগণের কর্ত্তব্য হইবে। জ্ঞাতার্থে অত্র মেমোর এক এক খণ্ড প্রতিলিপি চাকলার ম্যানেজার সাহেব নিকটে ও রাজস্ব বিভাগে ও তৎযোগে অন্যান্য আফিস সমূহে প্রেরিত হয়। ইতি সন ১৩০৭ ত্রিং তারিখ ৩রা জ্যৈষ্ঠ।

* উমাকান্তবাবু রাজমন্ত্রীর অধীন প্রশাসনিক বিভাগ সমূহের কতিপয় ক্ষেত্রে রাজদরবারের অযথা হস্তক্ষেপের অপর একটি নিদর্শন। রাজদরবারে নিযুক্ত ক্ষমতালোভীগণের এইরূপ অযথা হস্তক্ষেপ রবীন্দ্রনাথ তার চিঠি পত্রে ও 'বজেট নোটে' উল্লেখ করিয়াছেন। ("রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

নিদর্শন—২০

প্রশাসনিক কাজকর্মের রিপোর্ট তলব*

R. K. Deb Barman

শ্রীহরি

মেমো নং ৭৬

যেহেতু এখানকার বিচার আদালত, কালেক্টরী আফিস, পুলিস থানা, স্কুল, জেইলখানা, ডাক্তারখানা, রেজেস্টরি আফিস, মিউনিসিপালিটি, তোষাখানা ও ভাণ্ডারখানা ইত্যাদির কার্য্য কিরূপ পরিচালিত হইতেছে, তাহা এপক্ষের গোচর হওয়া আবশ্যক। অতএব

আদেশ

বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণ স্বীয় স্বীয় সংসৃষ্ট আফিসাদি পরিদর্শন পূর্ব্বক, বর্ত্তমান পৌষ মাস মধ্যে এপক্ষ সাক্ষাৎ রিপোর্ট করার কারণ প্রতিলিপি রাজস্ব, বিচার, জেইল, চিকিৎসা, শিক্ষা, মিউনিসিপ্যাল বিভাগে ও খাস আপীল আদালতে এবং সংসার আফিসে পাঠান যায়। ইতি সন ১৩০৭ ত্রিং তাং ২১শে পৌষ / ২২শে পৌষ

* রাজদরবার হইতে রাজমন্ত্রীর প্রতি অর্পিত প্রশাসনিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ বন্ধ হইবার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথ-নির্বাচিত মন্ত্রী রমণীবাবুর নিযুক্তির পরবর্ত্তী প্রচারিত রাজাদেশটি অর্থবহ।

নিদর্শন—২১

কানুনগো পদে অস্থায়ী নিয়োগপত্র, তৎপদে বহাল ও পদোন্নতি সম্বন্ধে একটি নথী

সেহা নং ১৪৬৫/৮-৫

রাজধানী আগরতলা
রাজস্ব বিভাগ

মোহর

রাজস্ব বিভাগ আগরতলা
স্বাধীন ত্রিপুরা

K. C. Biswas
নায়েব দেওয়ান

শ্রী গোপীকৃষ্ণ দেব
সহযোগী

শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত
প্রার্থী

অদ্যকার আদেশানুসারে তোমাকে সোনামুড়া বিভাগের বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কার্য্য সম্পাদন, রক্ষিত শালবন ইত্যাদির তত্ত্বাবধান এবং সার্ভে ও তহশীল সংক্রান্ত কার্য্য পরিদর্শন জন্য সোনামুড়া বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের অধীনে কানুনগো পদে মাসিক মং ৪০৲ চল্লিশ টাকা বেতনে পরীক্ষা সাপেক্ষে আপাততঃ ৬ ছয় মাসের নিমিত্ত নিযুক্ত করা গেল। তুমি উক্ত ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক এবং এ আফিসের আদেশ ও উপদেশমত আপন জিম্মার কার্য্য সতর্কতার সহিত নির্ব্বাহ করিবা। কার্য্যে পারদর্শিতা দৃষ্ট হইলে তোমাকে ৬ ছয় মাস পর উক্ত পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত করা যাইবে। ইতি সন ১৩০৮ ত্রিং তারিখ ৮ই আষাঢ়।

Naba Chandra Dutta
Peshkar

রাজধানী আগরতলা, রাজস্ব বিভাগ।

সোনামুড়ার ডেপুটিকালেক্টারের ১১ই ফাল্গুন তারিখের ১৪০২৮/২৬ নং সেহার মন্তব্য সহ তত্রত্য কাননগুইর প্রার্থনাপত্র আলোচিত হইল।

ডেপুটিকালেক্টারের মন্তব্যে প্রকাশ যে উক্ত কাননগুইর কাজকর্ম্ম সন্তোষজনক এবং প্রশংসাযোগ্য। অতএব কাননগুই শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্তকে ঐ পদে স্থায়ী করা যায়। প্রতিলিপি সোনামুড়া বিভাগে প্রেরিত হয়। ইতি ১৩০৮ ত্রিং তাং ২০শে ফাল্গুন।

কৈলাসচন্দ্র বিশ্বাস
নায়েব দেওয়ান

শ্রীগোপীকৃষ্ণ দেব
সহযোগী

নিদর্শন—২২

দেওয়ান পদ নিযুক্তি: শরচ্চন্দ্র বসু

R. K. Deb Barman

মেমো নং ১৩

এ সরকারের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র বসু, বি, এল, কে মন্ত্রীর অধীনে পূর্ব্ব লকবে এবং মাসিক মং ৪০০৲ চারিশত টাকা বেতনে পুনর্নিযুক্ত করা গেল। অবগতি ও কার্য্যে পরিণতির জন্য এই আদেশ মন্ত্রী আফিসে পাঠান যায়। ইতি সন ১৩১১ ত্রিং ৮ই পৌষ

নিদর্শন—২৩

নিয়োগপত্র : সাব ডেপুটি কালেক্টার

সেহা নং ৩৭৭২
৯-১

রাজধানী আগরতলা
মন্ত্রী আফিস, রাজস্ব বিভাগ

মোহর
রাজস্ব বিভাগ
আগরতলা
স্বাধীন ত্রিপুরা

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত সবডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও সবডেপুটি কালেক্টার, সোনামুড়া বিভাগ সমীপে—

আপনার গত ২৫শে আশ্বিন তারিখের আবেদন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত মন্ত্রী রায়বাহাদুরের গত ৩০শে কার্ত্তিক তারিখের আদেশানুসারে আপনাকে আপনার পদের পূর্ব্বনির্দ্ধারিত মাসিক মং ৬০৲ ষাইট টাকা বেতনে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হইয়াছে। আপনার অবগতির জন্য লিখা গেল। ইতি সন ১৩১১ ত্রিং তারিখ ৬ই অগ্রহায়ণ।

K. C. Biswas
ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক

নিদর্শন—২৪

উদয়পুর বিভাগীয় আফিস খোলার পর রাজমন্ত্রী কর্তৃক বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্তকে লিখিত ডেমি-আফিসিয়েল পত্র

শ্রীল

আগরতলা
১৬ই অগ্রহায়ণ
১৩১১ ত্রিং

প্রিয় ব্রজেন্দ্রবাবু,

আপনার ৬ই তারিখের পত্র পাইয়া ৫ই তারিখ মহকুমার কার্য্য আরম্ভ করিতে পারিয়াছেন শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। প্রয়োজনীয় বিষয়সমস্ত যথারীতি আফিসেই লিখাপড়া হইয়া থাকে। বিশেষ স্থলে এবং আপনি যে সময়ে যে বিষয় উপলক্ষ্যে আবশ্যক মনে করেন সেই সমস্তই ডেমি আফিসিয়েলরূপে আমাকে স্বতন্ত্র জানাইবেন।

মহকুমার গৃহাদি এবং মহকুমা হইতে ৺ত্রিপুরেশ্বরী বাড়ী পর্য্যন্ত রাস্তা এবং ৺ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের ও ৺শিবের মন্দিরের সংস্কারাদি কার্য্যে এইক্ষণ মনোযোগী হইতে হয়। এতৎসম্বন্ধে এখান হইতে জনৈক উপরিস্থ কার্য্যকারক কয়েক দিনের জন্য তথায় পাঠাইতে মনন করিতেছি। সুবিধা হইলেই তিনি যাইবেন। কিন্তু তাঁহার আগমন প্রত্যাষায় উদ্যোগ ও চেষ্টায় আপনি বিরত হইবেন না। সোনামুড়ার সহিত দৈনন্দিন্দ ডাকের বন্দোবস্ত যাহাতে করিতে পারেন তাহার চেষ্টা করিবেন। ইতি

শুভাকাঙ্খী
শ্রীউমাকান্ত দাস

নিদর্শন--২৫

স্বাধীন ত্রিপুরা মন্ত্রী আফিস ও তৎসংসৃষ্ট রেভিনিউ অফিসসমূহের বন্ধের লিষ্ট বাবতে সন ১৩১৩ ত্রিপুরাব্দ

ক্রমিক নম্বর	পর্ব্বদিন	যতদিন বন্ধ থাকিবে	যে তারিখ হইতে যে তারিখ পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে	মন্তব্য
১।	বৎসরের প্রথম দিন	১	১লা বৈশাখ, মঙ্গলবার।	
২।	রথযাত্রা	১	১২ই আষাঢ়, শনিবার।	
৩।	খারচী পূজা	১	১৭ই আষাঢ়, বৃহস্পতিবার।	
৪।	কের পূজা	১	২রা শ্রাবণ, শনিবার।	
৫।	শ্রীশ্রীযুতের জন্মতিথি	১	১৪ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার।	
৬।	ঝুলন যাত্রা	১	১৯শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার।	
৭।	জন্মাষ্টমী	১	৩০শে শ্রাবণ, শনিবার।	
৮।	মহালয়া	১	৩রা আশ্বিন, রবিবার।	
৯।	শারদীয় পূজা	২১	৯ই আশ্বিন শনিবার হইতে ২৯শে আশ্বিন শুক্রবার পর্য্যন্ত	
১০।	শ্যামা পূজা	১	৩রা কার্ত্তিক, মঙ্গলবার।	
১১।	রমজান ইদ্ (ইদল্‌ফেতার)	১	৬ই পৌষ, সোমবার।	
১২।	খ্রীষ্টমাস ডে	১	১০ই পৌষ, শুক্রবার।	
১৩।	উত্তরায়ণ সংক্রান্তি	১	৩০শে পৌষ, বৃহস্পতিবার।	
১৪।	সরস্বতী পূজা	১	৮ই মাঘ, শুক্রবার।	
১৫।	শিবরাত্রি	১	২রা ফাল্গুন, রবিবার।	
১৬।	বকরা ইদ্ (ইদজোহা)	১	১৬ই ফাল্গুন, রবিবার।	
১৭।	দোল যাত্রা	২	১৯শে ফাল্গুন, বুধবার হইতে ২০শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত।	
১৮।	বাসন্তী পূজা	১	১৩ই চৈত্র, শনিবার।	
১৯।	মহরম	১	১৫ই চৈত্র, সোমবার।	
২০।	গুডফ্রাইডে	১	১৯শে চৈত্র, শুক্রবার।	
২১।	চড়কপূজা	১	৩০শে চৈত্র, মঙ্গলবার।	
				মোট ৪২ দিন

শ্রীযুত মন্ত্রী রায়বাহাদুরের ১৩১২ ত্রিং ৫ই আশ্বিন তারিখের আদেশানুসারে এই লিষ্ট প্রস্তুত হইল। ১৩১৩ ত্রিং সনে এই লিষ্ট অনুসারে মন্ত্রী আফিস ও তৎসংসৃষ্ট রেভিনিউ আফিস সমূহ বন্ধ থাকিবে, ইতি।

K. C. Biswas
নায়েব দেওয়ান

নিদর্শন--২৬

ভিন্ন রাজ্যবাসী চাক্‌মা প্রভৃতি পার্বত্য প্রজাদিগকে ত্রিপুরা রাজ্যে সাময়িকভাবে জুম চাষের প্রথা নিষিদ্ধকরণ

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ

১৩১৩ ত্রিং, তাং ৫ই বৈশাখ, সারকুলার নং ১ ------- বিলনীয়া বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের গত ১২ই ফাল্গুনের ১০১১।৩-৭ নং সেহাযোগে আগত তত্রত্য একটিং পুলিশ ইন্‌স্পেক্টারের গত ৬ই মাঘের ৩২ নং রিপোর্ট আলোচনায় জানা যায়, এরাজ্যের প্রান্তসীমা সন্নিহিত স্থানে ভিন্ন রাজ্যবাসী চাক্‌মা প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রজা জুম করিবার অভিপ্রায়ে এরাজ্যে আসিয়া টংঘর[৩৬] নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অস্থায়ীভাবে ২।৩ মাস কাল বাস করে এবং জুমোৎপন্ন তিল কার্পাস ও ধান্য ফসল সংগ্রহের পরেই পূর্ব্ববাসস্থানে চলিয়া যায়। এজন্য ইহাদের গমনাগমন নিরূপণ করিয়া খানাপরতাল[৩৭] করিবার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। পক্ষান্তরে ইহাদিগের জুমোৎপন্ন তিল, কার্পাস গোপনে রাজ্যান্তরিত হয় বলিয়া মাশুল আদায়ের সুবিধা হয় না। অপিচ ইহাদের প্ররোচনা ও সাহায্যে এবং কখনও কখনও অন্য কারণে বাধ্য হইয়া এরাজ্যবাসী পার্ব্বত্য প্রজাগণ তিল কাপার্স বিঝাড়া নামাইতে প্রয়াসী হয়। উল্লিখিত ক্ষতি ব্যতীত ঐ চাকমাগণের জুমের দরুন বর্ষে বর্ষে অনেক মূল্যবান বৃক্ষ নষ্ট হইতেছে। এই প্রথা এরাজ্যে প্রজা সংখ্যা বৃদ্ধির অন্তরায় বটে সুতরাং তাহা রহিত করা আবশ্যক। অতএব অতঃপর ভিন্ন রাজ্যবাসী চাকমা প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রজাগণকে সাময়িকরূপে এরাজ্যে জুম করিবার বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে না, ইতি।*

K. C. Biswas
নায়েব দেওয়ান

U. K. Das
মন্ত্রী

* এই প্রসঙ্গে গ্রন্থভুক্ত পূর্ববর্তী ২৫শে আষাঢ়, ১৩০৪ তারিখের আদেশটি দ্রষ্টব্য।

নিদর্শন--২৭

রাজ্যের তিন বৎসরের সম্ভাবিত আয়ের সঙ্গে প্রকৃত আয়ের তুলনামূলক হেডওয়ারী পর্যালোচনা (১৩১০ ত্রিং হইতে ১৩১২ ত্রিং)

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ

১৩১৩ ত্রিং, তাং ১১ই জ্যৈষ্ঠ, রিজলিউশন নং ৩---------- ১৩১০।১৩১১ ও ১৩১২ ত্রিং এই তিন বৎসরের মধ্যে যে বিভাগে যে সনে যে পরিমাণ টাকা সম্ভাবিত আয়ের বরাদ্দ ধরা হইয়াছিল এবং তন্মধ্যে যে বিভাগে যে পরিমাণ টাকা আয় হইয়াছে, তাহা হেডওয়ারীরূপে নিম্নে আলোচনা করা যাইতেছে ;--

১। ভূমির রাজস্ব--সদর বিভাগে এই হেডে বরাদ্দ পরিমাণ টাকা হইতে অধিক আদায় হইয়াছে; কিন্তু ১৩১১ ত্রিং সনের তুলনায় ১৩১২ ত্রিং সনের আদায়ের পরিমাণ প্রায় আট হাজার টাকা কম। খাস মহালের বন্দোবস্ত দ্বারা প্রতি বৎসরই স্থিত বৃদ্ধি পাইতেছে, এরূপ স্থলে ১৩১২ ত্রিং সনে কম আদায় হওয়া সন্তোষজনক নয়। কৈলাসহর বিভাগে ১৩১১ ত্রিং সনের তুলনায় ১৩১২ ত্রিং সনে সামান্য পরিমাণ টাকা কম আমদানী হইয়াছে। সোনামুড়া বিভাগে ১৩১২ ত্রিং সনে, ১৩১০ ত্রিং সনের তুলনায় প্রায় ছয় হাজার টাকা এবং ১৩১১ ত্রিং সনের তুলনায় ছয়শত টাকা অধিক আমদানী হইয়াছে। উদয়পুরের এলাকা সোনামুড়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এরূপস্থলে আদায়ের ফল এবম্বিধ সন্তোষজনক হওয়া প্রশংসনীয় বটে। বিলনীয়া বিভাগের

আদায়ের ফল সন্তোষপ্রদ। খোয়াই, ধর্ম্মনগর ও উদয়পুর বিভাগের বিগত বর্ষের আদায়ের অবস্থা মন্দ নহে। সেটেলমেন্ট দ্বারা প্রায় সকল বিভাগেরই স্থিত বৃদ্ধি পাইয়াছে। আদায়ের অবস্থা আরও ভাল হওয়া সঙ্গত ছিল।

২। ঘরচুক্তি--সদর বিভাগে এই হেডে বিগত বর্ষে বরাদ্দ পরিমাণ টাকা আদায় হয় নাই। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায়ও ছয়শত টাকা কম আমদানী হইয়াছে। এই হেডে বকয়া প্রাপ্য ও অনেক আছে। বিশেষ দৃঢ়তার সহিত তহশীলের কার্য্য চলিলে এইরূপ কমির কারণ ঘটিত না। কৈলাসহর বিভাগের আয়ের অবস্থা মন্দ নহে। সোনামুড়া বিভাগে বিগত বর্ষের বরাদ্দের তুলনায় আদায় কিছু কম হইয়াছে। বিলনীয়া বিভাগের বিগত বর্ষের আয় পূর্ব্ব বৎসরের সমান হইয়াছে। খোয়াই বিভাগে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় চারিশত টাকা কম আদায় হইয়াছে। তহশীল কার্য্যের শৈথিল্য ব্যতীত এই কমির অন্য কোনও কারণ থাকা প্রকাশ পায় না। ধর্ম্মনগর বিভাগে ১৩১০ ত্রিং সনে ১২৮৩৲ টাকা আদায় হইয়াছিল, ১৩১১।১৩১২ ত্রিং সনে প্রত্যেক বৎসরে নয়শত টাকার বেশী আদায় হয় নাই। বিগত বর্ষে বরাদ্দ অপেক্ষা তিনশত টাকা কম আদায় হইয়াছে, ইহার কারণ জানা আবশ্যক। উদয়পুর বিভাগে বিগত বর্ষে দশ হাজার টাকা বরাদ্দ ধরা হইয়াছিল, তন্মধ্যে আটশত টাকা কম আদায় হইয়াছে; দৃঢ়তা অবলম্বন করিলে এই কমি পরিমাণ টাকা পূর্ণ হইতে পারিত। বিগত বর্ষে কোন বিভাগেই উপযুক্ত সময়ে খানেসুমারী যাচাই হয় নাই, এবার তদ্রূপ না হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩। বনকর--সদর বিভাগে এই হেডের বিগত বর্ষের আয় সন্তোষজনক। কৈলাসহরের আয় পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় সাত হাজার টাকা কম এবং বরাদ্দের তুলনায় নয় হাজার টাকা কম আদায় হইয়াছে। মনু নদী বনকর মহালের আয় কমি হওয়াই ইহার একমাত্র কারণ। ভূতপূর্ব্ব ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক শ্রীযুত চন্দ্রকান্ত বাবুর ত্রুটিতে এই কমির কারণ ঘটিয়াছে। সোনামুড়া বিভাগের আদায়ের ফল সন্তোষজনক। বিলনীয়া বিভাগের বরাদ্দ পরিমাণ টাকা আদায় না হইয়া থাকিলেও পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ফল মন্দ নহে। খোয়াই বিভাগে আদায়ের ফল ভাল। লঙ্গাই বনকর মহালের টাকা উচিত মত আদায় না হওয়ায় ধর্ম্মনগরের আদায়ের অবস্থা খারাপ হইয়াছে। উদয়পুর বিভাগে কোন বনকর মহাল নাই। বর্ত্তমান বর্ষের কিস্তির টাকা কোন অবস্থায়ই বাকী পড়িতে দেওয়া সঙ্গত হইবেনা। বকয়া প্রাপ্য অবিলম্বে আদায় করা উচিত।

৪। তিল কার্পাস--সদর বিভাগে, বিগত বর্ষে বরাদ্দের তুলনায় সাড়ে দশ হাজার টাকা এবং পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় পাঁচ হাজার টাকা কম আদায় হইয়াছে। কৈলাসহর ও সোনামুড়া বিভাগের আয়ের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। বিলনীয়া বিভাগের আয়ের অবস্থাও ভাল নহে। খোয়াই বিভাগের তিল কার্পাসের মাশুলই প্রধান আয়। এই হেডের আয় প্রতিবৎসরই অত্যাধিক পরিমাণে কমিতেছে; ইহার প্রতিকার পক্ষে ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক বাবুর মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক। ধর্ম্মনগর ও উদয়পুর বিভাগে এই হেডে আয়ের পরিমাণ অতি সামান্য। বিগত বর্ষে কার্পাস কম উৎপন্ন হওয়াই এই আয় কমির প্রধান কারণ বলিয়া জানা যায়। কার্পাসের অবস্থা দিন দিনই খারাপ হইয়া দাঁড়াইতেছে ইহা বিশেষ চিন্তনীয় বিষয়। কি কি কারণে কার্পাসের অবস্থা খারাপ হইতেছে, কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে অবস্থা ভাল ও আয় বৃদ্ধি হইতে পারে এবং বিঝাড়া নিবারণ পক্ষে কি কি উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, মহকুমার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণ তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট প্রেরণ করিবেন।

৫। ঘাসুরী--সদর বিভাগে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় বিগত বর্ষে ১০০৲ টাকা ও কৈলাসহর বিভাগে ২০০৲ টাকা কম আদায় হইয়াছে। বিলনীয়া বিভাগের বিগত তিন বৎসরের ফল আলোচনায় প্রকাশ পায়, ক্রমেই এই হেডের আয় কমিয়া আসিতেছে। ইহার কারণ জানা আবশ্যক। খোয়াই বিভাগের আয়ের অবস্থা মন্দ নহে। ধর্ম্মনগর বিভাগের আয় ১৩১০ ত্রিং সন অপেক্ষা কমিবার কারণ জানা আবশ্যক। উদয়পুর বিভাগের আয় উল্লেখযোগ্য নহে। ঘাসুরীর 'পাশ' প্রদান সময়ে উপযুক্তরূপে তদন্ত করান হয় কিনা এবং অগ্রিম মাশুল লইয়া 'পাশ' বিলি করা হয় কিনা, মহকুমার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণ জানাইবেন। থানা হইতে কর গ্রহণে পাশ বিলি করার নিয়ম করায় আয়ের কোন প্রকার খর্ব্বতা ঘটিতেছে কিনা জানা বাঞ্ছনীয়।

৬। আড্ডা--সদর ও কৈলাসহর বিভাগের আড্ডা মহালের বিগত বর্ষের আয়ের ফল মন্দ নহে। সোনা-মুড়া বিভাগের আয় ১৩১০ ত্রিং সনের তুলনায় বিগত বর্ষে পাঁচশত টাকা কম হইয়াছে। এইরূপ কমির কারণ অবিলম্বে জানা আবশ্যক। বিলনীয়া বিভাগে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় কিছু টাকা কম আমদানী হইয়াছে। খোয়াই, ধর্ম্মনগর ও উদয়পুর বিভাগের ফল ভাল। আড্ডাকর সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর বিধান মতে বিগত বর্ষে খানে-সুমারী হওয়ার কথা ছিল। তদনুসারে কার্য্য হইয়াছে কিনা বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণ জানাইবেন।

৭। হস্তীখেদা--কৈলাসহর বিভাগে খেদার আয় ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। উপযুক্ত সময়ে এবং উপযুক্ত সংখ্যক লোক দ্বারা খেদার কার্য্য হয় না বলিয়া আয়ের অবনতি ঘটিতেছে বলিয়া এ আফিসের বিশ্বাস। যে সকল হস্তীর দোয়ালের বন্দোবস্ত প্রদত্ত হয় তত্তাবতে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত সংখ্যক লোক দ্বারা যাহাতে ইজারাদারগণ খেদার কার্য্য অনুষ্ঠানে ব্রতী হয়, ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণ তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখিবেন।

৮। কাজিয়ানা--এরাজ্যে ক্রমেই লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং তৎসঙ্গে সঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায়ের বিবাহের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। কিন্তু সদর ও ধর্ম্মনগর বিভাগে কাজিয়ানার আয়ের পরিমাণ ক্রমেই হ্রাস হইতেছে। সংসৃষ্ট কর্ম্মচারীগণের ত্রুটি ব্যতীত এরূপ ঘটনা সম্ভবপর হইতে পারেনা। ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণ এবিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় অন্যান্য বিভাগের আয়ের অবস্থাও সন্তোষপ্রদ নহে।

৯। জরিমানা--পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় বিগত বর্ষে সোনামুড়া, বিলনীয়া ও ধর্ম্মনগর বিভাগে জরিমানার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফৌজদারী মোকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াই এই আয় বৃদ্ধির কারণ বলিয়া উপলব্ধি হয়। অন্যান্য বিভাগে কম আয় হইয়াছে।

১০। তলবানা--সদর ও খোয়াই ব্যতীত অন্যান্য সকল বিভাগেই পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এই হেডে আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মোকদ্দমার সংখ্যাবৃদ্ধিই ইহার প্রধান কারণ।

১১। খোয়ার--সদর, খোয়াই, ধর্ম্মনগর ও উদয়পুর বিভাগে এই হেডে কিছু আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। সোনামুড়া বিভাগে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় আয় সমান হইয়াছে। অন্যান্য বিভাগে আয় কমি হওয়ার কারণ বুঝা গেলনা। ইজারা খোয়ারগুলির জমা যাহাতে কিস্তিমতে আদায় হইতে পারে তৎপক্ষে ভারপ্রাপ্ত কার্য্য-কারকগণ তীব্র দৃষ্টি রাখিবেন।

১২। আবকারী--সদর, কৈলাসহর, বিলনীয়া ও খোয়াই ব্যতীত অন্যান্য বিভাগে আয়ের পরিমাণ কম হইয়াছে। কিস্তিমতে ইজারার খাজানা আদায়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকা বাঞ্ছনীয়।

১৩। রেজিষ্ট্রেশন--সদর বিভাগে রেজিষ্ট্রেশনের আয় পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় প্রায় তিনশত টাকা কম হইয়াছে। দলিল কম উপস্থিত হওয়াই ইহার কারণ। অন্যান্য বিভাগের আয়ের ফল মন্দ নহে।

১৪। অন্যান্য হেডের অনিশ্চিত আয়ের বিষয় আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া পৃথকভাবে আলোচিত হইল না।

১৫। মোটের উপর সদর বিভাগে বিগত বর্ষে বরাদ্দকৃত টাকা হইতে কিঞ্চিন্ন্যন সাত হাজার টাকা বেশী আদায় হইয়াছে কিন্তু পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় নয় হাজার টাকা কম আদায় হওয়া দৃষ্ট হয়। কৈলাসহর বিভাগে বরাদ্দ অপেক্ষা পাঁচ হাজার টাকা এবং পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এগার হাজারেরও অধিক টাকা কম আমদানী হইয়াছে। বিলনীয়া বিভাগে মোটের উপর বরাদ্দ অপেক্ষা চারহাজার টাকা মাত্র কম আমদানী হইয়াছে কিন্তু পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় নয় হাজার টাকা অধিক আমদানী হওয়া দৃষ্ট হয়--এই ফল সন্তোষপ্রদ। খোয়াই, ধর্ম্মনগর ও উদয়পুরের আয়ের ফল ভাল হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা কৈলাসহর ও সোনামুড়া বিভাগের আয়ের ফলই অসন্তোষজনক হইয়াছে।

বর্ত্তমান বর্ষে যাহাতে আমদানীর ফল মন্দ না হয়, ভারপ্রাপ্ত কাযকারকগণ এই সময় হইনেই তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। এবৎসরের সর্ব্বপ্রকার আয় সম্বন্ধীয় প্রথম ত্রৈমাসিক রিটার্ণে আয়ের ফল সন্তোষপ্রদ দেখা যাইবে বলিয়া এ অফিস আশা করেন, ইতি।

P. C. Ray
রেভিনিউ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট

নিদর্শন—২৮

কার্যরত অবস্থায় মৃত্যুর ক্ষেত্রে অথবা অবসর গ্রহণের পর সরকারী কর্মচারীর উত্তরাধিকারীকে চাকুরীরকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়ে

R. K. Manikya

১৩১৫ ত্রিং, তাং ১৩ কাত্তিক, মেমো নং ১৩—রাজকর্মচারীদিগের মধ্যে যাহারা সরকারের মঙ্গল কামনা করিয়া নির্দোষভাবে কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে, তাহারা কার্য্যে নিযুক্ত থাকাকালীন মৃত হইলে বা বার্দ্ধক্য কি পীড়াদিবশতঃ কার্য্য হইতে অবসৃত হইলে, তাহাদিগের স্থলে বা কার্য্যান্তরে যদি তাহাদিগের উত্তরাধিকারী বা ঘনিষ্ট কোন আত্মীয় নিযুক্ত হইবার নিমিত্ত প্রার্থী হয়, তবে সাধারণতঃ তাহার প্রার্থনাই অগ্রগণ্য হইবে, ইতি—

U. K. Das
মন্ত্রী

নিদর্শন—২৯

রাজ্যেশ্বর সমীপে প্রার্থনাদি দাখিলের নিয়ম

R. K. Manikya

মেমো নং ১৬

কোন রাজকর্ম্মচারী অথবা কোন প্রার্থী একদা এপক্ষসদনে কোনরূপ প্রার্থনা দাখিল করে অথবা সংবাদ জানায় তাহা এপক্ষের অভিপ্রেত নহে। এপক্ষসদনে যাহার যে কোন সংবাদ গোচর করিবার বা প্রার্থনা পত্র দাখিল করিবার আবশ্যক হয় তত্তাবৎ রাজমন্ত্রীর যোগে পেশ করিতে হইবে, অতএব

আদেশ হইল যে

এই আদেশ সাধারণে প্রচার করিয়া দেওয়ার জন্য এই মেমোর প্রতিলিপি শ্রীযুক্ত রাজমন্ত্রীর নিকট পাঠান যায়। ইতি ১৩১৫ ত্রিং, তাং ২৬শে কাত্তিক।*

* রাজদরবার হইতে রাজমন্ত্রীর প্রতি অর্পিত প্রশাসনিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ বন্ধ হইবার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। (রবীন্দ্রনাথ নির্বাচিত মন্ত্রী রমনীবাবুর নিযুক্তির পরবর্তী প্রচারিত রাজাদেশটি অর্থবহ)।

নিদর্শন—৩০

সরকারী কর্মচারীগণের বিশেষ দাতব্য বা সাহায্য অথবা হাওলাত পাওয়ার নিয়ম

মেমো নং ১৪

R. K. Manikya

বিবাহ এবং শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে কিম্বা গৃহদাহাদি আকস্মিক কোন বিপৎপাতে সরকার হইতে রাজ-কর্ম্মচারীগণের সাহায্য প্রাপ্ত হইবার প্রথা আছে; কিন্তু এতৎসম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই। নির্দ্ধারিত নিয়ম থাকা আবশ্যক। সেমতে

আদেশ হইল যে

বিবাহ এবং শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে কিম্বা আকস্মিক কোন গুরুতর বিপৎপাতে রাজকর্ম্মচারিগণ অভাব বশতঃ সরকারের সাহায্য প্রার্থী হইলে তাহাদিগকে সাধারণতঃ স্ব স্ব বেতনের অনধিক পাঁচগুণ পরিমাণ পর্য্যন্ত টাকা বিনা সুদে হাওলাত দিতে পারা যাইবে। হাওলাতের পরিমাণ কোনস্থলেই এক হাজার টাকার অধিক হইবে না এবং এক হাওলাতের বর্ত্তমানে কেহ অপর হাওলাত পাইতে পারিবে না।

উক্ত হাওলাতের টাকা হাওলাত গৃহীতাদিগের মাসিক বেতনের অনধিক এক-চতুর্থাংশ পর্য্যন্ত পরিমাণে মাস মাস কর্ত্তন করিয়া অনধিক দুই বৎসরের মধ্যে আদায় করিতে হইবে।

হাওলাত সম্বন্ধীয় প্রার্থনাপত্র প্রার্থীর উপরিস্থ কর্ম্মচারীর যোগে মন্ত্রী আফিসে দাখিল করিতে হইবে এবং তৎকর্ত্তৃক উহা নিষ্পন্ন হইবে। যথোচিতরূপে নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্ত এবং হাওলাতী টাকার হিসাবাদি সংরক্ষণের নিমিত্ত আবশ্যকীয় ব্যবস্থাদি ও উক্ত আফিস কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হইবে। ইতি সন ১৩১৫ ত্রিং তারিখ ১৩ই কার্ত্তিক।

নিদর্শন—৩১

রাজকার্যে নিয়োগ (ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টার)

R. K. Manikya

9.1.20

মেমো নং ৯

এপক্ষের অনুমোদনাধীনে বিগত ১৩১৯ ত্রিং সনের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে শ্রীলশ্রীযুক্ত কুমার সুরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্ম্মাকে সদরে প্রবেশনার মেজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে, মাসিক ৫০৲ টাকা তনখাতে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষের ১লা বৈশাখ হইতে তাঁহাকে উক্ত পদে মাসিক ১০০৲ টাকা তনখাতে স্থায়ী করা গেল। তিনি সদর বিভাগের অতিরিক্ত (additional) মেজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর স্বরূপে, সদরের বর্ত্তমান সম্মিলিত দেওয়ানী, ফৌজদারী ও কালেক্টরী সংক্রান্ত কার্য্যের বন্দোবস্ত স্থিরতরে, দ্বিরাদেশ পর্য্যন্ত, সদরের তত্তাবৎ কার্য্য সদর বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের অর্পন মতে সম্পাদন করিবেন।

প্রচার ও আচরণার্থ উপরোক্ত আদেশের প্রতিলিপি মন্ত্রী আফিসে প্রেরণ করা যায়। ইতি ৯ই বৈশাখ ১৩২০ ত্রিং

নিদর্শন—৩২

পার্বত্য প্রজাগণের ঘরচুক্তি কর আদায় সম্বন্ধে কতিপয় নিয়মাবলী

স্বাধীন ত্রিপুরা

রাজধানী আগরতলা

পুলিশ আফিস

সারকুলার নং ১২

প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, এ রাজ্যের জুমকারী পার্ব্বত্য প্রজাগণ মধ্যে অনেকে তাহাদের দেয় ঘর-চুক্তি খাজানাদি বাকী রাখিয়া বিভাগান্তরে যাইয়া বসবাস করে। খানাসুমারির পরে কোন পার্ব্বত্য প্রজা এক বিভাগ হইতে বিভাগান্তরে গেলে তাহাদিগের উপরে কোন ঘরচুক্তি খাজানা দায়া করা হয়না, এবং তাহারা যে বিভাগ হইতে চলিয়া যায়, সেই বিভাগে তাহাদের নিকট প্রাপ্য খাজানা কিছুদিন পরে নাজাইরূপে পরিগণিত হয়। ইহা দ্বারা একপক্ষে সরকারী আয়ের খর্ব্বতা হয়, অপর পক্ষে তৌজিতে নাজাই বাকীর পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই দোষ দূরীকরণাথ নিম্নলিখিত বিধান করা গেল:—

১। কোন পার্ব্বত্য প্রজা কোন তহশীল কাছারীর এলাকা হইতে স্থান পরিত্যাগ করিয়া ঐ তহশীল কাছারী যে বিভাগের অন্তর্গত সেই বিভাগের অপর কোন তহশীল কাছারীর এলাকায় গেলে বা বিভাগান্তরে কোন তহশীল এলাকায় গেলে, যে তহশীল কাছারীর এলাকা হইতে চলিয়া যাইবে, সেই তহশীল কাছারীর ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক তাহার নাম, পিতার নাম, তৌজির নম্বর, বাকী খাজানা ইত্যাদি এতদসংশ্লীয় অনুসন্ধান রিপোর্টের (enquiry slip) ফরমে লিপিবদ্ধ পূর্ব্বক শেষোক্ত তহশীল কাছারীতে প্রেরণ করিবেন। এইরূপ ইনকোয়ারী স্লিপ প্রাপ্তমাত্র শেষোক্ত তহশীল কাছারীর কার্য্যকারক ঐরূপ কোন প্রজা নিজ তহশীল এলাকার মধ্যে আসিয়াছে কিনা, অনুসন্ধান লইবেন এবং অনুসন্ধানে উপরোক্ত পার্ব্বত্য প্রজাকে পাওয়া গেলে তাহার নিকট হইতে তাহার দেয় খাজানা আদায়ক্রমে রসিদ দিয়া উক্ত আদায়ী টাকা নিকটবর্তী কোন পোষ্টাফিসে মণি-অর্ডার করিয়া পূর্ব্বোক্ত তহশীল কাছারীতে পাঠাইয়া দিবেন। নিকটে পোষ্টাফিস না থাকিলে সংসৃষ্ট বিভাগীয় আফিসের যোগে আদায়ী টাকা সংসৃষ্ট তহশীল কাছারীতে প্রেরণ করিবেন, এবং ঐ অনুসন্ধান রিপোর্টে নোট করিয়া ঐ প্রজার নাম, তাহার এলাকায় ঘরচুক্তি তৌজির কোন নম্বরে ভুক্ত হইয়া তাহা অগৌণে জানাইবেন।

২। কোন তহশীল কাছারীর এলাকায় কোন নূতন পার্ব্বত্য প্রজা আসিলে সে কোন বিভাগের কোন তহশীল কাছারীর এলাকা হইতে আসিয়াছে, তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া অনুসন্ধান লইতে হইবে এবং যে তহশীল কাছারীর এলাকা হইতে আসিয়াছে তথায় তাহার কোন খাজানা বাকী আছে কিনা, তাহা জানিবার জন্য অনুসন্ধান রিপোর্ট পাঠাইতে হইবে এবং তাহার নাম ঘরচুক্তি তৌজির কত নম্বরে ভুক্ত হইয়াছে তাহা লিপি করিয়া পাঠাইতে হইবে। ঘরচুক্তি খাজানা বাকী রাখিয়া আইসা সাব্যস্ত হইলে উক্ত টাকা এক দফায় লিখিত নিয়মমতে সংসৃষ্ট তহশীল কাছারীতে পাঠাইতে হইবে।

৩। কোন পার্ব্বত্য প্রজা কোন তহশীল কাছারীর এলাকা হইতে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলে, এবং তাহার কোনরূপ অনুসন্ধান পাওয়া না গেলে, সংসৃষ্ট তহশীল কার্য্যকারক এত্যসঙ্গীয় ইনকোয়ারী-স্লিপ পূরণ করিয়া ষ্টেট গেজেটে প্রচারার্থ এ আফিসে প্রেরণ করিবেন। উপরোক্ত ইনকোয়ারী স্লিপ প্রেরণ সময়ে "ষ্টেট গেজেটে প্রচারার্থ" এই কথা ইনকোয়ারী স্লিপের শিরোভাগে লিখিয়া দিতে হইবে।

৪। ভিন্ন স্থান হইতে পার্ব্বত্য প্রজা সম্বন্ধে যত (Enquiry Slip) অনুসন্ধান রিপোর্ট পাওয়া যাইবে, কাগজ প্রাপ্তির বহির শেষ অংশে তাহা স্বতন্ত্ররূপে জমা করিতে হইবে এবং দ্বিতীয় দফার লিখিত মতে যে সমস্ত অনুসন্ধান রিপোর্ট প্রেরণ করা হইবে, কাগজাত প্রেরণের সেহা বহিতে তাহার নিদর্শন রাখিতে হইবে।

কোন তহশীল কর্মচারী উপরোক্ত আদেশের অন্যথাচরণ করিলে তাহাকে গুরুতর দণ্ড দেওয়া হইবে।

৫। পরিদর্শকগণ তহশীল কাছারী পরিদর্শন কালে জুমকারী পার্ব্বত্য প্রজাগণ এক তহশীল কাছারীর এলাকা হইতে অন্যত্র চলিয়া যাওয়ার সম্বন্ধে অনুসন্ধান রিপোর্টাদি প্রেরণ করা হইয়াছে কিনা এবং কোন প্রজা খাজানা বাকী রাখিয়া চলিয়া গিয়া থাকিলে তাহা আদায়ের যথারীতি অনুষ্ঠান করা হইয়াছে কিনা ও আদায় হইয়াছে কিনা, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়।

অবগতি ও আচরণার্থ ইহার প্রতিলিপি তহশীল কাছারীসমূহে ও ইন্‌স্পেকটার বাবুগণ সমীপে প্রেরিত হয়, ইতি। সন ১৩২০ ত্রিং তাং ২৬শে ভাদ্র।*

মহামান্য মন্ত্রী আফিস
রাজস্ব বিভাগের
শ্রীযুক্ত ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক বাবুর অনুমত্যানুসারে,--
Annada Mohan Guha
পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট

*তৎকালীন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় রাজস্ব বিভাগ সম্পর্কিত অনেকগুলি দায়িত্ব পুলিস কর্মচারীর প্রতি ন্যস্ত ছিল। অতঃপর এই ব্যবস্থা রহিত হয়।

নিদর্শন--৩৩

জরিপ বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় নিয়মাদি

স্বাধীন ত্রিপুরা

রাজধানী আগরতলা

মন্ত্রী আফিস--রাজস্ব বিভাগ

১৩০৯ ত্রিপুরাব্দের জরিপ ও বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী ও বিভিন্ন সময়ে প্রচারিত সারকুলার ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং আবশ্যক স্থলে কোন কোন বিধান বিশ্লেষণ করিয়া ১৩২৩ ত্রিং ১৬ই শ্রাবণ তারিখে এ আফিস হইতে এক নিয়মাবলী প্রচার করা হইয়াছে। জরিপ ও বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় কার্য্য পরিচালনের সুবিধা-কল্পে পূর্ব্বোক্ত নিয়মাবলীর অনুসৃতিতে আরও কতিপয় নিয়ম প্রচলন করা আবশ্যক বোধে, এই নিয়মাবলী প্রচার করা যাইতেছে; ইহা "দ্বিতীয় খণ্ড নিয়মাবলী"[৩৭] নামে অভিহিত এবং পূর্ব্ব প্রচারিত নিয়মাবলীর অংশ-স্বরূপ গণ্য হইবে। অতঃপর জরিপ ও বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় কার্য্য পরিচালন সময়ে ইহার বিধানসমূহ অবলম্বন করা সংসৃষ্ট কর্ম্মচারিগণের কর্ত্তব্য হইবে, ইতি। সন ১৩২৩ ত্রিং তাং ২৭শে পৌষ।

শ্রী অভয়কুমার গুহ[৩৮]
ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক
শ্রী কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত[৩৯]
সেরেস্তাদার

শ্রী নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মা
মন্ত্রী

নিদর্শন—৩৪

ত্রিপুরা ষ্টেট সিভিল সার্ভিস

১৩২৬ ত্রিং (১৯১৬-১৭ খৃীঃ অঃ) সনে পুনর্গঠিত

শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্যবাহাদুরের ৫ই ও ১৫ই চৈত্রের আদেশানুসারে "ত্রিপুরা ষ্টেট সিভিল সার্ভিস" নিম্নলিখিতরূপে পুনর্গঠিত হইল;—

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. বা তদূর্দ্ধ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অনধিক ৩০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি ব্যতীত কাহাকেও এই নিয়মাবলী প্রচারের পরে এই সার্ভিসে গ্রহণ করা হইবে না।

২। নিম্নলিখিত পদসমূহ এই সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত হইবে;—

(১) চিফ্ জজ, খাস আদালত।
(২) দ্বিতীয় জজ, খাস আদালত।
(৩) চিফ্ দেওয়ানের ১ম সহকারী।
(৪) চিফ্ দেওয়ানের ২য় সহকারী।
(৫) শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্যবাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী।
(৬) চাকলা রোসনাবাদের সহকারী ম্যানেজারগণ (এসিষ্ট্যান্ট ম্যানেজার)।
(৭) কালেক্টার, ম্যাজিষ্টেট ও মুন্সেফগণ।
(৮) জেনারেল ট্রেজারী অফিসার।
(৯) পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেট।
(১০) ঐ সহকারী সুপারিন্টেণ্ডেন্ট।
(১১) নায়েব-দেওয়ান, সংসার আফিস।
(১২) বন্দোবস্ত কার্য্যকারক (Settlement Officer)।
(১৩) সহকারী বন্দোবস্ত কার্য্যকারক।
(১৪) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণের সহকারীগণ (Second Officer)।
(১৫) সদর ম্যাজিষ্ট্রেটের সহকারী।
(১৬) বনকর অফিসার (Forest Officer)।
(১৭) স্কুল ইনস্পেক্টার (Inspector of Schools)
(১৮) অডিটার।
(১৯) উপবিভাগীয় কর্ম্মচারী (Sub-divisional Officer)
(২০) সব্ ম্যানেজার, লাহারপুর।
(২১) সব্ ম্যানেজার, চাকলা।
(২২) সদর রেজিষ্ট্রার, আগরতলা।

৩। এই সার্ভিস নিম্নলিখিত গ্রেডে বিভক্ত হইবে;—

(১) ১ম শ্রেণী ২৫০৲-১০৲-৩০০৲ পদ সংখ্যা ৫।
(২) ২য় শ্রেণী ১৫০৲-১০৲-২৫০৲ পদ সংখ্যা ৫।
(৩) ৩য় শ্রেণী ১০০৲-১০৲-১৫০৲ পদ সংখ্যা ১০।
(৪) ৪র্থ শ্রেণী ৭৫৲- ৫৲-১০০৲ পদ সংখ্যা ১৫।

৪। ১ম, ২য়, ৩য় শ্রেণীর কার্য্যকারকগণ "কালেক্টার ও ম্যাজিষ্ট্রেট" ও ৪র্থ শ্রেণীর কার্য্যকারকগণ "সহকারী কালেক্টার ও ম্যাজিষ্ট্রেট" (Asst. Magistrate and Collector) শ্রেণীর কার্য্যকারক বলিয়া গণ্য হইবেন।

৫। ৪র্থ শ্রেণীর কার্য্যকারগণ বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নত হইবার অধিকারী হইবেন না। নিযুক্তির এক বৎসর মধ্যে এই পরীক্ষা পাশ করিতে হইবে। বর্ত্তমানে যাঁহারা এই পদে আছেন, তাঁহাদিগকেও এক বৎসর মধ্যে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক।

৬। কার্যকাল ও কার্য্যপটুতা এই উভয় বিষয় বিবেচনা করিয়া উন্নতি দেওয়া হইবে।

৭। বর্ত্তমান কার্য্যকারকগণকে এতৎসংলগ্ন লিষ্ট অনুসারে আগামী ১লা বৈশাখ হইতে নব প্রবর্ত্তিত গ্রেডভুক্ত করা হইল, ইতি। সন ১৩২৫, তাং ১৮ই চৈত্র।

শ্রীপ্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত
চিফ্ দেওয়ান

(প্রকাশিত: ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট, চতুর্দ্দশভাগ, চতুর্ব্বিংশ সংখ্যা, চৈত্র ২য় পক্ষ, ১৩২৫ ত্রিং)।

নিদর্শন--৩৫

পর্ব্বতবাসী কতিপয় সম্প্রদায়ভুক্ত আদিবাসীগণের জন্য সংরক্ষিত এলাকার ঘোষণা

৪৯ নং

শ্রীবীরবিক্রম মাণিক্য
২০।৫।৪৯

স্বস্তি--

বিষম সমর বিজয়ি মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মণ মাণিক্যবাহাদুর নরপতেরাদেশোহয়ং কারকবর্গেষু প্রচরতু পরমস্য বিরাজতে রাজধানী হস্তিনাপুরী।

যেহেতু পর্ব্বতবাসী পুরান ত্রিপুরা, নোয়াতিয়া জমাতিয়া, রিয়াং ও হালাম সম্প্রদায়ভুক্ত প্রজার জাতীয় জীবনের উৎকর্ষ সাধনকল্পে তাহাদিগকে একস্থানে সংঘবদ্ধভাবে বাস করাইয়া হলকর্ষণ কার্য্যে প্রবৃত্ত করান এপক্ষের অভিপ্রেত অতএব এতদুদ্দেশ্যে খোয়াই বিভাগের অন্তর্গত কল্যাণপুর এলাকায় নিম্ন চৌহদ্দিভুক্ত ন্যূনাধিক মং ১১০০০ এগার হাজার দ্রোন ভূমি নিম্নোক্ত ২ ও ৩ দফার আদেশাধীনে স্বতন্ত্রভাবে মাত্র উক্ত জাতিসমূহের বাস ও আবাদের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট (reserved) রাখা যায়।

২। এই চৌহদ্দি মধ্যে ভিন্ন জাতীয় ও সম্প্রদায়ভুক্ত যে সমুদয় প্রজা বর্ত্তমানে জোত বন্দোবস্ত লইয়া তথায় বাস বা দখল করিতেছে তাহাদের দখলাধীন ভূমি চিহ্নিত হইয়া এই রিজার্ভের বহির্ভূত গণ্য থাকিবে কিন্তু তাহারা স্বীয় ভূমি কোন সময়ে পরিত্যাগ বা হস্তান্তর করিতে ইচ্ছা করিলে সরকার বাহাদুর তাহা নির্দ্ধারিত সর্ত্তে উপযুক্ত মূল্যে খাস করিয়া রিজার্ভভুক্ত করিবেন।

৩। আদিষ্ট রিজার্ভের বর্ত্তমান অধিবাসী ত্রিপুরা প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায়ের বন্দোবস্তাধীন ভূমির শৃঙ্খলা বিধান এবং নূতন বন্দোবস্ত ও ভূমির আবাদের ও প্রজাগণের ঋণ পরিশোধাদি সম্পর্কে অতঃপর বিস্তারিত নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ ও প্রচারিত হইবে। ইতি, সন ১৩৪১ ত্রিপুরাব্দ তারিখ ২০শে ভাদ্র।

চৌহদ্দি

১। খোয়াই নদীর পূর্ব্বপাড়।

উত্তরে বক্তিয়ার তালুক ও খাসটিলা, পশ্চিমে খোয়াই নদী, দক্ষিণে খোয়াই নদী ও পূর্ব্বে আঠারমূড়া। ইহার মধ্যে ভিন্ন সম্প্রদায়ের ১৩ জন প্রজার দখলীয় ভূমি বাদে অনুমান · · · · · · · · · · · · ৫০০০৲

২। খোয়াই নদীর পশ্চিমপাড়।

উত্তরে শ্রীযুত দ্বারকা নাথ চক্রবর্ত্তী চৌধুরী মহাশয়ের জমিদারীর দক্ষিণ সীমানা লাইন, পশ্চিমে বড়মূড়া, দক্ষিণে ওয়াটার সেড লাইন, পূর্ব্বে খোয়াই নদীর টেকেবাক। ইহার মধ্যে ভিন্ন সম্প্রদায়ের ২ জন প্রজার দখলীয় ভূমি বাদে অনুমান · ৬০০০৲

১১০০০৲

মোট এগার হাজার দ্রোণ মাত্র।

নিদর্শন—৩৬

পার্বত্য প্রজাগণের জন্য সংরক্ষিত রিজার্ভ এলেকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা

B. B. K. Manikya
21.7.41

মেমো নং ৫৩

এপক্ষের গত ২০শে ভাদ্র তারিখের আদেশে এই রাজ্যের খোয়াই বিভাগে পার্ব্বত্যবাসী পুরান ত্রিপুরা, নোয়াতিয়া জমাতিয়া, রিয়াং ও হালাম সম্প্রদায়ভুক্ত প্রজাগণের একস্থানে সংঘবদ্ধভাবে বাস করাইয়া হলকর্ষণে প্রবৃত্ত করণার্থে যে ১১০০০ দ্রোণ ভূমি রিজার্ভ করা হইয়াছে এবং পরে এপক্ষের আদেশে উক্ত স্থানের বন্দোবস্ত কার্য্যাদির পরিচালনাদির ভার চিফ্‌সেক্রেটারী মান্যবর শ্রীযুত রানা বোধজঙ্গবাহাদুরের প্রতি ন্যস্ত হইয়াছে। উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহার্থ তাঁহার প্রতি প্রয়োজনীয় ক্ষমতা অর্পণ করা আবশ্যক বিধায়

আদেশ ঃ—

উপরোক্ত রিজার্ভ ভূভিখণ্ডের বন্দোবস্ত প্রভৃতি সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে পারিবেন না; এতদ্ভিন্ন যাবতীয় কার্য্যে তিনি চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(১) কায়েমী বা তকখিসি জমার তালুক অথবা একবন্দোবস্তে কাহাকেও (one party) ১০ দশ দ্রোণের অধিক আবাদী বা অনাবাদী জোত বন্দোবস্ত দেওয়া।

(২) ১০০০৲ এক হাজার টাকার অতিরিক্ত নাজাইদাবী বাদ দেওয়া (write off)।

নিদর্শন—৩৭

পার্বত্য প্রজাগণের রিজার্ভ এলাকায় নাজাই ইত্যাদি বিষয়

B. B. K. Manikya
25.7.41

মেমো নং ৫৫

চিফ্ সেক্রেটারীর অদ্যকার তারিখের এস্তেমেজাজ উপলক্ষে আদেশ--

১। যে সব স্থলে এক হাজার টাকার উর্দ্ধ নাজাই দাবী মাপ দিয়া ইস্তকা গ্রহণ করিতে হয় তৎব্যতীত অন্যান্য জোতভূমির সম্পূর্ণ বা আংশিক ইস্তকা চিফ্ সেক্রেটারী মান্যবর শ্রীযুত রানা বোধজঙ্গবাহাদুর মঞ্জুর করিতে পারিবেন। ইহার উর্দ্ধের নাজাই দাবী বিশিষ্ট জোতের ইস্তকা সম্বন্ধে প্রস্তাব এপক্ষ সদনে প্রেরণ করিতে হইবে।

২। দেওয়ান শাসন রিজার্ভের বন্দোবস্ত সম্বন্ধে চিফ্সেক্রেটারীকে সাহায্য করিবার জন্য স্থানীয় কালেক্টার প্রতি যথাবিহিত আদেশ দিবেন। ইতি ২৫শে কার্ত্তিক ১৩৪১ ত্রিং--

নিদর্শন--৩৮

অম্পি নামক স্থানের নাম পরিবর্ত্তন

নং ৭৭

শ্রীবীরবিক্রম মাণিক্য

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মণ মাণিক্যবাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা রাজধানী আগরতলা, ইতি। সন ১৩৪৪ ত্রিপুরাব্দ তারিখ ১৯শে মাঘ।

যেহেতু এ রাজ্যস্থিত অমরপুর উপবিভাগের অন্তর্গত অম্পি নামক স্থানের নাম পরিবর্ত্তন করা এপক্ষের অভিপ্রেত, অতএব--

আদেশ হইল যে,

এই নাম পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক উক্ত স্থান অতঃপর অম্পিনগর নামে অভিহিত করা যায়। ইতি।

নিদর্শন--৩৯

স্থানের নাম পরিবর্তন (নূতন বাজার)

শ্রীবীরবিক্রম মাণিক্য

নং ৭৮

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মণ মাণিক্যবাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা রাজধানী আগরতলা, ইতি। সন ১৩৪৪ ত্রিপুরাব্দ তারিখ ২৪শে মাঘ।

যেহেতু এ রাজ্যস্থিত অমরপুর উপবিভাগের অন্তর্গত নূতন বাজার নামক স্থানের নাম পরিবর্তন করা এপক্ষের অভিপ্রেত, অতএব

আদেশ হইল যে--

এই নাম পরিবর্তন পূর্ব্বক উক্তস্থান অতঃপর ডুম্বুরুনগর নামে অভিহিত করা যায়, ইতি।

নিদর্শন--৪০

সরকারী কর্মচারিগণের মধ্যে "গেজেটেড অফিসার" নির্ধারণ

মেমো নং ৮৯

B. B. K. Manikya
9.3.45

যেহেতু সরকারী কর্ম্মচারিগণের মধ্যে কোন্ কোন্ কর্ম্মচারী গেজেটেড্ অফিসার তাহা নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক বিধায় আদেশ হইল যে, অতঃপর নিম্নলিখিত পদের কর্ম্মচারীগণ গেজেটেড্ অফিসার এবং অন্যান্য সকল নন্ গেজেটেড্ অফিসার বলিয়া গণ্য হইবে। গেজেটেড্ অফিসারগণের নিযুক্তি পরিবর্তন বিদায় ইত্যাদি যথারীতি ষ্টেট গেজেটে প্রকাশিত হইবে। ইতি--সন ১৩৪৫ ত্রিং তারিখ ৯ই আষাঢ়।

১। রাজমন্ত্রী
২। চিফ্ সেক্রেটারী
৩। মিলিটারী সেক্রেটারী
৪। প্রাইভেট সেক্রেটারী
৫। চিফ্ ষ্টাফ্অফিসার
৬। নিজ তহবিল সেক্রেটারী
৭। এডিকং
৮। চিফ্জজ্
৯। অপর জজ্গণ
১০। মন্ত্রী অফিসের বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণ
১১। ষ্টেট ফিজিসিয়ান
১২। সহকারী ষ্টেট ফিজিসিয়ান

১৩। ষ্টেট বেকট্রলজিষ্ট
১৪। এন্টিরেবি ফিজিসিয়ান
১৫। রেসিডেন্ট ফিজিসিয়ান
১৬। রাজ অন্তঃপুরের ডাক্তারগণ
১৭। রাজবৈদ্য কবিরাজ
১৮। পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট
১৯। সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট
২০। কৃষি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট
২১। সার্ভে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট
২২। ষ্টেট ইঞ্জিনিয়ার
২৩। সুপারভাইজার
২৪। ডেপুটিম্যানেজার চাকলা
২৫। চাকলার এসিস্টান্ট ম্যানেজারগণ
২৬। সদর ম্যাজিষ্ট্রেট
২৭। সদর কালেক্টার
২৮। মফঃসলস্থ বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণ
২৯। সিভিল সার্ভিসের অন্যান্য কর্মচারী ও প্রবেশনারগণ
৩০। আণ্ডার সেক্রেটারীগণ
৩১। পার্শ্বন্যাল অফিস এসিষ্টেন্ট
৩২। হাইস্কুলের হেড মাষ্টারগণ
৩৩। গার্জিয়ান শিক্ষক ঠাকুর বোডিং
৩৪। সুপারিন্টেণ্ডিং শিক্ষক কুমার বোডিং
৩৫। ষ্টেট এড্‌ভোকেট
৩৬। লিগেল এড্‌ভাইসার
৩৭। সদর রেজিষ্টার
৩৮। রাজপণ্ডিত
৩৯। মিলিটারী ষ্টেট অফিসারগণ।

নিদর্শন—৪১

ডুম্বুর নির্ঝরের উজান এলাকায় পার্বত্য প্রজাগণের ঘরচুক্তি বৃদ্ধি

B. B. K. Manikya
16.12.47

ডুম্বুর নির্ঝরের উজানে পার্শ্বলিখিত চৌহদ্দির স্থানে জুমিয়া প্রজাগণ কর্তৃক উৎপন্ন তিল ও কার্পাস বিনা মাশুলে রাজ্যান্তরে রপ্তানি করিতে পারিবে। এতৎকারণে সরকারের যাহা ক্ষতি হইবে তাহা পুরণার্থে এই চৌহদ্দির অন্তর্গত স্থানের জুমিয়া প্রজাগণের ঘরচুক্তি খাজনা ঘরপ্রতি ৪্ চারিটাকা হিসাবে বৃদ্ধি করা যায়, ইতি সন ১৩৪৭ ত্রিং তাং ১৬ই চৈত্র।

পশ্চিমে— ঝাড়িমুড়া
দক্ষিণে— ব্রিটিশ সীমানা
উত্তরে— খোয়াই নদী ও রাইমা ছাইমা নদীর watershed.
পূর্ব্বে— সাদ্দিং

নির্দশন—৪২

সময়ের পরিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রাজকর্মচারিগণকে কর্তব্যপরায়ণ ও সৎ রাজকর্মচারী হইবার আহ্বান

B. B. K. Manikya
7.7.48

নং ১৪৯

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মা মাণিক্যবাহাদুর এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, সন ১৩৪৮ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ৭ই কার্ত্তিক

যেহেতু বিজয়া দশমী দিবসে এপক্ষ সমীপে রাজকর্ম্মচারীগণের যে আলোচনা হইয়াছিল তাহাতে কর্ম্মচারীবর্গকে সম্বোধনকালীন এপক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়ের অবতারণা করিয়াছিলেন। রাজকর্ম্মচারীবর্গ মধ্যে উক্ত বিষয় রোবকারী দ্বারা প্রচার করা বাঞ্ছনীয় বিবেচিত হওয়ায় এই রোবকারী দ্বারা তাহা প্রচার করা যায়।

যে প্রকার বা ধরণের তন্ত্র দ্বারা রাজ্যশাসিত হউক না কেন, কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মচারীমণ্ডলী না থাকিলে রাজ্যে সুশাসন হওয়া সম্ভবপর নহে। রাজা প্রজা তথা রাজ্যের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল কর্ম্মচারীর উপর নির্ভর করে। কর্ম্মচারীগণ মধ্যে যাহারা রাজ্য সুপরিচালনার চেষ্টা, জাতি-ধর্ম্ম নির্বিশেষে তৎপরতার সহিত সুবিচার সাধন, আপনাদিগকে প্রজাগণের অভিভাবক, উপদেশক ও সেবক মনে করেন এবং নিয়ত রাজা ও রাজ্যের মঙ্গল কামনায় নিরত থাকেন একমাত্র তাঁহারাই কর্ত্তব্যপরায়ণ ও সৎ রাজকর্ম্মচারী বলিয়া সকলের বিশ্বাসভাজন ও আদৃত হইবেন।

ত্রিপুরা রাজ্যে সর্ব্বদা কর্ম্মকুশলতা, কর্ম্মপরায়ণতা ও তত্তুল্য বিবেচ্য অন্যান্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্মচারী নিযুক্তির ব্যবস্থা বহুকালাবধি আছে এবং অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের সহিত তুলনায় এই রাজ্য শাসনের আদর্শ ও বিধিবিধানাদি এতদিন পশ্চাৎপদ ছিল বলিয়া ধারণা হয়না। কিন্তু এক্ষণে বৃটিশ শাসিত ভারতের অবস্থাদির পরিবর্ত্তনে এবং দেশীয় ভারতের অনেক রাজ্যের মধ্যেও অবস্থার পরিবর্ত্তনে এরাজ্যের রাজকর্ম্মচারীর রাজ্য পরিচালন প্রণালী সময়অনুপযোগী হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এতদ্ভিন্ন রাজকর্ম্মচারী মধ্যে বিশেষতঃ নিম্ন কর্ম্মচারী মধ্যে কেহ কেহ নানাহ কারণে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রলোভিত হইয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালনে অসমর্থ হইতেছে বলিয়া এপক্ষের গোচরীভূত হইয়াছে।

অধুনা বৃটিশ শাসিত ভারতে অনেকটা স্বায়ত্ব শাসন প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশে ভারতীয় মন্ত্রীবর্গের উদ্যোগে শাসন প্রণালীর সময়োপযোগী পরিবর্ত্তনের সৎচেষ্টা হইতেছে তাহার সহিত সমতা রক্ষা করা ত্রিপুরা রাজকর্ম্মচারিগণ মূল উদ্দেশ্য করিয়া ত্রিপুরায় শাসন প্রণালীর প্রকৃত বা অলীক অপবাদ অচিরে অপসারণ করিবেন বলিয়া এপক্ষ আশা করেন।

নিদর্শন—৪৩

রাজ্যশাসন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতালাভের জন্য কতিপয় রাজকর্মচারীকে রাজ্যান্তরে নানা স্থানে প্রেরণ সম্বন্ধে

B. B. K. Manikya
7.2.49

নং ১৯১

আদেশ

দরবার বিষম সমর বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর কে সি এস্ আই, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি। সন ১৩৪৯ ত্রিপুরাব্দ তারিখ ৭ই জ্যৈষ্ঠ।

যেহেতু রাজ্যশাসন ও রাজ্যোন্নতি বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য প্রতি বৎসর রাজ্যের কয়েকজন কর্ম্মচারীকে বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য কিম্বা বৃটিশ শাসিত প্রদেশসমূহ এমন কি ইউরোপ জাপান প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করিবার প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে, অতএব—

আদেশ হইল যে

আলোচনাপূর্ব্বক মন্ত্রী পরিষদ এতৎবিষয়ে এপক্ষ সমীপে মন্তব্য এবং আবশ্যক মনে করিলে প্রস্তাব প্রেরণ করিবেন।

নিদর্শন—৪৪

রাজ্যের সর্বত্র বেঙ্গল টাইম প্রবর্তন সম্বন্ধে

নং ২৭৩

আদেশ

দরবার বিষম সমর বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মহারাজা মাণিক্য স্যার বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর কে, সি, এস্, আই, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি। সন ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দ. তারিখ ৯ই কার্ত্তিক।

যেহেতু সমগ্র বঙ্গদেশে ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম হইতে একঘন্টা অগ্রানুবর্ত্তী রূপে বেঙ্গল টাইম, নামধেয় সময় নির্দ্ধারিত ও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং সমগ্র আসাম প্রদেশেও এই নির্দ্ধারিত সময় অচিরে প্রবর্তন করা সাব্যস্ত হইয়াছে এবং যেহেতু কার্য্যাদির সুবিধা ও সময়ের সামঞ্জস্য রক্ষার্থ এরাজ্যের সর্ব্বত্র অনুরূপ সময় প্রবর্ত্তিত হওয়া এপক্ষের অভিপ্রেত,

অতএব আদেশ হইল যে

আগামী ১৫ই কার্ত্তিক তারিখ হইতে এরাজ্যের সর্ব্বত্র বেঙ্গল টাইম প্রবর্ত্তিত হয়। ঐ তারিখে এরাজ্যের সর্ব্বত্র সমুদয় ঘড়ি ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম হইতে এক ঘন্টা সময় বৃদ্ধি করতঃ নিয়মিত করা হয়, ইতি।

নিদর্শন—৪৫

পার্বত্য প্রজাগণের বসবাস ও চাষাবাদ ব্যবস্থার জন্য কতিপয় এলাকা রিজার্ভকরণ

B. B. K. Manikya

নং ৩২৫

আদেশ

দরবার বিষম সমরবিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি মেজর হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর কে, সি, এস্, আই, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি। সন ১৩৫৩ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ১লা আশ্বিন।

যেহেতু পর্ব্বতবাসী পুরান ত্রিপুরা নোয়াতিয়া জমাতিয়া রিয়াং ও হালাম সম্প্রদায়ভুক্ত প্রজার জাতীয় জীবনের উৎকর্ষ সাধনকল্পে তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে সংঘবদ্ধভাবে বাস করাইয়া হলকর্ষণ কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইবার উদ্দেশ্যে বিগত ২০।৫।১৩৪১ ত্রিং তারিখের ৪৯ নং মেমো দ্বারা খোয়াই বিভাগের অন্তর্গত কল্যাণপুর এলাকায় "রিজার্ভ" স্বরূপে নির্দ্দিষ্ট ভূমি বর্ত্তমানে উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে অপ্রচুর প্রতীয়মান হইতেছে এবং যেহেতু আরও অধিকভূমি তদ্রূপ রিজার্ভ (সংরক্ষিত) করা আবশ্যক দৃষ্ট হইতেছে, অতএব আদেশ হইল যে,

নিম্নলিখিত চৌহদ্দিভুক্ত ও বর্ণিত ন্যূনাধিক ১৯৫০ বর্গমাইল অর্থাৎ ১,৯,৫০০০, দ্রোণ ভূমি নিম্নোক্ত কতিপয় দফার সর্ত্তাধীনে পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের বসবাস ও চাষাবাদের নিমিত্ত রিজার্ভ (সংরক্ষিত) করা যায়।

২। নিম্ন চৌহদ্দির অন্তর্গত ভূমি মধ্যে উপরে বর্ণিত পার্ব্বত্য সম্প্রদায় ভিন্ন অপর জাতীয় ও সম্প্রদায়-ভুক্ত প্রজাগণের বন্দোবস্তীয় যে সমুদয় নিষ্কর তাল্লুক এবং খাসে জোত বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যমান আছে তৎ সমুদয় আদিষ্ট রিজার্ভের বহির্ভূত থাকিবে, কিন্তু অতঃপর কেহ এই শ্রেণীর কোন ভূমি সরকার বাহাদুরের অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত উল্লিখিত পার্ব্বত্য সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন অপর কোন সম্প্রদায়ভুক্ত কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবেনা, তদ্রূপ করিলে উহা পণ্ড গণ্য হইবে এবং সরকার বাহাদুর সংসৃষ্ট ভূমি খাস দখলে আনিয়া নিজ অনুমোদিত কোন ব্যক্তিকে বন্দোবস্ত দিতে পারিবেন। কোন স্থলে পূর্ব্বোক্ত পার্ব্বত্য সম্প্র-দায়ের মধ্যে ক্রেতার অভাব হইলে সরকার বাহাদুর উপযুক্ত মূল্য প্রদানে সংসৃষ্ট ভূমি খাস করিতে পারিবেন কিম্বা নিজ অনুমোদিত ব্যক্তির নিকট বিক্রয় সম্পর্কে অনুমতি দিতে পারিবেন।

৩। উল্লিখিত পার্ব্বত্য সম্প্রদায়ভুক্ত কোন প্রজা আদিষ্ট রিজার্ভের অন্তর্গত তাহার স্বত্ব দখলীয় কোন ভূমি অপর কোন সম্প্রদায়ের লোকের নিকট দান বিক্রয়াদি দ্বারা হস্তান্তর করিতে কিম্বা বন্ধক (রেহাণ) দিতে কিম্বা বর্গা পত্তন করিতে কিম্বা কোর্ফা স্বত্বে বন্দোবস্ত দিতে কিম্বা কোন সূত্রে দখল ছাড়িয়া দিতে পারিবেনা; তদ্রূপ করিলে উহা পণ্ড গণ্য হইবে এবং সরকার বাহাদুর সংসৃষ্ট ভূমি খাস দখলে আনিয়া উল্লিখিত পার্ব্বত্য সম্প্রদায়ভুক্ত কোন ব্যক্তিকে বন্দোবস্ত দিতে পারিবেন।

৪। আদিষ্ট রিজার্ভ (সংরক্ষিত) ভূমির অন্তর্গত বর্ণিত পার্ব্বত্য প্রজাগণের স্বত্ব দখলীয় ভূমির সু-শৃঙ্খলা বিধান, নূতন বন্দোবস্ত প্রদান ও তাহার আবাদ অনুষ্ঠানাদি এবং উক্ত প্রজাগণের ঋণ পরিশোধাদি সম্পর্কে মন্ত্রী পরিষদ কর্ত্তৃক পশ্চাৎ বিস্তারিত নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ ও প্রচারিত হইবে। ইতি—

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

চৌহদ্দি--

১ কৈলাসহর বিভাগ--মনুগাঙ্গ ভেলী, কাঞ্চনবাড়ীর উজান।

উত্তরে--করমছড়া, মনুনদী এবং কাঠালছড়া, বাচিয়া (Bachia G.T.S.) পর্য্যন্ত।

পশ্চিমে--লথরাই রেঞ্জ (Lantharai Range)

দক্ষিণে--ব্রিটিশ সীমানা।

পূর্ব্বে--সাকান রেঞ্জ (Sakhan Range) মুছলীথুম হইয়া কালীগুয় পাড়ার নিকটবর্ত্তী করমছড়ার উৎপত্তি স্থল। ৩০৮ বর্গ মাইল ভূমি।

২। খোয়াই বিভাগ--(১) উত্তরে ব্রিটিশ সীমানা, রেমা ও সিঙ্গিছড়ার সংযোগস্থল হইতে সিঙ্গিছড়া ১৬।২ নং বি, গুহের তালুকের পূর্ব্ব সীমানা পরিবেষ্টন করিয়া তথা হইতে জমান ছড়া বাড়ী, তবলাবাড়ী, নূতন তবলাবাড়ী ও বৃন্দাবন বাড়ী যাওয়ার রাস্তা, বৃদ্ধফাবাড়ী হইতে খোয়াই কল্যাণপুর রাস্তা পর্য্যন্ত প্রসারী পশ্চিম-মুখী রাস্তা তথা হইতে সুজাসোজি খোয়াই নদী।

পশ্চিমে--বড়মুড়া রেঞ্জ (Barmura Range)

দক্ষিণে--গঙ্গরাইছড়া ২৪ নং ও ৯ নং কায়েমী তাল্লুক, খোয়াই নদী ও কল্যাণপুর রিজার্ভ।

পূর্ব্বে--আঠারমুড়া রেঞ্জ (Atharamura Range)

দক্ষিণে--অমরপুর বিভাগ এবং ব্রিটিশ সীমানা।

পূর্ব্বে--কৈলাসহর বিভাগ।

৩। খাস কল্যাণপুর। ৪১২ বর্গ মাইল ভূমি।

৩। সদর বিভাগ--(১) হাওড়া, ধনারা ও ঘোড়ামারার মাথা।

(২) রাঙ্গাপানীর নদীর উজান, দক্ষিণ চড়িলাম বড়জলা আমতলী গংস্থনা রাঙ্গাপানী ও লাটিয়া ছড়ার সংযোগ স্থল হইতে উজানে টাকারজলা ও জম্পইজলা।

(৩) উত্তরে--খোয়াই বিভাগ, দপধার নদীর উৎপত্তিস্থল হইহত ঘোড়ামারার এবং দপধার নদীর সংযোগ-স্থল তৎপর ঘোড়ামারা এবং হাওড়া নদীর সংযোগ স্থল পর্য্যন্ত।

পশ্চিমে--হাওড়া নদী ও ঘোড়ামারার সংযোগ স্থল হইতে হাওড়া নদী দিয়া ও হাওড়া ও ছিছিমা ছড়ার সংযোগ স্থল তথা হইতে ছিছিমাছড়া, বঙ্গেশ্বর গাঙ্গ, সোনাই নালা ও বুড়িগাঙ্গের জলাঙ্ক রেখা দিয়া বুড়িগাঙ্গ ও গঙ্গরাইছড়ার সংযোগস্থল তথা হইতে গঙ্গরাই এবং রাঙ্গাপানী নদীর জলাঙ্করেখা দিয়া রামছাগর বাড়ীর উত্তর পশ্চিমে লাটিয়াছড়ার উৎপত্তিস্থল হইতে লাটিয়াছড়া দিয়া রাঙ্গাপানী নদী হইয়া আঙ্কিগাঙ্গের সংযোগস্থল।

দক্ষিণে--আঙ্কিগাঙ্গ এবং রাঙ্গাপানী নদীর সংযোগ স্থল হইতে আঙ্কিগাঙ্গের উৎপত্তিস্থল তথা হইতে অন্দিঢেপা বাড়ী হইয়া সোনামুড়া ও সদরের মধ্যস্থিত সীমানা এবং ঐ সীমানা অনুসরণে নেঙ্গ (Neng G.T.S) হইয়া উদয়পুর বিভাগের সীমানা।

পূর্ব্বে--বড়মুড়া রেঙ্গের জলাঙ্করেখা (Barmura Range watershed line) অমরপুর ও খোয়াই বিভাগে সীমানা। ১৯৫ বর্গমাইল ভূমি।

৪। উদয়পুর বিভাগ--মহারাণী ও পিত্রাভেলী।

উত্তরে--সদর বিভাগ।

পশ্চিমে--সদর বিভাগ, আগরতলা উদয়পুর যাওয়ার সাবেক সড়ক পর্য্যন্ত। গোমতী নদী তথা হইতে অমরপুর রাস্তা ও ধনী-সাগরের পূর্ব্ব দিকের দক্ষিণমুখী রাস্তার সংযোগস্থল ভেদ করিয়া শেষোক্ত রাস্তা অনুসরণে কাথালং বাড়ী হইয়া হাতীমুড়া (Hatimura Range) তৎপর মহারাণী ছড়া সোনাইছড়ি গঙ্গাছড়া, গঙ্কিছড়া এবং তুইকুমা ছড়ার জলাঙ্করেখা দিয়া বিলনীয়া বিভাগের সীমানা পর্য্যন্ত।

দক্ষিণে--বিলনীয়া বিভাগ।

পূর্ব্বে--দেবতামুড়া রেঙ্গের জলাঙ্করেখা (Deotamura Range watershed line) ও অমরপুর বিভাগ। ১৫০ বর্গমাইল ভূমি।

৫। অমরপুর বিভাগ--
উত্তরে--খোয়াই বিভাগ।
পশ্চিমে--সদর ও উদয়পুর বিভাগ।
দক্ষিণে--বিলনীয়া ও সাব্রুম বিভাগ।
পূর্ব্বে--ব্রিটিশ সীমানা। ৫২৭ বর্গমাইল ভূমি।

৬। বিলনীয়া বিভাগ--বগাফা, লাউগাঙ্গ ও কলসী
উত্তরে--অমরপুর, উদয়পুর বিভাগ এবং মনু নদী।
পশ্চিমে--মনু নদী, মনু ও মুহুরী নদীর সংযোগস্থল পর্য্যন্ত তথা হইতে মুহুরী নদী এবং তুই গোমারী ছড়ার সংযোগ স্থল পর্য্যন্ত তৎপর তুইগোমারী ছড়ার অনুসরণে সাবরুম বিভাগের সীমানা পর্য্যন্ত।
দক্ষিণে--সাবরুম বিভাগ।
পূর্ব্বে--সাবরুম ও অমরপুর বিভাগ।
১৯৮ বর্গমাইল ভূমি।

৭। সাবরুম বিভাগ--জলে ফার উজান মনু ভেলী।
উত্তরে--অমরপুর ও বিলনীয়া বিভাগ।
পশ্চিমে--অমরপুর ও বিলনীয়া বিভাগ।
দক্ষিণে--পূর্ণবাড়ীর দক্ষিণ দিকস্থ রাস্তা দিয়া চালিতাছড়া বাড়ী তথা হইতে চালিতাছড়া দিয়া মনুগাঙ্গ, মনুবাজার সাবরুম রাস্তা রূপাইবাড়ীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তথা হইতে হাড়িয়া বাড়ী হইয়া লুধুয়া তালুকের সীমানা পর্য্যন্ত সোজা লাইন, লুধুয়া তালুকের পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব্ব সীমানা লুধুয়াছড়া তৎপর ফেণী নদী।
পূর্ব্বে--ব্রিটিশ সীমানা।
১৬০ বগমাইল ভূমি।

নিদর্শন--৪৬

পার্বত্য প্রজাদের জন্য সংরক্ষিত রিজার্ভ এলাকার সীমানা সংশোধন

B. B. K. Manikya
18.7.53

বিগত ৭ই আশ্বিন তারিখের ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেটে বিশেষ সংখ্যায় প্রচারিত রিজার্ভ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের ১লা আশ্বিন তারিখের ৩২৫ নং আদেশে খোয়াই বিভাগ (১) উত্তরে এবং চৌহদ্দিতে লিপি প্রমাদবশতঃ শেষাংশে একটু বাদ পড়িয়াছে এবং তদ্ধেতু উক্ত উত্তর সীমানা অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। উক্ত উত্তর সীমানাতে খোয়াই নদী শব্দের পর ২০ নং কায়েমী তাল্লুক তথা হইতে ত্রিপুরেশ্বরী বা বাগান আথিংপাড়া হইয়া জমাদার বাড়ী তৎপর ইছাকিছড়া এবং বৃটিশ সীমানা সংযোগ হইবে। উল্লিখিতরূপে সংশোধন ক্রমে ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট বিশেষ সংখ্যাতে প্রচার সম্পর্কে আদেশের প্রার্থনায় শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর সাক্ষাৎ পেশ হয়। ইতি--১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৫৩ ত্রিং--।

নিদর্শন—৪৭

ত্রিপুরা রাজ্যে ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে

ত্রিপুরা ষ্টেট

রাজধানী আগরতলা

(বিশেষ সংখ্যা)

১৩৫৭ ত্রিপুরাব্দ; ২০শে ভাদ্র, শনিবার

ষট্‌চত্বারিংশ ভাগ | ভাদ্র | বিশেষ সংখ্যা

মন্ত্রী পরিষদ আফিস

মেমো নং ৫

সম্প্রতি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রভুক্ত পশ্চিম বঙ্গদেশে ভারতীয় ষ্টাণ্ডার্ড টাইম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বাণিজ্য এবং অন্যান্য কার্য্যের সুবিধার্থ উহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করা সঙ্গত।

অতএব আদেশ হইল যে

আগামী ১লা আশ্বিন (১৩৫৭ ত্রিপুরাব্দ) প্রত্যুষ পাঁচ ঘটিকার সময় এরাজ্যের প্রচলিত বেঙ্গল টাইমের এক ঘন্টা পশ্চাৎবর্ত্তী ভারতীয় ষ্টাণ্ডার্ড টাইম প্রবর্ত্তিত হয়। এতদনুযায়ী এ রাজ্যের সর্ব্বত্র সমুদয় ঘড়ি নিয়মিত করা হউক, ইতি। সন ১৩৫৭ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ২০শে ভাদ্র।

T. K. Gupta
সেক্রেটারী
20.5.1357

S. V. Mukherjia
সভাপতি (প্রধানমন্ত্রী)

নিদর্শন—৪৮

আগরতলা সহরের, এলাকা মধ্যে তসখিচি তালুক বন্দোবস্ত সম্পর্কিত একটি পাট্টার প্রতিলিপি[৩৮]

ত্রিপুরা রাজ্যের
[ষ্ট্যাম্প ১৫৲ টাকা]

নং ২৫০ সন ১৩৫৯ ত্রিং
বহি ১খ ভল্যুম ৩য় সংখ্যা
পৃষ্ঠা ১৯৬-২০৭
রীতিমত রেজিষ্টারী করা হইল।
ইতি
সন ১৩৫৯ ত্রিং তারিখ ২২।৭।৫৯
স্বাঃ
রেজিষ্টার সদর বিভাগ
স্বাঃ দেওয়ান

রিজেন্ট মহারাণী রাজমাতার
আজ্ঞামোহর

শ্রীশিব
আজ্ঞা

স্বাঃ উপদেষ্টা রাজস্ব বিভাগ। স্বাঃ রেভিনিউ অফিসার রাজস্ব বিভাগ। স্বাঃ সদর কালেক্টার
স্বাঃ সেরেস্তাদার রাজস্ব বিভাগ স্বাঃ সেরেস্তাদার সদর বিভাগীয় আফিস।

স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি পঞ্চশ্রীযুক্ত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর, ত্রিপুরা ষ্টেট
--পাট্টাদাতা।

শ্রীযুত..................পিতা স্বর্গীয়..................হাল সাকিন আগরতলা, নূতন হাবেলী টাউন, পং আগরতলা, জাতি কায়স্থ, ব্যবসায় চাকুরী আদি।
—পাট্টাগ্রহীতা।

অস্য মেয়াদী পরিবর্ত্তনশীল জমার তসখিচি তালুকী স্বত্বের ভূমি বন্দোবস্তের পাট্টাপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যান্তর্গত সদর বিভাগের এলাকার সদর ষ্টেশন ও রেজেষ্টারীর এলাকাধীন পরগণে আগরতলা নূতন হাবেলী টাউন ২।১০ নং শিটস্থিত সরকারী প্ল্যানমতে পাকাবাড়ী প্রস্তুতের সর্ত্তে নিম্ন তপছিল চৌহদ্দি-বা ছিন্ন..................দখলীয় দুইটি সরকারী কোয়ার্টারের ভূমি তসখিচি তালুকী স্বত্বে বন্দোবস্ত পাওয়া নিমিত্ত আপনি স্বর্গীয় মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলে উক্ত ভূমি আপনাকে বার্ষিক বিলমুক্তা ১৫৲ টাকা জমায় ও মং ১০০০৲ হাজার টাকা নজরে তসখিচি তালুকী স্বত্বে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইতে পারে বলিয়া ১৭।১১।৫১ ত্রিং তারিখে আদেশ প্রদান করেন। তদনুসারে তদন্ত আমলে উভয় কোয়ার্টারের ভূমির পরিমাণ /৩৷।//৭ ধুর সাব্যস্ত হয়। কিন্তু সদর বিভাগীয় আফিস হইতে প্রস্তাব প্রেরণকালে ভ্রমে /৩৷।//৭ ধুর স্থলে /৩৷।৭ ধুর লিপি হইয়া ১৬।৩।৫৩ ত্রিং তারিখের ৬৩৭ নং সেহায় রাজস্ব বিভাগে প্রস্তাব প্রেরিত হওয়ায় উক্ত বিভাগ হইতে ঐ পরিমাণ ভূমির বাবত ২৭।১০।৫৩ ত্রিং তারিখের $\frac{\text{৭৯ R}}{\text{৭-১}}$ নং সেহায় মহামান্য মন্ত্রী পরিষদ যোগে স্বর্গীয় মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর সাক্ষাৎ প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হইলে মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের ৫।১২।৫৩ ত্রিং তারিখের আদেশে উক্ত /৩৷।৭ ধুর ভূমির তালুক বন্দোবস্ত মঞ্জুর হয়। পশ্চাৎ মহামান্য রাজস্ব বিভাগ হইতে এই ভ্রম ধরা পড়িয়া প্রস্তাব সংশোধনের রিপোর্ট প্রেরণের পূর্ব্বেই পূর্ব্ব প্রস্তাব মতে তালুক বন্দোবস্ত মঞ্জুর হইয়াছিল। রাজস্ব বিভাগের পরবর্তী সংশোধনের নোট পরিষদে আলোচিত হইয়া আপনার স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, এই ভ্রম সংশোধন হওয়া সমীচীনবোধে মহামান্য মন্ত্রী পরিষদ হইতে /৩৷।৭ ধুর ভূমি স্থলে /৩৷।//৭ ধুর ভূমির তালুক বন্দোবস্ত মঞ্জুরীর বাসনায় স্বর্গীয় মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর সাক্ষাৎ প্রস্তাব উপস্থিত করিলে সাক্ষাতের গত ২৩।৫।৫৫ ত্রিং তারিখের আদেশে তাহা

অনুমোদিত হইয়াছে। আপনাকে ভূমিতে ৩০।১২।৫২ ত্রিং তারিখে দখল দেওয়া হইয়াছিল বিধায় ১৩৫৩ ত্রিং সন হইতে ২০ বৎসর ম্যাদে তালুক বন্দোবস্ত মঞ্জুর হইয়াছে। আপনি বন্দোবস্তীয় ভূমির কবুলিয়ত দাখিলে পাট্টা পাওয়ার প্রার্থী হওয়ায় নিম্নলিখিত জমা, নজর ও সর্ত্তাদিতে আপনাকে এই পাট্টা প্রদান করা গেল।

সর্ত্ত :--

১। বন্দোবস্তীয় নিম্ন তপছিলের চৌহদ্দিভুক্ত বাসা বাড়ীর মোং ৶৩৷৷৶৭ ধুর ভূমি আবাদী বিধায় কোন মিনাহ মুদ্দত পাইবেন না।

২। বন্দোবস্তীয় ভূমির বিলমুক্তা বার্ষিক ১৫৲ টাকা জমা আদায় করিবেন। নির্দ্ধারিত কিস্তিমতে জমার টাকা জেনারেল ট্রেজুরীতে যথারীতি চালানযোগে দাখিল করিয়া রাজস্ব আদায়ের নিদর্শনস্বরূপ সহিমোহরযুক্ত চালান গ্রহণ করিবেন। এইরূপ চালান ব্যতীত খাজানা আদায়ের অন্য দলিল প্রমাণে গ্রাহ্য হইবে না।

৩। কিস্তি খেলাপী করিলে শতকরা মাসিক ২৲ হারে কিস্তি খেলাপী সুদ সহ বাকী খাজানা আদায় করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৪। আইনতঃ যখন যে সেস্ বা কর ধার্য্য হয় তাহা দিতে বাধ্য থাকিবেন।

৫। রাজস্ব আদায়পক্ষে ত্রুটি বা শৈথিল্য করিলে বর্ত্তমান প্রচলিত আইন ও ভবিষ্যতে রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে অন্য যে কোন আইন প্রচলন হইবে তদনুসারে এবং এই তালুক নীলাম দ্বারা বাকী খাজানাদি আদায় করিয়া লওয়া যাইবে। এই তালুক নীলাম বিক্রয় দ্বারা বাকী খাজানাদি আদায় না হইলে আপনার স্বনামী বিনামী অন্য স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকনীলাম ছারা বাকী খাজানাদি আদায় করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে।

৬। বন্দোবস্তীয় ভূমির ধার্য্য নজর ১০০০৲ টাকা মধ্যে ২৫।১।৫১ ত্রিং তারিখের $\frac{\text{৩৪৭৭ নং}}{\text{খ}}$ আমদানীতে ৫০০৲ টাকা ও ১২।৭৫২ ত্রিং তারিখের $\frac{\text{১৬২৪}}{\text{খ}}$ নং আমদানীতে ৫০০৲ টাকা মোট ১০০০৲ টাকা দাখিল হইয়াছে।

৭। এই বন্দোবস্তের ম্যাদ ১৩৫৩ ত্রিং সন হইতে ১৩৭২ ত্রিং সন পর্য্যন্ত ২০ বৎসর কাল প্রবল থাকিবে।

৮। উল্লিখিত ম্যাদ অতীতে এবং তৎপর প্রতি ২০ বৎসর অন্তে পূর্ব্ব মুদ্দতের জমার উপর তোলা প্রতি ৵০ আনা হারে বৃদ্ধি জমা এবং আইনানুযায়ী করাদি প্রদান করিতে সর্ব্বদা বাধ্য থাকিবেন। পুনর্ব্বার ২০ বৎসর ম্যাদে বন্দোবস্ত গ্রহণ আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে, কিন্তু তদ্রূপ বন্দোবস্ত গ্রহণ না করিলে ভূমি খাস দখলে আনিয়া অন্যত্র বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।

৯। রাজস্ব বিভাগ বা তৎস্থলবর্ত্তী আফিসের লিখিত অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত বন্দোবস্তের অন্তর্গত স্থান বা তাহার কোন অংশ অন্যত্র দান, বিক্রয় বা কোনপ্রকার হস্তান্তর করিতে পারিবেন না। করিলে উহা অসিদ্ধ হইবে এবং রাজস্ব সম্বন্ধীয় প্রধান কার্য্যকারক সঙ্গত বিবেচনা করিলে সংসৃষ্ট ভূমি খাস করিতে পারিবেন। উল্লিখিত অনুমতি গ্রহণে হস্তান্তর গ্রহণে হস্তান্তর কালে রাজস্ব বিভাগ বা তৎস্থলবর্ত্তী আফিসের নির্দ্ধারিত হস্তান্তর নজর দিতে বাধ্য থাকিবেন।

১০। যদি আপনি কি আপনার উত্তরাধিকারী কি স্থলবর্ত্তীর এই তালুকময় পাকা গৃহাদি বিক্রয় করার আবশ্যক হয় তবে সর্ব্বপ্রথমে সরকারে উচিত মুল্যে বিক্রয় করার প্রার্থনা করিতে হইবে। সরকারে তৎকালীন বাজারদর অনুসারে উচিতমূল্যে ক্রয় করার অভিপ্রায় না হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী ৯ম দফার সর্ত্তাধীনে অন্যত্র বিক্রয় করিতে পারিবেন ও পারিবে।

১১। প্রত্যেক ম্যাদ অতীতে বন্দোবস্তের অন্তর্গত স্থান জরীপ করান আবশ্যক হইলে আপনার ব্যয়ে জরিপ করান যাইবে। সরকারের প্রয়োজনে সরকারী ব্যয়ে বন্দোবস্তের ম্যাদ মধ্যেও জরিপ হইতে পারিবে। ঐ সকল জরিপে জমির পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি হইলে তদনুসারে তৎকালের নির্দ্ধারিত নিরেখে জমার পরিমাণ ও হ্রাস বৃদ্ধি হইবে এবং বৃদ্ধি ভূমির নিমিত্ত এক বৎসরের জমা পরিমাণ টাকা নজর বাবত প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন। কিন্তু ভূমি হ্রাস হইলে দাখিলী নজরের কোন অংশ ফেরত পাইবেন না।

১২। বন্দোবস্তীয় ভূমির চৌহদ্দির বাহিরে জরিপ আমলে খাসের কোন ভূমি দখল করা সাবস্ত হইলে ঐ অতিরিক্ত দখলীয় ভূমি, দখলকালের ওয়াশীলাৎ সহ খাস দখলে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য থাকিবেন।

১৩। এই বন্দোবস্তের অন্তর্গত ভূমিতে রাজস্ব বিভাগের পূর্ব্বাহ্নে অনুমতিগ্রহণ ব্যতীত কোন দেব মন্দির, মসজিদ বা ভজনালয় নির্ম্মিত হইতে অথবা অন্য কোন দেবতা স্থাপিত হইতে পারিবেনা। তদ্রূপ করিলে রাজস্ব বিভাগের প্রধান কার্য্যকারক সংসৃষ্ট ভূমি দালান সহ খাস করিতে পারিবেন।

১৪। বন্দোবস্তের অন্তর্গত ভূমিতে খনিজ পদার্থ, প্রোথিত ধন বা প্রাচীন কীর্ত্তি থাকিলে তাহাতে সর্ব্বতোভাবে সরকারের অধিকার থাকিবে। বন্দোবস্ত গ্রহীতা বা তৎস্থলবর্ত্তী উল্লিখিত পর্য্যায়ভুক্ত কোন জিনিষ প্রাপ্তিমাত্র তৎসংবাদ রাজস্ব বিভাগে বা বিভাগীয় আফিসে জ্ঞাপন করিতে ও উহা উপস্থিত করিতে বাধ্য থাকিবেন তদন্যথায় রাজস্ব সম্বন্ধীয় প্রধান কার্য্য কারক সংসৃষ্ট ভূমি খাস করিতে পারিবেন।

১৫। বন্দোবস্তীয় ভূমিতে শ্রীশ্রীযুত সরকারী মঞ্জুরী কৃত প্ল্যানমতে তালুক মঞ্জুরের তারিখ হইতে এক বৎসর মধ্যে দালান প্রস্তুতের কার্য্য আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী এক বৎসর মধ্যে উহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করিতে হইবে। তদন্যথায় এই বন্দোবস্ত বাতিল হইয়া সংসৃষ্ট ভূমি খাসে পর্য্যাপ্ত হইবে। হইবে। তদ্দরুন কোনপ্রকার ক্ষতিপূরণ পাইবেন না।

১৬। নিষিদ্ধ বৃক্ষাদি উৎপাদন, ছেদন, আহরণ ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল বিধিবিধান ও ভবিষ্যতে যাহা প্রচলন হইবে তত্তাবৎ প্রতিপালন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

১৭। তালুকের সীমানা সরহদ্দ বহাল রাখিবেন ও সরকার হইতে এই তালুক সংক্রান্ত যখন যে কাগজ তলব ও দাখিলের আদেশ হয় তাহা নিরাপত্তিতে উচিত সময়ে দাখিল ও তামিল করিতে বাধ্য থাকিবেন।

বন্দোবস্তীয় ভূমিতে আপনি পুত্র পৌত্রাদি ও স্থলবর্ত্তীগণ ক্রমে বন্দোবস্তের সর্ত্ত মতে দান বিক্রয় ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার হস্তান্তরের সত্ত্বাধিকারী হইয়া কাটিয়া ভরিয়া বাস্তু বাগান বানাইয়া প্রাচীর প্রোক্ত এমারত দালানাদি প্রস্তুতপূর্ব্বক যথেচ্ছা ভোগ বিনিয়োগ ও দখল তছরূপ করিবেন।

১৮। প্রচলিত রীতি অনুসারে সরকারী প্রয়োজনে ভেট বেগার ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া দিতে বাধ্য থাকিবেন।

১৯। টাউনের তসখিচি তালুক সম্পর্কে বর্ত্তমানে যে সকল আইন ও নিয়ম প্রণালী প্রচলিত আছে ভবিষ্যতে যাহা প্রচলন হইবে আপনি ও আপনার উত্তরাধিকারী বা স্থলবর্ত্তীগণ তাহা পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন ও থাকিবে।

২০। এই পাট্টার লিখিত যাবতীয় সর্ত্ত পালন করিতে আপনি ও আপনার ওয়ারিষ ও স্থলবর্ত্তীগণ বাধ্য থাকিবেন ও থাকিবে। এই পাট্টার লিখিত কোন সর্ত্ত লঙ্ঘন করিলে তালুক বন্দোবস্ত বাতিল গণ্য হইয়া ভূমি খাসদখলে পর্য্যাপ্ত হইবে।

এতদর্থে আপনি বন্দোবস্তীয় ভূমির পাট্টা পাওয়ার প্রার্থী হইয়া যথারীতি কবুলিয়ত দাখিল করায় আপনাকে এই পাট্টা প্রদান করা গেল, ইতি। সন ১৩৫৯ ত্রিপুরা ২১শে শ্রাবণ।

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

১ম তপছিল চৌহদ্দি

উত্তরে-- ....
পূর্ব্বে-- ....
দক্ষিণে-- ....
পশ্চিমে-- ....

এই চৌহদ্দি মধ্যে টাউন জরিপী নকসার ২৩৩৬। ২৩৩৭। ২৩৩৯ দাগকাত মোং ।৩।।৴৴৭ ধুর ভূমি। মোং এক কানি তিন গণ্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্ত সাত ধুর ভূমি মাত্র।

২য় তপছিল রাজস্ব আদায়ের কিস্তিবন্দী

আষাঢ়--সমগ্র রাজস্বের ।০ চারি আনা অংশ।
ভাদ্র--সমগ্র রাজস্বের ।০ চারি আনা অংশ।
অগ্রহায়ণ--সমগ্র রাজস্বের ।০ চারি আনা অংশ।
মাঘ--সমগ্র রাজস্বের ।০ চারি আনা অংশ।

ইসাদী--
১। ....
২। ....
৩। ....

লেখক ....

পাদটীকা

১ বাবু নীলমণি দাস মহাশয় ত্রিপুরা (কুমিল্লা) জেলার জিনোদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কুমিল্লা কালেক্টারীত নিম্নতর সরকারী কার্যে নিযুক্ত হইয়া তিনি স্বীয় প্রতিভা ও বিচক্ষণতায় অল্পকাল মধ্যেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে উন্নতি লাভ করেন। তাঁহার যোগ্যতায় আকৃষ্ট হইয়া মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য তাঁহাকে রাজ্যের দেওয়ান পদে ১২৮৩ ত্রিং সনের ভাদ্র মাসে নিযুক্ত করেন। তিনি ব্রিটিশ ভারতীয় প্রশাসনের অনুকরণে রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থার সুবিন্যাস করেন এবং আবগারী, ষ্ট্যাম্প, দলিল রেজিস্ট্রি, তমাদি, দেওয়ানী ও ফৌজদারী নিয়মাবলী, চলৎ দণ্ডবিধি, চলৎ পুলিশ কার্য্যবিধি, ইত্যাদি বহুবিধ আইন প্রণয়নপূর্ব্বক বিধিবদ্ধ করেন এবং আইন ও নিয়মাবলীসমূহ সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করেন।
মিঃ হান্টার কর্ত্তৃক ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত ও প্রকাশিত "A Statistical Account of Hill Tipperah" নামক ত্রিপুরা রাজ্য সম্বন্ধে অমূল্য আকর গ্রন্থের উপাদানসমূহ দেওয়ান নীলমণি দাস মহাশয়ের প্রদত্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে রচিত বলিয়া জানা যায়। ১২৮৬ ত্রিপুরাব্দের শীতকালে তিনি ত্রিপুরার দেওয়ানী কার্য পরিত্যাগ করেন।

২ বর্ত্তমান কালের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারীগণ এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৩ Privilege Leave এর প্রতিশব্দ। পরবর্ত্তীকালে এই বিদায় Earned Leave অর্থাৎ 'অর্জিত বিদায়' আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

৪ পীড়িত বিদায় অথবা পীড়াপ্রযুক্ত বিদায় নামে পরবর্তীকালে অভিহিত।

৫ ব্রিটিশ এলাকাভুক্ত জমিদারী চাকলা রোশনাবাদ প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত।

৬ হুজুরাশিত আমলা=অধস্তন কর্মচারী।

৭ মহারাজ বীরচন্দ্রের আজ্ঞা মোহর।

৮ অর্থী=প্রত্যর্থী।

৯ (ক) তখনও (১০০ বছর আগে) রবিবার বন্ধ প্রচলিত ছিল। পরে মহারাজের (বীরচন্দ্রমাণিক্যের) জন্মদিন বুধবার বন্ধ প্রথা চালু হয়। (খ) তখনও পূর্বাহ্নে ও অপরাহ্নে আফিসাদির কার্য হইত এবং দ্বিপ্রহর ছিল বিশ্রামকাল।

১০ দপ্তর সরঞ্জামী=Office equipments.

১১ রোশনাই খরচ=Lighting expenses.

১২ বাজে খরচ=Miscellaneous expenses.

১৩ ব্যয়-শাসন=Expenditure control.

১৪ লেবারউর্দ্দী=livery ও উর্দি (uniform)র বিকৃতরূপ।

১৫ আবাসে=অনুপযুক্ত বসনে অর্থে।

১৬ আপক্কিক=উভয় পক্ষীয় অর্থে ব্যবহৃত। বন্দোবস্তদাতার পাট্টা প্রদান এবং বন্দোবস্ত গ্রহীতার কবুলিয়ত চুক্তি স্বীকার পত্র প্রদানের বিধান আইনে রহিয়াছে।

১৭ অপহার হইলে=পরিবর্তন হইলে।

১৮ মুদ্দত মিনা=মুদ্দত অর্থ নির্দ্দিষ্ট সময় এবং মিনা অথবা মিনাহ অর্থ করমুক্ত।

১৯ চৌহদ্দি=চতুঃসীমা।

২০ উজর=আপত্তি।

২১ আমলে আনিব=স্বীকার করিব।

২২ ইস্তিফা=ছাড়িয়া দেওয়া (relinquish)।

২২ জানিব=জানাশোনা।

২৩ সদর আফিস=এসময়ে রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ মন্ত্রী আফিস, সদর আফিস আখ্যায় পরিচিত ছিল।

২৪ বর্ত্তমানকালের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করণিকগণকে চলতি ভাষায় আমলা বলা হইত।

২৫ হায়=সমূহ।

২৬ মূল প্রতিলিপিতেও আদেশটির তারিখ পাওয়া যায় নাই। বাবু মোহিনীমোহন বর্ধন ১২৯৬ ত্রিপুরাব্দ অগ্রহায়ণ মাস হইত প্রায় দুই বৎসর ত্রিপুরায় রাজমন্ত্রীরূপে নিযুক্ত ছিলেন। এই হিসাবে এ আদেশটি আনুমানিক ১২৯৬ ত্রিপুরাব্দে প্রচারিত ধরা হইল।

২৭ জিরাত=অস্থায়ী অর্থাৎ "জিরিয়ে নেওয়া" অর্থে দেশজ শব্দ।

২৮ মুদ্দত মিনাহ=নিষ্করের নির্দিষ্ট কাল।

২৯ দিলাসা চিঠি=মঞ্জুরী হুকুম।

৩০ গৌণ=দেরী।

৩১ মোয়াজি=জমির সমষ্টি ।

৩২ নিরেখে=হার, ।

৩৩ নাল=কর্ষণযোগ্য আবাদী ভূমি।

৩৪ তপসিল বা তফসিল=বিবরণ।

৩৫ কাত=ধার্য হিসাবে, (As Per)।

৩৬ টংঘর=জুম পাহারা দেওয়ার প্রয়োজনে আদিবাসীগণের প্রস্তুত সাময়িক মাচান্-ঘর।

৩৭ খাশ পরতাল=ঘরচুক্তি কর নিরূপণের জন্য আদিবাসীগণের খাশ অর্থাৎ বাড়ী নির্দিষ্টকরণ।

৩৭ এই দ্বিতীয় খণ্ড নিয়মাবলরটি এতৎসঙ্গে পাওয়া যায় নাই।

৩৮ বাবু অভয়কুমার গুহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইবার পরই ১৩২২ ত্রিং সনে ত্রিপুরার রাজকার্যে প্রবেশ করিয়া স্বীয় প্রতিভায় অল্পকাল মধ্যেই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে উন্নতি লাভ করিয়া পাঁচ বৎসর কাল পরেই কার্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতোকত্তর বিভাগে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন এবং গবেষনামূলক কার্যদ্বারা ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন।

৩৯ পরবর্ত্তী সময়ে শ্রীরাজমালা সম্পাদনা কার্যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিলেন।

৪০ তখসিসি অথবা তস্‌খিচি তালুক (ক) নির্দিষ্ট ম্যাদ অন্তে পরিবর্তনশীল জমার তালুককে তসখিচি অথবা তখসিসি তালুক বলা হইত।
(খ) এই দলিলে বর্ণিত পাট্টা গ্রহীতার নাম ও অপরাপর কিছু অংশ অনুক্ত রাখা হইল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

(রাজ্যের আভ্যন্তরীণ এবং বহিঃরাষ্ট্র সম্পর্কিত পলিটিক্যাল বিভাগ)

নিদর্শন—১

একস্ট্রাডিশন (Extradition) আইনের ব্যবহার সম্পর্কে

পুলিশ

সন ১৩১৪ ত্রিং, তাং ৭ই চৈত্র, সারকুলার নং ১১--একস্ট্রাডিসন (Extradition) আইন অনুসারে যে স্থলে ভিন্ন রাজ্যে আসামী ধৃত হইয়া এ রাজ্যে আনীত হইতে পারে, সেস্থলে তদন্তকারী পুলিশ কর্ম্মচারী আসামী বা কোন সন্দিগ্ধ মালের অনুসন্ধান পাইলে ভিন্ন রাজ্যের নিকটবর্ত্তী পুলিশ থানায় তাহার সংবাদ দিতে পারিবে এবং তৎসম্বন্ধে শ্রীযুত মন্ত্রী রায় বাহাদুরের বিগত ৩রা আশ্বিন তারিখের ৭নং সারকুলারের মর্ম্মমত কার্য্য ররিবে। কোন অবস্থাতেই ভিন্নরাজ্যে ধৃত হওয়া আসামী কি সন্দিগ্ধ মাল শ্রীযুত পলিটিক্যাল এজেন্ট সাহেবের যোগ ব্যতীত এরাজ্যের পুলিশের পক্ষে গ্রহণ করা বৈধ হইবে না।

শ্রীআনন্দমোহন গুপ্ত
পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট

নিদর্শন—২

আফগানিস্তানের অধিবাসিগণকে সরকারী দৃষ্টির অধীনে রাখা সম্বন্ধে

B. B. K. Manikya
29.1.29

মেমো নং ১

যেহেতু মহামহিমান্বিত ভারত সম্রাটের প্রতিকূলে আফগানিস্থানের আমীর কর্ত্তৃক যুদ্ধ ঘোষিত হওয়া এপক্ষের গোচরীভূত হইয়াছে, অতএব এতদ্দ্বারা আদেশ করা যায় যে এরাজ্যে কোন আফগান প্রজা বা আফগানিস্থানের অধিবাসী সাময়িকরূপে অবস্থান করিলে তাহাকে দৃষ্ট্যধীন রাখিতে হইবে। অতঃপর এরূপ ব্যক্তির নাম ধাম ইত্যাদির বিশেষ বিবরণ তৎপরতার সহিত রেজেষ্টরীকরতঃ তদীয় গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

অবগতি ও কার্য্যে পরিণতির কারণ এই মেমোর প্রতিলিপি চিফ্ দেওয়ান সমীপে প্রেরিত হয়। ইতি, সন ১৩২৯ ত্রিং ২৯শে বৈশাখ।

নিদর্শন--৩

রাজমন্ত্রীর সহিত রাজ্যের সামন্তরাজগণের সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে নিয়মাবলী*

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে
স্বাধীন ত্রিপুরা রাজধানী আগরতলা সন ১৩২৯ ত্রিং ৩রা চৈত্র

যেহেতু এপক্ষের প্রতিনিধিরূপে রাজমন্ত্রী বা রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান কার্য্যকারক এরাজ্যস্থ সামন্ত রাজগণের বাসভবনে বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে উপস্থিত হইলে, এরাজ্যস্থ সামন্ত রাজগণ ও পার্ব্বত্য প্রজাবৃন্দের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোন নির্দ্ধারিত নিয়ম নাই; তাহা নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। অতএব--

আদেশ হইল যে

(১) প্রধান কার্য্যকারকের মফস্বল পরিদর্শনকালে তাঁহার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁহার যাতায়াত ও অবস্থানের উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা সামন্ত রাজা ও পার্ব্বত্য প্রজাগণের কর্ত্তব্য হইবে।

(২) উপরোক্ত প্রধান কার্য্যকারক সামন্ত রাজগণের বাসভবনে বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে কিম্বা তাঁহারা যে বিভাগের এলাকায় বাস করেন, সেই বিভাগের রাজকীয় প্রধান কার্য্যস্থলে উপস্থিত হইলে, সামন্তরাজগণের রাজমন্ত্রী বা রাজ্যের প্রধান কার্য্যকারকের সহিত সাক্ষাৎ ও প্রতিসাক্ষাৎকার সম্বন্ধে এতৎসহ সংযোজিত নিয়মাবলী অনুসারে কার্য্য হইবে। ইতি।

---

*রাজ্যের সামন্তরাজগণের সহিত রাজমন্ত্রীর সাক্ষাৎ ও প্রতিসাক্ষাতের সম্পর্কে নির্দ্ধারিত নিয়মাবলী অর্থাৎ Protocol টির বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে ত্রিপুরার রাজখান্দান অপেক্ষা ইহাতে ব্রিটিশ Protocol এর অনুকরণই সমধিক হইয়াছে।

ত্রিপুর রাজ্যের রাজমন্ত্রী অথবা সর্ব্বপ্রধান কার্য্যকারকের সহিত সামন্তরাজগণের সাক্ষাৎকার সম্বন্ধীয় কার্য্যপ্রণালী

(ক) প্রথম অভ্যর্থনা

১। রাজকীয় প্রধান কার্য্যকারক সামন্ত রাজার বাসগ্রামে উপস্থিত হইলে সামন্তরাজ তদীয় অনুচর-সহ গ্রামপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া প্রধান কার্য্যকারকের অভ্যর্থনা করিবেন।

২। অন্যূন ২০ বিশজন পার্ব্বত্য প্রজা, জাতীয় পরিচ্ছদ ও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া প্রধান কার্য্যকারকের সেলামি দিবে।

(খ) সাক্ষাৎ

১। এরাজ্যের প্রধান কার্য্যকারক কোন সামন্ত রাজার বাসগ্রামে অথবা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে উপস্থিত হইলে, সামন্তরাজ উপরোক্ত প্রধান কার্য্যকারকের অবস্থিতি স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

২। সামন্ত রাজার বাড়ী যে বিভাগের এলাকায় অবস্থিত উপরোক্ত প্রধান কার্য্যকারক সেই এলাকার রাজকীয় প্রধান কার্য্যস্থলে উপস্থিত হইলে, সংসৃষ্ট সামন্তরাজা ইচ্ছা করিলে সেই স্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন।

৩। সাক্ষাতের সময় ও স্থান প্রধান কার্য্যকারক পূর্ব্বেই নির্দ্ধারণ করিবেন ও তাহা সংসৃষ্ট সামন্ত-রাজাকে জানান হইবে।

৪। সামন্ত রাজা অধীনস্থ কার্য্যকারক ও অনুচরসহ যথোচিত বেশে (সরকার প্রদত্ত কোন পোষাক বা চিহ্ন থাকিলে তাহা) আগমন করিবেন। অনুচর সংখ্যা ১০ জনের অধিক হইবে না। ইচ্ছা করিলে অনুচরগণ জাতীয় অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া আসিতে পারে।

৫। সামন্ত রাজা ও তাঁহার অনুচরবর্গ প্রধান কার্য্যকারকের বাসগৃহের দ্বারে উপস্থিত হইলে জনৈক বা একাধিক রাজ কর্ম্মচারী তাঁহার অভ্যর্থনা করিবেন।

৬। অন্ততঃ ৪ জন সিপাহী বা কনষ্টেবল একজন অফিসার সহ সামন্ত রাজাকে সেলামি দিবেন।

৭। অভ্যর্থনাকারী কার্য্যকারকগণ সামন্ত রাজা ও তদীয় প্রধান অনুযাত্রীদিগকে গৃহমধ্যে লইয়া যাইবেন।

৮। সামন্তরাজা গৃহপ্রবেশ করিলে সমবেত সকলে গাত্রোত্থান করিবেন এবং সামন্তরাজা শ্রীশ্রীযুতের নজর দাখিল করার পর প্রধান কার্য্যকারক তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিয়া আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করাইবেন। অনুযাত্রীগণ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিবেন।

৯। সভার বামপার্শ্বে রাজকীয় কার্য্যকারকগণ স্ব স্ব পদানুসারে উপবেশন করিবেন।

১০। সামন্ত রাজার সহিত প্রধান কার্য্যকারকের অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তার পরে বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্য-কারক সামন্ত রাজার প্রধান অনুচরদিগকে প্রধান কার্য্যকারকের সহিত পরিচয় করাইয়া দিবেন।

১১। সাক্ষাতান্তে প্রধান কার্য্যকারক সামন্ত রাজাকে আতর ও পান প্রদান করিবেন। এবং অপর কোন রাজকর্ম্মচারী সামন্ত রাজার অনুযাত্রীদিগকে আতর, পান দিবেন।

১২। সামন্ত রাজার প্রতিগমনকালে অভ্যর্থনাকারী রাজকর্ম্মচারীগণ প্রত্যুদগমন করিবেন ও পুনরায় সেলামি হইবে।

(গ) প্রতিসাক্ষাৎ

নিম্নলিখিত সামন্ত রাজাগণ প্রধান কার্য্যকারকের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাঁহার সহিত প্রতিসাক্ষাৎ করিবেন।

(১) শ্রীযুক্ত রাজা লালছুক খামা বাহাদুর
(২) শ্রীযুক্ত রাজা দৈকুমা

প্রতিসাক্ষাৎকালে নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বিত হইবে।

১। নির্দ্ধারিত সময়ের অর্দ্ধঘন্টা পূর্ব্বে সামন্ত রাজার কোন উচ্চ কর্ম্মচারী প্রধান কার্য্যকারকের বাসস্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সানুচর সামন্ত রাজার গৃহে লইয়া যাইবেন।

২। প্রধান কার্য্যকারকের নির্দ্ধারণানুসারে রাজকর্ম্মচারী, সিপাহী ও কনষ্টেবল উপযুক্ত পরিচ্ছদ ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তাঁহার অনুগমন করিবেন।

৩। সামন্ত রাজার বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইলে, রাজার আত্মীয় ও কর্ম্মচারীগণ প্রধান কার্য্যকারকের অভ্যর্থনা করিবেন। এবং অন্যূন ১০ জন অনুচর জাতীয় পরিচ্ছদ ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া প্রধান কার্য্য-কারককে সেলাম করিবে।

৪। সামন্ত রাজার গৃহদ্বারে প্রধান কার্য্যকারক উপস্থিত হইলে, সামন্ত রাজা স্বয়ং প্রধান কার্য্যকারকের অভ্যর্থনা করিবেন ও তাঁহাকে গৃহমধ্যে লইয়া যাইবেন। রাজকীয় কর্ম্মচারীবর্গ তাঁহার অনুগমণ করিবেন।

৫। গৃহের মধ্যস্থলে দুইখানা আসন থাকিবে। তথায় দক্ষিণ পার্শ্বে প্রধান কার্য্যকারক ও বামপার্শ্বে সামন্ত রাজা উপবেশন করিবেন।

৬। প্রধান কার্য্যকারকের দক্ষিণ পার্শ্বে নির্দ্দিষ্ট আসনে তাঁহার অনুযাত্রীগণ উপবেশন করিবেন ও বামপার্শ্বে সামন্ত রাজার অনুচরগণ বসিবেন।

৭। প্রধান কার্য্যকারকের সহিত সামন্ত রাজার কিয়ৎকাল আলাপের পরে সামন্ত রাজার উজীর উপস্থিত রাজকর্ম্মচারীগণকে সামন্ত রাজার সহিত পরিচিত করিবেন।

৮। তদনন্তর সামন্ত রাজা প্রধান কার্য্যকারককে আতর ও পান প্রদান করিবেন ও তদীয় উজীর উপস্থিত রাজ কর্ম্মচারীদিগকে আতর ও পান দিবেন।

৯। প্রত্যুদ্গমনকালে ও অভ্যর্থনার প্রণালী অবলম্বিত হইবে।

নিদর্শন--৪

বিপ্লবাত্মক কার্য্য ও রাজদ্রোহ সন্দেহে আবদ্ধকরণ

শ্রীবীরবিক্রম মাণিক্য

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে ত্রিপুরা রাজ্য, রাজধানী আগরতলা, ইতি তারিখ ১১ই শ্রাবণ ১৩৪৩ ত্রিপুরাব্দ

পুলিশ তদন্তে যে সমস্ত প্রমাণাদি রাজমন্ত্রী কর্ত্তৃক এপক্ষ সদনে উপস্থিত হইয়াছে তদালোচনায় এপক্ষের প্রতীতি হইয়াছে যে, পার্শ্বলিখিত ব্যক্তি ব্রিটিশ ভারতের বিপ্লবাত্মক ও রাজদ্রোহজনক কার্য্যাবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট।

শ্রী সুশীল কুমার দেববর্ম্মা, পিতা ঠাকুর শ্রীযুত হরচন্দ্র দেববর্ম্মা, সাং আগরতলা।

অতএব এতদ্বারা এই আদেশ করা যাইতেছে যে উক্ত শ্রীসুশীল কুমার দেববর্ম্মাকে দ্বিতীয় আদেশ প্রচারিত না হওয়া পর্যন্ত, আগরতলা জেইলে আবদ্ধ রাখা হউক।

কার্য্যে পরিণতির নিমিত্ত এই আদেশ শ্রীযুত রাজমন্ত্রী সমীপে প্রেরিত হয়। ইতি--

নিদর্শন—৫

রাজনৈতিক কারণে আটক ব্যক্তিকে রাজ্যান্তরিত করিবার সম্বন্ধে

B. B. K. Manikya
11.1.1344 T.E.

মেমো নং ৭২

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে ত্রিপুরা রাজ্য, রাজধানী আগরতলা, ইতি তারিখ ১১ই বৈশাখ, ১৩৪৪ ত্রিপুরাব্দ

এ পক্ষের গত ১১ই শ্রাবণ ১৩৪৪ ত্রিং তারিখের রোবকারী দ্বারা পার্শ্বের লিখিত ব্যক্তিকে দ্বিতীয় আদেশ প্রচারিত না হওয়া পর্যন্ত আগরতলা জেলে আবদ্ধ রাখিবার আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল।

১। শ্রীসুশীল কুমার দেববর্ম্মা
পিতা—শ্রীযুত ঠাকুর হরচন্দ্র দেববর্ম্মা
সাং আগরতলা।

যেহেতু উক্ত ব্যক্তি অত্রস্থ জেলের নিয়মাদি এবং জেলের কর্ত্তৃপক্ষদিগের আদেশ উপদেশ অমান্য করিয়া আসিতেছে, অতএব তাহাকে উক্ত জেলে রাখা বাঞ্ছণীয় নহে বিধায় তাহার সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত বোরকারী পরিবর্ত্তন ক্রমে আদেশ করা যায় যে উক্ত ব্যক্তিকে রাজ্যান্তর করা হউক।

কার্য্যে পরিণতির নিমিত্ত এই আদেশ শ্রীযুত রাজমন্ত্রী সমীপে প্রেরিত হয়—। ইতি

নিদর্শন—৬

রাজ্যে স্থায়িভাবে বসবাসের জন্য ভিন্ন রাজ্যবাসিগণের সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ

B. B. K. Manikya
8.2.48

ভিন্ন রাজ্য হইতে আগত বাসিন্দাগণ*—যাহারা এরাজ্যে স্থায়ী প্রজা হইয়া বসবাস করিতে ইচ্ছুক এবং ভবিষ্যতে এই শ্রেণীর যে সকল লোক স্থায়ী প্রজা হইবার প্রার্থনা করিবে তাহাদিগকে সরকার হইতে Naturalization Certificate প্রদান করিয়া রাজ্যের স্থায়ী প্রজা স্বরূপে গ্রহণ করিবার বিষয়ে কিরূপ ব্যবস্থাদি হইতে পারে তদ্বিষয়ে শ্রীযুত মন্ত্রীবাহাদুর মন্তব্য সহ প্রস্তাব প্রেরণ করিবেন। ইতি—সন ১৩৪৮ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ৮ই জ্যৈষ্ঠ।

*বৃটিশ এলাকার পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহ হইতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে আগত সহস্র সহস্র শরণার্থী সমস্যা এ সময়ে রাজ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

নিদর্শন--৭

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ দমনের উদ্দেশ্যে অর্ডিনান্স প্রবর্ত্তন

১৯৭ নং

B. B. K. Manikya

১১-১০-৪৯ ত্রিং

রোবকারী দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চ শ্রীযুক্ত ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা কে. সি. এস্. আই. এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি, সন ১৩৪৯ ত্রিং তারিখ ১১ই মাঘ

১৩৪৯ সনের স্টেট কাউন্সিলের ২ ও ৩ নং অর্ডার এবং তন্মূলে এরাজ্যে গৃহীত ব্রিটিশ ভারতের ভারতরক্ষা অর্ডিনান্স ও নিয়মাবলীর ৫৬ ধারা অনুসৃতিতে

আদেশ করা যায় যে

বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহাসমরের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত এরাজ্যে কোন প্রকার অবাঞ্ছনীয় রাজনৈতিক উত্তেজনা বা বিক্ষোভ সৃষ্টি না হইতে পারে এতদুদ্দেশ্যে অতঃপর মন্ত্রীপরিষদের বিনা অনুমতিতে এরাজ্যে রাজনীতি সংসৃষ্ট কোন সভাসমিতি বা শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান বেআইনী বলিয়া গন্য হইবে এবং এই নিয়মের প্রতিকূলাচরণ উক্ত ৫৬ ধারা ব্যবস্থিত ৩ তিন বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড যোগ্য হইবে। যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ কার্য্যকারক উক্ত প্রকার বেআইনী সভাসমিতি বা শোভাযাত্রা নিবারণ বা অনুমত্যধীন সভাসমিতি নিয়ন্ত্রণ এবং এই নিদ্দেশ কার্য্যে পরিণতি কল্পে উপযুক্ত উপায় অবলম্বন ও তজন্য আবশ্যকীয় বলপ্রয়োগ করিতে পারিবে।

মন্ত্রীপরিষদ প্রয়োজনানুসারে এই নির্দ্দেশোক্ত নিজ ক্ষমতা কোন ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ কার্য্যকারকের প্রতি অর্পণ করিতে পারিবে, ইতি--

নিদর্শন--৮

১৯৮ নং

রোবকারী দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চ শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর কে. সি. এস্. আই. এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, সন ১৩৪৯ ত্রিপুরাব্দ, ১৮ই মাঘ

ইউরোপীয় সমরানলের জন্য আজ সমস্ত রাজনৈতিক এবং অর্থনীতিক পরিবর্ত্তন চলিতেছে। মিত্রপক্ষ বর্ত্তমান সময়ে যে উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান সমরে যোগদান করিয়াছেন তাহার সহিত সমগ্র ভারতবর্ষের ভাগ্য বিশেষভাবে জড়িত তাহাতে সন্দেহ নাই। মিত্রপক্ষের পরাজয় ভারতবাসীর চিরপরাজয়, তাহাদিগের জয়লাভ আমাদের বিজয়। বর্ত্তমান যুগে সমগ্র পৃথিবী বিশেষতঃ ভারতবর্ষ সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেরূপ অগ্রসর হইতেছে, মিত্রশক্তির বিজয় দ্বারা সে ক্রমোন্নতির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধন অবশ্যম্ভাবী। অতএব মিত্র শক্তিকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করা যে দেশবাসীর মুখ্য কর্ত্তব্য তাহা বলাই বাহুল্য। এতদুদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সত্বর কার্য্যে ব্রতী হইবার জন্য পার্শ্বলিখিত ব্যক্তিগণ দ্বারা এক কমিটি গঠন করা যায়।

(ক) সামরিক অবস্থার ফলে এতদ্দেশীয় অর্থনৈতিক অবস্থায় যে প্রতিক্রিয়া হইতেছে তাহার কারণ নির্দ্ধারণ ক্রমে অবস্থার উন্নতি বিধান করা, যুদ্ধের অজুহাতে বাজারদর বৃদ্ধিপূর্ব্বক অন্যায় লাভের বিরুদ্ধে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা অথচ বস্তু উৎপাদনকারীগণ যাহাতে উচিৎ মূল্য পায় তৎসম্বন্ধেও প্রতিবিধান করা।

আভ্যন্তরীণ এবং বহিঃরাষ্ট্র সম্পর্কিত

১। মহারাজকুমার শ্রীলশ্রীমান দুর্জ্জয়কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর, সভাপতি।
২। মহারাজকুমার শ্রীলশ্রীমান আদিত্যকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর।
৩। মহারাজকুমার শ্রীলশ্রীমান হেমন্তকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর, বি, এ।
৪। কুমার শ্রীলশ্রীমান রমেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর।
৫। রাজকুমার রাণা শ্রীজাহাল জঙ্গ বাহাদুর।
৬। উজীরসাহেব ঠাকুরশ্রীকমলকৃষ্ণ দেববর্ম্মা।
৭। ঠাকুর শ্রীহিরণকুমার দেববর্ম্মা, বি, এ।
৮। ঠাকুর শ্রীযোগেশ্চন্দ্র দেববর্ম্মা, বি, কম্।
৯। শ্রীযুত অনিলকুমার সেন, বি, ই।

(খ) দেশবাসীগণ যাহাতে যুদ্ধের সম্বন্ধে প্রকৃত সংবাদ ত্বরার সহিত পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা।

(গ) ইউরোপীয় সমরে যোগদানকারী আহত ভারতীয় সৈনিকদিগের সাহায্য কল্পে Red Cross এবং St. Dunstan প্রভৃতি আদর্শ জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য ব্যাপকভাবে চাঁদা ও সাহায্য সংগ্রহ করা।

কমিটি উপরিউক্ত বিষয়সমূহ কার্য্যে পরিণত করিবার সম্বন্ধে উপযুক্ত প্রস্তাব এপক্ষ সদনে সত্বর উপস্থিত করিবে। ইতি-

নিদর্শন—৯

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ

মন্ত্রী পরিষদ আফিস

মেমো নং ৯

অতীব শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে প্রকাশ করা যাইতেছে যে গত ২২শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার বেলা ১২-১০ মিনিট সময়ে কলিকাতা নগরীতে জগদ্বরেণ্য, অমর ঋষি, বঙ্গমাতার বরপুত্র বিশ্বকবি মনীষী ডক্টর "ভারত ভাস্কর" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার পরলোকগত আত্মার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ ত্রিরাজ্যের ও জমিদারীর আফিস, আদালত ও বিদ্যালয়াদি যাবতীয় সরকারী প্রতিষ্ঠান একদিবস বন্ধ রাখিবার জন্য শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্যবাহাদুর আদেশ প্রদান করিয়াছেন। অতএব সদরের আফিস-আদালত ও বিদ্যালয়াদি আগামীকল্য ২৫শে শ্রাবণ, রবিবার এবং মফঃস্বলস্থ আফিস, আদালত ও বিদ্যালয়াদি এই আদেশ পূর্ব্বাহ্নে প্রাপ্ত হইলে সেই দিবস এবং অপরাহ্নে প্রাপ্ত হইলে তৎপর দিবস বন্ধ থাকিবে, ইতি। সন ১৩৫১ ত্রিং, তারিখ ২৪শে শ্রাবণ।

শ্রী ত্রিবেণীকান্ত গুপ্ত
সেক্রেটারী, মন্ত্রী পরিষদ
২৪।৪।৫১ ত্রিং

শ্রী রাণা বোধজঙ্গ
সভাপতি, মন্ত্রী পরিষদ
৯।৮।৪১ ইং

নিদর্শন--১০

খয়ড়াগড় রাজ্যের অধিপতিকে সম্মানসূচক মিলিটারী উপাধি প্রদান

B. B. K. Manikya

নং ৩০৭

আদেশ

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি মেজর হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর, কে, সি, এস্, আই, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, আগরতলা, ইতি। সন ১৩৫২ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ২৭শে চৈত্র।

খয়ড়াগড় রাজ্যের অধিপতি রাজাসাহেব শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র বাহাদুর সিংহজীকে ১৩৫৩ ত্রিপুরাব্দে ১লা বৈশাখ তারিখ হইতে ১ নং ত্রিপুরা (বীরবিক্রম মাণিক্য) রাইফেল্‌স্ এর অনারারী মেজর পদে নিযুক্ত করা যায়। ইতি--

নিদর্শন--১১

রাজনৈতিক উত্তেজনার নিবারণকল্পে বিনানুমতিতে সভাসমিতি শোভাযাত্রা নিষিদ্ধকরণ

B. B. K. Manikya

আদেশ

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি কর্ণেল হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর, জি, বি, ই, কে, সি, এস্, আই, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি। সন ১৩৫৬ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ১২ই ফাল্গুন

যেহেতু বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে শান্তি রক্ষার্থ কোনরূপ অবাঞ্ছনীয় রাজনীতিক উত্তেজনা বা বিক্ষোভ সৃষ্টি নিবারণ করা আবশ্যক, অতএব ত্রিপুরা শাসনতন্ত্রের ৪৪ (ক) ধারা এবং রাজ্যেশ্বর স্বরূপে এপক্ষের স্বাধিকার বলে

এতদ্বারা আদেশ করা যায় যে

অতঃপর এরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর অথবা তৎকর্ত্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কর্ম্মচারীর সাধারণ বা সর্ত্তাধীন লিখিত অনুমতি ব্যতীত এরাজ্যে রাজনীতি সংসৃষ্ট কোন সভাসমিতি বা শোভাযাত্রা হইতে পারিবেনা এবং অন্য কোনপ্রকার সভা বা শোভাযাত্রায় রাজনীতি সংসৃষ্ট ধ্বনি (slogan) উচ্চারিত হইতে পারিবে না। উক্ত লিখিত অনুমতির অভাবস্থলে বা অনুমতির সর্ত্তের বা নিষেধ বিধির ব্যতিক্রমে সভা বা শোভাযাত্রা বে-আইনী বলিয়া গণ্য হইবে এবং যে কোন ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুলিশ কার্য্যকারক উক্ত প্রকার বে-আইনী সভাসমিতি বা শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে। এতদুদ্দেশ্যে ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুলিশ সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন এবং আবশ্যকস্থলে বল প্রয়োগ করিতে পারিবে।

বে-আইনী সভাসমিতি বা শোভাযাত্রার উদ্যোক্তা, অনুষ্ঠাতাও যোগদানকারিগণ বিচারে সশ্রম বা বিনাশ্রমে অনধিক তিন বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড কিম্বা উভয় প্রকার দণ্ডাদিষ্ট হইবে। এরূপ অপরাধ পুলিশ ধর্ত্তব্য ও জামিন যোগ্য হইবে।

নিদর্শন—১২

ত্রিপুরা রাজ্য ও পাকিস্তানের সীমান্তে আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্বন্ধে

ত্রিপুরা রাজ্য

রাজধানী আগরতলা

মন্ত্রী আফিস--ফাইনান্স ও হিসাব বিভাগ

মেমো নং ৭

শ্রীশ্রী মাতামহারাণী মহাদেব্যার বিগত ১৫।১১।৫৭ ত্রিং তারিখের ১০৯ নং আদেশে (১৬।১১।৫৭ ত্রিং তারিখের ষ্টেট গেজেটে প্রকাশিত) পূর্ব্বপ্রচলিত ও নিরূপিত শুল্কের অতিরিক্তরূপে বিভিন্ন প্রকার বাণিজ্য দ্রব্য ভিন্ন রাজ্য (পাকিস্থান) হইতে এ রাজ্য আনয়ন এবং এ রাজ্য হইতে রাজ্যান্তরে (পাকিস্থানে) প্রেরণ জনিত "আমদানী ও রপ্তানী শুল্কের হার" নির্দ্ধারিত এবং সদর কালেক্টার ও সংসৃষ্ট অন্যান্য বিভাগীয় ভার-প্রাপ্ত কার্য্যকারক মহোদয়গণের তত্ত্বাবধানে সীমান্তেস্থিত বনকর আফিসসমূহ কর্ত্তৃক বর্ণিত শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

উপরিউক্ত আদেশানুযায়ী নব-প্রবর্ত্তিত "আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক" আদায় ও তৎসংক্রান্ত আয়ের হিসাব রক্ষণোদ্দেশ্যে আপাততঃ নিম্নলিখিতরূপ কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট করা যায়। দ্বিরাদেশ প্রচার সাপেক্ষে তন্মতে কার্য্য পরিচালিত হইবে।

বর্ত্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় কর্ম্মচারীর সংখ্যাবৃদ্ধি করা সম্ভবপর হইবে না। সুতরাং বনকর ও শুল্ক বিভাগ, সীমান্তেস্থিত কোন বনকর অফিসের কর্ম্মচারীর কার্য্যক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইলে--অবিলম্বে তৎস্থলে অপর কোন বনকর আফিস হইতে উপযুক্ত কর্ম্মচারী পরিবর্ত্তনক্রমে বর্ণিত নব প্রবর্ত্তিত শুল্ক আদায়ের কার্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। সদর কালেক্টার ও অন্যান্য বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক-মহোদয়গণ ও তৎতৎ অফিসস্থ বর্ত্তমান সংখ্যক কর্ম্মচারী হইতে স্ব স্ব সুবিবেচনানুযায়ী একএক জন উপযুক্ত কর্ম্মচারী সহকারীস্বরূপে তৎসংক্রান্ত কার্য্যাদি সম্পাদনার্থে নিয়োগ করিবেন।

নবপ্রবর্ত্তিত 'আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক" আদায় সম্পর্কে:--

বনকর ও শুল্ক বিভাগের এবং ফাইনেন্স ও হিসাব বিভাগের প্রচলিত অন্যান্য নিয়মাধীনে--

সংসৃষ্ট বনকর আফিস সমূহের কর্ত্তব্য:

১। আমদানী ও রপ্তানী শুল্কের জন্য বাবত উল্লেখে পৃথক পৃথক ভাটিয়াল (বর্ত্তমানে প্রচলিত) প্রদানে বর্ণিত শুল্ক আদায় করা—(প্রকাশ থাকে যে নূতন ভাটিয়াল ফরম সত্বরতার সহিত সরবরাহের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। উহা প্রাপ্তি সাপেক্ষে শুল্ক আদায়ের জন্য বর্ত্তমান প্রচলিত ভাটিয়াল বহি পৃথকরূপে ব্যবহার করিতে হইবে এবং বহির মলাটে ও প্রত্যেক ভাটিয়াল ফরমের উপরিভাগে লাল কালীদ্বারা "সেন্ট্রাল কাষ্টমস্" শব্দ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।)

২। এতদুদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র আমদানী বহিতে উক্ত ভাটিয়াল্ দৃষ্টে আদায়ীকৃত আমদানী ও রপ্তানী শুল্কের পরিমাণ পৃথক পৃথক ভাবে ভুক্ত করা।

৩। তদ্বাবত আদায়ীকৃত আয় স্বরূপ টাকা ট্রেজুরীতে ইরশাল দেওয়ার কালে নির্দ্দিষ্ট ইরশালী চালান বা বহিতে আমদানী ও রপ্তানী শুল্কের অঙ্ক পৃথক পৃথকরূপে প্রদর্শিত করা। (উল্লেখ করা যায় যে এতদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত স্বতন্ত্র চালানের উপরিভাগে লাল কালীদ্বারা "সেন্ট্রাল কাষ্টমস্ রেভিনিউ" লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।)

৪। প্রতি অষ্টাহান্তে তদ্বাবত আয়ের বিশদ্বিবরণ প্রস্তুতক্রমে একখানা সংসৃষ্ট কালেক্টারী কিম্বা বিভাগীয় আফিসে এবং অপর একখানা বনকর ও শুল্ক বিভাগে প্রেরণ করা।

এতদ্ব্যতীত কোন বিষয়ে সন্দেহ কিম্বা তর্ক উপস্থিত হইলে সংসৃষ্ট কালেক্টার বা বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক মহাশয়ের উপদেশ গ্রহণে কার্য্য সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য হইবে।

সংসৃষ্ট ট্রেজুরীসমূহের কর্ত্তব্য:

বনকর আফিসসমূহ হইতে ইরশাল প্রাপ্ত হইয়া পৃথক পৃথকরূপে "আমদানী শুল্ক ও রপ্তানী শুল্ক" স্বতন্ত্র ভাবে দুইটি সবহেড্ দর্শাইয়া রোকড়ে জমাকরা এবং ফাইনেন্স ও হিসাব বিভাগে প্রেরিতব্য আয়ের একোয়ালে তদ্রূপভাবে অঙ্ক প্রদর্শিত করা--যাহাতে উক্ত বিভাগে তদ্ধাবত সমষ্টিগতভাবে আয়ের পরিমাণ পৃথক পৃথক সঙ্কলিত হইতে পারে।

সংসৃষ্ট কালেক্টরী ও অন্যান্য বিভাগীয় আফিসের কর্ত্তব্য:

আবশ্যকস্থলে ফাইনেন্স ও হিসাব বিভাগ এবং বনকর ও শুল্ক বিভাগের উপদেশ গ্রহণে বর্ণিত নবপ্রবর্ত্তিত "আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক" আদায় সম্পর্কিত যাবতীয় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করা।

অবগতি ও কার্য্যে পরিণতির বাসনায় প্রতিলিপি প্রত্যেক বিভাগে ও আফিসে প্রেরিত হয়, ইতি। সন ১৩৫৭ ত্রিং, ১৬ই ফাল্গুন।

অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায়
প্রধান মন্ত্রী

নিদর্শন--১৩

পাকিস্তানের নোট ও মুদ্রা রাজ্য মধ্যে প্রচলন নিষিদ্ধকরণ বিষয়ে ব্যবস্থাদি

ত্রিপুরা সরকার

রাজধানী আগরতলা

দেওয়ান আফিস--অর্থ ও হিসাব বিভাগ
তাং ২০শে ফাল্গুন, সন ১৩৫৮ ত্রিং

বিজ্ঞাপন

ইহা পরিলক্ষিত হইতেছে যে, ত্রিপুরা সরকারের ট্রেজুরী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহে পাকিস্তান রাষ্ট্রের নোট ও মুদ্রা পরিগ্রহণ নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও এ রাজ্য মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য সংশ্রবে বে-সরকারীভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের নোট ও মুদ্রা বহুল পরিমাণে চলিতেছে। যেহেতু উহা ত্রিপুরা সরকার কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে, তদ্ধেতু উহা এ রাজ্যে বে-সরকারীভাবেও প্রচলন নিবারণ করা আবশ্যক।

অতএব এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, অতঃপর এ রাজ্যে বে-সরকারীভাবেও পাকিস্তান রাষ্ট্রের নোট ও মুদ্রা আদান প্রদান চলিতে পারিবে না। কাহারও নিকট পাকিস্তান রাষ্ট্রের নোট বা মুদ্রা থাকিলে ঐ নোট বা মুদ্রা "দি ত্রিপুরা স্টেট ব্যাঙ্ক লিমিটেড" হইতে উক্ত ব্যাঙ্কের নিয়মাধীনে পরিবর্ত্তনক্রমে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের নোট ও মুদ্রা পাইতে পারিবেন।

আভ্যন্তরীণ এবং বহিঃরাষ্ট্র সম্পর্কিত

পাকিস্তান রাষ্ট্রের নোট ও মুদ্রা এ রাজ্যে সরকারী ও বে-সরকারী ভাবে প্রচলন নিষিদ্ধ করায় ব্যবসা ও বাণিজ্যের সুবিধার্থে অর্থাৎ এ রাজ্যের ব্যবসায়ী পাকিস্তান রাষ্ট্রের অথবা পাকিস্তান রাষ্ট্রের ব্যবসায়ী এ রাজ্যে ব্যবসা ও বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে গমনাগমন কালে উক্ত "দি ত্রিপুরা স্টেট ব্যাঙ্ক লিমিটেড" হইতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বা পাকিস্তান রাষ্ট্রের নোট ও মুদ্রা আবশ্যকমত পরিবর্তন করিয়া লইতে পারিবেন।

উল্লেখ করা যায় যে, পাকিস্তান অধিবাসী প্রজা বা ব্যবসায়ীর নিকট হইতে সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে ভূমির রাজস্ব কিংবা অন্য কোন প্রকার সরকারী কর পাকিস্তান রাষ্ট্রের নোট বা মুদ্রা দ্বারা আদায় করা যাইতে পারিবে। কিন্তু রাজস্ব বা করের পরিমাণের উপরে ত্রিপুরা স্টেট ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কমিশন বাবত শতকরা ১ এক টাকা হারে অতিরিক্তরূপে আদায় করিতে হইবে এবং সংসৃষ্ট আফিস বা কাছারী হইতে ট্রেজুরীতে ইরশাল দেওয়ার পূর্ব্বে উক্ত কমিশন প্রদানে "দি ত্রিপুরা স্টেট ব্যাঙ্ক লিমিটেড" হইতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের নোট ও মুদ্রার বিনিময়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের নোট ও মুদ্রা গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ রাজ্য-বাসী প্রজা বা ব্যবসায়ীর নিকট হইতে উক্ত রূপে পাকিস্তান রাষ্ট্রের নোট বা মুদ্রা দ্বারা ভূমির রাজস্ব বা অন্য কোন প্রকার সরকারী কর আদায় করা যাইতে পারিবে না, ইতি

বিজয়কৃষ্ণ আচার্য্য
দেওয়ান
ত্রিপুরা রাজ্য

নিদর্শন—১৪

ত্রিপুরা রাজ্যের শাসনভার ভারত সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ পত্র

ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট
রাজধানী—আগরতলা
দেওয়ান আফিস—পলিটিক্যাল বিভাগ

শীলমোহর

মাননীয়

শ্রীযুত...সমীপে।

মহামান্য ভারত-সরকার কর্তৃক ত্রিপুরা রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ উপলক্ষে আগামী ১৫ই অক্টোবর (২৮শে আশ্বিন) শনিবার পূর্ব্বাহ্ন ৮ ঘটিকার সময় অত্রত্য 'প্যান্ডেল' প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। উক্ত অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি প্রার্থনীয়, ইতি। সন ১৩৫৯ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ২৪শে আশ্বিন।

মাননীয় দেওয়ান বাহাদুরের
অনুমত্যনুসারে
শ্রী নন্দলাল দেববর্ম্মা
সেক্রেটারী, ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট

পোষাক :—নিমন্ত্রিতগণের সাধারণ আচকান ও শিরাচ্ছাদন ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।

নিদর্শন--১৫

ভারত সরকার কর্তৃক ত্রিপুরা রাজ্যের শাসনভার অধিগ্রহণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সর্বসাধারণের যোগদানের বিজ্ঞপ্তি

ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট
রাজধানী আগরতলা

দেওয়ান আফিস--পলিটিক্যাল বিভাগ

শীলমোহর

বিজ্ঞপ্তি

ত্রিপুরা রাজ্যের শাসনভার মহামান্য ভারত সরকারের পক্ষে মাননীয় চিফ্ কমিশনার কর্তৃক গ্রহণ উপলক্ষ্যে অত্র্য সহরস্থ "প্যাণ্ডেল" প্রাঙ্গণে আগামী ১৫ই অক্‌টোবর (২৮শে আশ্বিন) শনিবার পূর্ব্বাহ্ন ৮ ঘটিকার সময় আয়োজিত অনুষ্ঠানে সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়, ইতি। সন ১৩৫৯ ত্রিং, তারিখ ২৪শে আশ্বিন।

মাননীয় দেওয়ান বাহাদুরের অনুমত্যনুসারে
শ্রীনন্দলাল দেববর্ম্মা
সেক্রেটারী,
ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট

নিদর্শন--১৬

চিফ্ কমিশনার কর্তৃক ভারত ডোমিনিয়নের পক্ষে ত্রিপুরা রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ সম্বন্ধে বাংলায় প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি

গভর্নমেন্ট অব ত্রিপুরা
চিফ্ কমিশনার আফিস, ত্রিপুরা

নোটিফিকেসন

আগরতলা, ১৫ই অক্‌টোবর, ১৯৪৯ ইং

নং ১-পি/XIX-1/59 ভারত গভর্নমেন্ট কর্তৃক ত্রিপুরার চিফ্ কমিশনার নিযুক্ত হইয়া আমি, অদ্য ১৯৪৯ ইং সনের ১৫ই অক্‌টোবর পূর্ব্বাহ্নে ভারতের গভর্নর জেনারেল এবং হিজ হাইনেস ত্রিপুরার মহারাজা বাহাদুরের মধ্যে ১৯৪৯ ইং সনের ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে সম্পাদিত চুক্তিনামার (Agreement) ১ নং সর্ত্তানুযায়ী ভারত ডোমিনিয়ন গভর্নমেন্টের পক্ষে ত্রিপুরা রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছি। ইতি

শ্রীরণজিৎ কুমার রায়
আই, সি, এস
চিফ্ কমিশনার, ত্রিপুরা

(ত্রিপুরা গেজেটের ১৩৫৯ ত্রিপুরাব্দ, ২৮শে আশ্বিন, শনিবার--১৫ই অক্‌টোবর, ১৯৪৯ ইং তারিখের বিশেষ সংখ্যায় প্রচারিত)

সহস্রবর্ষ ব্যাপী নৃপতিশাসিত ত্রিপুরা রাজ্যের সারা ভারতের সহিত সাঙ্গীকরণের পরবর্তী, ভারত সরকারের পক্ষে চিফ্কমিশনারের এই ঘোষণাটি একটি ঐতিহাসিক দলিল। এই ঘোষণাটি যুগপৎ ইংরেজী ও বাংলায় প্রচারিত হইয়াছিল।

সপ্তম অধ্যায়

১। অর্থ ও হিসাব, হিসাবাদি রক্ষা ও পরীক্ষা, ট্রেজারী ব্যাঙ্ক ইত্যাদি।

২। বার্ষিক আয় ব্যয়ের (বাজেট) বরাদ্দ, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।)

নিদর্শন—১

সদর বক্‌সী দ্বারা মাসিক বিল প্রস্তুত ও পরীক্ষাদির নিয়ম পরিবর্তন

মেমো নং ৩১৯৯ সেহা

রাজধানী এবং সবডিবিসনের নিযুক্তিয় উচ্চ এবং নিম্ন শ্রেণীর সমুদয় কার্য্যকারকের হাজিরা গয়ের হাজিরা[১] রাজধানীর সদর কাছারীর সদর বক্‌সী দ্বারা লিখিত হইয়া তদনুসারে .. .. [২]বিল প্রস্তুত ও পরীক্ষিত হওয়ার নিয়ম চলিয়া আসিয়াছে এই নিয়মের পরিবর্ত্তে প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের অধীনে যে সমস্ত কার্য্যকারকান আছে তাহাদের হাজিরা গয়ের হাজিরা ঐ ঐ ডিপার্টমেন্টের প্রধান কার্য্যকারকের তত্ত্বাবধানে লিখিত হওয়তঃ[৩] বিল ঐ ঐ ডিপার্টমেন্ট হইতে মাসান্তে প্রস্তুত হইয়া পরীক্ষা ও মঞ্জুরীর জন্য সদর কাছারীতে আগত হওয়ার নিয়ম শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাতের ২১শে পৌষের হুকুমের দ্বারা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। সেমতে

হুকুম হইল যে—

শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাতের ২১শে পৌষের উপরোক্ত হুকুমের মর্ম্ম জ্ঞাত প্রতিপালনার্থ এই মেমোর এক এক খণ্ড প্রতিলিপি সমুদয় আফিস ও ডিপার্টমেন্টে পাঠান যায় প্রকাশ থাকে যে আগামী ১লা বৈশাখ হইতে উক্ত নিয়ম কার্য্যে পরিণত হয়। ইতি সন ১২৮৯ ত্রিং ১৮ই ফাল্গুন।

Dina Bandu Deb
Minister.

নিদর্শন—২

বেতনের বিল মঞ্জুরীর পূর্বে হাওলাত স্বরূপ বেতন গ্রহণের প্রথা নিষিদ্ধকরণ

মেমো নং ৭৮ সেহা

দেখা যায় বিল মঞ্জুর হওয়ার পূর্ব্বে চাকলা ও রাজগী কর্ম্মচারিগণকে হাওলাত সূত্রে তাহার বেতনের টাকা দেওয়া হইয়া থাকে। নিয়মানুসারে বিল মঞ্জুর না হইলে কাহাকেও বেতন বাবত কোন টাকা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। অতএব—

হুকুম হইল যে—

নিয়মানুসারে বিল ইত্যাদি মঞ্জুর হওয়ার পূর্ব্বে বেতনাদি বাবত হাওলাত সূত্রে টাকা দেওয়ার প্রথা রহিত করা যায়। অবগতির জন্য এই মেমোর এক এক খণ্ড প্রতিলিপি সদর কাছারীতে ও আচরণার্থ এক প্রতিলিপি সুমার সেরেস্তায় এবং কার্য্যে পরিণতির বাসনায় এক ২ খণ্ড প্রতিলিপি প্রত্যেক সব ডিবিসন্যাল আফিসে ও চাকলার কাছারীতে পাঠান যায়। ইতি সন ১২৯৭ ত্রিং তারিখ ১১ই কার্ত্তিক।

Mohini Mohan Bardhan
Minister.

নিদর্শন--৩

যে মাস যতদিনে গত হয় কর্মচারিগণের বেতনের বিল সেই হিসারে প্রস্তুত সম্পর্কে

মেমো নং ৩৬২

যে মাস যতদিনে গত হউক না কেন প্রত্যেক মাস ৩০ দিবসের গণনা করিয়া কর্ম্মচারী ও চাকরানের বেতন দায়ধরা[৪] করার নিয়ম প্রচলন থাকাতে কোন মাস ২৮।২৯।৩১ অথবা ৩২ দিনে গত হইলে এবং সেই মাসে কোন কার্য্য একের অধিক সংখ্যক ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন হইলে প্রচলিত নিয়ম মতে তাহাদের প্রত্যেকের বেতন দায়ধরার ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। একের অধিকাংশ সংখ্যক ব্যক্তি দ্বারা কোন মাসের কার্য্য নির্ব্বাহ হইলে সেই মাস যতদিনে গত হয় ততদিনের হারে নির্দ্দিষ্ট মাসিক বেতন বিভাগ করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির বেতন দায়ধরা হওয়ার জন্য খাস আপীল আদালত হইতে ৭ শ্রাবণের ১৯২ নং মেমো মন্ত্রী আফিসে আগত হইয়াছিল। মন্ত্রী আফিস হইতে খাস আপীল আদালতের প্রস্তাব মঞ্জুর পূর্ব্বক ১৬ শ্রাবণের ২৪ নং মেমো এই আফিসে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব--

হুকুম হইল যে--

কোন মাসে কোন কার্য্য একের অধিক সংখ্যক ব্যক্তিদ্বারা সম্পাদিত হইলে এবং সেই মাস ২৮।২৯।৩১ অথবা ৩২ দিনে অতীত হইলে যতদিনে মাস গত হয় ততদিনের হারে সেই কার্য্যের নির্দ্দিষ্ট মাসিক বেতন বিভাগ করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির কার্য্যকালের প্রাপ্য বেতন দায়ধরা করার নিমিত্ত অত্র মেমোর এক ২ খণ্ড প্রতিলিপি ডিবিসন, সবডিবিসন চাকলা আফিসাত কাছারী হায়ে প্রেরণ করা যায়। প্রকাশ থাকে যে মন্ত্রী আফিসের ১৬ শ্রাবণ তারিখের ২৪ নং মেমোর এক নকল সদর বক্সীখানায়[৫] প্রেরিত হইলে কোন্ তারিখ হইতে কার্য্যে পরিণত হইবে তদ্বিষয় জানার জন্য সদর বকসী প্রার্থী হইলে মন্ত্রী আফিস কর্ত্তৃক ১৬ই শ্রাবণ হইতে ঐ নিয়ম প্রচলন হওয়ার আদেশ হইয়াছে। ইতি সন ১২৯৮ ত্রিং ২০শে ভাদ্র।

শ্রীহরচরণ নন্দী
দেওয়ান,
হিসাব বিভাগ

নিদর্শন--৪

বাজেটভুক্ত আনুমানিক আয় বরাদ্দের সম্বন্ধে ত্রৈমাসিক রিপোর্ট প্রদান সম্বন্ধে

১৩০১ ত্রিং

মেমো নং ৪৭

বজেটের আয় সম্বন্ধীয় মন্তব্যের দ্বারা বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক মহাশয়দিগকে এই উপদেশ করা হইয়াছিল যে "প্রতি তিন মাস অন্তে বাবত উল্লেখে আয়ের ফলাফল মন্ত্রী আফিস, রাজস্ব বিভাগে রিপোট করিতে হইবে। এই রিপোট ৭ই শ্রাবণ, ৭ই কার্ত্তিক, ৭ই মাঘ, ৭ই চৈত্র প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক।" কিন্তু উপরোক্ত উপদেশ অনুসারে কোন বিভাগ হইতেই যথারীতি রিপোট আগত না হওয়াতে মন্ত্রীবাহাদুর নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছেন। কোন কোন বিভাগ হইতে তাগিদাদি প্রচারের পর যে কাগজ অসময়ে প্রেরিত হইয়াছে তাহা সম্পূণ ও বিশুদ্ধ নহে, আয় ব্যয় সম্বন্ধীয় কাগজ কোন অংশেও অসম্পূণ থাকিলে যে কার্য্যের সুবিধা হয় না বলা বাহুল্য মাত্র। মন্ত্রী অফিসের আদেশ যথাযথ প্রতিপালিত না হওয়া মন্ত্রী বাহাদুরের বিবেচনায় নিতান্ত দুষনীয়।* যাহা ইউক ভবিষ্যতের জন্য সংসৃষ্ট কর্ম্মচারীদিগকে সতর্ক করিয়া মন্ত্রী বাহাদুর আদেশ করিতেছেন যে বর্তমান মাঘ মাসের মধ্যে বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণ বিশুদ্ধ কাগজ প্রস্তুত পূর্ব্বক এ অফিসে প্রেরণ করিবেন। ইতি ১৩০১ ত্রিং তারিখ ১লা মাঘ।

S. C. Bose
দেওয়ান,
রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ

---

*প্রশাসনিক কার্যে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশ প্রতিপালিত না হওয়ায় ভবিষ্যতের জন্য সতর্কীকরণের এই আদেশটিতে ব্যবহৃত ভাষায় সংযম ও শালীনতা লক্ষণীয়।

নিদর্শন—৫

হাওলাতী রোকড় রাখা সম্পর্কে

হিসাব

১৩০১

১৩৫ নং মেহা

মেমো

জানা যায় কোন কোন বিভাগে হাওলাতের স্বতন্ত্র কোনও রোকড় নাই, খরচ পড়া টাকার ন্যায় হাওলাতি রোকড়ে[৬] একদা খরচ লিখিতে হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে এরূপ কোন প্রথা অবলম্বিত হইয়া থাকিলে তাহা যে নিতান্ত নিন্দনীয় অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। কারণ হাওলাতি টাকা তহবিল সামিল না থাকিলে হাওলাত উদয়[৭] সময়ে দুইবার রোকড়ে খরচ দেখান হয়। তদ্ভিন্ন মোট কত হাওলাত তাহা নির্ণীত না থাকায় হাওলাত আদায় সম্বন্ধে অনুষ্ঠানেও ত্রুটি ঘটিয়া থাকে। উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থ স্বতন্ত্র হাওলাতি রোকড় থাকা আবশ্যক। সেমতে আদেশ

যে যে স্থানে স্বতন্ত্র হাওলাতি রোকড় নাই সেইস্থানে ১লা বৈশাখ হইতে খরচ পড়া হাওলাতি টাকার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রোকড় রাখা কর্ত্তব্য হইবে। মূল খরচ বাদে নগদ তহবিলে হাওলাতি টাকা বিতং[৮] যুক্তে দর্শাইতে হইবে।

জ্ঞাত ও কার্য্যে পরিণতির বাসনায় এই মেমোর প্রতিলিপি প্রত্যেক সবডিভিসনের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণ সমীপে পাঠান যায়, ইতি।

H. C. Nandi

নিদর্শন—৬

রাজ্যের ও জমিদারীর আয় ব্যয়ের বাজেট প্রস্তুত সম্পর্কে

হিসাব

১৩০২ ত্রিং

প্রসিডিং নং ৩

১৩০১ ত্রিং সনের বজেট প্রস্তুত করিবার সময় স্বাধীন রাজ্য ও জমিদারীর আয় ব্যয় সম্বন্ধে বিশেষরূপ অনুসন্ধান ও আলোচনা করা হইয়াছিল এবং আয়ের সহিত তুলনায় যেরূপ হারে অধুনা শাসনকার্য্যের জন্য যেরূপ ব্যয়ের বিধান করা কর্ত্তব্য তাহাও অবধারণ করা হইয়াছিল।

যথা ঃ—

ক) স্বাধীন রাজ্য— আয়ের উপর শতকরা ৪০৲ টাকা।

খ) জমিদারী—তালুক ও ইজারা মহালের আমদানির উপর শতকরা ৫ টাকা এবং খাস মহালের আমদানির উপর শতকরা ১৫৲ টাকা।

২। এই নিয়মানুসারে কিছু দীর্ঘকাল কার্য্য পরিচালন পূর্ব্বক তাহার ফল দর্শন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। শাসন বিভাগের গত বর্ষের প্রকৃত মোট ব্যয় বন্ধানি মোট ব্যয় হইতে কথঞ্চিৎ ন্যূন হইয়াছে। কেবল রাজ্যের অবস্থার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখাই এই তারতম্যের কারণ। বিগত বর্ষের প্রকৃত আয় বজেটের সম্ভাবিত আয় হইতে অধিক হইয়াছে বটে কিন্তু রাজ্যের অবস্থানুসারে তদ্দরুন সহসা গত বর্ষের বন্ধানি মোট ব্যয় বৃদ্ধি করা সঙ্গত নয়। বিশেষতঃ কোনও কোনও মহালের আয় পরিবর্ত্তনশীল। যাহা হউক আয় সম্পর্কে গত সনের আমদানি হইতে বর্ত্তমান বৎসরের আমদানি যাহাতে ন্যূন না হয় সাবহিতরূপে তজ্জন্য চেষ্টা করা সঙ্গত হইবে। ব্যয় সম্পর্কে প্রয়োজনানুসারে গত সনের বজেটের এক হেডের টাকা অন্য হেডে পরিবর্ত্তন এবং কোনও হেডের বারিজ সংশোধনপূর্ব্বক আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পন্ন করা যাইতে পারিবে। অতএব বর্ত্তমান বর্ষের জন্য স্বতন্ত্র বজেট প্রস্তুত না করিয়া গত বর্ষের বজেটই বলবৎ রাখা গেল।

৩। জমিদারীর যে সমস্ত মহল ইজারা ম্যাদ অন্তে খাস তহশীলাধীন আসিয়াছে তথায় নির্দ্দিষ্ট হারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আবশ্যকীয় তহশীল ব্যয় মঞ্জুর করা যাইতে পারিবে।

৪। বিগত বর্ষের সংসার বজেটের মোট ব্যয় অনেক আলোচনার পর স্থির হইয়াছিল এবং পরে তাহা ভিন্ন ভিন্ন হেডে বিভক্ত হইয়াছিল। বর্তমান বর্ষে ঐ বন্ধান স্থিরতর রাখা সঙ্গত। সুতরাং সম্প্রতি এতৎ সম্বন্ধেও কোনও নূতন আদেশের প্রয়োজন নাই। ইতি সন ১৩০২ ত্রিং, তারিখ ২৬শে বৈশাখ।*

U. K. Das
মন্ত্রী

সেহা নং
প্রতিলিপি সংসৃষ্ট আফিস, আদালত ও বিভাগসমূহে প্রেরিত হয়। ইতি সন ১৩০২ ত্রিং, ২৮শে বৈশাখ।

S. C. Bose
নায়েব দেওয়ান

*সম্ভাবিত আয়—Expected Income.
বজেট বন্ধানি—Budget allotment.
বারিজ—Break-up.

নিদর্শন—৭

ট্রেজারীতে হরসালের চালানে 'পয়সা পূরণ' ভগ্নাংশ লিপিকরণ সম্বন্ধে

ট্রেজারী
১৩০২ ত্রিং

রাজধানী আগরতলা
রাজস্ব বিভাগ

R. K. Deb Barman

S. C. Bose
নায়েব দেওয়ান

M. R. Rai
কার্য্যাধ্যক্ষ

সারকিউলার নং ৯৬

সদর কালেক্টারের ২৪শে মাঘের ২৭৭১ নং সেহার রিপোর্ট ও জেনারেল ট্রেজারীর ১৪ই ফাল্গুনের ৭৯৬ নং সেহার প্রস্তাব আলোচনা করা গেল। যে সকল মহালের রাজস্ব অথবা অন্য প্রকারের সরকারী প্রাপ্য জমায় পয়সার ভগ্নাংশ ধার্য্য আছে পাই ও ক্রান্তি প্রাপনাভাবে পক্ষাপক্ষগণ তাহার চালানে নির্দ্দিষ্ট জমার পাই

*যুবরাজ রাধাকিশোর তৎকালে ট্রেজারী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন।

ক্রান্তি লিখিয়া পয়সার ভগ্নাংশ পূরণ করিয়া রাজস্ব দাখিল করিয়া থাকে। কিন্তু ঐ অতিরিক্ত দাখিলী পাই ক্রান্তি সরকার কিম্বা চালান দাতা কেহই প্রাপ্ত হয় না। তাহা খাজাঞ্চির জিম্বায় থাকে। এ প্রথা সর্ব্বদা রহিত যোগ্য এবং এইরূপে প্রত্যেক ট্রেজারীতে কত দাখিল হয় তাহার হিসাব পাওয়া আবশ্যক।

আদেশ

পয়সার ভগ্নাংশ জমার কোনও চালান দাখিল লইতে নির্দ্দিষ্ট রাজস্বের পরিমাণ লিখিয়া তন্নিম্নে "পয়সা পূরণ" বলিয়া পয়সার বাকী অংশ লিখিয়া দাখিলী মোট টাকার পরিমাণসহ চালান গৃহীত হইবে, এবং যথারীতি রাজস্ব জমা হইয়া "পয়সা পূরণ" হেডে পয়সা পূরণের ভগ্নাংশ পৃথক জমা হইবে।

অবগতি ও আচরণার্থ প্রতিলিপি বিভাগীয় ট্রেজুরীসমূহে প্রেরিত হয়। ইতি সন ১৩০২ ত্রিং, তারিখ ১৪ই চৈত্র।

নিদর্শন—৮

বাজেট বন্দ্ধানী ব্যয় সম্পর্কে বর্ষে বর্ষে প্রচারিত নোট ইত্যাদি দ্বারা ব্যয় নিয়মিত করিবার চেষ্টা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

হিসাব বিভাগ

১৩১৩ ত্রিং, তাং ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, মেমো নং ৪৫। বজেট ব্যয় সম্বন্ধীয় যে সকল নোট বর্ষে বর্ষে প্রচার হইয়াছে, কোন কোন সময় বিভাগীয় কর্ম্মচারীগণ তৎপ্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কায্য করাতে এ বিভাগের সহিত সংসৃষ্ট বিভাগ ও আফিস সমূহের অথবা লিখাপড়ার পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া কার্য্যের অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। ইহা দূরীকরণ মানসে প্রধান প্রধান নোটগুলি সংক্ষেপে নিম্নে প্রচার করা গেল। তৎপ্রতি বিভাগীয় কর্ম্মচারীগণের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্চনীয় ঃ—

(ক) বিশেষ মঞ্জুরী ব্যতীত বন্দ্ধানের অতিরিক্ত কোন টাকা কোন ট্রেজুরীর রোকড়ে খরচ পড়িতে পারিবে না।
বজেট নোট ১৩০১, ১৩০৪, ১৩০৫, ১৩০৭, ১৩০৮, ১৩১২, ১৩১৩ ত্রিং।

(খ) ট্রেজুরীর ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক আদেশ প্রদান করিলেও মঞ্জুরীর অতিরিক্ত কোন খরচ রোকড়ে লেখা কি ট্রেজুরী হইতে তদ্বাবত কোন টাকা দেওয়া সুমারনবিস ও খাজাঞ্চীর অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।
বজেট নোট ১৩০১, ১৩০৪, ১৩০৫, ১৩০৭, ১৩০৮, ১৩১২ ত্রিং।

(গ) প্রত্যেক বিল খরচ লিখিবার সময় মঞ্জুরীর প্রতি ট্রেজুরী অফিসার দৃষ্টি রাখিবেন এবং কোনও বাবতে বজেট অতিক্রান্ত হওয়া দৃষ্ট হইলে মঞ্জুরীকৃত বিল খরচ না লিখিয়া ওয়াপছ[১] দিবেন।
বজেট নোট ১৩০১, ১৩০৭, ১৩০৮, ১৩০৯, ১৩১০, ১৩১২, ১৩১৩ ত্রিং।

(ঘ) কোনও অনিবার্য্য কারণবশতঃ কোনও বাবদে বন্দ্ধানের অতিরিক্ত ব্যয়ের আবশ্যক হইলে কিম্বা নূতন কোনও ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হইলে উপযুক্ত সময়ে প্রচুর কারণ দর্শাইয়া উক্ত ব্যয়ের মঞ্জুরী গ্রহণ করিতে হইবে।
বজেট নোট ১৩০১, ১৩০৪, ১৩০৫, ১৩০৭, ১৩১২, ১৩১৩ ত্রিং

K. P. Roy
অডিটের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক

নিদর্শন—৯

বেতন বিলের মন্তব্য কলমে কর্মচারীর বিদায়ের স্বত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে পরিষ্কার মন্তব্য থাকা সম্বন্ধে

হিসাব বিভাগ

১৩১৩ ত্রিং, তাং ২২শে চৈত্র, মেমো নং ৬৩—প্রত্যেক আফিসের কর্ম্মচারীগণ এবং চাকরান ইত্যাদি যে প্রকারের বিদায় গ্রহণ করে বিলের মন্তব্যে তাহার উল্লেখ থাকে বটে, কিন্তু আকস্মিক ও অনুগ্রহ বিদায় সম্বন্ধে কতদিন স্বত্ব মধ্যে কতদিন গ্রহণ করা হয়, তাহা উল্লেখ না থাকায় পরীক্ষা কার্য্যের বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। ইহা দূরীকরণার্থ নিম্নলিখিত নিয়ম প্রচলন করা যায় ঃ—

১। কোন কর্ম্মচারী অথবা চাকরান আকস্মিক কি অনুগ্রহ বিদায় অন্তে কার্য্যে হাজির হইলে বিল-কারক বিলের মন্তব্যে বিদায় গ্রহণের তারিখ, বিদায়ের স্বত্বকাল এবং তন্মধ্যে যতদিনের বিদায় গ্রহণ করিয়া যে তারিখে বিদায় গৃহীতা হাজির হইয়াছে তাহা পরিষ্কাররূপে উল্লেখ করিবেন।

২। ঐরূপ পরিষ্কার মন্তব্য লিখা না থাকিলে ট্রেজুরীর কার্য্যকারক ঐ বিল খরচ না লিখিয়া তাহা ফেরত দিবেন।

৩। বিলের মন্তব্য সহজ পাঠ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোন কোন বিভাগ হইতে এরূপ বিল আগত হয় যে, তাহা পাঠ করা কষ্টকর হইয়া উঠে।

N. M. RAY
ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক

নিদর্শন—১০

রাজ্য সরকারের দেনা পরিশোধের ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে সাময়িক সভা গঠন

২৬শে আষাঢ় উক্ত Council meeting হওয়া আমার অভিপ্রায় অন্যথা না হয়—প্রথম (চাকলা বাজেট) Council এ আলোচিত হইবে পরে State Budget সম্বন্ধে আলোচিত হইবে। আমার এই অভিপ্রায় সম্বন্ধে সদস্যদিগকে উপযুক্ত সময়ে information দেওয়া সঙ্গত।

B. K.
19.3.21 T.E.

মেমো নং ১

স্টেটের সাবেক দেনা পরিশোধের জন্য স্বাধীন এলাকার ও জমিদারীর ব্যয় যথাসম্ভব সংক্ষেপ করা অথবা আবশ্যক হইলে দেনা শোধের উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা এপক্ষের নিকট আবশ্যক বোধ হইয়াছে। সমস্ত

অর্থ ও হিসাব

বিষয় আলোচনা করিয়া এপক্ষের সাক্ষাতে প্রস্তাব উপস্থিত করিবার জন্য নিম্নলিখিত একটি সাময়িক সভা সংগঠন করা গেল।

১। শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মণ, মন্ত্রী বাহাদুর--সভাপতি।

২। শ্রীলশ্রীমান মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মণ--সহকারী সভাপতি।

৩। (ক) শ্রীলশ্রীযুত কুমার মহেন্দ্রমোহন দেববর্ম্মা
(খ) শ্রীযুক্ত ঠাকুর রাধামোহন দেববর্ম্মা
(গ) শ্রীযুক্ত ঠাকুর সারদাচরণ দেববর্ম্মা
(ঘ) উজীর শ্রীযুক্ত ব্রজকৃষ্ণ দেববর্ম্মা
(ঙ) শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত--চাকলার ম্যানেজার
(চ) শ্রীযুক্তবাবু অনঙ্গমোহন নাথ, ষ্টেট প্লিডার--সভার সাধারণ সদস্য।

৪। (ক) শ্রীযুক্তবাবু হরিলাল মুখোপাধ্যায়,--চিফ্ জজ, খাস আদালত।
(খ) শ্রীযুক্তবাবু নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, খাস আদালত, আদিম বিভাগ।
(গ) শ্রীযুক্তরায় শশীভূষণ দত্ত বাহাদুর, ষ্টেট ইঞ্জিনীয়ার
(ঘ) শ্রীযুক্তবাবু চন্দ্রকুমার গুহ, রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক
(ঙ) শ্রীযুক্তবাবু বিজয়কুমার সেন, ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক, পলিটিকেল বিভাগ।
(চ) শ্রীযুক্ত মিঃ টি, আর, উইলিয়মস্, সভার অতিরিক্ত সদস্য।

৫। শ্রীযুক্ত মিঃ টি, আর, উইলিয়ামস্ সাহেব উক্ত সভার দ্বিতীয় সহকারী সভাপতিরূপে কার্য্য করিবে।

৬। সদস্য শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কুমার সেন, ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক পলিটিকেল বিভাগ, উক্ত সভার সেক্রেটারীর কার্য্য করিবে।

৭। সভার সাধারণ নিয়মানুসারে উপস্থিত সদস্যগণের অধিকাংশের মত প্রবল থাকিবে। যেস্থলে সম সংখ্যক সদস্যের মতভেদ হয় তৎস্থলে সভাপতি দ্বিতীয় মত দেওয়ার অধিকারী থাকিবে এবং তদনুসারে প্রস্তাব গৃহীত হইবে।

৮। সভার প্রত্যেক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী নির্দ্দিষ্ট বহিতে লিপিবদ্ধ হইবে এবং তাহাতে সভাপতি ও উপস্থিত একতম সদস্যের স্বাক্ষর থাকিবে।

৯। উক্ত কার্য্যবিবরণী এপক্ষের সাক্ষাৎ উপস্থিত করিয়া যথারীতি আদেশ গ্রহণ করিতে হইবে।

১০। প্রাপ্তক্ত সভার প্রথম অধিবেশনে যে সমস্ত বিষয় আলোচিত হইবে তাহা এপক্ষ আদেশ করিবেন অতএব

আদেশ হইল যে

অবগতি ও আচরণার্থ অত্রাদেশের একখণ্ড প্রতিলিপি শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজকুমার নবদ্বীপ চন্দ্র দেববর্ম্মা মন্ত্রীবাহাদুরের নিকট প্রেরণ করা যায় ইতি সন ১৩২১ ত্রিং তাং ১৯শে আষাঢ়।

নিদর্শন—১১

কৃত্রিম মুদ্রা সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী

সন ১৩২২ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ১০ই শ্রাবণ।

সারকুলার নং ৫—এরাজ্যে কৃত্রিম মুদ্রার প্রচলন নিবারণকল্পে এ অফিসের পূর্ব্ব প্রচারিত ১৩২১ ত্রিং সনের ৪নং সারকুলার দ্বারা প্রদত্ত উপদেশাদির অতিরিক্ত আরও কোন কোন বিষয়ে পুলিশ ও তহশীল কার্য্যকারকগণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক বোধে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। অতঃপর পুলিশ ও তহশীল কার্য্যকারকগণ এই সকল বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিবেন।

১। দেখা যায়, কোন কোন স্থলে ব্রিটিশবাসী কোন কোন দুষ্ট প্রকৃতির লোক কৃত্রিম মুদ্রা চালাইবার অভিপ্রায়ে মৌলবী, পীর, ফকির, সোনার কি ভিক্ষুকের বেশে এরাজ্যে আসিয়া কোন কোন গ্রামে বাস করিতে থাকে এবং উহাদের দলের লোক এই সকল ছদ্মবেশধারী লোকের নিকট যাতায়াত ক্রমে কৃত্রিম মুদ্রা প্রচলনের প্রয়াস পাইয়া থাকে। এইরূপ স্থলে গ্রামের মাতব্বর ও চৌকিদারগণের সাহায্যে এই শ্রেণীর লোকের অনুসন্ধান লইয়া তাহাদের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এবং এ বিষয়ে Confidential পাক্ষিক রিপোর্ট দ্বারা এ অফিসে জানাইতে হইবে।

২। উকিল, মোক্তারবাবুগণ সময় সময় তাঁহাদের মফস্বলস্থ মক্কেল হইতে কৃত্রিম মুদ্রা পাইয়া থাকেন বলিয়া জানা যায়। এরূপস্থলে কোর্ট কার্য্যকারকবাবুগণ উকিল লাইব্রেরীতে মধ্যে মধ্যে এসকল বিষয়ের গোপনানুসন্ধান লইবেন এবং কোন উকিল কি মোক্তার বাবু কোন মক্কেল হইতে কোনরূপ কৃত্রিম মুদ্রা পাইয়া থাকিলে ঐ মক্কেলের নাম, ধাম জানিয়া Confidential দ্বারা তদ্বিবরণ এ আফিসে জ্ঞাপন করিবেন এবং কৃত্রিম মুদ্রা সংগ্রহ করিতে পারিলে রিপোর্ট দ্বারা তাহা এ আফিসে দাখিল করিবেন।

৩। যে সকল থানা ও তহশীল কাছারীর এলাকায় হাট ও বাজার আছে তথায় হাট ও বাজার বারে মধ্যে মধ্যে ছদ্মবেশে পুলিশ কনেষ্টবল কি তহশীল পিয়ন মোতায়েন করিয়া কেহ কৃত্রিম মুদ্রা চালাইয়াছে কিম্বা চালাইতে চেষ্টা করিয়াছে কিনা, অনুসন্ধান লওয়া স্বীয় স্বীয় এলেকা খণ্ডের পুলিশ ও তহশীল কার্য্যকারকগণের একান্ত কর্ত্তব্য হইবে।

মহামান্য শ্রীলশ্রীযুত মন্ত্রীবাহাদুরের
অনুমত্যনুসারে
A. GUHA
পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট

নিদর্শন—১২

রাজ্য ও জমিদারীর হিসাব পরীক্ষার জন্য অডিটার নিয়োগ

বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য

মেমো নং ৬

স্বাধীন রাজ্য ও জমিদারীর হিসাবাদি পরীক্ষার জন্য শ্রীযুত যতীন্দ্র চন্দ্র মৌলিককে অডিটার পদে নিযুক্ত করা যায়। তাহার ও তাহার আরদালির বেতন চিফ্ দেওয়ান আফিসের বন্ধনী হইতে খারিজ গণ্য হইবে এবং তাহাকে ৩য় শ্রেণীতে উন্নীত করিয়া মাসিক ১১০৲ টাকা বেতন ধার্য্য করা গেল।

অডিটারের আফিস "খাস অডিট আফিস" নামে অভিহিত হইবে। একজন মোহরের এবং ৭৲ টাকা বেতনের জনৈক আফিস পিয়ন উক্ত আফিসের ষ্টাফ্ভুক্ত হইবে। আফিসের জন্য মাসিক ৩৲ টাকা হিসাবে কন্টিন্জেন্সি বন্ধান করা যায়।

অডিটার স্বাধীন বা জমিদারী যখন যে বিভাগে কার্য্য করিবে, তদীয় পাথেয় ও ভাতা সেই বিভাগ হইতে দেওয়া হইবে। এতদ্বাবত এরাজ্যের ও জমিদারীর বজেটে ২৫০৲ টাকা হিসাবে মোট ৫০০৲ টাকার বন্ধান করিতে হইবে।

চাকলার বজেটভুক্ত অতিরিক্ত মোহরেরগণের বন্ধানী হইতে অডিট আফিসের মোহরের ও পিয়নের বন্ধান হইতে পারিবে।

উক্ত আফিসের কার্য্য পরিচালন জন্য নিম্নলিখিত নিয়মাবলী নিৰ্দ্ধারণ করা গেল।

খাস্ অডিট আফিসের অধিকার ও কার্য্য সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী

খাস অডিট আফিসের কার্য্য পরিচালনের জন্য নিম্নলিখিত নিয়মাবলী নির্দ্ধারিত হইল।

১। স্বাধীন রাজ্যের ও জমিদারীর অন্তর্গত আফিস ও আদালত সমূহের হিসাবাদি পরীক্ষা করিয়া অডিটার যথা সময়ে চিফ্ দেওয়ান বা ম্যানেজারের নিকট ফলাফল রিপোর্ট দ্বারা জানাইবে। ইহারা সংসৃষ্ট কার্য্যকারকগণের কৈফিয়ৎ আদি গ্রহণ করতঃ নিজ মন্তব্যসহ রিপোর্ট চূড়ান্ত আদেশ জন্য এপক্ষ সদনে উপস্থিত করিবে।

২। অতঃপর চিফ্ দেওয়ান বা ম্যানেজার আফিস হইতে হিসাব সংক্রান্ত যে সকল সারকিউলার, মেমো বা নিয়মাদি প্রচারিত বা প্রবর্ত্তিত হইবে খাস অডিট আফিসে তাহার এক এক প্রতিলিপি প্রেরণ করিতে হইবে।

৩। হিসাব পরীক্ষার ফলে কোন ব্যয় অসঙ্গত বা অবৈধ বোধ হইলে আপত্তির উত্তর গ্রহণান্তর বিশেষ স্থলে নিতান্ত আবশ্যক হইলে, চূড়ান্ত আদেশ সাপেক্ষে অডিটার তাহা জব্দের আদেশ দিতে পারিবে।

৪। সাধারণ বিষয়াদি সম্বন্ধে পরীক্ষাধীন আফিস সমূহ একদা অডিটারের পক্ষের উত্তর দিতে পারিবে।

৫। হিসাবের কোন অশুদ্ধতা দৃষ্ট হইলে অডিটার তাহা সংশোধন করাইতে পারিবে।

৬। নিম্নলিখিত হিসাব সংক্রান্ত রিটার্ণ ও কাগজাত এরাজ্যের শাসন ও জমিদারী হইতে নিয়মমত অডিট আফিসে প্রেরিত হইবে।

(ক) আয় ব্যয়ের মাসিক একোয়াল
(খ) হাওলাতের খরচের মাসিক ষ্টেটমেন্ট
(গ) বজেট সমূহের নকল
(ঘ) বজেটের এক হেড হইতে অন্য হেডে টাকা খারিজের আদেশ

এতদ্ব্যতীত হিসাব সংক্রান্ত যে কোন ষ্টেটমেন্ট বা দলীল অডিট আফিসে কার্য্যের জন্য প্রয়োজন হইবে, রাজ্যের বা জমিদারীর হিসাব বিভাগ হইতে তাহা প্রদান করিতে হইবে।

৭। বকয়া দেনার একটি লিষ্ট পক্ষাপক্ষের দাখিলী ও সরকারী প্রাপ্য আমানত এবং বকয়া জমা-ওয়াফস্ খরচ বাদে) অডিট আফিসে রক্ষিত হইবে। এতৎ সংক্রান্ত কোন কোন খরচ পড়ার পূর্ব্বে খাস অডিট আফিস কর্ত্তৃক পরীক্ষিত ও খতিয়ানভুক্ত হইবে।

৮। অডিটার নিজ আফিসের বেতন ও কন্টিন্‌জেন্সির বিল নিজ স্বাক্ষরে পাস করিয়া ট্রেজুরী হইতে টাকা লইতে পারিবে। তদীয় পাথেয় ও ভাতার বিল প্রাইভেট সেক্রেটারীর মঞ্জুরী ও প্রতিস্বাক্ষরে খরচ পড়িবে।

৯। মফঃস্বলে অবস্থানকালে অডিটার নিয়মিতরূপে প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট ডায়েরী দাখিল করিবে এবং উক্ত ডায়েরী মূলে এবং যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে তদীয় আদেশ ও উপদেশানুসারে কার্য্য করিবে।

Rana Bodhjung
P. Secretary
11.4.28

নিদর্শন—১৩

রাজ্যের ব্যয় সঙ্কোচ সম্পর্কে নির্দেশ

B. B. K. Manikya
21.3.41

৪৬ নং

ব্যবসা বাণিজ্যের সাধারণ দুরবস্থা প্রযুক্ত ও অন্যান্য কারণ বশতঃ এই রাজ্যের আয়ের খর্ব্বতা এপর্য্যন্ত বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে। যদিও কোন কোন স্থলে সামান্য কিছুর উন্নতির আশা করা যাইতে পারে তথাপি আশানুরূপ আমদানী হওয়া সম্ভবপর বলিয়া মনে হইতেছে না। এই জন্য সর্ব্ববিধ ব্যয় বিশেষরূপে সঙ্কোচ করা আবশ্যক হইয়াছে।

অতএব এপক্ষ আশা করেন যে সকল শ্রেণীর কর্ম্মচারী ব্যয় সঙ্কোচের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্যানুবর্ত্তী হইবে। এই প্রকার ব্যয় সঙ্কোচ করিতে না পারিলে এবং উপযুক্ত পরিমাণে আমদানী বৃদ্ধি না হইলে বিশেষ কঠোরতার সহিত ব্যয় হ্রাস করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িবে। এমনকি সর্ব্ববিধ কর্ম্মচারীর সংখ্যা ও সর্ব্ববিধ বিভাগের ব্যয় এক চতুর্থাংশ কি এক তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত হ্রাস করা আবশ্যক হইতে পারে।

উপরোক্ত অবস্থাধীনে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মচারী ব্যয় সঙ্কোচ অথবা যাহাদিগের উপর আমদানীর ভার আছে তাহারা আয় বৃদ্ধির প্রতি অবিলম্বে তৎপর হইবে বলিয়া এপক্ষ আশা করেন। ইতি সন ১৩৪১ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ২১শে আষাঢ়।

নিদর্শন--১৪

সদর ট্রেজারীতে ব্যাঙ্কিং বিভাগ প্রবর্তন

শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের ৩।৫।৪২ ত্রিং তারিখের আদেশে সর্ব্বসাধারণের সুবিধার্থে জেনারেল ট্রেজারীতে একটি ব্যাঙ্কিং ডিপার্টমেন্ট খোলা হইয়াছে। বিভাগীয় ট্রেজারীর সহিত ও ইহার যোগ থাকিবে। অতঃপর কেহ উক্ত ব্যাঙ্কে টাকা ডিপজিট করিতে ইচ্ছা করিলে এ রাজ্যের যে কোন ট্রেজারীতে টাকা প্রদান করিতে পারিবেন। সংসৃষ্ট ট্রেজারী হইতে প্রত্যেক আমানতকারীকে টাকা দাখিলের নিদর্শন স্বরূপ একখানা পাশবুক প্রদত্ত হইবে। সুদের সর্ত্ত ইত্যাদি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা গেল।

১। এক, দুই, তিন এবং চারি বৎসরের নোটিশে তুলিয়া লইবার সর্ত্তে আমানতের জন্য যথাক্রমে বার্ষিক ৬্, ৬।, ৬।। ও ৭্ টাকা সুদ দেওয়া যাইবে।

২। এই আমানতের সুদ বৎসরে দুইবার (অথাৎ প্রথমবার ১৫ই ভাদ্রের পর তৎপর ১৫ ফাল্গুনের পর) দেওয়া হইবে।

শ্রীরাণা বোধজঙ্গ
দেওয়ান শাসন
৩।৬।৪২ ত্রিং

নিদর্শন--১৫

ত্রিপুরা ষ্টেটট ব্যাঙ্ক স্থাপন সম্বন্ধে বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞাপন

ত্রিপুরা রাজ্যের এবং ব্রিটিশের ব্যবসা বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধনার্থে ত্রিপুরাধিপতি শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের বিশেষ আদেশে বিগত ১৬ই ভাদ্র হইতে ত্রিপুরা ষ্টেটট ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে ইহা হিসাবে বিভাগ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। নিম্নলিখিত হারে বিভিন্ন সময়ের জন্য স্থির আমানত গ্রহণ করা হয়;--

২ বৎসরের	জন্য	আমানতের	সুদ	শতকরা	বার্ষিক	৫্	হিসাবে।
১ বৎসরের	,,	,,	,,	,,	,,	৪্	,,
৬ মাসের	,,	,,	,,	,,	,,	৩্	,,

বিশদ বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

শ্রী সোমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্ম্মা
সিনিয়র নায়েব দেওয়ান, মন্ত্রী আফিস
হিসাব বিভাগ, ত্রিপুরা রাজ্য

(১৩৪৫ ত্রিং সন ফাল্গুন মাসে
ত্রিপুরা ষ্টেটট গেজেটের ২২শ সংখ্যায় প্রচারিত)

নিদর্শন—১৬

রাজ্যের ব্যয় সঙ্কোচ সম্পর্কে ব্যবস্থা

B. B. K. Manikya

নং ২১৫

আদেশ

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর কে, সি, এস, আই, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা (ক্যাম্প শিলং) ইতি। সন ১৩৫০ ত্রিপুরাব্দ তারিখ ৯ই আষাঢ়

যেহেতু ইয়োরোপীয় মহাসমর এবং অন্যবিধ অর্থনৈতিক অবস্থাদি পর্য্যালোচনায় রাজ্যে যথাসম্ভব ব্যয়সঙ্কোচ করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইতেছে,

অতএব আদেশ করা যায় যে,

বজেট মঞ্জুরী ব্যয়াদি সম্পর্কে ও দ্বিরাদেশ তরে নিম্নোক্তরূপ কার্য্য পরিচালিত হউক।

১। বজেটের ভিন্ন ভিন্ন হেড সংসৃষ্ট মঞ্জুরী বন্ধানের মধ্যে যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে। হেড সমূহে বরাদ্দের উদ্বৃত্ত টাকা বর্ষশেষে সম্ভাবিত উদ্বৃত্ত তহবিলের অন্তর্ভূক্ত হইবে, কোন বিশেষ কারণ ভিন্ন এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে না।

২। ভাত্তা, পাথেয়, আকস্মিক, বাজে ইত্যাদি ব্যয় সম্পর্কে ও বিশেষভাবে ব্যয় সঙ্কোচ হওয়া বাঞ্ছণীয় এবং যে সমুদয় ব্যয় স্থগিত রাখা যাইতে পারে তৎসমুদয় অবশ্যই স্থগিত রাখিতে হইবে।

বিশেষ ক্ষেত্রে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর বিশেষ আদেশ ভিন্ন টাইপ রাইটার আসবাব, পুস্তক খরিদ চলিত বর্ষে স্থগিত রাখা হইবে। সরকারী ফরম ও ষ্টেশনারী ব্যবহার সম্বন্ধে ও কর্ম্মচারীবর্গের মিতব্যয়ী হওয়া বাঞ্ছণীয়। আকস্মিক ও বাজে ব্যয়াদি সম্বন্ধে বজেট বন্ধানের শতকরা ৯০, মধ্যে প্রত্যেক অফিসকে সম্যক বর্ষের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

৩। ভাত্তা পাথেয় হেডে ব্যয় সঙ্কোচ উদ্দেশ্যে চলিত বর্ষে কর্ম্মচারিগণের একস্থান হইতে অন্যস্থানে পরিবর্ত্তন যথাসম্ভব সংক্ষেপ হওয়া বাঞ্ছণীয়। ভাতা পাথেয় হেডে যাহাতে বন্ধানী ব্যয়ের অন্ততঃ শতকরা ১০৲ হিসাবে উদ্বৃত্ত রাখা যায় তদ্বিষয়ে প্রত্যেক বিভাগ চেষ্টিত থাকিবে।

৪। যে সকল রাজকর্ম্মচারী সরকারী মোটরগাড়ী ব্যবহার করেন তাহারা স্ব স্ব মোটরের ব্যয় সম্পর্কেও যতদূর সম্ভব মিতব্যয়িতার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

৫। আদম সুমারীর কার্য্য ভিন্ন অন্য যে সমুদয় নূতন কার্য্যের জন্য বজেট বন্ধান ধৃর্ত হইয়াছে তৎসমুদয় কার্য্য সাধারণভাবে আগামী পৌষ মাস পর্য্যন্ত এবং সম্ভবপর হইলে আগামী বর্ষ পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হয়।

৬। নূতন বনকর ঘাট স্থাপনাদিও আগামী বর্ষ পযান্ত স্থগিত থাকিবে।

৭। এক মাসের নোটিশ প্রদানে রাজ্যের অস্থায়ী কর্ম্মচারীগণকে কার্য্য হইতে অবসর করা প্রয়োজন। এবম্বিধ প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ স্ব স্ব সুবিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য হইতে অবসর করিবেন।

৮। রাজ্যের পূর্ত্ত বজেট সম্বন্ধে নিম্নোক্তরূপ ব্যয়সঙ্কোচ করা হউক:--

(ক) নূতন কার্য্য--

নিম্নোক্ত তিনটি নূতন কার্য্য ভিন্ন, অন্য যে সকল নূতন কার্য্য এযাবত আরম্ভ হয় নাই দ্বিরাদেশ তরে তৎসমুদয় স্থগিত থাকে।

১। একটি ভূমিকম্পরোধী (Earthquake Proof) দালান প্রস্তুত।

২। যক্ষ্মারোগীদিগের জন্য একটি হাসপাতাল প্রস্তুত।

এই কার্য্য বর্ত্তমান বর্ষশেষে আরম্ভ করিয়া আগামী বর্ষমধ্যে শেষ করিতে হইবে।

৩। রাজধানীতে পোষ্টাফিসের জন্য দালান প্রস্তুত।

আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয়ের একটি পরিকল্পনা উপলক্ষে বজেটে বর্ত্তমান বর্ষে যে ৪৫,০০০ হাজার টাকা বন্ধান ধৃত হইয়াছে, এই টাকা দ্বারা প্রথমোক্ত দুইটি কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে। বক্রীটলা যক্ষ্মা হাসপাতাল নিৰ্ম্মাণ শেষে আগামী বর্ষ মধ্যে দেওয়া যাইতে পারিবে।

(খ) মেরামত--

কেবল মাত্র বিশেষ আবশ্যকস্থলেই মেরামতাদি কার্য্য হইতে পারিবে।

(গ) বঙ্গেশ্বর বাঁধের পরিকল্পনা সংসৃষ্ট কার্য্যাদি আপাততঃ কিয়ৎকাল স্থগিত থাকিবে।

৯। ব্যয়সঙ্কোচ সম্পর্কে উপরিউক্ত আদেশ সমূহ চিফ্ সেক্রেটারীর অধীনস্থ বিভাগ সমূহেও প্রযোজ্য হইবে। কেবলমাত্র মিলিটারী ও আৰ্ম্ম পুলিশ ফোর্স সংসৃষ্ট বজেট বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা আপাততঃ এই সমুদয় আদেশের বহির্ভূত থাকিবে।

নিদর্শন--১৭

সরকারী কর্মচারিগণের জন্য জেনারেল প্রভিডেন্ট ফণ্ড প্রবর্তন

B. B. K. Manikya

9.3.50

নং ২১৬

আদেশ

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী, মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববৰ্ম্মা বাহাদুর কে, সি, এস্, আই, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা (ক্যাম্প শিলং) ইতি। সন ১৩৫০ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ৯ই আষাঢ়

যেহেতু কৰ্ম্মচারীগণের সুবিধার্থ রাজ্যে একটি জেনারেল প্রভিডেন্ট ফণ্ড সৃষ্টি করা সমীচীন বিবেচিত হইতেছে,

অতএব আদেশ করা যায় যে,

এতদ্দ্বারা রাজ্যের কৰ্ম্মচারীবর্গের নিমিত্ত একটি জেনারেল প্রভিডেন্ট ফণ্ড প্রবর্ত্তন করা যায়। এই প্রভিডেন্ট ফণ্ডে রাজ্যের প্রত্যেক কৰ্ম্মচারীকে স্বীয় বেতনের টাকা প্রতি সর্ব্বনিম্ন ৴৬ এক আনা ছয় পাই হারে মাসিক জমা রাখিতে হইবে। কোনও কৰ্ম্মচারী ইচ্ছা করিলে নিয়মিতভাবে এই হারের অতিরিক্তরূপে এই ফণ্ডে

টাকা জমা রাখিতে পারিবে। কিন্তু এপক্ষের আদেশ ব্যতীত এই সর্ব্বনিম্ন হারের ব্যতিক্রম হইতে পারিবে না। প্রভিডেন্ট ফণ্ডে প্রতি কর্ম্মচারীর মাসিক জমা টাকার উপর তাহাকে শতকরা ৩॥ তিন টাকা আট আনা হিসাবে সুদ দেওয়া যাইবে।

এই প্রভিডেন্ট ফণ্ড চলিত ১৩৫০ ত্রিং সনের ১লা বৈশাখ হইতে প্রবর্ত্তিত গণ্য হইবে। এতৎসম্পর্কিত নিয়মাবলী এপক্ষের অনুমোদনের জন্য অতি সত্বর প্রেরিত হওয়া বাঞ্ছণীয় যাহাতে কর্ম্মচারীগণের চলিত আষাঢ় মাসের বেতন হইতেই তাহাদিগের বকেয়া দেয় জমার টাকা কর্ত্তিত হইতে পারে।

প্রভিডেন্ট ফণ্ডে টাকা জমা রাখা রাজ্যের সৈনিক বিভাগের ও আর্ম্ম পুলিশ ফোর্সের কর্ম্মচারীগণের ইচ্ছাধীন থাকিবে।

নিদর্শন—১৮

ত্রিপুরা রাজ্যের ১৩৫১ ত্রিং সনের জন্য সম্ভাবিত আয় ও ব্যয়ের বাজেটের সারাংশ*

No. 118

B. B. K. Manikya

প্রস্তাবিত বজেট মঞ্জুর করা যায়। ইতি--

ফাইনান্স মন্ত্রী বাহাদুর এরাজ্যের ১৩৫১ ত্রিং সনের সম্ভাবিত আয় ও ব্যয়ের যে বজেট প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা মন্ত্রী পরিষদের ১৯।২।৫১ ত্রিং তারিখের চতুর্দ্দশ অধিবেশনে আলোচিত হইয়াছে।

বর্তমান বর্ষে সম্ভাবিত সাধারণ আয় ২১,০৪,৫০০ টাকা এবং অন্যান্য আয় ও বর্ষশেষ তহবিল সহ মোট ২৪,৪৯,৩৮১ টাকা ধৃত হইয়াছে।

বর্তমান বর্ষের মোট ব্যয়	২৩,৬৩,৯০০৲
বর্ষশেষ সম্ভাবিত নগদ তহবিল স্টেট	৫০,৭৭৪৲
রোড ফণ্ড	৩৪,৭০৭৲
	২৪,৪৯,৩৮১৲

টাকা ধৃত হইয়াছে।

আয় ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ফাইনান্স বিভাগের নোটে বিবৃত হইয়াছে।

ফাইনান্স বিভাগের প্রস্তাব মতে ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দের এ রাজ্যের সম্ভাবিত সর্ব্বপ্রকার আয় ২৩,৭৯,৫০০৲ টাকা ও সর্ব্বপ্রকার ব্যয় ২৩,৫৩,৯০০৲ টাকার বজেট মঞ্জুরীর প্রার্থনায় সংসৃষ্ট কাগজাত সহ শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর সাক্ষাৎ পেশ হয়। ইতি সন ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দ তারিখ ২১শে জ্যৈষ্ঠ।

T. K. Gupta
22.2.51
সেক্রেটারী

Rana Bodhjung
প্রধান মন্ত্রী

*এই সারাংশটি মূল বাজেটের প্রাথমিক সারাংশ। ১৩৫১ ত্রিং সনের ত্রিপুরার সম্ভাবিত আয় ব্যয়ের সম্পর্কিত মূল বাজেট প্রস্তাবটি রীত্যনুযায়ী আগাগোড়া হস্তলিখিত। ফুলস্কেপ সাইজের (৩৫×২২·৫×৫·৫ সে.মি.) এই সম্পূর্ণ বাজেট প্রস্তাবটি ২৫১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হইয়াছে।

অর্থ ও হিসাব

১৩৫১ ত্রিং সনের বজেট আলোচিত হইল।

আয় :--

১৩৫০ ত্রিং সনের বজেটে মোট আয় ২০,৯৮,০০০৲ টাকা ধৃত হইয়াছিল। তৎস্থলে আলোচ্য বর্ষে ২১,০৪,৫০০৲ টাকা ধৃত হইল। বিগত বর্ষে সর্ব্বপ্রকার আমানত বাবদে মং ১,০০,০০০৲ টাকা ধৃত ছিল। বর্ত্তমান বর্ষে ও এই পরিমাণ টাকা আমানত ধৃত হইল। বিগত বর্ষে চাক্‌লা কন্ট্রিবিউশন ও রোড ফন্ড কন্ট্রিবিউশন বাবদে যথাক্রমে ৬,০০০৲ এবং ৮,০০০ টাকা ধৃত হইয়াছিল তৎস্থলে আলোচ্য বর্ষে যথাক্রমে ৭,০০০৲ এবং ৮,০০০ টাকা ধৃত হইল। বিগত বর্ষের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে মোট আয় ৬,৫০০ টাকা অধিক ধৃত হইল। নিম্নোক্ত কয়েকটি হেডে উল্লেখযোগ্য হ্রাস বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইবে।

প্রধানতঃ নজর এবং চার শুল্ক, বিবিধ এবং ঘাসুরী হেডে আয় অধিক ধৃত হইল। ভূমি বন্দোবস্তের জন্য বর্ত্তমানে চাহিদা বৃদ্ধি হওয়ায় নজর হেডে আয় অধিক ধৃত হইল। আলোচ্য বর্ষে চার চাহিদা বৃদ্ধি হেতু রপ্তানী বৃদ্ধি হইয়া আয় অধিক হওয়ার আশা করা যায়। ভিন্ন রাজ্য হইতে যে সকল গোমহিষাদি চারণের উদ্দেশ্যে এ রাজ্যে আগত হইয়া থাকে তাহার উপর কর স্থাপনের ব্যবস্থা হওয়ায় ঘাসুরী আয় বৃদ্ধি পাইবে আশা করা যায়। কয়েকটি ষ্টেট মোটর গাড়ী বিক্রয়ের আনুমানিক মূল্য বাবদে ৫,০০০৲ টাকা বিবিধ হেডের আয় মধ্যে ধৃত হইল।

বনজ বস্তুর চাহিদা বৃদ্ধির দিকে নহে বলিয়া বনকর সাধারণ হেডে আয় কিছু কম ধৃত হইল। মনি লেণ্ডারস লাইসেন্সে ফিস্ হেডে বিগত বর্ষে যে পরিমাণ আয় ধৃত হইয়াছিল সেই পরিমাণ আয় না হওয়ায় আলোচ্য বর্ষে এই হেডে আয় কিছু কম ধৃত হইল। যুদ্ধের জন্য পাটের চাহিদা অত্যধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে মনে করিয়া বিগত বর্ষে পাটের মাশুল হেডে আয় অধিক ধৃত হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বিগত বর্ষে এই হেডে আশানুরূপ আয় হয় নাই। তদ্ধেতু আলোচ্য বর্ষে এই হেডে আয়ের পরিমাণ কম ধৃত হইল।

রোড ফণ্ডের আয় বিগত বর্ষে ধৃত ১,১০,০০০ টাকা স্থলে আলোচ্য বর্ষে ১,০০,০০০৲ টাকা ধৃত হইল। এই হেডের আয় বিগত বর্ষে আশানুরূপ না হওয়ায় আলোচ্য বর্ষে ধৃত আয়ের পরিমাণ কিছু হ্রাস করা হইল।

ব্যয় :--

বিগত বর্ষে মোট ব্যয় (রোড ইম্প্রুভমেন্ট সহ) ২৪,১৪,০০০ টাকা ধৃত হইয়াছিল, তৎস্থলে আলোচ্য বর্ষে ২৩,৬৩,৯০০৲ টাকা ধৃত হইল। ইহাতে বিগত বর্ষ অপেক্ষা আলোচ্য বষে ৫,১০০৲ টাকা কম ধৃত হইল। নিম্নোক্ত হেড সমূহে হ্রাস বৃদ্ধি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সাধারণ শাসন :--

ফাইনেন্‌স মন্ত্রীর জন্য বিগত বর্ষে যে টাকার বন্ধান ছিল উক্ত বন্ধান আংশিক হ্রাস হেতুই আলোচ্য বর্ষে এই হেডে বন্ধান প্রধানতঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। এস্থলে প্রকাশ থাকে যে বিগত বষে চিকিৎসা বিভাগের মন্ত্রী বাহাদুরের ব্যয় চিকিৎসা বজেটে ধৃত হইয়াছিল; কিন্তু বর্তমান বর্ষে সাধারণ শাসন হেডে এই বন্ধান ধৃত হইল। উপরন্তু বর্তমান বর্ষে ষ্ট্যাম্প ও সেমি খরিদ হেডে ২,০০০৲ টাকা অতিরিক্ত বন্ধান ধৃত হইল। ইহাতে এই হেডে ব্যয় কিছু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও উপরিউক্ত কারণে মোটের উপর ব্যয় কমি ধৃত হইল।

রাজস্ব সাধারণ ও আবকারী :--

ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিসের কতিপয় কর্ম্মচারীকে পেন্সন দিয়া তৎস্থলে গ্রেডের প্রাথমিক বেতনে উন্নতি দেওয়ার ব্যবস্থাহেতু পরন্তু কোন কোন স্থলে পদ সংখ্যা হ্রাস করিয়া কার্য্য পরিচালন করা স্থির হওয়ায় এই হেডে বন্ধান কম দৃষ্ট হইবে।

তহশীল ও বনকর :--

বর্তমান বর্ষে সুবিধাজনক স্থলে তহশীল ও বনকর আফিস একত্রিত করিয়া কার্য্য পরিচালনের ব্যবস্থা হওয়ায় তহশীল ও বনকর হেডে ব্যয় কিছু কম ধৃত হইল।

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

বিচার :—

বিগত বর্ষে উকীল ফিস্ বাবদে যেই পরিমাণ টাকা বন্ধান করা হইয়াছিল আলোচ্য বর্ষে সেই পরিমাণ টাকার প্রয়োজন হইবে না বিধায় উকীল ফিস্ হেডে বন্ধান হ্রাস করা হইয়াছে। তদ্ধেতু বিচার হেডে বন্ধান কম ধৃত হইল।

ভূতত্ত্ব বিভাগ :--

জিওলজিকেল্ এড্ভাইসারের বন্ধান হ্রাস করায় এই হেডে বন্ধান হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে।

মিলিটারী সেক্রেটারী আফিস :--

এসিস্টেন্ট মিলিটারী সেক্রেটারীর পদের বন্ধান হ্রাস হেতু এই হেডে বন্ধান কম লক্ষিত হইবে।

দান, দাতব্য, দেবার্চ্চন :--

সাধারণভাবে ব্যয় সঙ্কোচের জন্যই এই হেডে বন্ধান কম হইয়াছে।

ষ্টেট পেন্সন :—

বর্ত্তমান বর্ষে বিভিন্ন বিভাগের অধিক বয়স্ক কতিপয় কর্ম্মচারীকে পেন্সন দেওয়ার প্রস্তাব হওয়ায় এই হেডে বন্ধান বৃদ্ধির কারণ হইয়াছে।

চিকিৎসা :—

চিকিৎসা বিভাগের মন্ত্রীবাহাদুরের বর্ত্তমান বর্ষে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ হেতু এবং সাধারণভাবে ব্যয়ের বন্ধান হ্রাস হেতু এই হেডে বন্ধান কম ধৃত হইয়াছে।

স্বাস্থ্য বিভাগ :—

এই হেডে বিগত বর্ষে ২,৫০০৲ টাকা ধৃত হইয়াছিল। তৎস্থলে আলোচ্য বর্ষে বন্ধান হ্রাস করিয়া ১,০০০৲ টাকার বন্ধান ধৃত হইল। আর্থিক অসচ্ছলতা হেতু এতদধিক বন্ধানের সুবিধা হইল না।

ইমিগ্রেশন গং :--

এরাজ্যে আগত দুর্গতদের গৃহাদি নির্ম্মান এবং রসদ ইত্যাদি প্রদান জন্য এই হেডে ১৫,০০০৲ টাকা অতিরিক্ত বন্ধান ধৃত হইল।

যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যয় :—

যুদ্ধের প্রয়োজনে মিলিটারী রিঅগেনাইজেশন হেতু এই হেডে বন্ধান বৃদ্ধির আবশ্যক হইয়াছে।

রোড ফণ্ডের ব্যয় :—

রোড ফণ্ডের আমদানীর পরিমাণ আশানুরূপ না হওয়ায় এই হেডে ব্যয় সঙ্কোচের ব্যবস্থা হেতু বন্ধান হ্রাস করা হইল।

বর্ষশেষ তহবিল

আলোচ্য বর্ষের বজেটে ধৃত মোট জমা সাধরণ আয়, আমানত, রোড ফণ্ডের আয় এবং প্রভিডেন্ট ফণ্ড সহ ২৩,৭৯,৫০০৲ টাকার সহিত বিগত বর্ষের সম্ভাবিত বর্ষেশষ তহবিল ৬৯,৮৮১৲ (সাধারণ তহবিল ৬৭,১৭৪৲ রোড ফণ্ড তহবিল ২,৭০৭৲ ৬৯,৮৮১৲) যোগ দিলে জমার মোট অঙ্ক ২৪,৪৯,৩৮১৲ টাকা হইবে। এই অঙ্ক হইতে আলোচ্য বর্ষের প্রস্তাবিত মোট ব্যয় ২৩,৬৩,৯০০৲ টাকা বাদ দিলে বর্ষশেষে ৮৫,৪৮১৲ টাকা নগদ তহবিল থাকিবে। এই বর্ষশেষ তহবিল ৮৫,৪৮১৲ টাকা মধ্যে ৫০,৭৭৪৲ টাকা সাধারণ তহবিলে এবং ৩৪,৭০৭৲ টাকা রোড ফণ্ড তহবিলে থাকিবে।

এই বজেট মঞ্জুরীর প্রার্থনায় মহামান্য মন্ত্রীপরিষদের যোগে শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর সাক্ষাৎ পেশ হয়।

P. K. Bhattcharjec
19.2. 51
সেরেস্তাদার

S. C. Dutta
19.2.51
ফাইনেন্স মন্ত্রী

অর্থ ও হিসাব

১৩৫১ ত্রিং সনের প্রস্তাবিত বজেট।

জমা—			খরচ—		
সাধারণ আয়—		২০,৯৩,০০০৲	সাধারণ ব্যয়—		২১,৭৪,৪০০৲
চাকলা কন্টিব্রিউশন—		৭,০০০৲	রোডফণ্ড ব্যয়—		৬৮,০০০৲
রোডফণ্ড কন্টিব্রিউশন—		৮,০০০৲	মিউনিসিপ্যালিটির ব্যয়—		২১,৫০০৲
রোডফণ্ড আয়—		১,০০,০০০৲			
মিউনিসিপ্যালিটি—		১১,৫০০৲			২২,৬৩,৯০০৲
		২২,১৯,৫০০৲			
আমানত—		১,০০,০০০৲	বকেয়া আমানত শোধ—		১,০০,০০০
প্রভিডেন্ট ফণ্ড—		৬০,০০০৲			২৩,৬৩,৯০০৲
		১,৬০,০০০৲			
	মোট	২৩,৭৯,৫০০৲	নগদ তহবিল—		
			স্টেট—	৫০,৭৭৮৲	
পূর্ব্ববর্ষের শেষ তহবিল—			রোডফণ্ড—	৩৪,৭০৭৲	৮৫,৪৮১৲
স্টেট—	৬৭,১৭৪৲				
রোডফণ্ড—	২,৭০৭৲	৬৯,৮৮১৲			
	সর্ব্ব মোট	২৪,৪৯,৩৮১৲			২৪,৪৯,৩৮১৲

P. K. Bhattarjee
19.2.51
Sheristadar
Accounts Department

S. C. Dutta
19.2.51
Finance Minister
Tripura State

১৩৫১ ত্রিপুরাব্দের
বিভাগওয়ারী সম্ভাবিত আয়ের ষ্টেটমেন্ট

ক্রমিক নম্বর	বাবত	জেনারেল ট্রেজারী	সদর বিভাগ	কৈলাসহর বিভাগ	সোনামুড়া বিভাগ	বিলনীয়া বিভাগ	খোয়াই বিভাগ	ধর্ম্মনগর বিভাগ	উদয়পুর বিভাগ	সাবরুম বিভাগ	মোট
১।	ভূমির রাজস্ব	—	২,১০,০০০	৭০,০০০	১,১০,০০০	৮৫,০০০	৫৫,০০০	৬৫,০০০	৭৫,০০০	৩০,০০০	৭,০০,০০০
২।	পূর্ত্তবর্ত্মকর	—	১৩,৫০০	৪,৫০০	৭,০০০	৫,৫০০	৩,৫০০	৪,০০০	৪,৫০০	১,৫০০	৪৪,০০০
৩।	বাজার	—	১,৫০০	১,৪০০	—	৩০০	২,০০০	২,০০০	৪০০	৪০০	৮,০০০
৪।	ঘরচুক্তি	—	১২,০০০	১৭,০০০	২,০০০	৬,০০০	৮,০০০	২,৫০০	১৪,০০০	৪,৫০০	৬৬,০০০
৫।	বনকর সাধারণ	—	৪০,০০০	১,২০,০০০	১,০০,০০০	৬২,০০০	৪০,০০০	২৫,০০০	১,৫০০	১,৫০০	৩,৯০,০০০
৬।	বনকর পারমিট	—	২৩,০০০	২,০০০	২৮,০০০	২৫,০০০	৩,০০০	৫০০	—	৩,৫০০	৮৫,০০০
৭।	খেদা অপারেশন	৩,০০০	—	—	—	—	—	—	—	—	৩,০০০
৮।	ফেণীর বনকর	৩৬,০০০	—	—	—	—	—	—	—	—	৩৬,০০০
৯।	ঘাসুরী	—	১,০০০	৩,৫০০	৪,৫০০	২,৫০০	২,৫০০	১,০০০	২০০	৮০০	১৬,০০০
১০।	ছনক্ষেত্র	—	২০০	—	২,০০০	১০০	১০০	৫০	৫০	১,৫০০	৪,০০০
১১।	শালবন	—	—	—	৫০০	—	—	—	২,৫০০	—	৩,০০০
১২।	তিল কার্পাস	—	২১,০০০	৪০,০০০	৩০,০০০	৫,০০০	২৭,০০০	১,৫০০	৫০০	৩,০০০	১,২৮,০০০
১৩।	আড্ডা	—	৮,০০০	৪,০০০	৩,০০০	২,০০০	২,০০০	৪,০০০	৩,০০০	১,০০০	২৭,০০০
১৪।	আবকারী	—	৩০,০০০	২৮,০০০	৪,০০০	৩,৫০০	১০,০৫০	১৪,০০০	৫,০০০	১,০০০	৯৬,০০০
১৫।	ষ্ট্যাম্প	—	২৮,০০০	৮,৫০০	৯,০০০	৫,৫০০	৪,৫০০	৬,৫০০	৬,০০০	১,০০০	৬৯,০০০
১৬।	জরিমানা (বিচার সংক্রান্ত)	—	৫০০	৩০০	৪০০	৩৫০	১৫০	১০০	১০০	১০০	২,০০০
১৭।	তলবানা বিবিধ (ঐ)	—	৩,০০০	১,৫০০	১,২০০	৮০০	৫০০	৭০০	১,০০০	৩০০	৯,০০০
১৮।	রেজিষ্ট্রেশন	—	৩,০০০	১,২০০	১,৩০০	৮০০	৫০০	১,২০০	৮০০	২০০	৯,০০০
১৯।	জেইল	৭,০০০	—	—	—	—	—	—	—	—	৭,০০০
২০।	খোয়ার	—	১,২০০	৬০০	৫০০	৪০০	৩০০	৩০০	৫০০	২০০	৪,০০০
২১।	নজর	—	৩৪,০০০	২,৫০০	৮,৫০০	৫,৫০০	৬,০০০	৩,৫০০	৭,০০০	২,০০০	৬৯,০০০
২২।	মানিলেণ্ডারস লাইসেন্স ফি	—	২,০০০	১,০০০	৯০০	৩০০	৪০০	৩০০	১,০০০	১০০	৬,০০০
২৩।	শিক্ষা	—	৫,০০০	২,৫০০	২,০০০	৩,৫০০	১,৫০০	২,০০০	১,৫০০	—	১৮,০০০
২৪।	চার শুল্ক	—	২৫,০০০	১৯,০০০	—	—	৩,০০০	৯,০০০	—	১,০০০	৫৭,০০০
২৫।	পাটের মাশুল	—	৩০,০০০	৩,০০০	৪৬,৭০০	২,০০০	১৮,০০০	১০০	—	২০০	১,০০,০০০
২৬।	ম্যাচ শুল্ক	৩০,০০০	—	—	—	—	—	—	—	—	৩০,০০০
২৭।	পাবলিক ওয়ার্কস	১০,০০০	—	—	—	—	—	—	—	—	১০,০০০
২৮।	মিউনিসিপ্যালিটির আয়	—	১১,৫০০	—	—	—	—	—	—	—	১১,৫০০

ক্রমিক নম্বর	বাবত	জেনারেল ট্রেজারী	সদর বিভাগ	কৈলাসহর বিভাগ	সোনামুড়া বিভাগ	বিলনীয়া বিভাগ	খোয়াই বিভাগ	ধর্ম্মনগর বিভাগ	উদয়পুর বিভাগ	সাবরুম বিভাগ	মোট
২৯।	বিবিধ	১০,০০০	২৮,০০০	১৩.০০০	১৪,০০০	৬,০০০	১১,০০০	৫,৫০০	৬,৫০০	৩,০০০	৯৭,০০০
৩০।	চাকলার কন্ট্রিবিউশন	৭,০০০	—	—	—	—	—	—	—	—	৭,০০০
৩১।	রোড ফণ্ড কন্টিবিউশন	৮,০০০	—	—	—	—	—	—	—	—	৮,০০০
	মোট	১,১১,০০০	৫,৩১,৪০০	৩,৪৩,৫০০	৩,৭৫,৫০০	২,২২,০৫০	১,৯৯,৪৫০	১,৪৮,৭৫০	১,৩১,০৫০	৫৬,৮০০	২১,১৯,৫০০
৩২।	সর্ব্বপ্রকার আমানত	—	৬০,০০০	১০,০০০	৫,০০০	৫,০০০	১০,০০০	৪,০০০	৫,০০০	১,০০০	১,০০,০০০
	মোট	১,১১,০০০	৫,৯১,৪০০	৩,৫৩,৫০০	৩,৮০,৫০০	২,২৭,০৫০	২,০৯.৪৫০	১,৫২,৭৫০	১,৩৬,০৫০	৫৭,৮০০	২২,১৯,৫০০
৩৩।	রোড ফণ্ড :--										
	আখাউরা রাস্তার কর	—	১০,০০০	—	—	—	—	—	—	—	১০,০০০
	রাজ্যোন্নতি কর	—	২৪,০০০	৬,০০০	১২,০০০	৮,০০০	৫,০০০	৮,০০০	—	২,০০০	৬৫,০০০
	নূতন পূর্ত্তবর্ত্ম কর	—	৩,০০০	৮,০০০	১,০০০	১,০০০	১,৫০০	৬,০০০	৩,৫০০	১,০০০	২৫,০০০
	মোট	—	৩৭,০০০	১৪,০০০	১৩,০০০	৯,০০০	৬,৫০০	১৪,০০০	৩,৫০০	৩,০০০	১,০০,০০০
	সর্ব্বমোট	১,১১,০০০	৬,২৮,৪০০	৩,৬৭,৫০০	৩,৯৩,৫০০	২,৩৬,০৫০	২,১৫,৯৫০	১,৬৬,৭৫০	১,৩৯,৫৫০	৬০৮০০	২৩,১৯,৫০০

Sd/ Basanta Kumar Ghosh.
Accountant.

Sd/ P. K. Bhattacharjee,
Sheristadar,
Accounts Department.

Sd/ S. C. Dutt,
Finance Minister.
Tripura State.

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

১৩৫১ ত্রিপুরাব্দের সম্ভাবিত আয়ের ষ্টেটমেন্ট

ক্রমিক নম্বর	বাবত	১৩৪৮ ত্রিং প্রকৃত আয়	১৩৪৯ ত্রিং প্রকৃত আয়	১৩৫০ ত্রিং বজেট বন্ধান	১৩৫০ ত্রিং রিভাইজড বজেট মতে	১৩৫১ ত্রিং সম্ভাবিত আয়	মন্তব্য
১।	ভূমির রাজস্ব	৬,০২,৯১৭	৬,২৭,৫৬৯	৭,০০,০০০	৫,৬৫,০০০	৭,০০,০০০	
২।	পূর্ত্তবর্ত্ম কর	৩৬,৮১১	৪০,৪২০	৪৮,০০০	৪০,০০০	৪৪,০০০	
৩।	বাজার	৭,৭২৪	৭,০১৫	৮,০০০	৮,০০০	৮,০০০	
৪।	ঘরচুক্তি	৪৯,০৭৯	৭৭,৩৬৬	৬৫,০০০	৪৫,০০০	৬৬,০০০	
৫।	বনকর সাধারণ	৩,৬২,৪৮৮	৩,৫৫,৯৯০	৪,০০,০০০	৩,৩০,০০০	৩,৯০,০০০	
৬।	বনকর পারমিট	৭৭,০৩৭	৮১,২৬৮	৮৫,০০০	৭৮,০০০	৮৫,০০০	
৭।	খেদা অপারেশন	—	৩,৯৫১	৩,০০০	৫,০০০	৩,০০০	
৮।	ফেণীর বনকর	৩১,৯০৫	৪০,৩২৫	৩৫,০০০	৪০,০০০	৩৬,০০০	
৯।	ঘাসুরী	৬,০৫০	৯,৭৩৯	৯,০০০	১৫,০০০	১৬,০০০	
১০।	ছনক্ষেত্র	৩.৮১২	৪,১৮০	৪,০০০	৪,০০০	৪,০০০	
১১।	শালবন	১৩৫	১,৯২৮	২,০০০	৫০০	৩,০০০	
১২।	তিল কার্পাস	৮৮,১৫৭	১,৪২,৭০৭	১,২৫,০০০	৭০,০০০	১,২৮,০০০	
১৩।	আড্ডা	২২,২৮৫	২৪,৬৯৬	৩০,০০০	২৭,০০০	২৭,০০০	
১৪।	আবকারী	৯৪,৫৩৩	৯১,৪৫৩	১,০০,০০০	৯৬,৫০০	৯৬,০০০	
১৫।	ষ্ট্যাম্প	৬১,৫৯৬	৬৫,৬৬০	৬৫,০০০	৬৯,০০০	৬৯,০০০	
১৬।	জরিমানা (বিচার সংক্রান্ত)	১,৪৬৯	১,০০৬	২,০০০	১,৫০০	২,০০০	
১৭।	তলবানা বিবিধ (ঐ)	৮,২৩৫	৬,৯৬০	৯,০০০	৮,০০০	৯,০০০	
১৮।	রেজিষ্ট্রেশন	৭.৫৫১	৯,০৭৮	৮,০০০	৮,০০০	৯,০০০	
১৯।	জেইল	৪,৩৫৭	৭,৩৯১	৭,০০০	৭,০০০	৭,০০০	
২০।	খোয়ার	৩,১৫৭	৩,৪০৬	৪,০০০	৩,৫০০	৪,০০০	
২১।	নজর	১,১০,৪৫৮	৬১,৫০৭	৫৫,০০০	৫৫,০০০	৬৯,০০০	
২২।	মানিলেণ্ডারস লাইসেন্স ফি	—	৫,৫৭৭	১০,০০০	৫,০০০	৬,০০০	
২৩।	শিক্ষা	১৪,৩৭৫	১৫,১১১	১৫,০০০	১৬,০০০	১৮,০০০	
২৪।	চার শুল্ক	২২,৫৮৬	৪৯,৪১৪	৪৪,০০০	৪৮,০০০	৫৭,০০০	
২৫।	পাটের মাশুল	৬৬,০৩২	৯০,২৯২	১,৩০,০০০	৫৫,০০০	১,০০,০০০	
২৬।	ম্যাচ শুল্ক	৫৬,৯১৪	৩৭.৬৭৪	২৮,০০০	১৭,০০০	৩০,০০০	
২৭।	পাবলিক ওয়ার্কস	—	—	১০,০০০	৫,০০০	১০,০০০	
২৮।	মিউনিসিপ্যালিটির আয়	—	৬,৩০৪	৭,০০০	৪,৫০০	১১,৫০০	
২৯।	বিবিধ	৭৫,৫৮১	৮৯,৯৫৬	৯০,০০০	৮২,০০০	৯৭,০০০	
৩০।	এন্টি টি, বি ফণ্ড	—	২৪,৫১৫	—	—	—	
	মোট	১৮,১৫,২৪৮	১৯,৮২,৪২৮	২০,৯৮,০০০	১৭,০৮,৫০০	২১,০৪,৫০০	
৩১।	সর্ব্বপ্রকার আমানত	২,৮০,৬০১	২,৫১,২২৮	১,০০,০০০	৬,০০,০০০	১,০০,০০০	
৩২।	চাকলা হইতে কন্ট্রিবিউশন	—	৬,০০০	৬,০০০	৬,০০০	৭,০০০	
৩৩।	রোড ফণ্ড কন্ট্রিবিউশন	—	—	৮,০০০	৮,০০০	৮,০০০	
	মোট	২,৮০,৬০১	২,৫৭,২২৮	১,১৪,০০০	৬,১৪,০০০	১,১৫,০০০	

১৩৫১ ত্রিপুরাব্দের সম্ভাবিত আয়ের ষ্টেটমেন্ট

ক্রমিক নম্বর	বাবত	১৩৪৮ ত্রিং প্রকৃত আয়	১৩৪৯ ত্রিং প্রকৃত আয়	১৩৫০ ত্রিং প্রকৃত বন্ধান	১৩৫০ ত্রিং রিভাইজড বজেট মতে	১৩৫১ ত্রিং সম্ভাবিত আয়	মন্তব্য
	ইজা	১৮,১৫,২৪৮	১৯,৮২,৪২৮	২০,৯৮,০০০	১৭,০৮,৫০০	২১,০৪,৫০০	
৩৪।	প্রভিডেন্ট ফণ্ড	—	—	—	৬০,০০০	৬০,০০০	
	মোট	—	—	—	৬০,০০০	৬০,০০০	
	রোড্ ফণ্ড:—						
৩৫।	আখাউরা রাস্তার কর	৭,৭৭৬	৪,২৫৬	১০,০০০	১০০*১	—	
৩৬।	রাজ্যোন্নতি কর	৮১,২৯১	৫৯,৪৬৭	৭৫,০০০	৬৭,০০০*২	—	
৩৭।	নূতন পূর্ত্ত বর্ত্ম কর	২০,৫৭৫	২১,০৭৬	২৫,০০০	৩২,০০০*৩	—	
৩৮।	রোড ফণ্ড বিবিধ	—	১৯,১৮৭	—	—	—	
	মোট	১,০৯,৬৪২	১,০৩,৯৮৬	১,১০,০০০	৯৯,০০০	১,০০,০০০	
	সর্ব্বমোট	২২,০৫,৪৯১	২৩,৪৩,৬৪২	২৩,২২,০০০	২৪,৮১,৬০০	২৩,৭৯,৫০০	
	পূর্ব্ববর্ষের তহবিল						
	ষ্টেট্	১,৫৮,১৬৩	১,৫২,৬১৮	২,১৯,৬১৮	২,৫৭,৬৯২	৬৭,১৭৪	
	রোড্ ফণ্ড	৬৯,৩৪২	৪৬,৫৬৯	২৪,২০১	১২,৪০৭	২,৭০৭	
	মোট	২,২৭,৫০৫	১,৯৯,১৮৭	২,৪৩,৫১৯	২,৭০,০৯৯	৬৯,৮৮১	
	সর্ব্বমোট	২৪,৩২,৯৯৬	২৫,৪২,৮২৯	২৫,৬৫,৮১৯	২৭,৫১,৬৯৯	২৪,৪৯,৩৮১	

"বসন্ত"

স্বাঃ শ্রী প্রফুল্ল কুমার ভট্টাচার্য্য,
সেরেস্তাদার, হিসাব বিভাগ

স্বাঃ শ্রী সুরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত
ফাইনেন্স মন্ত্রী

*হওয়া উচিত ছিল ৯৯,১০০ (২) ২,৪৩,৮১৯

*(১) ১০,০০০, (২) ৬৫,০০০, (৩) ২৫,০০০ টাকা বইতে লেখা হয়নি।

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

১৩৫১ ত্রিপুরাব্দে সম্ভাবিত ব্যয়ের ষ্টেটমেন্ট

ক্রমিক নম্বর	বাবত	১৩৪৮ ত্রিং প্রকৃত ব্যয়	১৩৪৯ ত্রিং প্রকৃত ব্যয়	১৩৫০ ত্রিং বজেট বন্ধান	১৩৫০ ত্রিং রিভাইজড বজেট মতে	১৩৫১ ত্রিং সম্ভাবিত ব্যয়	মন্তব্য
১।	সাধারণ শাসন ব্যয়	৯৪,১৮৪	১,৪৭,৯৬১	১,৪০,০০০	১,৪৩,০৬৯	১,২৮,৪০০	
২।	রাজস্ব সাধারণ ও আবকারী	৮৪,১১৫	৮৬,৭১৩	৯২,৪০০	৯৪,৩০৮	৯২,০০০	
৩।	সার্ভে ও সেটেলমেন্ট	১৪,৩৫৫	১৩,৯২৩	১৪,০০০	১৪,০০০	১০,০০০	
৪।	রেজিষ্ট্রেশন	৩,৯৫৮	৩,৬৩৪	৩,৬০০	৩,৬০০	৩,৪০০	
৫।	তহশীল	৪৮,৯৬৪	৪৬,৩৬৬	৪৭,৬০০	৪৯,১০০	—	
৬।	ফরেষ্ট ও কাষ্টমস	৫১,৬৪০	৬২,২৫৬	৭৫,০০০	৭৪,৮৫০	১,১৬,০০০	
৭।	পাব্লিশিটি ও রাজমালা	৬,৯৪১	৭,৩১৪	৫,৪০০	৭,২৮৩	৭,০০০	
৮।	ভূতত্ত্ব বিভাগ	৬,০৪০	৫,৭৫০	৫,২০০	৫,২০০	৩,০০০	
৯।	আকস্মিক	৩,২৮২	৩,২৮৫	৩,৮০০	১,৭১৭	১,০০০	
১০।	বিচার	৪৭,৭০৯	৫২,৪৬৯	৫৪,০০০	৫৩,৬০০	৪০,০০০	
১১।	জেইল	২৯,২৪৯	২৯,৭৫৫	২৫,০০০	২৫,০০০	১৯,৮০০	
১২।	পুলিশ	৮৪,০২৯	৮৮,২৮০	৯২,০০০	৯৪,৮৪৮	৮৮,০০০	
১৩।	মিলিটারী	১,৬৪,১৬৭	১,৫৫,৫৯৪	১,৬৫,০০০	১,৬৭,১৭০	১,৬৪,৮০০	
১৪।	খাস সেরেস্তা	—	১৫,২৯৫	১৫,০০০	১৫,৬৫০	১৫,০০০	
১৫।	চিফ্ সেক্রেটারী আফিস	১৫,৫৫৮	৭১৩	—	—	—	
১৬।	মিলিটারী সেক্রেটারী আফিস	—	৭,৩৯০	৭,২০০	৭,২০০	৫,৮০০	
১৭।	সুলতানৎ	৬৯,২৪২	৫২,৮১৬	৫০,০০০	৫০,০০০	৪২,৪০০	
১৮।	শ্রীশ্রীযুতের অফিসিয়েল পরিভ্রমণ	২০,০০০	৩০,০০০	৩০,০০০	৩০,০০০	৩০,০০০	
১৯।	শ্রীশ্রীযুতের অফিসিয়েল এন্‌টারটেইনমেন্টস্	২০,০০০	৩০,০০০	৩০,০০০	৩০,০০০	৩০,০০০	
২০।	শ্রীশ্রীযুতের নিজ তহবিল	১,৯৪,৫৯১	১,৯৮,৪১৮	২,০০,০০০	২,০০,০০০	১,৯০,০০০	
২১।	সংসার	১,৮৭,৪২৯	১,৪২,৬০৯	১,৪৫,২০০	১,৪৫,২০০	১,৪০,৪০০	
২২।	দান দাতব্য ও দেবার্চ্চন	৬৭,৪৬৩	৯৭,২৪২	১,১০,০০০	১,১০,০০০	৯৬,৫০০	
২৩।	ষ্টেট পেন্সন গং	৯৩,৭২১	৯৮,৪৭৮	১,০৫,০০০	১,০৭,৫০০	১,১৫,০০০	
২৪।	পূর্ত্ত	৭২,২৭২	৭৩,৭৩২	৫০,০০০	৫০,০০০	৬৫,৫০০	
২৫।	ইম্প্রুভমেন্ট	১,১৯,৫৩৯	১,১৫,৩৭৯	১,২৬,০০০	১,২৬,০০০	৯৭,১০০	
২৬।	ইলেকট্রিক ও ওয়াটার ওয়ার্কস	২২,৯২১	২৫,৩৮৭	২২,০০০	৩০,০০০	২১,৫০০	
২৭।	সম্পত্তি খরিদ	৬,৭১৭	৩,১৮৪	৩০,০০০	২৯,৫১৮	১৫,০০০	
২৮।	স্বাস্থ্য বিভাগ	—	—	২,৫০০	৩,০৫০	১,০০০	
২৯।	চিকিৎসা	৭৬,৯৮৪	৮৪,৭৯১	৮৭,৫০০	৯৭,৯০৫	৭৭,০০০	
৩০।	মিউনিসিপ্যালিটি	১০,০০০	১৭,৭৫০	১৭,০০০	২০,৩০০	২১,৫০০	
	মোট	১৬,১৩,০৭০	১৬,৯৬,৪৭৪	১৭,৫০,৪০০	১৭,৮৬,০৬৮	১৬,৩৭,১০০	
৩১।	শিক্ষা	১,৩০,৭৮৩	১,২৪,২১৫	১.২৬,০০০	১,২৯,৯১৩	১,২৩,০০০	
৩২।	পল্লী সংস্কার ও কৃষি	৬,৪৯৩	১২,৭৩৩	৯,০০০	১০,৩০০	৮,৭০০	
৩৩।	মণ্ডলী ফণ্ড	—	৬,১২৫	১৫,০০০	১৪,৬০০	১০,০০০	

অর্থ ও হিসাব

১৩৫১ ত্রিং সনের সম্ভাবিত
ব্যয়ের ষ্টেটমেন্ট

ক্রমিক নম্বর	বাবত	১৩৪৮ ত্রিং প্রকৃত ব্যয়	১৩৪৯ ত্রিং প্রকৃত ব্যয়	১৩৫০ ত্রিং বজেট বন্ধান	১৩৫০ ত্রিং রিভাইজড বজেট মতে	১৩৫১ ত্রিং সম্ভাবিত ব্যয়	মন্তব্য
	ইজা	১৬,১৫,০৭০	১৬,৯৬,৪৭৪*	১৭,৫০,৪০০	১৭,৮৬,০৬৮	১৬,৩৭,১০০	
৩৪।	ইমিগ্রেশন, কল্যাণপুর রিজার্ভ ও শিল্প শিক্ষার্থীর দান	—	—	৫,৪০০	৫,৪০০	১৮,৬০০	
৩৫।	বকেয়া দেনা ও সুদ পরিশোধ	১,৯৪,০৪৩	১,৫৩,৫২০	২,০০,০০০	১,৫০,৩৫২	১,৭০,৫০০	
৩৬।	বকেয়া আমানত শোধ	৭৯,৯৯৯	৯৯,৯৯৪	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০	
৩৭।	বিবিধ	—	১৪,৪৭৮	২৯,৬০০	১৯,৫৪৮	২৩,০০০	
৩৮।	বিপন্ন প্রজার সাহায্য	১৪৫	৩,৫৪৩	২,০০০	২,০০০	২,০০০	
৩৯।	চিড়িয়াখানা	২,৪৪২	—	—	—	—	
৪০।	ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং এর অংশ খরিদ	২৩,০০০	—	—	—	—	
৪১।	এন্টি টি, বি, ফণ্ড কন্ট্রিবিউশন	২৫,০০০	—	—	—	—	
৪২।	বন্ধানের অতিরিক্ত হাওলাত	২৩,৭২৬	—	—	—	—	
৪৩।	ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান	৬৯২	৯৮	১,০০০	১,০০০	১,০০০	
৪৪।	যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যয়	—	১৮,৩৩৮	৫৪,৬০০	৯২,৩৯০	৯৫,০০০	
৪৫।	ওয়ার ফণ্ডে ষ্টেট কন্ট্রিবিউশন	—	—	৩০,০০০	৩০,০০০	৩০,০০০	
৪৬।	সেন্সাস	—	—	২,০০০	৪,০০০	২,০০০	
৪৭।	কো-অপারেটিভ	—	—	৪,০০০	৪,০০০	—	
৪৮।	ওয়ার বণ্ড খরিদ	—	—	—	৬৫,৩৬৪	৬০,০০০	
৪৯।	স্বর্গীয়া মাতা• মধ্যম মহারাণী মহাদেব্যার শ্রাদ্ধের ব্যয়	—	—	—	১৩,০০০	—	
৫০।	কর্জ্জলগ্নি	—	৪,০০০	—	—	১৫,০০০	
৫১।	হাওলাত	—	১,০৬৪	—	—	—	
	মোট	২১,০১,৩৯৩	২১,৩৪,৫৮২	২৩,২৯,০০০	২৪,২৭,৯৩৫	২২,৯৫,৯০০	
৫২।	শুভ যুবরাজি টিকা ও শ্রীলশ্রীমতী মহারাজ কুমারীর শুভবিবাহ	—	—	—	১,৪৫,০৮৩	—	
	মোট	—	—	—	২৫,৭৩,০১৮	—	
৫৩।	রোড্ ইম্প্রুভমেন্ট ফণ্ড	১,১৪,২৮৪	১,৩৮,১৪৮	৮৫,০০০	১,০৮,৮০০	৬৮,০০০	
	মোট	২২,১৫,৬৭৭	২২,৭২,৭৩০	২৪,১৪,০০০	২৬,৮১,৮১৮	২৩,৬৩,৯০০	
	নগদ তহবিল :—						
	ষ্টেট	১,৫২,৬১৮	২,৫৭,৬৯২	১,০২,৬১৮	৬৭,১৭৪	৫০,৭৭৪	
	রোড্ ফণ্ড	৬৪,৭০১	১২,৪০৭	৪৯,২০১	২,৭০৭	৩৪,৭০৭	
	মোট	২,১৭,৩১৯	২,৭০,০৯৯	১,৫১,৮১৯	৬৯,৮৮১	৮৫,৪৮১	
	সর্ব্বমোট	২৪,৩২,৯৯৬	২৫,৪২,৮২৯	২৫,৬৫,৮১৯	২৭,৫১,৬৯৯	২৪,৪৯,৩৮১	

*হওয়া উচিত ছিল ১৬,৯৬,৪৮৪ "বসন্ত"

স্বাঃ শ্রী প্রফুল্ল কুমার ভট্টাচার্য্য
সেরেস্তাদার, হিসাব বিভাগ

স্বাঃ শ্রী সুরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত
ফাইনেন্স মন্ত্রী

নিদর্শন--১৯

আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ পর্যবেক্ষণ সম্পর্কিত নিয়মাবলী

ত্রিপুরা রাজ্য
রাজধানী--আগরতলা
মন্ত্রী আফিস--হিসাব বিভাগ

মন্ত্রী পরিষদ অফিস,
আগরতলা।

মহামান্য মন্ত্রী পরিষদের ১৭।১০।১৩৫১ ত্রিং তারিখের একষষ্টিতম অধিবেশনের ২নং নিদ্ধারণ।

এরাজ্যের বিভিন্ন প্রকার রাজস্ব আদায় ও ব্যয়কারী কার্য্যকারক এবং তন্নিয়ন্ত্রণকারী কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য এবং আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ পর্য্যবেক্ষণ সম্পর্কিত নিয়মাবলীর এক পাণ্ডুলিপি ফাইনেন্স মন্ত্রী বাহাদুর উপস্থিত করিয়াছেন। আলোচনান্তে উক্ত পাণ্ডুলিপি অনুমোদন করা যায়।

শ্রীত্রিবেণীকান্ত গুপ্ত
সেক্রেটারী।
১৮।১০।৫১ ত্রিং।

শ্রীরাণা বোধজঙ্গ
সভাপতি।

নং 586 তারিখ 14.10.51 T, E.

অবগতি ও বিহিতের বাসনায় ফাইনান্স মন্ত্রী বাহাদুর, হিসাব বিভাগ সমীপে প্রেরিত হয়।

শ্রীত্রিবেণীকান্ত গুপ্ত
সেক্রেটারী, মন্ত্রীপরিষদ।
২৪।১০

ত্রিপুরা রাজ্য
রাজধানী--আগরতলা
মন্ত্রী আফিস--ফাইনেন্স ও হিসাব বিভাগ

আয়ের ও ব্যয়ের পরিমাণ পয্যবেক্ষণ সম্পর্কিত নিয়মাবলী।

রাজ্যের বিভিন্ন প্রকার রাজস্ব আদায়কারী ও ব্যয়কারী কার্য্যকারক এবং তন্নিয়ন্ত্রণকারী কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিস্তারিত নিয়মাবলী নিম্নে সন্নিবেশিত হইল।

১। যাহাতে দাবীর যোগ্য সর্ব্বপ্রকার রাজস্বেরই দাবী উপস্থিত করা হয় এবং তাহা আদায় হইয়া ট্রেজুরীতে জমা হয়, তাহা দেখা উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের কত্তব্য হইবে। আদায়কারী কর্ম্মচারীবৃন্দের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করা, রাজস্ব দেয় হইলেই দাবী উপস্থিত করা হইতেছে এবং রাজস্বের টাকা আদায় হইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের নিয়মাবলীর বিধান মতে অযথা হস্তে রক্ষা না করিয়া অবিলম্বে জমা দেওয়া হইতেছে কিনা পরিদর্শন বা অন্য উপায়ে স্বীয় সন্তোষজনকভাবে পরীক্ষা করা উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের কত্তব্য হইবে।

২। কালেক্টারগণ আদায়ী রাজস্বের একটি মাসিক ষ্টেটমেণ্ট "ক" চিহ্নিত ফরমে পরবর্ত্তী মাসের তৃতীয় দিবসে এবং উদয়পুর ও সাবরুম বিভাগের পক্ষে সপ্তম দিবসে উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন। মাসিক ষ্টেটমেণ্টে যে অংক রিপোর্ট করা হয় তাহার সহিত ট্রেজুরীতে পূর্ব্ববর্ত্তী মাসে প্রকৃত পক্ষে যে টাকা জমা হইয়াছে তাহার যাহাতে সামঞ্জস্য থাকে তৎপ্রতি কালেক্টারগণ বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। মাসিক ষ্টেটমেণ্ট প্রেরণের পূর্ব্বে আয়ের সংশ্লিষ্ট হেড মতে শ্রেণী বিভাগে কোন ভুল দৃষ্ট হইলে তাহা সংশোধন করিয়া ট্রেজুরীতে জানাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। যদি ষ্টেটমেণ্ট প্রেরণের পর ঐরূপ কোন ভুল দৃষ্ট হয়

তবে পরবর্ত্তী মাসের রিটার্ণের নিম্নদেশে ঐরূপ সংশোধন করিয়া সংশোধনের কারণ উল্লেখ করিতে হইবে এবং তাহা সংশ্লিষ্ট ট্রেজুরী অফিসারকে জানাইতে হইবে। আয়ের হেড মতে শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে ট্রেজুরী অফিসার কর্ত্তৃক কোন ভুল হইলে ট্রেজুরী অফিসার তাহা হিসাব বিভাগে রিপোর্ট করিবেন এবং হিসাব বিভাগ যথা সময়ে তাহা কালেক্টারগণকে এবং উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তদীয় হিসাব সংশোধনের জন্য জানাইয়া দিবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—ট্রেজুরীর রিটার্ণ হইতে কালেক্টারগণ এই ষ্টেটমেন্ট কোন সময়েই প্রস্তুত করিবেন না।

৩। কালেক্টারগণের নিকট হইতে উপরি উক্ত রিটার্ণ প্রাপ্ত হইয়া উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ রিটার্ণের ইজা মিজা পরীক্ষা করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগে আগত অধীনস্থ কর্ম্মচারীর রিটার্ণাদি সহ তুলনামূলক পরীক্ষা করিবেন। উক্তরূপে পরীক্ষার পর প্রত্যেক মাসের ২০শে তারিখের পূর্ব্বে রিটার্ণ ট্রেজুরীয় অংকের সহিত পরীক্ষার জন্য হিসাব বিভাগে প্রেরণ করিতে হইবে। একই কর্ত্তৃপক্ষের অধীনে একাধিক কালেক্টার থাকিলে বিভিন্ন কালেক্টার কর্ত্তৃক প্রদত্ত রিটার্ণ "চ" চিহ্নিত ফরমে একত্রীভূত করিয়া হিসাব বিভাগে প্রেরণ করিতে হইবে।

৪। বিভিন্ন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে রিটার্ণ প্রাপ্ত হইয়া হিসাব বিভাগ তাহা প্রত্যেক ট্রেজুরীতে বিভিন্ন হেডের জমার অংকের সহিত পরীক্ষা করিবেন এবং পরীক্ষিত অংক "ছ" চিহ্নিত ফরমে যে হিসাব রক্ষিত হইবে তাহাতে ভুক্ত করিবেন। পরীক্ষান্তে রিটার্ণগুলি সংসৃষ্ট বিভাগে ফেরৎ দেওয়া হইবে।

৫। বজেট মঞ্জুরী বন্ধান অবগত হইয়া উক্ত বন্ধান অধীনস্থ আফিসাদিতে বিলি করিয়া দেওয়ার পর প্রত্যেক ব্যয় মঞ্জুরীকারী কর্ত্তৃপক্ষ "ক" চিহ্নিত ফরমে একটি রেজিষ্ট্রী রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। উক্ত রেজিষ্ট্রীতে স্বীয় আফিস সহ কোন আফিসে কত টাকা কোন হেডের ব্যয় গণ্যে দেওয়া হইল তাহার হিসাব রক্ষা করিতে হইবে। পশ্চাৎ অতিরিক্ত মঞ্জুরী অথবা খারিজ হেতু কোন হেডের বন্ধান বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রাপ্ত হইল তাহাও উক্ত রেজিষ্ট্রীতে নোট করিতে হইবে।

৬। ব্যয় মঞ্জুরীকারী কর্ত্তৃপক্ষ হইতে বন্ধান বিলির বিষয় অবগত হইয়া ব্যয়ের জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী "গ" চিহ্নিত ফরমে প্রত্যেক হেডের ব্যয়ের জন্য একটি রেজিষ্ট্রী রক্ষা করিবেন এবং প্রত্যেক হেডে যে পরিমাণ ব্যয়ের বন্ধান করা হইয়াছে তাহা ভুক্ত করিবেন এবং কোন হেডে পরবর্ত্তী কোন হ্রাস বৃদ্ধি হইলে তাহাও নোট করিবেন। উক্ত রেজিষ্ট্রীতে যে যে হেডে ব্যয়ের বন্ধানভুক্ত আছে তাহার বহির্ভূত কোন ব্যয় দেওয়ার জন্য উপস্থিত হইলে তাহা বজেট মঞ্জুরীর অন্তগত নহে বলিয়া সাব্যস্ত করিতে হইবে এবং উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ আদেশ ব্যতীত এইরূপ ব্যয় দেওয়া যাইতে পারিবে না।

৭। যে কোন প্রকার ব্যয়ের বিল ট্রেজুরীতে খরচ দেওয়ার জন্য উপস্থিত করিবার সময় উক্ত বিলের উপরিভাগে এই ব্যয় কোন্ হেডের হিসাবভুক্ত হইবে তাহা সম্পূর্ণরূপে দর্শাইতে হইবে।

৮। ট্রেজুরীতে ব্যয়ের জন্য উপস্থিত প্রত্যেক বিলের সহিত "খ" চিহ্নিত ফরমে বিলের একটি সংক্ষিপ্ত লিপি সংযোগ করিয়া দিতে হইবে। এই ফরম বিশিষ্ট বর্ণের কাগজে মুদ্রিত হইবে এবং বিলে যেরূপ ব্যয় কোন্ হেডের হিসাবভুক্ত হইবে তাহা দর্শাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে তদ্রূপ বিলের সংক্ষিপ্ত লিপিতেও ব্যয়ের প্রকার সম্পূর্ণভাবে দর্শাইতে হইবে। বিলের এই সংক্ষিপ্ত লিপিতে Paid শিল এবং ট্রেজুরীর নামের শিল দিয়া এবং ট্রেজুরীতে ভাউচার খরচের তারিখ ও নম্বর উল্লেখ করিয়া সংশ্লিষ্ট আফিসে ফেরৎ দেওয়া হইবে। "গ" চিহ্নিত ফরমে যে রেজিষ্ট্রী রক্ষিত হইবে তাহাতে সংশ্লিষ্ট হেডের কলমে ভাউচারের তারিখ ও নম্বর এবং বিলের পরিমাণভুক্ত করিতে হইবে।

মাসান্তে রেজিষ্ট্রীর কলম সমূহের অংক যোগ করিতে হইবে এবং "গ" চিহ্নিত ফরমেই একটি রিটার্ন প্রস্তুত করিয়া ট্রেজুরী হইতে প্রাপ্ত বিলের সংক্ষিপ্ত লিপি সহ যে মাসের ব্যয় তাহার পরবর্ত্তী মাসের তৃতীয় দিবসে, উদয়পুর ও সাবরুম বিভাগের পক্ষে সপ্তম দিবসে, উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে, ব্যয়ের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন যে যে মাসের হিসাব সেই মাসে ট্রেজুরী হইতে যে সকল বিল খরচ দেওয়া হইয়াছে তাহা সম্যক আলোচ্য রিটার্নের অন্তর্ভুক্ত আছে এবং রিটার্নের প্রত্যেক আইটেমের জন্য একটি বিলের সংক্ষিপ্ত লিপি আছে।

৯। এই রিটার্ণ প্রেরণের পূর্ব্বে ব্যয় সংশ্লিষ্ট হেডে যুক্ত করা সম্পর্কে কোন ভুল পরিলক্ষিত হইলে রিটার্নে তাহা সংশোধন করিতে হইবে এবং ট্রেজুরী অফিসারকে তৎসংবাদ জ্ঞাপন করিতে হইবে। রিটার্ন প্রেরণের পর কোন ভুল পরিলক্ষিত হইলে পরবর্ত্তী রিটার্নের পাদদেশে তাহা একটি নোট দ্বারা সংশোধন করিতে হইবে এবং ট্রেজুরী অফিসারকে তৎসংবাদ জ্ঞাপন করিতে হইবে। কোন মাসে কোন ব্যয় না থাকিলে রিটার্ন শূন্য দেখাইয়া প্রেরণ করিতে হইবে। "গ" চিহ্নিত ফরমে যে সকল রিটার্ণ উৰ্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত হইবে। উৰ্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ তাহা "ঘ" চিহ্নিত ফরমের সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। রিটার্ণ সঠিক মতে আগত হইতেছে কিনা তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং মাসের সপ্তম তারিখে মধ্যে, উদয়পুর ও সাবরুম বিভাগের পক্ষে দ্বাদশ তারিখ মধ্যে, রিটার্ণ প্রাপ্ত না হওয়া গেলে তজন্য বিশেষ তাগিদ দিতে হইবে।

১০। রিটার্ণ প্রাপ্ত হইয়া উৰ্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ তাহা বিশেযভাবে পরীক্ষা করিয়া নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন।

১। ব্যয় বিশুদ্ধরূপে সংশ্লিষ্ঠ হেডে ভুক্ত করা হইয়াছে কিনা (বিলের সংক্ষিপ্ত লিপিতে ব্যয়ের যে প্রকার নিৰ্দ্দিষ্ট আছে তাহা হইতেই ইহা পরীক্ষা করা যাইবে।)

২। রিটার্ণে বজেট বন্ধানের যে পরিমাণ দর্শান হইয়াছে তাহার সহিত "জ" চিহ্নিত ফরমে উৰ্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের আফিসে যে রেজিষ্ট্রী রক্ষিত হইয়াছে তাহার সহিত ঐক্য আছে কিনা.

৩। ব্যয়ের বজেট বন্ধান অতিক্রম করিয়াছে কিনা অথবা করিবার আশংকা আছে কিনা।

৪। উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কার্য্যকারক কর্ত্তৃক রিটার্ণ স্বাক্ষরিত হইয়াছে কিনা।

৫। বিলের সংক্ষিপ্ত লিপিতে ট্রেজুরীর সিলে আছে কিনা এবং প্রত্যেক আইটেমের জন্য উক্ত সংক্ষিপ্ত লিপি আছে কিনা।

১১। উৰ্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার অধীনস্থ ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণ হইতে প্রাপ্ত রিটার্ণ সমূহ পরীক্ষা করিয়া "চ" চিহ্নিত ফরমে তাহা একত্রীভূত করিবেন এবং তাহা ট্রেজুরীর রিটার্ণের সহিত পরীক্ষার জন্য হিসাব বিভাগে প্রেরণ করিবেন। হিসাব বিভাগ এবং ব্যয় সংক্রান্ত উৰ্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ উভয়ে যুক্তভাবে ট্রেজুরীর রিটার্ণের সহিত উৰ্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের রিটার্ণের অনৈক্য দৃষ্ট হইলে তাহার মীমাংসার জন্য দায়ী থাকিবেন। যাহাতে সত্বরতার সহিত ঐ প্রকার কোন অনৈক থাকিলে তাহার মীমাংসা হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে উৰ্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার রিটার্ণের সহিত অধীনস্থ ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত রিটার্ণ এবং বিলের সংক্ষিপ্ত লিপি সমূহ হিসাব বিভাগে প্রেরণ করিবেন যে মাসের ব্যয়ের রিটার্ণ তৎপরবর্ত্তী মাসের ২০শে তারিখের পূর্ব্বে এই সকল রিটার্ণ হিসাব বিভাগে প্রেরণ করিতে হইবে।

১২। ব্যয় সংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত রিটার্ণ পরীক্ষা করিয়া করিয়া হিসাব বিভাগ পরীক্ষিত অংক "ছ" চিহ্নিত ফরমে রক্ষিত হিসাবে ভুক্ত করিবেন। উৰ্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের রিটার্ণের সহিত কোন সবহেডের বিশ টাকার অনধিক কোন অনৈক্য দৃষ্ট হইলে তাহা উপেক্ষা করা যাইতে পারিবে এবং তৎস্থলে হিসাব বিভাগের হিসাবই শুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে।

"চ" চিহ্নিত ফরমে "হিসাব বিভাগ কর্ত্তৃক জমা খরচী" এই কলম উৰ্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক হিসাব বিভাগের নিকট প্রেরণ কালে খালি রাখিতে হইবে। হিসাব বিভাগ ষ্টেটমেন্টের ঐ কলম স্বয়ংপূর্ণ করিবেন এবং এই জমা খরচীর অংক সংশ্লিষ্ঠ প্রত্যেক ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের নিকট তাঁহার হিসাব ভুক্ত করার জন্য প্রেরণ করিবেন। ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারগণ তাঁহাদের ষ্টেটমেন্টের মধ্যভাগে এই সকল জমা খরচী ভুক্ত করিবেন না, কারণ তাহা কেবল ট্রেজুরী হইতে নগদ খরচের জন্য ব্যবহৃত হইবে, ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক, লাগায়ত মোট অংকের সহিত হিসাব বিভাগের প্রেরিত জমা খরচীয় অংক ভুক্ত করিবেন এবং ষ্টেটমেন্টের নিম্নভাগে নিম্নলিখিতরূপে একটি পাদটীকা দ্বারা তাহা বুঝাইয়া দিবেন।

লাগায়ত মোট অংকের মধ্যে হিসাব বিভাগের তারিখের নং সেহার পত্রের লিখিত জমা খরচী বাবদে টাকা অন্তর্ভূক্ত আছে।

দ্রষ্টব্য: কোন বিলে অতিরিক্ত টাকা দেওয়া হইয়া থাকিলে তাহা পরবর্ত্তী বিলের টাকা হইতে কর্ত্তনের সময় "চ" চিহ্নিত ফরমে সংশ্লিষ্ঠ হেডে অতিরিক্ত নেওয়া টাকা বাদ দিয়া দর্শাইতে হইবে।

অর্থ ও হিসাব

ত্রিপুরা রাজ্য

আয়ের মাসিক রিটার্ণ

আদায়কারী আফিসের নাম—

মাস—

যে বাবত প্রাপ্ত ও প্রকার

চালানের নম্বর

এষ্টিমেট্

ট্রেজুরীর নাম ও চালান নম্বর

মাসের মোট আয়

১লা বৈশাখ হইতে পূর্ব্ব মাস
পর্য্যন্ত মোট

সর্ব্ব মোট

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

বিলের সংক্ষিপ্ত লিপি

প্রত্যেক বিলের সহিত এবং ব্যয় সংক্রান্ত ষ্টেটমেন্টের সহিত ইহা সংযোগ করিয়া দিতে হইবে।

মেজর হেড--

মাইনর হেড--

সব হেড--

ভাউচারের তারিখ ও নম্বর	বাবত	টাকা পরিমাণ

তারিখ

ট্রেজুরী

স্বাক্ষর

পদ

হিসাব ফরম

	আফিস	বজেট মঞ্জুরী প্রকার
		মেজর হেড
মাহে	বিভাগ	মাইনর হেড
		সবহেড

হেডের নাম

বজেট বন্ধান

ভাউচার নং
ট্রেজুরী

আলোচ্য মাসের মোট

পূর্ব্ব মাস পর্য্যন্ত মোট

সর্ব্ব মোট

ব্যয়াবশিষ্ট বন্ধান

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

হিসাব ফরম

বিভিন্ন ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণ হইতে আয় ও ব্যয়ের
ষ্টেটমেন্ট প্রাপ্তির নিদর্শন বহি

আফিস

বিভাগ

মেজর হেড--

মাইনর হেড

সব হেড

ক্রমিক নম্বর	ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণের নাম	বিভাগের নাম	হিসাব প্রাপ্তির তারিখ											
			বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্ত্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র

দ্রষ্টব্য: প্রত্যেক মাসের কলমে প্রাপ্তির তারিখ নোট করিতে হইবে। মাসের সাত তারিখ মধ্যে উদয়পুর বিভাগের পক্ষে ১২ই তারিখের মধ্যে, ষ্টেটমেন্ট প্রাপ্ত না হওয়া গেলে তাগিদ দিতে হইবে।

হিসাব

এক্কোয়াল

উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নাম

বজেট হেড্

মাসের নাম ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের নাম

বজেট বন্ধান

মোট আয় কর্ত্তৃক প্রেরিত জমা
ব্যয় খরচীয় পরিমাণ

মোট

পূর্ব্ব মাস পর্য্যন্ত মোট

সর্ব্ব মোট ব্যায়াবশিষ্ট বজেট বন্ধান

বজেট বন্ধানমতে আদায়ের বাকী

নিদর্শন--২০

বজেট প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত নিয়মাবলী

ত্রিপুরা রাজ্য
রাজধানী আগরতলা
মন্ত্রী অফিস--হিসাব বিভাগ

বজেট প্রণয়ন এবং নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত নিয়মাবলী

সংজ্ঞা

১। (ক) এডিসন্যাল গ্র্যান্ট (অতিরিক্ত মঞ্জুরী)--চলিত বৎসর মধ্যে সেই বৎসরের বজেটে বন্ধান করা হয় নাই এমন কোন নূতন কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের আদেশে যে টাকা মঞ্জুর করা হয় তাহাকে এডিসন্যাল গ্র্যান্ট বা অতিরিক্ত মঞ্জুরী বলা হয়।

(খ) এপ্রোপ্রিয়েশন (খারিজ)--উপযুক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক তাহার জিম্বায় প্রদত্ত টাকা হইতে নির্দ্দিষ্ট ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা করাকে খারিজ কহে।

(গ) এক্সেস্ গ্র্যান্ট (অতিরিক্ত মঞ্জুরী)--কোন কার্য্য সম্পাদনের বা কোন বিভাগের শাসন সংক্রান্ত বার্ষিক ব্যয়ের জন্য পূর্ব্ব মঞ্জুরীকৃত টাকার অতিরিক্ত যে টাকা বৎসরান্তে হিসাব বিভাগের সুপারিশমূলে মহামান্য মন্ত্রী পরিষদ মঞ্জুর করেন তাহাকে এক্সেস্ গ্র্যান্ট বা অতিরিক্ত মঞ্জুরী বলা হয়।

(ঘ) মডিফাইড গ্র্যান্ট--উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক এডিসন্যাল গ্র্যান্ট বা সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্ট মঞ্জুর করার পর অথবা পুনঃ খারিজের পর কোন খারিজের অন্তর্গত সব হেড বলে।

(ঙ) খারিজের অন্তর্গত সব্ হেড্--খরচ দেওয়া যাইতে পারে এমন প্রধান উদ্দেশ্য বোধক হেডের কোন বিশিষ্ট ক্ষুদ্র বিভাগে প্রদত্ত মঞ্জুরীর অংশকে খারিজের অন্তর্গত সব্ হেড্ বলে।

(চ) পুনরায় খারিজ--কোন খারিজের সব্‌হেডের টাকা অন্য কোন সব্ হেডে স্থানান্তরিত করাকে পুনরায় খারিজ কহে।

(ছ) সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্ট--কোন বৎসরের জন্য বজেট বন্ধানী টাকা অপ্রচুর বোধে শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর যে টাকা পুনঃ মঞ্জুর করেন তাহাকে সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্ট বা পরিপূরক মঞ্জুরী বলা হয়।

নূতন ব্যয়

২। কোন বৎসরের যাবতীয় নূতন ব্যয়ের পরিকল্পনা সেই বৎসরের খসড়া বজেটভুক্ত হওয়ার পূর্ব্বে হিসাব বিভাগ কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইবে। সুতরাং হিসাব বিভাগ নূতন ব্যয়ের সমস্ত পরিকল্পনাই পরীক্ষা করিয়া পরামর্শ দিবেন এবং যে পরিকল্পনা তদ্রূপ পরীক্ষিত না হইবে তাহা খসড়া বজেটভুক্ত করিতে আপত্তি করিতে পারিবেন। সুতরাং প্রত্যেক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণ বজেট প্রনয়ণের যথেষ্ট সময় পূর্ব্বেই তাহাদের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া দাখিল করিবেন।

৩। বজেট প্রনয়ণকালে নব পরিকল্পনা মতে যাবতীয় ব্যয়েরই নির্দ্দিষ্ট বন্ধান করিতে হইবে অথবা শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের আদেশে অতিরিক্ত মঞ্জুরী দ্বারা প্রাপ্ত নব ব্যয় তালিকাভুক্ত ক্রমে বন্ধান করিতেই হইবে।

অর্থ ও হিসাব

"নব পরিকল্পনা" কথাটির মধ্যে "নব" শব্দটির অর্থ ব্যাখ্যা করা কঠিন। কিন্তু কোন ব্যয় এই সংজ্ঞাভুক্ত হইবে কিনা তাহা স্থির করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে দ্রষ্টব্য--অতীতে শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর কর্তৃক এই প্রকার কোন ব্যয় মঞ্জুর হইয়াছে কিনা। (যাহা হউক কোন কোন স্থলে নির্দ্ধারিত কার্য্য ব্যয়ের পরিমাণ হইতেই নতুন কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে)। যে পরিকল্পনায় পুনঃ পুনঃ অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুর করিতে হয় তাহাকে নূতন বলিয়াই মনে করিতে হইবে। কিন্তু সাধারণতঃ কার্য্যবৃদ্ধি বশতঃ আবশ্যকীয় ব্যয় যেমন কোন অফিসের কার্য্যাধিক্য হেতু জনৈক অতিরিক্ত কেরানী নিয়োগ কিংবা কোন বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি হেতু জনৈক শিক্ষক নিয়োগ করাকে নব পরিকল্পনা বলিয়া বিবেচিত হইবে না। পক্ষান্তরে যদি কোন মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়কে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত করা হয় তাহা হইতে এতৎ সংসৃষ্ট অতিরিক্ত ব্যয় নব পরিকল্পনা পর্য্যায়ভুক্ত করিতে হইবে।

কোন ব্যয় নূতন ব্যয় কিনা এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে তাহা হিসাব বিভাগের গোচরে আনিয়া পরামর্শ লইতে হইবে।

সাপ্লিমেন্টারী, এডিসন্যাল ও এক্সেস্ গ্র্যান্টসমূহ

৪। যখন কোন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তাঁহার অধীনস্থ একই বা একাধিক মেজর হেডের মধ্যে কোন মঞ্জুরীকৃত ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য টাকা পুনরায় খারিজ করিতে অক্ষম হন, তখন তিনি সাপ্লিমেন্টারী ব্যয় মঞ্জুরীর জন্য হিসাব বিভাগে রিপোর্ট করিবেন। সেই রিপোর্টে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ উল্লেখ করিতে হইবে :--

(১) বজেট প্রনয়ণকালে অধিকতর বন্দানের প্রয়োজনীয়তা কেন উপলব্ধি করিতে পারা যায় নাই, এবং

(২) এইরূপ বন্দান না হইলে জনসাধারণের কার্য্যের পক্ষে গুরুতর অসুবিধা বা ক্ষতির কারণ হইবে।

৫। বজেট বন্দান করা হয় নাই বর্ষমধ্যে যদি এমন কোন বিষয়ে কোন ব্যয়ের আবশ্যক হয় তাহা হইলে সেই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুরের জন্য হিসাব বিভাগে রিপোর্ট করিতে হইবে। সেই রিপোর্টে নব পরিকল্পনা পর্য্যায়ভুক্ত করিতে যেরূপ হেতু উল্লেখ করিতে হয় তদ্রূপ কারণলিপি করিতে হইবে (উপরোক্ত ৩ নং নিয়ম দ্রষ্টব্য) সেই রিপোর্টে আরও উল্লেখ করিতে হইবে--

(ক) যে গভর্ণমেন্ট সম্প্রতি এই ব্যয় দেওয়া সাব্যস্থ করিয়াছেন অথবা কোন আইন আদালতের আদেশ-মূলে বা অন্য কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে অথবা

(খ) প্রস্তাবিত ব্যয়ের জন্য অথবা অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন উদ্ভূত হইয়াছে এবং ইহা মঞ্জুর না করিলে জনসাধারণের কার্য্যের গুরুতর ক্ষতি হইবে।

৬। যদি শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর কোন মঞ্জুরীর অন্তর্ভুক্ত কোন একটি ব্যয় হ্রাস করিয়া থাকেন তাহা হইলে পূর্ব্ব মঞ্জুরীকৃত টাকার অতিরিক্ত ব্যয় করিবার পূর্ব্বেই শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের সাক্ষাতে পুনরায় আবেদন করিতেই হইবে। বর্ত্তমান মঞ্জুরীর অতিরিক্ত যেসব ব্যয় করা হইয়াছে তাহাদিগকে কাজ হইয়া যাওয়ার পর মঞ্জুরী নিয়ম দ্বারা সমর্থন করা যায় না এবং তেমন ব্যয় করা আইন-বিরুদ্ধ।

৭। যদি কোন মঞ্জুরীর অন্তর্ভুক্ত কোন আইটেম শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর বিশেষভাবে হ্রাস করিয়া দিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাকে পূরণ করার জন্য পুনরায় খারিজ চলিবে না। প্রয়োজন হইলে সাপ্লিমেন্টারী মঞ্জুরীর জন্য শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করিতে হইবে।

৮। কোন সাপ্লিমেন্টারী অথবা এডিসন্যাল ব্যয় মঞ্জুরের প্রস্তাব শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর সাক্ষাতে উপস্থাপিত করা সমীচীন কিনা এ বিষয় হিসাব বিভাগ বিবেচনা করিবেন এবং যদি ইতিপূর্ব্বেই ব্যয় করা হইয়া থাকে (যাহা একমাত্র অপরিহার্য্য প্রয়োজন ব্যতীত নয়) তবে উক্ত ব্যয় স্বীকার্য্য কিনা তাহাও

হিসাব বিভাগ কর্ত্তৃক বিবেচিত হইবে। শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের মঞ্জুরী সাপেক্ষে কোন ব্যয় করা সঙ্গত হইবে কিনা তৎসম্পর্কে হিসাব বিভাগের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে। যখন ব্যয়টির বন্ধান আবশ্যক সাপ্লিমেন্টারী মঞ্জুরী বন্ধ রাখিতে হইবে যে পর্য্যন্ত ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ থাকে যে প্রয়োজনীয় ব্যয় পুনরায় খারিজ দ্বারা সঙ্কুলান করা যাইতে পারে না। অর্থাৎ যেহেতু ব্যয় অপরিহার্য্য তখন বৎসরের শেষ-ভাগে যথারীতি সাপ্লিমেন্টারী মঞ্জুরী লইতে হইবে। আর যদি সেই ব্যয় ঐচ্ছিক হয় তবে যত সত্বর সম্ভব শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর সাক্ষাতে সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টের জন্য শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরকে বৎসরের প্রথম ভাগেই বিরক্ত না করা। যে সমস্ত সাপ্লিমেন্টারী মঞ্জুরী বৎসরের শেষভাগে অনাবশ্যক বিবেচিত হইতে পারে।

৯। যদি কোন হেডের অধীনে পুনরায় আরজি দ্বারা এমন উদ্বৃত্ত পাওয়া যায়, যাদ্বারা কোন নূতন কার্য্যের ব্যয় সঙ্কুলান করা সম্ভব হয় তাহা হইলে কল্পিত নূতন কার্য্যের নমুনা শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের গোচরে আনিবার অভিপ্রায়ে সেই সঙ্গে যে টাকার বাস্তবিকই প্রয়োজন নাই তাহা অনিয়মিতভাবে পাওয়া বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে নামমাত্র টাকায়, যেমন ৫৲ টাকার নমুনা স্বরূপ ব্যয়ের দাবী উপস্থিত করিতে হইবে।

১০। হিসাব বিভাগ অতিরিক্ত মঞ্জুরীর প্রস্তাবগুলি কি অবস্থাধীনে অতিরিক্ত ব্যয়ের হেতু বর্ষ শেষ হওয়ার পূর্ব্বে দৃষ্টিগোচর হয় নাই তাহা বুঝাইয়া মন্ত্রী পরিষদে প্রস্তাব পেশ করিবেন।

১১। খসড়া বজেটে বন্ধান নাই বলিয়া গভর্ণমেন্টের প্রকৃত দেয় টাকার খরচ বন্ধ থাকিবে না কিংবা মঞ্জুরীর অভাব হেতু বাস্তবিক খরচ দেওয়া টাকার খতিয়ান করা বন্ধ করিবে না। অবিসংবাদিতভাবে দেয় টাকা কখনই খরচ না দিয়া রাখা সঙ্গত হইবে না। আর খরচ দেওয়া টাকার হিসাবও কোন অবস্থাতেই আবশ্যকীয় কালের বেশী একদিনও হিসাবভুক্ত না করিয়া রাখা চলিবে না। অপরিহার্য্য ব্যয়রোধ করা মিতব্যয়িতা নহে এবং অবশ্য দেয় ব্যয়াদি নির্দ্ধারণ যথাযথোপস্থানে এবং যাবতীয় প্রদত্ত খরচের খতিয়ানও যথাসম্ভব সত্বর করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

১২। সম্ভবপর হইলে (অতিরিক্ত ব্যয়) নূতন বজেটে টাকার বন্ধানের সুযোগ না হওয়া পর্য্যন্ত অতিরিক্ত ব্যয় না করাই উচিত। একমাত্র যে সকল ব্যয় স্বভাবতঃই চৈত্র মাসেই করা হয় এবং পরবর্তী বৈশাখ মাসেই খরচ দেওয়া হয় সেইগুলি ব্যতীত এক বৎসরের প্রকৃত যে কোন ব্যয় যে কোন প্রকারেই অন্য বৎসরের মঞ্জুরীর উপর নির্ভর করা সমীচীন হইবে না।

পুনরায় খারিজ

১৩। পুনরায় খারিজের প্রস্তাবগুলি নিম্নোক্তরূপে হইতে পারে :--

(১) কোন শ্রেণীর অন্তর্গত এক মেজর হেড্ হইতে অন্য মেজর হেডে

(২) এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে

উপরোক্ত ১ নং বিধান সম্পর্কে প্রত্যেক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীরই পুনরায় খারিজ দেওয়ার ক্ষমতা আছে--যদি তাহা এমন কোন পৌনপুনিক ব্যয় বিশিষ্ট কার্য্য না হয় যাহা হয়ত আলোচ্য বর্ষের বন্ধান অতিক্রম করিতে পারে।

উপরোক্ত ২ নং নিয়ম সম্পর্কে একমাত্র মন্ত্রীপরিষদই একশ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে পুনরায় খারিজ মঞ্জুর করিতে পারেন। এই স্থলেও পুনরায় খারিজ করার ক্ষমতা আলোচ্য বর্ষ অতিক্রম না করা পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ।

১৪। যদি কোন স্থলে বজেট বন্ধানী টাকার অতিরিক্ত ব্যয় হইবার আশঙ্কা হয় তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত কোন নির্ভরযোগ্য হেতু উপস্থিত হয় সে পর্য্যন্ত সাধারণত পুনরায় খারিজ বন্ধ রাখিতে হইবে কারণ

বৎসরের প্রথমভাগে প্রাপ্ত রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া পুনরায় খারিজ দেওয়ার পক্ষে নিরাপদ নহে। অন্যান্য হেডের উদ্বৃত্ত হইতে পুনরায় খারিজ দ্বারা বন্ধান না করাইয়া যে কাজের জন্য বজেটে টাকার বন্ধান নাই এমন কোন ব্যয় করা উচিত নহে।

১৫। পুনরায় খারিজ মঞ্জুরকালে অবশ্য দ্রষ্টব্য নিয়মাবলী :—

(১) উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক যে ব্যয় মঞ্জুর করা হয় নাই সেই ব্যয় সঙ্কুলান করিবার জন্য কখনও টাকা পুনরায় খারিজ করা চলিবে না।

(২) আলোচ্য বর্ষ মধ্যে কোন নিৰ্দ্দিষ্ট কার্য্য শেষ হইবে না জানিয়াও সেরূপ কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ পুনরায় খারিজ মঞ্জরী হইতে পারিবে না।

(৩) কোন আফিসের উদ্বৃত্ত বেতন অথবা কোন এষ্টাব্লিশমেন্টের উদ্বৃত্ত টাকা হইতে পুনরায় খারিজ মঞ্জুর হইতে পারিবে না।

(৪) মন্ত্রীগণ কর্ত্তৃক কৃত যাবতীয় পুনঃ খারিজ তাহাদের জিম্মায় প্রদত্ত একই জাতীয় মেজর হেডের অন্তর্ভুক্ত হেডগুলির অনুকূলেই করিতে হইবে।

(৫) আলোচ্য বৎসরের বজেটে যে নূতন কার্য্যের বিষয় আলোচিত হয় নাই কিংবা যাহা খসড়া বজেটের মধ্যে নির্দ্দিষ্টভাবে ধরা হয় নাই এবং যাহার জন্য বন্ধানও করা হয় নাই এমন নূতন কাজের জন্য পুনরায় খারিজ করা যায় না।

(৬) শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর যে ব্যয়ের বন্ধান নির্দ্দিষ্টভাবে হ্রাস করিয়া দিয়াছেন সেই ব্যয় পুনরায় খারিজ দ্বারা বর্দ্ধিত করা যাইবে না।

১৬। শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর কোন নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যে যে সাপ্লিমেন্টারী বা এডিসন্যাল গ্র্যান্ট মঞ্জুর করিবেন তাহা হইতে অন্য যে কোন প্রকারের ব্যয়ের জন্যই পুনরায় খারিজ চলিবে না। সাপ্লিমেন্টারী বা এডিসন্যাল গ্র্যান্ট যে উদ্দেশ্যে মঞ্জুর করা হইয়াছে সে উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় না হয় তৎপ্রতি হিসাব বিভাগ লক্ষ রাখিবে।

১৭। প্রতি বর্ষে ১০ই চৈত্র বা তৎপূর্ব্বে, উদ্বৃত্তের একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুতের জন্য যাবতীয় উদ্বৃত্তের বিষয় হিসাব বিভাগে রিপোর্ট করিতে হইবে এবং রিপোর্ট দাখিল করার পর হিসাব বিভাগকে না জানাইয়া কোন উদ্বৃত্ত টাকা ব্যয় করা সঙ্গত হইবে না।

১৮। উপরোক্ত নিয়মাবলীর মধ্যে সুস্পষ্টরূপে অন্যরকম বিধান না হইলে মন্ত্রীগণকে তাহাদের "কারনামায়" পুনরায় খারিজ মঞ্জুর সম্পর্কে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

সেহা নং ২৪৮৭—৪৩২ / ১৫—৪ তাং ২০।৬।৫৫ ত্রিং

প্রতিলিপি সুলতানৎ বিভাগে প্রেরিত হয়।

Sd/- Illigible
Finance Minister
TRIPURA STATE

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

নিদর্শন--২১

রাজ্যের ব্যয় সঙ্কোচ সম্বন্ধে ব্যবস্থাদি

ত্রিপুরা রাজ্য
রাজধানী আগরতলা
মন্ত্রী আফিস--ফাইন্যান্স
ও
হিসাব বিভাগ

(হিসাব বিভাগের ৬।৫।১৩৫৭ তারিখের ১৭৪৭--১৮০০/১-Cir. মেহায় প্রতিলিপিসমূহ প্রচারিত)

মেমো নং ১

বর্ত্তমান অর্থনৈতিক অবস্থাদি পর্য্যালোচনায় রাজ্যের যথাসম্ভব ব্যয় সঙ্কোচ করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইতেছে। অতএব এতদুদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা যায়।

১। বজেটের ভিন্ন ভিন্ন হেডের মঞ্জুরী বন্ধানের মধ্যে যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে। সাধারণতঃ উক্ত হেড সমূহের বন্ধানী উদ্বৃত্ত টাকা বর্ষশেষে সম্ভাবিত উদ্বৃত্ত তহবিলের অন্তর্ভুক্ত হইবে। তবে কোন বিশেষ কারণে উদ্বৃত্ত হইতে কোন টাকা খরচ দেওয়া আবশ্যক হইলে তৎসম্পর্কে পুর্ব্বেই হিসাব বিভাগ হইতে মন্তব্য গ্রহণ করিতে হইবে।

২। ভাতা পাথেয়, আকস্মিক, বাজে ইত্যাদি ব্যয় সম্পর্কেও বিশেষভাবে ব্যয় সঙ্কোচ হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং যে সমুদয় ব্যয় স্থগিত রাখা যাইতে পারে তৎসমুদয় অবশ্যই স্থগিত রাখিতে হইবে।

৩। বিশেষ ক্ষেত্রে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর বিশেষ আদেশ ভিন্ন টাইপ রাইটার, আসবাব, পুস্তক গং জিনিষ খরিদ চলিত বর্ষে স্থগিত রাখিতে হইবে। সরকারী ফরম ও ষ্টেশনারী ব্যবহার সম্বন্ধেও কর্ম্মচারীবর্গের মিতব্যয়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৪। আকস্মিক ও বাজে ব্যয়াদি সম্বন্ধে বজেট বন্ধানের শতকরা ৯০ টাকা মধ্যে প্রত্যেক আফিসকে সম্যক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

৫। ভাতা পাথেয় হেডে ব্যয় সঙ্কোচ উদ্দেশ্যে চলিত বর্ষে কর্ম্মচারীগণের একস্থান হইতে অন্যস্থানে পরিবর্ত্তন যথাসম্ভব সংক্ষেপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভাতা পাথেয় হেডে যাহাতে বন্ধানী ব্যয়ের শতকরা ১০ টাকা হিসাবে উদ্বৃত্ত রাখা যায় তদ্বিষয়ে প্রত্যেক বিভাগ বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।

৬। কোন বিভাগ বা আফিসে কোন পদ খালি হইলে হিসাব বিভাগ হইতে মন্তব্য গ্রহণ না করিয়া উক্ত শূন্য পদ পূরণ করা যাইতে পারিবে না।

অবগতির বাসনায় প্রতিলিপি প্রত্যেক বিভাগে ও আফিসে প্রেরিত হয়।

S. C. DUTT
Finance Minister
Tripura State
21.8.47

Approved
S. V. Mukherjea,
Chief Minister,
22.8.1947

নিদর্শন—২২

রাজ্যশাসন ব্যয়ের মিতব্যয়িতা উপলক্ষে

ত্রিপুরা রাজ্য
রাজধানী—আগরতলা
মন্ত্রী আফিস—ফাইন্যান্স ও হিসাব বিভাগ

মেমো নং ৫

বর্ত্তমান বর্ষের নয় মাস কাল অতীত প্রায়; কিন্তু কোন কোন হেডে বজেটে ধৃত সম্ভাবিত আয়ের তুলনায়, সময়ের অনুপাতে—বর্ষের এই অধিকাংশ কাল অতিবাহিত হওয়া অবস্থায় প্রকৃত আয়ের পরিমাণ কম হওয়া পরিলক্ষিত হইতেছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা-জনিত কোন কোন হেডে আয়ের পরিমাণ কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলেও, সংসৃষ্ট বিভাগ বা আফিসসমূহের কর্ম্মচারিগণ যাহাতে বজেটে ধৃত সম্ভাবিত আয় অপেক্ষা অধিক না হইলেও অন্ততঃ সমপরিমাণ আয়, বর্ষের অবশিষ্ট কাল মধ্যে আমদানী হইতে পারে,—তৎপ্রতি বিশেষ যত্নবান্ হইবেন। কারণ সম্ভাবিত আয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সম্ভাবিত ব্যয়ের বজেটে ব্যয়ের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করা হইয়া থাকে। তদ্ধেতু সম্ভাবিত আয়ের পরিমাণ অপেক্ষা প্রকৃত আয়ের পরিমাণ কম হইলে আয় ও ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে।

চলিত বর্ষের সম্ভাবিত আয় ও ব্যয়ের বজেট মঞ্জুরী গ্রহণের পর রাজ্যের যাবতীয় পদাতিক শ্রেণীর ও স্বল্প বেতনভোগী আম্‌লা শ্রেণীর কর্ম্মচারীদিগকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায়, তৎসাহায্যকল্পে বজেটবদ্ধানী সম্ভাবিত ব্যয়ের উদ্বৃত্ত হইতে সংস্থান করার সর্ত্তে, দুর্ম্মূল্যতার এলাউন্স মঞ্জুরীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তদ্বাবত এবর্ষের প্রায় একলক্ষ টাকা ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে। সুতরাং কোন বিভাগ বা আফিসের ব্যয় মঞ্জুর-কারক কর্ত্তৃপক্ষের, তদীয় ক্ষমতাধীন হইলেও, বজেটে অতিরিক্ত বদ্ধান হিসাবে ধৃত টাকা হইতে যাহাতে কোন প্রকার ব্যয় না দেওয়া হয়—এবং বজেটে সম্ভাবিত উদ্বৃত্ত হিসাবে বাদ দেওয়া পরিমাণ টাকা যাহাতে বাস্তবিক পক্ষেই উদ্বৃত্ত থাকিতে পারে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া ব্যয় মঞ্জুর করা সঙ্গত হইবে। এতৎসংশ্রবে ফাইন্যান্স ও হিসাব বিভাগের বিগত ২১।৮।৪৭ ইং তারিখের ১নং মেমো এবং ১৯।৫।৫৭ ত্রিং তারিখের ৪নং মেমো দ্বারা ব্যয় সঙ্কোচ উদ্দেশ্যে মিতব্যয়িতা সম্পর্কিত যে যে নিয়ম প্রণয়ন করা হইয়াছে তৎসমুদয় যাহাতে প্রতিপালিত হইতে পারে তৎপ্রতি প্রত্যেক ব্যয় মঞ্জুর-কারক কর্ম্মচারিবর্গের সহযোগিতা থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

উপরি উল্লিখিত বিষয় সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, শ্রীশ্রীযুত সরকারী কার্য্য পরিচালনার্থে কোন মেজর হেডের অন্তর্গত কোন সব্ হেডের বদ্ধানী ব্যয়ের পরিমাণ অনিবার্য্য কারণে বৃদ্ধি করার প্রয়োজন ঘটিলে—যাহাতে তদন্তর্গত অপর কোন সব হেডের ব্যয় সংক্ষেপকরতঃ খারিজক্রমে আলোচ্য বর্দ্ধিত ব্যয়ের সংস্থান করা যায়, তদ্ব্যবস্থা প্রথমতঃ অবলম্বন করিতে হইবে। তদ্রূপ ব্যবস্থা করার অন্তরায় থাকিলে, ফাইন্যান্স ও হিসাব বিভাগের মন্তব্য গ্রহণে বর্ণিত বর্দ্ধিত ব্যয়ের সংস্থান করিতে হইবে।

বর্ত্তমান বর্ষের রিভাইজড বজেটে মোটের উপর মূল বজেট বদ্ধান অপেক্ষা ব্যয়ের বদ্ধান বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হইবে না। কোন মেজর হেডের বদ্ধান অতিক্রান্ত হইলে সংসৃষ্ট বিভাগ বা আফিসের উর্দ্ধতন কার্য্য-কারক ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিবেন। অনিবার্য্য কারণে কোন মেজর হেডের অন্তর্গত কোন সব্ হেডের ব্যয়ের বদ্ধান বৃদ্ধি করার প্রয়োজন স্থলে তদন্তর্গত অপর কোন সব হেডের ব্যয় সংক্ষেপকরতঃ খারিজ ক্রমে উক্ত বর্দ্ধিত ব্যয়ের সংস্থান করার অন্তরায় থাকিলেও অপর কোন মেজর হেড সংসৃষ্ট বদ্ধানের উদ্বৃত্ত হইতে খারিজ-ক্রমে উহার সংস্থানের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। তদুদ্দেশ্যে আগামী ২০শে মাঘ তারিখের পূর্ব্বে যে যে বিভাগ বা আফিস সংসৃষ্ট বজেট বদ্ধানী ব্যয়ের অতিরিক্তরূপে অনিবার্য্য কারণে বদ্ধান বৃদ্ধি করা আবশ্যক—সেই সেই বিভাগ বা আফিস হইতে নিম্নোলিখিত ফরমের আদর্শানুযায়ী ফাইন্যান্স ও হিসাব বিভাগে—তদ্বিষয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করিতে হইবে।

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

অবগতি ও কার্য্যে পরিণতির বাসনায় প্রতিলিপি প্রত্যেক বিভাগ ও আফিসে প্রেরিত হয়, ইতি। ২৭।৯।১৩৫৭ ত্রিং।

হেমন্তকিশোর দেববর্ম্মণ,
ফাইন্যান্স সেক্রেটারী।
২৭।৯।৫৭ ত্রিং।

অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায়,
প্রধান মন্ত্রী।
২৮।৯।১৩৫৭ ত্রিং।

(মেজর) হেড্ সংসৃষ্ট ১৩৫৭ ত্রিং সনের বজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রস্তাব :—

ক্রমিক নম্বর	সব্ হেডের নাম	১৩৫৭ ত্রিং সনের মূল বজেট বরাদ্দ	বৃদ্ধির পরিমাণ	১৩৫৭ ত্রিং সনে রিভাইজড বরাদ্দ	বরাদ্দ বৃদ্ধির হেতু সম্বন্ধে পরিষ্কার মন্তব্য
	মোট—				স্বাক্ষর

মেহা নং ৪৪৮৩—৫৩৭ তাং ১১।১০।৫৭ ত্রিং।
১—
প্রতিলিপি মিলিটারী সেক্রেটারী বিভাগে বা আফিসে প্রেরিত হয়, ইতি।

তাং—————————

J. C, MaJumdar
ফাইন্যান্স সেক্রেটারী।

নিদর্শন--২৩

রাজ্যের বজেট প্রস্তুত সম্বন্ধে নির্দ্দেশ

ত্রিপুরা রাজ্য
রাজধানী--আগরতলা
মন্ত্রী আফিস--ফাইন্যান্স ও হিসাব বিভাগ

মেমো নং ৬

আগামী ১৩৫৮ ত্রিং সনের সম্ভাবিত আয় ও ব্যয়ের প্রস্তাবিত বজেট প্রস্তুত করতঃ আগামী ২৫শে ফাল্গুন তারিখের মধ্যে সংসৃষ্ট আফিস বা বিভাগ সমূহ হইতে ফাইন্যান্স ও হিসাব বিভাগে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যে আয় ও ব্যয়ের বজেটের দুইখানা ফরমের আদর্শ এতৎসহ দেওয়া হইল।

বর্ত্তমান অর্থনৈতিক অবস্থাদি পর্য্যালোচনায় চলিত বর্ষের প্রকৃত আয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আগামী বর্ষের মোট আয়ের অংক এবং তদনুপাতে যথাসম্ভব ব্যয় সংকোচের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সম্ভাবিত মোট ব্যয়ের অংক সংকলন করা সমাচীন বিবেচিত হইতেছে। তদ্ধেতু আগামী ১৩৫৮ ত্রিং সনের সম্ভাবিত আয় ও ব্যয়ের প্রস্তাবিত বজেট প্রস্তুতকরা সম্পর্কে নিম্নলিখিত নীতি অবলম্বন করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

আয় সম্পর্কে

১। বর্ত্তমান ১৩৫৭ ত্রিং সনের বৈশাখ হইতে পৌষ পর্য্যন্ত ৯ মাসের প্রকৃত আয়ের অংকের সহিত মাঘ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বর্ষের ঐ কালের প্রকৃত আয়ের সমপরিমাণ অংক যোগ করিয়া মোট যে পরিমাণ হয় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া, আগামী ১৩৫৮ ত্রিং সনের সম্ভাবিত আয়ের অংকপাত করিতে হইবে। তদনুপাতে সম্ভাবিত আয়ের পরিমাণ ন্যূনাধিক হইলে; তৎকারণ বিশদভাবে মন্তব্য কলমে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

২। কোন অবস্থায়ই প্রস্তাবিত বজেটে সম্ভাবিত আয়ের অংক এরূপ ধৃত করা ঠিক হইবে না--যাহাতে অনিবার্য্য কারণ ব্যতীত বজেট বন্ধানী আয় ও প্রকৃত আয়ের পরিমাণের পশ্চাৎ বিশেষরূপে বৈষম্য ঘটে এবং তদ্দরুন আয় ও ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করার পক্ষে অসুবিধার কারণ উপজাত হয়।

ব্যয় সম্পর্কে :--

১। বর্ত্তমান ১৩৫৭ ত্রিং সনের বৈশাখ হইতে পৌষ পর্য্যন্ত ৯ মাসের প্রকৃত ব্যয়ের অংকের সহিত মাঘ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বর্ষের ঐ কালের প্রকৃত ব্যয়ের সমপরিমাণ অংক যোগ করিয়া মোট যে পরিমাণ হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া, আগামী ১৩৫৮ ত্রিং সনের সম্ভাবিত ব্যয়ের অংকপাত করিতে হইবে। চলতি বর্ষে এককালীন কোন ব্যয় দেওয়া হইলে এবং আগামী বর্ষে তদ্রুপ ব্যয় দেওয়ার প্রয়োজন না থাকিলে উহা বাদ দিয়া সম্ভাবিত মোট ব্যয়ের অংক নির্ণয় করিতে হইবে।

২। বেতন :--

(ক) গ্রেডভুক্ত কর্ম্মচারীগণের নির্দ্ধারিত গ্রেডের ক্রমঅনুযায়ী সময়গত বৃদ্ধি বেতন সহ বেতন বাবত বন্ধান ধৃত করিতে হইবে।

(খ) স্থির বেতন প্রাপ্ত কর্ম্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব দিতে হইলে লাল কালি দ্বারা পৃথকরূপে বৃদ্ধির পরিমাণ লিপি করিয়া মন্তব্য কলমে তৎসম্বন্ধে উপযুক্ত কারণ উল্লেখ করিতে হইবে।

(গ) বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত অবসর নিবন্ধন কিম্বা অন্য যে কোন কারণে কোন পদ শূন্য থাকিলে তৎপদের জন্য নির্দ্দিষ্ট গ্রেডের প্রাথমিক বেতনের বন্ধান ধৃত করিতে হইবে; কিন্তু ফাইন্যান্স ও হিসাব বিভাগের অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত উক্ত শূন্যপদে নূতন লোক নিয়োগ করা যাইতে পারিবে না। বর্ষমধ্যে উক্ত শূন্য পদে লোক নিয়োগের অত্যাবশ্যকতা স্থলে সংসৃষ্ট বিভাগ বা আফিস হইতে এতদ্বিষয়ে রিপোর্টমূলে ফাইন্যান্স ও হিসাব বিভাগ কর্তৃক কোনও নতন লোক নিযুক্ত না করিয়া অপর কোনও বিভাগ বা আফিস হইতে উপরিউক্ত শূন্যপদে কার্য্য করার উপযুক্ত কোনও পুরাতন কর্ম্মচারী পরিবর্ত্তন ক্রমে বর্ণিত শুন্যপদ পূরণের ব্যবস্থা প্রথমতঃ অবলম্বিত হইবে।

৩। ভাত্তা, ষ্টেশনারী ও অন্যান্য বাজে :—
১৩৫৭ ত্রিং সনের তুলনায় ১৩৫৮ ত্রিং সনের বজেট ন্যূনকল্পে—
(১) "ভাত্তা ও পাথেয়"——শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে।
(২) "ষ্টেশনারী"—— শতকরা ১৫৲ টাকা হিসাবে, এবং
(৩) "অন্যান্য বাজে"——শতকরা ২০৲ কুড়ি টাকা হিসাবে কম বন্ধান ধৃত করিয়া কার্য্য পরিচালনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৪। "আসবাব"—কোন প্রকার নূতন আসবাব খরিদ মূল্য বাবত,—অপরিহার্য্য স্থল ব্যতীত,—বন্ধান ধৃত করা হইবে না, কেবলমাত্র অনিবার্য্য কারণে অত্যাবশ্যক মেরামত কার্য্যের বাবত সামান্য বন্ধান ধৃত করিলেই চলিবে।

৫। পূর্ত্ত কার্য্য :—

শ্রীশ্রীযুত সরকারী ইমারত ও অন্যান্য গৃহাদির জরুরি সংস্কার, রাস্তা ও সেতুর উন্নতিজনক কার্য্য, প্রারব্ধ অন্য কোন কার্য্য সম্পূর্ণ করার জন্য এবং বিশেষ প্রয়োজনবোধে জরুরি নূতন কার্য্য সংশ্রবে সম্ভাবিত ব্যয় ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার সাধারণ নূতন কার্য্যের জন্য ব্যয়ের বন্ধান মূল বজেটে ধৃত করা হইবে না। তবে পূর্ব্ব পরিকল্পিত কোনও "নূতন কার্য্য" আগামী বর্ষের প্রথমার্দ্ধকাল অন্তে সমগ্র রাজ্যের আয়ের উৎকর্ষ সাধিত হওয়া পরিদৃষ্ট হইলে, প্রয়োজনবোধে তদ্ব্যয় বাবত অতিরিক্ত বন্ধান ধার্য্যক্রমে তৎকার্য্যানুষ্ঠান করা যাইতে পারিবে।

উল্লেখ করা যায় যে, নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির দুর্ম্মূল্যতা হেতু কর্ম্মচারীদের বেতনের হার সম্প্রসারিত করা আবশ্যক বোধে—তদ্বিহিত করা সাপেক্ষে অস্থায়ীরূপে দুর্ম্মূল্যতার এলাউন্স প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বিভিন্ন বিভাগ বা আফিস হইতে আগামী বর্ষের প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয়ের বজেট প্রাপ্ত হইয়া, সমগ্র রাজ্যের মোট আয় ও ব্যয়ের বজেট প্রস্তুত করতঃ আর্থিক অবস্থা পর্য্যালোচনাক্রমে ,র্ম্মূল্যতার এলাউন্সের পরিবর্ত্তে যাবতীয় কর্ম্মচারীর বেতনের হার পরিবর্ত্তন করার বিষয় বিবেচিত হইবে।

সুতরাং রাজ্যের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল করার মানসে সংসৃষ্ট বিভাগ বা আফিসের উর্দ্ধতন কার্য্য-কারকগণ যাহাতে সন্তোষজনকরূপে আয়ের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে পারে এবং অন্যান্য বিবিধ ব্যয় যাহাতে অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে—তদ্বিষয়ে সতত সাচেষ্ট থাকিবেন।

অবগতি ও কার্য্যে পরিণতির বাসনায় প্রতিলিপি প্রত্যেক বিভাগ ও আফিসে প্রেরিত হয়। ইতি, ২৪।১০।১৩৫৭ ত্রিং।

হেমন্তকিশোর দেববর্ম্মা,
২৪।১০।৫৭ ত্রিং।
ফাইন্যান্স সেক্রেটারী।

অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায়,
প্রধানমন্ত্রী।

পাদটীকা

১। গয়ের হাজিরা =অনুপস্থিতি।

২। অস্পষ্ট একটি শব্দ ="আনুফা" হওয়া সম্ভব।

৩। লিখিত হওয়তঃ =লিখিত হইয়া।

৪। বেতন দায়ধরা =বেতন নির্ধারণ।

৫। বকসী খানা=বকসীর কার্য্যালয়।

৬। রোকড়=হিসাব বই।

৭। হাওলাত উদয় =adjustment

৮। বিতং =বিতরণ,

৯। ওয়াপছ=ফেরৎ

অষ্টম অধ্যায়

(কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, ভোগ্যপণ্যাদি উৎপাদন, বিপণন ও বন্টন এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক বিষয়াদি)

এবং

(বন ও বন্যপ্রাণী, বন-সম্পদ সংরক্ষণ, বনজ-বস্তুর কর আদায় ইত্যাদি)

নিদর্শন—১

তিল কার্পাসের মাশুল গ্রহণ সম্পর্কে

সদর কাছারীর

মোহর

বর্ত্তমান মাস হইতে কার্পাস মহাল খাষ সামিলাধীনে আগত হওয়ায় তৎসম্বন্ধে কার্য্যপরিচালন জন্য কতকগুলি নিয়ম বর্ত্তমান সনের ১লা কার্ত্তিক পুস্তকাকারে মুদ্রিত প্রচারিত হইয়াছে। ঐ নিয়মাবলী যে সম্পূর্ণ ও যথেষ্ট হইয়াছে এমত নহে আবশ্যক মতে সময়ে সময়ে নূতন নিয়ম প্রচারের প্রয়োজন হইতেছে ও হইবে।

কার্পাস মহাল ইজারা থাকাকালে ইজারাদার কর্ত্তৃক পর্ব্বতারোহীগণ হইতে যথেচ্ছা ট্যাক্স গৃহীত হইত যদ্বারা সাধারণের কষ্টের কারণ ছিল। ঐ সম্বন্ধে একটি বিশেষ নিয়ম লিপিবদ্ধ না হইলে অত্যাচারের মূলোচ্ছেদ হইতে পারে না। অতএব তেজারত ব্যবসায়ী[১] যাহারা পর্ব্বতে তেজারত করার উদ্দেশ্যে তেজারতি মাল সহ পর্ব্বতে গমন করিবে তাহারা প্রতিজনে এক টাকা ষ্ট্যাম্প দিয়া ঘাট ও ফাড়িঘাটের কার্য্যকারক হইতে উজান চিঠি[২] গ্রহণ করতঃ পর্ব্বতে গমন করিবে। যাহারা কেহ ২ বিক্রয়ের জন্য পর্ব্বতে গমন করিবে তাহাদিগকে প্রতিবারে ।০ চারি আনা ট্যাক্স দিয়া ঐরূপ উজান চিঠি গ্রহণ করিতে হইবে। অন্য ব্যবসায়ী ট্যাক্স হইতে মুক্ত থাকিবে।

মুদ্রিত নিয়মাবলীতে যে কার্পাস ও তিলের ওজন ও মাশুল ধরা হইয়াছে তাহা যুক্তি উজনের[৩] হিসাব বটে। জানা যায় কোন ২ স্থানে পাকী ওজনে ঐ সকল মাল পরিমিত হইয়া থাকে অতএব ঘাট ও ফাড়িঘাটের কর্ম্মচারিগণকে ঐ সকল পাকীউজন করিয়া ছত্তিওজন[৪] অনুসারে যে মাশুলের নিরেখ বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে ঐ নিরেখ হইতে পাকী ওজন অনুযায়ী নিরেখ বৃদ্ধি করা অর্থাৎ ৬০ ষাইট তোলার ওজনে ৸০ ত্রিশ সেরী ছত্তিমণের নিরূপিত রুইর মাশুল ৩৷৵০ স্থলে ৮০ তোলা ওজনে ৪০ চল্লিশ সেরী পাকা মণ প্রতি ৪৷৷০ সারে সারে চার টাকা ও এই রূপে কাপার্সের ১৷৵০ আনার স্থলে ১৸৵৯ এক টাকা চৌদ্দ আনা নয় পাই এবং সাধারণ কাপার্সের[৫] ১৷৵০ স্থলে ১৸৶৬ এক টাকা সাড়ে তের আনা হিসাবে মাশুল গ্রহণ করিবে।

জ্ঞাত ও আচরণার্থ এই সারকিউলারের এক এক খণ্ড প্রতিলিপি ছন্নাংশিত কার্য্যকারকগণের[৬] নিকট প্রেরণ করা যায়। ইতি সন ১২৮৯ ত্রিং তারিখ ২০শে কার্ত্তিক।

Dina Bandhu Deb
প্রধানমন্ত্রী

নিদর্শন—২

তৈল, ঘৃত, দুগ্ধ ইত্যাদিতে ভেজাল দেওয়ার জন্য শাস্তিবিধান সম্পর্কে

মেমো নং ২৩০১ সেহা

অত্র রাজধানীস্থ পুরাতন ও নূতন আগরতলাতে বাজারে মিশ্রিত তৈল ও দোষিত ঘৃত বিক্রয় হওয়ায় সাধারণের তদ্ধেতু নানাবিধ ব্যম উপস্থিত হইয়া থাকে সুতরাং উক্তরূপ জিনিষাদি বিক্রয় ও মজুদ থাকার প্রথা নিবারণ করা উচিত বোধে

হুকুম হইল যে—

কোন ব্যক্তি ঐরূপ মিশ্র তৈল ও দোষিত ঘৃতাদি বিক্রয় করিলে কি মজুদ রাখিলে তাহাকে ফৌজদারী আদালতে ধৃত করতঃ ৫০৲ পঞ্চাশ টাকার অনধিক দণ্ড করিবেন এবং ঐরূপ প্রথা নিবারণ জন্য একখণ্ড বিজ্ঞাপন সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাপনার্থ শ্রীযুত জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ঠাকুরসাহেব সদনে অত্র মেমোর নকল সহ প্রেরণ করা যায়। ইতি সন ১২৮৯ ত্রিং ১৯শে পৌষ।

Durga Mohan Roy
P. A.

Dina Bandhu Deb
Minister

নিদর্শন—৩

কার্পাস সুপারিন্টেণ্ডেন্টগণের কর্তব্য

নং ২৮৮৪ সেহা

১। প্রথম একবার সমস্তঘাটে[৭] পরিদর্শন করিতে হইবে।

২। যে যে ঘাট এলাকায় যে যে বাড়ীতে তিল কার্পাস মজুদ আছে তাহার লিষ্ট করিতে হইবে।

৩। ঘাট ভিন্ন ঐ ঐ বাড়ী হইতে যে ২ রাস্তায় তিল কার্পাস নামার সম্ভাবনা থাকে তাহা অনুসন্ধান করিয়া নিবারণ করিতে হইবে। আবশ্যক বোধ করিলে পাহাড়া রক্ষিত হইবে।

৪। শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে রাত্রিতে চুরি করিয়া ঐ প্রকার রাস্তায় কার্পাস তিল নামাইয়া থাকে অতএব তাহা নিবারণ চেষ্টা করিতে হইবে।

৫। বিঝাড়া[৮] ধৃত করিলে নিয়মিতরূপে পুরস্কার পাইবে এবং সুপারিন্টেণ্ডেন্টগণ একছর[৯] অপরাধিকে ফৌজদারীতে অর্পণ করিতে ক্ষমবান[১০] হইবে।

৬। সুপারিন্টেণ্ডেন্টগণের কার্য্যের দৈনিক[১১] অত্রাফিসে প্রতি সপ্তাহে প্রেরণ করিতে হইবে।

৭। সুপারিন্টেণ্ডেন্টগণ যে সকল সহরষ্টেশন ছাড়িয়া মফঃস্বল থাকিবে সেইকালের মাত্র এলাউন্স পাইবে।

৮। কার্পাস সংক্রান্ত কার্য্যকারকগণের কার্পাসের কার্য্যে কোনরূপ অপরাধ পাওয়া মাত্র তাহাদিগকে সাময়িক অবসর[১২] ক্রমে তৎকার্য্যে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিয়া এই আফিসে মঞ্জুরীর জন্য রিপোর্ট করিতে পারিবেন।

৯। কার্পাস মহাল সম্বন্ধে কি কি বন্দোবস্ত হইলে সুচারুরূপে কার্য্য চলিতে পারে এবং মহালের উন্নতি হইতে পারে তদ্বিষয় সময় ২ রিপোর্ট করিতে হইবে।

১০। পরিদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে পার্ব্বতীয় প্রজাগণের খানে সুমারী[১৩] করিতে পারিলে ভাল হয়।

১১। সুপারিন্টেণ্ডেন্টগণ তাহাদের অধীন কার্য্যকারকগণের কৃত্তকার্য্য সম্বন্ধে সময় সময় রিপোর্ট করিবে এবং তদ্দৃষ্টে তাহাদের উন্নতি দেওয়া যাইবে। ইতি সন ১২৯৬ ত্রিং ১৮ই অগ্রহায়ণ।

Mohini Mohan Bardhan
মন্ত্রী

নিদর্শন—৪

দধি-দুগ্ধাদি কম ওজনে পরিমাপ করা ও কৃত্রিমতার জন্য অপরাধ

মেমো নং ৬৫ সেহা

Mohini Mohan Bardhan
Minister

অত্রত্য এসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের ১০ই ভাদ্র তারিখের ৩১৭ নং রোবকারী পেশ হইয়া দেখা গেল এখানে কাঁচা ওজনে দধি ও দুগ্ধ বিক্রয় হইয়া থাকে। জানা যায় নূতন হাবেলীতে[১৪] এই প্রথা রহিত হইয়া পাকা অর্থাৎ ৮০ তোলা ওজনে সের পরিমাণ করিয়া দধি দুগ্ধ বিক্রয়ের নিয়ম প্রচারিত আছে। এস্থানেও উক্তরূপ পাকা ওজনে দধি-দুগ্ধ ক্রয় বিক্রয় জন্য নিয়মাবধারণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

১। দধি দুগ্ধ ৮০ তোলা ওজনের সের দ্বারা পরিমাপ করিয়া ক্রয়বিক্রয় করিতে হইবে।

২। ৮০ তোলার কম ওজনের সের দ্বারা পরিমাপ করিয়া দধি দুগ্ধ ক্রয়বিক্রয় করিলে প্রত্যেক ক্রেতা ও বিক্রেতা ১০৲ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড দিতে বাধ্য থাকিবে।

৩। যদি কোন ব্যক্তি ১ ধারার বিধানের বিপরীতে কার্য্য করিতে জানিয়া দুরভিসন্ধিপ্রযুক্ত গোপন রাখিতে চেষ্টা করে তবে তাহার ও ১০৲ দশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৪। কোন ব্যক্তি শঠতাক্রমে দুগ্ধ ওজন কি কোন বস্তু মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করিলে তাহার ৫৲ পাঁচ টাকার অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৫। স্থানীয় পুলিশ কার্য্যকারক ২।৩।৪ ধারায় অভিযোগ একদা ধর্ত্তব্য জ্ঞানে কার্য্য করিতে পারিবে।

৬। স্থানীয় ফৌজদারী আদালতে উল্লিখিত অভিযোগের বিচার হইতে পারিবে।

হুকুম হইল যে—

অবগতি ও কার্য্যে পরিণতির বাসনায় এই মেমোর এক এক খণ্ড প্রতিলিপি খাষ আপীল ও এসিষ্ট্যান্ট ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে পাঠান যায়। ইতি সন ১২৯৭ ত্রিং তারিখ ১৩ই ভাদ্র।

নং ২৫৬ সেহা

যদিচ মন্ত্রীবাবু এতৎসম্বন্ধে আগরতলা মোকামে এই নিয়ম প্রবল হওয়া অভিপ্রায়ে উক্ত মেমো প্রচার করিয়াছেন কিন্তু অত্রাদালত দেখিতেছেন যে রাজগীস্থ সমস্ত স্থানে তাহা প্রবল ও প্রচার হওয়া আবশ্যক। অতএব

হুকুম হইল যে—

অবগত ও কার্য্যে পরিণত করাইবার জন্য এই মেমোর প্রতিলিপি আপীল আদালতে পাঠান যায়। ইতি ১২৯৭ ত্রিং তারিখ ১৬ই ভাদ্র।

শ্রীগোপীকৃষ্ণ দেব
খাষ আপীলের বিচারপতি

নিদর্শন—৫

হস্তীদন্ত রাজ্যান্তরে চালান নিবারক এবং সংগ্রহ সম্পর্কিত বিধি

নং ৮৮ সেহা

Mohini Mohan Bardhan
Minister.

নিয়মাবলী

এই রাজ্যের পার্ব্বত্যপ্রদেশে প্রচুর হস্তীদন্ত সংগ্রহ হইতে পারে কিন্তু বহুকালাবধি তাহা সরকারপক্ষে পাইতেছে না। ক্রমে হস্তীদন্ত অপহরণের প্রথা এত প্রবল হইয়া উঠিতেছে যে এইক্ষণ সরকারের আর হস্তীদন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না অতএব এই অপহরণ নিবারণ জন্য নিম্নে কতিপয় নিয়ম প্রকটন করা হইল।

১। পর্ব্বতে যে কোন প্রকার হস্তীদন্ত অস্থি ইত্যাদি পাওয়া যায় তাহাতে শ্রীশ্রীযুত সরকার বাহাদুর সর্ব্বপ্রকার সম্পূর্ণ অধিকারী অন্য কাহারও তাহাতে কোন প্রকার স্বত্ব সম্পর্ক নাই।

২। পর্ব্বত হইতে হস্তীদন্ত কি অস্থি কেহ নামাইয়া নিতে পারিবে না নিলে তাহা বিঝাড়া মধ্যে পরিগণ্য হইবে।

৩। প্রত্যেক সবডিবিসনের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকএর হস্তীদন্ত সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য কার্য্য মধ্যে পরিগণিত।

৪। কার্পাস এবং পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টগণের হস্তীদন্ত আহরণ করা কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত হইবে।

৫। সমস্ত পুলিশ কার্য্যকারকগণের হস্তীদন্ত সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করা এবং তাহা সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য হইবে।

৬। যে কোন ব্যক্তি হস্তীদন্ত বিঝাড়া ধরিবে অপরাধির যে পরিমাণ অর্থদণ্ড হয় তাহার অর্দ্ধেক বিঝাড়াধৃতকারী পুরস্কার স্বরূপ পাইবে।

টীকা। এই বিধান সরকারী সর্ব্বপ্রকার কার্য্যকারক সম্বন্ধেও প্রয়োজন হইবে।

৭। তালুকদার, ইজারাদার ও প্রজাগণকে যখনই হস্তীদন্ত ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন তত্ত্ব পাওয়া যায় তৎক্ষণাৎ তাহার অনুসন্ধান লইয়া নিকটস্থ থানায় তত্ত্ব দিতে হইবে।

৮। পোলিশ কার্য্যকারক ৭ দফার লিখিত তত্ত্ব পাওয়ামাত্র হস্তীদন্ত প্রাপ্তির জন্য উদ্যোগ করিবে এবং তদ্বিষয় সবডিবিসনের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারককে তত্ত্ব দিবে। এবং ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক অগৌণে উক্ত সংবাদ অত্রাফিসে পাঠাইবে এবং পুলিশ কার্য্যকারককে উচিত উপদেশ প্রদান করিবে।

৯। হস্তীদন্ত বিঝাড়া ধৃত হইলে অপরাধিকে সেই মালের আনুমানিক মূল্যের দ্বিগুণ অর্থদণ্ড এবং ৬ ছয় মাসের অনধিক কারাদণ্ড করিতে হইবে।

১০। হস্তীদন্ত বিঝাড়ার বিচার ফৌজদারী কার্য্যবিধি অনুসারে পরিচালিত হইবে।

১১। বিলনীয়া সবডিবিসনের এলাকাধীন গোড়াকাপা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান এবং কৈলাসহর সবডিবিসনের এলাকাধীন ধর্ম্মনগর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের স্থানীয় পুলিশ কর্ম্মচারীগণ ও পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট এবং স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণকে হস্তীদন্ত ইত্যাদি যাহাতে বিঝাড়া না লামে[১৫] তদ্বিষয় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

১২। যে কোন ব্যক্তি হস্তীদন্ত ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া দিতে পারে তাহাদিগকে সেই মালের মূল্য বিবেচনায় মং ২০৲ বিশ টাকা পর্য্যন্ত পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

আদেশ

উল্লিখিত বিধানসমূহ অবগতান্তে কার্য্যে পরিণতির বাসনায় এই নিয়মাবলীর এক ২ খণ্ড প্রতিলিপি খাষ আপীল আদালত, সদর ও ডিবিসন হায়ের ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কার্পাস ও পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টগণ ও সদর বিভাগের কার্পাস ও ঘরচুক্তি[১৬] মহালের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক ও বিনন্দিয়া আলঙ্গের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক সমীপে পাঠান যায় এবং আর এক খণ্ড প্রতিলিপি পুলিশ ইনস্পেকটার জেনারেল আফিসে প্রেরিত হয়। ইতি সন ১২৯৭ ত্রিং ৩রা অগ্রহায়ণ।

নিদর্শন—৬

শালবনের নিকটে জুমের কার্য্য নিষিদ্ধকরণ

B. C, Deb

মেমো

জানা যায় যে শালবনের নিকট জুমের কার্য্য করাতে শালবনের সমূহ ক্ষতির কারণ সংঘটিত হয়। অতএব নিম্নলিখিত নিয়ম করা গেল। ইতি সন ১২৯৭ ত্রিং ৯ই ফাল্গুন।

১। শালবনের সংলগ্ন অন্যূন অর্দ্ধদ্রোণ ভূমি মধ্যে কেহ জুম করিতে পারিবে না।

২। ডিবিসনের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক এবং শালবন রক্ষকগণ পার্ব্বত্য প্রজাগণ বিশেষতঃ শালবনের নিকটবাসী প্রজাগণকে রীতিমত বিজ্ঞাপন দ্বারা ১ দফার লিখিত বিষয় জানাইয়া দিতে হইবে।

৩। ১ দফার লিখিত বিজ্ঞাপন প্রচারের পর কোন ব্যক্তি নিষিদ্ধ স্থানে জুম করিলে দণ্ডবিধি অনুসারে ফৌজদারীতে অনধিক ৬ ছয় মাস শ্রমসহ কারাদণ্ড এবং ১০০৲ একশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

৪। শালবন রক্ষার জন্য যে সকল কার্য্যকারক নিযুক্ত আছে তাহাদের উল্লিখিত বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান থাকিতে হইবে এবং তাহাতে তাহাদের কোন ত্রূটি লক্ষ্য হইলে তাহারাও ফৌজদারী দণ্ড প্রাপ্ত হইবে।

কার্য্যে পরিণত হওয়ার জন্য ইহার এক এক খণ্ড প্রতিলিপি সংসৃষ্ট আফিসহায়ে প্রেরিত হয়। ইতি

Radha Raman Ghosh
Secretary

নিদর্শন—৭

বনজবস্তুর ভাটিয়ালী রপ্তানী মাশুল

১৩০১ ত্রিং

কুমিল্লা
মন্ত্রী অফিস,
রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

সারকিউলার নং ২

স্বাধীন রাজ্যের কোন বনজ দ্রব্য ঘাটের ভাটিতে নিলেই নিয়মানুসারে মাশুল দিতে হইবে। এরাজ্যবাসী প্রজাগণ নিজ কার্য্যে কোন বনজ জিনিষ নিলে এবং উহা এরাজ্যে ব্যবহৃত হইলে মাশুল দেয় না। জিনিষ নিজ প্রয়োজনার্থে আনা হইল কি বিক্রয়ার্থ আনা হইল তাহা নির্ণয় করিতে প্রমাণের প্রয়োজন। প্রমাণ লইয়া সিদ্ধান্ত করিবার অধিকার ঘাটঘরের কর্মচারীর থাকা সঙ্গত নয়। অতএব এরাজ্যবাসী প্রজাগণ নিজ কার্য্যে জিনিষ আনিলে হয় তাহা ঘাটে আনিবার পূর্ব্বে স্থলপথে নিজ বাটিতে আনিবে অথবা তাহারা যে নিজ কার্য্যের জন্য আনিয়াছে স্থানীয় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটবাবু হইতে তাহার সার্টিফিকেট আনিয়া ঘাটঘরে দর্শাইবে; নতুবা মাশুল আদায় করিয়া ঘাটের ভাটিতে জিনিষ নিবে।

অবগতি এবং যথারীতি কার্য্যে পরিণতির বাসনায় প্রতিলিপি প্রতি বিভাগে পাঠান যায়। ইতি, সন ১৩০১ ত্রিং, ৫ই বৈশাখ।

S. C. Bose
দেওয়ান

নিদর্শন—৮

হস্তীদন্ত রাজস্ব সম্পর্কে

রাজধানী-আগরতলা
রাজস্ব বিভাগ

M. R. Raw
কার্য্যাধ্যক্ষ

R. K. Deb Varman

সারকিউলার নং ৬৭

জানা যায় গত বৎসরে যে পরিমাণ হস্তিদন্ত ট্রেজারীসমূহে দাখিল হইয়াছে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের তুলনায় তাহা অতি সামান্য। হস্তীদন্ত রাজস্ব সংক্রান্ত আয়ের অন্যতর প্রশস্ত উপায়। এই আয়ের খর্ব্বতা, নিতান্তই অপ্রীতিকর এবং সরকারী ক্ষতিজনক। বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক এবং তৎসংসৃষ্ট পুলিশ কর্ম্মচারীগণের এ বিষয়ে উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের শিথিলতা ও কর্ত্তব্য কার্য্যের অমনোযোগিতাই এতৎ সংক্রান্ত আয় হ্রাসের মূল কারণ বলিয়া অনুভূত হয়। বিঝাড়ার প্রতি উপযুক্ত অনুসন্ধান ও দৃষ্টি থাকিলে এই সকল মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় বস্তু এরূপ অপহৃত হইয়া সরকারের ক্ষতির কারণ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। ভবিষ্যতে এরূপ না হয় সর্ব্বতোভাবে তাহার চেষ্টা ও উপায় অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক।

অতএব আদেশ

পুলিশ কর্ম্মচারী ও পার্ব্বত্য প্রজাদিগকে উপযুক্ত শাসন করিয়া যাহাতে কোন প্রকার বিঝড়া নামিতে না পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা বিভাগীয় কার্য্যকারকগণের কর্ত্তব্য। অতঃপর হস্তীদন্ত দাখিলকারক অথবা বিঝাড়া ধৃতকারিগণকে তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ দন্তের পরিমাণানুসারে সের প্রতি ৮. আনা করিয়া পুরস্কার সরকার হইতে দেওয়ার নিয়ম করা যায়। এ বিষয় সাধারণ্যে ঘোষণা দ্বারা প্রচার করা যায়। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক হস্তীদন্ত আহরণকারী এবং বিঝাড়া ধৃত ও অনুসন্ধানকারীদিগের পুরস্কারের বিধান ভিন্ন রাজস্ব বিভাগের ১২৯৭ ত্রিং সনের ৩রা অগ্রহায়ণ তারিখের ৮৮ নং নিয়মাবলীর অন্য সমস্ত বিধান প্রবল থাকিবে। ট্রেজুরীতে দন্ত দাখিল হইলে নিম্নলিখিত ফরম পূর্ণ করিয়া রাজস্ব বিভাগে প্রেরণ করা বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণের কর্ত্তব্য হইবে। ইতি ১৩০২ সন ত্রিপুরা তারিখ ২০শে পৌষ।

১	২	৩	৪	৫	৬
ক্রমিক নম্বর	দাখিলকারকের নাম-ধাম	দাখিলের তারিখ	দাখিলী দন্তের ওজন	যত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইল	মন্তব্য

নিদর্শন--৯

আশী তোলা ওজনের সেরের বাটখারা দ্বারা তিল কার্পাস ওজন হওয়া সম্পর্কে

রাজধানী--আগরত
রাজস্ব বিভাগ

S. B. Bose
নায়েব দেওয়ান।

R. K. Deb Varman

M. R. Rai
কার্য্যাধ্যক্ষ।

সারকিউলার নং ৮৪

এ অফিসের ১৩০১ ত্রিং সনের ২০শে আষাঢ়ের ২২ নং ও ৩রা পৌষ তারিখের ৪৪ নং ও ৩ মাে ৪৯ নং মেমো দ্বারা স্বাধীন রাজ্যের সর্ব্বত্রই ৮০ আশি তোলা ওজনের সের হিসাবে নিৰ্দ্দিষ্ট লোহার বাটখা দ্বারা তিল কার্পাসাদির পরিমাপ করার বিধান করা গিয়াছিল। এইক্ষণ জানা যায় কোন কোন সবডিভিস ঐরূপ লোহার বাটখারা ব্যবহৃত না হইয়া কার্পাসাদি খাচির মধ্যে ভরিয়া ॥. অর্দ্ধমণ কি ৸. ত্রিশ সের পরিমাণে একটি (সির) ওজনী প্রস্তুতক্রমে পরিমাপ করা হয়। ইহা রীতিবিরুদ্ধ ও সরকারী মাল পরিশুদ্ধরূপে পরিম হওয়ার পক্ষে অন্তরায়জনক। এই প্রথা রহিত হওয়া একান্ত বিধেয়। অতএব--

আদেশ

পূর্ব্ব প্রচারিত মেমো সমূহের লিখিত ৮০ তোলা ওজনের সেরের হিসাব নিৰ্দ্দিষ্ট লোহার বাট দ্বারা তিল কার্পাসাদির পরিমাপ করিতে হইবে। কার্পাসাদি খাচাসহ ওজন করিতে হইলে বড় খাচার /২ সের ও মধ্যম খাচার প্রতি /১॥০ সের এবং ছোট খাচার প্রতি /১ সের বাদ দিয়া সারা ওজন ধ যাইবে। ভবিষ্যতে এই নিয়ম লঙ্ঘন করিলে ত্রুটিকারীর প্রতি কঠিন দণ্ডাদেশ দেওয়া যাইবে। অবগতি আচরণার্থ ইহার এক এক খণ্ড প্রতিলিপি বিভাগসমূহে প্রেরিত হয় এবং প্রত্যেক বিভাগের জন্য উপযুক্ত রকম লোহার বাটখারা খরিদ করা হয়। ইতি সন ১৩০২ ত্রিং ১৭ই মাঘ।

নিদর্শন--১০

কৃষি ও শিল্প বিভাগের প্রবর্তন

শ্রীহরি

R. K. Deb Barman

মেমো নং ৬৩

যেহেতু এতৎরাজ্যে কৃষি, শিল্প ইত্যাদির বর্ত্তমান অবস্থা সন্তোষজনক নহে, এবং যাহাতে তাহার উন্ন হইতে পারে, সরকার পক্ষ হইতে তাহার যত্ন করা এপক্ষের অভিপ্রেত এবং ঐ সমস্ত কার্য্যের আঞ্জাম জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ স্থাপন করিয়া জনৈক কার্য্যকারকের হস্তে তাহার ভার অর্পণ করা আবশ্যক, অতএব

আদেশ--

এরাজ্যের কৃষি ও শিল্প ইত্যাদির উন্নতিকল্পে উপযুক্ত চেষ্টা ও উদ্যোগ করার উদ্দেশ্যে কৃষি বিভা

নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ স্থাপন করা যায় এবং শ্রীযুত বাবু বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি,এ, হস্তে উক্ত বিভাগের ভার অর্পিত হয়। অদ্য তারিখের ৬৭ নং হুকুম লিখিত কার্পাসের ফাল্গির কর হইতে আপাততঃ এই বিভাগের ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। অবগতি ও আচরণার্থ ইহার প্রতিলিপি সংসৃষ্ট কার্য্যকারকগণ নিকটে প্রেরিত হয়। ইতি সন ১৩০৭ ত্রিং তাং ২৮শে ভাদ্র।

নিদর্শন—১১

ভিন্ন রাজ্যবাসী দুগ্ধ ব্যবসায়ীগণের পক্ষে পারমিট বা "উজান টোকা" গ্রহণ সম্বন্ধে

ঘোষণা ও বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞাপন

ভিন্ন রাজ্যস্থিত যে সকল গোয়াল এরাজ্য হইতে দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া রাজ্যান্তরিত করে, অথবা কারবার চালায়, তাহাদের উজান টোকা গ্রহণ করার প্রথা অন্যান্য বিভাগে প্রচলিত আছে। জানা যায়, এ বিভাগে তদ্রূপ গোয়ালগণ উজান টোকা গ্রহণ করে না, ইহা দ্বারা শ্রীশ্রীযুত সরকারের ক্ষতি ঘটিতেছে। অতএব বর্ত্তমান সময়ে যে সকল গোয়াল উজান টোকা গ্রহণ ব্যতীত উক্তরূপ দুগ্ধ সংগ্রহ করিতেছে অথবা কারবার চালাইতেছে, তাহা যথারীতি উজান টোকা গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত এরাজ্যে কারবার চালাইতে পারিবে না, ইতি। সন ১৩১৩ ত্রিং, তাং ৭ই অগ্রহায়ণ।

J. C. SEN
কালেক্টর—কৈলাসহর বিভাগ

নিদর্শন—১২

বনকর মহাল ইজারা বন্দোবস্ত সম্বন্ধে

ঘোষণা ও বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞাপন

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, এরাজ্যের কৈলাসহর বিভাগের এলাকাধীন মনু নদী বনকর, খুঙ্কিবনকর, খে .টিগাড়ী এবং ফৌতিরোক মহাল যাহা লাট মনু নদী নামে অভিহিত হইয়া বার্ষি মং ৩৫,৭০০, টাকা ৎ মায় ইজারা বন্দোবস্ত ছিল, উক্ত মহাল আগামী ১৩১৪ ত্রিং সনের ১লা বৈশাখ হই ১৩১৮ ত্রিং সনের ৩০শে চৈত্র পর্য্যন্ত ৫ পাঁচ বৎসর ম্যাদে ইজারা বন্দোবস্ত সম্পাদনের অভিপ্রায়ে আগ ২৫শে চৈত্র বৃহস্পতিবার ডাকের দিন ধার্য্য করা গেল। বন্দোবস্ত গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ ঐ তারিখে দিবা ঘটিকার সময় এ আফিসে স্বয়ং বা ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিনিধি দ্বারা উপস্থিত হইয়া মহাল ডাক করিবে। যা ডাক সর্ব্বোচ্চ হয়, তাহার সহিত ইচ্ছাকর মাতব্বরী স্বরূপ বার্ষিক জমার ¼ এক চতুর্থাংশ পরিমাণ ট্র রেহান ব.বেত অগ্রিম লইয়া নিয়মিত সর্ত্তে ইজারা বন্দোবস্ত সম্পাদন করা যাইবে, ইতি সন ১৩১৩ তারিখ ১৩ ই চৈত্র।

K. C. BISVAS
নায়েব দেওয়ান

নিদর্শন--১৩

কার্পাস উৎপাদন বৃদ্ধি সম্বন্ধে কর্ত্তব্য

রাজস্ব ও সাধারণ

১৩১৩ ত্রিং, তাং ২৭শে চৈত্র, সারকুলার নং ১৫--নানা কারণে ভারতবর্ষে উৎপন্ন কার্পাস অধিক পরিমাণে বিলাতে রপ্তানী হইতেছে, এবং তদ্দরুন কার্পাসের দরও বৃদ্ধি হইয়াছে। আগামী বর্ষে আরও উচ্চদরে কার্পাস বিক্রয় হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। সুতরাং ইহা পার্ব্বত্য প্রজাগণের পক্ষে বিশেষ লাভজনক হইবে সন্দেহ নাই। প্রজাগণ এবার যাহাতে অধিক পরিমাণে কার্পাস উৎপন্ন করে, তৎপক্ষে তাহাদিগকে উৎসাহ ও উপদেশ প্রদান করা সঙ্গত। পাড়ার চৌধুরিগণকে বিভাগীয় আফিসে অথবা থানায় আনিয়া তাহাদিগকে সকল বিষয় ভালরকম বুঝাইয়া দেওয়া এবং প্রত্যেক বাজারে ঢোল সহরত দ্বারা এ বিষয় প্রচার করা কর্ত্তব্য। বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক ও পুলিশ কর্ম্মচারিগণ তাহা করিবেন।

P. C. RAY
রেভিনিউ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট

নিদর্শন--১৪

কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী

ঘোষণা ও বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞাপন

আগরতলায় কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী

ইতিপূর্ব্বে "শিল্প ও উদ্যোগজাত দ্রব্যের" একটি প্রদর্শনী খোলার প্রস্তাবনা করা হইয়াছিল। ঐ উপলক্ষে আগরতলা লাইব্রেরীতে একটি সাধারণ সভা আহ্বান করা হয়। তাহাতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবনা ধার্য্য হইয়াছে।

১। আগামী বসন্ত উৎসব সময়ে এই প্রদর্শনী খোলা হইবে।

২। "শিল্প ও উদ্যান দ্রব্যের" পরিবর্ত্তে "শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনী" এই মেলার নামাকরণ হইল। কৃষি বিষয়ক দ্রব্যাদিও ইহাতে প্রদর্শিত হইবে।

৩। নিম্নলিখিতরূপে একটি কার্য্য নির্ব্বাহক সভা গঠিত হইল।

সভাপতি-- শ্রীলশ্রীযুত যুবরাজ বাহাদুর।
সদস্য-- শ্রীলশ্রীযুত রাজকুমার মহেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা।
শ্রীলশ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা।
শ্রীযুত কর্ণেল মহিমচন্দ্র দেববর্ম্মা।
,, বাবু মোক্ষদাকুমার বসু।
,, ,, চন্দ্রকান্ত বসু।
,, ,, কৈলাসচন্দ্র বিশ্বাস।
,, ,, অসিতচন্দ্র চৌধুরী।
সম্পাদক-- শ্রীলশ্রীযুত রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা।
কোষাধ্যক্ষ--শ্রীযুত মোক্ষদাকুমার বসু।

} অন্যূন ৪জন সদস্য উপস্থিত থাকিলেই সভার কার্য্য চলিতে পারিবে।

বিস্তারিত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

আগরতলা,
১৩১৪ ত্রিং, ১৬ই ভাদ্র।

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা,
সম্পাদক

নিদর্শন—১৫

তিল কার্পাসের মাশুল ধার্য সম্পর্কে

রাজস্ব ও সাধারণ

মেমোরেণ্ডাম নং ১৯

তিল কার্পাসের মাশুলের হিসাব করিবার সময় এই তালিকার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

মাশুলের হার (তিল কার্পাস সম্বন্ধীয় ১৩০৪ ত্রিং সনের ১ নং নিয়মাবলীর ৬০ ধারা দ্রষ্টব্য।)		ফালির[১৮] ওজন বাদের হার (১৩০৫ ত্রিং সনের ১৩ই ফাল্গুন তারিখের ৪৩ নং সারকুলার দ্রষ্টব্য।)	
তিল প্রতিমণ----------	১।৴০	বড়ফালি----------	৴৩৷৷০
কার্পাস প্রতিমণ----------	১৸০	মধ্যম ফালি----------	৴২৷৷০
রুই প্রতিমণ----------	৪।৶০	ছোট ফালি----------	৴১৷৷০

কার্পাস বা রুইয়ের ।৫ সের হইতে ৷৷৫ সের পর্য্যন্ত ওজনের ফালি ছোট, ৷৷৬ সের হইতে ৸৯ সের পর্য্যন্ত ওজনের ফালি মধ্যম এবং ১৴০ মণ হইতে তদূর্দ্ধ ওজনের ফালি বড় বলিয়া ধরিতে হইবে। ।৫ সেরের ন্যূন ওজনের ফালির জন্য কিছুই বাদ দেওয়া সঙ্গত হইবে না, ইতি। সন ১৩১৪ ত্রিং, তাং ১১ই পৌষ।

P. C. RAY
রেভিনিউ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট।

নদর্শন—১৬

রাজ্যে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (১৩১৪ ত্রিপুরাব্দ)

বর্ত্তমান বর্ষের শ্রাবণ মাসে যে বিভাগে যে পরিমাণ বৃষ্টিপাত হইয়াছে এবং বৈশাখ হইতে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত সময় মধ্যে যে বিভাগে যে পরিমাণ বৃষ্টিপাত হইয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে প্রদান করা গেল ঃ—

ক্রমিক নম্বর	বিভাগের নাম	শ্রাবণ মাসের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (ইঞ্চি)			বৈশাখ হইতে শ্রাবণ পর্য্যন্ত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (ইঞ্চি)			মন্তব্য
		বর্ত্তমান বর্ষের ফলাফল	বিগত বর্ষের ফলাফল	বিগত বর্ষের তুলনায় যত বেশী বা কম	বর্ত্তমান বর্ষের ফল	বিগত বর্ষের ফল	বিগত বর্ষের তুলনায় যত বেশী বা কম	
১।	সদর বিভাগ	১০.৯৩	১৩.৬৩	- ২.৭০	৪২.৫৪	০	০	বিগত বর্ষের মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পাওয়া যায় নাই।
২।	কৈলাসহর	১৫.৭১	১৫.৭৯	- ০.৮	৭৫.০১	৫৮ ০২	+ ১৬.৯৯	ঐ
৩।	সোনামুড়া	১৩.৪০	১১.৫	+ ৫.৩৫	৪৩.৪৮	০	০	ঐ
৪।	বিলনীয়া	৫.৭৫	৫৮.১০	- ৫২.৩৫	৯.৮১	৫৮.১০	৪৮.২৯	
৫।	খোয়াই	১০.৪৩	১২.৪৩	- ২	৫০.৬৮	০	০	ঐ
৬।	ধর্ম্মনগর	১১.০২	১৫.৭৪	- ৪.৭২	৫৭.৩৩	০	০	ঐ
৭।	উদয়পুর	২.২৬	০.৭	+ ২.২৯	২৮.২৪	০	০	ঐ

বিগত বর্ষের তুলনায় বৃদ্ধির অঙ্কে + যোগ চিহ্ন ও কমির অঙ্কে - বিয়োগ চিহ্ন দেওয়া হইল।

P. C. Ray
রেভিনিউ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট

নিদর্শন--১৭

সরকারী কৃষিক্ষেত্রে রেশমের সূতা প্রস্তুত ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার বৃত্তি

ঘোষণা ও বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞাপন

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, এরাজ্যের কাশীপুর আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে রেশমের সূতা প্রস্তুত ও দেশীয় এবং উন্নত প্রণালীর ফ্ল্যাই সাটেল তাঁতে নানাবিধ বস্ত্র বয়ন প্রণালী শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। শিক্ষার্থিগণের যোগ্যতা দেখিয়া তাহাদিগের কয়েক জনকে মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা হারে বৃত্তি দেওয়া যাইবে। এবং শিক্ষার্থিগণের বাসোপযোগী গৃহও সরকার হইতে দেওয়া হইবে। শিক্ষার্থিগণের কার্য্য শিক্ষান্তে অন্যুন দুই বৎসরকাল উপযুক্ততা অনুসারে মাসিক ১৫।২০ টাকা বেতনে এ সরকারে কার্য্য করিতে হইবে। এই মর্ম্মে এক একখানা একরারনামা দাখিল করিতে হইবে। এ রাজ্যবাসী বিশেষতঃ ঠাকুর বালকগণের আবেদন সমধিক আদরনীয় হইবে। কার্য্য শিক্ষার্থিগণের আগামী ১৫ই পৌষের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। ইতি। সন ১৩১৫ ত্রিং, তাং ২৯শে অগ্রহায়ণ।

C. K. BOSE

ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক,
মন্ত্রী আফিস--কৃষি বিভাগ,
আগরতলা

নিদর্শন--১৮

গণ্ডার শিকার নিষিদ্ধকরণ

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ

১৩১৫ ত্রিং, তাং ২৮শে আশ্বিন, সারকুলার নং ১৬ হস্তীর ন্যায় গণ্ডার শিকার নিষিদ্ধ কি না এ বিষয়ে উদয়পুর আফিস হইতে প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ায় অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, এরাজ্যের পার্ব্বত্য প্রদেশে কোন কোন স্থানে সময় সময় গণ্ডার দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং গণ্ডারের সংখ্যাও অতি অল্প। আরও জানা গিয়াছে যে, গণ্ডার লোকালয়ের নিকটে না থাকিয়া গভীর অরণ্যে বাস করে। এমতাবস্থায় এবং গণ্ডারের চর্ম্ম ও খড়্গ মূল্যবান্ বস্তু বিধায় আত্মরক্ষার নিমিত্ত ব্যতীত গণ্ডার বধ করা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত; কিন্তু এ বিষয়ে কোন নিষেধ বিধি থাকা প্রকাশ পায় না। অতএব এতদ্বারা

আদেশ হইল যে,

আত্মরক্ষার নিমিত্ত ব্যতীত কেহ এরাজ্যে গণ্ডার বধ না করে; করিলে দণ্ডনীয় হইবে। এই আদেশ যথারীতি ঘোষণা দ্বারা থানা ও ফাঁড়িসমূহের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণের যোগে সর্ব্বসাধারণকে জানাইয়া দেওয়ার বাসনায় ইহার এক এক খণ্ড প্রতিলিপি বিভাগীয় আফিসসমূহে প্রেরিত হয়, ইতি।

U. K. DAS

মন্ত্রী

নিদর্শন--১৯

ফসলের অজন্মাহেতু খাদ্য পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ

১৩১৫ ত্রিং, তাং ৯ই ফাল্গুন, অর্ডার নং ১১--এরাজ্যে এবার ধান্য ফসল উপযুক্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয় নাই, পরন্তু ভিন্ন রাজ্যেরও অনেক স্থানে অজন্মা হেতু ইতিমধ্যেই ধান্য-চাউলের দর অত্যধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। সম্প্রতি এখানেও টাকায় ৭।৮ সের দরে চাউল বিক্রয় হইতেছে। এ রাজ্যের প্রজাগণের মধ্যে যাহাতে অন্নকষ্ট উপস্থিত না হয়, তৎপ্রতিকারকল্পে যথোচিত বন্দোবস্তের অনুষ্ঠান করা যাইতেছে। তদুপলক্ষে এ রাজ্যের প্রধান প্রধান বাজারের এবং পার্শ্ববর্ত্তী ব্রিটীশ এলাকারও (এ সরকারী জমিদারীর অন্তর্গত ও সন্নিহিত) প্রধান প্রধান বাজারের চাউলের দর প্রতি নিয়ত অবগত হওয়া প্রয়োজন। অতএব অন্যরূপ আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত এ রাজ্যের বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণ এবং জমিদারী বিভাগের সবম্যানেজারগণ আপন আপন এলাকার ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রধান প্রধান বাজারের চাউলের সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন দর প্রতি মঙ্গলবার এক এক খণ্ড কার্ড দ্বারা-এ আফিসে রিপোর্ট করিবেন।

R. CHATTERJEE,
মন্ত্রী

নিদর্শন--২০

খুঙ্কি বনপথে বনকর মহালের পারমিট সম্বন্ধে

১৩২২ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ২৮শে চৈত্র

সারকুলার নং ৩৬--খুঙ্কি* বনকর মহালের পারমিটের যে ফরম প্রচলিত আছে, তাহা জাল হওয়া প্রকাশ পাওয়ায় উক্ত ফরমের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিতরূপ ফরম প্রচলন করা যাইতেছে। আগামী বৈশাখ মাস হইতে নব প্রচলিত ফরমে এই সারকুলারের বিধানানুসারে পারমিট প্রদান করিতে হইবে।

১। পারমিটের ফরম

১। জলপথে বনজবস্তু সংগ্রহ জন্য পর্ব্বতে উঠিবার অনুমতি পাইবার নিমিত্ত বনজবস্তু সম্বন্ধীয় আইনের ১১ ধারার বিধানানুসারে এক আনা মূল্যের যে পারমিট প্রদান করা হয় তাহা ব্যতীত মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক, বার্ষিক পারমিটের ফরমে প্রথমে নিম্নে অঙ্কিত গ্রাউণ্ড ব্লকটি ছাপা করিয়া তাহার উপর পারমিটের ফরম ছাপা করা হইবে।

স্বাধীন ত্রিপুরা ফরেষ্ট পারমিট

*স্থলপথে বনজবস্তু রপ্তানীর মহাল।

২। এক আনার পারমিট ;—এই শ্রেণীর পারমিটের ফরম বাদামি বালি কাগজে ছাপা হইবে। এবং ফরম আফিস হইতে তাহার বহি বাঁধাইয়া প্রত্যেক পত্রের নিম্নভাগে মেসিনের ইংরেজী অক্ষরে সাধারণ নম্বর দেওয়া হইবে। ফরম আফিস হইতে বর্ষমধ্যে এই জাতীয় যত ফরম বাহির হইবে তাহার এক ক্রমিক নম্বর চলিবে। এবং ফরমের শিরোভাগে যে নম্বরের স্থান আছে, পারমিট বিলির সময় প্রত্যেক পারমিটদাতার সেরেস্তার এই জাতীয় পারমিটের বার্ষিক ক্রমিক নম্বর ঐ স্থানে লিপি করিতে হইবে।

৩। মাসিক পারমিট ;—এই জাতীয় পারমিটের ফরম পাটল (Pink) বর্ণের কাগজে লাল কালীর দ্বারা গ্রাউণ্ড ব্লক ছাপাইয়া তাহার উপর কাল কালীর দ্বারা পারমিটের ফরম ছাপা করা হইবে। এবং এই ফরমের নিম্নভাগে মেসিনের ইংরেজী অক্ষর দ্বারা ফরম আফিস হইতে দ্বিতীয় দফার বিধানানুসারে সাধারণ নম্বর দেওয়া হইবে। ফরমের শিরোভাগে পারমিটদাতাগণ আপন আপন সেরেস্তার এতজ্জাতীয় ফরমের ক্রমিক নম্বর প্রদান করিবে।

৪। ত্রৈমাসিক পারমিট ;—এই শ্রেণীর পারমিটের ফরম সবুজ (Green) বর্ণের কাগজে সবুজ কালীর দ্বারা গ্রাউণ্ড ছাপাইয়া তাহার উপর কাল কালীর দ্বারা পারমিটের ফরম ছাপা করা হইবে। এই পারমিটের সাধারণ নম্বর এবং পারমিটদাতাগণের সেরেস্তার ক্রমিক নম্বর দ্বিতীয় দফার নিয়মানুসারে প্রদান করিতে হইবে।

৫। ষান্মাসিক পারমিট ;—এই পারমিটের ফরম লালের আভাযুক্ত হরিদ্রা (Salmon) বর্ণের কাগজে হরিদ্রা বর্ণের কালী দ্বারা গ্রাউণ্ড ছাপাইয়া তাহার উপর কাল কালীর দ্বারা পারমিটের ফরম ছাপা করা হইবে। ইহার সাধারণ নম্বর এবং পারমিটদাতাগণের সেরেস্তার ক্রমিক নম্বর দ্বিতীয় দফার নিয়মে চলিবে।

৬। বার্ষিক পারমিট ;—এতজ্জাতীয় পারমিটের ফরম কুসুমাভ (Cerise) বর্ণের কাগজে লাল কালীর দ্বারা গ্রাউণ্ড ছাপিয়া তাহার উপর কাল কালীর দ্বারা পারমিটের ফরম ছাপা হইবে। এবং ইহার সাধারণ নম্বর ও পারমিটদাতার সেরেস্তার ক্রমিক নম্বর দ্বিতীয় দফার নিয়মে পরিচালিত হইবে।

৭। ফরম আফিস হইতে প্রত্যেক জাতীয় ফরমের সাধারণ ক্রমিক নম্বরের শৃঙ্খলা অনুসারে বিভাগীয় অফিসসমূহে বহি প্রেরিত হইবে। এবং বিভাগীয় অফিসসমূহ হইতেও নম্বরের ক্রমানুসারে তাহা বিলি করা হইবে।

নিদর্শন—২১

চা-কৃষির ভূমি বন্দোবস্ত সম্বন্ধে নিয়মাবলী এবং জ্ঞাতব্য বিবরণ

ত্রিপুরা রাজ্যে

চা বাগান প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ভূমির বন্দোবস্ত গ্রহণ

এবং

ভূমি ও প্রাকৃতিক অবস্থা সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিবরণ।

১৩২৭ ত্রিপুরাব্দ

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

স্বাধীন ত্রিপুরা
রাজধানী আগরতলা
চিফ্ দেওয়ান আফিস—রাজস্ব বিভাগ

চা-কৃষির নিমিত্ত ভূমি বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী

ত্রিপুরা রাজ্যে চা-কৃষির চাষ পরিচালন সম্বন্ধে দরবার কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত নিয়মাবলী মঞ্জুর হইয়াছে ;—

(ক) রাজস্ব ;—ভূমির প্রকৃতি এবং সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, দ্রোণ প্রতি ৬৲ টাকা হইতে ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত রাজস্ব অবধারণ করা হইবে।

(খ) নজর ;—এক বৎসরের রাজস্ব পরিমাণ টাকা নজরস্বরূপ প্রদান করিতে হইবে।

(গ) শুল্ক ;—কলিকাতার নীলামীমূল্যের বাজার দরের উপর শতকরা ২৷৷. টাকা রপ্তানী শুল্ক প্রদান করিতে হইবে।

(ঘ) ২০ বৎসর ম্যাদে বন্দোবস্ত প্রদান করা হইবে, তন্মধ্যে প্রথম তিন বৎসর মিনাহ্ প্রদান করা যাইবে। প্রতি ২০ বৎসরান্তে পূর্ব্ব মুদ্দতের জমার উপর টাকা প্রতি ৵. আনা বৃদ্ধি জমা প্রদান করিতে সম্মত হইলে, পুনর্ব্বার ২০ বৎসর ম্যাদে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। এবম্বিধ পুনর্ব্বন্দোবস্তগ্রহণ, বন্দোবস্ত গ্রহীতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে।

(ঙ) যে সকল ব্যক্তি তালুক বা জমিদারী স্বত্বে বর্ত্তমান সময়ে ভূমির অধিকারী, এই নিয়মাবলীর রাজস্ব অবধারণ সম্বন্ধীয় বিধান তাঁহাদের প্রতি প্রযোজ্য হইবে না, কিন্তু (খ) ও (গ) দফা অনুসারে নজর ও শুল্ক দেয় হইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত,
সেরেস্তাদার।

শ্রীপ্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত,
চিফ্ দেওয়ান।
২৩-৭-২৬ ত্রিং

স্বাধীন ত্রিপুরা
রাজধানী আগরতলা,
চিফ্ দেওয়ান আফিস—রাজস্ব বিভাগ

চা-কৃষি উৎপাদনার্থে ভূমি বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় পাট্টা ও কবুলিয়তের নিমিত্ত
নির্দ্ধারিত সর্ত্ত

ত্রিপুরা রাজ্যে চা-কৃষি উৎপাদনার্থ যে সকল ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়, তাহার পাট্টা কবুলিয়তের নিমিত্ত নিম্নোক্ত সর্ত্ত নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। বন্দোবস্তগ্রহীতা উক্ত সর্ত্তযুক্ত কবুলিয়ত দাখিল করিয়া পাট্টা গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ও বন

সর্ত্ত

১। বন্দোবস্তকৃত ভূমি আবাদ করিবার নিমিত্ত বন্দোবস্তের সময় হইতে ৩ তিন বৎসর মিনাহ মুদ্দত প্রদান করা হইবে।

২। বন্দোবস্তগ্রহীতার ব্যয়ে, সরকারী আমীন দ্বারা চৌহদ্দির অন্তর্গত ভূমি জরিপ হইয়া যে পরিমাণ ভূমি সাব্যস্ত হইবে, তাহার দ্রোণ প্রতি (ভূমির প্রকৃতি এবং সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া) ৬৲ ছয় টাকা হইতে ১০৲ দশ টাকা পর্য্যন্ত রাজস্ব এবং রাজস্বের তোলা প্রতি ৴. এক আনা হারে পথকর নির্দ্ধারিত কিস্তি অনুসারে সংসৃষ্ট ট্রেজুরীতে দাখিল করিতে হইবে।

৩। কিস্তি খেলাপ করিলে, শতকরা মাসিক ১৲ এক টাকা হারে কিস্তি খেলাপি সুদ প্রদান করিতে হইবে।

৪। রপ্তানীকৃত চা-য়ের নিমিত্ত কলিকাতার নীলামী মূল্যের উপর শতকরা ২॥. আড়াই টাকা হিসাবে রপ্তানী শুল্ক প্রদান করিতে বন্দোবস্তগ্রহীতা বাধ্য থাকিবে।

৫। বন্দোবস্তের ম্যাদ বন্দোবস্তের সময় হইতে ২০ বিশ বৎসর কাল প্রবল গণ্য হইবে। ঐ ম্যাদ অতীতে এবং তৎপর প্রতি ২০ বৎসর অন্তে, তৎপূর্ব্ব মুদ্দতের জমার উপর প্রতি টাকায় ৵. আনা হারে বৃদ্ধি জমা এবং ৴. এক আনা হারে পথকর প্রদান করিতে সম্মত হইলে, পুনর্ব্বার ২০ বৎসর ম্যাদে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। এবম্বিধ পুনর্ব্বন্দোবস্ত গ্রহণ, বন্দোবস্তগ্রহীতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে, কিন্তু তদ্দ্রূপ বন্দোবস্ত গ্রহণ না করিলে ভূমি নিরাপত্তিতে খাস দখলে ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং তাহা অন্যত্র পত্তন করা যাইবে।

৬। রাজস্ব পরিশোধ পক্ষে ত্রুটি বা শৈথিল্য করিলে বর্ত্তমান প্রচলিত আইন ও ভবিষ্যতে রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে যে কোন আইন প্রচলন হইবে, তদনুসারে বন্দোবস্তের অন্তর্গত ভূমি রীতিমত নীলাম দ্বারা তাহা আদায় করিয়া লওয়া যাইবে এবং বাকীপড়া ভূমি দ্বারা সম্যক দাবি আদায় না হইলে, বন্দোবস্তগ্রহীতার স্বনামী বিনামি অন্যান্য স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক নীলাম দ্বারা বাকী রাজস্ব ইত্যাদি সরকারী প্রাপ্য আদায় করা যাইতে পারিবে।

৭। প্রতিবার বন্দোবস্তের ম্যাদ অতীতে পুনর্ব্বন্দোবস্ত সময়ে চৌহদ্দির অন্তর্গত ভূমি বন্দোবস্তগ্রহীতার ব্যয়ে জরিপ করান হইবে। •সরকারের প্রয়োজনে সরকারী ব্যয়ে বন্দোবস্তের ম্যাদ মধ্যেও জরিপ হইতে পারিবে। জরিপে চৌহদ্দি মধ্যে জমির পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি হইলে নির্দ্ধারিত নিরেখে তদনুসারে জমা হ্রাস বা বৃদ্ধি হইবে এবং বৃদ্ধি ভূমির নিমিত্ত নির্দ্ধারিত হারে (এক বৎসরের জমা পরিমাণ) নজর প্রদান করিতে হইবে।

৮। বন্দোবস্তের অন্তর্গত চৌহদ্দির বাহিরে পূর্ব্বোক্তরূপ প্রচলিত নলে জরিপ তদন্তমূলে খাসের ভূমি বন্দোবস্তগ্রহীতার দখলে থাকা সাবস্ত্য হইলে, ঐ অতিরিক্ত দখলীয় ভূমি দখলকালের ওয়াশীলাতসহ খাস দখলে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য থাকিবে।

৯। বন্দোবস্তকৃত ভূমির সীমানা সরহদ্দ বহাল রাখিতে এবং সরকারে যখন যে কাগজ তলব ও দাখিল করিতে আদেশ হয়, তাহা নিরাপত্তিতে উপযুক্ত সময়ে দাখিল ও তামিল করিতে বন্দোবস্তগ্রহীতা বাধ্য থাকিবে।

১০। চুরি, ডাকাইতি, খুন ইত্যাদি পুলিশ ধর্ত্তব্য কোন গুরুতর ঘটনা উপস্থিত হইলে, প্রচলিত আইনমতে পুলিশে ও ফৌজদারী আদালতে এতলা দেওয়া বন্দোবস্তগ্রহীতার কর্ত্তব্য হইবে। এতৎসম্বন্ধে ত্রুটি বা শৈথিল্য করিলে তজ্জন্য জওয়াবদেহি হইতে হইবে।

১১। বন্দোবস্তগ্রহীতা বন্দোবস্তের অন্তর্গত স্থানে এমারত প্রস্তুত এবং স্থানের উন্নতিকল্পে খনন ভরট করিতে পারিবে।

১২। বন্দোবস্তকৃত ভূমির ফৌত, ফেরার, ধলট, পতিত, লাভ, লোকসান বন্দোবস্তকারীর জেম্বা, সরকারের সহিত তদ্বিষয়ে কোনরূপ সম্বন্ধ থাকিবে না।

১৩। রাজস্ব বিভাগ কিম্বা তাহার স্থলবর্ত্তী আফিসের লিখিত অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত বন্দোবস্তের অন্তর্গত ভূমি বা তাহার কোন অংশ দান, বিক্রয় বা অন্য প্রকারের হস্তান্তর করিতে, অথবা চা-বাগানের অংশীস্বরূপ কাহাকেও গ্রহণ করিতে, অথবা চা-বাগান প্রস্তুত জন্য বন্দোবস্তী ভূমি বা তাহার কোন অংশের বন্দোবস্ত প্রদান করা যাইতে পারিবে না।

১৪। বন্দোবস্ত মঞ্জুরের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে চা-বাগানের কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। তাহা না করিলে বন্দোবস্ত রহিতক্রমে ভূমি অন্যত্র পত্তন করা যাইতে পারিবে। এরূপস্থলে নজর বাবত দাখিলী টাকা জব্দ হইবে।

১৫। প্রধানতঃ চা-বাগান প্রস্তুতের নিমিত্ত ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। ন্যূনকল্পে একচতুর্থাংশ পরিমাণ ভূমিতে চা-রোপণ করিয়া, অবশিষ্ট ভূমির কোন কোন অংশে অন্য শস্য উৎপাদন সম্বন্ধে সরকার হইতে আপত্তি করা হইবে না। বন্দোবস্তের প্রথম সন হইতে চা-বাগানের কার্য্যে নিয়োজিত রেজিষ্ট্রীভুক্ত প্রত্যেক কুলির নিমিত্ত ./. এক কাণি পরিমাণ ভূমিতে ধান্য উৎপাদন করা যাইতে পারিবে।

১৬। বন্দোবস্তের অন্তর্গত ভূমিতে খনিজ পদার্থ, প্রোথিত ধন, বা প্রাচীন কীর্ত্তি থাকিলে, তাহাতে সর্ব্বতো-ভাবে সরকারের অধিকার থাকিবে। বন্দোবস্তের অন্তর্গত স্থানের বলিয়া তৎপ্রতি বন্দোবস্তগ্রহীতা দাবি করিতে পারিবে না।

১৭। বনবিভাগের বৃক্ষাদি কর্ত্তন ও রপ্তানী বিষয়ক ১৩২৩ সনের নিয়মাবলী অনুসারে যে ৩১ জাতীয় বৃক্ষ বর্ত্তমান সময়ে নিষিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত আছে এবং ভবিষ্যতে যাহা নিষিদ্ধ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইবে, বন্দোবস্তের অন্তর্গত স্থানে তজ্জাতীয় কোন বৃক্ষ থাকিলে সংসৃষ্ট বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের লিখিত অনুমতি গ্রহণ এবং নির্দ্ধারিত মূল্য ও শুল্কপ্রদান ব্যতীত ঐ সকল বৃক্ষ বন্দোবস্তগ্রহীতা স্বতঃ পরতঃ ছেদন, বিক্রয় কিম্বা ব্যবহার করিতে পারিবে না। চা-বৃক্ষে ছায়া প্রদান জন্য এতজ্জাতীয় কোন বৃক্ষ উৎপাদন বা তাহা কর্ত্তন ও রপ্তানী করিতে হইলে তৎসম্বন্ধে সরকারের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। বিনানুমতিতে কোনও নিষিদ্ধ জাতীয় বৃক্ষ উৎপাদন করা যাইতে পারিবে না। অন্য বনজবস্তু সম্বন্ধে প্রচলিত রীতি ও নিয়ম পালন করিতে বন্দোবস্তকারী বাধ্য থাকিবে।

প্রত্যেক নির্দ্দিষ্ট ব্লক মধ্যে যত নিষিদ্ধ বৃক্ষ পতিত হইবে, আবাদ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই তাহার মূল্য ও শুল্ক (Valuation and Duty) দাখিল করিতে হইবে। উক্ত ব্লকের ভূমি আবাদ হওয়ার পর অন্য ব্লকস্থিত ভূমি আবাদ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ক্রমে উক্তরূপ টাকা দাখিল করিতে বন্দোবস্তকারী বাধ্য থাকিবে।

১৮। সরকারের এবং সাধারণের ব্যবহারার্থ বন্দোবস্তকৃত সমগ্র ভূমির উত্তর হইতে দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত একটি, এবং পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত একটি গাড়ী চলাচলের উপযুক্ত রাস্তা নির্ম্মাণের স্থান বিনা ক্ষতিপূরণে ছাড়িয়া দিতে বন্দোবস্তকারী বাধ্য থাকিবে। এই স্থানের পরিসর বন্দোবস্ত প্রদানকালে সাব্যস্ত করা যাইবে।

১৯। চা-বাগান ও তদন্তর্গত ভূমি সম্বন্ধে বর্ত্তমান সময়ে যে সকল নিয়ম প্রচলিত আছে এবং ভবিষ্যতে যে সকল আইন বা নিয়ম প্রচলন হইবে, বন্দোবস্তগ্রহীতা ও তাহার স্থলবর্ত্তীগণ তাহা পালন করিতে বাধ্য থাকিবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত,
সেরেস্তাদার।

শ্রীবিজয়কুমার সেন,
দেওয়ান।

কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ও বন

ভূমির পরিমাণ ফল নির্দ্ধারণ সম্বন্ধীয় তালিকা

একরকে বিঘা কাঠা কিম্বা দ্রোণ কাণিতে পরিবর্ত্তিত করিলে যে পরিমাণ ভূমি সাব্যস্ত হইবে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদান করা হইল;—

একর।	বিঘা কাঠা।	দ্রোণ কাণি।
১	৩৴৷৷	৵১০৷৴৴
২	৬৴১	৷৴.৸৴
৩	৯৴১৷৷	৷৶১১৷
৪	১২৴২	৷৷৵১৷৷৴৴
৫	১৫৴২৷৷	৸ ১২৴
৬	১৮৴৩	৸৶২৷৷
৭	২১৴৩৷৷	১৴১২৸৴৴
৮	২৪৴৪	১৷৩৷৴
৯	২৭৴৪৷৷	১৷৵১৩৸
১০	৩০৷.	১৷৷৴৪৴৴
১১	৩৩৷.৷৷	১৷৷৶১৪৷৷৴
১২	৩৬৷১	১৸৵৫
১৩	৩৯৷১৷৷	২(১৫৷৴৴
১৪	৪২৷২	২৶৫৸৴
১৫	৪৫৷২৷৷	২৷৴১৬৷
১৬	৪৮৷৩	২৷৷৬৷৷৴৴
১৭	৫১৷৩৷৷	২৷৷৵১৭৴
১৮	৫৪৷৪	২৸৴৭৷৷
১৯	৫৭৷৪৷৷	২৸৶১৭৸৴৴
২০	৬০৷৷.	৩৵(৮৷৴
২১	৬৩৷৷.৷৷	৩৷১৮৸
২২	৬৬৷৷১	৩৷৶৯৴৴
২৩	৬৯৷৷১৷৷	৩৷৷৴১৯৷৷৴
২৪	৭২৷৷২	৩৸১০
২৫	৭৫৷৷২৷৷	৩৸৴.৷৴৴

২৫ একর পর্য্যন্তের হিসাব প্রদান করা হইল; তদূর্দ্ধ যত একরে যত বিঘা কিম্বা যত দ্রোণ ভূমি সাব্যস্ত হইবে, ইহার সাহায্যে তাহা নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারিবে।

স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের ১৩২১ ত্রিং হইতে ১৩২৫ ত্রিং পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরের বৃষ্টিপাতের বিভাগওয়ারী তালিকা

সন	বিভাগের নাম	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কাত্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র	মোট	মন্তব্য
	সদর	১৪.৩৬	৩২.৮৫	১০.৮৪	১২.৮৮	৫.৫৩	১১.১২	.৫০	০	০	.০৯	৪.৫৬	৫.৫০	৯৮.২৩	খোয়াই বিভাগের মাসিক রিটার্ণগুলি নষ্ট হইয়া যাওয়ায় প্রতি মাসের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দর্শাইবার সুবিধা ঘটিল না, বৎসরের মোট অঙ্ক প্রদান করা হইল।
	কৈলাসহর	২৩.৯১	২৪.৪৮	৬.২৬	২০.৫	১২.৯৮	১৮.৪৮	০	০	০	২.১২	২.৪৪	৪.৬	১১৫.৭৭	
	সোণামুড়া	১১.১৮	১৮.৫৪	১৭.৬৭	১৩.৮২	১৫.৩০	৭.২০	.২১	.৪১	০	০	৩.৮২	৪.৩৪	৯২.৪৯	
	বিলনীয়া	৯.১২	২৬.৪২	১৮.৯৩	২০.৬৫	১১.৭৬	১৩.৭৯	০	.৩৪	০	০	২.১৩	২.৯৪	১০৬.০৮	
১৩২১ ত্রিং	খোয়াই	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১৪৪.১৭	
	ধর্ম্মনগর	২৩.৪৩	১৭.৫৫	১২.০৬	২২.৬৭	১৩.২৬	৮.৪৫	০	.০৫	০	১.৮০	৩.৮৬	৭.২৯	১১০.৪২	
	উদয়পুর	১৫.৫৫	৪০.২১	২০.৯৫	২১.৭৪	১০.৮৪	১৪.১৪	.২৫	০	০	০	৩.১৩	৩.৬৬	১৩০.৪৭	
	সাবরুম	৭.৩১	২৮.২১	১৪.৪০	১৫.৭০	৭.৩৮	১২.৯৮	০	০	০	.৫৭	৪.৫৭	২.৪৮	৯৩.৬০	
	সদর	১৩.২৩	১০.৭৩	১৫.৮৭	৬.০৬	১৩.৭২	২.৬৬	২.৩৪	০	০	০	২.৪৩	৪.৩৪	৭২.৩৮	
	কৈলাসহর	১৫.৪৪	১১.৫৭	১৪.৩৫	৭.৩৭	৬.৪৫	৫.১৯	১.৮৫	০	০	০	৬.৯২	৫.৪৬	৭৪.৬০	
	সোণামুড়া	১৭.১১	৭.৩৭	৩০.০৩	৯.২৭	১৩.৩২	২.২৮	৪.১৯	.৩৬	০	০	১.৬৯	৯.০৬	৯৪.৬৮	
	বিলনীয়া	১৫.৮৭	১৫.৩৮	২২.৭৫	৮.৬৭	২১.১৮	৬.১৬	৩.৭৭	.১২	০	০	২.৫৮	৩.৪৪	৯৯.৯২	
১৩২২ ত্রিং	খোয়াই	১১.৬৬	১১.৯৯	১৫.২৭	১৩.৯৮	১৪.০৬	৬.৯৭	২.৫০	০	০	০	৪.১৬	৭.০৬	৯৬.৬৫	
	ধর্ম্মনগর	২৪.২১	২০.৭৭	১৮.৯২	১৪.৭৩	১০.৯২	১৫.৮৮	৪.১৮	০	০	.১০	৭.১০	১০.৮৯	১২৭.৭৩	
	উদয়পুর	১৯.৬	১৩০.৭	১৮.৫৮	১১.১২	১৫.৭৫	২৩.০৬	৩.৩০	.৬০	০	০	২.০২	৬.২৯	১১৩.৩৯	
	সাবরুম	৮.৯৭	৬.৪৮	১৭.৮৫	১৫.৩৮	১৯.০৭	১৩.৯১	৬.৬০	০	০	০	১.৫৩	৫.০৯	৯৪.৮৮	
	সদর	২.৩৭	২৬.৮৫	২৩.৬৫	১১.৯৭	৮.০১	৮.১৮	.০৯	১.১১	০	১.২৯	১৪.০৬	২.২৬	৯৯.৮৪	
	কৈলাসহর	৪.৯৭	১৬.৬১	২০.৫৯	৬.৫৮	১০.২৪	২.৪০	০	.১২	.৪৮	.৪০	৯.৭২	২.২৪	৭৪.৩৪	
	সোণামুড়া	.৯৩	২৮.৪৩	১৭.২৪	১৬.০২	১০.৫৭	১৭.১৫	.৬০	০	০	০	৬.৫২	০	৯৭.৪৬	
	বিলনীয়া	.৭৯	৩৮.৮২	১৯.২৬	২০.৩৮	৮.৭৪	৯.২২	.০৮	১.১৬	.০৪	.০৫	৬.৬২	২.৬৭	১০৭.৮৩	
১৩২৩ ত্রিং	খোয়াই	৪.৫৫	২৫.৮৬	২৮.৮৮	৯.৬৪	৬.১৪	৫.১৭	.২৯	১.১২	০	১.৯৮	১২.৪৬	২.৮১	৯৮.৯০	
	ধর্ম্মনগর	৫.০৯	২৮.১০	৩৫.৭১	১০.০৮	১৩.০০	৭.৭৬	১.০৪	২.৯০	.৫০	.২৮	১২.৯৭	৪.৮১	১২২.২৪	
	উদয়পুর	২.১২	৪৫.৮৫	২৯.০৬	২৮.৭১	৩৫.৩	২০.৫	১.৫	১.	০	২.৪	১৫.৪০	৩.২০	১৮৫.০৪	
	সাবরুম	১.৭৫	৫২.৫৪	২৫.১৭	২২.৭০	১৩.২৩	১৫.২৩	.৪৯	১.৫	২.১১	০	১০.৯১	২.৬০	১৪৮.২৪	

	সদর	১৬.৮৩	১৩.৮৪	১১.৬২	৯.২৪	৯.৮৯	৮.৩৯	.০৫	০	১.৭৭	.৯৩	.৯৩	১০.৬৫	৯২.১৪
	কৈলাসহর	১২.৬৭	৯.৬০	৬.৯০	৯.৪১	৮.৫৪	৫.১২	.৫৫	০	১.৫০	.৮৩	১.২৬	৭.৭৩	৬৪.১১
	সোণামুড়া	১৩.৭৭	১৩.১২	১১.৬৯	১০.৫৭	৮.৫২	৩.৯৫	০	০	৩.২৪	.৩১	১.০৪	৭.৬৯	৮১.৯০
	বিলনীয়া	৯.৭৯	১০.৮৯	২২.৬৪	১৬.১৬	১২.০১	১০.২৬	০	.১৮	২.৩৬	.১৭	১.২৭	৪.১৩	৮৯.৮৬
১৩২৪ ত্রিং	খোয়াই	২৫.৬৪	১৮.৪৯	১৬.৯৭	১৮.৮২	১৪.০১	৫.৮৮	০	০	২.০৫	.৬৫	০	৮.৩৬	১১০.৮৭
	ধর্ম্মনগর	১৮.৫৭	১৭.৮১	১৭.৩৫	১৪.৩৬	১২.০৩	৯.৯৩	০	.২	১.৩৯	১.	৩.৪০	১৫.১৪	১১১.১৮
	উদয়পুর	১৬.৫৯	৮.৭	১৬.৮	৩.৯	৮.৮	৮.৬	০	০	১.৫	.৬	০	৫.৯৪	৭১.৪৩
	সাবরুম	১১.৬৮	১৪.৩০	১৬.২৮	২২.৫১	১১.৪৪	১২.৫২	০	০	৫.৫০	০	০	৯.২৫	১০৩.৪৮

	সদব	৫.৯৬	৪২.	৮.২৯	১৮.৫৩	১২.৪৩	১৩.১৬	৩.০২	০	০	০	.৯২	৮.৪০	১১২.৭১
	কৈলাসহর	৮.৬৯	৩০.৯৫	২০.৭৬	৮.৫০	৪.০৯	২.১৬	১.৬৫	০	০	.৬৫	.৩৪	১৪.১৫	৯১.৯৪
	সোণামুড়া	৭.০৯	৩৭.১৯	১৯.৫২	১২.২১	৭.৭৪	১৫.৬৮	১.৫৬	০	০	.৭০	৪.১১	১২.৮৫	১১৮.৬৫
	বিলনীয়া	৪.৭৬	২৫.৭০	২১.০৫	১৬.৯৪	৮.৯৩	১৬.৫০	৩.০৯	০	০	০	১.৪০	১৩.৩৯	১১১.৭৬
১৩২৫ ত্রিং	খোয়াই	৮.৭৬	৩৪.৮৮	১৯.৩৬	৯.	৪.২০	৯.৭১	২.৫২	০	০	০	.৩০	১২.৭৯	১০১.৫২
	ধর্ম্মনগর	৯.৮৪	৬৪.৪৭	৩৭.২৬	১৭.৬২	১০.১৯	৩.১৯	১.৩৯	.২০	০	.৫০	.৪৭	১৫.৮৭	১৬১.
	উদয়পুর	৮.২৬	৩৭.৩৫	১১.৯৭	১০.০৯	৭.০৬	২০.০১	১.৩	০	০	.৬৫	১.	১২.৭৮	১১০.৩৭
	সাবরুম	১১.৫১	২২.৬৯	৩৩.৯১	৩০.২৫	১১.৪৯	২৭.১০	৬.২৪	০	০	০	০	৯.৯১	১৫০.১০

নিদর্শন--২২

তিল কার্পাস ব্যবসায়ের উজান টোকা সম্বন্ধে নিয়মাবলী

১৩৩২ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ২০শে পৌষ

সারকুলার নং ২৪—তিল কার্পাসের উজান টোকা গ্রহণ করিবার পর, বর্ষমধ্যে কোন ব্যবসায়ী নূতন কর্ম্মচারী দ্বারা কারবার চালাইবার অনুমতি পাইবার প্রার্থনা করিলে, তৎসম্বন্ধীয় কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ জন্য উদয়পুর বিভাগীয় আফিস হইতে প্রস্তাব আগত হইয়াছে। তিল কার্পাস সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী এবং তদনুসৃতিতে প্রচারিত সারকুলার ইত্যাদি আলোচনায় এ বিষয়ে স্পষ্ট কোনও বিধান থাকা প্রকাশ পায় না। ব্যবসায়িগণের সুবিধাকল্পে এতৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়ম নির্দ্ধারণ করা যাইতেছে ;—

নিয়মাবলী

১। উজানটোকা গ্রহণ করিবার পর ব্যবসায়িগণ কারবারের কার্য্য পরিচালনার্থ বর্ষমধ্যে এক বা ততোধিকবার নূতন কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া উজান টোকা পাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবে।

২। উক্ত প্রয়োজনে যে ব্যক্তির নিমিত্ত উজান টোকা গ্রহণ করা আবশ্যক তাহার নাম, পিতার নাম, ও বাসস্থান ইত্যাদি সেমি কাগজে লিখিয়া বিভাগীয় অফিসে আবেদন করিতে হইবে।

৩। আবেদন পত্রে লিখিত কর্ম্মচারীর চরিত্রাদি বিষয়ে অনুসন্ধানের পর কোনরূপ বাধার কারণ না থাকিলে বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া উজান টোকা প্রদানের আদেশ করিবেন।

৪। প্রার্থনা মঞ্জুর হইবার পর, প্রার্থী উজান টোকার নির্দ্ধারিত ফিস চালান দ্বারা ট্রেজুরীতে দাখিল করিয়া নকল চালান নথির সামিল করিবার নিমিত্ত সংসৃষ্ট সেরেস্তায় উপস্থিত করিবে।

৫। ফিস দাখিল হইবার পর, আদেশের লিখিত কর্ম্মচারীর নিমিত্ত উজান টোকা প্রদান করিতে হইবে। উক্ত উজান টোকা বহির ক্রমিক নম্বর পড়িবে।

৬। প্রার্থীকে প্রথম যে উজান টোকা দেওয়া হইয়াছে, পরবর্ত্তী উজান টোকা তাহার অংশ বলিয়া গণ্য হইবে এবং শেষোক্ত উজান টোকার নিম্নভাগে, (ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের স্বাক্ষরের উপরে) লাল কালীর দ্বারা "এই উজান টোকা তারিখে প্রদত্ত নং উজান টোকার অংশস্বরূপ গণ্য হইবে" এইরূপ লিখিয়া দিতে হইবে, ইতি।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত, সেরেস্তাদার	A. Guha ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক	N. Ch. D. Varma মন্ত্রী

নিদর্শন—২৩

রাজ্যের হাতীখেদার দোয়ালসমূহ ইজারা বন্দোবস্ত সম্পর্কে বিজ্ঞাপন

বনকর বিভাগ

বিজ্ঞাপন

নিম্নোক্ত হস্তীখেদার দোয়ালগুলি[১] বর্ত্তমান ১৩৩৭ ত্রিপুরাব্দের জন্য এক বৎসর ম্যাদে ও অন্যান্য প্রচলিত সর্ত্তে ইজারা বন্দোবস্ত প্রদান করিতে হইবে। ডাকের দিন আগামী ১৩ই ভাদ্র ধার্য্য করা গেল। বন্দোবস্ত গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ ধার্য্য তারিখে পূর্ব্বাহ্নে ১২ ঘটিকার সময় এ আফিসে উপস্থিত হইয়া স্বয়ং অথবা উপযুক্ত প্রতিনিধি দ্বারা ডাক করিতে পারে। কোন আপত্তির কারণ না থাকিলে সর্ব্বোচ্চ ডাককারীর নামে ডাক বন্ধ করা হইবে। ডাক বন্ধ হওয়া মাত্র প্রত্যেক দোয়ালের জন্য ১,০০০৲ এক হাজার টাকা হিসাবে রেহান দাখিল করিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত এ আফিসে জানা যাইবে, ইতি। সন ১৩৩৭ ত্রিং, তারিখ ১৭ই আষাঢ়।

শ্রীকমলাপ্রসাদ দত্ত
ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক, বনকর বিভাগ

১। সাবরুম দোয়াল।
২। বিলোণীয়া দোয়াল।
৩। উদয়পুর দোয়াল।
৪। অমরসাগর দোয়াল।
৫। খোয়াই দোয়াল।
৬। ধলাই দোয়াল।
৭। মনু ও দেওগাঙ্গ দোয়াল।
৮। লঙ্গাই দোয়াল।

নিদর্শন—২৪

ব্যাঘ্র বধকারীদের পুরস্কার

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ

সার্কুলার নং ২৩

১৩১৬ ত্রিং সনের ৩৩ নং সারকুলারের বিধানমতে ব্যাঘ্র বধকারিগণকে ব্যাঘ্রের আয়তন অনুসারে ৩০৲, ২০৲, ১০৲ টাকা পুরস্কার প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই পুরস্কারের হার পরিবর্ত্তনক্রমে পার্শ্বের লিখিত হার নির্দ্দিষ্ট করা হইল। ব্যাঘ্রের চর্ম্ম, নখ ও দন্ত শ্রীশ্রীযুত সরকারে দাখিল সম্বন্ধে উক্ত সারকুলারের যে সমুদয় বিধান আছে তাহা প্রবল রহিল। বিভাগীয় আফিস হইতে প্রেরিত ব্যাঘ্র চর্ম্মের সহিত অনেক সময় নখ, দন্ত ও মস্তক আগত হওয়া দৃষ্ট হয় না। ঐগুলি ব্যাঘ্রচর্ম্মের সহিত এ আফিসে দাখিল না হইলে পুরস্কারের পরিমাণ হ্রাস করা হইবে।

১। বড় ব্যাঘ্র (লেজসহ ৬ হাত হইলে)—২৫৲
২। মধ্যম ব্যাঘ্র (লেজসহ ৫ হাত হইলে)—১৫৲
৩। ছোট ব্যাঘ্র (লেজসহ ৫ হাতের ন্যূন হইলে)—৫৲-১০৲

শ্রীকামিনীকুমার সিংহ
দেওয়ান, রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ

শ্রীকমলাপ্রসাদ দত্ত
ইনচার্জ, দেওয়ান শাসন
২২।১০।৪১ ত্রিং

এই আদেশ অমান্যকারীর প্রতি অধিক ১০০৲ একশত টাকা অর্থদণ্ড এবং তাহা অনাদায়ে অনধিক একমাস সশ্রম কারাদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারিবে ইতি সন ১৩৪ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ* ১১ই বৈশাখ।

---

*এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ১৯৭৩ সালের ২রা অক্টোবর হইতে ত্রিপুরা রাজ্যে বন্যজন্তু সংরক্ষণ সম্বন্ধীয় আইন প্রবর্তিত হইয়াছে। ত্রিপুরায় বন্যজন্তু সংরক্ষণ সম্বন্ধে আলোচ্য এই নিষেধাজ্ঞা ছাড়াও, রাজ্যে হস্তীর ন্যায় গণ্ডার শিকার নিষিদ্ধ ছিল (নিদর্শন—১৩১৫ ত্রিং তারিখের ২৮ আশ্বিন তারিখের সার্কুলার)। এতদ্ব্যতীত, ১৩১৬ সালের ৩৩ নং সার্কুলারের বিধানমতে এবং ১৩৪১ ত্রিং সনের ২২শে মাঘ তারিখের সার্কুলার দ্বারা নিধনযোগ্য ঘোষিত ব্যাঘ্র বধের পুরস্কারও নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

নিদর্শন—৩০

সংরক্ষিত বন এবং বন গঠন সম্বন্ধে ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক নিয়োগ

নং ১৫২

B. B. K. Manikya
19.7.48.

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা মাণিক্য বাহাদুর এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, সন ১৩৪৮ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ১৯শে কার্ত্তিক।

কুমার শ্রীলশ্রীমান নন্দলাল দেববর্ম্মা বাহাদুরকে এতদ্বারা এ রাজ্যের বনকর সংসৃষ্ট রক্ষিত বন (Reserved forest) এবং বন-গঠন (Plantation and aforestation) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক নিযুক্ত করা যায়, ইতি।

নিদর্শন—৩১

বহিরাগত গোচারণের উপর ঘাসুরী কর ধার্য্য করা সম্বন্ধে

নং ১৯৫

B. B. K. Manikya
9.2.49

আদেশ

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর, কে,সি,এস,আই, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি সন ১৩৪৯ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ৯ই জ্যৈষ্ঠ।

যেহেতু বৃটিশ এলাকা হইতে প্রতি বৎসর ব্রিটিশবাসী বহু ব্যক্তি গোচারণ উদ্দেশ্যে বহু সংখ্যক গো এরাজ্যে আনয়ন করিয়া থাকে বিধায় এই শ্রেণীর পশুর উপর ঘাসুরী কর ধার্য্য করা সম্পর্কে মন্ত্রী পরিষদের ৮।২।৪৯ ত্রিং তারিখের ২৫ নং প্রস্তাব আলোচনায় ও রাজ্যের স্বার্থ রক্ষার্থ ঐ শ্রেণীর পশুর ঘাসুরী কর

আদায়ে পাশ গ্রহণে এরাজ্যে পশু চরাইতে কিম্বা ব্যবহার করিতে পারিবে বলিয়া বিধান করা সঙ্গত বিবেচিত হইতেছে, অতএব মন্ত্রী পরিষদের উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে

আদেশ হইল যে—

এতৎ সংশ্রবে এরাজ্যে উপরিউক্ত প্রকার গোচারণ জন্য নিম্নলিখিত হারে ঘাসুরী কর প্রদান করিতে হইবে।

১। প্রতি গরুর নিমিত্ত বার্ষিক ॥. আনা। এই কর আদায় পাশ গ্রহণ, অপরাধ ও দণ্ড এবং অপরাধের বিচার ইত্যাদি সংসৃষ্ট বিষয় সমূহ সম্পর্কে এরাজ্যের হস্তি ও মহিষের ঘাসুরী কর গ্রহণ করা বিষয়ক ১৩২৯ ত্রিপুরাব্দের ও আইনের যাবতীয় বিধান প্রযোজ্য হইবে। কেবলমাত্র উক্ত আইনের যে যে স্থলে রাজস্ব বিভাগে বা রাজস্ব বিভাগের করণীয় বলিয়া বিহিত আছে তত্তৎস্থলে বনকর বিভাগে বা বনকর বিভাগের তাহা করণীয় হইবে।

বনকর বিভাগ বিশেষ বা সাধারণ আদেশ দ্বারা কোনও এলাকার বা কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণী বিশেষের বা সর্ব্বশ্রেণীর করযোগ্য পশুকর বর্জ্জিত রাখিতে পারিবে। বনকর বিভাগের এবম্প্রকার আদেশে কর বর্জ্জিত পশুর মালিককে উল্লিখিত আইনের ৮ ও ৯ ক) ধারার বিধানানুসারে ৵ দুই আনা ষ্ট্যাম্পে রীতিমত আবেদন করিয়া বিনা করে পশু চরাইবার পাশ গ্রহণ করিতে হইবে।

এই আদেশ ষ্টেট গেজেটে প্রচারের তারিখ হইতে এরাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচারিত ও প্রবল গণ্য হইবে। কার্য্য পরিচালনের সুবিধার্থ বনকর বিভাগে ষ্টেট গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রচারপূর্ব্বক এই আদেশের অবিরোধী নিয়ম ও কর্ম্ম ইত্যাদি প্রচলন পরিবর্ত্তন ও রহিত করিতে পারিবেন এবং ষ্টেট গেজেটে প্রচারের তারিখ হইতে তাহা প্রবল গণ্য হইবে।

নিদর্শন—৩২

সংরক্ষিত বনাঞ্চলের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রজাগণকে শিক্ষিত করা

B. B. K. Manikya

আদেশ

দরবার বিষম সমর বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি কাপ্টেন হিজ্ হাইনেস মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর কে সি এস আই এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি, সন ১৩৪৯ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ১৫ই ফাল্গুন।

বিভিন্ন স্থানসমূহে যে সকল ফরেষ্ট রিজার্ভ হইয়াছে, তৎসমুদয় স্থানের বাসিন্দাগণের নিকট হইতে অনেক আবেদন ইতিমধ্যে এপক্ষ সমীপে আগত হইয়াছে, এতৎকারণে মনে হয় যে উক্ত বাসিন্দাগণ রিজার্ভের প্রয়োজনীয়তা ঠিক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

অতএব এপক্ষ ইচ্ছা করেন যে আগামী চৈত্র মাসের মধ্যে কুমার শ্রীলশ্রীমান নন্দলাল দেববর্ম্মা (ফরেষ্ট বিভাগের) ও ঠাকুর শ্রীযুত হরচন্দ্র দেববর্ম্মা উপরোক্ত রিজার্ভ স্থানসমূহে গিয়া বাসিন্দাগণকে রিজার্ভের প্রয়োজনীতা ও গুরুত্ব বুঝাইবেন এবং স্থান বিশেষে রিজার্ভের সীমানা প্রয়োজনমতে পরিবর্ত্তন করিবেন, ইতি।

নির্দর্শন--৩৩

হাতী নিলামী সার্টিফিকেট

স্বাধীন ত্রিপুরা

কৈলাসহর বিভাগীয় আফিস

হাতী নিলামী সার্টিফিকেট

১। ক্রমিক নম্বর—২৪
২। যে দোয়ালের খেদায় ধৃত--মনু
৩। খেদার সন—১৩৫০ ত্রিং
৪। আয়নার নম্বর--৪৯ বারে ধৃত ৩৯ হাতী
৫। হাতীর নাম—লীলাবতী মিয়ানী
৬। হাতীর উচ্চতা--৫ ফুট ২ ইঞ্চি
৭। হাতীর হুলিয়া—ছম্বনা পিঠ, পুরা লেজ ১৬ নল।
৮। হাতীর নিলামী মূল্য মং ৪৯০, চারিশত নব্বই টাকা
৯। ক্রেতার নাম ধাম--মান্যবর রাজা শ্রীযুত রাণা বোধজঙ্গ বাহাদুর সাং আগরতলা।
১০। নীলামী ডাক বন্ধের তারিখ--৭।১।৫১ ত্রিং
১১। নীলামী সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ—২০।১।৫১ ত্রিং

স্বাঃ অস্পষ্ট
মোহরের

স্বাঃ অস্পষ্ট
সেরেস্তাদার

স্বাঃ অস্পষ্ট
ডিভিসন্যাল অফিসার

নির্দর্শন--৩৪

পার্বত্য প্রজাদের মধ্যে কৃষি ও বস্ত্রশিল্প উৎপাদনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহ প্রদান

শ্রীবীরবিক্রম মাণিক্য

আদেশ

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি মেজর হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর, কে, সি, এস্, আই, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি সন ১৩৫২ ত্রিপুরাব্দ, তাং ২৫শে চৈত্র।

এতদ্বারা মণ্ডলসমূহের সর্দ্দার ও প্রজাগণকে আদেশ করা যায় যে বর্ত্তমানে যুদ্ধের দরুন বিদেশজাত দ্রব্যাদির আমদানীতে নানা প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হওয়াতে নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক বস্তু দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্ম্মূল্য হইয়াছে বিধায় এই সময় জুমিয়া ও কৃষক প্রজাগণ সর্ব্ববিধায় আত্মনির্ভরশীল হইয়া প্রচুর কৃষিজাত দ্রব্যাদি সহ নিজেদের সূতায় উৎপন্ন পাছড়া প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিবে। প্রত্যেক মণ্ডল ২ হাত পাশে এবং ১০ হাত লম্বায় ২০টি হিসাবে পাছড়া আগামী ৩০শে কার্ত্তিক মধ্যে তাহাদের অধ্যক্ষগণের নিকট নগদ মূল্য গ্রহণে বুঝাইয়া দিবে। এইরূপ প্রত্যেক পাছড়ার মূল্য ২।। আড়াই টাকা হারে পাইবে ইতি।

নিদর্শন—৩৫

ভোগ্যপণ্যের (ডাল, মুদিয়ান জিনিস, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি) সরকার নির্দ্ধারিত মূল্য তালিকা

নং ৩০৬

ত্রিপুরা রাজ্য

রাজধানী আগরতলা
ফুড্ কন্‌ট্রোল কমিটি

মহামান্য মন্ত্রী পরিষদের ২৮।৪।৫৪ ত্রিং তারিখের সপ্তদশ অধিবেশনের ২নং নির্দ্ধারণের অনুবলে গঠিত ফুড্ কন্‌ট্রোল কমিটি কর্ত্তৃক ৩।৫।৫৪ ত্রিং তারিখের সভায় খাদ্যবস্তুর নিম্নলিখিত মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে; আগামী ৭ই ভাদ্র হইতে দ্বিরাদেশতরে এই মূল্য আগরতলা টাউনে বলবৎ থাকিবে। নির্দ্ধারিত মূল্যের ব্যতিক্রমকারী ভারত রক্ষা আইনের বিধান অনুযায়ী দণ্ডনীয় হইবে, ইতি। ৩।৫।৫৪ ত্রিং

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র রায়
সেক্রেটারী

শ্রীরাণা বোধজঙ্গ
সভাপতি

ক্রমিক নম্বর	দ্রব্যের নাম	প্রতি মণের পাইকারী দর	খুচরা দর প্রতি সের		মন্তব্য
১।	কাচা মুগ ডাইল	২৮।.	৸.	বার আনা	
২।	বুট ডাইল	১৬॥.	।৶	সাত আনা	
৩।	মসুরী	৩২॥.	৸৴.	তের আনা	
৪।	খেসারী	১৩৲	।৴.	পাঁচ আনা	
৫।	অরহর	২২৲	॥৴.	নয় আনা	
৬।	মটর	১৭॥.	।৶.	সাত আনা	
৭।	মাসকালাই	১০৲	।.	চার আনা	
৮।	আস্তা বুট	১০৲ হইতে ১৫৲	।.	চারি আনা দেশী	
			।৵.	ছয় আনা পাটনাই	
৯।	আস্তা মটর	১৫।.	।৵.	ছয় আনা	
১০।	আস্তা মুগ				
	(ক) কাচি মুগ	২১।.	॥৴.	নয় আনা	
	(খ) সোনা মুগ	২৮৲	৸.	বার আনা	
১১।	হলুদ				
	(ক) দেশী	২০৲	॥.	আট আনা	
	(খ) পাটনাই	২১॥.	॥৴.	নয় আনা	
১২।	লংকা মরিচ				
	(ক) দেশী	১৯॥.	॥.	আট আনা	
	(খ) পাটনাই	২৭॥.	॥৶.	এগার আনা	
১৩।	গোল মরিচ	৫০৲	১।.	এক টাকা চারি আনা	
১৪।	জিরা	৬১৲	১॥৴.	এক টাকা নয় আনা	
১৫।	কালীজিরা	৩০৲	৸.	বার আনা	
১৬।	মৌরী	৩৩৲	৸৴.	তের আনা	

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

ক্রমিক নম্বর	দ্রব্যের নাম	প্রতি মণ পাইকারী দর	খুচরা দর প্রতি সের		মন্তব্য
১৭।	মেথী	২৮৲	৸.	বার আনা	
১৮।	পেঁয়াজ	২০৲	॥.	আট আনা	
১৯।	রসুন	২০৲	॥.	আটা আনা	
২০।	সরিষার তৈল	৬৪৲	১॥৵.	এক টাকা দশ আনা	
২১।	তিল তৈল	৪৮৲	১।.	এক টাকা চারি আনা	
২২।	নারিকেল তৈল	৬৭৲	১॥৶.	এক টাকা এগার আনা	
২৩।	রেড়ী তৈল	৫০৲	১।.	এক টাকা চারি আনা	
২৪।	রাব	৮॥.	।.	চারি আনা	
২৫।	(ক) তামাক	৮০৲	২৲	দুই টাকা	
	(খ) মাখা তামাক	৬০৲	১॥.	দেড় টাকা	
২৬।	(ক) সুপারী	৫৫৲	১৵.	এক টাকা দুই আনা	
	(খ) কাটা সুপারী	৬০৲	১॥.	দেড় টাকা	
২৭।	খয়ার				
	(ক) মঘাই		১০৲	দশ টাকা	
	(খ) জনকপুরী		৬৲	ছয় টাকা	
২৮।	চুণ	১২॥.	।৴.	পাঁচ আনা	
২৯।	বাংলা সাবান	৪০৲	১৲	এক টাকা	
৩০।	সাগু		৫৲	পাঁচ টাকা	
৩১।	(ক) বার্লি	৯০৲	২।.	দুই টাকা চারি আনা	
	(খ) শটী ফুড	৫৭॥.	১।৶.	এক টাকা সাত আনা	
৩২।	গুর (উত্তম)	২২॥.	॥৴.	নয় আনা	
৩৩।	লবণ		।৶.	সাত আনা	
৩৪।	আটা		।৶.	সাত আনা	
	(ক) ময়দা		॥৴.	নয় আনা	
৩৫।	বেশন		॥.	আট আনা	
৩৬।	ছাতু (গম)		॥৵.	দশ আনা	
৩৭।	চিরা (আউস)	১০৲	।.	চারি আনা	
	চিরা (পৌষ)	১২॥.	।৴.	পাঁচ আনা	

ক্রমিক নম্বর	দ্রব্যের নাম	প্রতি সের	
১।	(ক) ঘি, মাখন দাগা ঘি	৫॥.	পাঁচ টাকা আট আনা
	(খ) ঐ মধ্যম দাগা ঘি	৪৲	চারি টাকা
২।	খাটি দুগ্ধ		
	পূর্ব্বাহ্নে ১২ টা পর্য্যন্ত	।৶.	সাত আনা
	ঐ অপরাহ্নে	।৴.	পাঁচ আনা
৩।	ছানা	২৲	দুই টাকা
৪।	ক্ষীর	১॥.	দেড় টাকা
৫।	(ক) মাখন (খাটি গব্য)	২৸.	দুই টাকা বার আনা
	(খ) ঐ ভৈষা	২৲	দুই টাকা
৬।	উৎকৃষ্ট দধি (প্যাকা মাপ)	প্রতি মণ ২২॥.	বাইশ টাকা আট আনা।

নিদর্শন—৩৬

ভোগ্যপণ্যের (মাছ, মাংস, সব্জী, তৈল প্রভৃতি) সরকার নির্ধারিত মূল্য তালিকা

ত্রিপুরা রাজ্য

রাজধানী আগরতলা
ফুড্ কন্ট্রোল কমিটি

মহামান্য মন্ত্রী পরিষদের ২৮।৪।৫৪ ত্রিং তারিখের সপ্তদশ অধিবেশনের ২নং নির্দ্ধারণের অনুবলে গঠিত ফুড্ কন্ট্রোল কমিটি কর্ত্তৃক ৩।৫।৫৪ ত্রিং তারিখের সভায় খাদ্যবস্তুর নিম্নলিখিত মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে; আগামী ৭ই ভাদ্র হইতে দ্বিরাদেশতরে এই মূল্য আগরতলা টাউনে বলবৎ থাকিবে। নির্দ্ধারিত মূল্যের ব্যতিক্রমকারী ভারত রক্ষা আইনের বিধান অনুযায়ী দণ্ডনীয় হইবে, ইতি। ৩।৫।৫৪ ত্রিং

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র রায়,
সেক্রেটারী

শ্রীরাণা বোধজঙ্গ
সভাপতি

ক্রমিক নম্বর		দ্রব্যের নাম	প্রতি সেরে দাম	প্রতি মণ	মন্তব্য
১।	(ক)	রুহি, কাতল, চিতল, বড় ইচা	১৷৷. এক টাকা আট আনা		সর্ব্বপ্রকার মাছ, মাংস, সাক সব্জী, ইত্যাদি ৮০ তোলা হিসাবে সের বিক্রয় করিতে হইবে।
	(খ)	মৃগেল, আহির, কালীবাউস, নান্দিল	১৷৶. এক টাকা ছয় আনা		
	(গ)	ইলিশ, শৌল, বোয়াল, গজার	১৷. এক টাকা চারি আনা		
২।		জীবিত মাছ—			
		কৈ, মাগুর, সিং, লাটি	১৷. এক টাকা চারি আনা		
৩।		ছোট মাছ	৸. আনা হইতে ১৲ এক টাকা		
৪।		শুট্কী—			
	(ক)	সিদল (উত্তম)	২৲ দুই টাকা		
	(খ)	অন্যান্য শুট্কী	২৲ দুই টাকা		
	(গ)	লোনা ইলিশ	১৷৷. দেড় টাকা হইতে ২৲ দুই টাকা		

ক্রমিক নম্বর	দ্রব্যের নাম		প্রতি সের	
১।	বেগুন		৶.	তিন আনা
২।	ঢেঁড়শ		।.	চারি আনা
৩।	কাকরল		।৶.	আনা
৪।	গোল আলু			
	(ক) দেশী		।. হইতে ।৶.	(চারি আনা হইতে ছয় আনা)
	(খ) নাইনীতাল		॥. হইতে ॥৶.	(আট আনা হইতে দশ আনা)
৫।	ঝিঙ্গা		৶.	দুই আনা
৬।	পটল		॥৶.	দশ আনা
৭।	করলা, উচ্তে (উত্তম)		।/.	পাঁচ আনা
৮।	লাউ, চালকুমড়া, মিষ্টিকুমড়া		/.	এক আনা
৯।	আদা		॥৶.	দশ আনা
১০।	কাঁচা মরিচ		।৶.	ছয় আনা
১১।	কাঁচা কলা	প্রতি হালি	/.	এক আনা
১২।	দারুচিনি	প্রতি তোলা	৶.	দুই আনা
১৩।	লবঙ্গ	,,	/.	এক আনা
১৪।	এলাচি	,,	৶.	দুই আনা

ক্রমিক নম্বর	দ্রব্যের নাম	
১।	মাংস—	
	(ক) পাঁঠা, খাসি	প্রতি সের ২৲ টাকা
	(খ) ভেড়া	প্রতি সের ২৷৷. দুই টাকা আট আনা
	(গ) ছাগী	প্রতি সের ১৸. এক টাকা বার আনা
২।	মোরগ—	
	(ক) বড়	প্রতিটা ২৷৷. আড়াই টাকা
	(খ) বাচ্চা (মধ্যম)	„ ১৷৷. দেড় টাকা
	(গ) ঐ ছোট	„ ৷৷. আটা আনা।
৩।	হাঁস)—	
	(ক হাহ	„ ১৲—১৷৷. এক টাকা হইতে দেড় টাকা
	(খ) হাঁসের বাচ্চা (মধ্যম)	„ ৷৷. আট আনা
	(গ) ঐ ছোট	„ ৷. চারি আনা
৪।	কবুতর—	প্রতি জোরা ১৲ এক টাকা
৫।	কাছিমের মাংস (কাটা)	প্রতি সের ১৲ এক টাকা
৬।	কাউটা প্রতিটা আয়তন অনুপাতে	৷৷.—২৲ আট আনা হইতে দুই টাকা
৭।	ডিম—	
	(ক) হাঁস	প্রতি হালি ৷৴. পাঁচ আনা
	(খ) মোরগ	প্রতি হালি ৷৶. সাত আনা

ক্রমিক নম্বর	দ্রব্যের নাম	প্রতি মণ
৭।	শুষ্ক জ্বালানি কাঠ	১৵. এক টাকা দুই আনা
৮।	খৈল	৭৷৷. সাত টাকা আটা আনা
৯।	সরিষা	১৮৲ আঠার টাকা
১০।	তিল (সাদা)	১৫৲ পনর টাকা
১১।	ঐ (কালা)	১৮৲ আঠার টাকা

নিদর্শন—৩৭

সরকার নির্ধারিত ভোগ্যপণ্যের দর সহর এলাকা হইতে সমগ্র এলাকায় সম্প্রসারণ সম্পর্কে

B. B. K. Manikya

নং ৩৩৩

আদেশ

দরবার বিষম সমর বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি মেজর হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর, কে,সি,এস্,আই, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি। সন ১৩৫৪ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ১৩ই ভাদ্র।

মন্ত্রী পরিষদের ২৮।৪।৫৪ ত্রিং তারিখের সপ্তদশ অধিবেশনের ২ নং নির্দ্ধারণের অনুবলে গঠিত ফুড্ কনট্রোল কমিটির ৩।৫।৫৪ ত্রিং তারিখের আদেশ দ্বারা আগরতলা টাউন মধ্যে কতিপয় খাদ্যবস্তুর পাইকারী ও

খুচরা বিক্রয়ের সর্ব্বোচ্চ মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উক্ত আদেশভুক্ত বর্ণিত জিনিষাত বিক্রয়ের দর সমগ্র সদর এলেকায় প্রবর্ত্তিত হওয়া যেহেতু এপক্ষের অভিপ্রেত,

অতএব আদেশ করা যায় যে,

ফুড্ কমিটি কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত তালিকাভুক্ত যাবতীয় খাদ্যবস্তুর বিক্রয় সম্বন্ধে ব্যবস্থাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিবার উপযুক্ত সরকারী কর্ম্মচারী নিযুক্ত এবং সংগঠিত হওয়া সাপেক্ষ আপাততঃ নিম্নলিখিত কতিপয় খাদ্যবস্তু বিক্রয়ের দর ফুড্ কমিটির নির্দ্ধারণ অনুযায়ী সমগ্র সদর এলাকায় প্রবর্ত্তিত হয়। এই সকল দরের আবশ্যকানুযায়ী কমি বৃদ্ধি ভবিষ্যতে ফুড্ কমিটি কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইবে।

ক্রমিক নম্বর	দ্রব্যের নাম		বিক্রয়ের দর
১।	(ক) রুহি, কাতল, চিতল, বড় ইচা	প্রতি সের	১৷৷. দেড় টাকা
	(খ) মৃগেল, আহির, কালীবাউস, নান্দিল, ইলিশ	প্রতি সের	১৷৵. এক টাকা ছয় আনা
	(গ) শৌল, বোয়াল, গজার	প্রতি সের	১৷. এক টাকা চারি আনা
২।	জীবিত মৎস্য--		
	কৈ, মাগুর, সিং, লাটি	প্রতি সের	১৷. এক টাকা চারি আনা
৩।	ছোট মাছ	প্রতি সের	৸. বার আনা
৪।	শুট্কী		
	(ক) সিদল (উত্তম)	প্রতি সের	২৲ দুই টাকা
	(খ) অন্যান্য শুট্কী	প্রতি সের	২৲ দুই টাকা
	(গ) লোনা ইলিশ	প্রতি সের	১৷৷. হইতে ২৲ (দেড় টাকা হইতে দুই টাকা)
৫।	গোল আলু--		
	(ক) দেশী	প্রতি সের	৷. হইতে ৷৵. (চারি আনা হইতে ছয় আনা)
	(খ) নাইনীতাল	প্রতি সের	৷৷. হইতে ৷৷৵. আনা (আট আনা হইতে দশ আনা)
৬।	মাংস--		
	(ক) পাঁঠা, খাসি	প্রতি সের	২৲ দুই টাকা
	(খ) ভেড়া	প্রতি সের	২৷৷. আড়াই টাকা
	(গ) ছাগী	প্রতি সের	১৸. পৌনে দুই টাকা
৭।	মোরগ--		
	(ক) বড়	প্রতিটা	২৷৷. আড়াই টাকা
	(খ) মধ্যম	প্রতিটা	১৷৷ দেড় টাকা
	(গ) ছোট	প্রতিটা	৷৷. আট আনা
৮।	হাঁস--		
	(ক) বড়	প্রতিটা	১৲ হইতে ১৷৷ (এক টাকা হইতে দেড় টাকা)
	(খ) মধ্যম	প্রতিটা	৷৷. আট আনা
	(গ) ছোট	প্রতিটা	৷. চারি আনা
৯।	কবুতর	প্রতি জোড়া	১৲ এক টাকা
১০।	কাছিমের মাংস (কাটা)	প্রতি সের	১৲ এক টাকা
১১।	কাউটা প্রতিটা আয়তন অনুপাতে	প্রতিটা	৷৷. হইতে ২৲ (আট আনা হইতে দুই টাকা)

ক্রমিক নম্বর	দ্রব্যের নাম		বিক্রয়ের দর
১২।	ডিম—		
	(ক) হাঁস	প্রতি হালি	।/. পাঁচ আনা
	(খ) মোরগ	প্রতি হালি	।৶. সাত আনা
১৩।	খাঁটি দুগ্ধ		
	(ক) প্রাতে	প্রতি সের	।৶. সাত আনা
	(খ) বিকালে	প্রতি সের	।/. পাঁচ আনা
১৪।	ছানা	প্রতি সের	২৲ দুই টাকা
১৫।	ক্ষীর	প্রতি সের	১॥. দেড় টাকা
১৬।	মাখন—		
	(ক) খাঁটি গাওয়া	প্রতি সের	২৸ পৌনে তিন টাকা
	(খ) ভয়সা	প্রতি সের	২৲ দুই টাকা
১৭।	উৎকৃষ্ট দধি (পাকা মাপ)	প্রতি মণ	২২॥. সাড়ে বাইশ টাকা
১৮।	লবঙ্গ	প্রতি সের	।৶. সাত আনা

নিদর্শন—৩৭

চা-কৃষি উৎপাদন ও এই শিল্পের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে প্রচলিত বিধির সময় সম্প্রসারণ

B. B. K. Manikya
30.12.47

যেহেতু এপক্ষের প্রতীতি হইতেছে যে এরাজ্যে চাকৃষি সম্প্রসারণ ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে Tripura Tea Control Act (Act No. 1 of 1345 T. E) এর ম্যাদ ১৩৪৭ ত্রিং সনের ৩০শে চৈত্র অবসান হইবে এবং উপরিউক্ত চা কৃষি সম্প্রসারণ ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আরও কিছুকাল প্রবল রাখা আবশ্যক হইয়াছে। অতএব দ্বিরাদেশতরে আদেশ করা যায় যে এরাজ্যের প্রচলিত বিধি বিধানের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ১৯৩৮ ইং সনের Indian Tea Control Act No. VIII, 1938 এর বিধান সমূহ সাধারণভাবে এবং বিশেষতঃ চা কৃষি সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্পর্কে উক্ত আইনের ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায়ের বিধানসমূহ (Control over the extension of tea and penalties and procedure) এরাজ্যের বিধানগণ্যে এরাজ্যের চা কৃষি সংশ্রবে প্রযোজ্য হইবে। এতৎসংসৃষ্ট যাবতীয় মোকদ্দমা বিভাগীয় ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতের বিচার্য্য হইবে। এই আইনের বিধানোক্ত মোকদ্দমা রাজমন্ত্রীর অনুমোদন মতে স্থাপিত ও পরিচালিত হইবে। এতৎসংশ্রবে প্রয়োজন বোধে রাজমন্ত্রী এই আদেশের অবিরোধী যেকোন নিয়ম বা সার্কুলার প্রচার করিতে পারিবেন। তদ্রূপ নিয়ম বা সার্কুলার এই আদেশের ন্যায় প্রবল গণ্য হইবে। এতৎসংসৃষ্ট বিধি বিধান সম্বন্ধে কোন সন্দেহস্থলে রাজমন্ত্রীর মীমাংসা চূড়ান্ত গণ্য হইবে। এই ঘোষণা প্রচারের তারিখ হইতে রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রবল গণ্য হইবে, ইতি—সন ১৩৪৭ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ৩০শে চৈত্র।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত।

পাদটীকা

১ তেজারত ব্যবসায়ী=Moneylenders

২ উজান চিঠি=ইহাকে উজান টোকাও বলা হইত। ব্যবসায়ের জন্য পাহাড়ে যাইবার সরকারী পারমিট। উৎপন্ন দ্রব্য পাহাড় হইতে নামাইয়া আনার জন্য ছিল 'ভাটিয়াল-পারমিট'।

৩ যুক্তি ওজন=Standard Weight

৪ হুক্তি ওজন=কাঁচা ওজন।

৫ কাপাস অথবা কার্পাস Unginned Cotton; রুই=Ginned Cotton

৬ ছয়াংশিত কার্য্যকারক=Detached Subordinate Officers

৭ ত্রিপুরার কৃষিজাত ও বনজ পণ্যদ্রব্যাদির রপ্তানী তৎকালে প্রধানত নদীপথেই হইত বলিয়া নদীতীরে স্থানে স্থানে শুল্ক আদায়ের জন্য বনকর আফিস অথবা চলতি কথায় 'ঘাট' স্থাপিত ছিল।

৮ বিঝাড়া=Unlicensed, Contraband

৯ একহর=Straightway, directly

১০ ক্ষমবান=ক্ষমতাবান অর্থে ব্যবহার।

১১ দৈনিক=Daily diary

১২ সাময়িক অবসর=Temporary suspension

১৩ খানে সুমার অথবা খানা সুমার=বাড়ী ও পরিবারের সংখ্যা নির্ণয় (কর অবধারণের প্রয়োজনে)।

১৪ নূতন হাবেলী=বর্তমান আগরতলা সহরের পুরাতন প্রচলিত নাম।

১৫ নামে=নামে বা নামিয়া না যায়।

১৬ ঘরচুক্তি=পার্বত্য প্রজাগণের শ্রেণীগত নির্দিষ্ট হারে খানা প্রতি দেয় কর।

১৭ আঞ্জাম জন্য=সুপরিচালনার জন্য।

১৮ ফালি=কার্পাস বোঝাই করিবার জন্য বাঁশের ঝোড়া।

১৯ দোয়াল=বন্যহস্তিযূথের অরণ্যাঞ্চলে বিচরণের নির্দিষ্ট পথ।

২০ অগুরু ধূপ ও অগুরু নির্যাস উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় আগরবৃক্ষের খণ্ডিত বিশেষ অংশসমূহ।

নবম অধ্যায়

[জনশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, পূর্ত বিভাগ ও পূর্ত কার্য্যাদি, যোগাযোগ, পরিবহণ ও স্থানীয় উন্নয়ন ইত্যাদি]

-

নিদর্শন--১

শিক্ষা অধিকার সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী

B. C. Deb

নং ৪৩

রোবকারী কাছারী এলাকে স্বাধীন পর্ব্বত ত্রিপুরা হুজুর শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর। ইতি সন ১২৮৭ ত্রিং, তারিখ ১৫ই শ্রাবণ।

প্রকাশ যে ডাইরেক্টারী আফিস ক্রমশই নূতন নূতন স্কুল সংস্থাপনের সহিত কার্য্যপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে সুতরাং একজনের দ্বারা সমুদয় কার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে তজ্জন্য কয়েকটি বিশেষ নিয়ম করার একান্ত আবশ্যক। অতএব

হুকুম হইল যে--

১। এই স্বাধীন পর্ব্বত ত্রিপুরায় সংস্থাপিত অভিনব ও পূর্ব্ববিদ্যালয় অথবা পাঠশালা সমূহের সংসৃষ্ট কোন কাগজ ডাইরেক্টারের মন্তব্যসহ অথবা তাহার আফিস হইতে না আসিলে গ্রহণ করা যাইবে না।

২। যে সকল শিক্ষকের ইসিমনবিশী[1] সরকারে না থাকিবে কেবল ডাইরেক্টারের আফিস হইতেই নিযুক্তপত্র দেওয়া যাইবে তাহাদিগকে ডাইরেক্টার উপযুক্ত কারণ থাকিলে কর্ম্ম হইতে স্থগিদ রহিত[2] অথবা স্থানান্তরিত করিতে পারিবে। স্থানীয় সেক্রেটারীর সেইরূপ অভিপ্রায় থাকিলে নিয়মমতে সবিস্তার রিপোর্ট ডাইরেক্টারী আফিসে করিতে পারিবে। প্রকাশ থাকে যে শ্রীশ্রীমন্মহারাজা বাহাদুরের ইংরেজী-বঙ্গ বিদ্যালয়[3] নামক স্কুলের শিক্ষকগণই কেবল সরকার হইতে ইসিমনবিশী প্রাপ্ত হইবে।

৩। ডাইরেক্টারের আফিসের কোন নিয়ম কোনরূপ উল্লঙ্ঘন করিলে উক্ত ইসিমনবিশীপ্রাপ্ত শিক্ষকগণের জরিমানা অথবা বেতন কর্ত্তনাদি বিহিত শাসন করা ডাইরেক্টারের ক্ষমতাধীন এবং পরিবর্ত্তন অথবা কর্ম্ম হইতে স্থগিদ ও রহিত করা ডাইরেক্টারের অভিপ্রেত হইলে রিপোর্ট দ্বারা এপক্ষের মঞ্জুরী গ্রহণ করিয়া তদ্দারা ঐ আচরণ করিতে পারিবে।

৪। স্কুল সমুদয়ে সাহায্যদান যখন একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে তখন এক হস্ত হইতে সমুদয় স্কুলের মাহিনা ও অন্যান্য খরচের বিল মঞ্জুর হওয়া ও এক আফিস হইতে সেই সমস্ত টাকা রশিদ গ্রহণে বিতরণ হওয়া বিধেয়। এই বিল মঞ্জুর ও বিতরণের ভার ডাইরেক্টারের হস্তে দেওয়া গেল। ট্রেজুরীর কার্য্যকারক ডাইরেক্টারের রশিদ পাইলেই মঞ্জুরী বিলানুযায়ী টাকা দিবে। কোন কারণবশতঃ কৃত্রিম টাকা ট্রেজুরীতে স্কুল ফণ্ডের জমা থাকিবে। ডাইরেক্টারের অভিপ্রায়ানুসারে ও রসিদ প্রাপ্তে তাহা পুরস্কার দিতে ব্যয়িত হইতে পারিবে। বিল সম্বন্ধে ও টাকা প্রাপ্তি বিষয়ে তত্বাবধায়ক অথবা ঐ আফিস সংক্রান্ত অন্যান্য কর্ম্মচারী এই নিয়মে বাধ্য।

৫। স্কুল সম্বন্ধীয় বজেট প্রস্তুত হওয়ার পূর্ব্বে ডাইরেক্টারের রিপোর্ট করিতে হইবে। রিপোর্টের উপযুক্ত সময় অন্ততঃ দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে সদর কাছারীর প্রধান কার্য্যকারক নিয়মমতে ডাইরেক্টারকে জানাইবে। স্থূলতঃ স্কুল সমূহের পরিপোষণ জন্য যে সাহায্য মঞ্জুর হইবে স্থানীয় ও অন্যান্য অবস্থা বিবেচনায় ডাইরেক্টার তারতম্যানুসারে স্কুলে স্কুলে বন্দোবস্ত করিতে পারিবে। তত্বাবধায়কের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ডাইরেক্টার নির্দ্দেশ করিয়া দিবে।

৬। স্কুলের সুচারু পরিচালন জন্য যে যে নিয়ম করা আবশ্যক হয় তাহা ডাইরেক্টার প্রণয়ন করিবে ও গুরুতর বিষয়ে রিপোর্টযোগে এপক্ষের মঞ্জুরী গ্রহণে কার্য্য করিবে।

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

আচরণ ও তামিলার্থে এই রোবকারীর প্রতিলিপি ডাইরেক্টার আফিসে পাঠান জন্য এই রোবকারী সদর কাছারীর প্রধান কার্য্যকারক নিকটে পাঠান যায়। প্রত্যেক স্কুলে ও পাঠশালায় এই রোবকারীর এক খণ্ড নকল ডাইরেক্টারের আফিসে প্রেরিত হয়।

Dina Bandhu Deb

সদর ক্যাশের প্রধান কার্য্যকারকের জ্ঞাত ও তামিলার্থে এই মুদ্রিত রোবকারীর একখণ্ড পাঠান যায়। ইতি সন ১২৮৭ ত্রিং, ২১শে আশ্বিন।

By Order,
Radha Raman Ghosh
Director of Public Instruction.

শ্রীকামিনীকুমার মুখোপাধ্যায়
স্কুল ও পাঠশালার তত্ত্বাবধায়ক।

নিদর্শন—২

বিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যতালিকা সম্বন্ধে পত্রিকায়* প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি

স্বাধীন ত্রিপুরার বিদ্যালয়সমূহের ১২৯৪ সনের (ত্রিপুরাব্দ) পাঠ্যপুস্তক

প্রথম শ্রেণী

সাহিত্য। রামের রাজ্যাভিষেক পদ্যপাঠ তৃতীয় ভাগ। ব্যাকরণ। ব্যাকরণ সার (সম্পূর্ণ) গোবিন্দপ্রসাদ রায় কৃত। ইতিহাস। (কৃষ্ণচন্দ্র রায়) ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পূর্ণ। ভূগোল। ভূবৃত্তান্ত, নগর বিবরণসহ চারিখণ্ড সমাপ্ত। মানচিত্র অঙ্কিত করা। বিজ্ঞান। পদার্থ বিদ্যা সম্পূর্ণ। প্রাকৃত ভূগোল পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ। গণিত। গণিত বিজ্ঞান সম্পূর্ণ। ক্ষেত্রতত্ত্ব। ক্ষেত্রতত্ত্ব হইতে অতিরিক্ত ১ম অধ্যায় সম্পূর্ণ, প্রয়োজনীয় বিষয়, স্বাস্থ্যরক্ষা। তারিণীকৃত জমিদারী মহাজনী হিসাব সম্পূর্ণ, রচনা, হস্তলিপি।

দ্বিতীয় শ্রেণী

সাহিত্য। প্রবন্ধকুসুম (রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত)। নির্ব্বাসিতা সীতা হরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রণীত। ব্যাকরণসার প্রত্যয়ান্ত ধাতু ও তদ্ধিত ভিন্ন সমাপ্ত। ইতিহাস (কৃষ্ণচন্দ্র রায় কৃত) ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে দশম অধ্যায় লর্ড মিন্টোর সময় পর্য্যন্ত। ভূগোল। ভূবৃত্তান্ত হইতে এসিয়ার নগর বিবরণসহ চারিখণ্ডের সাধারণ বিবরণ। বিজ্ঞান। পদার্থ বিদ্যা ৯২ পৃঃ পর্য্যন্ত। গণিত। গণিত বিজ্ঞান হইতে ত্রৈরাশিক বহুরাশিক সম্পূর্ণ। ক্ষেত্রতত্ত্ব ১ম অধ্যায়ের ৩২ প্রতিজ্ঞা পর্য্যন্ত।

প্রয়োজনীয় বিষয়। শরীর পালন জমিদারী মহাজনী হিসাব ৪৯। ৬ষ্ঠ, ৭ম, অষ্টম খণ্ড সম্পূর্ণ (তারিণী কৃত) রচনা ও হস্তলিপি।

তৃতীয় শ্রেণী

সাহিত্য। চারুপাঠ ১ম ভাগ কবিতা সংগ্রহ (রজনীকান্ত গুপ্ত) প্রণীত ব্যাকরণসার কৃৎ তদ্ধিত ভিন্ন সম্পূর্ণ।

*কুমিল্লা হইতে প্রকাশিত পাক্ষিকপত্র "ত্রিপুরা বার্ত্তাবহ", ১৭ই ফাল্গুন, ১২৯০ সন (বাংলা)

ইতিহাস। ঐতিহাসিক পাঠ (রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত)। নূতন ভূগোল সম্পূর্ণ (মতিলাল চক্রবর্ত্তী কৃত) গণিত। গণিত বিজ্ঞান হইতে সামান্য ভগ্নাংশ পর্য্যন্ত ক্ষেত্রতত্ত্ব ১২ প্রতিজ্ঞা। প্রয়োজনীয় বিষয় (তারিণী কৃত জমিদারী মহাজনী হিসাব ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ খণ্ড) রচনা হস্তলিপি।

চতুর্থ শ্রেণী

সাহিত্য। চারুবোধ (শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায় কৃত)। কবিতা পরিচয় মতিলাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত, ভাষাবোধ ব্যাকরণ সম্পূর্ণ। ভূগোল। নূতন ভূগোল সাধারণ চারিখণ্ড (মতিলাল চক্রবর্ত্তী কৃত)। গণিত। গণিত বিজ্ঞান হইতে গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক দ্বিতীয় পাঠ সম্পূর্ণ।

পঞ্চম শ্রেণী

সাহিত্য। আর্য্যকীর্ত্তি তৃতীয় ভাগ (রজনীকান্ত গুপ্ত কৃত)। কুসুম কলিকা, ভাষাবোধ ব্যাকরণ হইতে সন্ধি সমাপ্ত। ভূগোল। নূতন ভূগোল সাধারণ দুই খণ্ড। গণিত বিজ্ঞান হইতে মিশ্র অমিশ্র চারি নিয়ম।

ষষ্ঠ শ্রেণী

সাহিত্য। বোধোদয়, কুসুম কলিকা। "মিঠকথার" পর্য্যন্ত। ব্যাকরণ। ভাষাবোধ ব্যাকরণ, স্বরসন্ধি সম্পূর্ণ। গণিত। গণিত বিজ্ঞান হইতে অমিশ্র চারি নিয়ম। অন্যান্য বিষয় শিক্ষকগণ মৌখিক শিক্ষা দিবেন।

সপ্তম শ্রেণী

শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, ১ম পাঠ অঙ্কপাত কড়াকিয়া ইত্যাদি।

মন্তব্য

১। এই পাঠ্যপুস্তকের দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্য মধ্য বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্য পাঠশালা ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার জন্য ছাত্রদিগকে প্রস্তুত করিতে হইবে।

২। শিক্ষকগণ কোন শ্রেণীতেই ঐ সকল পুস্তক ব্যতীত অন্য পুস্তক শিক্ষা দিতে পারিবেন না।

৩। তৃতীয় শ্রেণীতে যে ঐতিহাসিক পাঠ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা নিম্নলিখিত স্থান ব্যতীত অন্যান্য স্থানে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন হইবে না এবং উক্ত পুস্তকের পরীক্ষা গ্রহণ করা যাইবে না। রাজধানী পুরাতন হাবেলী, আগরতলা, কৈলাসহর, যুবরাজ স্কুল, দুর্গাপ্রসাদ স্কুল, সোনামুড়া স্কুল, কুলুবাড়ী স্কুল।

সন ১২৯০
তাং ২৯শে মাঘ
স্বাধীন ত্রিপুরা।

শ্রীকামিনীকুমার মুখোপাধ্যায়
বিঃ সঃ তত্ত্বাবধায়ক
(বিদ্যালয়সমূহের তত্ত্বাবধায়ক)

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

নিদর্শন-৩

সরকারী কারখানা সংসৃষ্ট কার্যপরিচালনার নিয়ম অবধারণ

মেমো নং ৬২৭ সেহা

কারখানা মোতালকের[৫] কার্য্যাদি সম্পাদনের ভার নানা ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত আছে ঐ সকল ব্যক্তিগণ সরকার হইতে টাকা গ্রহণ করিয়া উচিত সময়ে খরচের নিকাশ দাখিল না করাতে কার্য্য ও খরচের ন্যায্যা-ন্যায্যতা[৬] পরীক্ষা এবং সেরেস্তা সম্বন্ধীয় কার্য্যের নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। উক্ত সুবিধাসমূহ নিরাকরণার্থে নিম্নলিখিত নিয়ম লিপিবদ্ধ করা হইল। যথা--

১। কারখানা সম্বন্ধীয় কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তি যে কার্য্যের জন্য যখন যে পরিমাণ টাকা যেরূপে গ্রহণ করে কার্য্যান্তে ১৫ পনর দিবস মধ্যে তাহার নিকাশ প্রস্তুত করিয়া কারখানার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নিকট দাখিল করিবে।

২। কারখানার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট প্রত্যেক সংসৃষ্ট ব্যক্তি হইতে ১ দফার লিখিত মতে ১৫ পনর দিবস মধ্যে কার্য্যের নিকাশ তম্বিপূর্ব্বক[৭] লইয়া এ আফিস সংক্রান্ত নিকাশ সেরেস্তায় লিখিত রিপোর্ট করিবে এবং প্রাপ্তির তারিখ হইতে একমাস মধ্যে তদন্ত করতঃ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া বহাল বাজেয়াপ্তের ফর্দ্দ[৮] প্রস্তুত করিবে।

৩। যে পর্য্যন্ত বিশুদ্ধরূপ পরীক্ষা কার্য্য সম্পাদিত না হয় সেই পর্য্যন্ত পরীক্ষা সম্বন্ধীয় যাবতীয় লিখা-পড়া সুপারিন্টেণ্ডেন্ট একছর[৯] করিতে পারিবে।

৪। পরীক্ষা সমাধা করার পর বহাল বাজেয়াপ্তের ফর্দ্দ আপন মন্তব্যযোগে নিকাশী সেরেস্তায় দাখিল করিতে হইবে।

৫। তম্বিপূর্ব্বক নিকাশাদি লওয়া সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত থাকিল এবং এজন্যও উপরোক্ত দফাগুলির[১০] লিখিত কার্য্যের জন্য সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সম্পূর্ণ দায়ী থাকিবে।

৬। যদি কোন ব্যক্তি সুপারিন্টেণ্ডেন্টের তলপ[১১] মতে কার্য্যের নিকাশ দাখিল না করে তবে তদ্বিষয় অবিলম্বে আফিসে রিপোর্ট করা সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কর্ত্তব্য হইবে। অতএব

হুকুম হইল যে--

অবগতি ও প্রতিপালনার্থ এই মেমোর একখণ্ড প্রতিলিপি কারখানার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নিকট আর একখণ্ড নিকাশী সেরেস্তায় এবং এক এক খণ্ড সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণ নিকট পাঠান সংসৃষ্ট যে যে ব্যক্তির নিকট মেমোর নকল প্রেরিত হইল--

সংসৃষ্ট যে যে ব্যক্তির নিকট মেমোর নকল প্রেরিত হইল--

১। অর্জ্জুন সিংহ কবরা।
২। ভোলনচন্দ্র ঠাকুর।
৩। রজবালী দারগা।
৪। অলিমহম্মদ আলাহাজারী।
৫। সদর ম্যাজিষ্ট্রেট।

Mohini Mohan Bardhan
মন্ত্রী

নিদর্শন—৪

রাজ্যের সর্বত্র পানীয় জলের অভাব মোচনের ব্যবস্থা

১৩০১ ত্রিং

সারকিউলার নং ৬১

রাজধানী আগরতলা
মন্ত্রী অফিস

জানা যায় যে পানীয় জলের অভাব এ রাজ্যে প্রজা বসতের পক্ষে একটি বিঘ্ন। অতএব এতদ্দ্বারা আদেশ হইতেছে যে, এই অভাব দূরীকরণার্থ কেহ ভূমির খাজনা দিতে বাধ্য থাকিয়া পুষ্করিণী খনন জন্য আবেদন করিলে মহকুমার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণ বিনা নজরে তাহার আবেদন মঞ্জুর করিতে পারিবেন, অভাবশূন্য স্থানে কেহ পুষ্করিণী খনন করিবার প্রার্থনা করিলে নজরাদি গ্রহণে যথারীতি কার্য্য হইবে। ইতি সন ১৩০১ ত্রিং তারিখ ১১ই পৌষ।

U. K. Das
মন্ত্রী

নিদর্শন—৫

ঠাকুরবংশীয় বালকগণের শিক্ষাবৃত্তি

R. K. Deb Barman

শ্রীহরি

মেমো নং ৩০

শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের ২২শে চৈত্রের প্রস্তাবানুসারে বোর্ডিং খোলা সাপক্ষে আগামী ১লা বৈশাখ হইতে দ্বিরাদেশ পর্য্যন্ত ঠাকুরবংশীয় বালকগণকে শিক্ষা সম্বন্ধে উৎসাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ৩৲ তিন টাকা হইতে ৬৲ ছয় টাকা পর্য্যন্ত ২৫টি বৃত্তির বাবত মং ১০০৲ একশত টাকা এপক্ষের ২৪শে চৈত্রের আদেশ দ্বারা মঞ্জুর হইয়াছে। এই সকল বৃত্তি ছাত্রগণের প্রত্যেক মাসে শিক্ষার উন্নতি, উপস্থিতির সংখ্যা এবং সদ্ব্যবহারের উপর নির্ভর করিবে। উপযুক্ততানুসারে বৃত্তি বন্টন ও রহিত করিতে শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের অধিকার থাকিবে অতএব

আদেশ,

অবগতি ও আচরণার্থে ইহার এক এক খণ্ড প্রতিলিপি, হিসাব বিভাগ, জেনারেল ট্রেজুরি ও শিক্ষা বিভাগে পাঠান যায়। ইতি সন ১৩০৬ ত্রিং, তারিখ ২৮শে চৈত্র।

নিদর্শন—৬

ঠাকুরবংশীয় বালক শিক্ষার্থীগণের জন্য ছাত্রাবাস

শ্রীহরি

R. K. Deb Barman

মেমো নং ৩১

অত্রত্য ঠাকুরবংশীয় বালকগণের শিক্ষার উন্নতিসাধনকল্পে একটি বোডিং (ছাত্র নিবাস) স্থাপন করার জন্য এপক্ষের অভিপ্রায় হইয়াছে। আলোচনান্তে দেখা গেল এইক্ষণ সদর জেলখানা যেস্থানে বর্ত্তমান আছে, সেই স্থান বোডিঙ্গের জন্য উপযুক্ত বটে। কিন্তু স্থানের সঙ্কীর্ণতা নিবন্ধন উহা জেইলের জন্য উপযুক্ত নহে। বিশেষতঃ জেইল, সহরের এক পার্শ্বে থাকাই সঙ্গত। অতএব

আদেশ—

সদর জেলখানার জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচন করিয়া তথাতে উহা সত্বর সরাইয়া নেওয়ার পক্ষে উচিতানুষ্ঠান করার কারণ ইহার প্রতিলিপি রাজস্ব ও জেইল বিভাগে পাঠান যায়। ইতি সন ১৩০৬ ত্রিং, তারিখ ২৯শে চৈত্র।

নিদর্শন—৭

রাজপ্রাসাদ নির্মানের ব্যয় নির্বাহ ব্যবস্থা সম্পর্কে

শ্রীহরি

R. K. Deb Barman

মেমো নং ৬৯

যেহেতু বর্ত্তমান সনের বজেট প্রস্তুত সময়ে পূর্ত্তকার্য্যের ব্যয়ের দরুন মং ১০০০০০৲ টাকার বন্ধান করা হইয়াছিল এবং বজেট প্রচারের অল্প পরই দৈবদুর্ঘটনা দ্বারা এপক্ষের রাজপ্রাসাদ সম্পূর্ণরূপ ভগ্ন হইয়াছে। সত্বরই তাহা পুন নির্ম্মাণ আরম্ভ করা সঙ্গত এবং বর্ত্তমান ১৩০৭ ত্রিং সনে এই কার্য্যের দরুন অন্যূন ১৫০০০০৲ টাকার আবশ্যকতা দৃষ্ট হইতেছে। অথচ পূর্ত্ত বিভাগের বন্ধানী টাকা এই কার্য্যে ব্যয় করিলে এ রাজ্যের পূর্ত্ত কার্য্যের উন্নতির নিতান্ত ব্যাঘাত হইবে। সুতরাং উল্লিখিত ১৫০০০০৲ টাকার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা আবশ্যক, সেমতে

আদেশ হইল যে

বর্ত্তমান সনের বজেটের লিখিত উদ্বৃত্ত টাকা দিয়া (রিজার্ভ তহবিল মং ১০০০০০৲ টাকা) হইতে ৭০০০০৲ টাকা এবং স্বাধীন রাজ্য হইতে ৩০০০০৲ টাকা ও জমিদারী হইতে ৫০০০০৲ টাকা বজেটের অতিরিক্ত সংগ্রহক্রমে একটি স্বতন্ত্র তহবিল সৃষ্টি করিয়া তাহা হইতে রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণের ব্যয় দেওয়া যায়। বজেট প্রস্তুত সময়ে স্বাধীন রাজ্যের আয় মং ৫০০০০০৲ টাকা ও জমিদারীর নগদ ইরসাল মং ১৫০০০০৲ টাকা ধরা হইয়াছিল। কিন্তু ভরসা করা যায় সংসৃষ্ট কার্য্যকারকগণ আয়বৃদ্ধি ও ব্যয় লাঘবের প্রতি বিশেষ মনোযোগ নিবেশ করিলে এক্ষণ যে অল্প পরিমাণ টাকা অতিরিক্তরূপ চাওয়া হইল তাহা আদায় ইরসাল করিতে সক্ষম হইবে, ইতি। সন ১৩০৭ ত্রিপুরা তারিখ ১২।১৬ই অগ্রহায়ণ।

নিদর্শন—৮

ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত রাজপ্রাসাদ ও অন্যান্য গৃহাদি পুনর্নির্মাণ সম্বন্ধে

R. K. Deb Barman

মেমো নং ৭০

অবিদিত নহে যে বিগত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের ভূমিকম্পে রাজপ্রাসাদ ও অন্যান্য কুঠি হায়, কোনটি একেবারে ভূমিসাৎ ও কোনটি আংশিক বিনষ্ট ও ভগ্ন হইয়াছে। এই সকল পুনর্নির্ম্মাণ ও সংস্কারের জন্য জন্য বিস্তর টাকার প্রয়োজন। এসময়ে যাহাতে আয়বৃদ্ধি এবং ব্যয়লাঘব হইয়া অধিক পরিমাণে টাকা ইরশাল হইতে পারে, কর্ম্মচারীমাত্রেরই তদ্বিষয়ে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। অতএব

আদেশ হইল যে

কি কি প্রণালী ও উপায় অবলম্বন করিলে আয়বৃদ্ধি ও ব্যয়সঙ্কোচ হইতে পারে, তদ্বিষয় কোন প্রস্তাব থাকিলে সত্বর রিপোর্ট দ্বারা গোচর করার কারণ প্রতিলিপি রাজস্ব বিভাগে এবং চাকলার কাছারীতে প্রেরণ করা যায়। ইতি ১৩০৭ ত্রিং ২৫শে অগ্রহায়ণ।

নিদর্শন—৯

পূর্ত্ত সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মিঃ স্যাণ্ডিস্ এর প্রতি ক্ষমতা অর্পণ

শ্রীহরি

R. K. Deb Barman

মেমো নং ২

এপক্ষের বিগত ৬ই পৌষ তারিখের ৭২ নং রোবকারী দ্বারা শ্রীযুত ই, এফ, সেণ্ডিস্ সাহেবকে রাজ-প্রাসাদ সংক্রান্ত পূর্ত্তকার্য্যের সুপারিন্টেণ্ডেন্টের পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে, এইক্ষণ দেখা যাইতেছে বর্ণিত কার্য্যের অতিরিক্ত অন্যান্য পূর্ত্তকার্য্য পরিদর্শনাদি করার জন্যও তাহার সময় এবং সুবিধা আছে। অতএব এ রাজ্যের যাবতীয় পূর্ত্তকার্য্য সম্বন্ধে তাহাকে নিম্নলিখিতরূপ ক্ষমতা অর্পণ করা হইল।

১। যাবতীয় পূর্ত্তকার্য্য যথানিয়মে সম্পন্ন হয় কিনা তাহা পরিদর্শন করা ও ইঞ্জিনীয়ার, ওভারসিয়ার, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি হইতে উপযুক্তরূপ কার্য্য লওয়া সুপারিন্টেণ্ডেন্টের প্রধান কর্ত্তব্য হইবে।

২। সুপারিন্টেণ্ডেট পূর্ত্তকার্য্য সম্বন্ধে পূর্ত্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের অধীন থাকিবে। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আফিসের প্লেন, এষ্টিমেট, জিনিষপত্রের ষ্টোর বহি ও যাবতীয় হিসাবপত্র ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের পরিদর্শনাধীন থাকিবে।

৩। সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কার্য্যের সুবিধার জন্য তাহার অধীনে আবশ্যকীয়রূপ একটি আফিস এষ্টাব্লিশ-মেন্ট নিযুক্ত থাকিবে এতদ্ভিন্ন পূর্ত্তবিভাগের অধীনস্থ ইঞ্জিনীয়ারিং এষ্টাব্লিশমেন্ট অর্থাৎ ইঞ্জিনীয়ার, ওভারসিয়ার প্রভৃতি কর্ম্মচারীগণ ও শ্রমজীবি এষ্টাব্লিশমেন্ট অর্থাৎ রাজমিস্ত্রী ইত্যাদি সুপারিন্টেণ্ডেন্টের অধীন থাকিয়া

কার্য্য করিবে। কোন বিষয়ে এই সকল কর্ম্মচারীর ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট তাহাদিগের বেতনের অর্দ্ধ পর্য্যন্ত জরিমানা কিম্বা সস্‌পেণ্ড করিতে পারিবে। তদূর্দ্ধ দেওয়া আবশ্যক বোধ করিলে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের নিকট রিপোর্ট করিবে।

৪। কোন পূর্ত্তকার্য্য আরম্ভ করা আবশ্যক হইলে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট তদ্বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের অনুমতি গ্রহণ করিবে, তদনন্তর যথারীতি এষ্টিমেট ও নক্সা প্রস্তুত করাইয়া ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের মঞ্জুরী গ্রহণান্তে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে।

৫। কোন পূর্ত্তকার্য্য খাসে কি কন্ট্রাক্ট দিয়া করান হইবে তাহা সাধারণতঃ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট স্থির করিবে। কন্ট্রাক্ট দেওয়া আবশ্যক হইলে ডাক করিয়া কি অন্য প্রকারে ব্যক্তি ও নিরেখ ইত্যাদি অবধারণক্রমে ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক নিকট রিপোর্ট করিয়া তাহার মঞ্জুরীমতে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে।

৬। পূর্ত্ত সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য উপযুক্তরূপে সম্পাদন জন্য সুপারিন্টেণ্ডেন্টের দায়ীত্ব থাকিবে এবং অনুষ্ঠিত কার্য্য কিরূপ ও কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক নিকট প্রতি পনর দিন অন্তর রিপোর্ট করা সুপারিন্টেণ্ডেন্টের উচিত হইবে।

৭। এষ্টিমেট দৃষ্টে আবশ্যকীয় মালমসলা যন্ত্রাদি ক্রয় করা, তৎসম্বন্ধে পূর্ত্ত বিভাগে রিপোর্ট করা ও ঐ সকল জিনিসপত্রের রীতিমত হিসাব রাখা ও তত্ত্বাবধান করা সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কর্ত্তব্য হইবে।

৮। পূর্ত্তসংক্রান্ত কার্য্যের এবং আপন ও আপনার অধীনস্থ এষ্টাব্লিশমেন্টের বিল আবশ্যকীয় মন্তব্য সহ পূর্ত্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক নিকট প্রেরণ করা সুপারিন্টেণ্ডেন্টের ক্ষমতা থাকিবে। এবং এই সকল বিল ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের মঞ্জুরীমতে খরচ পড়িবে। কোন কার্য্যের জন্য কাহাকে অগ্রিম টাকা দিতে হইলে ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের মঞ্জুরী নিয়া দিতে হইবে।

৯। বজেট প্রণয়ন সময়ে আপন অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণের মধ্যে পরিবর্ত্তন নিবর্ত্তন ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব থাকিলে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট লিখিতরূপে যথাসময়ে ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের নিকট জানাইবে।

আদেশ হইল যে

ইহার প্রতিলিপি পূর্ত্ত আফিসে ও উক্ত সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নিকট পাঠান যায়। ইতি ১৩০৮ ত্রিং ৭ই বৈশাখ।

নিদর্শন—১০

আগরতলা সহরের উন্নয়ন সম্পর্কে

শ্রীহরি

R. K. Deb Barman

মেমো নং ৩

জানা যায় আগরতলা মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত স্থানে অধিবাসীগণ আপন ইচ্ছামতে মৃত্তিকা খনন করিয়া অসংখ্য পূতিগন্ধময় গর্ত্তের সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাতে নগরের স্বাস্থ্যের বিশেষ ব্যাঘাত হইয়াছে। ভবিষ্যতে যাহাতে ঐরূপ গর্ত্ত খনিত হইতে না পারে এবং এইক্ষণ যাহা বর্ত্তমান আছে তাহা সত্ত্বর ভরট হইয়া সমভূমি কিম্বা পুষ্করিণী আকারে পরিণত হইতে পারে তৎপ্রতি পূর্ত্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের এবং মিউনিসিপাল চেয়ারম্যানের বিশেষ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পূর্ত ও পরিবহণ ইত্যাদি

এই সহরের অধিবাসীগণের বাসা, বাটী ও গৃহাদি ও অতিশয় বিশৃঙ্খলভাবে নিৰ্ম্মিত। ঐ সমস্ত শৃঙ্খলা-বদ্ধ না হইলে স্বাস্থ্যোন্নতি হইতে পারে না। জানা যায় বর্ত্তমান সময়েও অনেক বাসা ও বাটী এরূপ বিশৃঙ্খল-ভাবে নিৰ্ম্মিত হইতেছে, অতএব এতৎসম্বন্ধেও উক্ত দুই কৰ্ম্মচারীর বিশেষ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক সেমতে

হুকুম হইল যে

অবগতি ও আচরণার্থ এই মেমোর প্রতিলিপি পূর্ত্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক এবং মিউনিসিপাল বিভাগের যোগে চেয়ারম্যান নিকট পাঠান যায়। ইতি ১৩০৮ ত্রিং ১৪ই বৈশাখ

নিদর্শন—১১

রাজপ্রাসাদ নির্মাণ সম্পর্কে

শ্রীহরি

U. K. Das

মেমো নং ৪

যেহেতু কলিকাতার মার্টিন কোম্পানী কতক কাল যাবত আগরতলাতে রাজপ্রাসাদ এবং অন্যান্য এমারত প্রস্তুত করিতেছে, তদ্দরুন বর্ত্তমান সময়ে তাহাদের কতক টাকা প্রাপ্য হইয়াছে ও এইক্ষণও কাৰ্য্য চলিতেছে; এই সকল বাবত তাহাদের যে টাকা প্রাপ্য হইয়াছে ও হইবে, তাহা আদায়ের সুবন্দোবস্ত করা আবশ্যক, অতএব এতদ্দ্বারা চাকলা রোশনাবাদের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত ম্যাক্‌মিন সাহেব প্রতি আদেশ করা যাইতেছে যে তিনি এইক্ষণ হইতে চাকলা রোশনাবাদের দক্ষিণ বিভাগের সম্যক উসুলী টাকা স্থানীয় কৰ্ম্মচারীগণের বেতন ও অন্যান্য স্থানীয় ব্যয় বাদে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তৎসম্যক এখানে ইর্শাল কিম্বা সদর রাজস্ব ইত্যাদিতে ব্যয় না করিয়া উক্ত মার্টিন কোম্পানীকে তাহাদের উপরোক্ত প্রাপ্য আন্দরে দিবেন। এপক্ষের স্বতন্ত্র মেমো দ্বারা অন্যরূপ আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত এই আদেশ বলবৎ থাকিবে। ম্যানেজার ও দেওয়ান এবং তাহাদের স্থলবৰ্ত্তীগণ এই আদেশানুযায়ী কাৰ্য্য করিতে বাধ্য থাকিবে। ইতি ১৩১০ ত্রিং ১৬ই আষাঢ়।

নিদর্শন—১২

লেডি ডাক্তার পদে নিয়োগ

R. K. Deb Barman

মেমো নং ৭

যেহেতু সরকারী প্রয়োজনে একজন লেডি ডাক্তার নিযুক্ত করার দরকার হওয়ায় গত ২১শে আষাঢ় হইতে মিস্ এইজ্‌কে মাসিক মং ১৫০৲ দেড়শত টাকা বেতনে নিয়োগ করিয়া সম্বন্ধে তাহাকে পত্র লিখিয়া জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সেমতে:—

আদেশ হইল যে

মিস্ এইজ্‌কে লেডি ডাক্তারের পদে মাসিক মং ১৫০ দেড় শত টাকা বেতনে নিযুক্ত করা যায় এবং গত ২১শে আষাঢ় হইতে উক্ত লেডি ডাক্তার তাহার বেতন প্রাপ্ত হইবে। পরিণতির জন্য এই মেমোর প্রতিলিপি চিকিৎসা বিভাগে ও সংসার আফিসে এবং অন্যান্য সংসৃষ্ট আফিস সমূহে পাঠান যায়। ইতি ১৩১০ ত্রিং ২রা আশ্বিন।

নিদর্শন—১৩

আগরতলা কলেজ : সিনিয়র বৃত্তি

শিক্ষা বিভাগ

বৃত্তি বিতরণ

১৩১৩ ত্রিং, তাং ১৭ই শ্রাবণ, নির্দ্ধারণ নং ৩৭০। শ্রীউমেশ চন্দ্র দে ও শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র সেন আগরতলা কলেজ হইতে এফ. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় তাহাদের প্রত্যেকের মাসিক ১৫৲ টাকা হিসাবে দুই বৎসরের তরে সিনিয়ার বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইল।

P. C. Ray
ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক

নিদর্শন—১৪

সরকারী বাসাবাড়ী ব্যবহার সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী

পূর্ত্ত বিভাগ

১৩১৩ ত্রিং ; তাং ২৮শে শ্রাবণ, মেমো নং—১১॥ শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের গত ৩রা শ্রাবণের ১০১ নং আদেশে মঞ্জুরীকৃত রাজকর্ম্মচারীগণের বাসাবাটী সম্বন্ধীয় এ আফিসের গত ৩১শে আষাঢ়ের লিখিত নিয়মাবলী বর্ত্তমান শ্রাবণ মাস হইতে প্রবল গণ্য হইবে।

২। যে বাসা নির্ম্মানকার্য্যে মোট যত টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহার উপর উল্লিখিত নিয়মাবলী অনুসারে ভাড়ার পরিমাণ স্থির করিতে হইবে; সংস্কার কার্য্যের ব্যয় প্রাগুক্ত ব্যয় সহ যোগ করিতে হইবে না।

৩। সরকারী ব্যয়ে নির্ম্মিত রাজকর্ম্মচারীদিগের ব্যবহৃত বাসাসমূহের একখানা রেজিষ্টারী বহি পূর্ত্ত আফিসে রক্ষিত হইবে। তাহাতে নিম্নলিখিত বিবরণ থাকিবে:—

(১) ক্রমিক নম্বর।
(২) মহল্লার নাম বা পরিচয়।
(৩) বাসার পরিচয় অর্থাৎ প্রথমতঃ যাহার ব্যবহারার্থ নির্ম্মিত হইয়াছিল।
(৪) যে সনে নির্ম্মিত হইয়াছে।
(৫) নির্ম্মিত গৃহাদির প্রকার ও সংখ্যা।
(৬) নির্ম্মাণের ব্যয়, টাকার ভগ্নাংশ ৷৷. আনা বা তদূর্দ্ধ হইলে ১৲ টাকা ধরিতে হইবে এবং ন্যূন হইলে বাদ দিতে হইবে।
(৭) বাসা প্রস্তুতের পশ্চাৎ কোন গৃহ নির্ম্মিত হইয়া থাকিলে যে সনে যে আয়তনের যতখানা গৃহ যত ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে।
(৮) যে সমস্ত গৃহ বর্ত্তমানে আছে তাহার প্রকার সংখ্যা এবং তদ্দরুন ব্যয়িত টাকার মোট পরিমাণ। (ইহার উপর ভাড়া ধার্য্য হইবে)

(৯) ধার্য্য মাসিক ভাড়ার পরিমাণ।

(১০) বর্ত্তমান অধিবাসীর বা অধিবাসীগণের নাম ও পদ এবং কার্য্যস্থল।

(১১) মন্তব্য।

৪। বর্ত্তমান শ্রাবণ মাস মধ্যে প্রয়োজনীয় বিবরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক উল্লিখিত রেজিষ্টারী বহি প্রস্তুত করিয়া পূর্ত্ত আফিস সরকারী বাসা সমূহের বর্ত্তমান অধিবাসীগণকে তাহাদের দেয় ভাড়ার পরিমাণ এবং তাহা যে বর্ত্তমান মাস হইতে তাহাদিগের বেতন হইতে কর্ত্তিত হইবে, এই সংবাদ নোটিশ দ্বারা জানাইয়া দিবেন।

৫। কর্ম্মচারীর নাম ও পদ এবং দেয় ভাড়ার পরিমাণ সম্বলিত লিষ্ট প্রস্তুত করিয়া পূর্ত্ত অফিস সমগ্র লিষ্টের একখণ্ড নকল হিসাব বিভাগে এবং সংসৃষ্ট অংশের নকল সংসৃষ্ট আফিসে ও ট্রেজুরীতে প্রেরণ করিবেন।

৬। প্রত্যেক আফিসের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক তদধীনস্থ কার্য্যকারকের ও লিপের বেতনের বিল প্রস্তুত করিবার কালে বিলের "বাকি প্রাপ্য" কলমের পূর্ব্বে অধিকৃত বাসার ভাড়া এরূপ একটি কলম যোগ করিয়া তাহাতে নির্দ্ধারিত বাসাভাড়ার............লিপি করতঃ উক্ত ভাড়াবাদে বাকী প্রাপ্য বেতন পরবর্তী কলমে প্রদর্শন করিবেন এবং শেষোক্ত টাকাই ট্রেজুরী হইতে গ্রহণ করিবেন।

৭। ট্রেজুরীর কার্য্যকারক বিলের বেতন খরচ লিপিকার পর তল্লিখিত বাসাভাড়ার টাকার অর্দ্ধাংশ সরকারী বাসার ভাড়া হেডে এবং অপর অর্দ্ধাংশ সরকারী বাসার সাধারণ সংস্কার জন্য আমানত হেডে জমা দিবেন। এবং প্রত্যেক মাসান্তে সেই মাসের আদায়ী ভাড়ার টাকার পরিমাণ, কর্ম্মচারীর নাম, পদ ও কার্য্য-স্থানের বিবরণ-সহ একলিষ্টে প্রস্তুত করিয়া পূর্ত্ত আফিসে প্রেরণ করিবেন।

৮। পূর্ত্ত আফিস ঐ লিষ্টের লিখিত ভাড়ার পরিমাণ পরীক্ষা করিবেন এবং প্রত্যেক বাসার ভাড়া উশুল ও বাকীর স্বতন্ত্র একটি হিসাব বহি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে মাসে মাসে ভাড়া দায়া ও উশুল লিপি করিবেন এবং পূর্ব্ব অধিবাসীর বাসা ত্যাগ ও নূতন কর্ম্মচারীর বাসায় প্রবেশের তারিখ এবং ভাড়ার পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি হইলে তাহার বিবরণ লিপি করিবেন।

৯। কোন কর্ম্মচারীর কোন মাসের বেতন বাবত কিছু প্রাপ্য না থাকিলে, ভাড়ার টাকা অন্য উপায়ে আদায় না করিয়া ঐ কর্ম্মচারীর পরবর্ত্তী মাসের বেতন হইতে তাহা কর্ত্তন পূর্ব্বক আদায় করে বা কর্ম্মচ্যুত হয়, তবে সরকারী দাবি আদায়ের সাধারণ নিয়মানুসারে প্রাপ্য ভাড়া আদায় করিতে হইবে।

১০। শারদীয় পূজার বন্ধ ও গ্রীষ্মাবকাশ প্রভৃতি নিয়মিত দীর্ঘ সময়ের বন্ধকালের জন্য কোন বাসার অধিবাসী স্থানান্তরে গেলে ঐ কালের ভাড়া বাদ দেওয়া যাইবে না।

১১। কোন কর্ম্মচারী সরকারী কোন বাসা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে চিঠি দ্বারা ত্যাগের তারিখ উপযুক্ত সময়ে পূর্ত্ত আফিসে জানাইবে। ঐরূপ চিঠি প্রাপ্তির পর পূর্ত্ত আফিস ওভারসিয়ার মোতায়ন পূর্ব্বক উক্ত বাসার অবস্থার তত্ত্বাবধান করিবেন।

১২। অধিবাসীর ত্রুটিপ্রযুক্ত সরকারী বাসার কোন অনিষ্ট সাধিত হইলে তাহা সংশোধন করিতে যে ব্যয়ের দরকার হয়; তাহা অধিবাসীকে বহন করিতে হইবে। এই ব্যয়ের পরিমাণ পূর্ত্ত আফিস নির্দ্ধারণ করিবেন।

১৩। নূতন ছাউনী দেওয়া অধিক সংখ্যক পালা পরিবর্তন করা ও নূতন টাট্ট নির্ম্মাণ করা, এই সকল অধিক ব্যয়সাধ্য কার্য্য বিশেষ সংস্কার এবং অল্প ব্যয়সাধ্য অন্যবিধ ক্ষুদ্র মেরামত আদি কার্য্য সাধারণ সংস্কার। সাধারণ সংস্কার কার্য্য অধিবাসী ইচ্ছা করিলে পূর্ত্ত আফিসের মঞ্জুরীমতে নিজ ব্যয়ে সমাধা করিয়া উক্ত আফিসে ব্যয়ের হিসাব দাখিল করতঃ তথা হইতে পশ্চাৎ ব্যয় গ্রহণ করিতে পারিবে। অন্যথা অগ্রে সম্ভাবিত ব্যয়ের পরিমাণ দর্শাইয়া পূর্ত্ত আফিসে আবেদন করতঃ ব্যয় গ্রহণ করিতে পারিবে। এরূপ সংস্কার বর্ষ মধ্যে একাধিকবার নিষ্পন্ন হইতে বাধা ঘটিবে না।

নিদর্শন—১৫

আগরতলা কলেজ ও স্কুল-গৃহাদি অগ্নিসংযোগ ভস্মীভূত হওয়া সম্বন্ধে

ঘোষণা ও বিজ্ঞাপন।*

গত পরশ্ব রাত্রিতে অত্রস্থ কলেজ ও স্কুল-গৃহ সমূহ মনুষ্য কর্ত্তৃক অগ্নিসংযোগ হেতু ভস্মীভূত হইয়াছে। যে কোন ব্যক্তি অপরাধীকে ধৃত করিতে অথবা তাহার সন্ধান বলিয়া দিতে পারিবে এবং যে পুলিশ কর্ম্মচারী নিপুণতার সহিত অনুসন্ধান দ্বারা আসামী ধৃত করিতে পারিবে, তাহাদিগকে সরকার হইতে ২৫০৲ আড়াই শত টাকা পুরস্কার প্রদান করা যাইবে। পুলিশ কর্ম্মচারী ও সন্ধানকারী, উভয়ের মধ্যে পুরস্কারের টাকা সমভাগে বিভক্ত হইবে, ইতি সন ১৩১৩ ত্রিপুরা, তারিখ ২৮শে কার্ত্তিক।

A. CHAUDHURY
পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট

*রাজধানী আগরতলাস্থ পূর্বতন সরকারী কলেজ সম্পর্কে এই বিজ্ঞাপনটি একটি গুরুত্বপর্ণ তথ্য বহন করিতেছে এজন্য ঘোষণাটিকে জনশিক্ষায় অধ্যায়ভুক্ত করা হইল।

নিদর্শন—১৬

আগরতলা সংস্কৃত বিদ্যালয় সম্বন্ধে নিয়মাবলী

শিক্ষা

আগরতলা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের অধ্যয়নাদি সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী

১। অধ্যাপক পূর্ব্বাহ্নে ৬½ ঘটিকা হইতে ৯½ ঘটিকা পর্য্যন্ত এবং অপরাহ্নে ৬½ ঘটিকা হইতে ৮½ ঘটিকা পর্য্যন্ত ছাত্রদিগকে অধ্যয়ন করাইবেন।

২। ছাত্রদের জন্য সম্প্রতি ৪৲ চারি টাকা হারে ২টি বৃত্তি নির্দ্ধারিত আছে, ঐ বৃত্তি গুণানুসারে প্রথম শ্রেণীতে একটি ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে একটি প্রদত্ত হইবে।

৪। বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রদের শিক্ষার ফল মন্দ হইলে অথবা তাহাদের স্বভাব চরিত্রে কোন ও বিশেষ দোষ লক্ষিত হইলে বৃত্তি হইতে তাহারা বঞ্চিত হইবে এবং তাহা গুণানুসারে অন্য ছাত্র প্রাপ্ত হইতে পারিবে।

৪। ছাত্রগণ নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য অধ্যয়ন করিবে। স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে স্বতন্ত্র ভাবে পাঠ করিতে পারিবে না।

৫। উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণ বিশেষতঃ বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রদ্বয় নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রদিগকে আবশ্যকানুসারে উপদেশও শিক্ষা দিতে পারিবে।

৬। ছাত্রগণ উভয় বেলায় নিয়মিত সময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকিবে। অনুপস্থিতির বিশেষ কারণ দর্শাইতে না পারিলে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রগণ অনুপস্থিতি কালের বৃত্তি হারাইবে এবং অন্যান্য ছাত্রগণ অকারণে অনুপস্থিত থাকিলে দৈনিক দুই পয়সা করিয়া জরিমানা দিবে।

৭। বিদ্যালয়ের কার্য্য প্রতি সপ্তমীর দিবসে ও ত্রয়োদশীর রাত্রিতে বন্ধ থাকিবে; তদ্ব্যতীত হাইস্কুলের সহিত তুল্যভাবে হিন্দুর পর্ব্বোপলক্ষে ও গ্রীষ্মাবসরে বন্ধ থাকিবে।

৮। বিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত রেজিষ্টারী বহি সমস্ত থাকিবে।

(১) ছাত্রগণের নাম ধাম আদি বিষয়ক রেজিষ্টরী।

(২) অধ্যাপকের উপস্থিতির রেজিষ্টরী।

(৩) ছাত্রগণের উপস্থিতির রেজিষ্টরী।

(৪) বিদ্যালয়ের ব্যবহারে সরকারী যে সমস্ত পুস্তক এবং অন্যান্য জিনিস থাকে তাহার রেজিষ্টরী,

ইতি। সন ১৩১৩ ত্রিং, তাং ১১ই পৌষ।

U. K. DAS
মন্ত্রী

নিদর্শন—১৭

ছাত্রবৃত্তি

১৩১৪ ত্রিং, তাং ১লা জ্যৈষ্ঠ, সারকুলার নং ৩—১৩১৩ ত্রিং সনের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাসমূহে নিম্নলিখিত ছাত্রগণ বৃত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে উহাদের প্রত্যেকের বৃত্তি ১৩১৩ ত্রিং সনের ১লা বৈশাখ আদায় ধরা হইবে।

ক্রমিক নম্বর	ছাত্রের নাম	যে বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ন	যে প্রকারের পরীক্ষায় উত্তীর্ন	যত টাকা মাসিক বৃত্তি দেওয়া গেল	এই বৃত্তি কতকাল স্থায়ী হইবে
১।	শ্রীকৈলাস চন্দ্র সেন	কৈলাসহর যুবরাজ্য স্কুল	মাইনর ছাত্রবৃত্তি	৫৲	তিন বৎসর
২।	শ্রীগোপাল কৃষ্ণ দে	বিলনীয়া মধ্য ইং স্কুল	উচ্চ বাঙ্গালা	৪৲	চারি বৎসর
৩।	শ্রীভারত চন্দ্র দে	ঐ	ঐ	৪৲	ঐ
৪।	শ্রীমুকুন্দ্র চন্দ্র দাস	নূতন হাবেলী বঙ্গ বিদ্যালয়	ঐ	৪৲	ঐ
৫।	শ্রীআলী আহাম্মদ	ঐ	ঐ	৪৲	ঐ
৬।	শ্রীইউসুফ আলী	সোনামুড়া মধ্য ইং স্কুল	নিম্ন বাঙ্গলা	৩৲	দুই বৎসর
৭।	শ্রীবদরদ্দিন	ঐ	ঐ	৩৲	ঐ
৮।	শ্রীমহিম চন্দ্র ভট্টাচার্য্য	ফটিগুলী মধ্য ইং স্কুল	ঐ	৩৲	ঐ
৯।	শ্রীপ্যারী মোহন দাস	কৈলাসহর যুবরাজ স্কুল	ঐ	৩৲	ঐ
১০।	শ্রীফজলে আলী	যাত্রাপুর	পাঠশালা ছাত্রবৃত্তি	২৲	ঐ
১১।	শ্রীগিরিধারী সিংহ	গোলধারপুর	ঐ	২৲	ঐ
১২।	শ্রীতোবারক আলী	ফলবপুর	ঐ	২৲	ঐ
১৩।	শ্রীচৈতন্যরাম মালী	গোলধারপুর	ঐ	২৲	ঐ
১৪।	শ্রীফজলে আলী	ঋষ্যমুখ	ঐ	২৲	ঐ
১৫।	শ্রীগোবিন্দ্র চন্দ্র ত্রিপুরা	খোয়াই	ঐ	২৲	ঐ
১৬।	শ্রীমাং রসিদ	বড়কন্দ	ঐ	২৲	ঐ
১৭।	সৈয়দ আলী	যাত্রাপুর	ঐ	২৲	ঐ
১৮।	শ্রীমতি বিমলাবালা দেবী	তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়	ঐ	২৲	ঐ
১৯।	শ্রীমতি গিরিবঙ্গা দেবী	ঐ	ঐ	২৲	ঐ

C. K. Bose
ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক

নিদর্শন—১৮

আগরতলা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল নিয়োগ

শিক্ষা

নিয়োগ

১৩১৪ ত্রিং, তাং ৭ই শ্রাবণ, মেমো নং ৪ শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জলাল নাগ এম, এ, আগরতলা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল পদে নিযুক্ত হইলেন। দ্বিতীয় আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি কার্য্যে উপস্থিত হওয়ার তারিখ হইতে মাসিক মং ৩৫০৲ তিনশত পঞ্চাশ টাকা হারে বেতন পাইবেন।

U. K. DAS
মন্ত্রী

নিদর্শন—১৯

আগরতলাস্থ সরকারী হাইস্কুলের "উমাকান্ত একাডেমী" নামকরণ

১৩১৪ ত্রিং, তাং ২৯শে ফাল্গুন, মেমো নং ১৪—শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাতের অভিপ্রায় অনুসারে বিগত ৮ই ফাল্গুন তারিখ হইতে আগরতলা হাইস্কুল মন্ত্রী রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুরের নামানুসারে উমাকান্ত একাডেমী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

অতঃপর এই বিদ্যালয় "উমাকান্ত একাডেমী" নামে পরিচিত হইবে এবং অফিসিয়েল কাগজ পত্রে উক্ত নাম ব্যবহার হইবে।

A. CHAUDHURI
ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক
শিক্ষা বিভাগ

নিদর্শন—২০

লাইব্রেরীয়ান নিয়োগ

শ্রীহরি

মেমো নং ২

R. K. Deb Barman

প্যালেস লাইব্রেরীর কার্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহের জন্য জনৈক কার্য্যকারক নিয়োগ করা আবশ্যক, অতএব—

আদেশ—

শ্রীমলয় চন্দ্র দেবের স্থলে মন্ত্রী আফিস রাজস্ব বিভাগের মুন্সী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেনকে মাসিক মং ৬০৲ ষাইট টাকা বেতনে প্যালেস লাইব্রেরীর কার্য্যে নিয়োগ করা যায়। উক্ত কর্ম্মচারী এপক্ষের প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণ চন্দ্র রায়ের আদেশ ও উপদেশ মতে উক্ত লাইব্রেরীর ও অন্যান্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। ইতি, সন ১৩১৮ ত্রিং তারিখ ২০শে কার্ত্তিক।

নিদর্শন—২১

আগরতলায় হাসপাতাল সংসৃষ্ট মেডিকেল স্কুল স্থাপন

B. K. Manikya

সন ১৩২০ ত্রিং, তাং ৩০শে শ্রাবণ

মেমো নং ৪

বিগত ১২ই জ্যৈষ্ঠ (২৬শে মে) তারিখে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী প্রভাবতী মহাদেবী ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হাসপাতালের সংস্রবে যে মেডিকেল স্কুলের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, উহা অতঃপর "Edward Memorial Medical Institution" নামে অভিহিত হইবে। স্বর্গীয় পিতৃদেবের প্রতিষ্ঠিত স্বনামধন্যা Empress Victoria র স্মরণচিহ্ন "Victoria Memorial Hospital" এর সহিত তাঁহার উপযুক্ত পুত্র Emperor Edward VII এর স্মরণচিহ্ন উক্ত "Edward Memorial Medical Institution" একত্রে রক্ষিত হইয়া এরাজ্যে মাতা পুত্রের উপযুক্ত কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ চিরস্থায়ী থাকে ইহাই এপক্ষের অভিপ্রায়, ইতি।

নিদর্শন—২২

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন

B. B. K. Manikya
20.5.41.

মেমো নং ৫০

স্বস্তি—

বিষম সমর বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা মাণিক্য বাহাদুর নরপতেবাদেশোহয়ং কারকবর্গেষু প্রচরতু, পরমস্য বিরাজতে রাজধানী হস্তিনাপুরী।

যেহেতু এরাজ্যের প্রজা সাধারণের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন করা এপক্ষের অভিপ্রেত অতএব কার্য্যে পরিণত করা হউক, ইতি। সন ১৩৪১ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ২০শে ভাদ্র।

নিদর্শন--২৩

রাজ্যের প্রতিবিভাগে ইমপ্রুভমেন্ট কমিটি গঠন

B. B. K. Manikya

এরাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে সমূহের রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ ও স্থানীয় উন্নতি সাধন কার্য্যে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার নিমিত্ত প্রত্যেক বিভাগে এক একটি Improvement Committee গঠিত হওয়া এবং বিভাগীয় আদায়ী পূর্ত্তবর্ম্ম কর দ্বারা তত্যবিভাগে উক্ত কার্য্য সম্পাদিত হওয়া এপক্ষের অভিপ্রেত।

অতএব উপরোক্ত প্রয়োজনে প্রত্যেক বিভাগে ছয়জন সদস্য দ্বারা এক একটি কমিটি গঠিত হইবে। প্রতি তিন বৎসরান্তে পুনরায় সদস্য মনোনয়ন করা যাইবে। বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক নিজ নিজ বিভাগীয় সমিতির সভাপতিরূপে কার্য্য করিবেন। সদস্য হিসাবে একটি ভোটের অতিরিক্ত তাঁহার একটি Casting Vote দিবার অধিকার থাকিবে। নিম্নলিখিত পাঁচটি সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটি হইতে এক একজন করিয়া প্রতিনিধি উক্ত সমিতির সদস্যরূপে নিযুক্ত হইবেন--

(১) তালুকদার ও জমিদারগণ
(২) আইন ব্যবসায়ীগণ
(৩) ব্যবসায়ীগণ
(৪) পার্ব্বত্যপ্রজা
(৫) কৃষকপ্রজা

উল্লিখিত সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে সদস্য হইবার উপযুক্ত ব্যক্তিগণের নাম শ্রীযুত মন্ত্রী বাহাদুর অবিলম্বে এপক্ষের গোচর করিবেন। ইতি সন ১৩৪৩ ত্রিং তারিখ ২০শে আশ্বিন।

নিদর্শন--২৪

বিভাগীয় ইমপ্রুভমেন্ট কমিটি সমূহের কার্যপ্রণালী

R. K. Deb Barman
4.7.46.

রোবকারী নং ৯৭

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা মাণিক্য বাহাদুর এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা। ইতি। সন ১৩৪৬ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ৪ঠা কার্ত্তিক।

যেহেতু এরাজ্যের পূর্ত্তবর্ম্ম সংক্রান্ত উন্নতি সাধানের উদ্দেশ্যে এবং সত্বরতার সহিত ও সুষ্ঠুভাবে তৎসংক্রান্ত কার্য্য পরিচালনার জন্য প্রত্যেক বিভাগে স্থানীয় লোকদ্বারা গঠিত এক একটি সমিতি (Committee) স্থাপন করা এপক্ষের অভিপ্রেত অতএব আদেশ করা যায় যে,

স্ব স্ব বিভাগে রাস্তাঘাট, জলাশয় নির্ম্মাণ ও সংস্কারের এবং অন্যবিধ যে কোন বিষয়ে উন্নতিজনক

কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য, স্থানীয় তালুকদার ও জমিদার, আইন ব্যবসায়ী, ব্যবসায়ী পার্ব্বত্য প্রজা এবং কৃষক প্রজা--এই পাঁচটি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বমূলক সমিতি গঠন করা যায়। প্রত্যেক বিভাগের পূর্ত্তবর্ষ সংক্রান্ত আদায়ীকর দ্বারা গঠিত ফণ্ড বিভাগের আলোচ্য উন্নতিমূলক কার্য্যসমূহ সম্পন্ন হইবে।

প্রতি তিন বৎসরান্তে কমিটি সমূহের সদস্যবর্গ এপক্ষ কর্ত্তৃক নূতনভাবে নিযুক্ত হইবে। বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক কমিটির সভাপতিরূপে কার্য্য করিবেন এবং সভাপতিস্বরূপে সাধারণ ভোটের অতিরিক্ত ইহার একটি Casting Vote প্রদানের অধিকার থাকিবে।

কমিটিসমূহ সাধারণতঃ স্ব স্ব বিভাগীয় রাস্তাঘাট জলাশয় ইত্যাদি এবং আবশ্যক স্থলে অন্যান্য উন্নতি-জনক কার্য্যসম্পাদন সম্পর্কে আলোচনাপূর্ব্বক প্রস্তাব (Scheme) এপক্ষ সদনে উপস্থিত করিবে। এপক্ষের অনুমোদন প্রাপ্ত হইলে সংসৃষ্ট কার্য্যসমূহ কমিটি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে। কমিটি, মঞ্জুরীকৃত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করার কালে পূর্ত্ত বিভাগের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।

নিদর্শন--২৫

রাস্তাঘাটের উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য রপ্তানীকৃত ধান্য ও চাউলের উপর শুল্ক ধার্য করা

B. B. K. Manikya
17.8.47

মেমো নং ১২৭

যেহেতু এপক্ষের প্রতীতি হইতেছে যে এরাজ্যের রাস্তাঘাটের অভাবে এরাজ্যে উৎপন্ন মাল রপ্তানীর অন্তরায় হেতু প্রজাগণ উপযুক্ত মূল্য পাইতেছে না এবং তাহা প্রজাবর্গের বিভিন্ন প্রকারের কৃষিকার্য্যের ও শিল্প কার্য্যে যথোপযুক্ত উৎসাহের ও ক্রেতার অভাবের অন্যতম প্রধান কারণ এবং এই অভাব দূরীকরণার্থ এ রাজ্য মধ্যে সর্ব্ববিধ মালপত্র আমদানী, রপ্তানীর সুবিধা করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

অতএব রাজমন্ত্রীর প্রস্তাবানুযায়ী আদেশ করা যায় যে এ রাজ্য মধ্যে সর্ব্ববিধ মালপত্র আমদানী রপ্তানীর সুবিধাকল্পে রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রয়োজনীয় রাস্তাঘাট করা হউক এবং আংশিকভাবে তদ্ব্যয় নির্ব্বাহার্থ এ রাজ্য হইতে রপ্তানীকৃত ধান্য ও চাউলের উপর মন প্রতি ৵ দুই আনা হারে শুল্ক আদায় করা হউক। প্রয়োজন হইলে শুল্কের হার পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে। এতদ্বিষয়ে নিম্নোক্ত মূল নীতি অনুসরণ করিতে হইবে।

১। যে ক্ষেত্রে ধান্য চাউল রপ্তানী করিবার প্রসিদ্ধ রাস্তা ও নদীপথের সুযোগ সুবিধা আছে ও হইবে সেই ক্ষেত্রেই উক্ত শুল্ক আদায় করিতে হইবে। এই সকল রাস্তা ও নদীপথ ও তৎসমুদয়ের এলাকা রাজমন্ত্রী নির্দ্ধারণ করিয়া ঘোষণা করিবেন।

২। সাধারণতঃ রাজমন্ত্রীর নির্দ্ধারিত এরাজ্যের সীমান্তবর্তী স্থানের ধান চাউল এই শুল্ক হইতে বর্জ্জিত থাকিবে। এতদ্ব্যতীত বিশেষ বিশেষ স্থান রাজমন্ত্রী সুবিবেচনানুযায়ী শুল্ক বর্জ্জিত রাখিতে পারিবেন।

৩। কেহ এই আদেশ অমান্য করিয়া ধান্য ও চাউল রপ্তানী করিলে কিম্বা রপ্তানীর উদ্যোগ করিলে কিম্বা রপ্তানীর সাহায্য করিলে ফৌজদারী আদালতে বিচারে তাহার অনধিক ১০০৲ এবশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি এক মাস সশ্রম কারাদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড হইতে পারিবে একাধিকবার এই অপরাধ করিলে উল্লিখিত দণ্ড দ্বিগুণ হইতে পারিবে।

৪। ধান্য ও চাউল রপ্তানীর শুল্কের টাকা স্বতন্ত্রভাবে ট্রেজুরীতে জমা হইবে। এবং উহা কেবলমাত্র রাস্তাঘাট প্রস্তুতের কার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

৫। এই আদেশ অনুসারে কার্য্য পরিচালন জন্য রাজমন্ত্রী এই আদেশের অবিরোধী নিয়মাদি ও ফরম প্রণয়ন করিতে পারিবেন এবং তাহা ষ্টেট গেজেটে প্রচারের তারিখ হইতে এই আদেশের ন্যায় প্রবল গণ্য হইবে এবং তাহা কেহ লঙ্ঘন করিলে উপরোক্তরূপ দণ্ড হইবে। আগামী ১লা পৌষ হইতে এই আদেশ প্রবল গণ্য হইবে। ইতি। সন ১৩৪৭ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ১৭ই অগ্রহায়ণ।

নিদর্শন—২৬

উচ্চতর শিক্ষা বিস্তারকল্পে বিদ্যাপত্তন গভর্নিং কমিটি গঠন

B. B. K. Manikya
7.2.48

মেমো নং ১৩৪

বিদ্যাপত্তন নির্ম্মাণ, উহার উন্নতিজনক কার্য্যাদি সম্পাদন ও ভবিষ্যতে পরিচালন ইত্যাদি সম্বন্ধে বিবেচনা ও ত্বরার সহিত অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজনে একটি কমিটি গঠন এবং তৎপ্রতি ক্ষমতা অর্পণ করিবার আবশ্যকতা দৃষ্ট হইতেছে। অতএব, এতদুদ্দেশ্যে পার্শ্বলিখিত দশ জন মেম্বর দ্বারা "বিদ্যাপত্তন গভর্ণিং কমিটি" নামক একটি কমিটি গঠন করা যায়।

কমিটির মেম্বরগণ ঃ—

১। রাজমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট
২। চিফ্ সেক্রেটারী
৩। দেওয়ান সংসার ও পূর্ত্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক
৪। চিফ্ জাস্টিস্, খাস আদালত
৫। রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক
৬। হিসাব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক।
৭। শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক
৮। চিফ্ মেডিকেল অফিসার
৯। মিলিটারী সেক্রেটারী
১০। ত্রিপুরা চ্যারিটি লটারীর সেক্রেটারী, কমিটির সেক্রেটারী

বিদ্যাপত্তনের জন্য পরিকল্পিত গৃহাদি সত্বর নির্ম্মাণ কার্য্যের সুবিধার্থে এই কমিটির জিম্বায় আপাততঃ মং ৫০,০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়া যাইবে। এই টাকা এবং পরবর্ত্তী প্রদত্ত টাকা কমিটির বিবেচনামত স্থানীয় ব্যাঙ্কসমূহে অথবা ষ্টেট ব্যাঙ্কে আমানত স্বরূপে রক্ষিত হইয়া বিদ্যাপত্তন নির্ম্মাণ সম্পর্কিত কার্য্যাদি পরিচালিত হইবে। টাকা আমানত রাখা এবং তাহা ব্যয়াদি সর্ম্পর্কে কমিটি উপযুক্তরূপ নিয়মাদি প্রবর্ত্তন করিবেন। বিদ্যাপত্তন নির্ম্মাণ কার্য্যাদি সন্তোষজনকভাবে পরিচালিত হইতেছে কিনা তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কমিটির বিশেষ কর্ত্তব্য হইবে।

কমিটি মং ৩,০০০৲ তিন হাজার টাকা পর্য্যন্ত ব্যয়ের বিল মঞ্জুর করিতে পারিবেন কিন্তু কোনও একটি আইটেমে ৩,০০০৲ তিন হাজার টাকার অতিরিক্ত ব্যয় সম্বন্ধে অনুমোদন অথবা মঞ্জুরীর জন্য কমিটি স্বীয় মন্তব্য সহ প্রস্তাব এপক্ষ সদনে প্রেরণ করিবেন।

শ্রীযুত মন্ত্রী বাহাদুর বিদ্যাপত্তন গভর্ণিং কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং ত্রিপুরা চ্যারিটি লটারীর সেক্রেটারী এই কমিটির সেক্রেটারীর কার্য্য করিবেন। মেম্বরগণের মধ্যে অন্তত চারিজন উপস্থিত থাকিলেই কমিটির অধিবেশনের কার্য্য পরিচালিত হইতে পারিবে। ইতি—সন ১৩৪৮ ত্রিং, তারিখ, ৭ই জ্যৈষ্ঠ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত

নিদর্শন-২৭

সদর বিভাগে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন

নং ১৪৮

শ্রীবীরবিক্রম মাণিক্য

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি। ১৩৪৮ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ, ১৬ই আশ্বিন

যেহেতু এরাজ্যের প্রজাসাধারণ মধ্যে দ্রুতগতিতে শিক্ষা বিস্তারকল্পে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি প্রবর্ত্তন করা এপক্ষের অভিপ্রেত, অতএব এতদ্দ্বারা ঘোষণা করা যায় যে,

আগামী বর্ষ হইতে আপাততঃ সদর বিভাগান্তর্গত হাওড়া নদীর উপত্যকা মধ্যে এবং মফঃস্বলস্থ বিভাগীয় নগরসমূহে বিজ্ঞাপিত সীমাবদ্ধ এলেকা মধ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করা হউক। ইতি।

নিদর্শন--২৮

'বিদ্যাপত্তন' গভর্ণিং বডির পুনর্গঠন*

State Council,
Ujjayanta Palace, Khas Seresta, Agartala.

মহামান্য ষ্টেট কাউন্সিলের ৮।৫।১৩৪৯ ত্রিং তারিখের সপ্তম অধিবেশনের ৬ নং নির্দ্ধারণ:--

বিদ্যাপত্তনের কার্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালন নিমিত্ত শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের ৭।২।১৩৪৮ ত্রিং তারিখের আদেশে বিদ্যাপত্তন গভর্ণিং কমিটি গঠিত হইয়াছে। শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তনের সহিত কমিটির মেম্বার-গণের পদের পরিবর্ত্তন হেতু নিম্নলিখিত এগারজন মেম্বার দ্বারা নুতন কমিটি গঠন করা যায়।

প্রধানমন্ত্রী বাহাদুর বিদ্যাপত্তন কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং ত্রিপুরা চ্যারিটি লটারীর সেক্রেটারী এই কমিটির সেক্রেটারীর কার্য্য করিবেন।

১। প্রধানমন্ত্রী—প্রেসিডেন্ট।
২। স্বায়ত্বশাসন ও পূর্ত্তবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।
৩। ফাইনেন্স মন্ত্রী।
৪। কৃষি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।
৫। সাধারণ স্বাস্থ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।
৬। চিফ্ সেক্রেটারী।
৭। চিফ্ জাষ্টিস্--খাস আদালত।
৮। মিলিটারী সেক্রেটারী।
৯। ফাইনেন্স সেক্রেটারী।
১০। রাজস্ব বিভাগের নায়েব দেওয়ান।
১১। ত্রিপুরা চ্যারিটি লটারীর সেক্রেটারী—কমিটির সেক্রেটারী।

T. K. Gupta
সেক্রেটারী।

Rana Bodhjung
প্রেসিডেন্ট, ষ্টেট কাউন্সিল।

*রাজধানী আগরতলা সহরের উপকন্ঠে "বিদ্যাপত্তন" নামক শিক্ষা সংস্থাটি স্থাপন সম্পর্কে ইংরাজী ভাষায় রচিত মূল প্রস্তাব বা স্কীমটি অধ্যক্ষ যোগেন্দ্র কুমার চৌধুরী রচিত 'A Dream College' নামক গ্রন্থে পরিশিষ্টের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

নিদর্শন—২৯

বিদ্যালয়সমূহে দানের জন্য সরকারী স্বীকৃতি

নং ২০৯৯-২১০০ / ৭-১১ Dated ২৬।৭।৫৪ ত্রিং

Education Department
Tripura State.

....*তাঁহার পিতৃদেব................................
*মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থে আগরতলা উমাকান্ত একাডেমী ও মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর উন্নতির জন্য শিক্ষাপ্রদ বাংলা পুস্তক ক্রয় বাবতে ৫০০৲ টাকা হিসাবে মোট ১০০০৲ একহাজার টাকা দান করিয়াছেন।

বিদ্যানুরাগী ও সুসাহিত্যিক পিতার পুণ্য স্মৃতিরক্ষাকল্পে.............বাবুর এই দান অতীব প্রশংসনীয় এবং তজ্জন্য এ বিভাগ তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছে।

ইহা সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য ষ্টেট গেজেটে প্রচার করা যায়, ইতি ২৫শে কার্ত্তিক, ১৩৫৪ ত্রিং।

শ্রীনরেশকুমার ভট্টাচার্য্য
২৫।৭।৫৪ ত্রিং
ইং ডিরেক্টার অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকসন,
ত্রিপুরা রাজ্য।

*নাম অনুক্ত রাখা হইল।

নিদর্শন—৩০

রাজধানী আগরতলার উন্নতিকল্পে টাউন ইম্প্রুভমেন্ট কমিটি গঠন

B. B. K. Manikya

নং ৩৫৭

আদেশ

দরবার বিষম সমর বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি কর্ণেল হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর, জি, বি, ই, কে, সি, এস্, আই, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি। সন ১৩৫৬ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ২১শে ফাল্গুন।

যেহেতু রাজধানী আগরতলা টাউনের উন্নতি বিধান এবং সম্প্রসারণকল্পে স্বতন্ত্রভাবে বিশেষ ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক দৃষ্ট হইতেছে, অতএব,

এতদ্বারা আদেশ হইল যে,—

১। নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ দ্বারা আগরতলা টাউন ইমপ্রুভমেন্ট বোর্ড নামে একটি কমিটি গঠন করা যায়:—

(১) শ্রীযুতপ্রমদারঞ্জন ভট্টাচার্য্য, বি,এ,টি,সি,এস্।
(২) ক্যাপ্টেইন মহারাজকুমার দুর্জ্জয়কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর।

(৩) মেজর কুমার ব্রজলাল দেববর্ম্মা বাহাদুর।
(৪) মহারাজকুমার হেমন্তকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর, বি,এ,টি,সি,এস্।
(৫) ক্যাপ্টেইন উজীর সাহেব ঠাকুর কমলকৃষ্ণ দেববর্ম্মা।
(৬) শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত।
(৭) লেঃ ঠাকুর ললিতমোহন দেববর্ম্মা।
(৮) ষ্টেট্ ইঞ্জিনিয়ার } Ex-officio
(৯) সদর কালেক্টার }

২। এপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে উক্ত কমিটির কার্য্য পরিচালিত হইবে। শ্রীযুত প্রমদারঞ্জন ভট্টাচার্য্য এপক্ষের চীফ্ সেক্রেটারীর কার্য্যের অতিরিক্তরূপে, বোর্ডের প্রেসিডেন্টস্বরূপে কার্য্য করিবেন কার্য্যসৌকর্য্যার্থ তৎপ্রতি রাজস্বমন্ত্রী, ফরেষ্টমন্ত্রী ও পূর্ত্তমন্ত্রীর সম্পূর্ণ ক্ষমতা অর্পিত থাকিবে এবং তাহার প্রচারিত আদেশ এড্‌মিনিষ্ট্রেশনের উপরোক্ত বিভাগসমূহ সংসৃষ্ট কর্ম্মচারীগণের স্ব স্ব মন্ত্রীর আদেশের ন্যায় প্রতিপালনীয় হইবে।

৩। বোর্ডের কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য প্রেসিডেন্ট একটি পৃথক আফিস এবং প্রয়োজনীয় ষ্টাফের ব্যবস্থা করিবেন। এড্‌মিনিষ্ট্রেশনের যে সকল কর্ম্মচারীগণকে বোর্ডের আফিসে নিযুক্ত করা তিনি আবশ্যক বিবেচনা করেন, তাহাদিগকে তিনি এপক্ষের অনুমোদন আদেশ গ্রহণে বোর্ডের আফিসে পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। এবং বোর্ডের প্রতি ন্যস্ত কার্য্য পরিচালন ও সম্পন্ন করা উপলক্ষে তিনি এড্‌মিনিষ্ট্রেশনের যে কোন বিভাগ বা আফিস হইতে কাগজ, নক্সা, ম্যাপ ও যন্ত্রাদি তলব দিতে পারিবেন এবং প্রয়োজনবোধে সাময়িকভাবে যে কোন কর্ম্মচারীর প্রতি বোর্ড সংসৃষ্ট কোন বিশেষ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেওয়ার জন্য আদেশ দিতে পারিবেন।

৪। বোর্ডের কার্য্যের নিমিত্ত আগামী ১৩৫৭ ত্রিং সনের বাবত মং ৫০,০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকা মঞ্জুর করা যায়। এড্‌মিনিষ্ট্রেশন বজেটে এই টাকার বন্ধান করা হয়। প্রেসিডেন্ট উক্ত সংখ্যার ব্যয়ের খারিজ বজেট প্রস্তুত করিয়া এপক্ষের মঞ্জুরী গ্রহণ করিবেন।

৫। শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত এবং লেঃ ঠাকুর ললিত মোহন দেববর্ম্মা বোর্ডের সেক্রেটারী ও জয়েন্ট সেক্রেটারীর কার্য্য করিবেন। বোর্ড আফিসের কার্য্য প্রণালী এবং সেক্রেটারীদ্বয় ও মেম্বরগণের কর্ত্তব্য ও ক্ষমতাদি সম্পর্কে বোর্ড একটি নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবেন।

নিদর্শন—৩১

টাউন ইম্প্রুভমেন্ট বোর্ডের এলাকা নির্ধারণ

B. B. K. Manikya
27.11.56

নং ৩৫৮

আদেশ

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি কর্ণেল হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর, জি, বি, ই, কে, সি, এস, আই, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি। সন ১৩৫৬ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ২৭শে ফাল্গুন

যেহেতু এপক্ষের ১৩৫৬ ত্রিং ২১শে ফাল্গুন তারিখের ৩৫৭ নং আদেশদ্বারা গঠিত ও নিযুক্ত আগরতলা টাউন ইম্প্রুভমেন্ট বোর্ড এবং উহার প্রেসিডেন্টের প্রতি অর্পিত ক্ষমতাদি পরিচালন অভিপ্রেত উন্নতিজনক কার্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত এলাকা নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক—

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

অতএব আদেশ হইল যে,

উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ কেন্দ্র হইতে উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে ৫ পাঁচ মাইল পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানা পর্য্যন্ত স্থান ইম্‌প্রুভমেন্ট বোর্ড এবং উহার প্রেসিডেন্টের এলাকাভুক্ত গণ্য হইবে বলিয়া নির্দ্ধারণ ও ঘোষণা করা যায়। দ্বিরাদেশ পর্য্যন্ত উপরোক্ত এলাকাভুক্ত স্থানে কালেক্টার বা রাজস্ববিভাগ বা মন্ত্রী পরিষদ নূতনভাবে কোন প্রকার ভূমি বন্দোবস্ত প্রদানের অনুষ্ঠান করিবেন না এবং কোন আফিসে ভূমি বন্দোবস্ত সম্পর্কিত অনিবদ্ধ দরখাস্ত বা নথী মুলতবি থাকিলে তৎসমস্ত ইম্‌প্রুভমেন্ট বোর্ড আফিসে প্রেরণ করিবেন। ইতি

নিদর্শন—৩২

মহারাজ বীরবিক্রম কলেজে অধ্যয়নরত কোন কোন শ্রেণীর ছাত্রগণকে 'ফ্রি ষ্টুডেন্টশিপ্‌'-বৃত্তি দেওয়া সম্পর্কে

শিক্ষা বিভাগ

সার্কুলার নং ৫, ১৩৫৭ ত্রিং

এ বিভাগের ১৩৫৫ ত্রিং ৪ নং সারকুলারের দ্বারা এ রাজ্যের হাই ও মধ্য ইংরেজী স্কুলসমূহে অধ্যয়নরত এরাজ্যবাসী মহারাজকুমার ও কুমার বাহাদুরগণের, ঠাকুরলোক, মণিপুরী, ত্রিপুরা, লস্কর ও পার্ব্বত্য প্রজাগণকে (কুকি, রিয়াং প্রভৃতি হালামগণকে) ফ্রি ষ্টুডেন্টশিপ প্রদানের আদেশ প্রচার করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে "মহারাজ বীরবিক্রম কলেজে" আই-এ, আই-এস্‌-সি, ও বি, এ ক্লাশ আরম্ভ হইবে বিধায় উক্ত কলেজে অধ্যয়নরত পূর্ব্ববর্ণিত ছাত্রগণকে তদ্রূপভাবে শিক্ষালাভের সুযোগ প্রদান করা সমীচীন বিবেচিত হয়।

অতএব এতদ্দ্বারা আদেশ করা যায় যে, "মহারাজ বীরবিক্রম কলেজে" যে সব এ রাজ্যবাসী মহারাজ-কুমার ও কুমার বাহাদুরগণ, ঠাকুরলোক, মণিপুরী, ত্রিপুরা, লস্কর ও পার্ব্বত্যপ্রজা (কুকি, রিয়াং প্রভৃতি হালাম-গণ) অধ্যয়ন করিবে তাহারা তথায় ফ্রি ষ্টুডেন্টশিপ প্রাপ্ত হইবে, ইতি। সন ১৩৫৭ ত্রিং, তারিখ ১০ই আশ্বিন।

S. V. Mukerjee
প্রধানমন্ত্রী
শিক্ষা বিভাগ

১ ইসিক্ষনবিশি=নামের অনুমোদিত তালিকা। কতকটা Gazetted অর্থে।
২ কর্ম্ম হইতে স্থগিদ রহিত=Suspension or discharge.
৩ এই বিদ্যালয়টিই পরবর্তী সময়ে(১৮৯০ ইং) উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ে উন্নীত হইয়া উমাকান্ত একাডেমী নামে অভিহিত হয়।
৪ কৃত্রিম শব্দের একটা অপপ্রয়োগ। এস্থলে কৃত্রিম অর্থে Counterfeit না হইয়া অসাধারণরূপে অতিরিক্ত (Excess) আমদানী টাকাই বুঝাইতেছে।
৫ মোতালকের=অধীনে। সরকারী নানাবিধ নির্ম্মান অথবা মেরামত কার্য্য-সম্পাদনের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান তৎকালে "কারখানা" নামে আখ্যাত ছিল।
৬ ন্যায্যতা+অন্যায্যতা=ন্যায্যান্যায্যতা।
৭ তম্বিপূর্ব্বক=তাগিদ পূর্ব্বক।
৮ বহাল বাজেয়াপ্তের ফর্দ্দ=হাওলাত ও ব্যয়ের ফর্দ্দ অর্থে (adjustment)
৯ একছর=পাঃ একছেরদ্বয়ং অর্থে
১০ দফা=item, chance
১১ তলপ=আঃ তলব। দাবী মতে।
*রাজধানী আগরতলাস্থ পূর্ব্বতন সরকারী কলেজ সম্পর্কে এই বিজ্ঞাপনটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বহন করিতেছে এজন্য ঘোষণাটিকে জনশিক্ষার অধ্যায়ভুক্ত করা হইল।

দশম অধ্যায়

১। আইন ও বিচার বিভাগ।

২। ব্যাবস্থাপক সভা, আইনকানুন, নিয়মাবলী ইত্যাদি।

৩। বিভিন্ন বিচারাদালত, অফিস ও প্রিভিকাউন্সিল ইত্যাদি।

নিদর্শন--১

ফৌজদারী আদালতের বিচারকগণের প্রতি তিন মাস অন্তে সার্কিটএ যাওয়া সম্বন্ধে

শ্রীশ্রীযুত বীরচন্দ্র যুবরাজ

রোবকারী কাছারী এলাকে রাজগী পর্ব্বত ত্রিপুরা হুজুর শ্রীলশ্রীযুত বীরচন্দ্র যুবরাজ
ইতি সন ১২৭৫ ত্রিপুরা তারিখ ৩১শে আষাঢ়।

এপক্ষের রাজগী এলাকার প্রজাগণের বিচার তদর্থক যে আদালত ফৌজদারী মহকুমাস্থিত আছে ঐ আফিস অত্র রাজধানী. থাকাবশত রাজধানী হইতে যে যে প্রকার বাসস্থান ব্যবধান ঐ ঐ প্রজাগণ আপন যাতায়াতের ক্লেশ বিবেচনায় কাহারও প্রতি কাহারও দ্বারায় কোন দৌরাত্ম হইলে অথবা কোন পাওনা থাকিলে সদর মহকুমায় আসিয়া নালিশ সম্ভব[1] হইতেছে না এমতেই ইহার এক সদুপায় করা বিবেচনা হওয়াতে নিম্নের লিখিত মতে তদন্ত ও বিচার আমলে আনা উচিত জ্ঞানে

হুকুম হইল যে--

অত্র রোবকারীর নকল নিম্নের লিখিত মতে আচরণ ও তদর্থক আদালত ফৌজদারীর বিচারকারক শ্রীযুতগৌরচন্দ্র ঠাকুর নিকট পাঠান যায়।

মং শ্রী মোহন চন্দ্র সেন
মোহরের

নাম স্থান--		যে যে মতে তদন্ত ও বিচার আমলে আনিতে হইবেক তাহার নির্ণয়--
পং পাহাড় বিশালগড় ও চড়িলাম গয়রহ পং বামটিয়া	১ ১ -- ২	ফৌজদারী বিচারকারকের কর্ত্তব্য ৩।৩ মাসান্তে স্বয়ং ঐ স্থানে সপ্তাহের তরে যাইয়া প্রজাগণের দরখাস্ত লইয়া সদর মহকুমায় আসিয়া বিচার আমলে আনে। ইতি
পং কৈলাসহর ও কমলপুর গং পং উদয়পুর ও রাজগী এলাকার দক্ষিণাংশের অন্যান্য স্থানের	১ ১ -- ২	ঐ কার্য্যকারক[2] .... মধ্যে কোতালীর জনৈক দফেদার কি অন্য বিশ্বস্ত ব্যক্তি যাহাকে জ্ঞান করে তাহাকে ঐ সমস্ত স্থানে প্রেরণ করতঃ কৈলাসহরের দারগার তদন্তীয় কাগজ এবং যে যে প্রজাগণের যে যে নালিশ থাকে তাহাদের দরখাস্ত আনয়নে মোতালকি .... [3]আনিয়া বিচার করে। ইতি

নিদর্শন—২

মাসান্তে ফৌজদারী আদালতের 'মাসকাবার' প্রেরণ সম্বন্ধে

শ্রীলশ্রীযুত
বীরচন্দ্র যুবরাজ

রোবকারী কাছারী এলাকে রাজগী পর্ব্বত ত্রিপুরা হুজুর শ্রীলশ্রীযুত বীরচন্দ্র যুবরাজ
ইতি। সন ১২৭৫ ত্রিপুরা তারিখ ২০শে অগ্রহায়ণ।

জনশ্রুতিতে জানা যায় বহু মামলা আদালত ফৌজদারী মোকদ্দমার ফয়ছল[৪] না হইয়া থাকাতে মামলার ক্লেশের কারণ হইয়াছে। অতএব আদালত ফৌজদারী সংক্রান্ত কোন তারিখের দায়েরী কত নম্বর মোকদ্দমা কি কি তদারক হইয়া মলতবী আছে জানান এবং ভবিষ্যতে মাস মাস মাস্কাবার দৃষ্টি করা আবশ্যক হইয়া

হুকুম হইল যে--

আদালত ফৌজদারী সংক্রান্ত কোন ২ তারিখের দায়েরী কত নম্বর মোকদ্দমার কি পর্য্যন্ত তদারক হইয়া মলতবী[৫] আছে তাহার এক লিষ্ট ও আগামী মাস হইতে প্রতিমাসে মাস্কাবার[৬] পাঠান কারণ অত্র রোবকারীর এক নকল ঐ মহকুমার বিচারক শ্রীযুত গৌরচন্দ্র ঠাকুর নিকট পাঠান যায়। ইতি

মং শ্রীমহেশচন্দ্র সেন
মোহরের

নিদর্শন—৩

দেওয়ানী মোকদ্দমার ইসু ধার্য করা সম্পর্কে

মোহর*
শ্রীলশ্রীযুত
বীরচন্দ্র যুবরাজ

রোবকারী কাছারী এলাকে রাজগী পর্ব্বত ত্রিপুরা হুজুর শ্রীলশ্রীযুত যুবরাজ গোস্বামী।
ইতি সন ১২৭৭ ত্রিং তারিখ ২১শে আষাঢ়।

অপ্রকাশ নহে যে রাজগী এলাকার আদালত দেওয়ানীর মোকদ্দমার ইশু ধার্য্য না হইয়া বিচার নিষ্পত্য হইয়া থাকে এগতিকে বিচারকার্য্য শৃঙ্খলারূপে নির্ব্বাহিত হয় না এমতে ইশু ধার্য্যে বিচার নিষ্পত্য করা অভিপ্রায় হইয়া

হুকুম হইল যে--

মোকদ্দমাতে ইশু ধার্য্যক্রমে নথি প্রস্তুতে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করার তরে অত্র রোবকারীর নকল অধস্থ আদালতের[৮] বিচারক নিকট প্রেরণ হয়।

মং শ্রীপূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস

*মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের মৃত্যুর পর যুবরাজ বীরচন্দ্র ত্রিপুরার রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণের পূর্ব্ববর্ত্তী-কালে defacto ruler রূপে রাজ্য শাসনকালে এই যুবরাজী মোহর ব্যবহার করিতেন।

নিদর্শন—৪

দলিল রেজিষ্টারী সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী

দলিলাত রেজেষ্টরী সম্বন্ধে নিয়মাবলী এলাকে রাজগী পর্ব্বত ত্রিপুরা
হুজুর শ্রীলশ্রীযুত বীরচন্দ্র যুবরাজ গোস্বামী। ইতি ১২৭৭ ত্রিং

১। যে পর্য্যন্ত দ্বিতীয় নিয়ম ধার্য্য না হয় ঐ পর্যন্ত এই নিয়ম প্রচলন থাকিবেক ও রেজেষ্টরী কার্য্য রাজগী এলাকার আদালত দেওয়ানীর বিচারক কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হইবেক।

২। যে যে দলিল রেজিষ্টরী করিতে হইবেক তাহা ও রেজেষ্টরী আফিসের সংখ্যা নিম্নে লিখা গেল।

৩। দলিলের তারিখ হইতে ২ মাস মধ্যে রেজেষ্টরী করিতে হইবে।

৪। যদি কেহ বিশিষ্ট কোন কারণবশতঃ ম্যাদ মধ্যে স্বয়ং হাজির হইতে না পারে ও তাহার প্রমাণ করিতে ক্ষমতাবান হয় তবে প্রতিনিধি দ্বারায় ঐ ম্যাদ মধ্যে দলিল রেজেষ্টরী হইতে পারিবে।

৫। কোন সম্ভ্রান্ত লোক কি পরদানিশিন স্ত্রীর পক্ষে প্রতিনিধি দ্বারায় রেজেষ্টরী কার্য্য চলিতে পারিবেক।

৬। কোন ব্যক্তি দলিল দিয়া শঠতাক্রমে রেজেষ্টরী না করিলে দলিল প্রাপক ব্যক্তির ঐ ২ মাস মধ্যে তদ্বিষয় রেজিষ্টরী আফিসে নালিশ করিতে হইবেক মেয়াদ গতে নালিশ গ্রাহ্য হইবেক না।

৭। দলিল সম্বন্ধীয় দাতা হাজির হইয়া রেজেষ্টরী করিতে হইবেক।

৮। প্রতিনিধি দ্বারায় রেজেষ্টরী হওয়ার বিষয় ৪।৫ প্রকরণে যে নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার মোক্তারনামা প্রথমতঃ ঐ রেজেষ্টরী আফিসে তজদিক কারণ উপস্থিত করিতে হইবেক তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ লইয়া তজদিক করিবে।

৯। যদি কোন ব্যক্তি ম্যাদের দিবস দলিল উপস্থিত করে তবে তাহা বিচারক দাখিল করিয়া লইয়া পশ্চাৎ রেজেষ্টরী করার ক্ষমতা থাকিবেক।

১০। দলিল রেজেষ্টরী নিমিত্ত দাতা গ্রহীতা উভয় অথবা তাহাদের প্রতিনিধি হাজির হইলে আদালতের নিযুক্তিয় উকীল কি মোক্তার অথবা বিচারকের বিশ্বাসজনক লোকের দ্বারায় সেনাক্ত লিখিতে হইবেক।

১১। রেজেষ্টরীর দলিলাত নকল রাখার নম্বর ওয়ারি এক বহি সেরেস্তায় রাখিতে হইবে।

১২। যে কোন দলিল রেজেষ্টরী নিমিত্ত দাখিল হইবেক ঐ দলিলের পৃষ্ঠে নিয়মানুযায়ী বিবরণ লিখিয়া তাহাও ঐ দলিলের সকল সেরেস্তায় রেজেষ্টারী বহিতে নম্বরওয়ারি মতে রাখিয়া বিচারকের নিশানীক্রমে আসল দলিল ওয়াপস দিতে হইবে।

যে যে দলিল রেজেষ্টরী হইবেক তাহার নিরাকরণ

বিক্রয় কওয়ালা	১
বন্ধকী কওয়ালা অর্থাৎ বন্ধকনামা	১
হেবা নামা	১
উইল	১
তমশুক	১
জামিন নামা	১

কাবিন	১
দানপত্র	১
আমমোক্তার নামা	১
ইস্তিফা নামা	১
চাকুরির কবুলিয়ত	১
আবাদী পাট্টা	১
ইজারা পাট্টা কবুলিয়ত	১
তালুকী পাট্টা কবুলিয়ত	১
রায়তী পাট্টা কবুলিয়ত	১

রেজেষ্টরী আফিসের তায়দাদ

অবধি	পর্য্যন্ত	ফিশ্‌
১৲	২৫৲	I.
২৫৲	৫০৲	II.
৫০৲	১০০৲	১৲
১০০৲	২০০৲	২৲
২০০৲	৫০০৲	৪৲
৫০০৲	১,০০০৲	৬৲
১,০০০৲	২,০০০৲	১০৲
২,০০০৲	৫,০০০৲	১৫৲
৫,০০০৲	১০,০০০৲	২৫৲
১০,০০০৲	২০,০০০৲	৫০৲
২০,০০০৲	৪০,০০০৲	১০০৲

উক্ত মত তামিলার্থ অধস্থ আদালতের অত্র নিয়মাবলী পাঠান যায়। ইতি সন ১২৭৭ তারিখ ৮ই কার্ত্তিক।

নিদর্শন--৫

ত্রিপুরা ১২৮০ সনের তৃতীয় নিয়মাবলী অর্থাৎ স্বাধীন ত্রিপুরার চলৎদণ্ডবিধি[১০]

হেতুবাদ

যেহেতু ত্রিপুরার রাজ্যাধিকারের ফৌজদারী অপরাধের শাস্তি সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম ধার্য্য করা উচিত বোধ হইল। অতএব শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের হজুর হইতে হকুম হইল যে ঐ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়মাবলী প্রচার করা যায় ও তাঁহার আদেশ আগামী মাস অবধি ফৌজদারী সমস্ত অপ্‌রাধে ঘটিবেক। ইতি ২৯শে কার্ত্তিক ১২৮০ ত্রিং।

১। বিরক্তিজনক কটুবাক্য অথবা অপরাধসূচক কথা কেহর বিরুদ্ধে তাহার সাক্ষাতে বলিলে ৫০৲ টাকার অনধিক জরিমানা ও তাহা না দিলে ১ মাসের অনধিক কয়েদ হইবে। ঐ মত কথা অসাক্ষাতে কহিলেও তাহাতে অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে অথবা ঐ কথা হওয়ার নিমিত্ত বা কেহর জানিবার জন্যে লিপিবদ্ধ করিলে ঐ শাস্তি পাইবে।

২। উক্ত ধারা মতে দণ্ড হউক বা না হউক ঐ অপরাধঘটিত মানহানির ক্ষতির বাবত দেওয়ানী নালিশের বাধা হইবে না।

৩। অসত্তবে[১১] কেহর কোন প্রকারের বস্তু অন্যব্যক্তি নষ্ট করিলে অথবা বলপূর্ব্বক অপহরণ করিলে ২৫৲ টাকা অনধিক জরিমানা দিবেক ও তাহা না দিলে বিনাশ্রমে ১৫ দিবস কারাবদ্ধ থাকিবে ও এই দণ্ডের দ্বারা ঐ বস্তুর প্রকৃত মূল্য পাওয়ার দেওয়ানী নালিশের বাধা হইবে না।

৪। কেহর কোন অনিষ্ট করার অভিপ্রায়ে লোক সংগ্রহ করিলে অথবা করাইলে ও কোন প্রকারের মাইরপীট করিলে যাহাতে কোনব্যক্তির যখম বা আঘাতের চিহ্ন অঙ্গেতে না হয় তাহাতে অপরাধী ব্যক্তির ৩ মাসের অনধিক কারাবদ্ধ হইবেক অথবা ১০০৲ টাকা জরিমানা দিবে অথবা উভয় দণ্ড প্রাপ্ত হইবে।

৫। ঐ অপরাধের নিমিত্তে শ্রমের পরিবর্ত্তে ২৫৲ টাকা অনধিক জরিমানা হইতে পারিবে ও তাহা দিলে বিনাশ্রমে ····[১২] কয়েদ থাকিবে।

৬। ঐ সমস্ত কার্য্যে কোনব্যক্তির যখম বা শরীরে আঘাতের চিহ্ন হইলে অপরাধী ব্যক্তিরা ও ব্যক্তির অবস্থা বিবেচনায় ৩ মাসের অনধিক বা ৩ বৎসর পর্য্যন্ত কারাবদ্ধ হইবে ও পরিশ্রমের সম্বন্ধে ৫ ধারার নিয়ম ঘটিবেক কিন্তু ঐ জরিমানা ১০০৲ টাকার অনধিক হইবে।

৭। ঐরূপ আঘাতের দ্বারা কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের প্রাণ নষ্টের সম্ভাবনা থাকিলে ৭ বৎসরের অনধিক কাল শ্রমসহ কয়েদ হইবে।

৮। ঐরূপ আঘাত দ্বারা কোন ব্যক্তি বধ হইলে অপরাধী অধিক থাকিলে ও যে ব্যক্তির আঘাতে বধ হয় তাহার নির্ণয় না হইলে ১৪ বৎসরের অনধিক শ্রমসহ কয়েদ হইবে ও বধকারীর নির্ণয় হইলে যাবৎজীবন শ্রমসহ কারাবদ্ধ থাকিবে।

৯। পরের স্ত্রী বা কন্যা তাহার সম্মতিতে অপহরণ করিলে ১ বৎসরের অনধিক কয়েদ ও ১০০৲ অনধিক জরিমানা হইবেক। তাহা না দিলে আর ১ বৎসর অনধিক কয়েদ থাকিবে ও শ্রমের পরিবর্ত্তে ২৫৲ অনধিক জরিমানা দিবেক তাহা না দিলে শ্রম করিবেক। ঐ স্ত্রী বা কন্যার অসম্মতিতে ঐ অপরাধ করিলে উক্ত শাস্তির দ্বিগুণ শাস্তি হইবেক।

১০। পরস্ত্রী বা কন্যা গমন করিলে ও অপগর্ভ নষ্ট করিলে তাহাদের ইচ্ছামত হইলে ১ বৎসরের অনধিক কয়েদ ঐ ১০০৲ জরিমানা ও তাহা না দিলে আরও ১ বৎসরের অনধিক কয়েদ হইবেক অনিচ্ছাতে হইলে বা বলপূর্ব্বক হইলে ২ বৎসরের অধিক কয়েদ ও ২০০৲ অধিক জরিমানা তাহা না দিলে আরও ২ বৎসরের অনধিক কয়েদ হইবে। শ্রমের পরিবর্ত্তে ২৫৲ অনধিক জরিমানা দিবে না দিলে শ্রম করিবে ঐ ঐ কার্য্যের দ্বারা যাহার বা যাহাদিগের মানের হানি হয় তাহার কি তাহাদিগের মানহানির ক্ষতিপূরণের নালিশ দেওয়ানী আদালতে হইতে ঐ দণ্ডের দ্বারা বাধা হইবে না।

১১। অসত্তাবে কোন ব্যক্তি অন্যের কোন বস্তু তাহার অসাক্ষাতে বা অজ্ঞাতে হরণ করিলে নিম্নলিখিত মতে দণ্ডনীয় হইবে।

১ প্রকরণ। ঐ বস্তু ১০৲ অনধিক মূল্যের হইলে ১ মাসের অনধিক কয়েদ। ২ প্রকরণ। ১০৲ টাকা অনধিক হইলে ৬ মাসের অনধিক কয়েদ। ৩ প্রকরণ। ৫০৲ টাকা অধিক ১০০৲ টাকা অনধিক হইলে ১ বৎসরের অনধিক। ৪ প্রকরণ। ১০০৲ অধিক ২০০৲ অনধিক হইলে ২ বৎসর। ৫ প্রকরণ। ২০০৲ অধিক ৫০০৲ অনধিক হইলে ৩ বৎসরের অনধিক কয়েদ। ৬ প্রকরণ। ৫০০৲ অধিক যত মূল্যের মাল হয় তাহাতে ৫ বৎসরের অনধিককাল কয়েদ। ৭ প্রকরণ। ঐ সমস্ত অপরাধের সম্বন্ধে উপযুক্ত মত জরিমানা শ্রমের পরিবর্ত্তে দাখিল করিলে বিনাশ্রমে নচেৎ শ্রমসহ কয়েদ থাকিবে। ঐ জরিমানা বিচারক অবস্থাদৃষ্টে নির্দ্ধারণ করিবে।

১২। গৃহে প্রবেশ করিয়া ঐ অপরাধ করিলে ঐ অপরাধ গুরুতর জ্ঞান হইবে।

১৩। বলপূর্ব্বক ডাকাইতি রাহাজানি করিলে মালের মূল্য ১০০৲ অনধিক হইলে ৩ বৎসরের অনধিক কয়েদ। ৫০০৲ অনধিক মূল্যবান বস্তু হইলে ৫ বৎসরের অনধিক কয়েদ। তাহার উর্দ্ধ মূল্যবান বস্তু হইলে ১০ বৎসরের অনধিক শ্রমসহ কয়েদ হইবে এবং গৃহদাহ পূর্ব্বক অনিষ্ট করিলে ঐ ঐ প্রকারের অপরাধ হইবে।

১৪। ঈর্ষাক্রমে অপরাধঘটিত যে কোন কর্ম্ম দ্বারা অন্য ব্যক্তির শারীরিক বা মানসিক ক্লেশ হয় ঐ মত অপরাধের দণ্ডবিধান স্পষ্টরূপে এই নিয়মাবলীতে ধার্য্য হইলেক না ঐরূপ অপরাধ কোন ব্যক্তি করিলে ৬ মাসের অনধিক কয়েদ অথবা উভয় দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। ও শ্রমের পরিবর্ত্তে ১২৫৲ অনধিক না দিলে শ্রম করিবে।

১৫। যাহাতে কেহর অনিষ্ট বা অপকার বা কোন ব্যক্তির উপকার হইতে পারে এমত কথা কশম পূর্ব্বক মিথ্যা বলিলে কি বলাইলে ৩ বৎসরের অনধিক কয়েদ অথবা ১,০০০৲ অনধিক জরিমানা বা উভয় দণ্ড হইবে শ্রমের পরিবর্ত্তে ৫০৲ অনধিক জরিমানা না দিলে শ্রম করিবে।

১৬। কোন ব্যক্তির অনিষ্ট বা অপকার বা উপকার হইবার মনস্তে কোন লিপি বা তাহার কোন অংশ কৃত্রিম করিলে ১৫ ধারা মত শাস্তি পাইবে।

১৭। একের পশু দ্বারা অন্যের কৃষি বা বাটী ও গৃহাদির কোন প্রকার কিছু ক্ষতি হইলে পশুর অধিকারী নিম্নলিখিত মত দণ্ডগ্রস্থ হইবে উক্ত দণ্ডের টাকা না দিলে ঐ ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোকনীলাম দ্বারা খরচ সহ পরিশোধ হইবে এতদ্বারা ক্ষতিপূরণের নালিশের বাধা হইবে না।

হাতী	২৲	বড় গরু	॥.
বড় ঘোড়া	১৲	ঐ ছোট	।.
ঐ ছোট	॥.	মেষাদি	।.
বড় মহিষ	১৲	ঐ ছোট	৵.
ঐ ছোট	॥.		

নিদর্শন—৬

তমাদি সংক্রান্ত নিয়মাবলী

আপীল আদালতের
মোহর

শ্রীধনঞ্জয় ঠাকুর

যেহেতুক ত্রিপুরার রাজত্বে মোতালকে নানা প্রকার নালিশাদির বিশেষ ম্যাদ[১৩] ধার্য্য করা উচিত বোধ হইল অতএব শ্রীশ্রীযুত মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর হইতে আদেশ হইল যে এই বিষয় নিম্নলিখিত নিয়মাবলী প্রচার করা যায় ও অদ্যকার তারিখ হইতে এই নিয়মাবলী অনুসারে আচরণ হইবেক। ইতি ১২৮০ ত্রিং তারিখ ২৯শে কার্ত্তিক।

১২৮০ সন ত্রিপুরা

২ দ্বিতীয় নিয়মাবলী

১ ধারা। ইহাতে হকুম হইল যে এই রাজ্যাধিকার মধ্যে সকর কি নিষ্কর ভূমি কি অন্য স্থাবর সম্পত্তির খাজানা অথবা ভাড়ার নালিশ হেতুর তারিখ হইতে ৫ পাঁচ বৎসর গতে গ্রাহ্য হইবে না।

২ ধারা। কর্জ্জ টাকা কি অন্য প্রকার কারবারের নালিশের ম্যাদ হেতুর তারিখ হইতে ৬ ছয় বৎসর কার্য্য হইবেক।

৩ ধারা। স্থাবর অস্থাবর[১৪] বস্তু পাওয়ার অথবা তাহার স্বত্ব নির্ণয়ের নালিশের ম্যাদ হেতু আরম্ভাবধি ১৪ চতুর্দ্দশ বৎসর ও বাদী অপ্রাপ্তবয়স্ক কি অন্য প্রকার অক্ষম হইলে ঐ অক্ষমতা দূর হইবার তারিখাবধি ৬ ষষ্ঠ বৎসর ম্যাদ পাইবেক কিন্তু ঐ ষষ্ঠ বৎসর ম্যাদ কেবল ঐ মোকদ্দমাতে খাটিবেক যাহার হেতু ঐ অক্ষমতাকালের মধ্যে উপস্থিত হয় অথবা চতুর্দ্দশ বৎসর ম্যাদ ঐ কালের মধ্যগত হয়।

৪ ধারা। আরও হুকুম হইল যে বিলম্বের ও বিশ্বস্ত হেতু দর্শান গেলে উপরোক্ত ধারা সকলের কোন কথা নালিশ শ্রাবণের বাধক[১৫] হইবে না।

৫ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পুরুষ ব্যক্তি ১৮ অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃ গতে ও সাধারণতঃ স্ত্রীলোক ঋতু[১৬] অথবা ১৫ বৎসর বয়স্কা হওয়ার পর বালক বলিয়া পরিগণিত হইবেক।

৬ ধারা। ড্যামিসের[১৭] ও ক্ষতিপূরণের পাওয়ার নালিশের ম্যাদ হেতুর তারিখাবধি ৬ বৎসর।

৭ ধারা। ফৌজদারী মোকদ্দমার নালিশের ম্যাদ মাজরা[১৮] হওয়ার তারিখাবধি ২ মাস কিন্তু বিলম্বের বিশিষ্ট হেতু দর্শাইলে তৎপরেও কোন সময় শুনা যাইতে পারিবেক।

৮ ধারা। ফৌজদারী ও দেওয়ানী সংক্রান্ত সম্যক প্রকারের মোকদ্দমার নিষ্পত্তির অসম্পত্তিতে প্রথম আপীলের ম্যাদ বিলম্বের বিশিষ্টের হেতু দর্শান না গেলে ঐ নিষ্পত্তির তারিখ হইতে ৬০ দিবস ও ঐ ঐ আপীলের নিষ্পত্তির অসম্মতিতে দ্বিতীয় আপীলের ম্যাদ নিষ্পত্তির তারিখাবধি ৭০ দিবস ধার্য্য হইল। তাহাতে এই বিশেষ নিয়ম থাকিবে যে নিষ্পত্তির নকল লইতে যে কাল গৌণ হয় অর্থাৎ নকলের নিমিত্ত কাগজ দাখিল হওয়াবধি নকল পাওয়া পর্য্যন্তের কাল ঐ ম্যাদ মিনাহ পারিবেক।

৯ ধারা। দেওয়ানী সংক্রান্ত মোকদ্দমার ডিক্রীজারি করিবার ম্যাদ চূড়ান্ত নিষ্পত্তির তারিখাবধি ৪ বৎসর কিন্তু কোন ডিক্রীজারি নম্বর খারিজ হইলে তাহার ম্যাদ খারিজের তারিখাবধি ২ বৎসর ধার্য্য হইলে এবং এই নিয়মাবলী প্রচারের পূর্ব্বে ডিক্রীজারীর ম্যাদ এই নিয়মাবলী জারী হওয়াবধি ১ বৎসর কিন্তু ডিক্রীর তারিখ হইতে ৪ বৎসর গত হয় নাই অথচ এক বৎসরের অধিককাল বাকী আছে তাহার ম্যাদ ঐ ডিক্রীর তারিখ হইতে ৪ বৎসর।

১০ ধারা। যে সব দেওয়ানী নালিশের এই নিয়মাবলীর নির্দ্দিষ্ট ম্যাদ এই নিয়মাবলী প্রচারের পূর্ব্বে অতীত হইয়াছে তাহার নিমিত্ত এই নিয়মাবলী প্রচারের তারিখাবধি এক বৎসর ও তৎরূপ ফৌজদারী মোকদ্দমার নালিশের ম্যাদ ১৫ দিন ও সম্যক প্রচারের আপীলের ম্যাদ ২০ দিন ধার্য্য হইল।

১১ ধারা। যে প্রচারের দাওয়া ও নালিশের ম্যাদ স্পষ্টরূপ এই নিয়মাবলীতে লিখা যায় নাই তাহার ম্যাদ হেতুর তারিখাবধি ৫ বৎসর ধার্য্য হইলেক।

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

নিদর্শন—৭

দেওয়ানী ও ফৌজদারী সম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয়ক নিয়মাদি

১২৮০ ত্রিপুরাব্দ

ত্রিপুরার রাজ্যাধিকারের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের কার্য্যপ্রণালী বিশেষরূপে ধার্য্য করা উচিত বোধ হওয়াতে শ্রীশ্রীযুত বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর হুজুর হইতে আদেশ হইল যে নিম্নলিখিত নিয়মাবলী প্রচার করা যায় ও তাহা আগামী মাসাবধি চলন হইবেক। ইতি সন ১২৮০ ত্রিং ·········· অগ্রহায়ণ।

প্রথম অধ্যায়

দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালী

১। দেওয়ানী সংক্রান্ত নানা প্রকারের দাওয়ার আরজীতে উভয় পক্ষের নাম ও ধাম ও দাবীর পরিমাণ ও হেতু উত্থাপনের ও অস্থাবর বস্তু হইলে তাহা আদান প্রদানের তারিখ ও অস্থাবর বস্তু হইলে তাহা যে প্রকারের বস্তু ও যে কারণে ও যে স্বত্বমূলে দাওয়া করা যায় তাহার বিবরণ এবং বেদখলির বুনিয়াদে দাবী হইলে যে সময়ে ও যে তারিখে ও যে প্রকারে বেদখল হইয়াছে ও সম্যক ··············* কোন মহালের কি তাহার কোন অংশের দাওয়া না হইয়া খণ্ডভূমির নালিশ হইলে তাহার চতুঃসীমা অবশ্যই লিখিতে হইবেক ও তাহা বিহিনে পরিত্যাগের বিশিষ্ট কারণাভাবে ঐ আরজী গ্রাহ্য হইবেক না।

২। তদ্রূপে বিবাদী স্বীয় জওয়াবে বাদীর দাবী স্বীকার কি অস্বীকার ও নিজের আপত্তির বিবরণ সংক্ষেপে স্পষ্টরূপে লিখিবে।

৩। উভয় পক্ষ দরখাস্ত দ্বারা আদালতের অনুমতি গ্রহণে আরজী অথবা জওয়াবের ভুললিপি সংশোধন করিতে পারিবেক এবং আবশ্যক বোধ করিলে বাদী বিবাদীর প্রত্যুত্তরে অথবা বিবাদীর বাদীর ঐ প্রত্যুত্তরের, উত্তরে আদালতকে যাহা জানাইতে চাহে তাহা আদালতের নির্দ্দিষ্টকরা ম্যাদ মধ্যে জানাইতে পারিবেক এবং বিশেষ কারণে সময় ২ ঐ ম্যাদ বৃদ্ধি হইতে পারিবেক।

৪। নালিশী আরজি ও জওয়াব ও দরখাস্তাদি স্বয়ং অথবা নিযুক্তিয় উকীল দ্বারা দাখিল হইবে।

৫। আরজি দাখিলের পর বহিতে রেজিষ্টারী হইয়া বিবাদীর নামে জওয়াব দেওয়ার নিমিত্তে এতলানামা প্রচার হইবেক ও স্থানের ব্যবধানতার বিবেচনায় জওয়াব দেওয়ার তারিখ তাহাতে লিখিহত হইবেক ও তাহাতে বিবাদী হাজির না হইলে পুনরায় এক সপ্তাহের ঐ ম্যাদ নির্দ্দিষ্ট প্রচার করিতে হইবেক ঐ এতলানামা ও এস্তাহার জারীকারক তাহা জারীর বিধানযুক্তে কৈফিয়ত আদালতে দাখিল করিবেক।

৬। ঐ এতলানামা ও এস্তাহার মতে বিবাদী উপস্থিত না হইলে তাহার জারীর প্রমাণ বাদী স্থানে গ্রহণান্তর তাহার দাবীর প্রমাণ গ্রহণে একতরফা সূত্রে বিচার হইবেক।

৭। আরজি ও জওয়াব ইত্যাদি দাখিল হইলে পর আদালত উভয় পক্ষের তর্ক দৃষ্টে বিচার্য্য বিষয় সকল পৃথক রোবকারী দ্বারা ধার্য্য করিয়া দলিল ও প্রমাণ উপস্থিত করণার্থে এক ম্যাদ নির্দ্দিষ্ট উভয় পক্ষকে সাবকাশ দিবেন ও আদালতের হুকুমক্রমে ঐ ম্যাদের বৃদ্ধি না হইলে বিলম্বের উপযুক্ত কারণ দর্শান না গেলে ঐ ম্যাদের পর কোন দলিল ও প্রমাণ গ্রহণ হইবেক না কিন্তু আদালত বিশেষ কারণে উচিতবোধ করিলে গ্রহণ করিতে পারিবেন ও যে বিষয় লইয়া উভয় পক্ষ মধ্যে তর্ক না থাকে তাহা বিচার্য্য বিষয় ধার্য্যের রোবকারীতে লিপিবদ্ধ হইবেক না।

* ৪।৫টি শব্দ অপাঠ্য।

৮। উভয় পক্ষের হস্তবশে যে দলিল থাকে তাহা আরজি ও জওয়াবের সঙ্গে অথবা বিচার্য্য বিষয় ধার্য্য হওয়ার পূর্ব্বে কোন সময়ে অবশ্যই দাখিল করিতে হইবেক বিলম্বের বিশেষ কারণ দর্শান না গেলে তৎপর গ্রাহ্যনীয় হইবেক না।

*৯। কোন পক্ষ স্বীয় দাতা কি আপত্তির প্রার্থনার্থে যে সব সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করাইতে চাহে তাহাদিগের নাম ও যে প্রমাণের সাক্ষী ও তাহার কৈফিয়ৎ লিপিপূর্ব্বক দরখাস্ত উপস্থিত করিলে সাক্ষীদিগের নামে আদৌ শমন ও তাহাতে অনুপস্থিত থাকিলে ছানিশমন উপস্থিত হওয়ার তারিখ নিৰ্দ্দিষ্টে প্রচার হইবেক কিন্তু কোন পক্ষ নিজে ঐ নিৰ্দ্দিষ্ট তারিখের পূর্ব্বে অথবা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হওয়ার পূর্ব্বে কোন সময়ে আপন করারি সাক্ষী হাজির আনাইয়া জবানবন্দী করাইতে পারিবেক ও তদ্রূপে স্বয়ং সাক্ষী বিশেষ কারণে আদালতে হাজির আসিয়া সাক্ষ্য আদায় করিতে পারিবেক সাক্ষী শমন অথবা ছানিশমন জ্ঞাত হইয়াও আদালতে হাজির না হইলে মোকদ্দমার পরিমাণ তুল্যের অথবা ৫০০৲ টাকার অনধিক জরিমানা দেওয়ার যোগ্য হইবেক এবং ঐ টাকা ডিক্রীজারির ন্যায় উশুল হইতে পারিবেক।

১০। সাক্ষী কি সাক্ষীগণ হাজির আসিলে আদালতের কর্ণগোচরে ক্রমাগত একে ২ ঐ সাক্ষীগণের সাক্ষ্য শপথগ্রহণক্রমে লিখাইয়া লইবে ও এক সাক্ষীর সাক্ষ্য আদায়ের সময়ে তাহা বাক্য জবানবন্দী না হইতে অপর সাক্ষী গ্রহণ করিতে পারিবেক না এবং জবানবন্দীর সময়ে উভয়পক্ষ কি তাহার উকিলান উপযুক্ত প্রশ্ন ঐ সাক্ষীস্থলে করিলে আদালত তাহার উত্তর ঐ সাক্ষীর স্থানে লইয়া লিপিবদ্ধ করাইবেন কিন্তু অসংলগ্ন প্রশ্ন করিতে দিবেন না। পরন্ত আদালত যাহা জিজ্ঞাসা করিতে উচিতবোধ করিবেন তাহা করিতে পারিবেন ও জবানবন্দি সমর্পণের উত্তর কি তাহাদিগের উকিলের মোকাবিলা পাঠ করিয়া সাক্ষীকে শুনান যাইবেক ও যেমত সে বলিয়াছে ঐ মত লিখা গিয়াছে কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার উত্তর লিখিয়া সাক্ষী লিখিতে জানিলে তাহার এবং পক্ষগণের অথবা তাহাদিগের উকিলের দস্তখত তাহাতে করাইবেন ও সাক্ষীর ক্ষমতা থাকিবেক যে কোন কথা ব্যত্যয় লিখা গেলে তাহা সংশোধন করে।

১১। এক পক্ষ অন্য পক্ষকে সাক্ষ্য মান্য করিয়া জবানবন্দী শপথপূর্ব্বক করাইতে পারিবেক।

১২। আদালতের সাধারণ ক্ষমতা থাকিবেক যে, কেহ সাক্ষ্য মান্য হওয়া ব্যতিরেকে কোন পক্ষ কি কি অপর কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য যথার্থ বিচারের নিমিত্তে কি কোন কথা স্পষ্ট হওয়ানার্থে গ্রহণ করা উচিত বোধ করিলে তাহাকে তলব ও তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন।

১৩। কোন মোকদ্দমাতে তৃতীয় পক্ষ মোকদ্দমার মূলতবী থাকার কোন সময় স্বয়ং কি উকিল দ্বারা উপস্থিত হইয়া আপত্তির দরখাস্ত করলে আদালত আবশ্যক বোধ করিলে তাহার দলিল ও প্রমাণ গ্রহণ ও আপত্তির বিচার করিবেন কিন্তু তৎসম্বন্ধে যে হুকুম হয় তাহাতে তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষের নালিশ পৃথকরূপে হইতে বাধা হইবেক না।

১৪। মিছিল প্রস্তুত হওয়ার পর আদালত উভয় পক্ষ অথবা তাহাদিগের উকিলের সম্মুখে খোলা কাছারীতে আবশ্যকীয় কাগজাত পাঠ ও শ্রবণ ও উভয়পক্ষের কি তাহাদিগের উকিলের বক্তৃতা শ্রবণান্তে নিষ্পত্তির আদেশ প্রচার করিবেন অথবা বিশেষ বিবেচনা নিমিত্ত তৎসময়ে স্থগিত রাখিয়া অন্য সময়ে কি তারিখে ঐ আদেশ প্রচার করিতে পারিবেন। কিন্তু যে প্রজাত্বের আদেশ হয় তাহা এক বহিতে লিখাইয়া নিজে দস্তখত করিবেন এবং উভয়পক্ষ কি তাহাদিগের উকিলগণের নাম তাহাতে লিখাইবেন।

১৫। যেহেতু স্বত্বমূলে যেই পক্ষগণের কি তাহাদিগের সংস্রব ব্যক্তিগণের মধ্যে একবার মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় ঐ হেতু স্বত্বমূলে ঐ ব্যক্তিগণের মধ্যে পুনরায় নূতন মোকদ্দমা শ্রুতযোগ্য হইবেক না। কিন্তু বাদীর তদারকের ত্রুটিতে স্বত্বের বিচার না হইয়া নম্বর খারিজ হইলে পুনরায় নালিশ হইতে পারিবেক ও পূর্ব্ব মোকদ্দমা মূলতবী থাকার ……………** বাদ পাইবেক।

*এই ধারাটিতে উদ্দেশ্য বর্ণনা ও নিয়ম প্রণয়নে ভাষার জড়তা ও অস্পষ্টতা লক্ষ্যনীয়।

**একটি শব্দ অস্পষ্ট।

১৬। বিবাদীর অনুপস্থিতিতে একতরফা ডিক্রী হইলে ঐ ডিক্রী জারী হওয়ার পূর্ব্বে কোন সময়ে এবং জারী হইয়া বিবাদীর জ্ঞাতসারে ঐ ডিক্রী প্রবল করার কোন কার্য্য করা গেলে তাহার তারিখাবধি তিন সপ্তাহ মধ্যে বিবাদীর পুনঃ বিচারের দরখাস্ত করিয়া তাহার নামে আহাব্বানজারী না হওয়া আদালতের হাদ্বোধমতে জানাইলে অথবা বিবাদীর আপত্তি দৃষ্টে ন্যায় বিচারের জন্য আদালত ঐ মোকদ্দমার পুনঃ বিচার করিতে পারিবেন। তদ্রূপে বাদীর অনুপস্থিতিতে মোকদ্দমার নম্বর খারিজ হইলে বিশিষ্ট কারণ দর্শাইয়া পুনঃ বিচার করাইতে পারিবেক।

১৭। জাবেদা আপীলের কার্য্যবিধান। উপরোক্ত কোন প্রকারের নিষ্পত্তি ও হুকুম যে ব্যক্তি আপনাকে অন্যাগ্রহ বোধ করে সে নিরুপিত ম্যাদ মধ্যে নিয়মিত মোহরী কাগজে আপীলের বিচারকের আদালতে আপীল করিতে পারিবেক।

১৮। ঐ আপীলের আরজি সংক্ষেপমতে লিখা যাইবেক ও তাহাতে আপীলান্ট ও রেস্পণ্ডেন্ট নাম ও ধাম ও আপীলের দাওয়ার পরিমাণ ও অধীন আদালতের নিষ্পত্তি কি হুকুমের তারিখ ও যে হেতু মূলে আপীল করা হয় তাহা ঐ আরজিতে লিখিত হইবেক এবং তাহার সঙ্গে অধীন আদালতের নিষ্পত্তির নকল দিতে হইবেক।

১৯। কোন নিষ্পত্তি কি হুকুমের আপীল হইলে পর আদালত অবস্থাদৃষ্টে উচিত বোধ করিলে আপীলাণ্ট স্থানে জামিন গ্রহণে অথবা বিনা জামিনেতে ঐ নিষ্পত্তির ও হুকুম বারণের আদেশ অধীন আদালতের প্রতি করিতে পারিবেন এবং রেস্পণ্ডেন্ট ও যামিনী দাখিল করিয়া ঐ হুকুম ও নিষ্পত্তি জারী করিবার আদেশ লাভ করিতে পারিবেন।

২০। ঐ আপীলের আরজী বহিতে রেজেষ্টারী হইয়া রেস্পণ্ডেন্ট নামে জওয়ব দেওয়ার কারণ এতলানামার এক ম্যাদ নিরুপণ প্রচার হইবেক তাহার জারীর কৈফিয়ৎ আদালতে দাখিল করিবেক।

২১। আপীল আদালত উভয় পক্ষ কি তাহাদিগের উকিলের মোকাবিলা নথিকরা কাগজাত দৃষ্টে উভয় পক্ষ কি উকিলের বক্তৃতা শ্রবণান্তে বিচার করিবেন। কিন্তু উচিত বোধ করিলে নূতন দলিল ও সাক্ষী লইতে পারিবেন ও কোন বিষয় তদন্ত ও বিচারের অধীন আদালতে পরিত্যাগ হওয়া বোধ করিলে মোকদ্দমার নথি আপনাপন আদালতে রাখিয়া অথবা মোকদ্দমা ফেরত পাঠাইয়া ঐ বিষয়ে তদন্ত ও বিচার অধীন আদালত-দ্বারা করাইতে পারিবেন।

২২। উক্ত জাবেদা আপীলের যে কোন হুকুম নিষ্পত্তিতে কোন ব্যক্তি অসম্মত হইলে শ্রীশ্রীযুত মহারাজা বাহাদুরের বিচারাকাঙ্খিত হইতে পারিবেক এবং ঐ খাস আপীলের আরজি ও মোকদ্দমা চলিবার ও বিচারের ধারার সম্বন্ধে জাবেদা আপীলের সমস্ত নিয়ম খাটিবেক বিশেষ এই যে শ্রীশ্রীযুত মহারাজা বাহাদুরের অভিপ্রায় হইলে কোন খাস আপীলের বিচার কার্য্যেতে নিজের বিশ্বস্ত কোন ব্যক্তিকে আহ্বান ও তাহার স্থানে মত গ্রহণ অথবা ঐ ব্যক্তির প্রতি বিচারভার অর্পণ করিতে পারিবেন।

বিবিধ বিধি

২৩। কোন পক্ষ যে দলিল ও প্রমাণের তত্ত্ব পূর্ব্বে রাখিত না ও বিশেষ প্রতিবন্ধকতা হেতু পূর্ব্বে উপস্থিত করিতে পারিয়াছিল না এমন দলিল ও প্রমাণের মূলে অথবা চলিত নিয়মাবলীর যে বিরুদ্ধাচরণে কোন পক্ষের স্বত্বের হানি হয় এমত নিয়মের বিপরীত নিষ্পত্তি হইলে অথবা স্পষ্ট অন্যায় বিচার হওয়া প্রকাশ পাইলে ন্যায় বিচারের নিমিত্তে কোন চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পুনঃবিচার হইতে পারিবেক কিন্তু নিষ্পত্তির তারিখাবধি ২ মাসের মধ্যে ঐ মত দরখাস্ত করিলে ১৲ এক টাকা মূল্যের মোহরী কাগজ ও এক বৎসরের মধ্যে হইলে জাবেদা নালিশের কাগজে ঐ দরখাস্ত লিখিতে হইবেক তাহা ব্যতীত এবং ঐ ঐ ম্যাদ অতীতে অথবা উক্ত নিষ্পত্তিকারী হইয়া দাবীর অথবা খরচার কিছু টাকা উশুল হইলে পর ঐমত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইবেক না।

২৪। আদালতঘরে মোকদ্দমা সংক্রান্ত কোন কার্য্য ও বিচার করার কালে কোন ব্যক্তি বাক্য কি অঙ্গভঙ্গী দ্বারা বিচারককে অবজ্ঞা করিলে অথবা বিচারের বাধা জমাইলে কিংবা আদালতের কোন হুকুম বা ডিক্রীজারীরা বাধকতা বল কি অন্য কার্য্য দ্বারা করিলে আদালত তদ্বিষয়ে হেতুযুক্তে পৃথক রোবকারী করিয়া ঐ অপরাধীর ৬ মাসের অনধিক বিনাশ্রমে কয়েদের অথবা ২০০৲ শত টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা পঞ্জিশোধের হুকুম করিয়া ঐ টাকা ডিক্রীজারীর ন্যায় ঐ ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক নীলাম দ্বারা উশুল করিতে পারিবেন।

২৫। ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ১৯।২১ ধারার বিধান অবস্থা বিবেচনায় খাস আপীলের মোকদ্দমাতে এবং ১৬ ধারার বিধান জাবেদা আপীলে ও খাস আপীলে থাকিবেক।

ডিক্রীজারীর বিধান

২৬। কোন এক হুকুম কি নিষ্পত্তি প্রচার হওয়ায় পরেই তাহা জারীক্রমে দায়িককে গ্রেপ্তার অথবা তাহার সম্পত্তি ক্রোকনীলাম দ্বারা দাবী অথবা খরচার টাকা উশুল হইতে পারিবেক। আপীল হইয়া তাহা জারীর কারণ না হইলে অথবা আদালতের উচিত বিবেচনায় তাহা স্থগিদ না করিলে ঐ নিষ্পত্তি হুকুম জারী বারণ ও স্থগিত থাকিবেক না।

২৭। জাবেদা আপীলের ও খাস আপীলের ডিক্রী ও প্রথম আদালতে জারী হইবেক ঐ জারীর দরখাস্তের সঙ্গে ডিক্রীর নকল দিতে হইবেক কিন্তু আদালত আদেশ করিলে তৎপর ও ঐ নকল দাখিল করা যাইতে পারবেক।

২৮। ক্রোকনীলামের হুকুম ক্রমে ২ কি একেবারে হইতে পারিবেক। এবং ঐ নিয়মের এস্তাহার অন্যূন ২০ দিবসের ম্যাদে জারী হইবেক কিন্তু শীঘ্র নষ্ট হওয়ার বস্তু হইলে এস্তাহারের ম্যাদ স্বল্প হইতে পারিবেক। এবং বিশেষ কারণে নীলাম স্থগিদ থাকিলে পুনরায় ঐ ম্যাদ অথবা আদালত অন্য যে ম্যাদ উচিতবোধ করিবেন ঐ ম্যাদে ইস্তাহার প্রচার হইবেক। দায়িক পক্ষে টাকা দাখিল হওয়া মাত্রই গ্রেপ্তারী অথবা ক্রোক কি নীলাম বারণ হইবেক। ঐ নিলামে ইস্তাহারের দাবীর সংখ্যা ও যে বস্তু নীলাম হইবেক তাহার নির্ণয় ও যে স্থানে যে সময়ে নীলাম হইবেক ও যাহার বস্তু নীলাম করাইবেক তাহা বিশেষরূপে লিখিতে হইবেক। এবং ইস্তাহার এক কিত্তা আদালত ঘরে লটকাইতে হইবেক ও দ্বিতীয় কিত্তা দায়িকের বাসস্থানে, তৃতীয় কিত্তা সম্পত্তি যে স্থানে থাকে ঐ স্থানে ঢোল পিটাইয়া প্রচার করিতে হইবেক এবং তাহা জারীর কৈফিয়ৎ আদালতে দাখিল করিবেক।

২৯। আদালত আবশ্যক বোধ করিলে দায়িককে টাকার পরিশোধের সাবকাশ দিয়া গ্রেপ্তারী ও সম্পত্তির ক্রোকনীলাম স্থগিদ করিতে পারিবেন।

৩০। দায়িক গ্রেপ্তারী হইলে তলবী টাকা পরিশোধ না করিলে বিনা পরিশ্রমে কয়েদ থাকিবেক কালের পরিমাণ আদালত দাবীর সংখ্যাদৃষ্টে ধার্য্য করিবেন ও কয়েদের কালের ঐ কয়েদীখোড়াকী যাহা দেওয়া আদালত হুকুম করেন তাহা ডিক্রীদার দাখিল করিবেন ও তাহা না দিলে তৎক্ষণাৎ ঐ কয়েদী কয়েদ হইতে মুক্ত হইবেক।

৩১। ঐ মত কয়েদ হইলে ও কয়েদীর সম্পত্তি থাকিলে তাহা ক্রোক ও নীলাম হইতে পারিবেক এবং একবার কয়েদ হইতে মুক্ত হওয়ার হেতুতে পুনরায় গ্রেপ্তার ও কয়েদ হওয়ার বাধা হইবেক না।

৩২। ক্রোকী সম্পত্তি দায়িক ব্যতীত অন্য ব্যক্তির দাওয়া থাকিলে যে নীলামের পুর্ব্বে তাহার আপত্তির দরখাস্ত করিতে পারিবেক ও তাহা করিলে আদালত প্রমাণাদি গ্রহণে তাহার বিচার সরাসরি মতে করিবেন। পরন্তু তাহাতে যে হুকুম হয় তৎসম্মতিতে কোন পক্ষের জাবেদা নালিশের বাধা হইবেক না।

.৩৩। আদালত বিশেষ কারণে কোন মোকদ্দমাতে বিশেষ কোন বিষয় বা বিষয় সকলের মফঃস্বল তদন্ত দ্বারা করাইতে পারিবেন কিন্তু সেই তদন্তে যাওয়ার ও তদন্তীয় কাগজাত দাখিল করার কারণ নিয়মমত সুকৃতি* অবশ্যই করিবে।

৩৪। আরও আদেশ হইল যে ত্রিপুর ও মেখলি ও কুকী জাতি ব্যক্তিদিগের বিশেষ মোকদ্দমাতে যে সমুদয় রীতি ও নিয়ম পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত আছে তাহার অন্যথা এই নিয়মাবলীর কোন নিয়ম দ্বারা হইবেক না।

৩৫। শ্রীশ্রীযুত মহারাজা বাহাদুর সর্ব্বদা ক্ষমবান থাকিবেন যে, কোন কারণে দেওয়ানী কি ফৌজদারী যে কোন মোকদ্দমা এক বিচারালয় হইতে উঠাইয়া বিচারার্থে অন্যের নিকট অর্পণ করেন অথবা স্বয়ং তাহার বিচার করেন।

৩৬। কোন নিয়মের বিরুদ্ধাচরণে নীলাম হইলে নীলামের তারিখাবধি ২ মাস মধ্যে সরাসরি দরখাস্তমতে অথবা জাবেদা নালিশের ম্যাদ মধ্যে জাবেদা নালিশক্রমে ঐ নীলাম অন্যথা হইতে পারিরে।

৩৭। আদালত সমস্ত নিম্নলিখিত মতে বিখ্যাত হইবে।
দেওয়ানী অথবা ফৌজদারীর প্রথম বিচারালয়।
দেওয়ানী অথবা ফৌজদারীর আপীলের বিচারালয়।

৩৮। যে সকল বিষয়ের স্পষ্ট হুকুম এই নিয়মাবলীতে হইবেক না ঐ সব বিষয়ের সম্বন্ধে আদালত বিবেচনায় ও ন্যায় বিচারানুসারে কার্য্য করিবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফৌজদারী আদালতের কার্য্যপ্রণালী

৩৯। কোন ফৌজদারীর অপরাধের নালিশের দরখাস্ত উপস্থিত হইলে ঐ ফৌজদারীর এজাহার সকৃতি (স্বীকৃতি ?) পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেক ও তাহাতে মাজরার তারিখ ও সময় ও স্থান এবং অপরাধী কি অপরাধীদিগের এবং সাক্ষীগণের নাম ও মাজরা করিবার কারণ অবশ্যই জিজ্ঞাস্য ও লিখিতে হইবে।

৪০। এজাহার গ্রহণান্তে ঐ নালিশ অমূলক বোধ করিলে তৎক্ষণাৎ অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন ও তাহা না হইলে আসামীকে ও ফৌজদারীর সাক্ষীগণকে দিন নিরূপণে তলব করিতে পারিবেন। আসামী ও সাক্ষী হাজির আসিলে ৬ আসামী অপরাধ স্বীকার করিলে সাক্ষীগণের জবানবন্দী দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালী অনুসারে গ্রহণ করা যাইবেক।

৪১। আসামী অপরাধ অস্বীকার করিলে ফৌজদারীর সাক্ষ্য গ্রহণের আবশ্যক হইবেক না কিন্তু অস্বীকার ও ছাফাই সাক্ষী মান্য করিলে অন্য দিন নিরূপণে তাহাদিগকে তলব করিবেন এবং তাহারা হাজির আসিলে উক্ত প্রণালীতে তাহাদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন।

৪২। অপরাধের অবস্থাদৃষ্টে আসামী বিশেষ পরিমাণের মুচলিকা অথবা হাজির যামিনী প্রদানে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত হাজির থাকার ও জামিন না দিলে হাজতে কয়েদ থাকার আদালত করিতে পারিবেন। কিন্তু আদালতের হুকুম গ্রহণে সে আপন সাক্ষী আনিতে অথবা বিশেষ কারণে স্থানান্তরে গমন করিতে পারিবেক এবং হুকুমমতে অথবা সময়শিরে পুনরায় আদালতে হাজির না হইলে ঐ পৃথক দণ্ডনীয় হইবেক।

৪৩। আদালত উচিতবোধ করিলে কোন মোকদ্দমায় স্ব ২ তদন্ত বিশ্বস্ত লোকের দ্বারা করাইতে পারিবেন এবং ঐ তদন্ত প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারিবেক।

* শব্দটি স্পষ্টরূপে লিখিত কিন্তু অর্থ অস্পষ্ট।

নিদর্শন—৮

'মাজরার' স্থানীয় ফৌজদারী তদন্ত সম্পর্কে

মং শ্রীকাশীচন্দ্র দাস পেস্কার	শ্রীগোবিন্দ আজ্ঞা	* Sd. W. F. C.

নং ৭

পোলিশ সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী

রোবকারী কাছারী এলাকে রাজগী পর্ব্বত ত্রিপুরা হুজুর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুর।
ইতি সন ১২৮১ ত্রিং তারিখ ১০ই ভাদ্র

প্রকাশ পায় অত্রস্থ ফৌজদারী আদালতের ফৌজদারী সংক্রান্ত যে সমস্ত মাজরার[১৯] স্থানীয় অনুসন্ধান অর্থাৎ সরেজমিনে তদন্ত করার প্রয়োজন হয় সেই তদন্তকার্য্য পোলিশ কর্ম্মচারীদ্বারা সম্পাদন না হইয়া একদা মোকদ্দমার মোতালকান ফৌজদারীতে তলব হয় এবং সেরেস্তার আমলাকর্ত্তৃক প্রথম তদারক হইয়া থাকে ইহা জন সমস্তের ক্লেশকর ও রীতির বিপরীত কার্য্য বটে। বাস্তবিক স্থানীয় অনুসন্ধানের যোগ্য মাজরা সকল প্রথম পোলিশ কর্ম্মচারীর দ্বারা তদন্ত করাইয়া ঐ তদন্ত সন্তোষজনক না হইলে পরে সেরেস্তার বিশ্বস্ত আমলা-কর্ত্তৃক পুনঃ তদারক করা যাইতে পারে। অতএব :—

হুকুম হইল যে

স্থানীয় অনুসন্ধানের কার্য্য প্রথমতঃ পোলিশ আমলাদ্বারা নির্ব্বাহকরানোর জন্য অত্র রোবকারীর প্রতিলিপি অধঃস্থ ফৌজদারী আদালতে প্রেরণ করা যায়। ইতি

* রাজমন্ত্রী ব্রজমোহন ঠাকুরের পরবর্তী সময়ে চাকলা রোশনাবাদের ম্যানেজার মিঃ ডবলিউ, এফ, ক্যাম্পবেল অল্পকালের জন্য রাজ্যের প্রশাসনিক কার্যের উচ্চতম আসনেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। মিঃ ক্যাম্পবেল সুদীর্ঘ ২০ বৎসর কাল চাকলার ম্যানেজারপদে কার্যরত ছিলেন।

নিদর্শন--৯

উৎকোচ গ্রহণ সম্বন্ধীয় অপরাধের দণ্ড বিষয়ক*

শ্রীগোবিন্দ
আজ্ঞা

নং ৬ সেহা

রোবকারী কাছারী এলাকে রাজগী পর্ব্বত ত্রিপুরা হুজুর শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুর।
ইতি সন ১২৮২ ত্রিপুরা তারিখ ১৫ই জ্যৈষ্ঠ

জানা যায় যে আমলাগণ উৎকোচ প্রলোভনে কখন রাজা কখন প্রজা বা কখন ২ উভয়ের অনিষ্ট করিয়া থাকে আর উকিল মোক্তার প্রজা প্রভৃতি লোক নিকর উৎকোচ প্রদান দ্বারা সময়ে সময়ে সরকারের ক্ষতিকরণ পূর্ব্বক স্ব স্ব অনিষ্ট সাধন করে যেহেতুক যে নিয়ম বহুকালাবধি ইত্তাকারাপরাধের শাস্তিবিধানার্থে প্রচারিত আছে তাহা প্রচুর নহে ও এ অপরাধের সত্ত্বর প্রতিকার বিধান করা সাতিশয় প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছনীয়। অতএব

আদেশ হইল যে--

যে ব্যক্তি এইরূপ আত্মঅভিষ্ট সাধনজন্য উৎকোচ প্রদান করে ও করায় ও যে গ্রহণ করে উভয়কে কঠিন পরিশ্রম সহ তিন বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত বা এক হাজার টাকার অনধিক কোন সংখ্যক অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড করা যায় কিন্তু যে ব্যক্তি বাধিত হইয়া উৎকোচ দেয় বা দেওয়া ও সে বিষয় প্রকাশ করে অথবা যে কেহকে উৎকোচ প্রদানার্থ কোন এক আমলা বা আমলাগণ বাধ্য করে কি করিতে চাহে এবম্বিধ ব্যক্তিকে সাক্ষীস্বরূপ গণ্য করতঃ প্রোক্ত দণ্ড হইতে মুক্ত দেওয়া যায় আর উকিল মোক্তার প্রভৃতি যে কোন ব্যক্তি এবম্ভূত বিষয় জানিয়া শুনিয়া উৎকোচ প্রদান করে বা তাহা সংগোপন করে তৎপ্রতি, ঐ হয় কিন্তু সেই উকিল মোক্তারান প্রভৃতি অকুতোভয়ে যদি সেইরূপ উৎকোচ আদানপ্রদান বিষয় প্রকাশ করে তবে তাহারা দণ্ড হইতে মুক্তি পাইয়া অসৎকার্য্যের মূলোৎপাটন করণজন্য প্রশংসিতভাজন হয় এবং বিশেষ বিশেষ কার্য্য বিবেচনায় উপযুক্ত হইয়া পারিতোষিকও পায় এই মর্ম্মে সমস্ত কাছারীর প্রকাশ্য স্থানে বিজ্ঞাপন লিখিয়া দেওয়ান ও তন্মতাচরণ জন্য অত্র রোবকারীর এক এক খণ্ড প্রতিলিপি সমুদয়ে কার্য্যাধ্যক্ষগণ নিকট প্রেরণ করা যায়। ইতি

*১ বিষয় বস্তুটির অসাধারণত্ব। উৎকোচ গ্রহণের অপকার্য সরকারের তথা রাজাজ্ঞার দ্বারা নিবারণের প্রচেষ্টা।
২ ভাষা সম্বন্ধে: শিরোনামার প্রথাগত ২।১টি শব্দ ছাড়া বহুল প্রচলিত আরবী ফারসী ইত্যাদি শব্দ বর্জিত। সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ কিন্তু রচনার ও ভাষার জড়ত্ব যথেষ্ট বর্তমান।
রোবকারীর হেতুবাদেও অন্যত্র ভাবাবেগবিহীন প্রাঞ্জল সরকারী ভাষার স্থলে ভাবাবেগ বাহুল্য এবং সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস।

নিদর্শন—১০

'মোতফরকা সূত্রে' নিষ্পন্ন মোকদ্দমার উকিল ফি বৃদ্ধি সম্পর্কে রাজ্যেশ্বরের নিকট উকিলগণের দরখাস্ত

ধর্ম্মাবতার প্রতিপালকেষু—

অধীনানের নিবেদন এই, অধীনান শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাতের আজ্ঞানুসারে মাহামান্য খাস আপীলের ওকালতিতে নিযুক্ত আছি কিন্তু অনেকানেক যে সকল স্বত্ব সম্বন্ধে বহুবিধ তর্কের মোকদ্দমা তায়দাদভিন্ন হুজুর আফিসে মোতফরকার[২০] ন্যায় উপস্থিত হইয়া নিষ্পত্তি হইতেছে তাহাতে তায়দাদ উল্লেখ না করায় সরকারী কমিশন ও আমাদের ফিশের ফয়ছলাতে অঙ্কিত না হওয়ায় পাইতেছি না কিন্তু ঐ সকল মোকদ্দমার কি তাহার কোনকাংশে দাবীতে নিয়মমত অধস্থ আদালতে নালিশ করিলে নিয়মানুসারে অধস্থ আদালত সরকারী কমিশন ও উকিল ফিস্ শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে দাখিল করিয়া লইতেছেন কেবল আমাদের খাস আপীলে সরকারী কমিশন ও আমাদের ফিসের হানিমাত্র দেখা যায়। যথা কালীনারায়ণ চৌধুরীর হাতীর মোকদ্দমা ধরণীধর কাপ্তানের মোকদ্দমা যদ্দ্বারায় আমাদের ও সরকারী বিশেষ লাভ হইতে পারে ঐ সকল মোকদ্দমার ফিস্ কমিশনার নিষ্পত্তিপত্রে দায়ধরা হইতেছে না তদগতিকে আমরা ফিস্ পাইতে পারি না এবং ২৲ টাকা বায়না ভিন্ন কিছুমাত্র লভ্য নাই সুতরাং কেবল বায়নার নির্ভরে মাসাবধি পরিশ্রম করিতে হয় এবিষয় বিচারপতি বিচার ভিন্ন অন্য উপায় নাই অতএব প্রার্থিত ১২৮১ সন হইতে যে সকল মোকদ্দমা উপরোক্তমত নিষ্পত্তি হইয়াছে ঐ সকল মোকদ্দমার উভয়পক্ষের এজাহার লইয়া তায়দাদ স্থিরতর শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে ফিস্ দেওয়ার বিষয় বিহিতাদেশের মরজি হয় ধর্ম্মরাজ মালিক। ইতি সন ১২৮৩ ত্রিং ৬ই শ্রাবণ।

শ্রীদুর্গামোহন রায় — আজ্ঞাকারী শ্রীভৈরবচন্দ্র শর্ম্মণ, উকিল — সদাকাঙ্খাকারী শ্রীকালীকুমার শর্ম্মা

B. C. Deb

হুকুম হইল যে সকল মোকদ্দমার মূল্য নির্দ্ধারণ হইয়া মোতফরকা সূত্রে নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহার ফিস্ শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে মজহরানের প্রার্থনা মতে দেওয়া যায় এবং তাহা আদায়কারী ব্যক্তি বা যে জরিমানা আদায় করিয়া থাকে তাহা উশুল দেওয়া যায়। ইতি সন ১২৮৩ ত্রিং তাং ১২ই শ্রাবণ।

নিদর্শন—১১

পাহাড় আদালতের মোকদ্দমার আপীলের মেয়াদ নির্ধারণ

খাস আপীল
আদালতের
মোহর

M. R. Ray
শ্রীব্রজমোহন দেব

৮৪ নং সেহা

রোবকারী কাছারী খাস আপীল আদালত এলাকে রাজগী পর্ব্বত স্বাধীন ত্রিপুরা
হুজুর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর
ইতি সন ১২৮৩ ত্রিং ১১ই পৌষ

যেহেতুক পাহাড় আদালতের[২১] নিষ্পন্ন যে কোন মোকদ্দমার এক পক্ষ ঐ আদালতের হুকুমের নারাজিতে আপীল করিতে বাধ্য হয় তাহার ম্যাদ নির্দ্দিষ্ট না থাকায় বিধিবদ্ধ করা প্রয়োজন সেমতে

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

হুকুম হইল যে—

অত্র রাজ্যাধিকারের প্রচলিত সন ১২৮০ ত্রিপুরার ২ দ্বিতীয় নিয়মাবলীর ৮ দফাতে খাস আপীলের যে ম্যাদ ৭০ সত্তর দিন অবধারিত হইয়াছে ঐ নিয়মে জাবেদামতে অত্রাদালতে আপীলান্ট স্বয়ং কিম্বা উকিল কি ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তার দ্বারা আপীল করিতে পারিবে তদভাবে ঐ আরজি বিশিষ্ট কারণ ব্যতীত অগ্রাহ্য হইবে না। তন্মর্ম সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাপনার্থে এস্তাহার জারী করতঃ অত্র রোবকারীর একখণ্ড প্রতিলিপি পাহাড় আদালতে প্রেরণ হয়। ইতি

নিদর্শন—১২

জোতপাতা (booby trap) নিষিদ্ধকরণ

খাস আপীল
মোহর

নং· ৮৮ সেহা

Nilmani Das
Dewan
M. R. Ray

রোবকারী কাছারী খাস আপীল আদালত এলাকে রাজগী পর্ব্বত স্বাধীন ত্রিপুরা হুজুর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর ইতি সন ১২৮৩ ত্রিং তারিখ ২২শে পৌষ

পং বিশালঘর থানার এলাকায় পর্ব্বত ত্রিপুরালোক জুমজমিনে জোত[২৩] পাতিয়া রাখিলে ব্রিটিশ এলাকাস্থ পং লৌহগড় মৌজে শশীদলের উজীর মহম্মদ নামক এক ব্যক্তি বিগত ৮ই পৌষ তারিখে ২ দুই প্রহরের সময় ঐ জুইতে পড়িয়া মৃত্যু হইয়াছে।

যেহেতুক ত্রিপুরালোক জুমজমিতে জুইত পাতিয়া অসতর্কতায় সহিত রাখা হেতুতেই উল্লিখিত ঘটনা ঘটিয়াছে ভবিষ্যতে ঐ মত গো-মনুষ্য চলাচল স্থানে জুইত না পাতিবার ও·অন্যস্থানে পাতিলে ও রাত্র বিনা দিবাতে ঐ জুইতপাতনে না রাখার বিষয়ে বিহিতাদেশ প্রদানার্থে অধস্থ ফৌজদারী আদালতের ৬২ নং রোবকারী আগত হইয়াছে। অতএব

হুকুম হইল যে—

ভবিষ্যতে উপরোল্লিখিতমতে অসতর্কতার সহিত ত্রিপুরারলোক গোমনুষ্যের চলাচল স্থানে জুইত না পাতিবার ও অন্য স্থানে পাতিলেও রাত্র বিনা দিবাভাগে না পাতার বিষয়ে অত্র রাজ্যান্তর্গত ত্রিপুরা প্রভৃতি পার্ব্বতীয় প্রজাগণ নামে অতি সত্ত্বর নিষেধ আজ্ঞা জারী করতঃ তন্মর্ম অত্রাদালতের জ্ঞাপনাভিপ্রায়ে এ রোবকারীর একখণ্ড প্রতিলিপি পাহাড় আদালতের বিচারকান নিকট পাঠান যায় ইতি।

নিদর্শন—১৩

স্বাধীন ত্রিপুরার ১২৮৩ বার্ষিক

১ম সংখ্যক নিয়মাবলী (ত্রিপুরার স্বাধীনরাজ্যে রাজকীয় বিধি সকল লিপিবদ্ধক্রমে প্রচলিত করিবার নিয়মাবলী)

এই নিয়মাবলীতে ১২৮৩ শক ত্রিপুরার ২রা মাঘ তারিখে
শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর স্বীয় সম্মতি প্রদান করিলেন

হেতুবাদ

সমুদয় চরাচরের যথানিয়মে শান্তিরক্ষার্থে এবং বলাভয়বিরহে[২৩] নির্ব্বিঘ্নে সুখস্বচ্ছন্দতার সহিত কালযাপন করণার্থে যত্ন করাই রাজার প্রধান কার্য্য এবং প্রজাবর্গের স্বত্ত্বাধিকারীত্ব ও লভ্যাধিকারীত্ব রক্ষা করাই একমাত্র প্রধান ধর্ম্ম বটে সেই শান্তি ও স্বত্ত্বরক্ষার জন্য দেশের ঐ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তির আদায় দ্বারা সামাজিক ব্যবহার বিষয়ক নিয়ম স্থির হওয়া বিষয়ে যেহেতু কার্য্যের শাসনপ্রণালী নিয়মপ্রণালী পারতন্ত্র না হইলে মানববৃন্দের স্বেচ্ছাচারিতা রহিত ও সুখ সমৃদ্ধির ও স্বত্ত্ব ও লভ্যাধিকারীত্ব উদ্ধার ও সংরক্ষণের উপায়ান্তর নাই। সেই সকল নিয়ম ও বিধি লিপিবদ্ধ হইয়া স্বাধীনরাজ রাজত্ব সকলে প্রচারিত হওয়া উচিত ও তদ্দ্বারা সময়ে সময়ে দেশীয় ও বিদেশীয় বিধি সকল পরস্পর তুলনা ও পর্য্যালোচনা করতঃ স্বরাজ্য প্রচলিত বিধির ব্যাপকত্বে যে যে অংশে অসম্পূর্ণতা নিমিত্ত দোষ জন্মে সেই সেই দোষের সংশোধন করণের উপায় স্থির করা যাইতে পারে; প্রজাবর্গ রাজনিয়ম সমস্ত অবগত হইয়া তদনুগামী হওয়তঃ স্বীয় স্বীয় ধনসম্পত্তি ও স্বত্ত্বাধিকার রক্ষা করিতে সক্ষম হইতে পারে। রাজনিয়মের প্রতিকূলতাচরণের প্রতিকার অবিলম্বে হইবার পথ হইতে পারে, সুবিচার বিধান হইবার জন্য বিচারকগণের সাহায্য হইবার উপায় হইতে পারে ফলতঃ দেশীয় ন্যায়ানুগত বিধিসমস্তের সুননুধাবনী[২৪] শ্রেণীমতে লিপিবদ্ধ না থাকিলে সময়ে সময়ে বিচারকদিগের বিচারকার্য্যের ভ্রম প্রমাদ সংযুক্ত হইয়া রাজার কর্ত্তব্য কার্য্য সমূহে বিঘ্ন সংঘটন হইবার নিতান্তই সম্ভাবনা। এই ত্রিপুরার স্বাধীন রাজত্বে ভূতপূর্ব্ব মহারাজগণের রাজত্ব সময়ে যদ্যপিও নানা বিধান প্রচলিত হইয়াছে বটে কিন্তু যথানিয়মে সেই সকল বিধান শ্রেণী ও লিপিবদ্ধ না থাকা প্রযুক্ত অসীম অসুবিধার কারণ হইয়াছে। যেহেতু সেই সকল অসুবিধা রহিত এবং ত্রিপুরা স্বাধীন রাজত্বের রাজকীয় নিয়ম সকল লিপিবদ্ধক্রমে প্রচার করা বিহিত অতএব ইহা দ্বারা নিম্নলিখিত নিয়ম সকল করা গেল।

১ ধারা। সমস্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী ইত্যাদি বিষয়ের কার্য্যবিধান যুগমস্ত[২৫] পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম করিবার নিমিত্ত এবং সকল লোকদিগের চিরমঙ্গল সাধন নিমিত্ত যখন যে বিধি ব্যবস্থা প্রচলিত করা হয় তাহা বঙ্গভাষা ও অক্ষরে লিপিবদ্ধরূপে হইবে। অলিখিত কোন বিধান কদাপি কোন কার্য্যে পরিণত হইবে না। সেই সকল বিধান যে বৎসরের প্রচারিত হয় সেই প্রত্যেক বৎসরের প্রথমাবধি একাদিক্রমে অঙ্কচিহ্ন অর্থাৎ নম্বরাবলী করা যাইবেক।

ধারা ২। দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারকগণ পূর্ব্বাবধি যে নিযুক্ত আছে কি উত্তরকালে হইবেক তাহারা ঐ সকল নিয়মাবলীর প্রকৃত তাৎপর্য্যে ও অর্থানুসারে কার্য্য করিবে ও সকল লোকদিগের স্বত্ত্বাধিকারী এবং লভ্যাধিকারীত্বের যে যে নিয়মাবলীতে অবলম্বন করে তাহা সকলের বিজ্ঞাপনার্থে ঘোষণা করা যাইবে।

ধারা ৩। উত্তরকালে শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাৎকারে ইহা বিবেচনা করিবার পথ হয় যে কোন নিয়মাবলীর তাৎপর্য্য ও অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল কিনা এজন্য ঐ সকল বিচারক কি ক্ষমতাপন্ন কার্য্যকারকগণ সময়ে সময়ে ঐ সাক্ষাৎকারে রিপোর্ট করিতে পারিবেন এবং আবশ্যক হইলে অনুভাবানুসারে ঐ নিয়মাবলীর যেরূপ মতান্তরকরণ কিংবা সংশোধন উপযুক্ত বোধ হয় তাহা ঐ শ্রীশ্রীযুত কর্ত্তৃক হইতে পারিবেক।

৪ ধারা। যে তারিখে শ্রীশ্রীযুতের সম্মতি প্রদত্ত হয় তাহা ঐ নিয়মাবলীর শিরোভাগে লিখিত থাকিবেক ও সেই তারিখাবধি সেই নিয়মাবলী প্রচলিত হইল এই প্রকার গণ্য হইবেক ও তৎপর তাহার অর্থ ও মর্ম্মানুসারে কার্য্য হইবেক অন্য কোনমতে নহে।

৫ ধারা। যখন যে নিয়মাবলী প্রচলিত হয় তাহার এক এক প্রবস্ত নকল উপযুক্ত কার্য্যকারক দ্বারা প্রস্তুত হইয়া শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাতের ইংরেজি সহি ও পদ্মমোহর সংযুক্ত প্রত্যেক দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারকগণ সমীপে যাইয়া আফিসে বর্ত্তমান থাকিবেক; বৎসরান্তে সেই বৎসরের সমুদয় নিয়মাবলী একত্রিত হইয়া জেনেদবন্দি[২৬] হইবেক। যে বিষয়ের যে নিয়মাবলী নূতন জারী হয় তাহার অর্থ যদি সে বিষয়ের পূর্ব্বের জারী হওয়া নিয়মাবলী সমুদয়ের কিংবা তাহার মধ্যে কোন মর্ম্মের অর্থের সহিত না মিলে তবে বোধ করিতে হইবে যে পূর্ব্বের জারী হওয়া নিয়মাবলী যে পর্য্যন্ত নূতন জারী হওয়া নিয়মাবলীর অর্থের সহিত মিলিত না হয়, পূর্ব্বকার নিয়মাবলী সেই পর্য্যন্ত মতান্তর হইল পূর্ব্বকার নিয়মাবলী রহিত হইল এই প্রকার কোন স্পষ্ট আদেশ না থাকিলেও তাহা হইবেক।

৬ ধারা। যদি কোন বিচারক্ষমতাপন্ন কার্য্যকারক কোন নিয়মাবলী কিংবা তাঁহার কোন অংশের অর্থ ও মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে না পারেন তবে স্বীয় উপরিস্থ কার্য্যকারক স্থানে তাহার অর্থাদি জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন। ঐ উপরিস্থ কার্য্যকারক শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাতের সম্মতিযুক্তে ঐ জিজ্ঞাসিত বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিতে পারিবেন।

৭ ধারা। ত্রিপুরার স্বাধীন রাজত্বে শাসন সম্বন্ধীয় ভারপ্রাপ্ত যে সমস্ত কার্য্যকারক ও যেসমুদয় দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারকগণের ক্ষমতা থাকিবেক যে কোন বিষয়ে কোন নূতন নিয়মাবলী প্রচার হওয়া উচিত বিবেচনা করিলে শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাৎকারে তাহার প্রস্তাব করেন। ঐ প্রস্তাব শ্রীশ্রীযুতের অভিপ্রেত হইলে শ্রীশ্রীযুতের আদেশ্যানুসারে উপযুক্ত কার্যকারক দ্বারা সাধারণের বোধগম্যরূপে প্রচলিত সুললিত সরল সাধুভাষায় তাহার পাণ্ডুলিপি হইয়া শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাৎকারে উপস্থিত ও পঠিত হইবেক। তৎপর তাহা শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাতের মনোনীত হইলে উপরিউক্ত বিধানানুসারে প্রবল ও প্রচার করা যাইবেক।

৮ ধারা। এই নিয়মাবলী কিংবা উত্তরকালে যেসকল নিয়মাবলী প্রচারিত হয় তাহা ত্রিপুরার স্বাধীন রাজত্বের সমুদয় দেশে ব্যাপ্ত হইবে কোন ব্যক্তি জাত্যংশ অথবা বংশ মর্য্যাদা প্রযুক্ত ঐ সকল নিয়মাবলীর বিধানের বর্জিত হইবে না।

৯ ধারা। এই নিয়মাবলী কিংবা উত্তরকালে যখন যে নিয়মাবলী প্রচলিত হয় তাহার অর্থকরণে এক বচন বোধক শব্দ বহুবচন, বহুবচনবোধক শব্দে একবচন ও স্ত্রীলিঙ্গ বোধক শব্দে পুংলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গবোধক শব্দে স্ত্রীলিঙ্গ ও বুঝাইতে হইবে। ইতি

M. R. Ray
(খাস আপীল আদালতের বিচারপতি)

বিশেষ লক্ষ্যণীয়:

(১) শতবর্ষ পূর্ববর্ত্তী এই নিদর্শনটিতে ত্রিপুরা রাজ্যে ব্যবহৃত তৎকালীন সাহিত্যধর্মী বাংলা ভাষার রূপটি লক্ষ্যণীয়।

(২) সম্পূর্ণ ইংরেজী শব্দ বর্জিত ও সংস্কৃত প্রভাবিত ভাষায় তৎসম ও তদ্ভব শব্দের প্রাচুর্য ও সহাবস্থান, আরবী ফরসী শব্দের কচিৎ ও বিরল আত্মপ্রকাশ, ভাব ও অর্থ অনুসরণের পক্ষে বাক্যের বিচ্ছেদ বর্জিত সুদীর্ঘ হেতুবাদের ঘটা।

(৩) বলাত্তয়বিরহে, স্বত্বাধিকারীত্ব ও লভ্যাধিকারীত্ব রক্ষা, সুননুধাবনী, জেনেদবন্দি ইত্যাদি বিরল ব্যবহারিক শব্দও উল্লেখ্য।

এই প্রসঙ্গে 'দেশ' ১৭ই চৈত্র ১৩৩৮ পত্রিকায় প্রকাশিত "রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা" নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

নিদর্শন—১৪

তমাদি আইন

স্বাধীন ত্রিপুরার ১২৮৪ বার্ষিকী সংখ্যক নিয়মাবলী

এই নিয়মাবলীতে ১২৮৩ সন ত্রিপুরার....*.... তারিখে শ্রীশ্রীযুত মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর স্বীয় সম্মতি প্রদান করলেন।

ত্রিপুরার স্বাধীন রাজ্যে মিয়াদ বিষয়ক নিয়ম পূর্বাপেক্ষা উত্তম করিবার নিয়মাবলী।

হেতুবাদ*

সকল প্রকার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় স্বত্ব ও লভ্য উদ্ধার এবং শারীরিক ক্ষতিক্ষত বাদীর বিনিময় প্রাপ্তি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়েরই এক একটি ম্যাদের অধীন হওয়া উচিত তাহা না হইলে নানাপ্রকার বিঘ্ন সংঘটন ও প্রকৃত স্বত্ববানের স্বত্বরহিত হওয়ার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ফলতঃ কোন বিষয় ম্যাদের অধীন না হইলে অর্থিগণের সতর্কতার কারণাভাব হয় সুতরাং তাহাদিগের শৈথিল্যপ্রযুক্ত উচিত ও উপযুক্ত সময়ান্তে অভিযোগ হইয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণভাবে মূলস্বত্ব হারাইবার কারণ হয় এবং স্বত্ব সম্বন্ধীয় যে সকল নিদর্শনাদি থাকে তাহা সময় আধিক্যবশতঃ নানাহেতুতে অর্থাৎ অগ্নিতে কিম্বা জলেতে অথবা কীটাদির দ্বারা বিনষ্ট হওয়ার নিতান্ত সম্ভাবনা ইহা দ্বারা বিচারকগণ কর্ত্তৃক সদ্বিচার হইবারও উপায় থাকে না এবং বহুকাল পর্য্যন্ত ভোগ দ্বারা যে সম্পত্তিতে কোন ব্যক্তিরই স্বীয় সম্পত্তি বলিয়া পরিচালন হইয়াছে ঐ সম্পত্তি তাহার হস্তচ্যুত করিয়া অন্য ব্যক্তিকে দেওয়া গেলে ঐ বহুকাল ভোগকারী ব্যক্তিকে যে একদা ঘোরতর বিপদাপন্ন হইতে হয় তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই যেহেতু এই ত্রিপুরায় স্বাধীন রাজত্বে মোকদ্দমা ও অন্যান্য কার্য্য করিবার ম্যাদ নিরূপণ বিষয় কোন স্থিরতা নিয়মাবলী নাই শাস্ত্র ও বিধান অনুসরণ ক্রমে যে এতাবতকাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে তাহা বৈধ নহে। অর্থি প্রত্যর্থিরা ঐ বিধান সকলে অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত তৎসম্বন্ধে অবশ্যই প্রতিবাদ কারণে সক্ষম হইতে পারে। অতএব ম্যাদ সম্বন্ধে এতদরাজ্য ও ভিন্ন রাজ্য প্রচলিত সমুদায় বিধি ব্যবস্থা দৃষ্টে এরাজ্যে খাটিবার উপযুক্তরূপে সমস্ত বিষয়ের ম্যাদ নির্দ্দিষ্ট ও স্থির বিধান করা উচিত ও উপযুক্ত বোধ হওয়াতে নিম্নলিখিত বিধি সকল করা গেল।

১ ধারা। উত্তরাধিকারীত্ব মূলে অথবা যে কোন মূল্যেই হউক স্থাবর সম্পত্তি প্রাপ্ত কিংবা পুনঃপ্রাপ্ত হইবার ম্যাদ দ্বাদশ বৎসর।

২ ধারা। কোন ব্যক্তি উইল লেখিয়া মরিলে ঐ উইল ক্রমে নিরূপিত ধন অথবা তাহার অংশ পাইবার কিম্বা সাধারণ পারিবারিক সম্পত্তির অংশ পাইবার স্বত্ব প্রবল করণার্থ এই অংশ হইতে বহিষ্কৃত ব্যক্তির মোকদ্দমা কিংবা ভরণ-পোষণের নিমিত্ত মোকদ্দমা ও পুষ্যপুত্রগণের অনুমতিস্থাপন কি অসিদ্ধকরণের মোকদ্দমা ও অস্থাবর সম্পত্তি বিশ্বাসপূর্ব্বক গচ্ছিত কি ন্যস্ত করা গেলে তাহা ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমার ম্যাদ ১২ দ্বাদশ বৎসর।

৩ ধারা। কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কি নৈসার্গক অভিভাবকের নিকটে স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তি পাইবার মোকদ্দমার ম্যাদ ১২ দ্বাদশ বৎসর।

৪ ধারা। বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করিবার অথবা বন্ধকস্থলে বিক্রয়সিদ্ধ করিবার মোকদ্দমার ম্যাদ ২০ বিশ বৎসর।

*তারিখের উল্লেখ নাই।

*এই আইনের সবিস্তার হেতুবাদটি নানা বিষয়েই লক্ষণীয়। সংস্কৃত শব্দাদির ও তৎসঙ্গে তদ্ভব শব্দের অধিক ব্যবহার, সুদীর্ঘ বাক্য বিস্তার এবং যুক্তিকর অবতারণা, দাড়ি, কমা প্রভৃতি যতি চিহ্নের অভাব Compound sentence এর আধিক্য। ইতিপূর্বে ম্যাদ সম্পর্কীয় কোনও স্থিরতা আইনের অভাব ও শাস্ত্রীয় বিধান সমূহ অনুসরণের প্রবৃত্তি ইত্যাদি।

৫ ধারা। চুক্তি ভঙ্গ করাতে যে টাকা পাওয়ানা হয় তাহারাও দলিলক্রমে ঋণের টাকা ফিরিয়া পাইবার ম্যাদ ৬ বৎসর।

৬ ধারা। মুসলমানের মোহরে মোযাজ্জলের কি মৌযাজ্জলের টাকা পাইবার মোকদ্দমার ম্যাদ ৩ তিন বৎসর।

৭ ধারা। কোন অস্থাবর সম্পত্তি কিম্বা তাহার মুল্য এবং দলিল বিনা যে ঋণ দেওয়া হয় এবং শারীরিক মানহানি কিম্বা অন্য ক্ষতিপ্রযুক্ত যে টাকা প্রাপ্য হয় তাহা পাইবার মোকদ্দমার ম্যাদ ১ এক বৎসর।

৮ ধারা। বিবাহ স্বত্বে স্ত্রী পাইবার অথবা বিবাহ ঘটিত ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমার মিয়াদ ১ এক বৎসর।

৯ ধারা। রাজস্ব আদায় করিবার নিমিত্ত যে মোকদ্দমা হয় তাহার মিয়াদ দুই বৎসর।

১০ ধারা। রায়তীস্বত্ব মূল অথবা নিয়মিতকালের জন্য কোন পাট্টাক্রমে যে ভূমি ভোগদখল করা হয় তাহা হইতে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক অন্যায়মত বেদখল হইলে ঐ ভূমি পুনঃ দখল পাইবার মিয়াদ ১ এক বছর।

১১ ধারা। দোকানের খাতা বহি কি হিসাব মূলে পরস্পর তেজারতি ব্যবসায়ী অথবা অন্য ব্যক্তিগণ মধ্যে যে দাওয়া হয় তাহার ম্যাদ ১ এক বছর। ঐ কারবার যে তারিখ অবধি বন্ধ হয় কি শেষ কারবার যে তারিখে হয় তদবধি তাহার হিসাব করিতে হইবে।

১২ ধারা। কোন ব্যক্তির কৃষি কিম্বা অন্য প্রকার অস্থাবর সম্পত্তির হানি হইলে তাহার বিনিময় যে টাকা প্রাপ্য হয় তাহা পাইবার মোকদ্দমার ম্যাদ এক বৎসর।

১৩ ধারা। চাকরীর বেতনের টাকা পাইবার মোকদ্দমার ম্যাদ ৬ ছয় মাস ঐ চাকুরী হইতে অবসৃত হওয়ার পর অবধি তাহার কারণ হওয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

১৪ ধারা। এই নিয়মাবলীতে স্পষ্টতঃ কি ভাবতঃ যে বিষয়ের ম্যাদ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই এমত সকল প্রকার মোকদ্দমার ম্যাদ তাহার হেতুর তারিখাবধি ৩ বৎসর।

১৫ ধারা। যে সকল দেওয়ানী নিষ্পত্তির উপর যাবেদা আপীল হয় তাহার ম্যাদ ৩০ ত্রিশ দিন ও নিষ্পত্তির উপর খাস আপীল করিবার ম্যাদ ৬০ ষাট দিন।

১৬ ধারা। দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির উপর পুনঃ বিচার হইবার যে প্রার্থনা হয় তাহার ম্যাদ নিষ্পত্তি তারিখে হইতে ৬০ ষাট দিন কিন্তু তৎপরেও কোন সময়ে উপযুক্ত কারণ প্রদর্শিতও প্রমাণিত হইলে ঐ পুনঃ বিচারের প্রার্থনা গ্রাহ্য হইতে পারিবেক।

১৭ ধারা। কোন একতরফা ডিক্রী রহিত করনার্থ অথবা ত্রূটিপ্রযুক্ত যে মোকদ্দমা ও আপীল ডিসমিস হয় তাহার পুনঃ বিচার গ্রাহ্য হইবার যে দরখাস্ত হয় তাহার ম্যাদ ৩০ দিন।

১৮ ধারা। দেওয়ানী আদালতের নম্বরী মোকদ্দমা হায়ের ডিক্রীজারীর ম্যাদ ২ দুই বৎসর। সরাসরী মোকদ্দমাকে[৩১] ডিক্রীজারীর ম্যাদ ১ এক বৎসর কিন্তু ঐ সময়সাধ্য ডিক্রীধার ও উপযুক্ত আয়াসক্রমে ডিক্রীজারীর কার্য্য করিয়াছে ইহা দর্শাইতে পারিলে তাহা ঐ ম্যাদে সময়ে সময়ে প্রবল ও জারী হইতে পারিবে না।

১৯ ধারা। এই নিয়মাবলীতে যে মোকদ্দমার কি আপীলের কি কার্য্যের ম্যাদ নির্দ্দিষ্ট হইল সেই ম্যাদ গত হইলে পর উক্ত মোকদ্দমা প্রভৃতি উপস্থিত করা গেলে ম্যাদ অতীত হইয়াছে বলিয়া প্রতিবাদ না হইলেও সেই মোকদ্দমার কি আপীল কি কার্য্যপ্রাণ করা যাইবে না কিন্তু আপীলের সম্পর্কে বিশেষ বিধান এই যে যদি আপীলান্ট আপীলের নিরূপিত সময়ের মধ্যে উপযুক্ত কোন হেতু প্রযুক্ত আপীল করিতে পারে নাই

আপীল আদালতের হৃদবোধ মতে এই প্রকার প্রমাণ করিতে পারে তবে আপীল আদালত আপীলের ম্যাদ বৃদ্ধি করিতে পারিবেন ও আপীল আদালত ম্যাদ বৃদ্ধি করিলে পর তৎপ্রযুক্ত কোন প্রতিবাদ কি আপীল হইবার কারণ হইবে না।

২০ ধারা। কোন নাবালক কিম্বা বিকৃতমনা জর[৩২] ইত্যাদি প্রকার অক্ষম ব্যক্তির অক্ষমতা সময়ে কোন নালিশের হেতু আরম্ভ হইতে ঐ ব্যক্তির অক্ষমতা রহিত হওয়া সময়াবধি ঐ মোকদ্দমার হেতু হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবেক যদি ঐ অক্ষম ব্যক্তির মৃত্যু পর্য্যন্ত ঐ অক্ষমতা রহিত না হয় তবে ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাহার স্বত্বে স্বত্ববান ব্যক্তির পক্ষে ঐ অক্ষম ব্যক্তি মৃত্যুর তারিখ অবধি গণনা করিয়া ২ দুই বৎসর ঐ নিয়মাবলীর নির্দ্দিষ্ট ম্যাদ ইহার মধ্যে প্রথমে যে ম্যাদ করার সেই ম্যাদ মধ্যে মোকদ্দমা করিতে হইবে।

২১ ধারা। এই নিয়মাবলী প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে যে সমস্ত মোকদ্দমার হেতু[৩৩] হইয়াছে এই নিয়মাবলী প্রচলনের তারিখাবধি এক বৎসর মধ্যে যদি সেই মোকদ্দমা সম্বন্ধে এই নিয়মাবলীর লিখিত ম্যাদ করার কি এই নিয়মাবলী প্রচলের পূর্বে করাইয়া থাকে এই ১ এক বৎসর মধ্যে সেই মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে সেই মোকদ্দমা মোদি দ্বারা বারিত[৩৪] হইয়াছে বলিয়া পরিগণিত হইবে না কিন্তু যে বিষয়ের ম্যাদ ১ এক বৎসরের ন্যূন হয় তাহার জন্য এই নিয়মাবলী প্রচলনের তারিখ অবধি ঐ ম্যাদ মধ্যে মোকদ্দমা করিতে হইবে।

২২ ধারা। এই নিয়মাবলীর নিরূপিত ম্যাদের হিসাব করণে যে তারিখে নালিশের হেতু উদ্ভূত হয় সেই তারিখ ধরিতে হইবে না। তৎপর দিবস অবধি হিসাব হইবে ম্যাদের শেষ দিবস যদি কোন কারণে আদালত বন্ধ থাকে তবে আদালত যে তারিখে পুনশ্চ খুলা যাইবে সেই তারিখে এই মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে ও সেই দিবসই তাহার শেষ ম্যাদ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

২৩ ধারা। যাবেদা ও খাস আপীলের ম্যাদের হিসাব করিতে যে তারিখে নিষ্পত্তি হয় সেই তারিখ এবং আপীলকারী ব্যক্তি অধস্থ আদালতের নিষ্পত্তির নকলের প্রার্থনা করিয়া যে তারিখে দরখাস্ত করে ও যে তারিখে প্রাপ্ত হয় (অস্পষ্ট শব্দ) ধরিতে হইবে না। এবং আপীল করিবার নিরূপিত ম্যাদের শেষ দিবস কাছারী বন্ধ থাকিলে তৎপর প্রথম কাছারী খোলার দিবস ঐ আপীল দাখিল ও গ্রাহ্য হইতে পারিবেক।

২৪ ধারা। এই নিয়মাবলীর পূর্ব্বোক্ত ধারা সকল ম্যাদের যে বিধান করা গেল আপীল কি কি ডিক্রী-জারী কিম্বা কার্য্যব্যতীত অন্য প্রকার বিধান শ্রীশ্রীযুত মহারাজের দাওয়া সম্বন্ধে সংলগ্ন হইবেক না সরকারের সমস্ত প্রকারের দাওয়া ম্যাদ ১২ বার বৎসর ধরিতে হইবে। ইতি

নিদর্শন—১৫

১২৮৩ এবং ১২৮৪ ত্রিপুরাব্দের কতিপয় আইনের নামকরণ ও প্রচার সম্পর্কে

B. C. Deb

রোবকারী কাছারী এলাকে রাজগী পর্ব্বত ত্রিপুরা হুজুর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা
বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর। ইতি ১২৮৪ ত্রিং, ২রা বৈশাখ

অপ্রকাশ নহে যে স্বাধীন ত্রিপুরার বিচার কার্য্য ও অন্যান্য বিষয় সুনিয়ম মতে নির্ব্বাহ হওয়া জন্য কতিপয় আইন ও বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে তন্মধ্যে পার্শ্বের লিখিত আইন গত প্রবল হইয়া তদনুসারে কার্য্য চলিতেছে কিন্তু তাহাতে শ্রেণীমতে নম্বর পত্তন হয় নাই পরন্তু প্রকাশ থাকে যে রাজকীয় বিধি সকল

লিপিবদ্ধ করিবার আইন নামে যাহা জারী হইয়াছে তাহাতে পূর্ব্বে প্রথম সংখ্যক বলিয়া লিখা হইয়াছিল কিন্তু যখন ফৌজদারী কার্য্যবিধি প্রভৃতি আইন পূর্ব্বে প্রচলিত হইয়াছিল তখন তাহাতেই একাদিক্রমে নম্বর পতিত হওয়া যায়। এই আইন প্রথম নম্বর দেওয়া যাইতে পারে না অতএব উক্ত আইনের প্রথম সংখ্যক এই শব্দ সংশোধিতক্রমে প্রচলিত আইনের নম্বরের পরের নম্বর পতন করা উচিত। ঐ সকল আইন ব্যতীত নিম্নলিখিত আইন বর্ত্তমান বর্ষের প্রথমাবধি প্রবল করার অনুমতি ও অভিপ্রায় ব্যক্ত আছে সেমতে নিম্নলিখিত আইনেও ক্রমান্বয় নম্বর অঙ্কিত করত অদ্য হইতে বাজীগণ্য[৩৬] করা উচিত। ষ্ট্যাম্প আইন যদিও বিধিবদ্ধ হইয়াছে কিন্তু সম্প্রতি তাহা প্রবল না করিয়া আরও ছয়মাস পর্য্যন্ত স্থগিদ রাখা বিহিত বোধ হইতেছে। অতএব--

নং ১। ফৌজদারী কার্য্যবিধি।
নং ২। পুলিশ আইন।
নং ৩। আবকারী আইন।
নং ৪। খোয়ারের আইন।
নং ৫। রাজকীয় বিধিসকল আইনরূপে লিপিবদ্ধ করিবার আইন।

হুকুম হইল যে--

ভূমিকার পার্শ্বের লিখিত ফৌজদারী কার্য্যবিধি প্রভৃতি আইন যাহা বিগত বর্ষে জারী হইয়াছে তাহাতে ঐ বর্ষের তারিখ ওয়ারিমতে একাদিক্রমে নম্বর দেওয়া যায় ও ১২৮৩ সনের আইন বলিয়া খ্যাত হয়। আর নিম্নবর্ণিত আইন সমস্তে এ বৎসরে একাদিক্রমে নম্বর দিয়া অদ্যাবধি[৩৭] জারী গণ্য করা যায় তাহা ১২৮৪ সনের আইন বলিয়া অভিহিত হয়। ষ্ট্যাম্প আইন সম্প্রতি নম্বর না দিয়া অদ্যকার তারিখাবধি ৬ মাস পর্য্যন্ত জারী স্থগিদ রাখা যায়। ঐ আইন যখন প্রবল হইবে তখন শ্রেণীমত নম্বর দেওয়া যাইবে আর প্রকাশ থাকে যে, যে সকল বিষয় বিধিবদ্ধ হয় নাই অথবা প্রচলিত আইনে যে যে বিষয়ে স্পষ্ট বিধান হয় নাই ঐ সমস্ত বিষয়ে এ দুইটি অর্থাৎ ন্যায় যুক্তি এবং দেশের আচার ব্যবহারাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পূর্ব্বপ্রচলিত প্রথামতে আচরণ করা যায়। এই রোবকারীর প্রতিলিপি রাজগীস্থ সমুদয় বিচার কার্য্যকারকের ও কৈলাসহরের ডিপুটি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নিকট পাঠান যায়। ইতি

আইনের ওপছিল।

নং ১। তমাদি আইন।
নং ২। দেওয়ানীর কার্য্যবিধির আইন।
নং ৩। নিষ্পত্তি পত্রাদি লিখিবার আইন।
নং ৪। মিউনিসিপ্যাল সংক্রান্ত আইন।

Nilmani Das*
Dewan

*ব্রিটিশ ভারতের অনুকরণে দেওয়ান নীলমণি দাসই রাজ্যের প্রশাসন বিভাগের প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস করেন এবং অতি প্রয়োজনীয় কতকগুলি আইন প্রণয়ন ও আইনসমূহের বিধিবদ্ধভাবে (codify) প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা করেন। তিনি এরাজ্যে দেওয়ানী কার্যে নিযুক্ত হইয়া অল্প সময় মধ্যেই বহুবিধ উন্নয়ন কার্য সম্পন্ন করেন।

নিদর্শন ১৬

দরখাস্ত, জবাব প্রভৃতি স্পষ্টাক্ষরে ও বিশুদ্ধ বাংলায় লিখিত হওয়া সম্পর্কে

নং ৯ মেমো

Sd/M. R. Ray
Nilmani Das
Dewan

রোবকারী কাছারী খাস আপীল আদালত এলাকে রাজগী পর্ব্বত স্বাধীন ত্রিপুরা
হুজুর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর। ১২৮৪ ত্রিং ১০ই জ্যৈষ্ঠ।

অত্র রাজগীস্থ আফিসসমূহে যে সকল আরজি ও জওয়াব ও দরখাস্তাদি দাখিল হয় তাহা নিতান্ত কদর্য্য ও কদক্ষরে বাহুল্য কথায় লিখা হওয়া হেতুক সময়ে সময়ে অনেক অসুবিধার কারণ ও তাহা বোধগম্যের ও পাঠের অনুপযোগী হওয়ায় আদালতের সময়ে সময়ে অনেক কষ্ট স্বীকার করিতে ও অনর্থক সময় কর্ত্তন করিতে বাধ্য হইতে হয়। অতএব:--

হুকুম হইল যে—

বর্ত্তমান সনের আগত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ হইতে যে সকল আরজি ও জওয়াব ও দরখাস্ত ইত্যাদি অত্র রাজগীস্থ আফিসসমূহে দাখিল করিবে তাহা স্পষ্টাক্ষরে বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষাতে প্রয়োজনীয় বিবরণযুক্তে সংক্ষেপরূপে লিখিয়া দাখিল করিতে হইবে তদভাবে উল্লিখিত কাগজাত কোন আদালতে গ্রাহ্য হইবে না। তামিলার্থ অত্র রোবকারীর এক এক খণ্ড প্রতিলিপি পাহাড় আদালতে ও আপীল আদালতের বিচারপতির নিকট প্রেরণ হয়। আপীল আদালতের উচিত যে এই রোবকারীর মর্ম্ম আপন অধীনস্থ আদালতসমূহে অবগত করাইয়া সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখে যে উল্লিখিত আরজি আদি কাগজাত কদক্ষর ও বাহুল্য বিবরণে দাখিল হইতে না পারে। ইতি

নিদর্শন—১৭

১২৮৬ ত্রিং সনের সংশোধিত ষ্ট্যাম্প আইন 'প্রবল' গণ্য হওয়া সম্পর্কে

শ্রীগোবিন্দ
আজ্ঞা

নং ১৬৪ সেহা

বিজ্ঞাপন

M. K. Dhar
Naib Dewan

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে পূর্ব্ব প্রচলিত ষ্ট্যাম্প আইন রহিতে বর্তমান ১২৮৬ ত্রিপুরার যে সংশোধিত ষ্ট্যাম্প আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহা আগামী ১৫ই পৌষ হইতে রাজগী পর্ব্বত ত্রিপুরার সর্বত্র প্রবল হইবেক। অতত্রব সাধারণের কর্তব্য হইবে যে উক্ত ১৫ই পৌষ হইতে উল্লিখিত সংশোধিত আইনের মর্ম্ম ও বিধানমতে কার্য্য করে। অন্যথাচরণ হইলে নিয়মাবলীর মর্ম্ম আমলে আসিবেক। ঐ আইনের মর্ম্ম স্থূলরূপ সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে নিম্নে লিখা গেল।

১। আগামী ১৫ই পৌষের পূর্ব্বে যাবতীয় দলিল উক্ত ১৫ই পৌষ হইতে ৩ মাস মধ্যে উপযুক্ত মূল্যের ষ্ট্যাম্প ছেপ্ত করার জন্য মূল্যের টাকা সহ উপস্থিত করিতে হইবেক তাহা না করিলে ঐ দলিল অগ্রাহ্য হইবেক। মোহর ছেপ্ত হওয়ার পর তাহা দেওয়া হইবেক।

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

· নিম্নলিখিত দলিল এই নিয়মাবলী প্রচারের পর ষ্ট্যাম্পে লিখিত হইবেক।

২। হস্তান্তরকরণ পত্র এতাবেতা স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিঘটিত বিক্রয়পত্র কি কবালা হেবনামা[৩৮] ও দানপত্র অথবা এমত কোন দলিল যদ্বারা এই প্রকারের কোন বস্তুর প্রতি এক ব্যক্তির স্বত্বধ্বংসে অন্যের স্বত্ব উৎপাদন করে।

৩। স্থাবর সম্পত্তি ঘটিত কটকাওলা[৩৯]।

৪। ঋণ-স্বরূপে দেয় টাকার তমসুক অথবা বরাত পত্র কি অন্য নিদর্শনপত্র যাহা এক কি ততোধিক সাক্ষীযুক্তে সম্পাদিত হয়।

৫। চুক্তিপত্র।

৬। একরার নামা।

৭। দত্তক গ্রহণের অনুমতিপত্র।

৮। কোন মোকদ্দমা উপলক্ষ্যে না হইয়া অন্য কোন কার্য্যার্থে যে বিশেষ মোক্তারনামা কি অমোক্তার-নামা দেওয়া হয়।

৯। ছোলেনামা[৪০]।

১০। বিভাগপত্র অর্থাৎ অংশীদার মধ্যে সম্পত্তিঘটিত যে বাটওয়ারা নামা লিখিত পরিত হয়।

১১। এওজনামা[৪১]।

১২। জামানতনামা।

১৩। টাকার রসিদ যাহা প্রাপক ব্যক্তি দাতাকে লিখিয়া দেয়।

১৪। ভূমি চাষ আবাদ কি পত্তন অথবা ঘর কি বাটী ভারা ইজারা কি তালুক বন্দোবস্ত সম্পর্কীয় সর্ব্বপ্রকারের পাট্টাকবুলিয়ত।

১৫। নাদাবি[৪২] এতাবেতা স্থাবর অস্থাবর সম্পর্কঘটিত ত্যাগপত্র[৪৪]।

১৬। তালাকনামা[৪৩]।

১৭। কাবিননামা[৪৫]।

অত্র স্বাধীন রাজগী সংক্রান্ত কোন আদালত কি ফৌজদারী কি......(অস্পষ্ট শব্দ) সংক্রান্ত কোন আফিস কি কাছারীতে অথবা সরকারী কোন উপযুক্ত কার্য্যকারকের নিকট কোন দরখাস্ত কি আরজি কি জওয়াব অথবা মোক্তারনামা কি ওকালতনামা কোনপক্ষ কর্ত্তৃক দাখিল ও দরপেশ হয় তাহার প্রতি এই নিয়মাবলীর "খ" চিহ্নিত তপছিল অনুসারে মূল্যের ষ্ট্যাম্প লাগিবেক।

উপরের লিখিত ধারার নির্দিষ্ট কোন আপীল কি কার্য্যকারকান হইতে ফয়সলা কি রায়ের অথবা অন্য কোন কাগজের যাবেদা নকল অথবা কোন নীলামী বয়নামা[৪৬] দেওয়া হয় তাহাতে উক্ত আইনের লিখিত নিয়মানুসারে ষ্ট্যাম্প।

উক্ত ষ্ট্যাম্প নকল সদর আফিসে ও প্রত্যেক সবডিভিসনের কাছারীতে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবে।
৩রা পৌষ ১২৮৬ ত্রিং।

নিদর্শন—১৮

নকলনবিশ নিয়োগ, নকলী ফি ও তালাসী ফি সম্পর্কিত নিয়ম

খাস আপীল
মোহর

Sd. B. C. Deb
নং ৬৬ সেহা

রোবকারী কাছারী খাস আপীল আদালত এলাকে রাজগী পর্ব্বত স্বাধীন ত্রিপুরা হুজুর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর, অধিবেশিত শ্রীলশ্রীযুত রাধাকিশোর যুবরাজ গোস্বামী বাহাদুর ও শ্রীযুত মুকুন্দরাম রায় ও শ্রীযুত ব্রজমোহন ঠাকুরসাহেব বিচারপতিগণ।
ইতি সন ১২৮৮ ত্রিং ৩ আশ্বিন।

অধস্থ ফৌজদারী আদালতে কার্য্যের আধিক্য হওয়া হেতু বিনা বেতনে একজন নকলনবিশ নিযুক্ত পূর্ব্বক একশত শব্দে ৵. দুই আনা নকল ফিস নকল লওয়ার প্রার্থীগণ হইতে লইয়া নিযুক্তির নকলনবিশকে দিলে আদালতের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইবে বলিয়া উক্ত আদালত হইতে একখণ্ড এস্তমেজাজী রোবকারী অত্র আদালতে সমাগত হইয়াছে।

দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত সমস্ত এ যাবত নকল ও তালাসী ফিস সম্বন্ধে কোন নিয়ম সংস্থাপিত করা হয় নাই সুতরাং আদালতে নকলনবিশ নিযুক্ত থাকিয়া সেরেস্তা সংক্রান্ত কাজকর্ম্মের কোনরূপ সহায়তা হইতেছে না বাস্তব দিন দিন দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের সেরেস্তা সংক্রান্ত কাজ বৃদ্ধি না হইতেছে এমন নহে কিন্তু কোন সেরেস্তাই পূর্ব্বাপেক্ষায় আমলার সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই এই অবস্থায় পূর্ব্ব নিযুক্তিয় আমলাদ্বারা সেরেস্তার কাজ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইবে এমত ভরসা করা যায় না। যদি নকল ফিসের প্রথা সংস্থাপন করা হয় তাহা হইলে প্রত্যেক সেরেস্তায় নকলনবিশ নিযুক্ত থাকিয়া সেরেস্তা সংক্রান্ত কাজকর্ম্মের সহায়তা না হইবে এমত নহে এবং নকলনবিশ নিযুক্ত হইলে সরকারেরও লভ্য না আছে এমত নহে। কেননা কোন আদালতের কার্য্যের আধিক্য প্রযুক্ত আমলা নিযুক্ত করা আবশ্যক হইয়া থাকিলে অথবা ভবিষ্যতে হইলে বেতন-দ্বারা আমলা নিযুক্ত না করিলে নকলনবিশ দ্বারাই ঐ কার্য্য সম্পাদন হইতে পারিবে সন্দেহ নাই ও তালাসী ফিস্ ধার্য্য হইলে সরকারের লভ্য অতএব আদালত সংক্রান্ত কাজকর্ম্মের সুবিধা ও আয়ের উন্নতি নির্দ্ধারণ ও তালাসী ফিসের নিয়ম করা আবশ্যক বিবেচনায় তাহা নিম্নে প্রকটন[৪৭] করা গেল।

১। দেওয়ানী আদালতে খোক্ষ[৪৮] ও সহিমোহরের নকল ফিস্ বাবত খোক্ষ নকলের একশত শব্দ ⁄. এক আনা হিসাবে ও সহিমোহরের প্রতিশব্দে ⁄৬ দেড় আনা হিসাবে নকল লওয়ার প্রার্থীগণ নকল ফিস্ ও ষ্ট্যাম্প-বিহীন কাগজে নকল পাওয়ার দরখাস্ত দিতে হইবে এবং ঐ ফিস্ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে জমা করিতে হইবেক অর্থাৎ খোক্ষ নকলের ফিস্ জমা করার একটি বহি ও সহিমোহরের নকল ফিস্ জমার একটি বহি আদালতে রাখিতে হইবে ঐ সকল বহিতে দাখিলী ফিস্ জমা করা আবশ্যক এবং মাসান্তে ঐ জমা থাকা ফিস্ নিযুক্তিয় নকলনবিশ পাইবে এবং প্রত্যেক আদালতে ১ একজনের অতিরিক্ত নকলনবিশ নিযুক্ত করার আবশ্যক হইবে না ও প্রত্যেক মাসে নকল ফি বাবত কত আয় হইল অন্যান্য মাস্কাবারের ন্যায় নকল ফিস মাস্কাবার উপযুক্ত সময়ে দেওয়া উচিত হইবে।

২। ফৌজদারী সংক্রান্ত মোকদ্দমার কোন খোক্ষ নকল দেওয়া যাইতে পারিবেক না। কেবল নিষ্পত্তি হওয়া মোকদ্দমা সমস্তের সহিমোহরের নকল দিতে পারিবে ও তাহার ফিস্ উপরোক্ত নিয়মে নকলনবিশ পাইবে।

৩। দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি হওয়া মোকদ্দমা এবং আদালতের অন্য কোন চূড়ান্ত হুকুম ও ডিক্রীজারীর খারিজের অর্থাৎ ফয়ছলী[৪৯] নথী সমস্তের কেহ কোন রকমের নকল অথবা টুকগ্রহণ[৫০] কি প্রয়োজন-মত আদালতের কোন নিষ্পত্তির কাগজ দেখিতে চাহিলে তাহার প্রত্যেক বিষয়ের নিমিত্ত ।. চারি আনা করিয়া তালাসী ফিস্ দিতে হইবে। তালাসী ফিস্ ব্যতীত ফয়ছলা কাগজের নকল কিম্বা টুকা নিতে কিম্বা দৃষ্টি

করিতে পারিবে না। ঐ তালাসী ফিস্ জমার একটি বই রাখিতে হইবেক এবং তাহার মাস্কাবার আদালতে যথাসময়ে দিতে হইবে। দাখিলী ফিস্ প্রত্যেক দিবস সদর কাছারী ট্রেজুরীতে চালান দ্বারা দাখিল করিতে হইবেক।

যেহেতু উপরোক্ত নিয়মানুযায়ী তালাশী ও নকল ফিস্ লওয়ার কারণ খাস আপীল ও আপীল অধস্থ দেওয়ানী ও ফৌজদারী এবং সবডিবিসন্যাল সমস্তে এই রোবকারীর মর্ম্ম প্রচার হওয়া আবশ্যক। সেমতে

হুকুম হইল যে—

উপরোক্ত নিয়মাবলী কার্য্যে পরিণত হওনাদেশে অত্র রোবকারীর এক এক খণ্ড প্রতিলিপি রাজগীস্থ দেওয়ানী ও ফৌজদারী ও আপীল এবং সবডিবিসন্যাল ও পাহাড় আদালতে প্রেরণ হয়। ইতি

শ্রীমুকুন্দরাম রায়
বিচারপতি

নিদর্শন—১৯

'পাহাড় আদালত' রহিত করা সম্পর্কিত আদেশপত্র*

শ্রীগোবিন্দ
আজ্ঞা

নং ২২ সেহা

রোবকারী কাছারী এলাকে স্বাধীন রাজগী পর্ব্বত ত্রিপুরা হুজুর
শ্রীশ্রীযুত মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর ইতি। সন ১২৮৯ ত্রিং ১৩ই আষাঢ়

অপ্রকাশ নহে যে অত্রত্য স্বাধীন রাজগী পর্ব্বত ত্রিপুরাস্থ পার্ব্বতীয় প্রজাগণের দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার কার্য্যের ভার এইক্ষণ পাহাড় আদালতে স্বতন্ত্র এক বিচারকের প্রতি অর্পিত থাকিয়া বিচারকার্য্যাদি নিষ্পন্ন হইতেছে কিন্তু আদালতের মোকদ্দমাতের সালতামামী দৃষ্টে দেখা যায় ঐ আদালতে অতি অল্প সংখ্যক মোকদ্দমা দায়ের হইয়া থাকে যাহা অনায়াসে স্থাপিত ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতের বিচারকগণদ্বারা নিষ্পন্ন হইতে পারে। যে নিয়মাবলী অবলম্বনে পার্ব্বতীয় প্রজাগণের বিচারকার্য্য নিষ্পন্ন হওয়ার বিষয় নিয়ম নির্দ্ধারিত আছে তৎপ্রতি শেষোক্ত আদালতদ্বয়ের বিচারকগণ দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। পাহাড় সম্বন্ধীয় বিচারকার্য্য ব্যতীত অপর সমস্ত রাজকীয় কার্য্য যাহা এইক্ষণ পাহাড় আদালত ও সদর সেরেস্তার অধীনে থাকিয়া উক্ত আদালতের সেরেস্তাদার কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতেছে তৎসমুদয় এক্ষণ উক্ত সেরেস্তাদারের জিম্মায় থাকিয়া প্রধানমন্ত্রীর অনুমত্যানুসারে সম্পাদিত হইবেক সেমতে বর্ত্তমান মাসের ১৫ তারিখ হইতে পাহাড় আদালত এবলিশ করিয়া তথাকার কার্য্যাদি স্থাপিত ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতের সামিল করিয়া দেওয়া উচিতবোধ হইতেছে। অতএব—

হুকুম হইল যে—

বর্ত্তমান মাসের ১৫ তারিখ হইতে এথাকার পাহাড় আদালত এবলিস করিয়া স্থাপিত ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতের সামিল করা যায়। জ্ঞাত ও আচরণার্থে এই রোবকারীর এক এক খণ্ড প্রতিলিপি শ্রীযুত দীনবন্ধু নাজির সদনে ও খাস আপীল আদালতে ও পাহাড় আদালতে বিচারক ও ফৌজদারী এবং দেওয়ানী আদালতের বিচারকগণ লিস্ট প্রেরণ করা যায় এবং উক্ত মর্ম্ম সদর কাছারীতে ও সবডিবিসন হায়ে এস্তাহার জারী করা যায়। ইতি

D. B. Deb
Minister

*কেবলমাত্র রাজ্যের পার্বত্য প্রজাগণের দ্বারা উপস্থাপিত মোকদ্দমাদির বিচারের জন্যই পাহাড় আদালত বলিয়া পৃথক বিচারাদল গঠিত ছিল। ত্রিপুরার বিচার আদালত পুনর্গঠন ও বিচার প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও লক্ষ্যণীয় পদক্ষেপ।

নিদর্শন—২০

সরকারী আদালতের লেখা স্পষ্টাক্ষরে ও প্রাঞ্জলভাষায় হওয়া সম্পর্কে

খাস আপীল
মোহর

R. K. Deb

নং ৯ সেহা

রোবকারী কাছারী খাস আপীল আদালত এলাকে রাজগী পর্ব্বত স্বাধীন ত্রিপুরা হুজুর শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর, অধিবেশিত শ্রীলশ্রীযুত রাধাকিশোর যুবরাজ গোস্বামী বাহাদুর ও শ্রীযুত রাজা মুকুন্দরাম রায় ও শ্রীযুত ব্রজমোহন ঠাকুরসাহেব বিচারপতিগণ।
ইতি সন ১২৮৯ ত্রিং ৩১শে আষাঢ়।

অধস্থ আদালত সমস্ত হইতে নানা বিষয় সম্পর্কে যে সকল এস্তমেজাজি রোবকারী সমাগত হয় ঐ সমস্ত এস্তমেজাজি রোবকারী মধ্যে কোন রোবকারীর হস্তাক্ষর ও এবারতে[১] এত অস্পষ্ট ও কদর্য্য যে তাহার ভাবগ্রহণ করা সুকঠিন অতএব ভবিষ্যতে এইরূপভাবে রোবকারী ইত্যাদি লিখিত হইয়া আগত না হওয়ার পক্ষে অধস্থ আদালত সমস্তের কার্য্যকারকদিগকে সতর্কতা করা আবশ্যক। এতাবেতা[২]

আদেশ হইল যে--

এই রোবকারীর এক এক খন্ড প্রতিলিপি আপীল ও তদধীনস্থ দেওয়ানী ও ফৌজদারী সংক্রান্ত আদালতে প্রেরণ পূর্ব্বক লিখা যায় যে কোন এস্তমেজাজি রোবকারী কি মেমো ইত্যাদির হস্তাক্ষর কদর্য্য অথবা এবারতের গোলমাল অর্থাৎ যদ্দারা লিখিত বিষয়ের ভাব ও তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে কঠিনতা কি দ্বিঅর্থ বিবেচনা হয় তবে ঐ সমস্ত আদালতের সম্পর্কিত কার্য্যকারকদিগকে উপযুক্ত ফল প্রদান করা যাইবে। ইতি*

*বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সাধন সম্পর্কে লক্ষ্যণীয় প্রচেষ্টা।

নিদর্শন—২১

কজাই মহালের* নজরানা আদায়ের কতিপয় বিধান

সোণামুড়া
দেওয়ানী আদালতের
মোহর

অদ্য কজাই মহাল সম্বন্ধীয় কাগজাত এবং তৎসম্বন্ধে সবডিবিসন্যাল কার্য্যকারকগণের মন্তব্য দৃষ্টি করা গেল। কজাই মহালের বর্ত্তমান কর অধিক হওয়াতে মুসলমান প্রজাগণের যেরূপ কষ্ট হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। উক্ত মহালে সরকারী বার্ষিক ৩০০ তিন শত টাকা কি সাড়ে তিন শত টাকার শুদ্ধ আয় হয় না। এই অল্প আয়ের সহিত মুসলমান প্রজাসমূহের কষ্ট তুলনা করিলে উক্ত মহাল এবলিশ করাই আপাততঃ ভাল বোধ হয় সন্দেহ নাই কিন্তু রাজনীতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে উক্ত মহালের অস্তিত্ব লোপ না করিয়া ইজারা প্রথা রহিত পূর্ব্বক কর কমাইয়া দিয়া খাসে ঐ মহাল রাখাই শ্রেয় বোধ হইতেছে।

*কাজাই, কজাই অথবা কাজীয়ানা=মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত বিবাহের জন্য সরকারী নজরানা দেওয়ার প্রথা। মহারাজ বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুর কর্ত্তৃক পরবর্তী সময়ে এই প্রথার বিলোপ সাধিত হইয়াছিল (১৩৫০ ত্রিং সনের ২৯শে অগ্রহায়ণ তারিখের রোবকারী প্রজাসাধারণ অধ্যায়ভুক্ত।)

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

কৈলাসহরের সুপারিন্টেণ্ডেন্টবাবু যে প্রণালীতে উল্লিখিত মহালের কর আদায় করার প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাই যুক্তিসঙ্গত বোধ হইল অতএব রাজধানীর সদর ডিবিসন এবং কৈলাসহর ও উদয়পুর এই তিন ডিবিসনের ম্যাজিস্ট্রেটগণের প্রতি কজাই মহালের উশুল তহশীল ভার রাখা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক বিবাহে ও নিকাতে সরকারী নজর এক টাকা ও কজাইআনার ॥. আট আনা একুনে দেড় টাকা নির্দ্ধারিত করা হইলে মুসলমান প্রজাগণের কষ্টের ও অসন্তুষ্টের কারণ না থাকিতে পারে।

উক্ত ডিবিসনত্রয়ের ম্যাজিস্ট্রেটগণ আপন আপন এলাকার প্রত্যেক থানার প্রধান কার্য্যকারকগণ দ্বারায় উপরোল্লিখিত নজর ও কজাইআনার উশুল করিবেন। এবং প্রত্যেক থানাতে এক এক খানা রেজেষ্টারী বহি থাকিবে। ঐ বহি ম্যাজিস্ট্রেটগণ প্রস্তুত করাইয়া তাহার প্রত্যেক পাতায় মোহরাঙ্ক ও পত্রাঙ্ক দিয়া প্রত্যেক থানায় প্রদান করিবে। থানার প্রধান কার্য্যকারক ঐ রেজেষ্টারী বহিতে বর কন্যার নাম ধাম পিতার নাম বয়স সাকিন বিবাহ কি নিকা তদ্বিবরণ বিবাহ কি নিকার সন তারিখ লিখিবে এবং নজরের ১৲ এক টাকা নজর উল্লেখে এবং কজাইআনা ॥. আনা কজাই উল্লেখে ঐ বহিতে জমা করিতে হইবে। মাসান্তে পৃথক পৃথক চালান দ্বারা উক্ত নজরানা এবং কজাইআনার টাকা প্রত্যেক থানার প্রধান প্রধান কার্য্যকারকগণ আপন আপন উর্দ্ধতন ম্যাজিস্ট্রেটগণ নিকট ইরশাল করিবে।

বিবাহিগণ অথবা তাহাদের অভিভাবকগণ নিকা কি বিবাহের পূর্ব্বে এলাকাস্থিত থানার প্রধান কার্য্য-কারকগণ নিকট আসিয়া উপরের উক্তরূপে রেজিষ্টারী লিখাইয়া নজর ও কাজিআনার টাকা দিবে এবং থানার প্রধান কার্য্যকারকের দস্তখত সার্টিফিকেট লইবে। যদি কেহ উল্লিখিত সার্টিফিকেট গ্রহণ ব্যতীত নিকার কার্য্য সম্পাদন করে তবে সে ম্যাজিস্টেটগণ দ্বারা দণ্ডনীয়—এই নিয়ম সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপন জারি করা ম্যাজিস্ট্রেটগণের কর্ত্তব্য হইবে।

বর্ত্তমান সনের ১লা আশ্বিন হইতে এই নিয়ম প্রচলিত করা হইলে ম্যাজিস্ট্রেটগণ দ্বারায় উক্তরূপে কার্য্য পরিচালিত হইতে পারিবে।

আপন আপন এলাকার থানার কার্য্যকারকগণ সততার সহিত কার্য্য করে কিনা তাহা সর্ব্বদা ম্যাজিস্ট্রেট-গণের দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক।

কজাইআনার উল্লেখে যে টাকা জমা হইবে তদ্দ্বারা মুসলমান প্রজাগণের হিতার্থে যেরূপ ব্যয়িত হইবে তদ্বিষয় স্বতন্ত্র প্রস্তাব করা যাইবে।

এই প্রস্তাব মঞ্জুরীপক্ষে বিহিতাদেশের প্রার্থনায় এই কাগজ শ্রীযুত প্রধানমন্ত্রী নাজির সাহেবের যোগে শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাৎ পেশ হয়। ইতি সন ১২৯১ ত্রিং ২৯শে শ্রাবণ।

Sambhu Chandra Mookerjee
সহকারী মন্ত্রী

নং ২৫৮ সেহা

কজাই মহালের খাজানা উশুল সম্বন্ধে শ্রীযুত সহকারী মন্ত্রীবাবু যে প্রস্তাব করিয়াছেন ঐ প্রস্তাবের সহিত আমি ঐক্য বটি সেমতে

উক্ত প্রস্তাবের মঞ্জুরী সম্বন্ধে বিহিতাদেশ প্রদানের প্রার্থনায় শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাতে প্রেরণ করা হয়। ইতি সন ১২৯১ ত্রিং ১লা আশ্বিন।

Dina Bandhu Deb
প্রধানমন্ত্রী

আইন, বিচার ও ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি

Beer Chandra Deb Barman

নং ৫২২ সেহা

হুকুম হইল যে—

শ্রীযুত প্রধানমন্ত্রী অনুমোদিত শ্রীযুত সহকারী মন্ত্রী বাবুর প্রস্তাব মঞ্জুর করা যায়। ইতি সন ১২৯১ ত্রিং ৩রা অগ্রহায়ণ।

Amritalal Mitra
Office* Private Secretary.

রীতিমতে কার্য্যে পরিণত করার কারণ এই কাগজের এক নকল উদয়পুর ও এক নকল কৈলাসহর ও এক নকল সদর বিভাগের ম্যাজিস্ট্রেট নিকট পাঠান যায়। ১২৯১ ত্রিং তারিখ ৯ই অগ্রহায়ণ।

Dina Bandhu Deb
প্রধানমন্ত্রী

*শব্দটি Offg. (Officiating) হওয়া সম্ভব।

নিদর্শন—২২

বৃহস্পতিবার রাত্রে বেশ্যালয় গমন সম্পর্কে আইন প্রবর্তন না করা সম্পর্কে*

খাস আপীল
মোহর

মেমো নং ১৫৯ রসিদ

বৃহস্পতিবার রাত্রে বেশ্যালয়গমন বা বেশ্যা সংসর্গ নিষেধের কারণ অথবা তৎসম্বন্ধে কোনরূপ দণ্ডবিধি প্রচলিত থাকা অত্রাদালতের অনবগতিপ্রযুক্ত প্রস্তাবকারী সদর ম্যাজিস্ট্রেটকে আমূলবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করাতে নিষেধ বলিয়া জনশ্রুতি (প্রবাদ) থাকা মাত্র উত্তর করিয়াছে। আপীল আদালত এবিষয় অবগত না থাকা অথচ কোন প্রকার দণ্ড নিয়ম ধার্য্য হওয়া অনুচিত বলিয়া ঐ প্রস্তাবের সঙ্গে স্বাভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। যখন এসম্বন্ধে কোনরূপ দণ্ড নিয়ম প্রচলিত থাকা জানা যাইতেছে না এবং ভবিষ্যতে দণ্ডনিয়ম অবধারিত হওয়ারও কারণ দেখা যায় না তখন অকারণে দণ্ডবিধি সৃষ্টি করা নিতান্ত অনুচিত বোধ হয়। অতএব—

*আলোচ্য এই প্রসঙ্গটি তৎকালীন সমাজ জীবনের উপর আলোকপাত করে। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, সমাজ জীবনে ও তৎকালে বেশ্যালয়ে গমন সম্বন্ধে একটা অলিখিত অথচ স্পষ্ট নিষেধ বর্তমান ছিল এবং অধস্তন আদালতে এই বিষয়ে বিবেচনাপূর্বক বৃহস্পতিবারে গণিকালয়ে গমন সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা বিধিবদ্ধকরণের পক্ষপাতি থাকিলেও, একটা সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া উচ্চ আদালত সরকার হইতে এরূপ কোনও আইন প্রণয়ন অসঙ্গত মনে করিয়াছিলেন। ইহাতে ন্যায়ের সম্বন্ধে সরকারের ও আদালতের শ্রদ্ধাই পরিলক্ষিত হয়।

বৃহস্পতিবার বেশ্যালয়ে গমন সম্বন্ধে যে একটি আচরিত প্রথা বিদ্যমান ছিল তাহার পেছনে স্মৃতিশাস্ত্রের কোনও ইঙ্গিত আছে কিনা তাহা সন্ধানযোগ্য। বৃহস্পতিবার 'লক্ষীরবার' বলিয়া একটি ইঙ্গিত সকলেরই পরিজ্ঞাত। প্রচ্ছন্নভাবে, একটি গণিকাকেও মানবিকতার দিক হইতে সপ্তাহে অন্ততঃ একটি দিনের বিশ্রাম গ্রহণ ও ইঙ্গিত করে না কি?

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

হুকুম হইল যে--

এবম্প্রকার কার্য্যে কেহকে অপরাধী বলিয়া ধৃত বা দণ্ডার্হ না করার জন্য এই মেমোর একখণ্ড প্রতিলিপি আপীল আদালতে প্রেরণ করা যায়। আপীল আদালতের উচিত যে তদধীনস্থ ম্যাজিষ্টরী ও এসিষ্ট্যান্ট ম্যাজিষ্টরী ও সবডিভিসন হায়ের ও পুলিশ ও মিউনিসিপালিটি আফিসে এতন্মর্ম অবগত করান। ইতি সন ১২৯৪ ত্রিং তাং ২১শে জ্যৈষ্ঠ।

M. R. Roy
শ্রীব্রজমোহন দেব
খাঃ আঃ বিচারপতি

নিদর্শন--২৩

জাতিনাশ সম্বন্ধে নিয়মাবধারণ নিষ্প্রয়োজন : খাস আপীল আদালত*

খাস আপীল
মোহর

নং ৭৯ সেহা

রোবকারী কাছারী খাস আপীল আদালত এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা হুজুর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর। অধিবেশিত শ্রীলশ্রীযুত রাধাকিশোর দেববর্ম্মণ যুবরাজ গোস্বামী বাহাদুর শ্রীযুত রাজা মুকুন্দরাম রায় ও শ্রীযুত ব্রজমোহন ঠাকুর সাহেব বিচারকগণ
১২৯৪ ত্রিং ১২ই অগ্রহায়ণ

অত্র স্বাধীন রাজ্য মধ্যে কেহ অন্যের জাতিনাশ করিলে অত্রত্য বিচারালয়ে তাহার কিরূপ বিচার দণ্ড-বিধান হইবে তৎসম্বন্ধে উপদেশ ও নিয়মপ্রাপ্তি অভিলাষে সদর ম্যাজিষ্ট্রেটের ১২৯০ ত্রিং, সনের ১৩ই পৌষের ৩৫ নং রোবকারী আপীল আদালতের যোগে অত্রাদালতে আগত হয়।

জাতিনাশ শব্দ একে বল বা ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক অন্যের সম্মতির বিরুদ্ধে বা অন্যায় উপায়ে সম্মতি গ্রহণে কোন ক্রিয়া দ্বারা জাতিনাশ করাই প্রতিপাদ্য। এতদ্ব্যতীত স্বেচ্ছানুসারে ও সম্মতিক্রমে যে জাতিচ্যুত হয় সে সমাজ কর্তৃক শাস্ত্রানুসারে শাসনের যোগ্য বলিয়া সদর ম্যাজিষ্ট্রেট মন্তব্যে ব্যাখ্যা করতঃ প্রাগুক্ত প্রকারে কেহ কাহারও জাতিনাশ করিলে ৬ মাসকাল কোন প্রকার কয়েদ ও ২০০্ শত টাকা অর্থদণ্ড উচিত বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন এবং আপীল আদালতের মন্তব্যে দৃষ্ট হয় যে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ কাহারও জাতি নষ্ট করিলে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনঃ জাতিপ্রাপ্ত হওয়ার যখন বিধান প্রচলিত আছে তখন এককালীন জাতিনাশ হইতে পারে না বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াও যদি কোন ব্যক্তি কেহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে হানি কি অপমান করিবার অভিপ্রায়ে প্ররোচনাদ্বারা কি ভয় দেখাইয়া অথবা কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক কোন পুরুষ কি স্ত্রীকে কি বিকৃতমনা ব্যক্তির যদি কেহ জাতিনাশ করে কি করিবার কারণ হয় তবে সেই ব্যক্তির ১২৮০ ত্রিপুরার

*নিম্ন আদালতের প্রস্তমেজাজ (reference) উপলক্ষে খাস আপীল আদালতের এই বিষয়বস্তুটির সবিস্তার আলোচনা, যুক্তি ও সূক্ষ্মভাবে এবং শাস্ত্রসম্মত সুন্দর যুক্তিবহ। এই বিশ্লেষণ, মীমাংসা ও সিদ্ধান্তটি বিশেষ লক্ষ্যণীয়।

অযথা আইন প্রণয়ন দ্বারা প্রজার কষ্ট ও ন্যায় বিচারের অসুবিধা সম্বন্ধে যুক্তিটিও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

ফৌজদারী তৃতীয় সংখ্যক দণ্ডবিধির ১৪ ধারার বিধানের অনধিক দণ্ড কোন প্রকারের ছয় মাস কয়েদ ও ২০০৲ টাকা জরিমানা উচিত বিবেচনা করেন।

ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে যদ্‌রূপ কার্য্যদ্বারা জাতি নষ্ট হয় কেহর স্বইচ্ছায় তদ্‌রূপ কার্য্য করিলে আদালত তৎপ্রতি হস্তার্পণ করার কোন আবশ্যক দৃষ্ট হয় না। যদি কেহর কাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বল বা ভয় প্রদর্শন অথবা প্ররোচনা পূর্ব্বক সুস্থ কি বিকৃতমনা কি অপ্রাপ্তবয়স্ক কোন পুরুষ কি স্ত্রীর দ্বারা জাতি নষ্টজনক কার্য্য করা হইলেও যখন ঐ শাস্ত্রানুসারেই প্রতিকারের (পুনঃ উদ্ধারের) উপায় বিদ্যমান আছে তখন এতাদৃশ কার্য্যদ্বারায় জাতিনাশ হয় বলিয়া বলা যাইতে পারে না ও জাতিনাশ হয় না বলিয়াই এতৎসম্বন্ধে কোন দণ্ডবিধান হইতে পারে না। বল বা ভয় প্রদর্শনাদি অন্যায় ক্রিয়া দ্বারা কেহ কাহার ইচ্ছার বিপরীতে হানি বা অপমান-জনকাদি কোনরূপ অসদ কার্য্য করাইলে কি করাইবার উদ্যোগ করিলে যখন বলপ্রকাশাদি প্রত্যেক অপরাধের জন্য দণ্ডবিধান নির্দ্দিষ্ট আছে ও কেহ কাহার হানি বা অপমান করিলে তজ্জন্য ক্ষতিপূরণের নালিশের বিধি ও বর্ত্তমান আছে তখন জাতিনাশ সম্বন্ধে কোন প্রকার নিয়মাবধারণ নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা হইয়া

হুকুম হইল যে

অবগতার্থে এই রোবকারীর একখণ্ড প্রতিলিপি আপীল আদালতে প্রেরণ করা যায়। আপীল আদালতের উচিত হইবে যে এই রোবকারীর মর্ম্ম অধীনস্থ সমস্ত ফৌজদারী আদালতে বিজ্ঞাত করান।

M. R. Roy
শ্রীব্রজমোহন দেব
খাস আপীলের বিচারপতি

নিদর্শন—২৪

নাবালক, ক্ষিপ্ত, বোবা প্রভৃতির প্রতি অধর্ত্তব্য অপরাধের মোকদ্দমা পরিচালন

নং ৪৪

রোবকারী কাছারী স্বাধীন রাজগী ত্রিপুরার সদর ফৌজদারী আদালত এজলাশ
শ্রীযুত রাধামোহন ঠাকুর বিচারক। ইতি সন ১২৯৫। ২৫শে শ্রাবণ।

নাবালক, ক্ষিপ্ত বা বোবার প্রতিকূলে অধর্ত্তব্য[৫৩] অপরাধের ক্রিয়া হইলে তাহার নালিশ বা অভিযোগ কাহার দ্বারা উত্থাপিত বা চালিত হইবে তাহার স্পষ্ট বিধান হওয়া আবশ্যক বিধায়

হুকুম হইল যে—

বিহিত বিধানার্থ এই রোবকারী মাননীয় আপীল আদালতে পাঠান যায়।

নাবালক, ক্ষিপ্ত, বোবা প্রভৃতির প্রতি কেহ কোন প্রকার অত্যাচার করিলে তদ্বিষয় প্রতিকারার্থ উক্ত ব্যক্তিগণের অভিভাবক অথবা বিষয় বিশেষে কোন কোন সময় রাজকীয় কোন পুলিশ কার্য্যকারক সংবাদদাতা স্বরূপে বাদী হইয়া মোকদ্দমা চালাইতে পারে আপীল আদালত ইহা বিবেচনা করেন। সেমতে

এবিষয় বিহিতার্থে এই কাগজ মহামান্য খাস আপীল আদালতে প্রেরণ করা যায়। ইতি সন ১২৯৫ ত্রিং ৪ঠা আশ্বিন।

শ্রীগোপীকৃষ্ণ দেব
আপীলের বিচারপতি

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

নং ৮২ মেমো

এই সম্বন্ধে আপীল আদালত যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন খাস আপীল আদালত তাহা সঙ্গত বিবেচনা করেন। সেমতে

হুকুম হইল যে--

কার্য্যে পরিণতার্থে এই কাগজের একখণ্ড প্রতিলিপি আপীল আদালতে পাঠান যায়। আপীল আদালতের উচিত যে অধীনস্থ সমস্ত আদালতে এতন্মর্ম্ম অবগত করায়। ইতি ১২৯৫ ত্রিং ৫ই আশ্বিন।

M. R. Ray
শ্রীব্রজমোহন দেব
খাঃ আঃ বিচারপতি

নিদর্শন—২৫

বিনা অনুমতিতে 'ফুরই' ব্যবহার অথবা চালনা নিষিদ্ধকরণ

উদয়পুর
আদালতের
মোহর

মেমো নং ৪১ সেহা

শ্রীশ্রীযুত যুবরাজ বাহাদুর কুমিল্লা অঞ্চলে পদার্পণ উপলক্ষে সোনামুড়া টাউনের জঙ্গল পরিষ্কারহেতু ত্রিপুরীগণকে সংগ্রহ করার অনুমতি প্রচার হইলে অত্র সোনামুড়া থানার আছাবদ্দিন কনষ্টেবল বড় নারায়ণ নিবাসী শ্যামরায় চৌধুরীর বাড়ীতে কুলিসংগ্রহ হেতু গমনপূর্ব্বক পীড়িত হওয়ায় নিজে যাইতে অক্ষম হইয়া অন্যান্য ত্রিপুরীগণকে সংবাদ দেওয়ার জন্য উক্ত শ্যামরায় চৌধুরী দ্বারা ফুরই চালাইয়াছিল। শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাতের আদেশ ভিন্ন প্রজার ফুরই সাধারণে চালাইবার প্রার্থনা।

অত্রত্য বিনন্দিয়া গারদের বরখাস্তিয় বিনন্দিয়া মুক্তাচরণ ত্রিপুরা তাহার নিজ কার্য্যে অত্র এলাকাস্থ রাঙ্গামুড়া বৈদ্যনাথ ত্রিপুরার বাড়ীতে যাইয়া উপরোক্ত ফুরই প্রাপ্ত হইলে তাহা এখানে উপস্থিত করার পর উক্ত শ্যামরায় চৌধুরী বৈদ্যনাথ ত্রিপুরা এবং আছাবদ্দিন কনেষ্টবলকে তলব দিয়া জবানবন্দী লইলে দেখা যায় যে আছাবদ্দিন কনেষ্টবলের অনুমতিমতে উক্ত শ্যামরায় চৌধুরী তাহার নিজ বাড়ীস্থিত ধানরাম ত্রিপুরা নামক জনৈক ব্যক্তি দ্বারা ঐ ফুরই প্রস্তুত করাইয়া বৈদ্যনাথ ত্রিপুরার বাড়ীতে প্রেরণ করিয়াছিল।

উপরোক্ত হেতুতে উক্ত আছাবদ্দিন কনষ্টেবল ও শ্যামরায় চৌধুরীকে রীতিমতে ফৌজদারী আদালতে সোপর্দ্দ করিয়া দেওয়া গ্রহণান্তে বিবাদীর সাফাই সাক্ষীতলবে মোকদ্দমার শুনানীর দিন আগামী ১লা আশ্বিন ধার্য্য হইয়াছে।

বর্ত্তমান ফুরই চালনাতে সম্প্রতি যদিচ কোন অশান্তি বা অনিষ্টের কারণ না ঘটিয়া থাকুক বাস্তবিক ফুরই চালনা যে কতদূর ভয়ানক ব্যাপার ও তদ্ধেতু যে রাজ্যে কত অনর্থক ও বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে তাহা বলা বাহুল্য কিন্তু এতৎসম্বন্ধে আইনত কোন বিধান দেখা যাইতেছে না এবং ফুরই চালনা নিষেধ বলিয়া জানা আছে কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোন নিষেধ আজ্ঞা লিপিবদ্ধ থাকা ও দৃষ্ট হয় না। এমতাবস্থায় উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে

কিরূপ প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য সত্ত্বর তদ্বিষয় এর বিহিতানুমতি পাওয়া এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি নিয়ম বিধিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। সেমতে

হুকুম হইল যে--

উপরোক্ত বিষয়ের কিরূপ প্রতিবিধান করা যাইবেক সত্ত্বর বিহিতানুমতি পাওয়ার এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি নিয়ম বিধিবদ্ধ করার প্রার্থনায় অত্র মেমোর একখণ্ড প্রতিলিপি মোং রাজধানী মাননীয় আপীল আদালতের বিচারপতি সদনে প্রেরণ করা যায়। ইতি সন ১২৯৫ ত্রিং তারিখ ২৮শে ভাদ্র।

Kailash Chandra Deb
Serestadar

Hari Mohan Das
D.M.

ফুরই একটি সাঙ্কেতিক চিহ্ন যুদ্ধ ইত্যাদিতে কুকীগণ প্রতি ব্যবহার হইয়া থাকে। এই সাঙ্কেতিক চিহ্ন দর্শাইয়া পার্ব্বতীয় প্রজাগণকে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। শ্রীশ্রীযুত সরকারী অনুমতি ব্যতীত উক্ত ফুরই কেহ স্বেচ্ছাচারিতারূপে ব্যবহার করার নিয়ম নাই। প্রস্তাবিত ব্যক্তিগণ কোন অসৎ উদ্দেশ্য ব্যবহার করিয়া না থাকিলেও সরকারী অনুমতি ব্যতীত উক্ত ফুরই ব্যবহার করা অনুচিত হইয়াছে সুতরাং বিবাদীগণের দণ্ড হওয়া সঙ্গত সেমতে এবিষয় বিহীতার্থে এই কাগজ মহামান্য খাস আপীল আদালতে পাঠান যায়। ১২৯৫। ২১শে আশ্বিন।

মং শ্রীকালীকমল সেন
সেরেস্তাদার

স্বাঃ শ্রীগোপীকৃষ্ণ দেব
আপীলের বিচারপতি

নং ৯১ সেহা

ফুরই যদি কেহ অসদভিপ্রায়ে ব্যবহার করিয়া থাকে তবে তাহার রাজবিদ্রোহীতা ও রাজাজ্ঞালঙ্ঘন ও শান্তিভঙ্গাদির অপরাধে অপরাধী হইবে। যখন এই ব্যক্তিগণ অসরলভাবে কার্য্য করে নাই বলিয়া জানা যায় তখন তাহাদিগকে ভালমতে সতর্ক ও ভবিষ্যতে কেহ এমত করিলে শান্তিভঙ্গের জন্য দোষী হইবে বলিয়া মেমো প্রচার জন্য এই কাগজ আপীল আদালতের যোগে সোণামুড়া ফৌজদারী আদালতে পাঠান যায়। ইতি সন ১২৯৫ ত্রিং ২২শে আশ্বিন।

M. R. Roy
শ্রীব্রজমোহন দেব
খাঃ আঃ বিচারপতি

নিদর্শন--২৬

আইন ও নিয়ম সংগ্রহ বই সংরক্ষণ ও প্রচলন*

খাস আপীল
আদালতের
মোহর

নং ২৭৬ সেহা

রোবকারী কাছারী খাস আপীল আদালত এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা হুজুর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর অধিবেশিত শ্রীলশ্রীযুত রাধাকিশোর দেববর্মন যুবরাজ গোস্বামী বাহাদুর প্রধান বিচারপতি ও শ্রীযুত রাজা মুকুন্দরাম রায়; শ্রীযুত গোপীকৃষ্ণ ঠাকুরসাহেব ও শ্রীযুত ব্রজমোহন ঠাকুরসাহেব বিচারকগণ সন ১২৯৯ ত্রিং তারিখ ৮ই শ্রাবণ।

অত্র স্বাধীন রাজ্যে আবহকাল হইতে ক্রমান্বয়ে বহুবিধ আইন ও নিয়মাবলী ও নিয়ম সম্বন্ধীয় মেমোঃ রোবকারীঃ সারকিউলার প্রচার হওয়া সত্বেও পার্শ্বোক্ত কারণে আপীল :—

১। প্রচারিত আইন নিয়মাদি সম্পর্কিত কোন আফিসে থাকা ও কোন আফিসে না থাকার দরুন সমতুল্য আফিসে একমত কার্য্য চলার আবশ্যক সত্বেও চলিতেছে না। নিয়ম সম্বন্ধীয় কাগজ যে আফিসে নাই সেই আফিসেই নিয়ম বিপরীত কার্য্য হয়।

২। নিয়ম সম্বন্ধনীয় কাগজ খণ্ড খণ্ড রূপে লিখিত ও আফিসের অন্যান্য কাগজের মিথানে[খ] থাকায় কার্য্যকারকের বিস্মৃতি বা নবপ্রবেশীয় অনবগতিহেতু নিয়ম সম্বন্ধীয় কাগজ আফিসে থাকা সত্বেও অনেক স্থলে কার্য্যে পরিণত হইতেছে না।

৩। নিয়ম সম্বন্ধীয় অনেক কাগজ জীর্ণ ও অস্পষ্ট হওয়াতে ও কোন কোন কাগজের কোন অংশ ছিঁড়িয়া যথোচিতরূপে কার্য্যে ব্যবহৃত না হওয়াপযুক্ত কার্য্যের বিশৃঙ্খলাদি তিরোহিত হইতেছে না। বিশেষতঃ অন্যান্য বিভাগ অপেক্ষায় আইন নিয়মাদির বিচার বিভাগের সহিত অধিকতর সম্পর্ক সুতরাং কথিত বিশৃঙ্খলাদি দূর করিয়া প্রচারিত আইন নিয়মসমূহ প্রয়োজনমত সর্ব্বত্রে ও সকল সময়ে ব্যবহার হওয়ার সদুপায় করা খাস আপীল আদালতের অবশ্য কর্ত্তব্য বিধায় অত্রাদলতের বিগতবর্ষের ভাদ্র মাসাবধি ৩০শে চৈত্র পর্য্যন্ত কালমধ্যে চেষ্টানুসন্ধানক্রমে দেওয়ানী আদালতে এসিষ্ট্যান্ট ম্যাজিষ্ট্রিরী যাতায়াতে কোন কোন স্থানে অসাধ্য ও কোন কোন স্থানে কষ্টসাধ্য হইয়াছে। এবং ঐ প্রকার নিয়মের একাধিক কাগজ ও পাওয়া যায় না সুতরাং প্রাপ্ত কাগজখানা নষ্ট হইলে কি এককালে পাঠের অযোগ্য হইলে উল্লিখিত নিয়মের অস্তিত্ব লোপ হওয়ার বিষয় এইরূপ প্রাচীনকালের কোন কোন নিয়মের যে অস্তিত্ব যে লোপ হইয়াছে সংগৃহীত কাগজাত দৃষ্টেও যত অনুমান হয়। অর্থাৎ কোন কাগজে পূর্ব্ব নিয়মের উল্লেখ আছে কিন্তু উল্লিখিত নিয়মের কাগজ পাওয়া যায় না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

*(ক) অনেকের ভ্রান্ত ধারণা যে ত্রিপুরা রাজ্যে পূর্বসময়ে আইনকানুন অধিকাংশই মৌখিক অথবা প্রচলিত প্রথা অথবা বিচারবুদ্ধি এবং ঊর্দ্ধতন কার্যকারকগণের নির্দেশের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই রোবকারীর হেতুবাদ ও কয়েকটি ধারা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, মহারাজ বীরচন্দ্রের পূর্বেও ত্রিপুরা রাজ্য লিখিত আইন কানুন ও প্রশাসনিক আদেশাদি প্রচলন ছিল। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই আইনকানুন নিয়মসমূহ বিধিবদ্ধভাবে (codify) লিপিবদ্ধ হইত না। ফলে "সমতুল্য অফিসে একমত কার্যচালনার আবশ্যক স্বত্ত্বেও" তাহা চলিত না। এই নিদর্শন এবং অপর কয়েকটি নিদর্শন হইতে প্রাক বীরচন্দ্র যুগের প্রচলিত আইনকানুন আদেশাদি সম্বন্ধে প্রকৃত অবস্থাটি বুঝিতে পারা যায়।

(খ) এই আদেশটি প্রসঙ্গে, গ্রন্থে সংকলিত ২রা মাঘ, ১২৮৩ তারিখের আদেশটি দ্রষ্টব্য।

কৈলাসহর সবডিভিসন, পুলিশ ইং জেনারেল[৫৮] আফিস, আবকারী ও রেজেষ্টারী আফিস, রাজস্ব বিভাগ, মহাফেজ খানা[৫৯] ইত্যাদি হইতে যে পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে ও খাস আপীল আদালতে যাহা ছিল তাহা একত্রিত করিয়া গ্রন্থাকারে লিপি করিলেন।

উক্ত বহির অবিকল নকল ছন্নাংশিত* প্রত্যেক আফিসে নিম্নোক্ত উপদেশমত রাখিয়া ব্যবহার করা সঙ্গত বোধে--

হুকুম হইল যে--

ছন্নাংশিত সমস্ত আদালত ও আফিসে এই রোবকারী প্রচার ও কার্য্যে পরিণত হয়, ইতি--

১। ছন্নাংশিত প্রত্যেক আদালত ও আফিসে** উক্ত বহির অবিকল নকল করিয়া ভাল বাইণ্ডিংযুক্ত (কার্য্যের অবস্থানুসারে) এক কি একাধিক বহি রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

২। যখন যে আদালত কি আফিসে উক্ত বহির নকল করা হয় সেই আফিসের বিচারক কি ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক স্বয়ং আসল বহির সহিত (যে বহি দৃষ্টি নকল করা হয়) নকল মোকাবিলা[৬০] করিয়া বহির --†-------- ও মোকাবিলার বৃত্তান্ত লিপিপূর্ব্বক স্বনাম স্বাক্ষর করিবেন। পরন্তু কোন সনের প্রস্তুতি বহীদৃষ্টি নকল করা হইল তাহাও লিখার প্রয়োজন।

৩। খাস আপীল আদালত মন্ত্রী বা তৎক্ষমতাপন্ন আফিস ভিন্ন অন্য কোন আদালত কি আফিসে নূতন বহি প্রস্তুত করিলে খাস আপীল আদালতে এবং যে আফিসের সহিত উক্তাদলতের সম্পর্ক নাই সেই আফিস হইতে মন্ত্রী কি তৎক্ষমতাপন্ন আফিসে প্রেরণ করিতে হইবে।

৪। ৩ দফার মর্ম্মমত খাস আপীল আদালত কি মন্ত্রী বা তৎক্ষমতাপন্ন আফিসে নূতন বহি আগত হইলে আসল বহির সহিত মোকাবিলা করিয়া যদি শুদ্ধরূপ লিখিত হওয়া দৃষ্ট হয় অথবা ভ্রম তাডকাল সংশোধনক্রমে নূতন বহি ব্যবহারের অনুমতি যুক্তে প্রতিপ্রেরণ করিতে হইবে।

৫। এই বহি আইন নিয়মাদি সংগ্রহ প্রথম খণ্ড নামে অভিহিত হইবে।

৬। পরপ্রচারিত আইন নিয়মাদি দ্বারায় পূর্ব্বপ্রচারিত যে ২ আইন নিয়ম সম্পূর্ণ বা আংশিকরূপে রহিত হইয়াছে সেই সেই (রহিত হওয়া) আইন নিয়ম কেবল আবশ্যকমত দেখিবার জন্য এই বহিতে লিখিত হইল।

৭। যে যে আইন নিয়ম গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়া প্রচার হইয়াছে এই বহিতে সেই সমস্তের নকল করা হইল না।

R. K. Deb Barman
প্রধান বিচারপতি

M. R. Ray
শ্রীগোপীকৃষ্ণ দেব
খাস আপিলের বিচারপতি

*ছন্নাংশিত } ঊর্দ্ধতন আফিস আদালতের বিচ্ছিন্ন স্বরূপ
** ঐ } অধস্তন আফিস আদালতসমূহ অর্থে প্রয়োগ (subordinate offices)
†অস্পষ্ট ও জীর্ণ।

নিদর্শন—২৭

খাস আপীল আদালতের বিচারপতি নিয়োগ

R. K. Deb Barman

শ্রীহরি

নং ৬

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্মণ মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি সন ১৩০৬ ত্রিং—তাং ১৫ই পৌষ।

যেহেতু খাস আপীল আদালতের পূর্ব্ব বন্দোবস্ত রহিত ক্রমে নূতন বন্দোবস্ত করা আবশ্যক, অতএব—

হুকুম হইল যে

উক্ত আদালতের পূর্ব্ব বন্দোবস্ত রহিত ও নিম্নলিখিত নূতন বন্দোবস্ত করা যায়—

শ্রীলশ্রীমান সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্ম্মণ বড়ঠাকুর — প্রধান বিচারপতি।

শ্রীযুক্ত রাজা মুকুন্দরাম রায়
ও
শ্রীযুক্ত ঠাকুর ব্রজমোহন দেববর্ম্মণ — বিচারপতি।

এবং এই আদেশ ১৬ই পৌষ হইতে কার্য্যে পরিণত হয় ও প্রতিলিপি উক্ত শ্রীলশ্রীমান ও অপর বিচারপতিদ্বয় নিকট এবং সংসৃণ্ট ও আদালতসমূহে প্রেরিত হয়। ইতি—

নিদর্শন—২৮

কর্ম্মবন্টন ব্যবস্থা: বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শ্রীশ্রীহরি

R. K. Deb Barman

মেমো নং ১৬

যেহেতু এতৎরাজ্যের শাসনসংক্রান্ত বিভাগসমূহের কার্য্য পরিচালনার্থ নূতন বন্দোবস্ত উপলক্ষে শ্রীলশ্রীমান বড়ঠাকুরকে খাস-আপীল আদালতের প্রধান বিচারপতির কার্য্যে নিয়োগপূর্ব্বক পলিটিক্যাল বিভাগের কার্য্যভার শ্রীযুত বাবু বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এ, প্রতি ন্যস্ত করা হইয়াছে, এবং এইক্ষণ হইতে উক্ত বিভাগ সংক্রান্ত চিঠিপত্র ও কাগজাত শ্রীযুত বাবু বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নিকট প্রেরিত হওয়া আবশ্যক, সে মতে—

হুকুম হইল যে,

অবগত্যর্থে এই মেমোর এক এক খণ্ড প্রতিলিপি সংসৃণ্ট আফিস হায়ে প্রেরণ করা যায়, ইতি। ১৩০৬ ত্রিং, ২৯শে পৌষ।

নিদর্শন—২৯

কর্জরোক্কামূলে দাবীর নিষ্পত্তি বিষয়ে আদালতের রায়

স্বাক্ষর অস্পষ্ট
দেঃ বিচারক

(আদালতের মোহর)

ফয়সালা—

মো ৮৩ নং দেঃ ১৩০৭ ত্রিং

কাছারী দেওয়ানী আদালত এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা মোং রাজধানী নূতন হাবেলী
এজলাস শ্রীযুত ভারতচন্দ্র ঠাকুরসাহেব—বিচারপতি। ইতি

নিষ্পত্তির সন তারিখ
১৪ই আষাঢ় ১৩০৭ ত্রিং

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র ভৌমিক উকিল পীং মৃত পাণ্ডবচন্দ্র ভৌমিক জাতি কায়স্থ ব্যবসা উকালতী আদি সাং হাল নূতন হাবেলী পং আগরতলা —বাদী

শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, উকিল
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দাস, উকিল

১ নং শ্রী অঞ্জুরায় ত্রিং সেনাপতি পীং মৃত সাধুরাম ত্রিং সেনাপতি সাং কৃষ্ণনগর ২ নং শ্রীকৃষ্ণকুমার ত্রিং আরদালী সিপাহী পীং শ্রীমনচরণ ত্রিপুরা সেনাপতি হালশং নূতন হাবেলী আরদালীগারদ ও ৩ নং শ্রীমনচরণ ত্রিং সেনাপতি পীং মৃত চন্দ্রমণি ত্রিপুরা ও ৪ নং শ্রী রামকুমার ত্রিং পীং শ্রীমনচরণ ত্রিপুরা সেনাপতি সাং আগরতলা পং আগরতলা জাতি ত্রিপুরা ব্যবসা চাকরী আদি —বিবাদীগণ

মোং কর্জ্জরোক্কা মূলে দাবী
মং ২০৲ টাকা

টাকা প্রতি মাসিক ৵৬ পাই সুদে ১৩০৬ ত্রিং সনের কার্ত্তিক মাস মধ্যে আদায়ের ওয়াদ্ধায় ঐ সনের ১১ই ভাদ্রের লিখিত রোক্কা দ্বারা বিবাদীগণ একযোগে বাদি হইতে মং ৩০৲ টাকা কর্জ্জ গ্রহণ করিয়াছিল। উল্লেখিত মং ৩০৲ টাকা ও তাহার সুদ মং ৯৲ টাকা সুদ মূলে একুনে ৩৯৲ টাকা হইতে তন্মধ্যে ১ নং বিবাদীদ্বারা মং ১৫৲ টাকা উশুল ও সুদ আন্দরে মং ৪৲ টাকা পরিত্যাগে অবশিষ্ট মং ২০৲ টাকা বিবাদীগণ নিকট বাদী পাওয়ানা হইলে বিবাদীগণ এই টাকা তলব তাগাদা সত্ত্বেও আদায় না করায় ১৩০৬ ত্রিং ১লা অগ্রহায়ণ হইতে এই নালিশের কারণ উপজাত হইয়া উপরোক্ত ১২০৲ টাকা দাবীমূলে বাদী ১৩০৭ ত্রিং সনের ৩১শে জ্যৈষ্ঠ তারিখ বিবাদীগণের বিরুদ্ধে অত্রাদালতে এই নালিশ স্থাপন করিয়াছে। ইতি

অদ্য এই মোকদ্দমা মিসিলে শেষ হইয়া নথিস্থ কাগজাত আলোচনান্তে

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

আদেশ

বাদীর দাবী ময় খরচ একতরফা সূত্রে মাসিক শতকরা ॥. আনা জের সুদে বিবাদীগণ প্রতিকূলে ডিক্রী হয়। ইতি

নকল স্বাক্ষর
শ্রীভরত চন্দ্র দেববর্ম্মণ

বাদীর পক্ষে	তপছিল খরচ	বিবাদী পক্ষে
বাদীর আরজি	২৲	
উকালত নামা	॥.	
সাক্ষীর সমনের তলবানা ও চালান	১৶৯	
রোক্কার জরিমানা চালান	১।।৩	
রোক্কার অপূরণ ষ্ট্যাপ মূল্য চালান	।।৩	
সাক্ষীর ইসিমনবিশী সেমী	৻৩	
সাক্ষীর হাজিরা দরখাস্ত ষ্ট্যাম্প	॥.	
তলাসী ফিস্ ও চালান	।৩	
উকিল ফিস	১৲	
	৭।।৯	

মং সাত টাকা আট আনা নয় পাই মাত্র।

নিদর্শন—৩০

খাস আপীল আদালতের প্রধান বিচারপতি নিয়োগ: রাজা মুকুন্দরাম রায়

শ্রীহরি

R. K. Deb Barman

নং ৬৬

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা রাজধানী আগরতলা। ইতি সন ১৩০৭ ত্রিপুরা, তারিখ ৯ই অগ্রহায়ণ।

যেহেতু এপক্ষের বিগত ১৫ই পৌষ তারিখের ৬নং রোবকারীর মর্ম্মানুসারে শ্রীলশ্রীমান সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্ম্মন বড়ঠাকুরকে খাস আপীল আদালতের প্রধান বিচারপতির কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল কিন্তু উক্ত আদালতের অন্যতর বিচারপতি শ্রীযুক্ত রাজা মুকুন্দরাম রায়ের বিগত ২৬শে কাত্তিক তারিখের ৩৯৬ নং রিপোর্ট প্রাপ্তে জানা যায় উক্ত শ্রীলশ্রীমান ২।৩টি কাগজ স্বাক্ষর ভিন্ন খাস আপীল আদালতের অন্য কোন কার্য্যই করে নাই ও করিতেছে না; এই হেতু উক্ত আদালতের কার্য্যের অসুবিধা ঘটিতেছে এবং ভবিষ্যতে বিশেষ বিশৃঙ্খলা হইবার সম্ভাবনা। অতএব এক্ষণ উক্ত আদালতের বিচার কার্য্য সম্বন্ধে নূতন বন্দোবস্ত করা আবশ্যক, সেমতে,

হুকুম হইল যে

শ্রীলশ্রীমান সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্ম্মনকে খাস আপীল আদালতের প্রধান বিচারপতির কার্য্য হইতে অবসরক্রমে শ্রীযুক্ত রাজা মুকুন্দরাম রায় ও শ্রীযুক্ত ঠাকুর ব্রজমোহন দেববর্ম্মনকে বিচারপতির কার্য্যে স্থিরতর রাখিয়া রাজা মুকুন্দরাম রায়ের প্রতি দ্বিরাদেশ পর্য্যন্ত প্রধান বিচারপতির কার্য্যভার ন্যস্ত করা যায়। শ্রীযুক্ত রাজা মুকুন্দরাম রায়ের হস্তে এই হাবেলীতে অন্যান্য কার্য্যভার থাকায় তৎকর্ত্তৃক উভয় হাবেলীতে কার্য্য পরিচালিত হওয়া অসুবিধা বিধায় খাস আপীল আদালত পুরাতন হাবেলী হইতে উঠাইয়া আনিয়া নূতন হাবেলীতে স্থাপন করা যায়। কার্য্যে পরিণতির জন্য ইহার প্রতিলিপি খাস আপীল আদালতে ও রাজস্ব বিভাগ যোগে বিচার বিভাগে প্রেরণ করা যায়। অন্যান্য বিচার আদালতসমূহে প্রতিলিপি প্রেরণ করা বিচার বিভাগের কর্ত্তব্য হইবে।

নিদর্শন—৩১

আর্দ্দালীগারদের কর্ম্মচারিগণের সম্পর্কে ওয়ারেন্ট ইত্যাদি জারী

শ্রীহরি

R. K. Deb Barman

মেমো নং ৭৩

যেহেতু আর্দ্দালি গারদের সুবেদার মেজর শ্রীচামুসিংহ দায়ীককে গ্রেপ্তার করণার্থ দেওয়ানী আদালতের একখণ্ড ওয়ারেন্ট উক্ত গারদের প্রধান কার্য্যকারক শ্রীযুক্ত শিবরাম সিংহ কর্ণেল নামে আগত হইলে উক্ত কর্ণেল এপক্ষের আদেশ ভিন্ন তাহাকে ধৃত করাইয়া দিতে পারে না মর্ম্মে ওয়ারেণ্ট রিটার্ণ করায়, তৎসম্বন্ধে কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে ও ভবিষ্যতে আর্দ্দালি গারদের সিপাহী ও হুদ্দাদারগণ নামীয় ওয়ারেন্ট ইত্যাদি কি উপায়ে জারী হইবে, তদ্বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের একখণ্ড এস্তমেজাজ[৬১] আপীল ও খাস আপীলের যোগে এপক্ষ সাক্ষাৎ আগত হইয়াছে। অতএব আর্দ্দালি গারদের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মচারীগণ নামীয় আহাকাম জারি[৬২] সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ নিয়ম নিয়ম করা হইল।

১। উক্ত কর্ম্মচারীগণ নামীয় সমন, নোটিশ, ওয়ায়েন্ট ইত্যাদি আহাকাম গারদের প্রধান কর্ম্মচারীর (কর্ণেল শিবরাম সিংহের) নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

২। উক্ত প্রধান কর্ম্মচারী গ্রেপ্তারি ওয়ারেন্ট ও ফৌজদারী মোকদ্দমার আসামী নামীয় সমনের স্থলে এপক্ষের অনুমতিগ্রহণে, তদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থলে নিজ ক্ষমতায় আহাকাম জারি ও তামিল করাইয়া রীতিমত রিটার্ন প্রেরণ করিবে।

ইস্তমেজাজের উল্লিখিত চামুসিংহ নামীয় ওয়ারেন্টের মর্ম্মানুযায়ী কার্য্য তামিল করা শ্রীযুক্ত শিবরাম সিংহ কর্ণেলের কর্ত্তব্য হইবে। অতএব—

আদেশ—

অবগতি ও আচরণার্থ এই মেমোর প্রতিলিপি বিচার বিভাগ, খাস আপীল আদালত, পঃ বিভাগ এবং শ্রীযুক্ত শিবরাম সিংহ কর্ণেল নিকটে প্রেরিত হয়। ইতি সন ১৩০৭ ত্রিং $\frac{\text{৩রা পৌষ}}{\text{৭ই পৌষ}}$।

নিদর্শন—৩২

ব্যবস্থাপক সভার সচিব নিয়োগ: বিপ্রচরণ নন্দী

৭৭ নং রোবকারী

R. K. Deb Barman

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্মণ মাণিক্য বাহাদুর এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা ইতি। সন ১৩০৭ ত্রিং ২৬শে পৌষ।

যেহেতু রাজ্যের সুশাসন ও প্রজাপুঞ্জের সুখ সমৃদ্ধি অধিকাংশরূপে সুনীতি ও সুব্যবস্থার উপর নির্ভর করে, তদ্ধেতু মদীয় পিতৃদেব স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর ১৩০৪ ত্রিপুরাব্দে একটি ব্যবস্থাপক সভা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ সভার সম্পাদকীয় কার্য্যভার এপর্য্যন্ত উহার একতম সভ্য শ্রীযুত ধনঞ্জয় ঠাকুর প্রতি ন্যস্ত আছে; কিন্তু নূতন বন্দোবস্ত মতে হিসাব ও অন্যান্য কয়েকটি গুরুতর বিভাগের কার্য্যভার তাহার প্রতি অর্পিত থাকাতে ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যে তাহার সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করার সময় অতি অল্প। অতএব উক্ত কার্য্যের জন্য স্বতন্ত্র জনৈক আইনজ্ঞ লোক নিযুক্ত করা সঙ্গত বোধ হইতেছে। কুমিল্লা জজ কোর্টের উকিল শ্রীযুত বাবু বিপ্রচরণ নন্দীকে উক্ত কার্য্যের উপযুক্ত বলিয়া জানা যাইতেছে অতএব

আদেশ হইল যে

উল্লিখিত কার্য্যের জন্য তাহাকে মাসিক ২২৫৲ দুই শত পঁচিশ টাকা বেতনে লিগেল সেক্রেটারী রূপে নিযুক্ত করা যায় এবং সংসৃষ্ট আফিস ও আদালতসমূহে এবিষয় যথারীতি জানাইয়া দেওয়ার কারণ প্রতিলিপি রাজস্ব বিভাগে পাঠান যায়। ইতি

নিদর্শন—৩৩

বিচারক নিয়োগ

শ্রীহরি

R. K. Deb Barman

মেমো নং ১৪

যেহেতু আপীল ও সেসন আদালতের বিচারক শ্রীযুত ভারতচন্দ্র ঠাকুর সরকারী প্রয়োজনে কিয়ত্কালের জন্য স্থানান্তর গিয়াছে এবং তাহার অনুপস্থিতি সময়ে তাহার জিম্বার কার্য্য পরিচালন জন্য অপর কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিয়োগ করা আবশ্যক, অতএব—

আদেশ—

শ্রীযুত ভারতচন্দ্র ঠাকুর অনুপস্থিত থাকা পর্য্যন্ত তাহার জিম্বার আপীল ও সেসন আদালত সংক্রান্ত কার্য্য পরিচালনক শ্রীযুত ব্রজমোহন ঠাকুরকে মোতায়ন করা যায়। উক্ত মোতায়নী কার্য্যকারক শ্রীযুত ভারতচন্দ্র ঠাকুরের তুল্য ক্ষমতায় কার্য্য করিবে। তামিলার্থ ইহার প্রতিলিপি সংসৃষ্ট আফিস হায় ও ব্যক্তিগণ নিকট পাঠান যায়। ইতি সন ১৩০৮ ত্রিং—১৩ই ভাদ্র।

নিদর্শন—৩৪

আইন প্রনয়ন ইত্যাদি কার্য্যের জন্য ব্যবস্থাপক সভা গঠন

শ্রীহরি

নং ২৯

R. K. Deb Barman

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্মণ
মাণিক্য বাহাদুর, রাজধানী আগরতলা, ইতি।
সন ১৩০৮ ত্রিং, ১৭ই ফাল্গুন।

যেহেতু অত্রত্য ব্যবস্থাপন সভার অনেক সভ্যের অভাব হওয়ায় এবং অন্যান্য কারণে উক্ত সভা নূতন আকারে গঠন করা আবশ্যক হইয়াছে, অতএব পূর্ব সভা রহিত ক্রমে নিম্নলিখিত রূপে নূতন সভা গঠন এবং তাহার কার্য্যপরিচালন সম্বন্ধে নিম্নোক্তরূপে বিধান করা হইল।

১। এই সভা পূর্ব্ববৎ "ব্যবস্থাপক সভা" নামে অভিহিত হইবে।

২। এ রাজ্যের প্রচলিত আইনগুলি আবশ্যক অনুসারে সংশোধিত এবং বিধিরূপে ব্যবহৃত আবহমান প্রচলিত রীতি ও প্রথাসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া আইন আকারে প্রচলন করা এই সভার উদ্দেশ্য হইবে। কিন্তু রেভিনিউ, ফরেস্ট, পুলিশ ইত্যাদি সংক্রান্ত নিয়মাবলী, সারকিউলার ও মেমো ইত্যাদি যাহা এপক্ষের খাস দরবার হইতে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক বিবেচিত হয়, তাহা "কার্য্যনির্ব্বাহক সভার" আলোচ্য বিষয় হইবে।

৩। সাধারণতঃ অনধিক ৮ জন এবং অন্যূন ৬ জন এই সভার নিয়মিত সদস্য থাকিবে। এতদ্ব্যতীত কুমিল্লা জজ আদালতের এ সরকারী নিযুক্ত সিনিয়র উকিলগণ মধ্যে অনধিক দুই জনকে এই সভার অতিরিক্ত সদস্যরূপে নিয়োগ করা যাইতে পারিবে। অতিরিক্ত সদস্যগণ এক বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইবে। বৎসর অতীতে কোন অবসৃত সদস্যকে পুনর্নিয়োগ করা যাইতে পারিবে।

৪। এপক্ষ স্বয়ং সভাপতির কার্য্য করিবেন। এপক্ষের অনুপস্থিতিতে কার্য্য পরিচালন জন্য সদস্যগণ মধ্যে এক এক জনকে প্রতিনিধি মনোনীত করা যাইবে।

৫। এপক্ষের মঞ্জুরী ব্যতীত কোন আইন প্রচলিত হইতে পারিবে না।

৬। প্রত্যেক অধিবেশনে ঐ অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে উপস্থিত সদস্যগণের মতামত গ্রহণান্তর এপক্ষ কর্ত্তব্য অবধারণ করিবেন।

৭। এপক্ষের অনুপস্থিতিতে সদস্যগণ আলোচনা করিয়া অধিকাংশের মতানুসারে পাণ্ডুলিপি সংশোধনান্তর মঞ্জুরীর নিমিত্ত এপক্ষ সাক্ষাৎ উপস্থিত করিবে।

৮। সদস্যগণ মধ্যে যে কেহ সভার অনুমতি গ্রহণে যে কোন আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিতে পারিবে।

৯। এইরূপ কোন পাণ্ডুলিপি উপস্থিত হইলে পর তাহার মুদ্রিত কি হস্তলিখিত এক এক খণ্ড অনুলিপি সদস্যগণ নিকট প্রেরিত হইবে। এবং যে অধিবেশনে তৎসম্বন্ধে আলোচনা ও শেষ মীমাংসা করা অবধারিত হয়, প্রচুর সময় থাকিতে তদ্বিষয় সদস্যগণকে জ্ঞাপন করিতে হইবে।

১০। কোন সদস্য স্বয়ং উপস্থিত হইতে অক্ষম হইলে লিখিতরূপে আপন মত ব্যক্ত করিতে পারিবে।

১১। নিয়মিত সদস্যগণ মধ্যে অন্যূন ৫ জন উপস্থিত হইলে সভার অধিবেশন হইতে পারিবে।

১২। আপাততঃ পার্শ্বোক্ত ব্যক্তিগণকে এই সভার সদস্য এবং শ্রীযুত রাজা মুকুন্দরাম রায়কে প্রতিনিধি মনোনীত করা যায়। আবশ্যক মত এপক্ষের আদেশে ইহাদের নিবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে।

শ্রীযুত রাজা মুকুন্দরাম রায়
শ্রীগোপীকৃষ্ণ ঠাকুর
শ্রীযুত ধনঞ্জয় ঠাকুর
শ্রীযুত ভারতচন্দ্র ঠাকুর
শ্রীযুত বাবু বিপ্রচরণ নন্দী
শ্রীযুত বাবু বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
শ্রীযুত বাবু কৈলাসচন্দ্র বিশ্বাস

আদেশ হইল যে

কার্য্যে পরিণতির জন্য ইহার এক এক খণ্ড প্রতিলিপি উল্লিখিত ব্যক্তিগণ নিকট এবং সংসৃষ্ট অফিসসমূহে প্রেরণ করা যায়, ইতি।

নিদর্শন—৩৫

ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি-সভাপতি নিয়োগ

শ্রীহরি

R. K. Deb Barman

মেমো নং ৭

জানা যায় শ্রীযুক্ত রাজা মুকুন্দরাম রায় অনেক দিবস যাবত অসুস্থ থাকায় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত হইতে পারিতেছেন না, এবং তন্নিবন্ধন উক্ত সভার কার্য্যের অসুবিধা হইতেছে। সভার কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালন জন্য উপরোক্ত অসুবিধার প্রতিবিধান করা আবশ্যক। অতএব

আদেশ

শ্রীযুক্ত উজির গোপীকৃষ্ণ ঠাকুরের উক্ত সভার অন্যতর প্রতিনিধি সভাপতি নিয়োগ করা যায়। শ্রীযুক্ত রাজা মুকুন্দরাম রায় ও উজির এই উভয় মধ্যে যে কেহ এপক্ষের গত ১৭ই ফাল্গুন তারিখের ২৯নং রোবকারীর মর্ম্মমতে ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। অবগতি ও কার্য্যে পরিণতির জন্য ইহার প্রতিলিপি সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণ নিকট পাঠান যায় ইতি। সন ১৩০৯ ত্রিং তাং ১২ই শ্রাবণ।

নিদর্শন—৩৬

খাস আপীল আদালতের বিচারপতি নিয়োগ

R. K. Deb Barman

মেমো নং ১২

যেহেতু এপক্ষের বিগত ১০ই কাৰ্ত্তিকের ১১নং মেমো দ্বারা খাস আপীল আদালতের বিচারপতি শ্রীযুক্ত রাজা মুকুন্দরাম রায়ের অনুপস্থিতিকালের জন্য তৎপদে শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য্য দেওয়ানকে উক্ত আদালতের বিচারক নিযুক্ত করা হইয়াছিল; এইক্ষণ শ্রীযুক্ত রাজা মুকুন্দরাম রায় আগরতলা উপস্থিত হইয়াছেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতি কালে কতকগুলি মোকদ্দমার আনুষ্ঠানিক কাৰ্য্য মাত্র শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য্য দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে; এমতাবস্থায় তাহাকে ঐ সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তির জন্য খাস আপীল আদালতের বিচারক স্বরূপে রাখা একান্তই আবশ্যক বোধ হইতেছে। অতএব

আদেশ

যে সকল মোকদ্দমার আনুষ্ঠানিক কাৰ্য্য শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য্য দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে, ঐ সকল মোকদ্দমার বিচার কাৰ্য্য কেবল তাহা দ্বারাই সম্পাদিত হইবে; এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য যাবতীয় মোকদ্দমার বিচার কাৰ্য্য দ্বিরাদেশের তরে শ্রীযুক্ত রাজা মুকুন্দরাম রায় ও শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন ঠাকুরের একযোগে শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য্য সম্পাদন করিবে এবং এই তিন জন বিচারকের একের অনুপস্থিতিতে অপর দুই জন দ্বারাই উক্ত আদালতের কাৰ্য্য সম্পাদিত হইতে পারিবে। পরিণতির জন্য প্রতিলিপি খাস আপীল আদালতে ও শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য্য দেওয়ান নিকট প্রেরিত হয়। ইতি ১৩১০ ত্রিং তাং ৩০শে কাৰ্ত্তিক।

নিদর্শন—৩৭

বিচারক নিয়োগ: সারদাচরণ ঠাকুর

১৫ নং রোবকারী

R. K. Deb Barman

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর,
রাজধানী আগরতলা। ইতি সন ১৩১০ ত্রিং ১৭ই পৌষ।

যেহেতু আপীল ও সেসন আদালতের বিচারক ভারতচন্দ্র ঠাকুর পরলোকগত হওয়ায়, তৎকাৰ্য্যে জনৈক লোক নিযুক্ত করা আবশ্যক। অতএব—

আদেশ

ভূতপূৰ্ব্ব সদর ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুত্ সারদাচরণ ঠাকুরকে আপীল ও সেসন আদালতের বিচারক ভারত চন্দ্র ঠাকুরের পদে নিযুক্ত করা যায়। কাৰ্য্যে পরিণতির নিমিত্ত ইহার এক ২ খণ্ড প্রতিলিপি সংসৃষ্ট আফিস হায়ে এবং উক্ত ঠাকুর নিকট প্রেরিত হয়। ইতি।

নিদর্শন—৩৮

খাস আপীল আদালতের বিচার: মোকদ্দমা গুরুতর পীড়া

স্বাধীন ত্রিপুরা
খাস আপীল আদালত

অধিবেশিত শ্রীযুক্ত রাজা মুকুন্দরাম রায়, প্রধান বিচারপতি;
শ্রীযুক্ত ঠাকুর ব্রজমোহন দেববর্ম্মণ;
শ্রীযুক্ত দেওয়ান বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এ
বিচারপতিগণ।

মোঃ নং ৩৩ ফৌঃ খাঃ আঃ ১৩১০ ত্রিং।
মোঃ নং ১ সেসন ১২৯৯ ত্রিং।
মোঃ নং ৪৮ ফৌঃ ১২৯৯ ত্রিং।

শ্রীতৈমেদালী	বিবাদী কয়েদী খাস আপীলান্ট	শ্রীশ্রীযুত সরকার বাহাদুর পক্ষে রামকুমার দে হেড কনেষ্টবল	বাদী

খাস রেস্পণ্ডেন্ট।

মোঃ--গুরুতর পীড়া

সেসন আদালতে বিচারে বিবাদীর সশ্রম ৭ বৎসর কয়েদ হওয়ায় তদ্বিরুদ্ধে বিবাদী এই কয়েদী খাস আপীল উপস্থিত করিয়াছে। বিবাদী উকিল দেয় নাই, এবং খাস আপীলের অজুহাতে মুক্তি সম্বন্ধে কোন কারণ উল্লেখ করে নাই। স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বাচনিকরূপে জানাইয়াছে, সে অপরাধ করে নাই, এবং গ্রামিকানের শত্রুতাবশতঃ কেহ তাহার পক্ষে আখ্যা দিবে না, এজন্য সে সাফাই উপস্থিত করিতে পারে নাই।

বিবাদীর উল্লিখিত উক্তিমাত্রের দ্বারা কোন ফল হইতে পারে না। অতএব এ পক্ষগণ নথীস্থ কাগজাত বিশেষরূপ আলোচনা ক্রমে বিচার নিষ্পত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রামকুমার চঙ্গ, কোরপান আলী, আক্রামালী প্রভৃতির সাক্ষ্য বাক্যে দেখা যায়, বিবাদী উমেদালী প্রথমতঃ একটি কাঠের মোটা লাঠী দ্বারা মোতফা অভয় দাসের ঘাড়ে আঘাত করিয়াছিল; ডাক্তারের জবান বন্দীতে মোতফার ঘাড়ের আঘাত সাংঘাতিক ও তাহা মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবী কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে, সুতরাং বিবাদী খাস আপীলান্টই যে অভয়চরণ দাসের মৃত্যুর প্রধান আসামী তাহা সুন্দররূপে প্রমাণিত ও প্রতিপন্ন হইতেছে। বিবাদীর মুক্তির কোনই হেতু দৃষ্ট হয় না। তাহার প্রতিকূলে যে দণ্ডাদেশ হইয়াছে তাহাও অতিরিক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় না।

সেসন আদালত বিবাদীর প্রতিকূলে গুরুতর পীড়ার অভিযোগ প্রকটন করিয়া দণ্ড দিয়াছেন। ঘটনার অবস্থায় বিবাদীর প্রতিকূলে অপরাধযুক্ত নরহত্যার অভিযোগ স্থাপিত হওয়াই সঙ্গত ছিল, যে যুক্তি অবলম্বনে নরহত্যার অভিযোগের পরিবর্ত্তে গুরুতর পীড়ার অভিযোগ স্থাপন করা হইয়াছে, এপক্ষগণ তাহা সঙ্গত মনে করেন না। বিবাদী একটি কাঠের মোটা লাঠী দ্বারা প্রহার করিয়াছিল এবং এরূপ সাংঘাতিকভাবে আঘাত করিয়াছিল যে মোতাফার গ্রীবাস্থি ভাঙ্গিয়া যায়। ঐরূপ অস্ত্র দ্বারা ঐরূপ আঘাত করিলে যে মৃত্যু সংঘটিত হইতে পারে, এরূপ জ্ঞান মনুষ্য মাত্রের স্বাভাবিক। বিবাদীর যে সেই জ্ঞান ছিল না এসব মনে করার কোন কারণ নাই। তবে বলা যাইতে পারে যে, ঐরূপ যষ্ঠি দ্বারা স্থান বিশেষে আঘাত করিলে মৃত্যু না হইতে পারে। কিন্তু বিবাদী আঘাত করার সময় কোনরূপ সতর্কতা অবলম্বন করে নাই। মোতাফা দৌড়িয়া যাওয়ার সময় নৃশংসভাবে আঘাত করিয়াছে, আঘাত কোথায় পড়িবে তাহার নিশ্চয়তা ছিল না। সুতরাং যেভাবে আঘাত করিলে মৃত্যু না ঘটিতে পারে, তদ্বিষয়ে কোন সতর্কতা অবলম্বিত হয় নাই, অতএব এই আঘাতের ফলে মোতাফার মৃত্যু হইতেও পারে, বিবাদীর এরূপ জ্ঞান ছিল, ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। আঘাতের পর মোতাফা ভূমিতে পড়িয়া যাওয়ায় বিবাদীর আত্মগ্লানি হওয়া বা তাহার কোনরূপ শুশ্রূষা করা লক্ষিত হয় না, বরং ইহার পরও

সকলে তাহাকে মারিতে ছিল, অবশেষে রাজকুমার চঙ্গ সাক্ষীকে দেখিয়া চলিয়া গিয়াছিল। এমতস্থলে বিবাদীর বিরুদ্ধে অপরাধযুক্ত নরহত্যার অভিযোগ হওয়াই সঙ্গত। যাহা হউক এতদ্দ্বারা ঘটনার তথ্য নির্ণয়ের ব্যাঘাত বা বিবাদীর কোনরূপ অসুবিধা লক্ষিত হয় না, এবং দণ্ডাদেশ সম্বন্ধেও এপক্ষগণ হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করেন না। অতএব

আদেশ হইল,—

সেসন আদালতের প্রকটিত গুরুতর পীড়ার অভিযোগের পরিবর্তে বিবাদীর বিরুদ্ধে অপরাধযুক্ত নরহত্যার অভিযোগ স্থির করা যায় ও সেসন আদালতের আদিষ্ট দণ্ড বহাল থাকে, ইতি। সন ১৩১০ ত্রিং ২৪শে চৈত্র।

নিদর্শন—৩৯

খাস আপীল আদালত পুনর্গঠন

মেমো নং ১১

R. K. Deb Barman

খাস আপীল আদালত গঠনের এবং কার্য্যপ্রণালীর সংস্কার করা বাঞ্ছনীয় অতএব

আদেশ হইল,

নিম্নলিখিত বিচারকগণ লইয়া এই আদালত গঠিত হইবে

১। শ্রীযুক্ত রাজা মুকুন্দরাম রায়
প্রধান বিচারক
২। শ্রীযুক্ত মিঃ বোস
৩। দেওয়ান শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত

সাধারণতঃ উক্ত আদালতের নিয়মিত কার্য্যপরিচালনের ভার মিঃ বসুর প্রতি অর্পিত থাকিবে। কোন প্রচলিত কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তন করিবার কি নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তন করিবার আবশ্যক হইলে তিনি তাহা প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিবেন।

উল্লিখিত তিন জন বিচারক একত্র অধিবেশন করিয়া বিচারকার্য্য সম্পাদন করিবেন। কিন্তু দুই জন উপস্থিত থাকিলেও কার্য্য চলিতে পারিবে। বিচারকগণের মধ্যে বিচারে মতভেদ হইলে অধিকাংশের মতই সর্ব্বদা প্রবল হইবে। দুই জনের অধিবেশন স্থলে যদি মতভেদ হয় তবে তৃতীয় বিচারকের মত লইয়া অধিকাংশের মত স্থির করিতে হইবে।

প্রাণদণ্ডাদেশ ব্যতীত উক্ত আদালতের সর্ব্বপ্রকার আদেশ ও নিষ্পত্তি চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। প্রাণ-দণ্ডাদেশ প্রচলিত রীতি অনুসারে এপক্ষের মঞ্জুর হইলে কার্য্যে পরিণত হইবে।

অবগতি এবং কার্য্যে পরিণতির জন্য এই আদেশ মন্ত্রী আফিসে প্রেরণ করা যায়। ইতি সন ১৩১১ ত্রিং তারিখ ২৭শে কার্ত্তিক।

নিদর্শন—৪০

বিচারাদি কার্যের নিরপেক্ষতা সাধন উদ্দেশ্যে ম্যাজিষ্ট্রেট-মুন্সেফ নিয়োগ

অত্র প্রস্তাব মঞ্জুর
করা গেল। ইতি
R. K. Deb Barman
২০-২-১৩১২ ত্রিং

বিচার কার্য্যের উৎকর্ষ বিচারকের নিরপেক্ষতার উপর বিশেষরূপে নির্ভর করে। মোকদ্দমার অনুসন্ধান-কারী ও পরিচালনকারী কর্ম্মচারীগণের সহিত বিচারকের কোনও রূপ সম্বন্ধ থাকিলে কথিত নিরপেক্ষতা সকল স্থলে সংরক্ষিত হওয়া সম্ভবপর নয়; সুতরাং এরূপ সম্বন্ধ অবাঞ্ছনীয়। অতএব সম্প্রতি এ রাজ্যের সদর বিভাগে বিচারকার্য্যের নিমিত্ত ম্যাজিষ্টেট মুন্সেফ নামে একজন কার্য্যকারক এবং রাজস্ব ও অন্যান্য বিষয়ক কার্য্যের নিমিত্ত কালেক্টার নামে স্বতন্ত্র একজন কার্য্যকারক নিযুক্ত থাকিবে।

দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়বিধ মোকদ্দমার বিচারকার্য্য ম্যাজিষ্ট্রেট মুন্সেফ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইবে। প্রয়োজনীয় হইলে তাহার একজন কি দুইজন সহকারী থাকিতে পারিবে। পুলিশ প্রভৃতি মোকর্দ্দমার তদন্তকারী ও পরিচালনকারীদিগের উপর এই কার্য্যকারকগণের কোনও রূপ অধিকার থাকিবে না।

মঞ্জুরীর প্রার্থনায় এই প্রস্তাব শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাতে পেশ হয়, ইতি।

U. K. Das
Minister
20.2.12 T.E.

মেমো নং ৯৩৭/২০-১

প্রতিলিপি হিসাব বিভাগে পাঠান যায়, ইতি। সন ১৩১২ ত্রিং ২৭শে জ্যৈষ্ঠ

K. C. Biswas
নায়েব দেওয়ান

নিদর্শন—৪১

ঘোষণা ও বিজ্ঞাপন

২৫ নং সংশিত পত্র
সন ১৩১৩ ত্রিং

শ্রীলশ্রীযুত সরকার বাহদুর
শ্রীদুর্গা সিংহ সুবেদার পিং মৃত জগন্নাথ সিংহ সাং চিড়াকুর্টা।
পং ভিতর কৈলাসহর; দায়িক।

মোকদ্দমা—

পং ভিতর কৈলাসহর মৌজে ভগবান নগর মধ্যে দুর্গা সিংহ সুবেদার নামীয় ৩৩ নং তালুকের বর্ত্তমান সনের আষাঢ়ের কিস্তের বাকী রাজস্ব দাবি মং ৻৩ পাই।

উক্ত দাবি আদায় জন্য দায়ীকের নিম্ন তপছিলের লিখিত স্থাবর সম্পত্তি নীলামের দিন ১৩১৩ ত্রিং সনের ১০ই ভাদ্র তারিখ বহাসপ বৃহস্পতিবার ধার্য্যক্রমে অত্র এস্তাহার দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, নিম্নলিখিত সম্পত্তি যাহাদের খরিদ করার বাসনা থাকে তাহারা ঐ নিরূপিত তারিখে দিবা ১১ ঘটিকার সময় কৈলাসহর আফিসে উপস্থিত হইয়া উচ্চ ডাকে নিলাম খরিদ করে ইতি। সন ১৩১৩ ত্রিপুরা তারিখ ১৫ই শ্রাবণ

J. C. Sen
কালেক্‌টর—কৈলাসহর বিভাগ

নিদর্শন—৪২

তালাকনামার রেজিষ্ট্রেশন ফি সম্পর্কে সার্কুলার

রেজিস্ট্রেশন বিভাগ

১৩১৩ ত্রিং, তাং ৩০শে শ্রাবণ, সারকুলার নং ১২।

জানা যায়, তালাকনামার রেজিষ্টারীর ফিস্ কোন কোন মহকুমায় দলিল রেজিষ্টারী বিধির ৬৯ দফা অনুসারে ৫৲ টাকা হারে লওয়া হইয়া থাকে এবং কোন কোন মহকুমায় তালাকনামায় কাবিন ও মহরানা আদায় সম্বন্ধে কোন টাকার উল্লেখ না থাকিলে সেই টাকার পরিমাণ অনুসারে উক্ত বিধির ৬৮ ধারার বিধান-মতে ফিস্ গৃহীত হইয়া থাকে। স্ত্রীর উপর স্বামিত্বের দাবি পরিত্যাগ করাই তালাকনামার একমাত্র উদ্দেশ্য। মহরানা বা কাবিনের টাকা আদায় করা হইল কি হইল না, প্রসঙ্গক্রমে তালাকনামাতে তাহা লিখিত হইতেও পারে। অতএব এরাজ্যের সর্ব্বত্র তালাকনামার ফিস্ উল্লিখিত বিধির ৬৯ ধারার বিধানমতে ৫৲ টাকা হারে গৃহীত হইবে। ইতি

U. K. Das
মন্ত্রী

নিদর্শন—৪৩

প্রাণদণ্ড ও যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডিত আসামীগণের আপীল শ্রবণের জন্য বিচারপতি নিয়োগ

শ্রীহরি

R. K. Deb Barman

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর,
রাজধানী আগরতলা, ইতি, সন ১৩১৩ ত্রিং, তাং ২৫শে আশ্বিন।

নং ৭

যেহেতু পার্শ্বের লিখিত মোকদ্দমার বিচারে সেসন আদালত কর্ত্তৃক ১ নং বিবাদীর প্রাণদণ্ডের এবং ২ নং বিবাদীর যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হওয়ায়

শ্রীশ্রীযুত সরকার বাহাদুর পক্ষে মদনমোহন লস্কর হেড কং	বাদী
১ নং ছৈয়দালী ২ নং গাবরদী	বিবাদী
মোং জ্ঞানকৃত বধ	

বিবাদীদ্বয় খাস আপীল দায়ের করিয়াছে এবং বর্ত্তমান শারদীয় অবকাশ উপলক্ষে প্রোক্ত খাস আপীল আদালতের জনৈক বিচারপতি স্থানান্তর গমন করায় এবং অপর দুইজন মধ্যে প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত রাজা মুকুন্দরাম রায় পীড়াপ্রযুক্ত কার্য্য করিতে অক্ষম বিধায় এই মোকদ্দমার বিচার কার্য্য সম্বন্ধে সুবন্দোবস্ত করার জন্য খাস আপীল আদালত হইতে ইস্তমেজাজ আগত হইয়াছে, অতএব

আদেশ

শ্রীযুক্ত উজীর গোপীকৃষ্ণ দেববর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত মন্ত্রী রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর স্থায়ী বিচারপতি শ্রীযুক্ত দেওয়ান বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এ, র সহিত একত্র উপবেশনক্রমে উল্লিখিত মোকদ্দমার আপীল রীতিমত শ্রবণ ও নথী আলোচনা করিয়া অধিকাংশের মতানুসারে বিচার নিষ্পত্তি করিবে।

অবগতি ও আচরণার্থ ইহার প্রতিলিপি সংসৃষ্ট আদালত ও ব্যক্তিগণ নিকট পাঠান যায়।

নিদর্শন—৪৪

অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটগণ দ্বারা বেঞ্চ গঠন

মেমো নং ৬

১৩১৪ ত্রিং, তাং ৩০শে ভাদ্র

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার কার্য্য সত্বরতার সহিত সম্পাদনার্থ সদরে একটি অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটের বেঞ্চ স্থাপনের জন্য শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাতের ১লা শ্রাবণ তারিখের আদেশ দ্বারা পার্শ্বের লিখিত ব্যক্তি-গণ অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট রূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

১। শ্রীযুত মোহনচন্দ্র ঠাকুর
২। শ্রীযুত নবকৃষ্ণ ঠাকুর
৩। শ্রীযুত মহেন্দ্রচন্দ্র ঠাকুর
৪। শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণ ঠাকুর
৫। শ্রীযুত মলয়চন্দ্র দেববর্ম্মণ
৬। শ্রীযুত অনঙ্গমোহন দেববর্ম্মণ

২। সদর ম্যাজিষ্ট্রেট সহ উল্লিখিত ম্যাজিষ্ট্রেটগণের মধ্যে দুইজন উপস্থিত হইলেই বেঞ্চের কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিবে। সদর ম্যাজিষ্ট্রেট বেঞ্চের সভাপতি থাকিবেন। সেরেস্তার জাবেতা কার্য্য সভাপতির আদেশানুসারে পরিচালিত হইবে, সভাপতি স্বয়ং অথবা তাঁহার নির্ণয়ানুসারে একজন ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক সাক্ষীর জবানবন্দী রায় ইত্যাদি লিখিত হইবে। সমস্ত কাগজেই সভাপতির স্বাক্ষর থাকিবে এবং অর্ডারসিটে ও রায়ে উপস্থিত ম্যাজিষ্ট্রেট্গণ সকলেই স্বাক্ষর করিবেন। বিচার কার্য্য অধিক সংখ্যক ম্যাজিষ্ট্রেটের মতানুসারে সম্পন্ন হইবে। কোন মোকদ্দমার বিচারকালে বিচারকগণের মধ্যে সম সংখ্যায় মতদ্বৈধ হইলে সভাপতির অতিরিক্ত একটি মত দিবার ক্ষমতা থাকিবে। এই অতিরিক্ত মত যে পক্ষে দেওয়া হয়, সেই পক্ষের মতানুসারেই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবে।

৩। প্রত্যেক মোকদ্দমা যাঁহাদের নিকট আরম্ভ হয়, তাঁহাদিগের নিকটই শেষ হওয়া আবশ্যক। অনিবার্য্য কারণবশতঃ কোন মোকদ্দমার বিচার যদি এক অধিবেশনে শেষ না হয়, এবং পরবর্ত্তী কোনও অধিবেশনে যে সমস্ত ম্যাজিষ্ট্রেট প্রথমে মোকদ্দমা শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে উপস্থিত হইতে না পারেন, তবে তাঁহাদিগের মধ্যে অন্ততঃ একজন উপস্থিত থাকিলেও মোকদ্দমার কার্য্য চলিতে পারিবে।

বিচার

৪। সপ্তাহে দুই দিবস--প্রতি বৃহস্পতিবার ও প্রতি সোমবার, সদর ফৌজদারী আদালতগৃহে উক্ত বেঞ্চের অধিবেশন হইবে। সদর ম্যাজিষ্ট্রেট্ এ বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন।

৫। সদর ম্যাজিষ্ট্রেটের যে ক্ষমতা আছে, তিনি সভাপতি থাকা পর্য্যন্ত এই বেঞ্চেরও সেই ক্ষমতা থাকিবে।

৬। আপাততঃ নূতন হাবেলী ও আগরতলা থানার এলাকার মধ্যে যে সমস্ত অধর্ত্তব্য মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, সদর ম্যাজিষ্ট্রেটের সোপর্দ্দমতে তাহার বিচার এই বেঞ্চে হইবে। সদর ম্যাজিষ্ট্রেট্ আবশ্যক বিবেচনা করিলে এই সমস্ত মোকদ্দমার মধ্যে যে কোন মোকদ্দমা বিচারের জন্য নিজ ফাইলে উঠাইয়া লইতে পারিবেন, অথবা অন্য কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে অর্পণ করিতে পারিবেন।

৭। বেঞ্চের বিচারকগণের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল আদালতে যথানিয়মে আপীল হইতে পারিবে।

৮। আগামী ১লা আশ্বিন হইতে এই বেঞ্চের কার্য্য আরম্ভ হইবে।

U. K. Das
মন্ত্রী

নিদর্শন—৪৫

বিচারাদালতে আদিবাসীদের ভাষাভিজ্ঞ বিচারক নিয়োগ

প্রস্তাব মঞ্জুর করা
যায়, ইতি
R. K. Manikya
18.9.14.

শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাতের আদেশ

সেসন এবং আপীল আদালতে পার্ব্বতীয় প্রজাগণের ভাষাভিজ্ঞ জনৈক বিচারক থাকিলে ভাল হয়, এতজ্জন্য উক্ত আদালতের বর্ত্তমান বিচারক শ্রীযুত মহিমচন্দ্র দত্ত এম, এ, বি, এল্, এর সহিত একযোগে কার্য্য করিবার নিমিত্ত সদর মুন্সেফ শ্রীমান্ ব্রজকৃষ্ণ ঠাকুরের প্রতি সেসন এবং আপীলের বিচার কার্য্যের ক্ষমতা অর্পণ করা যাইতে পারে। বিচার বিষয়ে উভয়ের মধ্যে মতদ্বৈধ হইলে খাস আপীল আদালতের জনৈক বিচারকের মত গ্রহণ পূর্ব্বক তদনুসারে তাহারা বিচার করিতে পারিবে। এইরূপ বিচারের বিরুদ্ধে যথারীতি খাস আপীল হইতে পারিবে; তাহার বিচার খাস আপীল আদালতের পূর্ণ অধিবেশনে সম্পন্ন হওয়া সঙ্গত হইবে।

আফিসের জাবেদা কার্য্যাদি উভয়ের মধ্যে যে কোন বিচারকের স্বাক্ষরে পরিচালিত হইতে পারিবে, ইতি। ১২ই পৌষ, ১৩১৪ ত্রিং।

শ্রীগোপীকৃষ্ণ দেব
উজীর

U. K. Das
মন্ত্রী
12.9.14.

নিদর্শন—৪৬

ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচন

প্রস্তাব মঞ্জুর,
করা যায়।
R. K. Manikya
১৮-৯-১৪.

শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাতের আদেশ

শ্রীশ্রীযুক্ত সাক্ষাতের বিগত ১৩১২ ত্রিং সনের ১৬ই আশ্বিন তারিখের ১০ সংখ্যক রোবকারীর মর্ম্মানুসারে আগরতলা ব্যবস্থাপক সভার জন্য পুনরায় সদস্য নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। অতএব উক্ত সভার কার্য্যের নিমিত্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে সদস্যরূপে নির্ব্বাচন করা গেল:—

সরকারী সদস্যগণের নাম।	বেসরকারী সদস্যগণের নাম।
মিঃ এইচ, সি, বসু।	শ্রীশ্রীলযুতকুমার মহেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মণ।
শ্রীযুক্তবাবু বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বি, এ,।	,, ,, ,, সুরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মণ।

সরকারী সদস্যগণের নাম	বেসরকারী সদস্যগণের নাম
শ্রীযুক্ত সারদাচরণ দেববর্ম্মণ।	শ্রীযুতবাবু নবকুমার সেন।
শ্রীযুক্তবাবু কৈলাসচন্দ্র বিশ্বাস।	,, ,, রজনীকান্ত চৌধুরী।
,, ,, পূর্ণচন্দ্র রায়, এম, এ,।	,, ,, মুন্সী আবদুল গফ্ফার।
,, ,, বিপ্রচরণ নন্দী।	
,, ,, মহিমচন্দ্র দত্ত, এম্, এ, বি,এল্।	
,, ,, মোহিনীমোহন গুপ্ত, বি, এ,।	

প্রতি বর্ষের শারদীয় পূজার বন্ধাবসানের পর উল্লিখিত সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। বৎসরের প্রথম তারিখ হইতে সদস্যগণের কার্য্যকাল গণনা করা সুবিধাজনক। চলিত বর্ষ অতীত হওয়ার অধিক সময় বাকী নাই। এমতাবস্থায় উপরের লিখিত সদস্যগণের কার্য্যকাল আগামী শারদীয় পূজার বন্ধের সহিত শেষ হইয়া আগামী বর্ষের চৈত্রমাস পর্য্যন্ত স্থিরতর থাকা সঙ্গত মনে করি। অন্যান্য বিষয়ে ১৩১২ ত্রিং সনের প্রাগুক্ত রোবকারী পূর্ব্ববৎ বলবৎ থাকিতে পারে।

মঞ্জুরীর প্রার্থনায় শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর সাক্ষাতে পেশ হয়, ইতি। সন ১৩১৪ ত্রিং, তারিখ ১২ই পৌষ।

U. K. Das
মন্ত্রী
12.9.14.

শ্রীগোপীকৃষ্ণ দেব
উজীর

নিদর্শন—৪৭

কুসীদ নিয়ামক বিধি

স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের কুসীদ নিয়ামক বিধি
১৩১৩ ত্রিপুরার ২ আইন

(এই আইন শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর ১৩১৪ ত্রিপুরার ১৮ই পৌষ মঞ্জুর করিয়াছেন)

১। এই বিধি স্বাধীন রাজ্যের "কুসীদ নিয়ামক বিধি" নামে অভিহিত হইবে এবং শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুরের মঞ্জুরীর পর ষ্টেট্ গেজেটে প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে এ রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রবল গণ্য হইবে।

২। রোক্কা, তমঃসুক, রেহামী তমঃসুক ও হ্যাণ্ডনোট শব্দের প্রচলিত যে অর্থ আছে, এই আইনে ঐ সকল শব্দ সেই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

৩। রোক্কা, হ্যাণ্ডনোট, খাতা ও দস্ত কর্জ্জের মিয়াদ, ওয়াদার তারিখ হইতে এবং ওয়াদা না থাকিলে ঋণদানের তারিখ হইতে ৩ বৎসরকাল গণ্য হইবে।

৪। রোক্কা, হ্যাণ্ডনোট, তমঃসুক ও রেহামী তমঃসুক মূলে বা অন্য কোন প্রকারের কর্জ্জ টাকার জন্য নালিশ হইলে আদালত দলিলের আসল টাকার পরিমাণের অতিরিক্ত সুদ ডিক্রী দিবেক না।

৫। ৪ দফার সুদের পরিমাণ স্থির করিবার সময় মিয়াদ মধ্যে পূর্ব্ব আদায়ী সুদ গণনা করিতে

হইবে। দৃষ্টান্ত, ১০০৲ একশত টাকা আসল। মিয়াদ মধ্যে ৫০৲ টাকা সুদ বাবদ আদায় হইয়াছে। এরূপ স্থলে আদালত কোন অবস্থাতেই ৫০৲ টাকার অতিরিক্ত সুদ ডিক্রী দিবেক না।

৬। সুদের হার অত্যধিক হইলে অবস্থাভেদে আদালত লঘু হারে সুদের ডিক্রী দিতে পারিবেক।

শ্রীআনন্দকিশোর বর্দ্ধন,

সেক্রেটারী।

মিয়াদ বিষয়ক আইনের ভ্রম সংশোধন

১৩১৪ ত্রিপুরার চৈত্র মাসের গেজেটে প্রচারিত মিয়াদ বিষয়ক আইনে (১৩১৪ ত্রিপুরাব্দের ২ আইনে) নিম্নলিখিতরূপ ছাপার ভুল থাকায় এতদ্বারা তাহা সংশোধন করা যায়।

১। উক্ত আইনের ১২ ধারার ১ম পংক্তিতে "খরিদ্দার" শব্দের পরিবর্তে "খরিদ্দার" হইবে।

২। ১৬ ধারার শেষ পংক্তিতে "স্বাক্ষীর" শব্দ স্থলে "সাক্ষীর" হইবে।

৩। তফশীলের ২য় খণ্ডে ৩০ দফার (খ) প্রকরণে, "নির্দ্ধারিত থাকে" স্থলে "নির্দ্ধারিত না থাকে" পড়িতে হইবে।

৪। তফশীলের ৪র্থ খণ্ডে ৭১ দফার ৩য় কলমে "স্বত্বরহিত" স্থলে "সম্বন্ধ রহিত" পাঠ করিতে হইবে।

৫। ৩য় ভাগের ১১০ দফার ৩য় কলমে "নীলামের তারিখাবধি" স্থলে "বেদখল হওয়ার তারিখাবধি" হইবে।

শ্রীআনন্দকিশোর বর্দ্ধন,
সেক্রেটারী, ব্যবস্থাপক সভা।
৩১-১-১৫ ত্রিং।

নিদর্শন—৪৮

প্রধান বিচারপতি নিয়োগ

R. K. Manikya

মেমো নং ১২

শ্রীযুক্ত রাধামোহন ঠাকুরকে খাস আপীল আদালতের ভূতপূর্ব্ব বিচারক শ্রীযুক্ত মিঃ এইচ, সি, বসুর স্থলে নিয়োগ করা হইয়াছিল, তৎস্থলে সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু হরিপ্রসাদ দাস বি,এ, বি,এল নিযুক্ত হওয়ায় শ্রীযুক্ত রাধামোহন ঠাকুর উক্ত আদালতের অন্যতম বিচারকরূপে কার্য্য করিবে।

অবগতি এবং কার্য্যে পরিণতির জন্য এই আদেশ মন্ত্রী আফিসে প্রেরিত হয়। ইতি সন ১৩১৫ ত্রিং তাং ২৪শে ভাদ্র।

নিদর্শন—৪৯

R. K. Manikya
এই প্রস্তাব ও এতৎসহ
গ্রথিত পাণ্ডুলিপি মঞ্জুর
করা যায়, ইতি। সন
১৩১৮ ত্রিপুরা তাং
১০ই আষাঢ়
P. C. Roy
Private Secretary.

স্বাধীন ত্রিপুরা

আদালত গঠন সম্বন্ধীয়

১৩১৮ ত্রিপুরাব্দের ১ আইন

প্রস্তাব

এ রাজ্যের প্রজাগণ সাধারণতঃ নিঃস্ব এবং সরলভাবাপন্ন, মোকদ্দমাপ্রিয় নহে; এমতাবস্থায় এক মোকদ্দমায় বহুবার বিচারের বিধান প্রচলিত থাকায়, অনেক স্থলে আপীলদ্বারা তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। এই বিষয় আলোচনা করিয়া প্রজাসাধারণের ক্ষতি নিবারণ এবং বিচার কার্য্যের সৌকর্য্যার্থে শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাতের ১৩১৬ ত্রিং ১৫ই পৌষ তারিখের রোবকারী প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু তদ্দারাও সম্যকরূপে উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতেছে না।

বর্ত্তমান সময়ে এরাজ্যের নিম্ন আদালতসমূহে সুশিক্ষিত বিচারক নিযুক্ত আছে। অবস্থা বিবেচনায় আপীল আদালতের সংখ্যা হ্রাস ও আপীলের বিচার সম্বন্ধে অধিকতর সুব্যবস্থা করিয়া অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে এবং অল্প সময়ে প্রজাগণের সুবিচার পাইবার বিধান করা সঙ্গত। এই উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাতের বর্ত্তমান মাসের ১৩ই তারিখের আদেশানুসারে উল্লিখিত রোবকারী সংশোধনক্রমে আদালত গঠন ও আদালতের বিচারাধিকার সম্বন্ধীয় আইনের পাণ্ডুলিপি এতৎসহ উপস্থিত করা হইল। ইহা শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাতের মঞ্জুর হইলে "১৩১৮ ত্রিপুরাব্দের ১ আইন" উল্লেখে প্রচারিত হইতে পারে।

মঞ্জুরীর প্রার্থনায় শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর সাক্ষাৎ পেশ হয়, ইতি। সন ১৩১৮ ত্রিং, তাং ২২শে জ্যৈষ্ঠ।

U. K. Das
মন্ত্রী

স্বাধীন ত্রিপুরা
আদালত গঠন সম্বন্ধীয়
১৩১৮ ত্রিপুরাব্দের ১ আইন

যেহেতু প্রজাসাধারণের অবস্থানুসারে বিচার কার্য্যের সৌকর্য্যার্থ বিগত ১৩১৬ ত্রিং সনের ১৫ই পৌষের আদালত সমূহের গঠন ও কার্য্য সম্বন্ধীয় রোবকারী সংশোধন করা আবশ্যক, সেমতে তাহা সংশোধন করিয়া এই আইন প্রণয়ন করা গেল। ষ্টেট গেজেটে প্রচারের তারিখ হইতে উক্ত রোবকারী রহিত হইয়া এই আইন কার্য্যে পরিণত হইবে।*

বিচার আদালতসমূহের শ্রেণী বিভাগ:

১। এ রাজ্যের বিচার আদালতসমূহ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত থাকিবে, যথা;—
(১) খাস আদালত।
(২) নিম্ন আদালত।

*এই আইন ১৩১৮ ত্রিং ২০শে আষাঢ় তারিখে ষ্টেট গেজেটের বিশেষ সংখ্যায় প্রচারিত হইয়াছে।

নিম্ন আদালতের শ্রেণী বিভাগ :

✓২। নিম্ন আদালতসমূহ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত থাকিবে, যথা ;—
(ক) প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফের আদালত।
(খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফের আদালত।
(গ) তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফের আদালত।

মাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফগণের বিচারাধিকার ও ক্ষমতার কথা :

৩। (ক) প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফ, ফৌজদারীতে অনধিক দুই বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড ও অনধিক ১,০০০৲ এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড এবং রাজমন্ত্রী কর্ত্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে, বেত্রাঘাত দণ্ডের আদেশ করিতে পারিবে। এবং দেওয়ানীতে অনধিক ১,০০০৲ এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত তায়দাদের মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিবে।

(খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফ, ফৌজদারীতে অনধিক ছয় মাস কারাদণ্ড ও অনধিক ২০০৲ দুই শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থ দণ্ডাদেশ করিতে পারিবে। এবং দেওয়ানীতে অনধিক ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত তায়দাদের মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিবে।

(গ) তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফ, ফৌজদারীতে অনধিক এক মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড ও অনধিক ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থ দণ্ডাদেশ করিতে পারিবে। এবং দেওয়ানীতে অনধিক ২০০৲ দুই শত টাকা পর্য্যন্ত তায়দাদের মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিবে।

যে প্রকারের মোকদ্দমা যে আদালতে রুজু ও অর্পিত হইবে :

৪। (ক) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফের আদালতে সংসৃষ্ট বিভাগের সর্ব্বপ্রকার ফৌজদারী মোকদ্দমা এবং এই আইনের বিধানানুযায়ী বিচারযোগ্য তায়দাদের দেওয়ানী মোকদ্দমা রুজু হইবে। কোন দেওয়ানী মোকদ্দমার তায়দাদ বিচারকের ক্ষমতা অতিরিক্ত হইলে, অথচ ১,০০০৲ টাকার উর্দ্ধ না হইলে, সেই মোকদ্দমা সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফের আদালতে অথবা সদর মাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফের আদালতে রুজু করিতে হইবে।

(খ) নালিশ অনুসারে অথবা বিচারানুষ্ঠানের কার্য্যকালে যদি কোন ফৌজদারী মোকদ্দমার আসামী, সংসৃষ্ট আদালতের দণ্ডক্ষমতার অধিক দণ্ড পাইবার যোগ্য, অথচ মোকদ্দমা সেসনের বিচার্য্য নহে বলিয়া প্রতীত হয়, তবে সেই মোকদ্দমা বিচার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফের আদালতে অথবা সদর মাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফের আদালতে অর্পণ করিতে হইবে।

মোকদ্দমা সেসনে অর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা :

৫। প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট সেসনের বিচারযোগ্য মোকদ্দমার যাবতীয় আনুষ্ঠানিক কার্য্য করিয়া বিচার জন্য তাহা সেসনে অর্পণ করিবে।

অর্পণমতে মোকদ্দমার বিচার করিবার কথা :

৬। কোন বিভাগে একাধিক মাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফ থাকিলে, সেই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফের অর্পণমতে অন্য মাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফ দেওয়ানী এবং ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করিবে।

মাজিষ্ট্রেটগণের বিচার ক্ষমতার কথা :

৭। এই আইনের প্রথম তফশীলের লিখিত অপরাধসমূহ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ও তৃতীয় তফশীলের লিখিত অপরাধসমূহ তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের বিচার্য্য।

সরাসরি বিচারের ক্ষমতার কথা:

৮। রাজমন্ত্রী কর্ত্তৃক বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে, প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট ও মুন্সেফগণ নিম্নোক্ত প্রকারের মোকদ্দমা সরাসরিভাবে নিষ্পত্তি করিতে পারিবে। এইরূপ নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারিবে না।

(ক) অনধিক ২৫৲ পঁচিশ টাকা তায়দাদের সর্ব্বপ্রকার টাকার ও অস্থাবর দ্রব্য পাইবার মোকদ্দমা।
(খ) এই আইনের দ্বিতীয় তফশীলের লিখিত ফৌজদারী মোকদ্দমা।

সরসরি বিচারের দণ্ডের কথা:

৯। উপরের লিখিত ৮ ধারার বিধানানুযায়ী ফৌজদারী মোকদ্দমার সরাসরি বিচারে ৭ সাত দিবসের অধিককালের কারাদণ্ড অথবা ১০৲ টাকার অধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে না। এই বিধান যখন যে আদালতে প্রযোজ্য হয়, সেই সময়ের জন্য ঐ আদালতে চিটের বিধান স্থগিদ থাকিবে।

সরাসরিভাবে বিচার আরব্ধ হইলেও মোকদ্দমার অবস্থানুসারে জাবেতাভাবে তাহার বিচার করিবার কথা:

১০। উপরোক্ত ৮ ধারার বিধানমতে কোন মোকদ্দমার সরাসরিভাবে বিচার আরব্ধ হইলে পর ঐ মোকদ্দমার অবস্থানুসারে সরাসরিমতে বিচার হওয়া সঙ্গত নয় বলিয়া আদালতের বোধ হইলে, যে যে সাক্ষীর জমানবন্দী হইয়াছে তাহাদিগকে পুনরায় তলব দিয়া জাবেতারূপে ঐ মোকদ্দমার বিচার করিতে হইবে।

বিচারক নিয়োগ ও ক্ষমতা অর্পণের কথা:

১১। নিম্ন আদালতসমূহের বিচারকগণের নিয়োগ ও ক্ষমতা অর্পণ রাজমন্ত্রী কর্ত্তৃক হইবে।

এক বিভাগের মোকদ্দমার বিচার অন্য বিভাগে হইবার কথা:

১২। রাজমন্ত্রী সময় সময় কোন এক বিভাগের কোন শ্রেণীর ফৌজদারী কি দেওয়ানী মোকদ্দমা ষ্টেট গেজেটে বিজ্ঞাপন দ্বারা এবং কোন বিশেষ ফৌজদারী কি দেওয়ানী মোকদ্দমা লিখিত আদেশ দ্বারা, অন্য বিভাগের মাজিস্ট্রেট ও মুন্সেফের আদালতে বিচার জন্য নির্দ্দেশ কি অর্পণ করিতে পারিবেন। এইরূপ আদেশ প্রচারিত হইলে উপরোক্ত ৪র্থ ধারার কোন কথা দ্বারা তাহার কোনরূপ অন্যথা হইবে না।

খাস আদালতের অবস্থান:

১৩। প্রথম শ্রেণীর আদালত অর্থাৎ খাস আদালত কেবল রাজধানীতেই প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

খাস আদালতের গঠন:

১৪। খাস আদালতে আপাততঃ ৬ জন বিচারক থাকিবে। আবশ্যকমত সময় সময় শ্রীশ্রীযুতের আদেশানুসারে ঐই সংখ্যার ন্যূনাধিক হইতে পারিবে। বিচারকগণের নিয়োগ এবং অবসরও শ্রীশ্রীযুত কর্ত্তৃক হইবে।

খাস আদালতের জাবেতা কার্য্যাদি পরিচালনের কথা:

১৫। খাস আদালতের আফিস সংক্রান্ত কার্য্যভার শ্রীশ্রীযুতের নির্ব্বাচিত জনৈক বিচারকের প্রতি ন্যস্ত থাকিবে। আদালতের শীল (মোহর) তাঁহার জিম্বায় থাকিবে। সেরেস্তা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যও তাঁহার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইবে। তাঁহার স্বাক্ষরে পরওয়ানা ও বিধিপত্রাদি কাগজাত প্রচারিত হইবে। বিচারকগণের পূর্ণাধিবেশন, বিশেষ অধিবেশন অথবা এক সময়ে একাধিক অধিবেশনের আবশ্যক হইলে, তাহার গঠন এবং সময় নির্দ্ধারণ ও সংসৃষ্ট বিচারকগণকে নোটিশ দেওয়া প্রভৃতি জাবেতা সমস্ত কার্য্য তিনি করিবেন।

খাস আদালতের বিভাগের কথা:

১৬। খাস আদালত দুই ভাগে বিভক্ত থাকিবে, আদিম বিভাগ ও আপীল বিভাগ।

আদিম বিভাগের বিচারাধিকার ও ক্ষমতা কথা:

১৭। আদিম বিভাগে শ্রীশ্রীযুত কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত একজন বিচারক দ্বারা নিম্নলিখিত কার্য্যসকল হইবে।
(ক) ফৌজদারীতে--সেসনের মোকদ্দমার বিচার করা।
(খ) দেওয়ানীতে--১,০০০৲ টাকার উর্দ্ধ তায়দাদের মোকদ্দমার বিচার করা।
(গ) উইলের প্রবেট, এডমিনিষ্ট্রেশন লেটার, উত্তরাধিকারত্ব, বিকৃতমনা ও অলিয়ত্বের সার্টিফিকেট প্রদান করা ইত্যাদি কার্য্য।

১৮। বাঙ্গালাভাষানভিজ্ঞ কোন পার্ব্বত্য প্রজা বিচারার্থ আদিম বিভাগে উপস্থিত হইলে বা অন্য কোন কারণবশতঃ আদিম বিভাগের বিচারক যদি আর কোন বিচারকের সাহায্য গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করেন, তবে তিনি আফিসের ভারপ্রাপ্ত বিচারকের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহা লইতে পারিবেন। এরূপ স্থলে উভয় বিচারক একযোগে বিচারকার্য্য করিলে তাঁহার রায়ের বিরুদ্ধে আপীল বিভাগে আপীল হইতে পারিবে। কিন্তু সেসনের বিচারে ১ মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ডাদেশ অথবা ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে কোন আপীল হইতে পারিবে না।

১৯। আদিম বিভাগের বিচারক ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারে আইনতঃ যে কোন দণ্ডাদেশ করিতে পারিবেন। কাহারও প্রাণদণ্ডের আদেশ হইলে মোকদ্দমার নথীসহ রায় আপীল বিভাগে প্রেরণ করিতে হইবে। আপীল বিভাগের আলোচনায় প্রাণদণ্ডের আদেশ স্থিরতর থাকিবার যোগ্য হইলে তাহা মঞ্জুরীর জন্য শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাৎ প্রেরিত হইবে। শ্রীশ্রীযুতের মঞ্জুরী ব্যতীত কাহারও প্রাণদণ্ডের আদেশ কার্য্যে পরিণত হইতে পারিবে না।

আপীল বিভাগের বিচারাধিকার ও ক্ষমতার কথা:

২০। খাস আদালতের আপীল বিভাগের কার্য্য;--

(ক) আদিম বিভাগের নিষ্পন্ন মোকদ্দমাসমূহের আপীল শ্রীশ্রীযুতের নির্ব্বাচিত জনৈক বিচারক, আদিম বিভাগের বিচারক ব্যতীত অপর একজন বিচারকের সহিত একযোগে শ্রবণ ও বিচার করিবেন। ইঁহাদের বিচার চূড়ান্ত গণ্য হইবে। মতদ্বৈধস্থলে ইঁহারা অন্য একজন বিচারকের সহিত একযোগে পুনরায় সেই আপীল শ্রবণ করিবেন। তাহাতে অধিক সংখ্যকের যে মত হয়, তাহাই প্রবল এবং পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তিগণ্যে চূড়ান্ত হইবে।

(খ) অন্যান্য সমস্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের নিষ্পন্ন আপীলযোগ্য মোকদ্দমার আপীল শ্রীশ্রীযুতের নির্ব্বাচিত উপরোক্ত বিচারক, আদিম বিভাগের বিচারকের সহিত একযোগে শ্রবণ ও বিচার করিবেন। ইঁহাদিগের নিষ্পত্তি চূড়ান্তগণ্য হইবে। মতদ্বৈধস্থলে ইঁহারা পূর্ব্বোল্লিখিত-মতে অন্য এক বিচারকের সহিত একযোগে পুনরায় সেই আপীল শ্রবণ করিবেন, তাহাতে অধিক সংখ্যকের যে মত হয়, তাহাই প্রবল ও পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তিগণ্যে চূড়ান্ত হইবে। আদিম বিভাগের বিচারক সেই বিভাগের বিচারকার্য্যে নিযুক্ত থাকাকালে উপরের লিখিত বিচারক অন্য একজন বিচারকের সহিত একযোগে কার্য্য করিবেন। কিন্তু যে বিচারকের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল শুনিতে হইবে তাহা সেই বিচারক শুনিবেন না, তৎপরিবর্ত্তে অন্য একজন বিচারক শুনিবেন।

(গ) দ্বিতীয় শ্রেণীর আদালতসমূহের মোকদ্দমা সংক্রান্ত আইনতঃ মোশন ও এস্তমেজাজ সম্বন্ধীয় আদেশ প্রদান করা।

(ঘ) অধস্থ এক আদালতের যে কোন মোকদ্দমা সঙ্গত কারণে অধস্থ অপর আদালতে কিম্বা খাস আদালতের আদিম বিভাগে উঠাইয়া দেওয়ার আদেশ প্রদান করা।

(ঙ) দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ নিম্ন আদালতসমূহের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও তদুদ্দেশ্যে উক্ত আদালত সমূহ পরিদর্শন এবং তাহাদিগ হইতে সাময়িক রিটার্ন ইত্যাদি গ্রহণ করা।

(চ) নিজ ও অধীনস্থ আদালতসমূহের কার্য্য পরিচালন সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী প্রণয়ন, ব্যবহার্য্য রেজিষ্টারী ও অন্যান্য ফরমাদি নির্দ্ধারণ এবং আহাকামজারির তলবানা ও ফিস্ ইত্যাদি খরচের হার ধার্য্য ও তাহার পরিবর্ত্তন করা।

(ছ) পর্ব্বাদি উপলক্ষে বিচার আদালতসমূহের বার্ষিক নির্দ্ধারিত বন্ধের লিষ্ট প্রস্তুত ও প্রচার করা।

(জ) উকিল নিয়োগ ও অবসর এবং তাহাদের সনদ প্রদান ও পরিবর্ত্তন করা। এবং তৎসন্ধন্ধে সময় সময় নিয়মাবলী প্রচার করা।

নোট:—(১) "চ" ও "জ" প্রকরণের বিধানমতে কোনও নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে হইলে, আফিসের ভারপ্রাপ্ত বিচারক ও আদিম বিভাগের বিচারক অন্য একজন বিচারকের সহিত একযোগে তৎসম্বন্ধীয় কার্য্য করিবেন।

(২) "চ" প্রকরণ অনুসারে তলবানা ও ফিস্ ইত্যাদির হায় পরিবর্ত্তন করার আবশ্যক হইলে, তাহা রাজমন্ত্রীর সহিত পরামর্শক্রমে করিতে হইবে।

পূর্ণাধিবেশনের কথা:

২১। বিচার্য্যবিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে কোন মোকদ্দমা বিচারের জন্য পূর্ণাধিবেশনে অর্পণ করা আবশ্যক বলিয়া খণ্ডাধিবেশনের বিচারকগণ অথবা তন্মধ্যে কোন একজন বিচারক মনে করিলে, তৎসম্বন্ধে মন্তব্য লিপি করিয়া পূর্ণাধিবেশনে অর্পণ করিতে পারিবেন। অন্ততঃ তিনজন বিচারক বসিলেই পূর্ণাধিবেশন হইবে। মোকদ্দমার অবস্থানুসারে পূর্ণাধিবেশনে পাঁচ জন বিচারকও বসিতে পারিবেন। পূর্ণাধিবেশনে সর্ব্বদাই অধিক সংখ্যকের মত প্রবল গণ্য হইবে এবং তাহাই চূড়ান্ত হইবে।

বিচারকদিগকে আহ্বান করিবার কথা:

২২। দুইজন অতিরিক্ত বিচারকের উপস্থিতি আবশ্যক হইলে আফিসের ভারপ্রাপ্ত বিচারক পত্রদ্বারা প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারকদিগকে আহ্বান করিবেন। একজনকে একাধিকবার আহ্বান না করিয়া, পর্য্যায়-ক্রমে সকলকেই আহ্বান করিতে হইবে।

২৩। এই আইনের বিধান কার্য্যে পরিণত হইবার তারিখ হইতে বর্ত্তমান সবজজ আদালত এবং আপীল ও সেসন আদালত এবালিশ এবং খাস আপীল আদালতের বর্ত্তমান গঠন রহিত হইবে। বর্ত্তমান আপীল ও সেসন আদালতের মলতবি সমস্ত মোকদ্দমা ও বর্ত্তমান সবজজ আদালতের ১,০০০৲ হাজার টাকার উর্দ্ধ তায়দাদের দেওয়ানী মোকদ্দমা খাস আদালতে উঠাইয়া আনিতে হইবে। ঐ সকল মোকদ্দমা এবং খাস আদালতে যে সকল আপীল, মোশন ও এস্তমেজাজ দায়ের থাকিবে, তাহা এই আইনের দ্বারা গঠিত খাস আদালতের বিচার্য্য এবং তথায় দাখিল গণ্য হইয়া উক্ত আদালত কর্ত্তৃক মীমাংসিত হইবে।

মফঃস্বলে যাইয়া বিচার ও তদন্তের কথা:

২৪। খাস আদালত ভিন্ন অন্য সকল শ্রেণীর আদালতের বিচারকগণ আবশ্যক বোধ করিলে পক্ষ ও সাক্ষীগণের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে কোন মোকদ্দমার তদন্ত কি বিচার মফঃস্বলে কি ঘটনাস্থানে যাইয়া সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

২৫। রাজমন্ত্রী সময় সময় ষ্টেট গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া, এই আইনের ১ম, ২য় ও ৩য় তফশীলের কোন শ্রেণীর অপরাধ বা কোন বিশেষ অপরাধ-ভুক্ত করিয়া কিম্বা তদ্রূপ কোন অপরাধ বাদ দিয়া তফশীলের পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

√২৬। এই আইন অনুসারে কার্য্যপরিচালন জন্য খাস আদালত সময় সময় নিয়ম প্রণয়ন করিতে পারিবেন। উক্ত নিয়মাবলী রাজমন্ত্রীর অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক হইবে।

২৭। সাধারণতঃ খাস আদালতের প্রতি শ্রীশ্রীযুতের আদেশাদি এবং শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাতে প্রেরিত খাস আদালতের রিপোর্ট ও অন্যান্য কাগজাদি রাজমন্ত্রীর যোগ প্রেরিত হইবে। এবং আবশ্যকীয় স্থানে রাজমন্ত্রী খাস আদালত হইতে সাময়িক রিটার্ন অথবা নথী কি কাগজ আনাইতে পারিবেন।

প্রথম তফসিল

১। বেআইনমত-জনতাতে মিলিত হওন।
২। প্রাণনাশক কোন অস্ত্র লইয়া বেআইনমত জনতার সহিত মিলিত হওন।
৩। বেআইনমত-জনতার লোকদিগকে পৃথক হইয়া যাইবার আজ্ঞা হইয়াছে জানিয়া সেই জনতার সহিত মিলিত হওন বা তম্মধ্যে থাকন।
৪। হাঙ্গামাকরণ।
৫। পাঁচ বা তদধিক লোকের জনতাকে পৃথক হইয়া যাইবার আজ্ঞা হইলে পর জানিয়া শুনিয়া সেই জনতায় মিলিত হওন বা থাকন।
৬। হাঙ্গামা করিবার অভিপ্রায়ে অকারণে রাগ জন্মাওন।
৭। হাঙ্গামা প্রভৃতির সম্বাদ ভূমির স্বামীর বা দখলীকারের না দেওন।
৮। দাঙ্গাকরণ।
৯। কোন ব্যক্তির আপনাকে রাজকীয় কার্য্যকারক বলিয়া দেখাওন।
১০। প্রতারণাভাবে রাজকীয় কার্য্যকারকের পোষাক বা চিহ্ন পরিধান বা ধারণ।
১১। রাজকীয় কার্য্যকারকের স্থানে সমন কি অন্য পরওয়ানা না পাইবার জন্য পলায়ন করণ।
১২। কোন সমন বা নোটিশ দেওয়া কি লটকাইয়া দেওয়া নিবারণকরণ কিম্বা লটকাইয়া দেওয়া গেলে তাহা উঠাইয়া দেওন কি ঘোষণা নিবারণকরণ।
১৩। স্থানবিশেষে স্বয়ং কি মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইবার আইনমত আজ্ঞা অমান্যকরণ কিম্বা অনুমতি না পাইয়া চলিয়া যাওন।
১৪। আইনমতে রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে দলিল উপস্থিত কি অর্পণ করিতে বদ্ধ হইয়া উপস্থিত করিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটিকরণ।
১৫। রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকট নোটিশ বা সংবাদ দিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া তাহা দেওনে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটিকরণ।
১৬। রাজকীয় কার্য্যকারককে জানিয়া মিথ্যা সংবাদ দেওন।
১৭। রাজকীয় কার্য্যকারক নিয়মিতরূপে শপথ করিতে আজ্ঞা করিলে শপথ করিতে অঙ্গীকারকরণ।
১৮। সত্য কহিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকারকরণ।
১৯। রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে যে কথার বর্ণনা করা যায় তাহা স্বাক্ষর করিতে আইনমতে আজ্ঞা পাইলেও অস্বীকারকরণ।
২০। রাজকীয় কার্য্যকারক আইনসিদ্ধ ক্ষমতাতে সম্পত্তি লইতে গেলে বলপূর্ব্বক তাহার বাধা দেওন।
২১। রাজকীয় কার্য্যকারকের ক্ষমতাক্রমে যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবার জন্য প্রকাশ হয় তাহার বিক্রয়ের বাধা দেওন।
২২। আইনসিদ্ধ ক্ষমতাক্রমে সম্পত্তির নীলাম।
২৩। রাজকীয় কার্য্যকারকের স্বীয় পদের কর্ম্ম করণকালে তাঁহাকে বাধা দেওন।
২৪। যে ব্যক্তি আইনমতে অপরাধের সংবাদ দিতে বাধ্য তাহার জ্ঞানপূর্ব্বক সংবাদ না দেওন।
২৫। রাজকীয় কার্য্যকারকের অনবধানতায় কোন ব্যক্তিকে কারাগার হইতে পালাইতে দেওন।
২৬। রাজকীয় কার্য্যকারক ধরিতে ত্রুটি করিলে কিম্বা পালাইতে দিলে।
২৭। গবর্নমেন্টের ষ্ট্যাম্প পূর্ব্বে ব্যবহার হইয়াছে জানিয়া তাহা ব্যবহার করণ।
২৮। ষ্ট্যাম্প ব্যবহার হইলে ইহার চিহ্ন উঠাইয়া দেওন।
২৯। ওজন করিবার অপ্রকৃত যন্ত্রের শঠতাক্রমে ব্যবহার।
৩০। অপ্রকৃত বাটখারা কি গজ প্রকৃতি প্রতারণা করিয়া ব্যবহার করণ।
৩১। প্রতারণার কার্য্যের নিমিত্ত অপ্রকৃত বাটখারা কি গজ প্রভৃতি নিৰ্ম্মাণ বা বিক্রয় করণ।

৩২। যে কর্ম্ম দ্বারা সাংঘাতিক রোগের সঞ্চার হইতে পারে জানিয়া অনবধানে সেই কর্ম্মকরণ।
৩৩। যে কর্ম্ম দ্বারা সাংঘাতিক রোগের সঞ্চার হইতে পারে জানিয়া দ্বেষপূর্ব্বক সেই কর্ম্মকরণ।
৩৪। আহারীয় বা পানীয় দ্রব্য পীড়াজনক জানিয়া মনুষ্যের আহারার্থ কি পানার্থ বিক্রয়করণ।
৩৫। সাধারণের ব্যবহার্য্য উনুইর বা জলাশয়ের জল ময়লাকরণ।
৩৬। বায়ু পীড়াজনক করণ।
৩৭। রাজপথে মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনকরূপে অতি বেগে কি অমনোযোগে হাতী, ঘোড়া, গাড়ি কি অন্যবিধ যান প্রভৃতি চালাওন।
৩৮। মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনকরূপে দুঃসাহসে কি অমনোযোগে নৌকাদি চালাওন।
৩৯। বিষাক্ত দ্রব্য লইয়া মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনক কার্য্যকরণ।
৪০। অগ্নি কি আশু জ্বলনীয় বস্তু লইয়া মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনক কর্ম্মকরণ।
৪১। কোন জন্তুর দ্বারা মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা কি গুরুতর পীড়া নিবারণার্থ ঐ জন্তুকে উপযুক্তমতে না রাখন।
৪২। সাধারণের অনিষ্টজনক কর্ম্মকরণ।
৪৩। অনিষ্টজনক কর্ম্মে নিষেধাজ্ঞা হইলেও নিবৃত্ত না হওন।
৪৪। শক্তিখেলিবার কার্য্যালয় রাখন।
৪৫। ঈশ্বর ভজনার্থে সংগৃহীত লোকদিগের বাধা জম্মান।
৪৬। ধর্ম্ম সম্পর্কে কোন ব্যক্তির মনে দুঃখ দিবার জন্য তাহার শ্রুতিগোচরে কোন কথা কি শব্দ করণ কিম্বা তাহার সাক্ষাতে অঙ্গভঙ্গিকরণ কি কোন দ্রব্য রাখন।
৪৭। আত্মঘাতের উদ্যোগ।
৪৮। ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন।
৪৯। সঙ্কটজনক অস্ত্রদ্বারা কি অন্য উপায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন।
৫০। গুরুতর রাগজনক কার্য্য হঠাৎ হওয়াতে যে ব্যক্তিদ্বারা রাগ হইল, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে পীড়া দিবার অনভিপ্রায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন।
৫১। মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা কি নিরাপদের ব্যাঘাতজনক কোন কার্য্যকরণ।
৫২। মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা প্রভৃতিজনক ক্রিয়া দ্বারা পীড়া জন্মাওন।
৫৩। কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে অবরুদ্ধকরণ।
৫৪। গুরুতর রাগ জন্মাইবার বিষয় হইলেও আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করণ।
৫৫। স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার প্রতি অত্যাচার করণার্থে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করণ।
৫৬। কোন ব্যক্তির পরিহিত কি বাহিত দ্রব্য চুরি করনের উদ্যোগে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করণ।
৫৭। কোন ব্যক্তির অন্যায়মতে বদ্ধ রাখিবার উদ্যোগে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করণ।
৫৮। বেআইনমতে বলপূর্ব্বক পরিশ্রম করাওন।
৫৯। চৌর্য্য।
৬০। অপহরণ।
৬১। দস্যুতা।
৬২। অস্থাবর দ্রব্য শঠতাক্রমে অবিহিতরূপে কি স্বীয় কর্ম্মে ব্যবহার করণ।
৬৩। অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা।
৬৪। কেরানী কি চাকর কর্ত্তৃক অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা।
৬৫। বঞ্চনাকরণ।
৬৬। অপকারকরণ।
৬৭। অপকার করিয়া ৫০৲ টাকা কি তদধিক অপচয় করণ।
৬৮। ১০৲ টাকা কি তদধিক মূল্যের কোন জন্তুকে হত্যা করিয়া কি বিষ খাওয়াইয়া কি অঙ্গহীন কি অকর্ম্মণ্য করিয়া অপকার করণ।
৬৯। অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ।
৭০। পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ।
৭১। কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ করণার্থ পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ।
৭২। পীড়া জন্মাইবার কি আক্রমণ প্রভৃতি করিবার উদ্যোগ করিয়া পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ।

৭৫। লুক্কায়িতরূপে পর গৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা ভেদকরণ।
৭৬। বদ্ধবাক্স প্রভৃতিতে কোন সম্পত্তি আছে বা থাকা অনুভব করিয়া শঠতাক্রমে তাহা ভাঙ্গা বা খোলা।
৭৭। যে বস্তাতে কি আধারে যে দ্রব্য না থাকে তাহাতে সেই দ্রব্য আছে এমতবিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্ত প্রতারণা করিয়া তাহাতে চিহ্ন দেওন।
৭৮। অল্পবয়স্ক কি বিকৃতমনা কি রোগপ্রযুক্ত অক্ষম ব্যক্তির সেবা করিতে বা প্রয়োজনীয় দ্রব্য দিতে বদ্ধ হইয়া তাহা করিতে কি দিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটিকরণ।
৭৯। পরস্ত্রী গমন।
৮০। বিবাহিত স্ত্রীলোককে ভুলাইয়া লওন কি হরণ কি অপরাধভাবে আটক করিয়া রাখন।
৮১। শান্তিভঙ্গ করাইবার অভিপ্রায়ে অপমান করণ।
৮২। অপরাধভাবে ভয় দর্শায়ন।
৮৩। স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার ক্ষোভ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কোন কথা কহন কি অঙ্গভঙ্গীকরণ।
৮৪। মত্ত হইয়া কোন প্রকাশ্য স্থানাদিতে গিয়া কোন ব্যক্তির ক্লেশ জন্মাওন।
৮৫। এই সকল অপরাধের সহায়তা ও উদ্যোগ করণ।

দ্বিতীয় তফসিল

১। সামান্য পীড়া, আক্রমণ, ভয় প্রদর্শন।
২। কম ওজন ও কৃত্রিম পরিমাণ যন্ত্র প্রস্তুত, ব্যবহার, রাখন ও বিক্রী সম্বন্ধীয় অপরাধ।
৩। সামান্য এবং ক্ষুদ্র চুরি, যে স্থলে অপহৃত মালের মূল্য ২৫৲ টাকার অধিক নহে।
৪। পরদ্রব্য অবিহিতরূপে ব্যবহার, যে স্থলে অপহৃত মালের মূল্য ২৫৲ টাকার অধিক নহে।
৫। চোরামাল গ্রহণ বা রাখা, যে স্থলে অপহৃত মালের মূল্য ২৫৲ টাকার অধিক নহে।
৬। চোরামাল গোপন করা অথবা বিক্রয় বা হস্তান্তর করিবার সহায়তা, যে স্থানে অপহৃত মালের মূল্য ২৫৲ টাকার অধিক নহে।
৭। অপকারের মোকদ্দমা যে যে স্থলে অপরাধ রফাযোগ্য।
৮। অনধিকার প্রবেশ অভিযোগের মোকদ্দমা যে যে স্থলে অপরাধ রফাযোগ্য।
৯। গালাগালি ও অশ্লীলভাষা প্রয়োগ ও অপমানকরণ।
১০। পয়মালি পশু বে-আইনিমতে ধরার ও ঐ পশু ছিনাইয়া নেওয়ার অপরাধ।
১১। সাধারণের ব্যবহার্য্য জলাশয়ের জল ময়লাকরণ।
১২। বায়ু পীড়াজনককরণ।
১৩। রাজপথে মনুষ্যের বিপদের আশঙ্কাজনক অতি বেগে কি অমনোযোগে হাতী, ঘোড়া, গাড়ী কি অন্যবিধ যান চালান।
১৪। আগুন কিম্বা আশু জ্বলনীয় বস্তু লইয়া মনুষ্যের জীবনের আশঙ্কাজনক কর্ম্মকরণ।
১৫। কোন জন্তু দ্বারা মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা কি গুরুতর পীড়া জন্মিবার সম্ভাবনা জানিয়া তাহা নিবাবণার্থ ঐ জন্তুকে উপযুক্তমত না রাখন।
১৬। সাধারণের অনিষ্ট ও বিরক্তিজনক কার্য্যকরণ।
১৭। কোন অনিষ্টজনক কার্য্য না করিবার জন্য আজ্ঞা হইলেও নিবৃত্তি না করণ।
১৮। মিউনিসিপালিটির সীমানার মধ্যে মিউনিসিপালিটির নিষিদ্ধ অপরাধকরণ।
১৯। গাভীদ্বারা হালচাষ করণ।
২০। গোবধকরণ।
২১। উপরোক্ত কোন অপরাধের সহায়তা করণ।
২২। উপরোক্ত কোন অপরাধের উদ্যোগ অপরাধ।

আইন, বিচার ও ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি

তৃতীয় তফসিল

১। বেআইনমত জনতাতে মিলিত হওন।
২। প্রাণনাশক কোন অস্ত্র লইয়া বেআইনমত জনতার সহিত মিলিত হওন।
৩। বেআইনমত জনতার লোকদিগকে পৃথক হইয়া যাইবার আজ্ঞা হইয়াছে জানিয়া সেই জনতার সহিত মিলিত হওন বা তম্মধ্যে থাকন।
৪। হাঙ্গামাকরণ।
৫। পাঁচ বা তদধিক লোকের জনতাকে পৃথক হইয়া যাইবার আজ্ঞা হইলে পর জানিয়া শুনিয়া সেই জনতার মিলিত হওন বা থাকন।
৬। হাঙ্গামা করিবার অভিপ্রায়ে অকারণ রাগ জন্মাওন।
৭। দাঙ্গাকরণ।
৮। কোন ব্যক্তি আপনাকে রাজকীয় কার্য্যকারক বলিয়া দেখাওন।
৯। প্রতারণভাবে রাজকীয় কার্য্যকারকের পোষাক বা চিহ্ন পরিধান বা ধারণ।
১০। রাজকীয় কার্য্যকারকের স্থানে সমন কি অন্য পরওয়ানা না পাইবার জন্য পলায়নকরণ।
১১। স্থানবিশেষে স্বয়ং কি মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইবার আইনমত আজ্ঞা অমান্যকরণ কিম্বা অনুমতি না পাইয়া চলিয়া যাওন।
১২। সাধারণের ব্যবহার্য্য উনুইর বা জলাশয়ের জল ময়লাকরণ।
১৩। বায়ু পীড়াজনককরণ।
১৪। অগ্নি কি আশু জ্বলনীয় বস্তু লইয়া মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনক কর্ম্মকরণ।
১৫। কোন জন্তুর দ্বারা মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা কি গুরুতর পীড়া নিবারণার্থ ঐ জন্তুকে উপযুক্ত মত না রাখন।
১৬। সাধারণের অনিষ্টজনক কর্ম্মকরণ।
১৭। শক্তিখেলার কার্য্যালয় রাখন।
১৮। ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন।
১৯। গুরুতর রাগজনক কার্য্য হঠাৎ হওয়াতে যে ব্যক্তি দ্বারা রাগ হইল, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে পীড়া দিবার অভিপ্রায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন।
২০। মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা কি নিরাপদের ব্যাঘাতজনক কোন কার্য্য করণ।
২১। গুরুতর রাগ জন্মাইবার বিষয় হইলেও আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করণ।
২২। কোন ব্যক্তির পরিহিত কি বাহিত দ্রব্য চুরি করনের উদ্যোগে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করণ।
২৩। কোন ব্যক্তির অন্যায়মতে বদ্ধ রাখিবার উদ্যোগে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করণ।
২৪। বেআইনমতে বলপূর্ব্বক পরিশ্রম করাওন।
২৫। চৌর্য্য।
২৬। অস্থাবর দ্রব্য শঠতাক্রমে অবিহিতরূপে কি স্বীয় কর্ম্মে ব্যবহারকরণ।
২৭। অপকারকরণ।
২৮। অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ।
২৯। পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ।
৩০। কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ করার্থ পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ।
৩১। মত্ত হইয়া কোন প্রকাশ্য স্থানাদিতে গিয়া কোন ব্যক্তির ক্লেশ জন্মাওন।
৩২। এই সকল অপরাধের সহায়তা কি উদ্যোগকরণ।

নিদর্শন—৫০

উকিলগণের শ্রেণীবিভাগ

স্বাধীন ত্রিপুরা
রাজধানী আগরতলা

খাস আদালত

১ নং নিয়মাবলী

এরাজ্যে তিন শ্রেণীর উকিল আছেন। প্রথম শ্রেণীর উকিলগণ সমস্ত আদালত অর্থাৎ পুরাতন খাস আপীল আদালত পর্য্যন্ত কার্য্য করিতে পারিতেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর উকিল সেসন ও আপীল আদালত পর্য্যন্ত কার্য্য করিতে পারিতেন। তৃতীয় শ্রেণীর উকিলগণ সবজজ ম্যাজিস্ট্রেট ও মুন্সেফী আদালতে কার্য্য করিতে পারিতেন। বর্তমান সনের ১ আইন দ্বারা সবজজ ও সেসন ও আপীল আদালত এবালিশ—খাস আপীল আদালতের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে এবং শেষোক্ত আদালতের গঠনকার্য্য পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহা "খাস আদালত" নামে অভিহিত হইয়াছে। এই আদালতে আদিম বিভাগে সেসন আদালতের কার্য্য, আপীল আদালতের সার্টিফিকেট মোকর্দ্দমাদি এবং সবজজ আদালতের কার্য্য অর্পিত হইয়াছে এবং ইহার আপীল বিভাগে আপীলের কার্য্য অর্পিত হইয়াছে। এক্ষণে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে যে দ্বিতীয় শ্রেণীর উকিলগণ যাহাদের সেসন ও আপীল আদালতে কার্য্য করার অধিকার ছিল তাহারা খাস আদালতে কার্য্য করিতে পারিবে কিনা। সেসন ও আপীল আদালত এবালীশ হওয়াতেই তাহারা যে খাস আদালতে কার্য্য করার অধিকারী হইয়াছে এমত নহে। প্রথম শ্রেণীর উকিলগণের এ অধিকার আছে বটে, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর উকিলগণের ঐ অধিকার নাই; এবং উক্ত আদালত এবালীশ হওয়াতেই তাহারা যে খাস আদালতে কার্য্য করার অধিকারী হইয়াছে এমত নহে। প্রথম শ্রেণীর উকিলগণের এ অধিকার আছে বটে, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর উকিলগণের ঐ অধিকার নাই; এবং উক্ত অধিকার সাধারণভাবে অর্পণ করিলে প্রথম শ্রেণীর ও দ্বিতীয় শ্রেণীর উকিলগণের মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকে না, পক্ষান্তরে কেবল নিম্ন আদালতে কার্য্য করার অধিকার দ্বিতীয় শ্রেণীর উকিলের থাকিবে। তৃতীয় শ্রেণীর উকিল হইতেও তাহাদের কোনও পার্থক্য থাকে না। এমতাবস্থায় সাধারণতঃ খাস আদালতের আদিম বিভাগ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর উকিলগণের ওকালতি কার্য্য করার অধিকার দেওয়া সঙ্গত। আপীল আদালতে আপীলের মোকর্দ্দমায় কোন দ্বিতীয় শ্রেণীর উকিলের ভাল practice অর্থাৎ বিস্তীর্ণ কার্য্য থাকিলে তাহার . . .

....

করা যাইতে পারে যে দ্বিতীয় উকিল প্রথম শ্রেণীর সনদ পাওয়ার প্রার্থী হইয়া এরূপ practice থাকার নিদর্শন ও তাহার পোষকতার সার্টিফিকেট উপস্থিত করিলে তাহাকে প্রথম শ্রেণীর ওকালতি সনদ দেওয়া যাইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর উকিলের আশু উন্নতি জন্য ইহাও বিধান করা যাইতে পারে যে খাস আপীল আদালতের নিয়মানুসারে এই আদালতের ওকালতি পরীক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত এমত দ্বিতীয় শ্রেণীর উকিল সচ্চরিত্র হইলে আইন নজীর ও সার্কুলার ইত্যাদি সম্বন্ধে তাহার বাচনিক পরীক্ষা নিয়া (তাহাতে উত্তীর্ণ হইলে) তাহাকে প্রথম শ্রেণীর ওকালতি সনদ দেওয়া যাইতে পারিবে। অতএব এতৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়মাবলী প্রকটিত হইল—

১। প্রথম শ্রেণীর উকিলগণ এরাজ্যের সমস্ত আদালতেই কার্য্য করিতে পারিবেন।

২। দ্বিতীয় শ্রেণীর উকিলগণ রেভেনিউ কোর্টে, নিম্ন ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতে ও খাস আদালতের আদিম বিভাগে ওকালতি করিতে পারিবে।

৩। তৃতীয় শ্রেণীর উকিলগণ রেভেনিউ কোর্টে ও নিম্ন ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতে ওকালতি কার্য্য করিতে পারিবে।

৪। এবালিসী আপীল আদালতে যে দ্বিতীয় শ্রেণীর উকিল আপীলের মোকর্দ্দমার Extensive practice (বিস্তীর্ণ কার্য্য) করিতেছিল এমত উকিল উক্ত কার্য্যের নিদর্শন ও তৎসহ পোষকতায় উক্ত উকিলের যোগ্যতা সম্বন্ধে উক্ত আপীলের জজের সার্টিফিকেট উপস্থিত করিয়া প্রথম শ্রেণীর ওকালতি সনদের প্রার্থী হইলে তাহাকে ঐ সনদ দেওয়া যাইবে।

৫। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Entrance (প্রবেশিকা) পরীক্ষা দিয়াছে কি নর্ম্ম্যাল স্কুলের দ্বিতীয় বার্ষিক পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছে এমত দ্বিতীয় শ্রেণীর বর্ত্তমান সময়ের উকিল সচ্চরিত্র হইলে আইন নজীর ও সার্কুলার ইত্যাদি সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতার বাচনিক পরীক্ষা নিয়া (তাহাতে উত্তীর্ণ হইলে) তাহাকে প্রথম শ্রেণীর ওকালতি সনদ দেওয়া যাইতে পারিবে।

ইতি ১৩১৮ ত্রিং তারিখ ২৯শে আষাঢ়।

R. M. Deb.
S. C. Deb.
R. Basu.

নিদর্শন—৫২

বিচার কার্য পরিচালন বিষয়ক নিয়ম

সদর ফৌজদারী আদালতে ১৩২২ ত্রিং সনের ২৭শে ভাদ্র তারিখের

৪৭৪ নং সেহার এস্তমেজাজ উপলক্ষে—

১৩২২ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ১২ই আশ্বিন

আদেশ,

যেভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছে, তাহাতে সমুদয় ফৌজদারী মোকদ্দমার কথাই বুঝা যায়। তাহা হইলে দেখা যায় যে, প্রথমে দাওয়া বা দখলের বিচারযোগ্য মোকদ্দমায় ডাক্তারের জবানবন্দী গ্রহণ ও তাহার জেরাকরণাদি বিষয় আইনের বিধান মতে অপরিহার্য্য। ঐরূপ মোকদ্দমায় ডাক্তার সাক্ষীর জবানবন্দী করিতেই হইবে, এবং বিধি নির্দ্দেশ মোতাবেক তাহা করা আবশ্যক। অন্যান্য মোকদ্দমা সম্বন্ধেও এই কথা যে, ডাক্তারের সার্টিফিকেট একদা প্রমাণে ব্যবহার করা যাইতে পারে না। তাহা তজদিক করা আবশ্যক, কিন্তু গুরুতর পীড়া প্রভৃতি যে সকল অভিযোগ ডাক্তারের বাচনিক জবানবন্দী গ্রহণ দ্বারা পীড়া বা আঘাতের স্বরূপ (nature), পরিমাপ ও অবস্থা বিশেষভাবে জানা আবশ্যক হয়, তাহাতে ডাক্তারের উপস্থিতি ও জবানবন্দী গ্রহণ নিতান্ত দরকার বটে। তবে সামান্য আঘাত করার মোকদ্দমায় জবানবন্দী গ্রহণ করা সাধারণতঃ আবশ্যক বোধ হয় না। অপর সাক্ষীগণের সাক্ষ্য দ্বারা অভিযোগের সত্যাসত্যতা নির্ণয় করা যাইতে পারে ও উচিত হয়। সেইরূপ স্থলে বিচারপতি স্বীয় বিবেচনানুসারে কার্য্য করিতে পারেন। আবশ্যক হইলে ডাক্তারকে তলব দিবেন, আবশ্যক বোধ করিলে তলবের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন। ডাক্তারের সার্টিফিকেট এই সকল মোকদ্দমায় প্রমাণ-স্বরূপ ব্যবহার করা যাইতে পারে না; তবে আদালত তাহা দৃষ্টি করিয়া অন্য প্রমাণের সহিত তুলনা করিয়া দেখিতে পারেন। সেই সার্টিফিকেট উল্লেখ করিয়া দণ্ডাদেশ করা যাইতে পারে না, ইতি।

H. L. MUKHERJEE
Judge.

নিদর্শন—৫২

সরকারী মোকদ্দমায় উকিল ফিস্ প্রদান সম্বন্ধে

১৩২২ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ৮ই মাঘ

মেমো নং ৭

শ্রীশ্রীযুত সরকারী মোকদ্দমায় উকিল ফিস্ সম্বন্ধে বিচার বিভাগ হইতে প্রচারিত ১৩১০ ত্রিং সনের ৪ঠা মাঘের ৯নং সারকুলারে সমুদয় বিষয় পরিষ্কাররূপে লিপিবদ্ধ না হওয়ায়, বিশেষতঃ পূর্ব্বাপর সদরে তদ্বিপরীতে কার্য্য হওয়ায় তাহা রহিতক্রমে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করা হইল;—

সদরের ১ম ও ২য় শ্রেণীর উকিলগণ সাধারণতঃ খাস আদালতে কার্য্য করেন বলিয়া, খাস আদালত ও নিম্ন আদালতে কার্য্য করা হেতু ১ম শ্রেণীর উকিলগণ ৪৲ চারি টাকা হারে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর উকিলগণ ২৲ টাকা হারে দৈনিক ফিস্ প্রাপ্ত হইবেন। সদরের তৃতীয় শ্রেণীর উকিলগণ ২৲ দুই টাকা হারে দৈনিক ফিস্ প্রাপ্ত হইবেন। সদরের তৃতীয় শ্রেণীর এবং মফস্বলের সকল শ্রেণীর উকিলগণই দৈনিক ১৲ এক টাকা হারে ফিস্ প্রাপ্ত হইবেন। এতদতিরিক্ত মফস্বলে এক তারিখে একজন উকিল একাধিক মোকদ্দমার কার্য্য করিলে কিম্বা কোন মোকদ্দমায় বিশেষ পরিশ্রম করা হইয়াছে বলিয়া বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের মন্তব্য লিপিবদ্ধ হইলে, বিচার বিভাগের আদেশে দৈনিক ফিসের দ্বিগুণ পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইতে পারিবে। সদর বিভাগে সাধারণতঃ বিচার বিভাগ হইতেই উকিল নিযুক্ত হইয়া থাকে, তথায় উল্লিখিতরূপে কার্য্যাধিক্য কিম্বা একাধিক মোকদ্দমার কার্য্য হইলে বিচার বিভাগ হইতে প্রত্যেক মোকদ্দমায় বিশেষ আদেশ প্রচারিত হইবে।

B. SEN.
দেওয়ান।

নিদর্শন—৫৩

উকিলগণের পোষাক সম্বন্ধে

১৩২২ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ২২শে মাঘ

মেমো নং ১৫৩৩

উকিল মহাশয়গণ কাছারীর উপযুক্ত পোষাক ব্যবহার করার বিষয় মন্ত্রী অফিসের বিগত ১৩১২ ত্রিং সনের ১০ই অগ্রহায়ণ তারিখের ৩৩ নং মেমো প্রচার আছে। কিন্তু দৃষ্ট হয়, অনেক উকিল মহাশয়ই উপযুক্ত পোষাক ব্যবহার না করিয়া সাধারণ পোষাকে কাছারীতে আসিয়া থাকেন। ইহা নিয়ম ও সুরুচিবিরুদ্ধ। অতএব এতদ্দারা পূর্ব্বোক্ত মেমোর প্রতি উকিল মহাশয়গণের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায় যে তাঁহারা এখন হইতে পার্শ্বের লিখিত পোষাক ব্যবহার করিয়া কাছারীতে আসিবেন। তদন্যথায় তাঁহাদের উপস্থিতি গণ্য করা যাইবে না।

১। পেন্টুলন বা ধুতি।
২। চাপকান, চোগা ও চাদর।
৩। চোগা ও কোট।
৪। শাম্‌লা (শালের পাগড়ী বা সাদা পাগড়ী)।

H. L. MUKHERJEE.
খাস আদালতের বিচারপতি

নিদর্শন—৫৪

ঘাসুরী আইন, ১৩২৩ ত্রিপুরাব্দ

স্বাধীন ত্রিপুরা
রাজধানী আগরতলা

মন্ত্রী আফিস--রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ

সারকুলার নং ৩

হস্তী ও মহিষের ঘাসুরী কর গ্রহণ বিষয়ক ১৩২১ ত্রিপুরাব্দের ২ আইনের ৬ ধারায় লিখিত আছে,

"প্রার্থীকে মহিষের ঘাসের নিমিত্ত যে তহশীল কাছারীর এলাকায় মহিষ রাখিবে বা চরাইবে, সেই তহশীল কাছারীর প্রধান কার্য্যকারকের নিকট ৵. দুই আনা মূল্যের ষ্ট্যাম্পে, রাজস্ব বিভাগ কর্ত্তৃক প্রচারিত ফরমে দরখাস্ত দাখিল করিয়া তৎসঙ্গে ঘাসুরী কর দাখিল করতঃ মুদ্রিত ফরমে রসিদ গ্রহণ করিতে হইবে।"

ঘাসুরী কর গ্রহণ বিষয়ক উপবিধির দ্বারা উপরিউক্ত দরখাস্তের ফরম প্রচারিত হইয়াছে। তদনুরূপ আবেদন পত্রের ফরম প্রস্তুত করিতে অনেক সময় মফঃস্বলস্থ প্রজাদিগের অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। এই অসুবিধা দূরীকরণ মানসে মহিষের ঘাস পাইবার দরখাস্তের ফরম ও তদ্বিষয়ক ষ্ট্যাম্প সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়ম প্রচার করা যাইতেছে। অন্যরূপ বিধান না হওয়া পর্য্যন্ত এই নিয়ম অনুসরণে কার্য্য পরিচালিত হইবে।

নিয়মাবলী

১। পুর্ব্বোক্ত উপবিধি সম্মত মহিষের ঘাসুরী পাস পাইবার জন্য প্রার্থনা পত্রের ফরম ফুলস্কেপ কাগজে ছাপা করিয়া, তাহার শিরোভাগে সবুজ ও লাল কালীর দ্বারা ব্লক ছাপা করতঃ তাহার উপর কাল কালীর দ্বারা "দুই আনা মাত্র" এই কয়টি শব্দ মুদ্রণ হইবে। এই ফরম যেই যন্ত্রে মুদ্রিত হইবে, ফরমের নিম্নভাগে সেই মুদ্রাযন্ত্রের নাম, মুদ্রণের সন ও তারিখ এবং মুদ্রিত ফরমের সংখ্যা লিখিত থাকিবে।

২। এই ফরম ষ্ট্যাম্প আফিসের তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত হইবে এবং তাহার নিম্নভাগে উক্ত আফিসের প্রচলিত লাল মোহর অঙ্কন করিতে হইবে। এই মোহর অঙ্কিত হইবার পর উক্ত ফরম (মহিষের ঘাসুরী পাস পাইবার প্রার্থনা পত্রের নিমিত্ত) ৵. দুই আনা মূল্যের ষ্ট্যাম্প স্বরূপ গণ্য হইবে।

৩। এই ফরম ষ্ট্যাম্পের নিয়মানুসারে হিসাবভুক্ত ও ইণ্ডেন্ট হইবে। এবং ষ্ট্যাম্পের মাসকাবার ইত্যাদিতে তাহা ভুক্ত করিতে হইবে। রেজিষ্টরী বই ও মাসকাবার ইত্যাদিতে 'ঘাসুরী পাসের দরখাস্তের ফরম' উল্লেখে একটি হেডিং বৃদ্ধি করিয়া তৎসঙ্গীয় হিসাব লিখিতে হইবে।

৪। এই ফরম বেণ্ডারগণ বিক্রয় করিবে এবং ষ্ট্যাম্পের ন্যায় ফরমের পৃষ্ঠে বিক্রয়ের সার্টিফিকেট লিখিতে হইবে। ষ্ট্যাম্প বিক্রয়ের বহিতেও বিক্রীত ফরমের বিবরণ লিপি হওয়া আবশ্যক। বেণ্ডারগণ এই ফরম বিক্রয়ের নিমিত্ত ষ্ট্যাম্পের নিয়মানুসারে কমিশন পাইবে।

৫। উক্ত ফরমে মহিষের ঘাসুরী পাস পাইবার প্রার্থনা পত্র দাখিল করিলে, তাহা দুই আনা মূল্যের ষ্ট্যাম্পে লিখিত দরখাস্তের ন্যায় গণ্য ও তৎতুল্য কার্য্যকরী হইবে। সন ১৩২৩ ত্রিং তাং ১৩ই বৈশাখ।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত	B. Sen	N. Ch. D. Varma
সেরেস্তাদার	দেওয়ান	মন্ত্রী

নিদর্শন—৫৫

ঘাসুরী আইনের* ফাইলে আফিস ফাইলে নোট লিখিবার একটি নিদর্শন

স্বাধীন ত্রিপুরা

রাজধানী আগরতলা--চিফ্ দেওয়ান আফিস
রাজস্ব বিভাগ

বাবতে সন ১৩২৫ ত্রিপুরাব্দ

বিষয়ের নম্বর ৩ | বিভাগের নম্বর ১৬

আমলাগণের নোট

ঘাসুরী আইনের স্থায়ী অধিবাসীর সংজ্ঞা সম্বন্ধে আদেশানুসারে শ্রীযুত উকিল সরকার মহোদয়ের অভিমত আগত হইয়াছে। বিহিতাদেশ প্রার্থনা।

D. C. Talapatra
29.5.25

নোট ও আদেশ

সঙ্গীয় আইনের ৮ ধারা আমি যেরূপ সংশোধন করিয়াছি, আমার মনে হয় তদ্দ্বারা কার্য্য চলিতে পারে। উহা পরিষ্কার করিয়া উকিল সরকার মহাশয়কে দেখান হউক। ইতিমধ্যে এই আইনের অন্য কোন স্থলে পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা আছে কিনা তাহা আলোচিত হউক। যদি আইন পরিবর্ত্তন করিতে হয় তবে একবারেই পরিবর্ত্তন করা সঙ্গত। পুনঃ ২ আইনের পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় নহে।

ইতঃপূর্ব্বে কোন কোন স্থানে অসুবিধার কারণ দৃষ্ট হইয়াছে বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইয়াছে সেরেস্তাদার বাবু জানাইবেন। আমি সঙ্গীয় আইনে কতকগুলি. প্রশ্ন করিলাম এবং অনেক স্থলে মন্তব্য লিখিয়া দিলাম।

B. K. Sen
11.6.25

*আইনের পরিভাষা

ঘর চুক্তি কর (১৩৯২ ত্রিপুরাব্দের ৪ আইন)।

শ্রীশ্রীযুত ত্রিপুরেশ্বর মাণিক্য বাহাদুরের সম্বন্ধে, ত্রিপুর রাজ্যস্থিত পার্ব্বত্য প্রজাগণের আনুগত ও শ্রীশ্রীযুতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের চিহ্নস্বরূপ, জুমদারী পার্ব্বত্য প্রজাগণ জাতিনির্বিশেষে শ্রেণীগতভাবে নির্দিষ্ট হারে খানাপ্রতি যে কর আদায় করে তাহাকে ঘরচুক্তি কর বলে।

পার্ব্বত্য প্রজা

এই আইনে লিখিত 'পার্ব্বত্য প্রজা' বা প্রজা শব্দে পর্ব্বতবাসী কুকি, লুসাই, রিয়াং চাকমা হালাম ত্রিপুরা মগ খাসিয়া গারো, নাগা প্রভৃতি পর্ব্বতবাসী জুমিয়াদিগকে বুঝাইবে।

খানা

পার্ব্বত্য প্রজাগণের একান্নভুক্ত প্রত্যেক স্বতন্ত্র পরিবারকে 'খানা' বলা হয়।

ঘাসুরী কর

আইনের পরিভাষা

এরাজ্যে হাতী বা মহিষ রাখিবার, চরাইবার কিম্বা ব্যবহার করিবার নিমিত্ত এই আইনমতে যা কর দেয় হইবে, 'ঘাসুরীকর' শব্দে তাহাকে বুঝাইবে।

নিদর্শন—৫৬

সর্বোচ্চ আদালতের দণ্ডাদেশ হইতে মুক্তিপ্রদান

নং ৯

B. K. Manikya
25.6.25

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা। ইতি সন ১৩২৫ ত্রিং তারিখ ২৫শে আশ্বিন।

আগরতলা সদর ফৌজদারী আদালত
মোকদ্দমা নম্বর ৯৬, সন ১৩২৪ ত্রিং

শ্রীশ্রীযুত সরকার

বনাম

১। কর্ণেল মহিমচন্দ্র দেববর্ম্মণ
২। ঠাকুর যাদবচন্দ্র দেববর্ম্মণ

উপরোক্ত মোকদ্দমায় আসামীগণের প্রার্থনা উপলক্ষে তৎসংক্রান্ত নথি ও স্যার এস্, পি, সিংহ ও উকিল শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তীর এতৎসহ গ্রথিত অভিমত পঠিত হইল।

উল্লিখিত বিজ্ঞ আইনজ্ঞগণ যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা এই মোকদ্দমায় আসামীগণের বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী অপরাধ প্রমাণিত হয় নাই। এরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এপক্ষও বিশেষ সাবধানতার সহিত সমস্ত বিষয়াদি সম্যকরূপে পর্য্যালোচনা ক্রমে আসামীগণকে সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষী বলিয়া সাবস্ত্য করিলাম। অতএব

আদেশ হইল যে

আসামীদ্বয়কে খাস আদালতের দণ্ডাদেশের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া যায়। তাহারা আদিষ্ট জরিমানা বা তাহার কোন অংশ দাখিল করিয়া থাকিলে তাহা তাহাদিগকে প্রত্যার্পণ করা যায়। এই রোবকারীর প্রতিলিপি চিফ্ দেওয়ান আফিস, খাস আদালত ও সংসৃষ্ট আফিসসমূহে প্রেরিত হয় এবং ষ্টেট্ গেজেটে প্রচারিত হয়। ইতি

নিদর্শন—৫৭

প্রিভিকাউন্সিল গঠন বিষয়ক আইন

Approved
B. K. Manikya
19.5.26

নং ২/৩৫-৫৮

স্বাধীন ত্রিপুরা
রাজধানী আগরতলা—ষ্টেট্‌ কাউন্সিল আফিস

ত্রিপুরা রাজ্যের সাক্ষাৎ আপীল ও প্রিভিকাউন্সিল বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি ষ্টেট্‌ কাউন্সিলের প্রথম অধিবেশনে আলোচিত ও সংশোধিত হইয়া, তাহা আইনরূপে প্রচার করা স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই বিধি ১৩২৬ ত্রিপুরাব্দের ১ আইন নামে অভিহিত হইবে।

উক্ত আইন কাউন্সিলের নির্দ্ধারণানুরূপ সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া, মঞ্জুরীর প্রার্থনায় এতৎসহ শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর সাক্ষাৎ উপস্থিত করা যাইতেছে, ইতি। সন ১৩২৬ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ১৮ই ভাদ্র।

শ্রীবিজয়কুমার সেন
সেক্রেটারী

শ্রীপ্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত
সহকারী সভাপতি
(চিফ্‌ দেওয়ান)

১৩২৬ ত্রিপুরাব্দের ১ আইন
বা
সাক্ষাৎ আপীল ও প্রিভি কাউন্সিল সংক্রান্ত চিঠি

হেতুবাদ

যেহেতু আদালত গঠন সম্বন্ধীয় ১৩১৮ ত্রিং সনের ১ আইনের আপীল সংক্রান্ত বিধান সংশোধিত হইয়া, স্থলবিশেষে সাক্ষাৎ আপীলের ব্যবস্থা করা আবশ্যক, অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।

পরিভাষা

১। এই আইন ১৩২৬ ত্রিং সনের ১আইন বা সাক্ষাৎ আপীল ও প্রিভি কাউন্সিল সংক্রান্ত বিধি নামে অভিহিত হইবে, এবং শ্রীশ্রীযুত কর্ত্তৃক মঞ্জুর অন্তে ষ্টেট্‌ গেজেটে প্রচারের তারিখ হইতে ইহা কার্য্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। খাস আদালতের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর সাক্ষাৎ যে আপীল উপস্থিত হইবে, তাহা "সাক্ষাৎ আপীল" নামে অভিহিত হইবে।

৩। শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর কর্ত্তৃক নিয়োজিত যে সমিতি যাবতীয় সাক্ষাৎ আপীলের কাগজাত আলোচনা ও পক্ষগণের বক্তব্য শ্রবণান্তে তৎসম্বন্ধে মন্তব্যসহ শ্রীশ্রীযুতের আদেশ জন্য উপস্থিত করিবেন তাহার নাম "প্রিভি কাউন্সিল" হইবে।

৪। ১৩১৮ ত্রিং সনের ১ আইনের ২০ ধারা এবং তৎসংসৃষ্ট উক্ত আইনের অন্যান্য যে যে স্থলে খাস আদালতের আপীল বিভাগের সাধারণ বেঞ্চের বা উক্ত বিভাগের পূর্ণাধিবেশনের বিচার এবং নিষ্পত্তি চূড়ান্ত গণ্য হইবে বলিয়া লিখিত আছে, তত্তাবৎ ধারার বিধানানুরূপ পরিবর্ত্তিত হইল।

৫। ১৩১৮ ত্রিং সনের ১ আইন বা বিচার সম্বন্ধীয় এ রাজ্যের অন্য যে কোন আইনে আপীল সংক্রান্ত ব্যবস্থা থাকে, তাহার বিধানাদি সংশোধন করতঃ ব্যবস্থা করা যাইতেছে যে, খাস আদালতের আপীল বিভাগের বিচারের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত স্থলে শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাৎ আপীল দাখিল হইতে পারিবে;—

(ক) দেওয়ানী মোকদ্দমায়, যে স্থলে নালিশী তায়দাদ ১,০০০৲ এক হাজার টাকা বা তদূর্দ্ধ হয়।

টীকা—"তায়দাদ" শব্দে নালিশী সম্পত্তির বাজার মূল্য (Market Price) বুঝিতে হইবে।

(খ) ফৌজদারী মোকদ্দমায়, যে স্থলে প্রাণদণ্ডের আদেশ হয় বা শাস্তির পরিমাণ ৪ বৎসরের উদ্ধকালের কারাদণ্ড বা ১,০০০৲ এক হাজার টাকা বা তদূর্দ্ধ অর্থদণ্ড হয়।

(গ) যদি অন্য কোন ফৌজদারী মোকদ্দমায় খাস আদালতের বিচারের ভ্রম বা অন্য কোন বিশেষ কারণে রায় সংশোধন জন্য প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করা কোন পক্ষ আবশ্যক মনে করে, তবে তৎসম্বন্ধীয় আবেদন খাস আদালতের আপীল বিভাগে দাখিল করিতে হইবে। উক্ত আদালত পূর্ণাধিবেশনে আলোচনা করিয়া তাহা প্রিভি কাউন্সিলে অর্পণ করিবার নির্দ্দিষ্ট হেতু আছে বলিয়া মনে করিলেও সার্টিফিকেট দিলে, উহা তথায় বিচারার্থ প্রেরণ করিতে পারিবেন।

৬। প্রোক্ত ৫ ধারার আপীল দাখিলস্থলে সর্ব্বত্রই দাখিলকারক উকিলকে আপীলের আবেদনের নিম্নে, নিম্নলিখিত প্রজার সার্টিফিকেট প্রদান করিতে হইবে।

"আমি জানাইতেছি যে আমি এই আপীলের আলোচনা করিয়াছি এবং আমার বিবেচনায় এই মোকদ্দমায় সাক্ষাৎ আপীলের যথেষ্ট আইনসংগত হেতু আছে এবং আমি এই অজুহাত প্রস্তুতান্তে তাহা প্রিভিকাউন্সিলের বিচারক মহোদয়গণের সম্মুখে সওয়াল জবাব দ্বারা সাব্যস্ত করিতে প্রস্তুত আছি"।

স্বাক্ষর............................

উকিল

৭। শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর স্বয়ং আদেশ দ্বারা প্রিভি কাউন্সিল গঠন, তদীয় সদস্য সেক্রেটারী নিয়োগ এবং সদস্যের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিবেন। সদস্যগণ কাউন্সিলের বিচারকরূপে পক্ষগণের বক্তব্য শ্রবণ ও কাগজাত আলোচনাক্রমে মন্তব্যসহ বিচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে শ্রীশ্রীযুতের আদেশ জন্য উপস্থিত করিবেন।

৮। প্রিভি কাউন্সিলের বিচার্য্য মোকদ্দমা উপলক্ষে সদস্যগণ প্রয়োজনানুসারে রাজ্যের যাবতীয় দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের কাগজাত তলব করিতে পারিবেন, এবং তাঁহারা বা শ্রীশ্রীযুত হইতে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে, কাউন্সিলের সেক্রেটারী উক্ত কাউন্সিলের আপীল সংক্রান্ত আসামীগণকে জামানতে মুক্তি দিতে বা কাগজাত তলব করিতে পারিবেন।

৯। প্রিভি কাউন্সিলের সভ্যগণ অধিকাংশের মতানুসারে এবং শ্রীশ্রীযুতের অনুমোদনে প্রিভি কাউন্সিলের কার্য্যনির্ব্বাহার্থ নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন এবং উক্ত নিয়মাবলী ষ্টেট্ গেজেটে প্রচারের তারিখ হইতে আইনের ন্যায় বলবৎ হইবে।

১০। সাক্ষাৎ আপীলে, দেওয়ানী মোকদ্দমা আইনানুসারে তায়দাদ অনুযায়ী ষ্ট্যাম্প এবং ফৌজদারী ও অন্যান্য বাজে দরখাস্তে ১৲ এক টাকা ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

১১। খাস আদালতের নিষ্পত্তির তারিখ হইতে তিন মাস মধ্যে যাবতীয় সাক্ষাৎ আপীল দাখিল করিতে হইবে।

১২। যে প্রাথমিক আদালতের নিষ্পত্তি সম্বন্ধে সাক্ষাৎ আপীল হইবে, শ্রীশ্রীযুতের ডিক্রী তৎকর্ত্তৃক জারী হইবে।

১৩। শ্রীশ্রীযুতের আদেশানুসারে প্রিভি কাউন্সিলের সদস্যগণ ও সেক্রেটারীর দস্তখতে ডিক্রী প্রস্তুত হইয়া খাস আদালতে প্রেরিত হইবে।

১৪। সাক্ষাৎ আপীলের শুনানী, নোটিশ জারী, প্রভৃতি অন্যান্য যাবতীয় জাবেদা কার্য্য দেওয়ানী কার্য্য-বিধি অনুসারে খাস আদালতের আপীল বিভাগে দায়েরী মোকদ্দমার প্রণালীর ন্যায় হইবে।

নিদর্শন—৫৮

প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচন

B. K- Manikya
8.6.26

নং ১৪

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা। ইতি, সন ১৩২৬ ত্রিং—তারিখ ৭ই আশ্বিন।

যেহেতু সাক্ষাৎ আপীল ও প্রিভি কাউন্সিল সংক্রান্ত ১৩২৬ ত্রিপুরাব্দের ১ আইনের ৭ ধারার বিধানানুসারে প্রিভি কাউন্সিল গঠন এবং তদীয় সদস্য ও সেক্রেটেরী নিয়োগ করা আবশ্যক এবং কার্য্যের সুবিধা জন্য উপরোক্ত আইনের ৮ ধারার বিধানানুসারে সেক্রেটেরীর প্রতি কতক ক্ষমতার্পণ করা এপক্ষের অভিপ্রায়, সেমতে—

আদেশ হইল যে

এপক্ষের গত ১৩২৫ ত্রিপুরাব্দের ১৭ই চৈত্র তারিখের ১২ নং রোবকারীর মর্ম্মানুসারে নিয়োজিত পার্শ্বের লিখিত সদস্যগণ দ্বারাই আপাততঃ প্রিভি কাউন্সিল গঠিত হইল।

১। চিফ্ জজ, খাস আদালত
২। শাসন সংক্রান্ত প্রধান কার্য্যকারক
৩। এপক্ষের প্রাইভেট সেক্রেটেরী

দেওয়ান শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সেন উক্ত কাউন্সিলের সেক্রেটেরী স্বরূপে কার্য্যনির্ব্বাহ করিবে। আপীলসংক্রান্ত কাগজাত তলপ এবং আসামীগণকে জামানতে মুক্ত দিবার ক্ষমতা সেক্রেটেরীর প্রতি অর্পিত হইল। অবগতি ও কার্য্যে পরিণতি জন্য এই রোবকারীর প্রতিলিপি চিফ্ দেওয়ান নিকট প্রেরণ করা যায়। ইতি

নিদর্শন—৫৯

বিচারপতি নিয়োগ: কুমার সুরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা

B. K. Manikya
2.4.31

মেমো নং ৩

কুমার সুরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মাকে খাস আদালতের জজ পদে নিযুক্ত করা বিষয়ে মন্ত্রীর প্রস্তাব আলোচনান্তে সাময়িকরূপে তাঁহাকে খাস আদালতের অন্যতম জজ স্বরূপে নিযুক্ত করা গেল। ইতি সন ১৩৩১ ত্রিং তাং ২রা শ্রাবণ

নিদর্শন—৬০

প্রিভি কাউন্সিল দপ্তরের চিঠির নমুনা

প্রিভিকাউন্সিলের
সীলমোহর

নং ৯/৩৫-৬০ তাং ১০।৩।৩২

Copy
B. K. Manikya

নথিতলবি রোবকারী
স্বাধীন ত্রিপুরা প্রিভিকাউন্সিল
মোকদ্দমা নং ৪ সন ১৩৩১ ত্রিং

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র ভৌমিক উকিল — আপীলান্ট
শ্রীশ্রীযুত সরকার বাহাদুর — রেস্পন্ডেন্ট

মোকদ্দমা—তাহাদের ভূমিতে স্বত্ব সাব্যস্তক্রমে দখল পাওয়ার বাবদ আপীল—

উপরিউক্ত আপীলান্ট খাস আদালত আপীল বিভাগের সন ১৩২৯ ত্রিং ২১ নং আপীলের সন ১৩৩১ ত্রিং ২৩শে মাঘ তারিখের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে প্রিভিকাউন্সিলে আপীল দায়ের করায় শুনানীর দিন ১৩৩২ ত্রিং আষাঢ় মাসের ৩০শে তারিখের শুক্রবার অবধারিত হইয়াছে। উক্ত আপীলের বিচারকার্য্য সম্পন্নার্থ নিম্নলিখিত নথি ও সামিলাৎ কাগজাত আগত হওয়া আবশ্যক। অতএব ধার্য্য তারিখের পূর্ব্বে তাহা এই আদালতে প্রেরণের বাসনায় উক্ত রোবকারী খাস আদালত আপীল বিভাগে প্রেরিত হয়, ইতি। সন ১৩৩২ ত্রিং তারিখ ১০।৩

তপসিল নথি

নং ২১।১৩২৯ ত্রিং

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র ভৌমিক — আপীলান্ট
শ্রীশ্রীযুত সরকার বাহাদুর গং — রেস্পন্ডেন্ট
মোঃ স্বত্ব সাব্যস্ত

B. K. Sen
সেক্রেটারী

নিদর্শন—৬১

খাস আদালতের বিচার নিষ্পত্তি: মোকদ্দমা--বাকী কর আদায়

ত্রিপুরা রাজ্য

খাস আদালত

আপীল বিভাগ

অধিবেশিত--শ্রীযুক্ত বাবু ভূপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত দেওয়ান বিজয়কুমার সেন
বিচারপতিগণ

মোং ৩৪ নং দেঃ আঃ বাজে ১৩৩৩ ত্রিং
মোং ৬ নং দেঃ আদিম সন ১৩৩২ ত্রিং

শ্রীলশ্রীযুত মহারাজকুমার নরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর — আপীলান্ট
শ্রীআবদুল হাকিম মজুমদার — রেস্পণ্ডেন্ট

আপীলান্ট পক্ষে উকিল
শ্রীযুক্ত বাবু বিনোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

রেস্পণ্ডেণ্ট পক্ষে উকিল
শ্রীযুক্ত বাবু নিশিকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

মোং বাকী কর

এক বাকী করের মোকদ্দমায় আদিম বিভাগে প্রজা ভূমাধিকারী আইনের ৬৭ ধারানুসারে এই মর্ম্মে ১১।২।৩৩ ত্রিং তারিখে ডিক্রী হয় যে বিবাদী ঐ তারিখ হইতে দুই মাস মধ্যে ডিক্রীর টাকা বাদীকে দেয়, অন্যথায় করের ভূমি হইতে উচ্ছেদ হয়। উক্ত দুই মাস অতীত হইবার পূর্ব্বেই ডিক্রীর টাকার মধ্যে ৪০০৲ টাকা দাখিল করিয়া বিবাদী অবশিষ্ট টাকা দিবার জন্য ৪।৪।৩৩ ত্রিং তারিখে আরও দুই মাস সময়ের প্রার্থনা করিয়া ঐ দুই মাস সময় প্রাপ্ত হয়। আদিম বিভাগের ৪।৪।৩৩ ত্রিং তারিখের এই দুই মাস সময় বর্দ্ধিত করিবার আদেশের বিরুদ্ধে বাদী এই আপীল করিয়াছেন।

রেস্পণ্ডেন্টের পক্ষে এই প্রাথমিক আপত্তি হইয়াছ যে এরূপ আদেশের বিরুদ্ধে আপীল নাই। কোন কোন আদেশের বিরুদ্ধে আপীল আছে তাহার উল্লেখ বৃটিশ দেঃ কার্যবিধি আইনের ১০4 ধারা ও অর্ডার ৪৩-১ রুলে আছে; তদ্ভিন্ন অন্য কোন আদেশের বিরুদ্ধে আপীল নাই। পূর্ব্বোক্ত ধারায় ও রুলে এরূপে সময় বর্দ্ধিত করার আদেশের কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং রেস্পণ্ডেন্টের পক্ষে প্রাথমিক আপত্তি যে আলোচ্য আদেশের বিরুদ্ধে আপীল নাই আমরা সঙ্গত মনে করি। কিন্তু এই আপীলের আবেদনপত্রকে রিভিশনের দরখাস্ত গণ্য করিয়া আমরা মূল বিচার্য্য বিষয়ের মীমাংসা করিতে পারি। মূল বিচার্য্য বিষয় এই যে ডিক্রীর টাকা বাদীকে দিবার জন্য ডিক্রীকর্ত্তৃক যে সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ডিক্রীর পরে ঐ সময় বর্দ্ধিত করিয়া দিবার অধিকার আদালতের আছে কিনা। বৃটিশ ভারতের ভিন্ন ভিন্ন হাইকোর্টে এই প্রশ্নের পরস্পর বিরুদ্ধ উত্তর দিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে খাস আদালতের আপীল বিভাগ একাধিক মোকদ্দমায় ঐ প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, যে আদালতের ঐরূপ সময় বর্দ্ধিত করিয়া দিবার অধিকার আছে। কিন্তু এই মতের প্রতিকূল মতের পোষকে আপলান্টের পক্ষে সুযোগ্য উকিল সরকার মহোদয় ত্রিপুরা রাজ্যের প্রিভি কাউন্সিল আপীল ১৩২৭ ত্রিং ১ নং বাজের উল্লেখ করিয়াছেন। এই নজিরে প্রিভিকাউন্সিলে নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে ডিক্রীর পরে ডিক্রীকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট সময় বর্দ্ধিত করিয়া দিলে ডিক্রীর পরিবর্ত্তন করা হয় এবং এরূপে ডিক্রী পরিবর্ত্তন করার অধিকার ডিক্রীকারক আদালতের নাই। ত্রিপুরা রাজ্যের প্রিভি কাউন্সিলের এই নজির অনুসরণ করিতে আমরা বাধ্য। এস্থলে ইহা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে এই নজির মাদ্রাজ হাইকোর্টের Dharmaraja Ayyar V. K. G. Srinivasa Mudaliar I.L.R. 39 Madras 876 নজির কর্ত্তৃক সমর্থিত।

অতএব আদেশ হইল যে এই রিভিশনের দরখাস্ত মঞ্জুর হয়; আদিম বিভাগের ১৩৩২ ত্রিং ৬ নং মোকদ্দমার ডিক্রী কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট দুই মাস সময় বর্দ্ধিত করিবার জন্য বিচার আদালতের পরবর্ত্তী আদেশ রহিত হয় এবং ডিক্রী কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট দুই মাস সময়ের মধ্যে বিবাদী ডিক্রীর টাকা না দেওয়ায় ডিক্রীর আদেশানুসারে বিবাদী বাকী করের জমি হইতে উচ্ছেদ হয়। পক্ষেরা প্রত্যেকে নিজের ব্যয় বহন করিবে, ইতি। সন ১৩৩৩ ত্রিং তারিখ ১৮ই চৈত্র।

Bhupal Chandra Ganguli
B. K. Sen
Judges

সেহা নং ------

অবগতির বাসনায় এই প্রতিলিপি আদালতে প্রেরিত হয়, ইতি সন ১৩৩৪ ত্রিং, তাং

চিফ্ জজ

নিদর্শন—৬২

প্রিভি কাউন্সিল আফিসে ব্যবহৃত ফর্ম্মের ও ব্যবহারের নমুনা

ত্রিপুরা রাজ্য

অর্ডার শিট

প্রিভি কাউন্সিল আদালত

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র ভৌমিক—বাদী
আপীলান্ট
ছানীকারী

শ্রীশ্রীযুত সরকার বাহাদুর গং রেস্পণ্ডেন্ট
প্রতিপক্ষ

মোং স্বত্ব সাব্যস্ত

১	২	৩	৪	৫
ক্রমিক নম্বর	আদেশের সন তারিখ	আদেশ	হাকিমের স্বাক্ষর	পক্ষাপক্ষের স্বাক্ষর ও মন্তব্য
১।	৫।২।৩৩ ত্রিং	এই ছানী প্রার্থনা গ্রাহ্য করা হইবে কিনা তদ্বিষয় আলোচনার জন্য আগামী ১০ই আষাঢ় এই নথি সদস্যগণ সমীপে পেশ করা হউক।	B. K. Sen সেক্রেটরী	
২।	১০।৩।৩৩ ত্রিং	অদ্য- একজন সদস্য অসুস্থ বিধায় আগামী ১২ই আষাঢ় শুনানীর দিন ধার্য্য থাকে।	B. K. Sen সেক্রেটরী	

৩। ১২।৩।৩৩ ত্রিং প্রার্থী প্রিভি কাউন্সিল নিষ্পত্তির পুনরালোচনার অদ্য প্রার্থনা করিয়া এই দরখাস্ত করিয়াছে। ত্রিপুরা রাজ্যের আইনে কিম্বা সংলগ্ন বৃটিশ রাজ্যের আইনে প্রিভি-কাউন্সিল নিষ্পত্তির পুনরালোচনার কোন বিধান নাই। আমরা এই কারণে ইতঃপূর্ব্বে এরূপ দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিয়াছি। অতএব আদেশ হইল যে প্রার্থীর পুনরালোচনার দরখাস্ত অগ্রাহ্য হয়।

B. C. Ganguli
Rana Bodhjung
P. K. Das Gupta
27.3.33

নিদর্শন—৬৩

ব্যবস্থাপক সভা গঠন

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মণ মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি। সন ১৩৩৭ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ১৭ই ভাদ্র

যেহেতু একটি ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হওয়া আবশ্যক, অতএব নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা সভা গঠন করা গেল ;—

১। এই সভার নাম "ব্যবস্থাপক সভা" বা Legislative Council হইবে।

২। শাসন বিভাগ হইতে উপস্থিত আইনের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা ও আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে সভার প্রস্তাব ও অভিমত অনুমোদন জন্য এপক্ষ সদনে উপস্থিত করা এই সভার কার্য্য হইবে।

৩। নিম্নলিখিত সদস্যগণ দ্বারা এই সভা গঠিত হইল ;—

শ্রীলশ্রীযুত মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মা বাহাদুর
শ্রীলশ্রীযুত মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর
শ্রীলশ্রীযুত সুরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা বাহাদুর, জজ, খাস আদালত
শ্রীলশ্রীযুত দীনমোহন দেববর্ম্মা বাহাদুর, মিলিটারী কমাণ্ডেন্ট
শ্রীযুত রায় জ্যোতিশ্চন্দ্র সেন বাহাদুর, রাজমন্ত্রী
শ্রীযুত দেওয়ান বিজয়কুমার সেন, এম, এ, বি, এল্, চিফ্ সেক্রেটারী
শ্রীযুত খাস আদালতের চিফ্ জজ (Ex-officio)
শ্রীযুত ঠাকুর ব্রজকৃষ্ণ দেববর্ম্মা, উজীর সাহেব
শ্রীযুত দেওয়ান অসিতচন্দ্র চৌধুরী, বি, এ, ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক, হিসাব বিভাগ
শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল্, ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক, রাজস্ব বিভাগ
শ্রীযুত রাণা বোধজঙ্গ বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী
শ্রীযুত কমলাপ্রসাদ দত্ত, এম্, এ, বি, এল্, এসিস্টান্ট প্রাইভেট সেক্রেটারী
শ্রীযুত মণিময় মজুমদার, এল্, এম্, এস্, ষ্টেট ফিজিশিয়ান
শ্রীযুত যতীন্দ্রচন্দ্র মৌলিক, ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক, হিসাব বিভাগ (অডিট শাখা)
শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা, এম্-এ (Harvard), ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক, শিক্ষা বিভাগ
শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট
শ্রীযুত বিনোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্, এ, বি, এল্, ষ্টেট এডভোকেট

শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ বসু, এল, এল, বি, জমিদার
শ্রীযুত রায় ভূধর দাস বাহাদুর, বি, এল, উকিল, রাজষ্টেট। 17

৪। এপক্ষ স্বয়ং এই সভার সভাপতির কার্য্য করিবেন।

৫। শ্রীলশ্রীযুত মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মা বাহাদুর ও শ্রীলশ্রীযুত মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর এই সভার সহকারী সভাপতির কার্য্য করিবেন।

৬। এপক্ষের অনুপস্থিতিতে সহকারী সভাপতিদ্বয়ের মধ্যে একজন সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

৭। সদস্যগণ মধ্যে অন্যূন সাতজন উপস্থিত থাকিলেই সভার কার্য্য পরিচালিত হইতে পারিবে।

৮। যে অধিবেশনে এপক্ষ উপস্থিত থাকিবেন তাহার কার্য্যবিবরণী সেক্রেটারী ও সহকারী সেক্রেটারী-দ্বয়ের মধ্যে একজনের স্বাক্ষরে এপক্ষ সদনে পেশ হইবে। এপক্ষ উপস্থিত না থাকিলে সেক্রেটারী এবং যিনি সভাপতির কার্য্য করিবেন তাঁহার স্বাক্ষরে সভার কার্য্যবিবরণী এপক্ষ সদনে পেশ হইবে।

৯। শ্রীযুত কমলাপ্রসাদ দত্ত, এম্, এ, বি, এল্ ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য করিবেন।

B. K. Sen
17.5.37.

নিদর্শন—৬৪

প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য নিয়োগ

B. B. K. Manikya

মেমো নং ১৫

প্রিভি কাউন্সিলে, যে সকল মোকদ্দমা মুলতবী আছে তাহার বিচারকার্য্যভার ১৩২৬ ত্রিপুরাব্দের ১ আইন বা সাক্ষাৎ আপীল ও প্রিভি কাউন্সিল সংক্রান্ত বিধির ৭ ধারার বিধান অনুসারে, পার্শ্বোক্ত তিন জন কার্য্য-কারকের উপর সাময়িকভাবে অর্পিত হইল। ইঁহারা সাময়িকভাবে প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন, ইতি। সন ১৩৩৭ ত্রিং, তারিখ ১৭ই ভাদ্র।

১। চিফ্ জজ, খাস আদালত
২। রাজমন্ত্রী
৩। শ্রীযুত বাবু কমলাপ্রসাদ দত্ত, এম্, এ, বি, এল্, এসিষ্ট্যান্ট প্রাইভেট সেক্রেটারী।

নিদর্শন—৬৫

খাস আদালতের চিফ্ জজ নিয়োগ: কুমার সুরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা

B. B. K. Manikya
3.2.39.

নং ২৬

দেওয়ান বাহাদুর শ্রীযুত বিজয়কুমার সেন শাসন বিভাগের কার্য্যে যোগদান করায় আদেশ করা গেল যে দ্বিরাদেশতরে অস্থায়ী জজ কুমার শ্রীলশ্রীযুত সুরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা বাহাদুরের হস্তে খাস আদালতের জজের কার্য্যভার ন্যস্ত থাকিবে। তিনি স্বীয় বিবেচনানুযায়ী জজ শ্রীযুত রমনীমোহন গোস্বামী অথবা জজ শ্রীযুত ঠাকুর ললিতমোহন দেববর্ম্মণ সহ একযোগে আপীল বিভাগের কার্য্য করিবেন এবং এতদুভয়ের অন্যতম জজ তাহার নির্দ্দেশানুসারে আদিম বিভাগের কার্য্য করিবেন। দেওয়ান বাহাদুর শ্রীযুত বিজয়কুমার সেনের নিকট যে সমুদয় আপীলের শুনানী হইয়াছে প্রয়োজন হইলে তাহার রায় প্রকাশ জন্য তিনি খাস আদালতের জজের ক্ষমতা পরিচালন করিবেন। ইতি। সন ১৩৩৯ ত্রিপুরাব্দ ৩রা জ্যৈষ্ঠ।

নিদর্শন—৬৬

খাস আদালতের চিফ জজ পদে নিযুক্তি: জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

মেমো নং ৩৮

B. B. K. Manikya
20.8.39.

ব্রিটিশের অবসরপ্রাপ্ত সেসন জজ শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয়কে আপাততঃ তিন বৎসরের জন্য খাস আদালতের চিফ্ জজের পদে নিযুক্ত করা যায়।

তাঁহার মাসিক বেতন মং ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা ধার্য্য করা গেল। তদতিরিক্ত তিনি বাসা, যান ইত্যাদি বিষয়ক পদোচিত প্রচলিত সুবিধাদি প্রাপ্ত হইবেন। ইতি সন ১৩৩৯ ত্রিপুরাব্দ. তারিখ ৩০শে কার্ত্তিক।

নিদর্শন—৬৭

মহাফেজখানার কর্মচারিগণের দৈনিক ডায়েরী রক্ষার এক পৃষ্ঠার একটি নিদর্শন অবগতি

১৩।১০।১৩৩৯ ত্রিং

অদ্য আফিসে আসিয়া জেনারেল সেহানবীশ বাবুর নিকট ডাকের কাগজের দুই খানার মোড়ক লাগাইয়া পিয়ন বহিতে ভুক্ত করতঃ বিলি করান গেল। তৎপর ২ খানা চালান শুদ্ধ লিখা হয় এবং একখানা নকলের

দরখাস্তে আদেশ লিখা হয়, ৭ খানা কাবাজে নোট দিয়া পেশে প্রেরণ করা হয়, তৎপর ৪ খানা কাগজ ফাইল সামিল করা হইল। আফিসের উপস্থিতিমতে অন্যান্য কার্য্য করা হয়।

দেখিলাম

K. K. Singh
নায়েব দেওয়ান
১৩।১০।৩৯ ত্রিং

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রকাশ সিংহ
মোহরের

অদ্য আফিসে আসিয়া নকলসেরেস্তার কার্য্য করা হয় ও আফিসের অন্য কার্য্যের সহায়তা করা হয়। ইতি

শ্রীআব্দুল খালেম
নকল নবীশ
১৩।১০।৩৯

নিদর্শন--৬৮

খাস আদালতের রায়: মোকদ্দমা--অসাবধানতায় মোটর চালনাব ফলে নরহত্যা

আগরতলা

খাস আদালত

আপীল বিভাগ

নজির

অধিবেশিত--শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, বি, এল্, চিফ্-জজ
কুমার শ্রীলশ্রীযুত সুরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা বাহাদুর, জজ

মোং ৪৫ নং ফৌঃ মেসিন সন ১৩৪০ ত্রিং
মোং ৩০৪ নং ফৌঃ ছং সন ১৩৩৯ ত্রিং

নিষ্পত্তির তারিখ ৬ই আষাঢ় সন ১৩৪১ ত্রিং

শ্রীপরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
বিবাদী মোসনকারী

শ্রীশ্রীযুত সরকার পক্ষে
শ্রীহাচন আলী
বাদী প্রতিপক্ষ

মোং অসাবধানতায় মোটর চালনাদ্বারা নরহত্যা বিষয়ক

উকিলের নাম
শ্রীযুত বাবু প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উকিলের নাম

এই মোসনে বিবেচ্য এই যে, কোন ছং ফৌজদারী মোকদ্দমায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাক্ষীগণের জবানবন্দী আংশিক বা সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ করিয়া চার্জ্জ স্থাপনের পূর্ব্বে স্থানান্তরে গেলে বিবাদী পরবর্তী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট Denovo trial দাবী করিতে পারে কিনা? ব্রিটিশ ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৩৫০ ধারা অবলম্বনে এই বিষয়ের

মীমাংসা করা প্রয়োজন। কাজে কাজেই দেখিতে হইবে যে, ছং মোকদ্দমায় চাৰ্জ্জ স্থাপনের পূর্ব্বের কার্য্যকে বিচারকার্য্য (trial) বলা যাইতে পারে কিনা? কিম্বা ঐ কার্য্য তদন্ত কার্য্য (inquiry) মাত্র?

আমাদের মতে ম্যাজিস্ট্রেট কোন ছং মোকদ্দমায় পক্ষাপক্ষের উপস্থিতিতে মোকদ্দমার কার্য্য আরম্ভ করিলেই ঐ মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে। চাৰ্জ্জ না হওয়া পর্য্যন্ত বিচার (trial) আরম্ভ হয় না এরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। সুতরাং ছং মোকদ্দমায় ম্যাজিস্ট্রেট কতক জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করিয়া স্থানান্তরিত হইলে বিবাদী পরবর্ত্তী বিচারকের নিকট denovo trial দাবী করিতে পারিবে ইহাই আমাদের মত। অতএব

আমরা এই আদেশ করিলাম যে,

এই মোসন গ্রাহ্য হয়। বাদীপক্ষের সাক্ষীগণের পুনরায় প্রথম হইতে জবানবন্দী গ্রহণে মোকদ্দমা বিচার (denovo trial) করার জন্য নথী ম্যাজিস্ট্রেট আফিসে প্রেরিত হয়, ইতি। ৬।৩।৪১ ত্রিং

J. M. Das
S. C. Deb Barma
Judges

নিদর্শন--৬৯

প্রিভি কাউন্সিল আপীল মোকদ্দমায়, খাস আদালতের প্রাণদণ্ডাদেশের পরিবর্তে রাজ্যেশ্বরের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি

B. B. K. Manikya
6.10.41

মেমো নং ৫৬

প্রিভি কাউন্সিল আপীল নং ১ ফৌজদারী ১৩৪১ ত্রিং

শ্রীলাঙ্গল দাস ত্রিপুরা ওরফে শ্যাম রায় ত্রিপুরা বিবাদী কয়েদী আপীলান্ট — শ্রীশ্রীযুত সরকার বাহাদুর পক্ষে শ্রীভাদুচন্দ্র ত্রিপুরা বাদী ...... রেস্পণ্ডেন্ট

মোঃ জ্ঞান কৃতবধ

প্রিভি কাউন্সিলের সদস্যগণের অভিমত ও কাগজাত আলোচনান্তে অপরাধ নির্ণয় সম্পর্কে সদস্যগণ সহ একমত হইয়া এবং দণ্ডাদেশ সম্পর্কে অধিকাংশের মত গ্রহণকরতঃ

আদেশ করা গেল যে

খাস আদালতের অপরাধ নির্ণয় স্থিরতর থাকে এবং প্রাণদণ্ডাদেশের পরিবর্ত্তে অপরাধী লাঙ্গল দাস ওরফে শ্যাম রায় ত্রিপুরা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করে। ইতি। সন ১৩৪১ ত্রিং, তারিখ ৬ই মাঘ।

নিদর্শন—৭০

রাজনৈতিক ডাকাতী ইত্যাদি মোকদ্দমা বিচারের জন্য বিশেষ ফৌজদারী আদালত গঠন

B. B. K. Manikya
28.4.1342

মেমো ৫৮

ফৌজদারী বিচার ও শাস্তিবিষয়ক ১৩৪২ ত্রিপুরাব্দের ১ আইনের ৪, ১৫ ও তৎসংসৃষ্ট অন্যান্য ধারার বিধানানুসারে পার্শ্বলিখিত মোকদ্দমার বিচার জন্য নিম্নলিখিত তিন জন বিচারক দ্বারা একটি বিশেষ ফৌজদারী আদালত গঠিত হয়। আদালত উপরোক্ত আইনের বিধানানুসারে এই মোকদ্দমা বিচার করিবেন।

৩৯ নং প্রঃ এঃ

২৩।১২।৪১ ত্রিং

শ্রীশ্রীযুত সরকার বাহাদুর
পক্ষে
শ্রীসুরুজ মিঞা, কন্‌ষ্টেবল—বাদী
বনাম
১। শ্রীপবিত্র পাল
২। শ্রীশচীন্দ্র দত্ত
৩। শ্রীকৃষ্ণপদ চক্রবর্ত্তী
গং—বিবাদী
মোঃ ডাকাইতি ইত্যাদি।

১। শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, বি, এল্
(চিফ্ জজ, খাস আদালত)—প্রেসিডেন্ট
২। শ্রীযুত রায় বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ দাস, এম্, এ, বি, এল্
(ব্রিটিশ রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিকট্ ও সেসন জজ)—জজ
৩। শ্রীযুত রমনীমোহন গোস্বামী, এম, এ, বি, এল্
(খাস আদালত আদিম ১ সেসন বিভাগের জজ)
—জজ

বিশেষ ফৌজদারী আদালতের বিচারপতি নিয়োগ

No—65/p-c
28.4.42

B. B. K. Manikya
28.4.1342

মেমো নং ৬০

১৩৪২ ত্রিপুরাব্দের ফৌজদারী বিচার ও শাস্তি বিষয়ক ১ আইনের ৪ ও ১৫ ধারার বিধানানুসারে পার্শ্বলিখিত মোকদ্দমার বিচার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে বিশেষ আদালতের বিচারক নিয়োগ করা যায়ঃ—

৩৯ নং প্রঃ এঃ

২৩।১২।৪১ ত্রিং

শ্রীশ্রীযুত সরকার বাহাদুর
পক্ষে
শ্রীসুরুজ মিঞা, কন্‌ষ্টেবল—বাদী
বনাম
১। শ্রীপবিত্র পাল
২। শ্রীশচীন্দ্র দত্ত
৩। শ্রীকৃষ্ণপদ চক্রবর্ত্তী
গং—বিবাদী
মোঃ ডাকাইতি ইত্যাদি।

১। শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, বি, এল্
(চিফ্ জজ, খাস আদালত)—প্রেসিডেন্ট
২। শ্রীযুত রায় বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ দাস, এম্, এ, বি, এল্
(ব্রিটিশ রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিকট্ ও সেসন জজ)—জজ
৩। শ্রীযুত রমনীমোহন গোস্বামী, এম, এ, বি, এল্
(খাস আদালত আদিম ১ সেসন বিভাগের জজ)
—জজ

নিদর্শন—৭১

একটি বিশেষ ফৌজদারী আদালত গঠন সম্বন্ধে দেওয়ান শাসনের প্রস্তাব

মেমো নং ৫৯

প্রস্তাব ও মুসাবিদা মঞ্জুর করা যায়। ইতি

B. B. K. Manikya

২৮।৪।৪২ ত্রিং

No—158

পার্শ্বোল্লিখিত মোকদ্দমা অত্যন্ত জটিল এবং গুরুতরবিধায় এই মোকদ্দমার বিচার কার্য্য ফৌজদারী বিচার ও শাস্তিবিষয়ক ১৩৪২ ত্রিপুরাব্দের ১ আইনের বিধানানুসারে একটি বিশেষ আদালত দ্বারা সম্পাদিত হওয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। অতএব উক্ত আইনের ৪, ১৫ ও তৎসংসৃষ্ট অন্যান্য ধারার বিধানানুসারে নিম্নলিখিত তিন জন বিচারক দ্বারা একটি বিশেষ আদালত গঠিত হইতে পারে। আদালত উপরোক্ত আইনের বিধানানুসারে এই মোকদ্দমার বিচার করিবেন।

৩৯ নং প্রঃ এঃ

২৩।১২।৪১ ত্রিং

শ্রীশ্রীযুত সরকার বাহাদুর

পক্ষে

শ্রীসুরুজ মিঞা, কন্‌ষ্টেবল—বাদী

বনাম

১। শ্রীপবিত্র পাল

২। শ্রীশচীন্দ্র দত্ত

৩। শ্রীকৃষ্ণপদ চক্রবর্ত্তী

গং—বিবাদী

মোঃ ডাকাইতি ইত্যাদি।

১। শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, বি, এল্
(চিফ্ জজ, খাস আদালত)—প্রেসিডেন্ট

২। শ্রীযুত রায় বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ দাস, এম্, এ, বি, এল্
(ব্রিটিশ রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্‌ট্ ও সেসন জজ)—জজ

৩। শ্রীযুত রমনীমোহন গোস্বামী, এম, এ, বি, এল্
(খাস আদালত আদিম ১ সেসন বিভাগের জজ)
—জজ

নির্ব্বাচিত তিন জন মধ্যে ১ নং এবং ৩ নং জজ এ রাজ্যের সরকারী কর্ম্মচারী। ২ নং শ্রীযুত রায় বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ দাস ব্রিটিশ রাজ্যে এই শ্রেণীর বিশেষ আদালতে কার্য্য করিয়াছেন।, যে কয়জন ব্রিটিশ রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত কার্য্যকারক এই কার্য্যভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন বলিয়া জানা গিয়াছে তন্মধ্যে রায় বাহাদুর শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ দাসের দাবীই নিম্নতম। কারণ তিনি কার্য্যে নিযুক্ত থাকার দিন ব্রিটিশ রাজ্যের হারে দৈনিক ৬০৲ (ষাইট টাকা) এবং অন্যান্য দিন মাত্র দৈনিক ১০৲ (দশ টাকা)তে কার্য্য করিতে স্বীকৃত আছেন। যাতায়াতের পাথেয় ব্রিটিশ রাজ্যের প্রথানুসারে প্রথম শ্রেণীর দিতে হইবে। সুতরাং শ্রীযুত রায় বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়কে যে যে দিন বিশেষ আদালতের কার্য্য হইবে ঐ ঐ দিনের জন্য দৈনিক ৬০৲ (ষাইট টাকা) হিসাবে এবং অন্যান্য দিনের জন্য দৈনিক ১০৲ টাকা হিসাবে এলাউন্স এবং যাতায়তের জন্য প্রথম শ্রেণীর পাথেয় প্রদানের সর্ত্তে নিয়োগ করা যাইতে পারে। এতৎ সম্পর্কে ইতঃপূর্ব্বে শ্রীশ্রীযুত সহ আলোচিত হইয়াছে।

এতৎসহ এই বিশেষ আদালত গঠন সম্পর্কিত এবং উক্ত আদালতের জজ নিয়োগ সম্পর্কিত দুইটি মোসাবিদা উপস্থিত করা হইল।

বিহিতাদেশ প্রার্থনায় শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর সাক্ষাৎ পেশ হয়।

B. K. Sen
দেওয়ান শাসন
12.8.32.

নিদর্শন—৭২

ব্যবহারজীবী আইন সংশোধন (ওকালতী পরীক্ষা দিবার যোগ্যতা)

মেমো নং ৯০

B. B. K. Manikya

22.3.45.

এ রাজ্যের ব্যবহারজীবী আইনের ১০ ধারীর বিধান অনুসারে I.A বা I Sc পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলেই প্রথম শ্রেণীর ওকালতী পরীক্ষা দিবার সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু অধুনা অধিকতর শিক্ষিত ব্যক্তিকে উক্ত পরীক্ষায় উপস্থিত. হইতে দেওয়া সঙ্গত বিবেচনায় আদেশ হইল যে—

অতঃপর বি. এ, বা বি. এস. সি উপাধিধারী ব্যক্তি ভিন্ন কেহই এ রাজ্যের ওকালতী পরীক্ষা দিবার অধিকারী হইবে না। ইতি সন ১৩৪৫ ত্রিং ২২শে আষাঢ়।

নিদর্শন—৭৩

চিফ্ জাস্টিস পদে নিয়োগ: খগেন্দ্রচন্দ্র নাগ

B. B. K. Manikya

10.4.47 TE

খাস আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারপতি চিফ্ জজ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, বি, এল্, মহাশয় বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত কার্যে ইস্তাফা দেওয়ায় তৎস্থলে. শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রচন্দ্র নাগ, বি, এ, এম, বি, ই, বার-এ্যাট-ল মহাশয়কে মাসিক মং ৭০০৲ সাত শত টাকা বেতনে প্রধান বিচারপতি (Chief Justice) পদে নিযুক্ত করা যায়। হাজিরের তারিখ হইতে তিনি নিযুক্ত গণ্য হইবেন। ইতি—সন ১৩৪৭ ত্রিপুরাব্দ তারিখ ১০ই শ্রাবণ।

নিদর্শন—৭৪

খাস আদালতের বিচার নিষ্পত্তি: মোকদ্দমা—সংশিত মূলীয় দাবী রহিত করা

ত্রিপুরারাজ্য

খাস আদালত—আপীল বিভাগ

নজির

অধিবেশিত—শ্রীযুত বাবু খগেন্দ্রচন্দ্র নাগ, বি, এ, বার-এট্-ল, এম্-বি-ই, চিফ্ জাষ্টিস
শ্রীযুত ঠাকুর হৃদয়রঞ্জন দেববর্ম্মা, জর্জ
বিচারপতিগণ

নিষ্পত্তি তারিখ ১৪ই আশ্বিন সন ১৩৪৭ ত্রিং
মোং ১৩ নং দেঃ আঃ সন ১৩৪৭ ত্রিং
মোঃ ৮৮ নং দেঃ অঃ সন ১৩৪২ ত্রিং

দি টিপারা টি করপোরেশন লিমিটেড — বাদী-আপীলান্ট
বং
শ্রীশ্রীযুত স রকার বাহাদুর পক্ষে
শ্রীযুত সদর কালেক্টার গং — বিবাদী-রেস্পণ্ডেন্ট

আপীলান্ট পক্ষে উকিল শ্রীযুত প্রিয়নাথ বন্দোপাধ্যায়
রেস্পণ্ডেন্ট পক্ষে উকিল শ্রীযুক্ত মুন্সী আব্দুল আজিজ

মোং—সংশিত মূলীয় দাবী বাদীর অদেয় সাব্যস্তে তন্মূলীয় আনুষ্ঠানিক কার্য্য পণ্ড ও রহিত বাবত।

এই আপীলটিতে শুধু একটি বিষয়ই বিচার্য্যের বিষয়। বনকর বিভাগ সম্বন্ধীয় ১৩৩০ ত্রিং সংশোধিত নিয়মাবলী ২ ধারার মর্ম্মানুযায়ী বাদী—আপীলান্ট প্রতিকার পাইতে পারে কিনা ইহাই আমাদের বিচার্য্যের বিষয়। ২ ধারাতে লিখিত আছে যে "এ রাজ্যের তালুকদার কি জোতদার বাসিন্দা প্রজা স্বীয় তালুক কি জোত ভূমিস্থিত নিম্নলিখিত বৃক্ষাদি এরাজ্য মধ্যে নিজ প্রয়োজনে ব্যবহারার্থ কর্ত্তন করিতে পারিবে ইত্যাদি।" রেস্পণ্ডেন্ট সরকার পক্ষের বক্তব্য এই যে "বাসিন্দা" শব্দটি "এ রাজ্যের তালুকদার" এর বিশেষণ এবং বাদী আপীলান্টকে প্রমাণ করিতে হইবে যে সে এরাজ্যের বাসিন্দা। রেস্পণ্ডেন্ট সরকার পক্ষ ইহাও বলেন যে ইহা প্রমাণ করিতে না পারিলে বাদী কোনও প্রতিকার পাইতে পারে না এবং সংশিত মূলীয় দাবী বাদীর দেয় হইবে। অতএব ২ ধারার ব্যাখ্যা দরকার। বাদী যে এ রাজ্যের তালুকদার ইহা নিম্ন আদালত মূল মোকদ্দমাতে সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং ইহা আমরা অনুমোদন করিলাম। কিন্তু তিনি ইহাও সাব্যস্ত করিয়াছেন যে সে এ রাজ্যের "বাসিন্দা" তালুকদার নহেন। ২ ধারাতে "বাসিন্দা" শব্দটি "এ রাজ্যের তালুকদার" এর পরে ব্যবহার করা হইয়াছে। সরকার পক্ষ বলেন যে "বাসিন্দা" শব্দটি "এ রাজ্যের তালুকদার" এর বিশেষণ এবং বাদী-আপীলান্টকে প্রমাণ করিতে হইবে যে সে এই রাজ্যের বাসিন্দা তালুকদার। এই ব্যাখ্যার সহিত আমরা একমত হইতে অক্ষম। বাঙ্গলা ভাষাতে—বিশেষতঃ বাঙ্গলা ভাষার গদ্য রচনাতে—বিশেষণ সর্ব্বদাই বিশেষ্য পদের পূর্ব্বেই থাকে। সাধারণতঃ ইহাই দেখা যায়। অবশ্য পদ্য রচনাতে বিশেষণ কোন ২ সময় বিশেষ্য পদের পরে থাকিতে পারে। এই সাধারণ রীতির বিরুদ্ধে আমরা কেন এই ধারাটি রেস্পণ্ডেটের সাঁপক্ষে ব্যাখ্যা করিব ইহার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ আমাদের নিকট উপস্থাপিত করা হয় নাই। কোনও আইনের ধারার ব্যাখ্যা করিতে হইলে কোন ২ ও সময় সেই আইনের "objects and reasons" দেখিতে হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু আইন কর্ত্তাদের Councilএ তর্ক বিতর্ক এবং তাহাদের মতামত আইনতঃ আদালতে গ্রাহ্য নয়। বনকর বিভাগ সম্বন্ধীয় ১৩৩০ ত্রিং সনের সংশোধিত নিয়মাবলীতে যে অতি সামান্য "objects and reasons" আছে তাহা হইতে ঐ নিয়মাবলীর কোন ধারাই ব্যাখ্যা হইতে পারে না বা করা যায় না। বিশেষতঃ আইনের মর্ম্ম

এই যে কোনও ধারা যদি অতি সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হইয়া থাকে এবং ভাবার্থে যদি কোনও ambiguity না থাকে তাহা হইলে সরল অর্থই গ্রাহ্য। "objects and reasons" এর অনুশাসনে অন্য কোনও ব্যাখ্যা এস্থলে করা উচিত নয়। ২ ধারা অতি সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং ইহাতে কোনও ambiguity না থাকায় আমরা সাব্যস্ত করিলাম যে "বাসিন্দা" শব্দটি "এরাজ্যের তালুকদার" এর বিশেষণ নহে, এবং সংশিত-মূলীয় দাবী বাদীর অদেয়।

অতএব আদেশ হয় যে বাদীর মূল মোকদ্দমা ও আপীল ডিক্রী হয়। ২৮৩ নং / ১৩৩৩ ত্রিং সংশিতের দাবী বাদীর অদেয় বলিয়া সাব্যস্ত হয়। এই আপীলে পক্ষাপক্ষ আপন আপন খরচ বহন করে। বাদী মূল মোকদ্দমার ন্যায্য খরচ বিবাদী পক্ষ হইতে পাইবে।

K. C. Nag
Chief Justice
H. R. Deb Barma

14.6.47.

নিদর্শন—৭৫

খাস আদালতের বিচারপতি নিযুক্ত: বাবু সারদাচরণ সরকার

নং ১৫৯

B. B. K. Manikya

21.11.48.

রোবকারী দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর, কে, সি, এস্, আই এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, সন ১৩৪৮ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ২১শে ফাল্গুন।

ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিসভুক্ত কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ সরকার, এম, এ, বি, এল কে এতদ্বারা খাস আদালতের Puisne Judge পদে নিযুক্ত করা যায়।

চলিত বর্ষের ১৭ই পৌষ তারিখ হইতে তাহার এই পদে নিযুক্তি প্রবল গণ্য হইবে। ইতি—

নিদর্শন—৭৬

ত্রিপুরা রাজ্যের শাসনতন্ত্র বা ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দের ত্রিপুরা-গভর্ণমেণ্ট আইন*

নং ৯৯৬ ক্যাম্প

শ্রীবীরবিক্রম মাণিক্য

আদেশ

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চ-শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর, কে, সি, এস, আই, এলাকে ত্রিপুরা রাজ্য, রাজধানী আগরতলা, ইতি, সন ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ২০শে আষাঢ়।

যেহেতু শাসন সংস্কার সম্বন্ধীয় এ পক্ষের বিগত ১৩৪৯ ত্রিপুরাব্দের শুভ নববর্ষের ঘোষণায় ত্রিপুরা-রাজ্যের শাসনকার্য্য নিয়ন্ত্রণার্থে অগৌণে এক লিখিত শাসনতন্ত্র প্রচার সম্পর্কে এ পক্ষের প্রিয় প্রজাবৃন্দকে প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হইয়াছিল;

এবং যেহেতু এ পক্ষের উক্ত সংকল্প বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক রাজ্যের ও পারিপার্শ্বিক যাবতীয় অবস্থাসহ পরীক্ষিত হইয়া ত্রিপুরারাজ্যের এক শাসনতন্ত্র রচিত ও আইনের পাণ্ডুলিপি আকারে এ পক্ষের মঞ্জুরীর জন্য উপস্থিত হইয়াছে;

অতএব অতি আনন্দের সহিত আদেশ করা যায় যে,

সঙ্গীয় শাসনতন্ত্রের পাণ্ডুলিপি মঞ্জুর হয়, এবং উহা আগামী ১লা শ্রাবণ হইতে ত্রিপুরা রাজ্যের শাসনতন্ত্র, বা ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দের ১ আইন নামে রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রবল হয়।

*ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেটের ১লা শ্রাবণ, ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দ তারিখের বিশেষ সংখ্যায় প্রচারিত। গেজেটে প্রকাশিত মঞ্জুরী আইনটি এস্থলে দেওয়া হইল না।

নিদর্শন—৭৭

হাইকোর্টের বিচার নিষ্পত্তি : মোকদ্দমা—ডিক্রীজারী

ত্রিপুরা রাজ্য
রাজধানী আগরতলা
হাইকোর্ট অব্ জুডিকেচর, ত্রিপুরা—আপীল বিভাগ
নজির
অধিবেশিত শ্রীযুত বাবু খগেন্দ্রচন্দ্র নাগ, বার-এট্-ল; এম্,বি,ই,; চিফ জাস্টিস্
ও
শ্রীযুত বাবু অখিলচন্দ্র মজুমদার, এম্,এ, বি,এল্, জজ
নিষ্পত্তির তারিখ ২২।৫।সন ১৩৫১ ত্রিপুরা
৪নং দেঃ আঃ বাজে সন ১৩৫১ ত্রিপুরা
২৩নং ডিং সন ১৩৫০ ত্রিপুরা

শ্রীকৃষ্ণকুমার ত্রিপুরা, দায়িক—আপীঃ
এবং
শ্রীকালীকিঙ্কর শৰ্ম্মা গং, ডিক্রিদার—রেস্পঃ
আপীলান্ট পক্ষে উকীল শ্রীযুত প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
রেস্পঃ পক্ষে উকীল শ্রীযুত রমানাথ চক্রবর্ত্তী
মোং—ডিক্রিজারী

ডিক্রীজারী মূলে এই আপীলটি দায়িক দাখিল করিয়াছে। এই আপীলে দুইটি বিচার্য্য বিষয় এই যে—১ম, ভারত গভর্ণমেন্টের প্রচলিত হিন্দু স্ত্রীর উত্তরাধিকারী বিষয়ক Act No. 18 of 1937 (যাহা ১৪ই এপ্রিল ১৯৩৭ ইং সন হইতে কার্য্যকরী হইয়াছে) এই কাজ্যে হিন্দুদিগের প্রতি প্রযোজ্য কিনা; ২য়—মৃত ব্যক্তি নামীয় ডিক্রীজারীর অযোগ্য এই প্রশ্নটি জারীর আদালতে বিচার্য্য কিনা। প্রথম বিচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে যখন কোনও Common Law পরবর্ত্তী Statute Law দ্বারা amended বা modified হয় উক্ত Statute Lawই আইন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত Statute Lawই কোনও বিচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে প্রয়োগ করিতে হইবে। এস্থলে Hindu Common Law যখন Act No. 18 of 1937 দ্বারা amended হইয়াছে এই Statute Lawই প্রয়োগ করিতে হইবে। দ্বিতীয় বিষয় সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে মৃত ব্যক্তির নামীয় ডিক্রী জারীর অযোগ্য ইহা জারীর আদালতেই বিচার্য্য বটে। কিন্তু এস্থলে মৃত ব্যক্তির মৃত্যু কোন্ তারিখে ঘটিয়াছিল ইহা অবধারণ করা দরকার।

অতএব আদেশ—মোকদ্দমাটি নিম্ন আদালতে remand করা হয়, এবং আমাদের উক্ত দুইটি আইন ঘটিত নির্দ্দেশ অনুসারে ইহা নিষ্পত্তি হয়। Costs in the Court below will abide the result No order as to costs in this appeal.

K. C. Nag
Chief Justice
A. C. Majumdar
Judge
22.5.51

নিদর্শন—৭৮

রাজসভা বিচার কমিটির বিচার নিষ্পত্তি

ত্রিপুরা রাজ্য
রাজধানী আগরতলা
রাজসভা—বিচার কমিটি

নজির

B. B. K. Manikya

প্রিভি-কাউন্সিল আপীল নং ১ দেওয়ানী বাজে সন ১৩৫০ ত্রিপুরাব্দ।

শ্রীরজনীকান্ত পাল দায়িক —— আপীলান্ট।

মৃত হরকুমার মোদকস্থলে তৎত্যজ্য বিত্তভোগী ওয়ারীশ পুত্র ১। শ্রীসুশীল কুমার মোদক ২। শ্রীসুনীল কুমার মোদক নাবালক (বর্ত্তমানে সাবালক) ৩। শ্রীঅনিল কুমার মোদক নাবালক (বর্ত্তমানে সাবালক)—রেস্পণ্ডেন্ট।

মোকদ্দমা ডিক্রীজারী।

সদস্যগণের অভিমত আলোচনায় প্রকাশ পায় আলোচ্য ডিক্রীজারী মোকদ্দমার আপীল প্রিভিকাউন্সিলে গ্রহণযোগ্য নহে, অতএব

আদেশ—

এই আপীল ডিসমিস হয়। পক্ষগণ নিজ নিজ আদালত ব্যয় বহন করে, ইতি। সন ১৩৫১ ত্রিং, তারিখ ২৫শে ফাল্গুন।

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা
ভারপ্রাপ্ত সদস্য,
রাজসভা, বিচার কমিটি।

প্রিভিঃ আপীল নং ১ দেঃ বাজে সন ১৩৫০ ত্রিপুরা।
খাস আঃ নং ২১ দেঃ আঃ বাজে সন ১৩৪৯ ত্রিং।
তারিখ ২২শে ফাল্গুন ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দ।

শ্রীরজনীকান্ত পাল ---- দায়িক।
আপীলান্ট।

বনাম

হরকুমার মোদক স্থলে তৎত্যজ্য বিত্তভোগী ওয়ারীশ পুত্র ১। শ্রীসুশীল কুমার মোদক ২। শ্রীসুনীল কুমার মোদক (বর্ত্তমানে সাবালক) ৩। শ্রীঅনিল কুমার মোদক নাবালক (বর্ত্তমানে সাবালক)—রেস্পণ্ডেন্ট।

আইন, বিচার ও ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি

মোকদ্দমা ডিক্রীজারী।

খাস আদালতের ডিক্রীজারী সংক্রান্ত ১৩৪৯ ত্রিপুরাব্দের ২১ নং দেওয়ানী আপীলের ১৭।১।৫০ ত্রিং তারিখের নিষ্পত্তি আদেশের প্রতিকূলে এই সাক্ষাৎ আপীল উপস্থিত হইয়াছে। আপীলান্টের উকীলের বক্তব্য শ্রবণ করা গেল।

ত্রিপুরা রাজ্যের শাসনতন্ত্র অর্থাৎ ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দের ১ আইন ও শাসনতন্ত্রাধীন ৪নং নিয়মাবলী প্রচার হইবার পর হইতে উক্ত নিয়মাবলীর তৃতীয় পরিচ্ছেদস্থ ১৯ সংখ্যক নিয়মানুসারে আপীল সম্পর্কে বিচার কমিটির অধিকার ও বিচার্য্য মোকদ্দমার প্রকার নিয়ন্ত্রিত হয়।

উক্ত নিয়মের (চ) প্রকরণানুসারে মূল দেওয়ানী মোকদ্দমায় সাক্ষাৎ আপীল না হইয়া থাকিলে ডিক্রীজারী ও নীলামাদি সংক্রান্ত কোন বিষয়ে সাক্ষাৎ আপীল চলিতে পারে না। সুতরাং বর্ত্তমান আইনের মূল ব্যবস্থানুসারে এই আপীল গ্রহণযোগ্য নহে।

তবে এই আপীল শাসনতন্ত্র প্রচারের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের বিধায় উক্ত ৪নং নিয়মাবলীর ১৯(ক) প্রকরণানুসারে পূর্ব্ব প্রচলিত আইন, অর্থাৎ ১৩২৬ ত্রিপুরাব্দের ১ আইন সম্মত হইলে কমিটির বিচার্য্য হইতে পারে।

১৩২৬ ত্রিপুরা ১ আইনের ৫ ধারার বিধান দ্বারা তৎকালীন প্রিভি-কাউন্সিলের বিচারাধিকার ও বিচার্য্য মোকদ্দমার প্রচার নিয়ন্ত্রিত হয়।

উক্ত ধারার (ক) প্রকরণে দেওয়ানী মোকদ্দমায় যেস্থলে নালিশী তায়দাদ ১০০০৲ এক হাজার টাকা বা তদূর্দ্ধ মাত্র তথায়ই প্রিভি কাউন্সিল আপীল চলিতে পারে বলিয়া ব্যবস্থিত হইয়াছে; উক্ত ধারায় ডিক্রীজারী ইত্যাদি বাজে মোকদ্দমার কোন উল্লেখ নাই।

আমাদিগের অভিমতে ডিক্রীজারী "তায়দাদ বিশিষ্ট দেওয়ানী মোকদ্দমা" সংজ্ঞান্তর্গত হইতে পারে না এবং আপীলান্টের উকীলেরও ইহা স্বীকৃত।

বিশেষতঃ ১৩৪৮ ত্রিপুরাব্দের ৩নং দেওয়ানী বাজে আপীল নিষ্পত্তি উপলক্ষে বিচারক সদস্যগণের স্পষ্ট নির্দ্ধারণ এই যে "প্রিভি কাউন্সিল সংক্রান্ত ১৩২৬ ত্রিং সনের ১ আইনের ৫ ধারার বিধানমতে নীলাম রহিতের প্রার্থনা দেওয়ানী মোকদ্দমার সংজ্ঞাভুক্ত করবার কারণ নাই।" উক্ত পূর্ব্ব মীমাংসা আমাদিগের বিশেষভাবে বিবেচ্য।

অতএব শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর সমীপে আমাদিগের

বিনীত অনুরোধ যে,

অবস্থানুসারে পক্ষগণের প্রতি নিজ নিজ আদালত ব্যয় বহনের নির্দ্দেশসহ এই আপীল ডিসমিসের আদেশ প্রচারিত হয়, ইতি।

B. K. Dev Barman
22.11.51
B. K. Sen
I agree
K. Dutt

সদস্যগণ।

নিদর্শন—৭৯

গ্রাম্যমণ্ডলী আইনের কতিপয় সংশোধন বিষয়ক আদেশ

নং ৩৫৯

B. B. K. Manikya
30.11.56

আদেশ

দরবার-বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি কর্ণেল হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর, জি,বি,ই,কে,সি,এস,আই, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি। সন ১৩৫৬ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ৩০শে ফাল্গুন।

যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যে গ্রাম্যমণ্ডলী প্রতিষ্ঠা কার্য্যভার শাসন সংস্কার বিভাগের কর্ত্তৃত্বাধীনে নির্ব্বাহিত হওয়া এবং তৎপরতার সহিত এই কার্য্য নিষ্পন্ন হওয়া এপক্ষের অভিপ্রেত,—

অতএব এপক্ষের স্বাধিকার এবং ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দের ১ আইন (বা ত্রিপুরা শাসনতন্ত্রের) ৪৪ ধারার বিধানের অনুবলে নিম্নোক্ত আদেশ করা গেল :—

১। এই আদেশ গ্রাম্যমণ্ডলী আইন বা ১৩৫০ ত্রিপুরাব্দের ১ আইনের সংশোধন বিষয়ক ১৩৫৬ ত্রিপুরাব্দের ৮নং আদেশ নামে অভিহিত হইয়া অবিলম্বে (অতীতকাল সহ) ১৩৫৬ ত্রিপুরাব্দের ১লা পৌষ হইতে কার্য্যে পরিণত হইবে।

২। গ্রাম্য মণ্ডলী আইনের ৩(গ) ধারার "মন্ত্রী" শব্দের ব্যাখ্যা নিম্নলিখিতরূপে পরিবর্ত্তিত হইবে, যথা :—

(গ) "মন্ত্রী" শব্দে "শাসন সংস্কার বিভাগের মন্ত্রী বা তৎকার্য্যভার প্রাপ্ত কার্য্যকারককে বুঝাইবে"।

৩। মণ্ডলী আইনের যে যে স্থলে "স্বায়ত্তশাসন বিভাগের" উল্লেখ আছে তথায় তৎপরিবর্ত্তে "শাসন সংস্কার বিভাগ" পাঠ গৃহীত হইবে।

৪। (ক) গ্রাম্যমণ্ডলী আইনের চতুর্থ পরিচ্ছেদ বা অন্যান্য যে যে বিধানে কোন অনুষ্ঠানের জন্য সময় বা ম্যাদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, নির্দ্দেশোক্ত সময়ের সুযোগ গ্রহণ ব্যতীতই অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইতে পারে এরূপ হৃদবোধ হইলে;

(১) মন্ত্রী বিশেষ আদেশ দ্বারা ব্যবস্থিত সময় হ্রাস বা বাদ দিতে; অথবা—

(২) আইনের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়োজনে সংসৃষ্ট অনুষ্ঠান আদৌ অনাবশ্যক মনে করিলে, বিশেষ বা সাধারণ আদেশ মূলে উক্ত অনুষ্ঠান অনাবশ্যক বলিয়া নির্দ্দেশ প্রচার করিতে; এবং

(৩) মূল উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণতির জন্য প্রচলিত ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

উল্লিখিত অবস্থায় সংসৃষ্ট অনুষ্ঠান মূল কার্য্য সম্পর্কে অনাবশ্যক গণ্যে তদ্ব্যতীত বা মন্ত্রীকর্ত্তৃক সংশোধিত ব্যবস্থানুযায়ী কার্য্য নিষ্পন্ন হইলে উহা সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) মন্ত্রী প্রদত্ত প্রোক্ত (ক) উপধারা বিবৃত আদেশ নির্দ্দেশ শাসন সংস্কার বিভাগের নোটিশ বোর্ডে

এবং সংসৃষ্ট কালেক্‌টারী আফিস ও তহশীল কাছারীর নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হইলেই প্রচার সম্পূর্ণ আইন সম্মত বলিয়া গণ্য করা হইবে, পরন্তু উক্ত আদেশ নির্দ্দেশ ষ্টেট্ গেজেটে প্রচারিত হইলে নোটিশ বোর্ডে প্রচার অনাবশ্যক হইবে।

এরূপ কোন নির্দ্দেশ সম্বন্ধে, কোন আদালতে কোন মোকদ্দমা বা তর্ক গৃহীত হইবে না এবং আদালত মন্ত্রীর আদেশ নির্দ্দেশ স্বতঃই আইনসম্মত বলিয়া গ্রহণ করিবেন।

৫। গ্রাম্যমণ্ডলী আইনের ৩(ছ), ১০০(খ) ও তৎসংসৃষ্ট অন্য ধারাস্থ "তত্ত্বাবধায়ক" বা "সার্কল অফিসার" নিয়োগ ও অন্যান্য পদে লোক নিয়োগ এবং ১০৬ ধারা বিবৃত নিয়মাদি প্রণয়ন ও প্রচলন (উক্ত ধারা সমূহের ব্যবস্থা স্বত্ত্বেও) শাসন সংস্কার বিভাগের মন্ত্রী বা তৎক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের ক্ষমতায়ত্ত হইবে।

---

১ অস্পষ্ট ও সম্ভাব্য শব্দ

২ ও ৩ অংশ ছিন্ন ও অপাঠ্য

৪ ফয়ছল শব্দের অর্থ disposal। এখানে শব্দটি "ফয়সালা" অর্থাৎ Judgment হইবে অনুমান হয়।

৫ মলতবী=Pending.

৬ মাস্কাবার=Monthly return.

৭ নিস্পত্তি শব্দের তৎকালীন অশুদ্ধ প্রচলিত ব্যবহার।

৮ অধীনস্থ শব্দের অশুদ্ধ ব্যবহার।

৯ পরদানশীন শব্দের প্রচলিত প্রয়োগ।

১০ চলৎদণ্ডবিধি=Current Penal Code.

১১ অসম্ভবে=Not in normal course.

১২ জীর্ণ ও অপাঠ্য

১৩ ম্যাদ বা মিয়াদ=Limitation.
(তমাদি=Time barred by limitation)

১৪ স্থাবর=Unremovable.
অস্থাবর=Removable.

১৫ বাধক=বাধা

১৬ ঋতু=Menstruation, এস্থলে বালিকার সম্বন্ধে বালক শব্দ প্রয়োগ adult অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

১৭ ড্যামিস=Damage.

১৮ মাজরা=ঘটনা।

১৯ মাজরা=ফৌজদারী ঘটনা।

২০ মোতফরকা, মোতফর্কা মোকদ্দমা=Miscellaneous Suits

২১ পার্ব্বত্য প্রজাগণের উপস্থাপিত মোকদ্দমার বিচারাদির জন্য তৎকালে 'পাহাড় আদালত" নামক একটি পৃথক আদালত ছিল।

২২ নারাজিতে=আপত্তি মূলে

২৩ জোত শব্দের সাধারণ প্রচলন ও অর্থ হইল, কৃষি স্বত্বের জন্য বন্দোবস্তীয় জমি। উপরোক্ত আলোচ্য আদেশে ব্যবহৃত 'জুইত' শব্দই স্থানীয় উচ্চারণ এবং ইহার অর্থ ফাঁদ বা booby trap.

২৩ বলাতয় বিরহে=বল উপজাত ভয় হইতে বিবর্জিত অর্থে।

২৪ সুননুধাবনী=উত্তমরূপে অনুধাবিত অর্থে।

২৫ যুগমস্তু=সংস্কৃত ক্রিয়ার অনু(হওত)+তু (অনুজ্ঞায়)=অস্তু। যুগোপযোগী অর্থে ব্যবহৃত।
২৬ জেনেদবন্দি=তারিখের ক্রম অনুযায়ী নথীতে অথবা বহিতে সুরক্ষিত।
২৭ তমাদি
২৮ নৈসর্গিক অভিভাবক=Natural guardian.
২৯ সুঅজ্জল=prompt dower;- সুওঅজ্জিল=Deffcred dower.
৩০ একতরফা=Ex-parte.
৩১ সরাসরি মোকদ্দমা=Summary Trial.
৩২ জর=জড়=নির্বোধ এবং মুর্খ।
৩৩ হেতু=casual, বিরোধীয় কারণ।
৩৪ বারিত=বারণ বা বাধাপ্রাপ্ত, Time barred অর্থে।
৩৫ অপ্রকাশ নহে=It is not unknown
৩৬ বাজীগণ্য=বেগবান অর্থাৎ প্রবলগণ্য অর্থে।
৩৭ অদ্যাবধি জারী=অদ্য হইতে অর্থে ব্যবহৃত।
৩৮ হেবানামা=Deed of gift.
৩৯ কটকাওলা=Usufructuary mortgage.
৪০ ছোলেনামা=Deed of compromise.
৪১ এওজনামা=Deed of substitution.
৪২ নাদাবি পত্র=Deed of no claim.
৪৩ তালাকনামা=Deed of divorce.
৪৪ ত্যাগপত্র=Deed of relinquishment.
৪৫ কাবিনামা=Marriage contract of Muslims
৪৬ বয়নামা=Sale certificate.
৪৭ প্রকাশ অথবা উল্লেখ অর্থে প্রয়োগ।
৪৮ খোক্ক=uncertified.
৪৯ ফয়ছলী=disposed.
৫০ টুকগ্রহণ=taking notes.
৫১ এবারত=মুসাবিদা, drafting.
৫২ এতাবেতা=অতএব
৫৩ অধর্ত্তব্য=uncognizable.
৫৪ ফুরই অথবা ফুরাই ত্রিপুরার আদিবাসী শব্দ। উপরোক্ত বিচারাদালতের আদেশ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা শ্রীরাজমালা ২য় লহর গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।
৫৫ খাস আপীল আদালতই তৎকালে ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বোচ্চ ন্যায়াধিকরণ ছিল। পরবর্তী সময়ে খাস আদালত অর্থাৎ হাই-কোর্ট সৃষ্ট হওয়ায় খাস আদালত হইতে পরবর্তী আপীল ত্রিপুরা প্রিভিকাউন্সিলে রাজ্যেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইত।
৫৬ রোবকারীর সাধারণ অর্থ ঘোষণা অথবা আদেশ। তৎকালে সরকারী মেমো প্রসিডিং সমূহ ও সময় সময় রোবকারী নামে অভিহিত হইত।
৫৭ মিথানে=সঙ্গে।
৫৮ পোলিশ ইং জেনারেল=পুলিশ ইনসপেকটার জেনারেল।
৫৯ মহাফেজখানা=Record room.
৬০ মোকাবিলা/মোকাবেলা=মিলাইয়া দেখা।
৬১ এস্তমেজাজ=reference to higher or cost for clearance of any point.
৬২ আহাকামজারী=বিবিধ কামকারী।

একাদশ অধ্যায়

আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও জেল প্রশাসন

নিদর্শন—১

কোন সিপাহী বরকন্দাজের বেতনের কিয়দংশ গ্রহণ অপরাধের দণ্ড

খাস আপীলের
মোহর

নং ১৬

B. C. Deb

রোবকারী কাছারী এলাকে রাজগী পর্ব্বত স্বাধীন ত্রিপুরা হুজুর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর।
ইতি সন ১২৮৩ ত্রিং ২২শে বৈশাখ

কোন সরদার কিংবা মাহিনার হিসাব রাখার কার্য্যকারক যদি সিপাহী ও বরকন্দাজ প্রভৃতির মাসহরার কোন একাংশ গ্রহণ করে তাহা হইলে যে পরিমাণ উক্তরূপ মাসহরা গ্রহণ করিবে তাহার দ্বিগুণ জরিমানা করা যাইবে অভিপ্রায় হইয়া

হুকুম হইল যে—

অত্র রোবকারীর একখণ্ড প্রতিলিপি সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞাপনার্থে সদর কাছারীর কার্য্যকারক সদনে প্রেরিত হয়। ইতি

নিদর্শন—২

জেইল সম্বন্ধীয় নিয়মাদি

B. C. Deb

সন ১২৮৩ ত্রিপুরার জেইল কার্য্যবিধি

হেতুবাদ

যেহেতু স্বাধীন ত্রিপুরার অধীনস্থ আদালতসমূহে দণ্ডপ্রাপ্ত কারাবাসীগণের আচার ব্যবহার কার্য্যাদি কয়েদকালের অবস্থান ও আহারাদি বিষয়ক সমস্ত প্রকারের নিয়ম করা আবশ্যক। তদ্ধেতু নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

১। এই বিধি সমস্ত ত্রিপুরা স্বাধীন রাজ্যের এলাকাধীন স্থাপিত জেইলখানা ও ভবিষ্যতে উক্ত স্বাধীন ত্রিপুরার এলাকায় যেখানে যে জেইল স্থাপিত হইবেক তৎপ্রতি বর্ত্তিবেক এবং তাহাতে স্বাধীন ত্রিপুরার অন্তর্গত সমস্ত প্রকারের আদালতের হাকিমানের হুকুমানুসারে কয়েদীগণ আবদ্ধ থাকিবেক।

প্রথম অধ্যায়

ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের কথা

২। শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুরের আজ্ঞানুসারে অত্র জেইলের কার্য্যাদি সম্পূর্ণ করিবার জন্য যে ব্যক্তি

জেইলের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক বলিয়া নিযুক্ত হইবে ঐ কার্য্যকারক সর্ব্বতোভাবে নিম্নলিখিত নিয়মাবলী অনুযায়ী কার্য্য করিয়া নিয়ম সমস্ত সম্পাদন করিবে।

৩। জেইলের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক কয়েদীগণের আহার ও ব্যবহার ও নিয়ম কার্য্য প্রণালী আপন হুকুম তত্ত্বাবধারণে চালাইবে। যে ২ বিষয় হুজুরের হুকুম ও অনুমতির আবশ্যক করে তদ্বিষয় নিজ দস্তখতি রিপোর্ট দ্বারা অনুমতি গ্রহণে কার্য্য সম্পাদন করিবে।

৪। প্রত্যেক মাসের শেষভাগে কয়েদীগণের রিটার্ন ও খরচাদির মাসিক হিসাব দাখিল করিবে এবং কয়েদীগণের কার্য্যের উৎপত্তি দ্বারা যত প্রকারের আয় হয় তাহার কাগজ যথার্থ ও প্রকৃতরূপে দাখিল করিবে জেইলখানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের সাধ্যমতে দিবা রাতি মধ্যে প্রত্যহ একবার জেইল খানায় অবশ্য পদার্পণ করিয়া তথাকার কার্য্যপ্রণালী পরীক্ষণ ও কয়েদীদিগের অবস্থা পরিদর্শন করিবে।

৫। যদি জেইল কার্য্যকারক কোন কয়েদীর ম্যাদ অতীত হওয়ার পূর্ব্বে কোন কারণে অর্থাৎ শারীরিক কাতরতা সচ্চরিত্রতা কিম্বা অপর কোন বিশেষ কারণে মুক্তি দেওয়ার ইচ্ছা করে তবে তাহার অনুরোধপত্র জেইলের পরিদর্শকগণের মধ্যে অন্যূন দুইজনের সম্মতি গ্রহণে শ্রীশ্রীযুত সমীপে বিস্তারিত রিপোর্ট করিবে এবং তদনুসারে তথা হইতে যে হুকুম প্রচারিত হয় তন্মত কার্য্য করিবে।

৬। জেইল খানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের অনুমতি ব্যতীত কোন লোক জেইলে প্রবেশ করিতে পারিবেক না। কয়েদীগণের আত্মীয়বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার যে বিধি প্রচলিত আছে তাহা জেইলের ভারপ্রাপ্ত কার্য্য-কারকের অনুমতি ভিন্ন হইতে পারিবেক না।

৭। জেইল সম্বন্ধীয় কার্য্যপরিচালন বিষয়ে জেইলের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারককে ক্ষমতাপন্ন জ্ঞান করিতে হইবে। এবং ঐ কার্য্যকারক যে যে হুকুম প্রকাশ করিবে তাহা তপছিলের লিখিত ১ নং বহিতে লিখিত হইবেক এবং তন্মতে তাহার অধস্থ কার্য্যকারকগণ কার্য্য করিয়া দৈনিক রিপোর্ট বহিতে রিপোর্ট করিবে।

৮। জেইল সম্পকীয় কার্য্যাদি সুনির্ব্বাহ জন্য জেইল সম্পকীয় কার্য্যকারকগণ জেইল কার্য্যাধ্যক্ষের মনোনীত ও শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাতের মঞ্জুরীমতে নিযুক্ত হইবেক এবং তাহাদের কুব্যবহারে কি অকর্ম্মণ্যতা গতিকে কিংবা অন্য উপযুক্ত হেতুতে কিয়ৎকাল বিচারকালের নিমিত্ত ঐ কার্য্যকারক তাহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারিবে কিন্তু প্রত্যেক বিষয় হুজুরে রিপোর্ট করিয়া সম্মতি লইতে হইবে।

৯। জেইলখানার কয়েদীগণের আহার কি কার্য্য জন্য যে ২ জিনিষ খরিদ হয় তাহা সেই ২ কার্য্যে ব্যবহার হওয়ার বিষয়ে জেইলখানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক দৃষ্টি রাখিবে এবং জেইলখানার অধীনস্থ কার্য্য-কারকের নিজ ব্যবহারে কোন জিনিষাত ব্যয় না হয় তাহার বিশেষ অনুসন্ধান মনে ধারণ করিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জেইল পরিদর্শকের কথা

১০। ক্ষমতাপ্রাপ্ত দেওয়ান, স্বাধীন ত্রিপুরার ফৌজদারী বিচারক, তথাকার আপীল আদালতের বিচারক

উপরে লিখিত ব্যক্তিগণ অত্র জেইলের পরিদর্শক পদে নিযুক্ত হইবেক তাহাদের উচিত হইবে যে প্রত্যেক মাস মধ্যে মধ্যে দুইবারের ন্যূন না হয় এমতভাবে জেইল পরিদর্শন করিবে।

১১। পরিদর্শকগণের কার্য্য হইবেক জেইলখানার পরিষ্কারিতা কয়েদীগণের আহার বিহারাদি কার্য্যে কি সম্বন্ধে যে যে নিয়ম ও যে যে বিধান যে যে প্রকারে করিতে হইবেক তাহার বেওরা* ভাঙ্গিয়া দর্শন বহিতে লিখিয়া জানাইবে এবং তাহা দর্শনে জেইলের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক আপন বিবেচনা সিদ্ধ হইলে তামিল করিবে এবং বিবেচনা সিদ্ধ না হইলে বিহিত অনুমতি জন্য শ্রীশ্রীযুত সমীপে উপস্থিত করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

ডাক্তারের কথা

১২। কয়েদীগণের শারীরিক অবস্থা আহার আদি ও উপযুক্ততা এবং জেইলখানার সাধারণ পরিষ্কারিতা বিষয়ে সরকারী ডাক্তার দৃষ্টি রাখিবে ও সময়ে ২ কয়েদিগণকে দৃষ্টি করিবে।

১৩। ডাক্তার নিজ জিম্মায় এক বহি রাখিবে তাহাতে কয়েদিগণের আহার ব্যবহার সুস্থতা ও পরিষ্কারিতা সম্বন্ধীয় যে যে বিষয় লিখিত হয় তাহা লিখিয়া জেইলখানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের অনুমতি জন্য উপস্থিত করিবে।

১৪। যদি জেইলখানাতে কি ওলাউঠা ও বসন্ত কিংবা অন্য কোন প্রকারের কোন পীড়া উপস্থিত হয় তবে সেই সমস্ত রুগ্ন ব্যক্তিকে পৃথক স্থানে রাখিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে। এবং প্রত্যহ একবার কিংবা আবশ্যক হইলে ততোধিকবার দৃষ্টি করিতে হইবে।

১৫। উপরোক্ত বহি ব্যতীত ডাক্তার হাসপাতালে এক বহি রাখিবে তাহাতে রোগী কয়েদীদিগের চিকিৎসা বিবরণ সম্বন্ধীয় প্রত্যেক কথা লিখিত হইবে।

১৬। কোন কয়েদীকে জেইলকৃত অপরাধ জন্য কশাঘাত করিতে হইলে ডাক্তারের সার্টিফিকেট গ্রহণ করিতে হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

জেইল সম্পর্কীয় নিম্নশ্রেণীর কার্য্যকারকের কথা

১৭। জেইলখানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের অনুরোধমতে উপরিস্থ হাকিমানের মঞ্জুরীক্রমে অত্র জেইল-খানার একজন জেইলার অর্থাৎ জেইল দারগা নিযুক্ত হইবেক। জেইল মাহরের কুব্যবহার কি অনুপযুক্ততা নিমিত্ত কিংবা অন্য কোন উপযুক্ত হেতুতে তাহাকে সস্পেণ্ড কি জরিমানা করার ক্ষমতা জেইল কার্য্যাধ্যক্ষের থাকিবেক কিন্তু পদচ্যুত করিতে হইলে শ্রীশ্রীযুতের মঞ্জুরী লইতে হইবে।

১৮। জেইল দারগা কার্য্যাধ্যক্ষের অব্যবহিত আজ্ঞাধীন হইবে ও তাহার দত্ত সমস্ত আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য হইবেক এবং তাহার জিম্মার জেইলখানার প্রত্যেক বিষয় প্রতিদিন তাহার নিকট রিপোর্ট করিবে।

১৯। সাধ্য হইলে ন্যূনকল্পে প্রতি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এক একবার প্রত্যেক গারদেও প্রতিদিনে যাইবে ও প্রত্যেক কয়েদীকে দেখিয়া প্রত্যেক কারা নিরীক্ষণ করিবে।

২০। জেইল দারগার একখানি রিপোর্ট বহি থাকিবে তাহাতে জেইলখানার প্রত্যেক বিষয় লিখিয়া ভারপ্রাপ্ত কার্য্যাধ্যক্ষের বিহিত হুকুম জন্য রোজ ২ উপস্থিত করিবে এবং যেমত হুকুম হয় তম্মতে কার্য্য করিবে।

*বেওরা (হিন্দী) = বিবরণের গোলযোগ।

২১। কয়েদীগণের আহারীয় দ্রব্যাদি জেইল মোহরের ক্রয় করিয়া তাহার হিসাব কার্য্যাধ্যক্ষকে রোজ রোজ দিবে ও আহারীয় দ্রব্যাদি উত্তম না হইলে তাহার জওয়াবদেহী তাহার করিতে হইবে।

২২। নবপ্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক কয়েদী জেইলে প্রবেশকালে জেইল দারগা আপনি তাহাদের তত্ত্বাবধারণ করিবে কয়েদীকে বদ্ধ রাখিবার জন্য উপযুক্ততা ওয়ারেন্ট প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কাগজাত ও তাহার সহিত দেওয়া হইয়াছে কিনা তাহা দেখিবে কয়েদীর নিকট মুদ্রা কি অস্ত্রশস্ত্র কি আফিং গাঁজা প্রভৃতি নিশাদ্রব্য পাওয়া গেলে তৎসমুদয় তাহার নিকট হইতে লইতে হইবে।

২৩। দ্বিতীয় বন্দোবস্ত অথবা দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত কোতালীর দারগা জেইল দারোগার কার্য্যও করিবে।

২৪। কয়েদীদিগের বন্ধুদিগকে জেইলে আসিতে দিবার ও পত্রাদি লিখিবার ও পাইবার বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের অনুমতিগ্রহণে কার্য্য করিবে কোন নিষিদ্ধ বস্তু হইলে না আনিতে পারে এবং সম্পর্কীয় ব্যক্তির সঙ্গে বিনানুমতিতে কয়েদীগণ বাক্য আলাপনা করিতে না পারে তদ্বিষয় জেইল দারোগা সর্ব্বদা মনোযোগী থাকিবে ও অধীনস্থ কার্য্যকারককে সাবধান করিবে।

২৫। জেইল পরিদর্শক কার্য্যকারকেরা কিংবা তদুপযুক্ত কার্য্যকারকেরা যখন জেইল পরিদর্শন করিবে তখন জেইল দারগা উহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে ফাটক খোলা হইলে কয়েদীগণকে উপযুক্ত কার্য্য জেইল দারগা বাটরা করিয়া দিবে এবং বেলা ১১ ঘটিকার সময় কয়েদীগণের আহার হইলে পুনরায় কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিয়া অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময় পুনর্ব্বার আহার গ্রহণ করাইয়া সূর্য্যাস্ত সময় কয়েদী ফাটকে বদ্ধ করার অনুমতি করিবে।

২৬। জেইল দারগার উচিত যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, সাম্যতা ও কোমলভাবে দেখাইয়া সর্ব্বদা বিনা পক্ষপাতে আপন কার্য্য করে। রাগজনক কোন বাক্য না কহিলেও আত্মরক্ষার্থে আবশ্যক না হইলে কোন কয়েদীকে না মারে এবং আপন অধীনস্থ লোকদিগকেও ইহা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেয়।

২৭। কোন কয়েদী দুষ্টচরিত্রাবশতঃ কিংবা অন্য কোন কারণে যদি জেইল নিয়ম লঙ্ঘন করে এবং তজন্য সে জেইল দারগার বিবেচনায় শাস্তিভাজন হয় তবে তাহার নাম রীতিমত রিপোর্ট বহিতে লিখিয়া প্রমাণাদি সহিত জেইলের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের হুকুম জন্য উপস্থিত করিবে এবং কয়েদীর উপরে যে যে শাস্তি প্রদান করার হুকুম হয় তাহা কয়েদীগণের শাস্তির বহিত লিখিবে।

পঞ্চম অধ্যায়

নিম্নশ্রেণীর কার্য্যকারকের কথা

২৮। জেইল পরিদর্শক হাকিমের সহিত পরামর্শক্রমে জেইল কার্য্যাধ্যক্ষ জেইল রক্ষক প্রহরীদলের সংখ্যা নিরূপণ করিবে। যদি প্রহরীগণ রাজকীয় পোলিশ কার্য্যকারক না হয় বেতন জেইল সংক্রান্ত কর্ম্মচারীর বিলে লিখিত হইবে।

২৯। জেইলরক্ষক প্রহরীগণ সর্ব্বতোভাবে জেইল দারগার আজ্ঞাধীনে থাকিবে এবং তাহাদের কার্য্য এই হইবে যে কয়েদী বলপূর্ব্বক জেইলে প্রবেশ করিবার কি জেইল হইতে বাহির হইবার কোন উদ্যোগ করিলে তাহারা বলপূর্ব্বক তাহার প্রতিরোধ করে এবং কয়েদীরা বলপ্রকাশ করিয়া সুশাসনের লঙ্ঘন কি কর্ত্তা পক্ষের প্রতিরোধ করিলে তাহা দমন করিতে সহায় হয়। জেইলের বাহির হইতে কোন প্রকারের কোন দ্রব্য কোন কয়েদীর নিকট লইয়া যাওয়া কিম্বা জেইলের বাহির লইয়া যাইবার জন্য কোন কয়েদীর নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করা তাহাদের পক্ষে নিতান্তই নিষিদ্ধ।

৩০। যে যে স্থানে রক্ষক নিযুক্ত হইতে হইবেক তাহা জেইলের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক নিরূপণ করিবে।

প্রত্যেক রক্ষক বন্দুক, গুলি ও কেপ্‌ নিয়া প্রহরীয় স্থানে যাইবেন না। বারুদগুলি আদি পৃথকরূপে তাহাদের সঙ্গে নিবে।

৩১। দিবাভাগেই হউক কি রাত্রিকালেই হউক কয়েদীদিগের সুরক্ষার দায় প্রহরীদিগের প্রতিই থাকিবে। যদি কোন প্রহরীর দৃষ্টিত্রুটিতে কোন কয়েদী পলায়নপর হয় তবে তজ্জন্য প্রহরী শাস্তিভাজন হইবে। জেইলের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক কি জেইলের দারগার অনুমতি ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে জেইলে প্রবেশ কি জেইল হইতে নির্গমন করিতে দেওয়া নিষিদ্ধ অন্যথা প্রহরী দণ্ডনীয় হইবেক।

৩২। উপরোক্ত বিধি সমস্তের অতিরিক্ত কি সুশাসন বিষয়ক যে যে অন্তর্গত নিয়ম প্রচলিত হওয়া আবশ্যক তাহা জেইলের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের প্রস্তাব মতে শ্রীশ্রীযুত মহারাজা বাহাদুর ধার্য্য করিবেন এবং লিখিত হুকুমনামা দ্বারা জেইল দারগা ও তদধীনস্থ কার্য্যকারককে জ্ঞাপন করাইবে।

৩৩। কোন কয়েদী পলায়ন করিলে কি পলায়নের উদ্যোগ করিলে তদ্বিষয়ক আইনের বিধান মত সর্ব্বদা কার্য্য করিতে হইবে।

৩৪। কোন কয়েদী পলায়ন করিলে একবার পোলিশ ও ফৌজদারী আদালতে রিপোর্ট করিতে হইবে। এবং যত জন পলায়ন করে কি পুনর্ব্বার ধরা পড়ে সেই কালের রিপোর্ট এই বিধির শেষ ভাগে নির্দ্দিষ্ট পাঠে লিখিত হইবে।

৩৫। যে যে কয়েদীর সুরক্ষার দায় জেইল রক্ষক প্রহরী ও কর্ম্মচারীদিগের প্রতি বর্ত্তে সেই সেই কয়েদীদিগের মধ্যে কোন কয়েদীকে যদি তাহারা শৈথিল্যপূর্ব্বক পলাইতে দেয় তবে তাহাদিগের শাস্তি প্রচলিত নিয়মের বিধানমত দিতে হইবেক।

ষষ্ঠ অধ্যায়

হাজতি কয়েদীগণের কথা

৩৬। যাহাদিগের প্রতি অপরাধ আরোপিত হইয়াছে এমন ব্যক্তি জেইলে আনীত হইলে তাহাদিগের সঙ্গে কর্ত্তৃপক্ষের হুকুমনামা ও প্রয়োজনীয় কাগজাত সম্পন্ন করা হইয়াছে কিনা তাহা জেইল দারগা দেখিবে। তাহাদিগের সঙ্গে কর্ত্তৃপক্ষের হুকুমনামা ও প্রয়োজনীয় কাগজাত সম্পন্ন করা হইয়াছে তাহা জেইল দারগা দেখিবে। প্রয়োজনীয় কোন কাগজ ব্যতীত আনীত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ফেরৎ দিবে।

৩৭। অনিষ্পন্ন বিচারের অধীন কয়েদীগণ আনীত হইলে তাহাদিগকে হাজতি কয়েদীদিগের রেজেষ্টারী বহিতে ভুক্ত করিয়া শ্রমিক কয়েদীদিগের ন্যায় আহারীয় বস্তু দিতে হইবেক এবং দণ্ডাজ্ঞার অধীন কয়েদী হইতে স্বতন্ত্র স্থানে রাখিতে হইবে।

৩৮। উক্ত ব্যক্তিদিগের সুরক্ষণার্থে নিতান্ত আবশ্যক বোধ করিলে জেইলের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক তাহাদের পায়ে বেড়ী দিতে কি আটক করিবার অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে পারিবেক কিন্তু এমত কর্ম্ম করিলে তাহার বিবরণ ও তদীয় আবশ্যকতা জেইল দারগার রিপোর্ট বহিতে লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাতে কার্য্যাধ্যক্ষের স্বাক্ষর করাইবে।

৩৯। অনিষ্পন্ন বিচারের অধীন কয়েদীরা যাহাতে আপন ২ বন্ধু কি উকিল সঙ্গে আলাপ করিতে পারে তন্নিমিত্ত যুক্তিযুক্ত সুবিধা সাধ্যমতে করা যাইবেক।

৪০। অনিষ্পন্ন বিচারাধীন কয়েদী আরোপিত অভিযোগ হইতে মুক্তি হইলে মুক্তিলাভ করিবে যদি দণ্ডাদেশ প্রচারিত হয় তবে তাহাদিগকে হাজতি ফাটক হইতে খারিজ করিয়া দণ্ডবিধান কয়েদীশ্রেণীভুক্ত করা যাইবে।

৭ম অধ্যায়

দণ্ডভুক্তার অধীন কয়েদির কথা

৪১। দণ্ডভুক্তাধীন কয়েদীরা যখন জেইলে আনীত হয় তখন যে কর্ম্মচারী প্রথম তাহাদিগকে গ্রহণ করে তাহার দেখিতে হইবে যে তাহাদিগের সহিত উপযুক্ত ওয়ারেন্ট দেওয়া হইয়াছে এবং অনিষ্পন্ন বিচারের অধীন কয়েদীর ফর্দ্দ হইতে তাহাদের নাম উঠাইয়া দেওয়া যায় এমত কয়েদীদিগের সহিত উপযুক্ত ওয়ারেন্ট প্রেরিত হইলে জেইলখানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের নিকট তৎক্ষণাৎ সংবাদ দিয়া তাহাদের সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ের আদেশের অপেক্ষা তাহার করিতে হইবে।

৪২। কোন কয়েদী জেইলে উপস্থিত হইবামাত্র তাহার বস্ত্রাদি যত্নপূর্ব্বক তালাস করিতে হইবেক এবং তৎশ্রেণীর কয়েদীর রেজেষ্টারীতে ভুক্ত করিতে হইবে।

৪৩। টাকা প্রভৃতি যে কোন সম্পত্তি নবপ্রতিষ্ঠ কোন কয়েদীর সঙ্গে অর্পিত হয় কি তাহার বস্ত্রে পাওয়া যায় কি পশ্চাৎ তাহা দেখা যায় তাহা কয়েদীর সম্পত্তির বহিতে লিপিবদ্ধ করিয়া কয়েদীর মুক্তির সময় তাহাকে ফেরৎ দিতে হইবে। কিন্তু জেইলখানায় প্রবেশের পর কোন কয়েদীর বস্ত্রে টাকা পাওয়া গেলে কিংবা কয়েদীর রাখিত বলিয়া অন্য স্থানে প্রাপ্ত হওয়া গেলে তাহা সরকারে জব্দ হইবে।

৪৪। কোন কয়েদী জেইলে প্রবিষ্ট হইলে পর তাহাদের যেরূপ আচার ব্যবহার করিতে হইবেক তাহা জেইল সম্পর্কীয় কার্য্যকারকগণ বিশেষমত তাহাকে অবগত করাইয়া দিবে এবং তল্লঙ্ঘনে যে যে শাস্তি পাইতে হইবে তাহা বিশেষ করিয়া জানাইতে হইবে।

৪৫। দণ্ডভুক্তাধীনে কোন কয়েদী জেইলে প্রবিষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ প্রবিষ্ট ফৌজদারী কয়েদীর রেজেষ্টারীতে তাহার নাম লিখিতে হইবে সেই রেজেষ্টারীতে ক্রমশ এক অবধি হাজার পর্য্যন্ত নম্বর দিয়া এক এক ব্যক্তির নামাদির কথা লিখিত হইবে। যে ব্যক্তির নামের পার্শ্বে তদ্রূপ নম্বর থাকিবে তাহা তাহার কাপড় কম্বল ও বিছানা প্রভৃতিতে অঙ্কিত করিতে হইবে তাহা করিয়া রেজেষ্টারীর নম্বর দেখিয়া যাহা যাহার সম্পর্কীয় বিষয় কি সম্পত্তি তাহা অনায়াসে জানা যাইবেক।

৪৬। জেলে নব প্রবিষ্ট কয়েদীর রেজেষ্টারীতে প্রত্যেক কয়েদীর বিষয় নির্দ্দিষ্ট সকল কথা লিখিতে হইবেক অর্থাৎ ৬ নং রেজেষ্টারীর ফারম মতে তাহার প্রবেশের তারিখ রেজেষ্টারীর যে নম্বর নাম পিতার নাম কয়েদীর বয়স ও জাতি বাসস্থান বৃত্তি আকৃতির বর্ণনা পরিবার পূর্ব্বকালের আচার ব্যবহার স্বাস্থ্যের অবস্থা তাহার অপরাধ দণ্ডাজ্ঞার তারিখ তাহা যাহার প্রচারিত যে তারিখে তাহা অবসান হইবেক তাহা উক্ত ১,০০০ হাজার নম্বর পর্য্যন্ত হইবেক পরে নূতন নম্বর একাদিক্রমে দিতে হইবেক।

৪৭। অত্র নিয়মাবলীর শেষভাগে নির্দ্দিষ্ট পাঠে খালাসের এক রেজেষ্টারী রাখিতে হইবে তন্মধ্যে কয়েদীদিগের খালাস বাস্তবিক যে ক্রমে হয় সেই ক্রমে মুক্ত কয়েদীর এক এক জনের নাম ইত্যাদি লিখিত হইবে উক্ত খালাসের রেজেষ্টারী ব্যতিরেকে চলিত ও আগামী বৎসর বিষয়ক খালাসের রোজনামা এই নামের বিশেষ বহিও রাখিতে হইবে। এই বহি নিয়মমতে রাখা গেলে খালাসের কোন গোল হইতে পারে না।

৪৮। দণ্ডাজ্ঞার অধীন কয়েদী স্ত্রীলোক হইলে যদি তাহার দণ্ডাজ্ঞা হওয়নের সময় স্তন্যপায়ী শিশু থাকে কি জেইলে অবস্থানকালে শিশুর জন্ম হয় তবে সেই শিশুর ২৷৷. আড়াই বৎসর বয়স সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে তাহার মাতা হইতে পৃথক করা যাইতে পারে না। কিন্তু উক্ত বয়স হইবামাত্র তাহাকে জেইল হইতে স্থানান্তরিত করিয়া অন্য আত্মীয়ের জিম্বা করিতে হইবেক। অন্য আত্মীয় না থাকিলে সরকারী ব্যয়ে অন্য স্থানে রাখা বিধেয়।

৪৯। জেইল মধ্যে কেহ আত্মঘাতী হইলে কিংবা কয়েদীর মধ্যে নৈসর্গিক[১] ভিন্ন অন্যকারণে কাহারও মৃত্যু হইলে উপযুক্ত কার্য্যকারক তাহার শব নিরীক্ষণ করিবেক এবং সেই ঘটনার বিষয় যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিয়া পরে তাহা সবিশেষ রিপোর্ট করিবে ও সেই বিবরণ শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাৎ গোচর করিবে।

আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও জেল প্রশাসন

৫০। দণ্ডাজ্ঞার অধীন কয়েদীকে যে পরিমাণ আহার বস্ত্রাদি ও বিছানা দিতে হইবেক তাহা তপছিলে নির্দ্দেশ করা হইল। দণ্ডাজ্ঞার অধীন কয়েদীগণের সহিত তাহাদের বন্ধুবান্ধবের সাক্ষাৎ হওয়ার বিষয় কয়েদী-গণের সচ্চরিত্রতা ও সাক্ষাৎ করার আবশ্যকতা জেইল কার্য্যাধ্যক্ষ নির্দ্ধারণ করিবে।

৫১। কয়েদীগণের অপরাধ ও ম্যাদের সংখ্যানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করা কর্ত্তব্য অতএব অত্র জেইল কয়েদী-গণকে ৪ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া যে ২ শ্রেণীর কয়েদী যে ২ কার্য্য করিতে সক্ষম তাহা নিম্নে নির্দ্দেশ করা গেল তদনুসারে কার্য্য হইতে হইবে।

তপছিল

প্রথম শ্রেণী – তিন মাসের ন্যূন সমস্ত কয়েদী	ইহারা ম্যাদের সমুদয় কাল কঠিন পরিশ্রমে থাকিবে।
দ্বিতীয় শ্রেণী – তিন মাসের উর্দ্ধ এক বৎসর পর্য্যন্ত	ম্যাদের চারিভাগের একভাগ কঠিন, অর্দ্ধেক কাল সাধারণ বাকি চতুরাংশ সহজ পরিশ্রম করিবে।
তৃতীয় শ্রেণী – ১ বৎসর হইতে তিন বৎসর পর্য্যন্ত	ম্যাদের ৪ চারিভাগের একভাগ কঠিন, অর্দ্ধেক কাল সাধারণ বক্রী চতুরাংশ সহজ পরিশ্রমে থাকিবে।
চতুর্থ শ্রেণী – ৩ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত	অর্দ্ধেক কাল সাধারণ ও অর্দ্ধেক কাল সহজ পরিশ্রমে থাকিবে।

কয়েদীদিগের শ্রমের ও কয়েদের কথা

৫২। কারাবাস দণ্ডের স্বরূপ হয় ইহাই প্রকৃত উদ্দেশ্য অতএব শ্রমের বিষয়ে বিবেচনা করিয়া যাহাতে লাভজনক হয় এমত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

৫৩। জেইল সম্পর্কীয় শ্রম পশ্চাৎ লিখিত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইল।

প্রথম শ্রেণী

কঠিন পরিশ্রম

১। তৈল প্রস্তুত, ২। ময়দা পেষন, ৩। সুরকি প্রস্তুত, ৪। মৃত্তিকা খনন, ৫। জলসেচন, ৬। করাত দিয়া কাষ্ঠ চিড়ান, ৭। রাস্তা বান্ধিবার জন্য খাম্বিরাদি প্রস্তর ভাঙ্গন ইত্যাদি।

দ্বিতীয় শ্রেণী

সাধারণ পরিশ্রম

১। এমারত গাঁথন, ২। কাপড় বুনন, ৩। নগর পরিষ্কার, ৪। ইট ও টালী প্রস্তুত, ৫। রন্ধন কার্য্য, ৬। জোগালী কার্য্য, ৭। জল বহন, ৮। সূত্রধরের কার্য্য, ৯। বাঁশ বেতের কার্য্য ও ১০। বাগিচার কার্য্য।

তৃতীয় শ্রেণী

সহজ পরিশ্রম

১। দরজীর কার্য্য, ২। পাটের সুতলী প্রস্তুত, ৩। জমি নিড়ান, ৪। নগর সুরণ[২] ও ৫। জঙ্গল ছাপ ইত্যাদি।

৫৪। কয়েদীদিগের জেইলের মধ্যে কার্য্য করিতে হইলে প্রতি ১০ দশ জনের উপর ১ একজন বরকন্দাজ নিযুক্ত থাকিবে। বাহির কামজারী হইলে প্রতি পাঁচ জনের উপর একজন বরকন্দাজ থাকিবে। প্রত্যেক বরকন্দাজ তাহার জিম্বার কয়েদীদিগকে সূর্য্যোদয়ের সময় আপন জিম্বায় লইবে এবং সূর্য্যাস্তের সময় ফাটকে বন্ধ করিয়া দেওয়া পর্য্যন্ত আহার বিহার ও কার্য্যকালীনের জওয়াবদেহী করিবে।

৫৫। প্রত্যেক কয়েদী আপন শ্রেণীমতে কার্য্য যে পরিমাণ করিবে তাহার নিয়ম নিম্নে লিখা গেল।

তৈল প্রস্তুত	৩ জন	।৫ সের সরিষা ভাঙ্গিবে।
ময়দা প্রস্তুত	১ জন	।. সের গেও ভাঙ্গিবে।
মাটি কাটা	৩ জন	১ এককোয়া
সুরকি প্রস্তুত	৩ জন	৬/. মন
গাছ চিড়ন	৩ জন	(শব্দ অস্পষ্ট)
খাম্বিরা প্রস্তুত[৩]	১ জন	৬/. মন
ইট প্রস্তুত	১ জন	৫০০ শত
ছালা	১ জন	দুইখানা
/মোড়া	১ জন	তিন গোট
৵. মোড়া	১ জন	এক গোট
॥. মোড়া	তিন দিনে	এক গোট
টুকরী	১ জন	তিন গোট
লাই[৪]	১ জন	১ গোট
কুরচী মোড়া[৫]	১ জন ৭ দিনে	১ গোট

৫৬। শ্রমনিযুক্ত যে সকল কয়েদী শ্রম করিতে অস্বীকার করে কি আপনার কর্ত্তব্য দৈনিক কর্ম্ম করিতে ত্রুটি করে কিম্বা সেই কর্ম্ম অপরিপাটিরূপে কিম্বা স্বেচ্ছামতে যন্ত্র ও যন্ত্রাদি নষ্ট করে তাহারা জেইলের শাসন লঙ্ঘনের দণ্ডবিষয়ক বিধিতে নির্দ্দিষ্ট দণ্ড পাইবেক।

৫৭। সাধারণ চাকরের কর্ম্ম বাবরচিগিরি মালী মেথরের কর্ম্ম ইত্যাদি কিংবা অত্যাবশ্যকীয় বিশেষ কোন কর্ম্ম না হইলে শ্রমে নিযুক্ত কাল কয়েদীকে রবিবারে কোন কর্ম্ম করান উচিত নহে। এই অবসরের দিনে কয়েদীগণ নিজের বস্ত্রাদি ও বিছানা ধৌতকর্ম্ম ও আপন সুখ স্বাচ্ছন্দ্যতার বৃদ্ধির কার্য্য সম্পাদন করিবে এবং কার্য্যবশতঃ কোন সহজ কর্ম্ম থাকিলে জেইল অভ্যন্তরে করিতে পারিবেক।

অষ্টম অধ্যায়

জেইল সম্পর্কীয় অপরাধ ও দণ্ডের কথা

৫৮। অত্র জেইলে কয়েদীদিগের দণ্ডের রেজেষ্টারী নামে একখানা বহি রাখিতে হইবে তন্মধ্যে কয়েদীরা যে সকল অপরাধ করে তাহার হেতু ও তাহাদের যে সকল দণ্ড অবধারিত হয় তাহা লিখিতে হইবে।

৫৯। হাঙ্গামা কি আক্রমণ কি তদরূপ গুরুতর অপরাধ না হইলে নিম্নলিখিত মতে অপরাধ সমস্ত জেইলে দণ্ডনীয় হইবে। কিন্তু উপরোল্লিখিত গুরুতর অপরাধ হইলে ফৌজদারী আইনমতে দণ্ডনীয় হইবে।

৬০। চীৎকার শব্দ করিয়া গান করণ ও দুর্ব্বাক্য কি অশ্লীল কথা উচ্চারণ ঝগড়া করণ তামুক খাওয়ান দুষ্ট কি লম্পটের কার্য্যকরণ ও গারদ কি ফাটকে অগ্নি রাখন।

৬১। আহারীয় দ্রব্য স্থানান্তর করণ গারদের কি ফাটকের মধ্যে কোন খাদ্য লুকাইয়া রাখন আহারের (শব্দ অস্পষ্ট) কলার পাত কি উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য (অস্পষ্ট শব্দ) ফেলিয়া রাখন।

৬২। থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইলে পর এক গারদ হইতে অন্য গারদে গমন কি উদ্যোগ করণ।

৬৩। অতিরিক্ত কাপড় ও বিছানা উপযুক্ত মতে জড়াইয়া না রাখন প্রাতঃকালে গারদ খুলিলে ও বিছানায় শুইয়া থাকন কি রাত্রিতে গারদ বন্ধ হইবার সময় গারদের মধ্যে খাইতে বিলম্বকরণ।

৬৪। শরীর কি কাপড় সর্ব্বদা পরিষ্কার না রাখন দিবাভাগে জেইলে অসম্পর্কীয় কাপড় পরণ।

৬৫। জেইলের কোন বস্তু বিক্রয় অপচয় করণ এবং কার্য্যোপযোগী কোন যন্ত্র দৈবাৎ ভাঙ্গিয়া কি হানি করিয়া জেইলের কোন কর্ম্মচারীকে অবিলম্বে সংবাদ না দেওয়া এবং জেইলে অপরিষ্কার করণ।

৬৬। জেইলের কোন কর্ম্মচারীকে কয়েদীর মারন কি কোন প্রকার আক্রমণ করণ কি ভয় দেখান।

৬৭। পলায়ন করিবার উদ্যোগের পরামর্শ ইত্যাদি কোন কুব্যবহার জানিয়া তৎক্ষনাৎ তাহার সংবাদ না দেওয়া এবং জুয়াখেলা কিম্বা অন্য কোন মন্দ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করণ।

৬৮। অলস কি অসাবধানতা কি কর্ম্ম করিতে শৈথিল্য কি কি নিজে কর্ম্ম না করা কি ইচ্ছাপূর্ব্বক কর্ম্ম মন্দ কি নষ্ট করা।

৬৯। জেইল সম্পর্কিত কোন কর্তৃপক্ষের কোন আজ্ঞামত কোন কর্ম্ম না করণ ও জেইলের কোন কর্ম্মচারীর উপর অনাদর কি রাগ প্রকাশ করণ।

৭০। টাকা স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কার তামাকু গাঁজা আফিন ধুতুরা অস্ত্র ও হুক্কা কল্কি নিকটে রাখন কি পাইবার উদ্যোগ করণ।

৭১। জেইলের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক এমত সকলের নিষ্পত্তি ও বিচার সরাসরিমতে করিতে ক্ষমতাপন্ন আছে কিন্তু ঐ প্রত্যেক স্থলে ঐ কার্য্যকারক যে দণ্ড নিরূপণ করে তাহা কয়েদীদিগের দণ্ডের রেজেষ্টারীতে লিখিবে।

৭২। জেইলের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক এই প্রকার দণ্ড করিতে ক্ষমতাপন্ন আছে অর্থাৎ এক ২ অপরাধের জন্য ৭ সাত দিনের অনধিককাল পর্য্যন্ত পৃথক কারাবাসে এবং বেড়ীর উপযুক্ত অপরাধ ও অন্য কোন গুরুতর দোষ হইলে শারীরিক দণ্ড দিতে পারিবে। কিন্তু কোন ক্রমে আহার ন্যুন করা তাহার নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

৭৩। স্ত্রীলোক কয়েদীকে কখনও বেড়ী দিতে হইবে না। পুরুষ কয়েদীকে বেড়ী দিতে হইলে কোন নিয়মিত কালের জন্য অর্থাৎ এক কি দুই কি তিনমাস কিংবা ম্যাদের সমুদয় কালের জন্য দেওয়া যাইতে পারিবে।

৭৪। নিতান্ত গুরুতর অপরাধ হইলে কয়েদীকে বেত্রাঘাত করা কর্ত্তব্য কিন্তু কোনক্রমে ৩০ ত্রিশের অধিক বেত্রাঘাত করিতে হইবে না এবং সেই বেত্রাঘাত ও শরীরের অন্যস্থানে নয় কেবল নিতম্বদেশেই করিতে হইবেক। বেত্রাঘাত করিতে হইলে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিতে হইবে এবং উক্তরূপ দণ্ড দেওয়ার সময় ডাক্তার উপস্থিত থাকা আবশ্যক কিন্তু স্ত্রীলোকেরা তদ্রূপ দণ্ড হইতে মুক্ত থাকিবে তাহাদের অপরাধ হইলে বেড়ী বেত্রাঘাত ভিন্ন অন্য প্রকারের দণ্ড দিতে হইবে।

৭৫। উপরোক্ত দণ্ড ভিন্ন কয়েদিকে দ্বিগুণ কাজ কি সহজ হইতে কঠিন কাজ পরিবর্ত্তন ইত্যাদি শাস্তি দেওয়া যাইতে পারিবেক।

নবম অধ্যায়

সদাচারী কয়েদীদিগের পুরস্কারের কথা

৭৬। কয়েদীদিগের সচ্চরিত্রতা প্রকাশ পাইলে কিংবা বিশেষ প্রশংসনীয় কোন কার্য্য করিলে কিংবা জেইলের কোন কার্য্যকারকের প্রাণরক্ষা করার চেষ্টা করিলে অগ্নি হইতে জেইল রক্ষা করিলে কিংবা অন্য কোন উপযুক্ত কারণবশতঃ কোন ২ কয়েদির ম্যাদের লাঘবের হুকুম হইতে পারিবেক কিন্তু এমত সমস্ত কার্য্য জেইল পরিদর্শকগণ ও জেইল কার্য্যাধ্যক্ষ ঐক্য হইয়া শ্রীশ্রীযুত সমীপে রিপোর্ট করতঃ তাঁহার মঞ্জুরীযুক্ত করিতে পারিবেক। তাঁহার অনুমতি ভিন্ন কোন প্রকারেই হইতে পারিবেক না।

দশম অধ্যায়

কয়েদীদিগের আহারীয় বিষয়

৭৭। দণ্ডাজ্ঞা কি অনিষ্পন্ন বিচারের অধীন প্রত্যেক ফৌজদারী কয়েদীকে তাহার স্বাস্থ্য ও বল রক্ষায় প্রচুর পরিমাণে উপযুক্ত সামান্য আহার দিতে হইবে। শ্রমকারী ও অনিষ্পন্ন বিচারের অধীন কয়েদী সকলের আহারীয় দ্রব্যের কোন অংশই ন্যূনাধিক হইবে না। প্রতিদিন দুইবেলা আহার করিবে এবং পূর্ব্বাহ্নের আহার গুরুতর হইবে।

৭৮। যে যে কয়েদী যে যে নিয়মে আহারীয় দ্রব্যাদি পাইবেক সেই সকল নিম্নে লিখা গেল কিন্তু কয়েদীগণের অবস্থান ও পূর্ব্বাবস্থা বিবেচনায় আহারীয় দ্রব্যের ন্যূনাধিক করিবার ক্ষমতা জেইল কার্য্যাধ্যক্ষের রহিলেক।

৭৯। দেওয়ানী কয়েদীদিগের জন্যে যে খাদ্য দ্রব্যের প্রয়োজন হইবে তাহা জেইলার খরিদ করিয়ে ও বিতরণ করিবে কিন্তু কোনপ্রকার অনুপযুক্ত বস্তু দেওয়ানী জেইলের মধ্যে না আইসে ও সেই কয়েদীদিগের খোড়াকী সবলভাবে ও স্বাস্থ্যোপযোগী খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করতঃ খরচ করা যায় এ বিষয়ে সাবধান থাকিতে হইবে। দেওয়ানী কয়েদীদিগের খোড়াকী ডিক্রীদার হইতে লইয়া নগদ খরচ করিতে হইবে।

বিনাশ্রমী কয়েদীর খোড়াকী

	মধ্যাহ্ন বেলা							অপরাহ্ন বেলা							
	চাউল	ডাইল	তরকারী	তৈল	লবণ	মসলা	মোট	চাউল	ডাইল	তরকারী	তৈল	লবণ	মসলা	মোট	দৈনিক
	ছটাক	ছটাক	ছটাক	ছটাক	ছটাক	ছটাক	ছটাক	ছটাক	ছটাক	ছটাক	ছটাক	ছটাক	ছটাক	ছটাক	ছটাক
সোমবার	/।/.	৵.	/.	১/৮	১/৮	১/৮	/।।৫ ১২	/।.	/।/.	/.	/.	১	১	/।/৫	/৸৵৫ ৬
মঙ্গলবার	।/.	/.	৵.	১/৬	১/৮	১/৮	/।।৫ ১২	/।.	×	৵.	১/৮	১/৮	১/৮	/।৵৫ ১২	/৸৵৫ ৬

শ্রমকারী কি অনিষ্পন্ন বিচারের অধীন কয়েদী হইলে-

	পূর্ব্বাহ্নের আহার								সায়াহ্নের আহার							
	চাউল	ডাইল	তরকারী	তৈল	লবণ	মসলা	মাছ মাংস	মোট	চাউল	ডাইল	তরকারী	তৈল	লবণ	মসলা	মোট	দৈনিক
	ছটাক	ছটাক	ছটাক	ছটাক	ছটাক	ছটাক	ছটাক		ছটাক	ছটাক	ছটাক	ছটাক	ছটাক	ছটাক	ছটাক	ছটাক
সোমবার	/৷৵.	×	৵.	১/১৬	১/৮	১/৮	৵.	/॥৵৫ ১২	/৷.	৵.	×	১/১৬	১/৮	১/৮	/৷৵৫ ১২	/॥৫ ৬
মঙ্গলবার	/৷৵.	৵.	৵.	১/১৬	১/৮	১/৮	×	/॥৵৫ ১২	/৷.	×	৵.	১/১৬	১/৮	১/৮	/৷৵৫ ১২	/॥৫ ৬

একাদশ অধ্যায়

বিনাশ্রমী কয়েদী কথা

৮০। যে সমস্ত কয়েদীগণ শ্রমব্যতীত দণ্ডাজ্ঞার হুকুম হইয়া ফাটকে আনীত হইবে তাহারা সর্ব্বতোভাবে দণ্ডাজ্ঞার অধীন শ্রমী কয়েদীর ন্যায় ব্যবহৃত হইবে কেবলমাত্র এই প্রভেদ থাকিবে যে তাহারা বিনাশ্রমী কয়েদীর জন্য যে আহারীয় বস্তু নির্দ্ধারিত হইল তাহা প্রাপ্ত হইবে এবং তাহারা নিজ পরিচ্ছদ পরিধান করিতে সক্ষম হইবে যদি কোন কয়েদী নিজ পরিচ্ছদ যোগাইতে অক্ষম হয় তবে জেইল কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রমীদিগের পরিচ্ছদ তাহাকে দিতে পারিবে।

৮১। বিনাশ্রমী কয়েদীগণকে সাধ্যমত পৃথক ফাটকে রক্ষিত হইবে এবং জেইলে প্রবেশ করিবার পর কোন জেইল সম্পর্কীয় অপরাধগ্রস্ত হইলে শ্রমী কয়েদীর ন্যায় দণ্ডনীয় হইবে।

৮২। বিনাশ্রমী কয়েদীগণ শ্রমী কয়েদির রেজেষ্টরীভুক্ত হইবে এবং সর্ব্বতোভাবে আহার পরিচ্ছদ শ্রমভিন্ন শ্রমী কয়েদীর ন্যায় ব্যবহৃত হইবে।

৮৩। বিনাশ্রমী কয়েদীগণ জেইলে প্রবেশের পর স্বেচ্ছানুসারে শ্রম করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহারা শ্রম কয়েদীর ন্যায় আহারীয় বস্তু পাইতে পারিবে কিন্তু অনিচ্ছামতে কোন কর্ম্ম করিতে তাহাকে বাধ্য করা যাইবে না।

দ্বাদশ অধ্যায়

দেওয়ানী কয়েদীর কথা

৮৪। যে সকল কয়েদী সবল ও রাজস্ব আদায়ে অক্ষম প্রযুক্ত এবং আবকারী আইনানুসারে দেওয়ানী ফাটক কয়েদ থাকার হুকুম হয় তাহারা জেইলে আনিত হইলে দেওয়ানী কয়েদী রেজেষ্টারী বহিভুক্ত হইবে।

৮৫। দেওয়ানী কয়েদীগণকে যে ব্যক্তি অর্থাৎ ডিক্রীদার ফাটকে দিয়াছে তাহা হইতে প্রাপ্ত খোড়াকীর টাকা ও সর্ব্বতোভাবে তাহার আহারীয় বস্তু খরিদ জন্য খরচ করিতে হইবেক এবং সেই অর্থ দ্বারা যে পর্য্যন্ত হইতে পারে তাহা কয়েদীর ইচ্ছানুসারে ভোজ্যবস্তু যোগাইতে হইবে।

৮৬। যদি কোন দেওয়ানী কয়েদী ইচ্ছানুসারে কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হয় তবে জেইল মধ্যে সে তাহা করিতে পারিবে। কিন্তু সেই সমস্ত কার্য্যোৎপন্ন বস্তুর মূল্য সরকারে জব্দ না হইয়া কয়েদী নিজে পাইবে।

৮৭। পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকা অবধি অপরাহ্ন ৪ চারি ঘটিকা পর্য্যন্ত তাহারা আপন ২ জ্ঞাতি বন্ধু-বান্ধবদিগকে দেখিতে পারিবে কিন্তু জেইলের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের বিচারানুসারে যে ব্যক্তিকে দুষ্ট কি সন্দিগ্ধ ভাবের লোক জ্ঞান হয় এমত লোক সহিত সাক্ষাৎকারের অনুমতি দেওয়া যাইবেক না।

৮৮। জেইল সম্পর্কীয় বিধি লঙ্ঘন করিলে দেওয়ানী কয়েদীগণকে ৭ সাত দিনের অনধিককাল পর্য্যন্ত পৃথক কারাবাসের আজ্ঞা করিতে জেইল কার্য্যাধ্যক্ষ ক্ষমতাপন্ন হইবেক।

৮৯। নব প্রবিষ্ট দেওয়ানী কয়েদীর কাছে মারাত্মক কোন অস্ত্র কি পলায়নোপযোগী কোন বস্তু নাই ইহা নিশ্চয় করিবার আশায় তাহাদের বস্ত্রাদি তালাশ করিতে হইবে এবং তালাশ সময় যে বস্তু পাওয়া যায় তাহা স্বতন্ত্র স্থানে রাখিয়া কয়েদী মুক্ত হইবার কালীন তাহাকে ফেরৎ দিতে হইবে।

৯০। দেওয়ানী জেইলের মধ্যে মদ কি অন্য কোনো নিশাজনক দ্রব্য ব্যবহারের নিয়ম করিতে চিকিৎসকের বিশেষ অনুমতি লইতে হইবেক। কিন্তু জেইল কার্য্যাধ্যক্ষের অনুমতি ভিন্ন কোনমতেই এসমস্ত বস্তু ব্যবহৃত হইতে পারিবে না।

যে সমস্ত রেজেস্টর জেইলে রাখিতে হইবে

১। জেইল কার্য্যাধ্যক্ষের হুকুম বহি ও জেইল দারগার রিপোর্ট বহি ২। জেইলের পরিদর্শন বহি ৩। হাজতী কায়দীর আমদানী বহি ৪। দণ্ডাজ্ঞার অধীন কয়েদী লোকের আমদানী বহি ৫। তথার খালাসী রোজনামা ৬। দেওয়ানী কয়েদীর আমদানী বহি ৭। কয়েদীগণের শাস্তি বহি ৮। কয়েদীগণের সম্পত্তি বহি ৯। জমা-খরচের হিসাব ১০। কয়েদীগণের কার্য্যের বহি ১১। তদুৎপন্ন বস্তুর জমা বহি ১২। কয়েদীগণের চিকিৎসা বহি ১৩। কয়েদীগণের ফাটকবদ্ধের মোট বহি ১৪। বসনের বহি।

জেইল সম্পর্কীয় হিসাবাদি

খরচ সম্পর্কীয় মাসিক হিসাব।
কয়েদী সম্পর্কীয় মাসক হিসাব।
কয়েদী দ্বারা উৎপন্ন বস্তুর মাসিক হিসাব।
উক্ত তিন প্রকারের বার্ষিক হিসাব।

কয়েদী সম্পর্কীয় মাস্কাবারের ফরম

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
				বর্ত্তমান খালাস						
কয়েদীর শ্রেণী	গত মাসের শেষ দিন যাহা ছিল	হাল মাসের আমদানী	মোট	ম্যাদগতে	পলাতক হইয়া	স্থানান্তরিত হইয়া	মৃত্যু	অন্য প্রকার	মোট	বর্ত্তমান মাসের শেষে যাহা ছিল

আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও জেল প্রশাসন

মাসেক খরচের হিসাব

মাসের নাম	খরচের প্রকার	মুদ্রা	মোট
	কয়েদীগণের রসদ বাবতীয় খরচ বিঃ ১ নং বারিজ	৫০৲	
	হাসপাতালের খরচ বিঃ তথা	২৲	
	কয়েদীগণের বস্ত্র খরিদ খরচ বিঃ তথা	১৫৲	
	ষ্টাব্লিশমেন্ট খরচ	১০৲	
	গৃহাদি নিৰ্ম্মাণ	১০৲	
	বাজে খরচ	৫৲	
		৮২৲	৮২৲
	বাণিজ্য বাবদ খরচ	১৮৲	১৮৲
	মোট	১০০৲	১০০৲
	বাদ প্রস্তুতি জিনিষাত বিক্রয়ের মূল্য বাবত	৩০৲	৩০৲
	ন্যায্য খরচ	৭০৲	৭০৲

১ নং বারিজ

জিনিষের নাম	মাসে যত কয়েদী হইয়াছে			মোট	নিরিখ	মূল্য	
	হাজতী	শ্রমিক বাবত	বিনাশ্রমী বাবত				
চাউল ডাইল তরকারী তৈল লবণ							এই প্রকারের খরচ খরচের বারিজাদিতে হইবে।

১ নম্বর বহি

জেইল দারগার রিপোর্ট ও কার্য্যাধ্যক্ষের হুকুম বহি				
জেইল দারগার রিপোর্ট			কার্য্যাধ্যক্ষের হুকুম	
রিপোর্টের নম্বর	রিপোর্টের তারিখ	রিপোর্টের বিবরণ	হুকুমের তারিখ	হুকুম বিবরণ

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

২ নং বহি

জেইল পরিদর্শন বহি

পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শকের নাম	মন্তব্য লিখন	জেইল কর্ম্মাধ্যক্ষের হুকুম

৩নং। হাজতী কয়েদীর আমদানী ও খালাসের বহি

শ্রেণীর নম্বর	হাজতীর নাম তাহার পিতার নাম ও স্থান	জাতি পেশা ও কর্ম্ম	শরীরের অবয়ব ও বয়স	অপরাধ	আমদানীর তারিখ ও যাহার হুকুম	খালাস ও ম্যাদ হওয়ার বিবরণ	এই বহিতে খালাসের তারিখ	কৈফিয়ৎ

৪ নম্বর

ম্যাদী কয়েদী আমদানী ও খালাস বহি　　শাস্তির প্রকার　　খালাসের বিবরণ

রেজিষ্টারীর নম্বর	কয়েদীর নাম তাহার পিতার ও বাসস্থানের নাম	জাতি ও পেশা	বয়স ও শরীরাকৃতি	অপরাধ	ওয়ারেণ্টের তারিখ	যাহার হুকুম	ম্যাদের বিবরণ	ম্যাদারম্ভের তারিখ	শরীরের অবস্থানুসারে যে কার্য্য করিতে হইবে	তারিখ	মন্তব্য কৈফিয়ৎ

৫ নম্বর

কয়েদীগণের খালাসী রোজনামা বাবতে মাহ—১৮৭৪

রেজেষ্টারীর নম্বর	কয়েদীর নাম ও তাহার পিতার নাম	ম্যাদের তারিখ	ম্যাদের কাল	খালাসের তারিখ	কৈফিয়ৎ

৬ নম্বর

দেওয়ানী কয়েদীর রেজেষ্টারী বহি

শ্রেণীর নম্বর	কয়েদীর নাম তাহার পিতার ও বাসস্থানের নাম	কয়েদীর জাতি ও পেশা	শরীরের অবয়ব বয়স	যে কারণে ম্যাদ হইবেক	ওয়ারেণ্টের তারিখ	ম্যাদের বিবরণ		যাহার হুকুম	খালাসের বিবরণ		কৈফিয়ৎ
						ম্যাদের কাল	ম্যাদ আরম্ভের কাল		খালাসের তারিখ	বিবরণ	

৭ নম্বর

জেইলের নিয়ম লঙঘন করিলে কয়েদীগণের শাস্তি বহি

রেজেষ্টরীর নম্বর	কয়েদী নাম	পূর্ব্ব অপরাধ ও শাস্তি	জেইলে যে অপরাধ করিয়াছে	দণ্ডের প্রকার	ডাক্তারের সার্টিফিকেট	জেইলের কার্য্যাধ্যক্ষের দস্তখত	কৈফিয়ৎ

৮ নম্বর

কয়েদীগণের সম্পত্তি বহি

রেজেষ্টারীর নম্বর	কয়েদীর নাম	যে জিনিসাত জেইলে রাখিবেক	যে তারিখে ফেরৎ দেওয়া হয়	রসিদ	কৈফিয়ৎ

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

৯ নম্বর

জমা খরচ বহি

জমা			খরচ		
জমার তারিখ	প্রকার	মুদ্রা	খরচের তারিখ	প্রকার	মুদ্রা

১০ নম্বর

কয়েদীগণের কামজারী বহি

তারিখ	বাহির কামজারী	সুরকী প্রস্তুত	ইট প্রস্তুত	মোড়া প্রস্তুত	টুকরী প্রস্তুত	পুষ্করিণী ছেচন	জঙ্গলা কাটা	মেস্তরীর কার্য্য	বাবরচি গিরি	মালী মেথর	মোট	কৈফিয়ৎ

১১ নম্বর

জেইল উৎপন্ন বস্তুর বহি

বস্তুর নাম	গত মাসের তহবিল		প্রস্তুত হাল মাস		মোট		বিক্রী		বাকী	কৈফিয়ৎ
	বস্তু	মূল্য	বস্তু	মূল্য	বস্তু	মূল্য	বস্তু	মূল্য	বস্তু	মূল্য

১২ নম্বর

কয়েদীগণের চিকিৎসার বহি

রেজেষ্টারীর নম্বর	কয়েদীর নাম	রোগের প্রকার	চিকিৎসার প্রণালী	চিকিৎসার ফল	কৈফিয়ৎ

১৩ নম্বর

মোট কয়েদীগণের বহি যাহারা রাত্রিযোগে ফাটকে বন্ধ থাকিবে

তারিখ	ফাটকের নম্বর ও নাম	যত কয়েদী আবদ্ধ	কৈফিয়ৎ
	১ নং হাজতী	১০	
	২ নং মেয়াদী	১৫	
	৩ নং ঐ	১৫	
	৪ নং দেওয়ানী	২	
	৫ নং হাসপাতাল	৩	
	৬ নং নির্জ্জন ফাটক	১	
	৭ নং বিনাশ্রম	১	
		৪৭	

কয়েদীগণের বস্ত্রের বহি

তারিখ	শ্রমী কয়েদীর মোট	বিনাশ্রমী কয়েদীর মোট	হাজতী কয়েদীর মোট	দেওয়ানী কয়েদীর মোট	একুন	কৈফিয়ৎ

Nilmani Das
Dewan.

B. C. Deb

নিদর্শন--৩

কয়েদীগণকে বেড়ী[৬] পরানো সম্পর্কে

নং ১২ সেহা

B. C. Deb

রোবকারী কাছারী এলাকে রাজগী পর্ব্বত ত্রিপুরা হুজুর শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর ইতি সন ১২৮৪ ত্রিং তারিখ ৮ই জ্যৈষ্ঠ।

প্রকাশ পায় যে ম্যাদের ন্যূনাধিক ও অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় সমুদয় কয়েদীগণকেই বেড়ী দেওয়া হইয়া থাকে। বাস্তবিক তাহা উচিত নহে। যে কয়েদী কোন গুরুতর ও দৌরাত্ম ঘটিত অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া কয়েদ হয় অথবা যাহার স্বভাব সঙ্কটজনক বোধ হয় অথবা যে কয়েদী পলাতক হইয়া যাওয়ায় সম্ভব বিবেচনা হয় ও যে কয়েদীর ম্যাদের পরিমাণ অধিক হয় কেবল তাহাদিগকেই বেড়ী দেওয়া উচিত এবং যে কয়েদী যে বিচারকের হুকুমে কয়েদ হয় অনেকাংশই সেই বিচারক সেই বিষয়ের বিবেচনা করা সক্ষম বটে। সমতে--

হুকুম হইল যে--

এই রোবকারীর এক খণ্ড প্রতিলিপি জেইলখানার তত্ত্বাবধায়কের নিকট পাঠাইয়া লিখা যায় যে কোন কয়েদীকে বেড়ী দেওয়া আবশ্যক বোধ হইলে উল্লিখিত কারণ সকল প্রতি দৃষ্টি রাখে এবং ইহার একখণ্ড প্রতিলিপি প্রত্যেক ফৌজদারী বিচারকের নিকট পাঠাইয়া লিখা যায় যে ভবিষ্যতে কোন অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার সময় শাস্তির হুকুমে অমুক অপরাধী শ্রম সহ কয়েদ থাকে ও যে অবস্থাতে বেড়ী দেওয়ার আবশ্যক হয় ও শ্রম ও বেড়ী সহ কয়েদ থাকে সর্ব্বদা আপন আপন হুকুমে লিপিবদ্ধ করে ও সেই সকল শব্দ জেইল রক্ষকের নামীক ওয়ারেন্টে ব্যক্ত করে জেইল রক্ষক ঐ হুকুমের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করে। 'কয়েদী জেইলখানায় থাকা সময়ে কোন কুকার্য্য করিলে অথবা তাহার স্বভাব চরিত্র মন্দ প্রকাশ হইলে অথবা পলাইয়া যাওয়ার সম্ভব থাকিলে অথবা ঐ প্রকারের অন্য কোন বিশেষ হেতু ব্যতীত বিচারকের সুস্পষ্ট হুকুম না থাকিলে জেইল তত্ত্বাবধায়ক কোন কয়েদীকে আপন হুকুমে বেড়ী দেওয়া ক্ষমতাবান থাকিবে না। প্রকাশ থাকে যে যে কয়েদীর ম্যাদ সাধারণতঃ এক বৎসর কি তাহার ন্যূন হইবে তাহাকে বিশেষ হেতু ব্যতীত বেড়ী দেওয়া উচিত হইবে না কয়েদীর পরিচিহ্ন নিমিত্তে প্রত্যেক কয়েদীর এক পায়েতে একটা কড়া দেওয়াই প্রচুর হইবে। ইতি

Nilmani Das
Dewan.

নিদর্শন--৪

মিউনিসিপ্যাল এলাকায় চৌকীদারগণের রণগস্তি* দেওয়া সম্পর্কে

মেমো নং ৫ সেহা

প্রকাশ যে মিউনিসিপ্যাল ফোজদারগণ কোতালীর দারোগার নিকট হাজিরা লিখাইয়া থাকে কিন্তু ঐ চৌকীদারগণ রাত্রে নিয়মানুসারে রণগস্তি* করে কিনা সেই বিষয় কোন কার্য্যকারকগণ দৃষ্টি রাখেন ইহা প্রকাশ পায় না কোতালীর দারোগা ও কখন কখন টেকস দারোগা সেই বিষয় দৃষ্টি রাখা আবশ্যক সেমতে

কোতালী দারোগা প্রতি আদেশ করা যায় যে প্রত্যেক সোমবার রিপোর্ট দেয় যে তৎপূর্ব্বের সপ্তাহ চৌকীদারগণ রীত্যনুসারে স্বীয় কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিয়াছে কিনা টেকস দারোগা প্রত্যেক মাসে ৪ দিবস রণগশ্তি করিয়া মাসান্তে ঐরূপ রিপোর্ট করে এই সম্বন্ধে হুকুমনামা জারী হয়। ইতি সন ১২৮৫ ত্রিং ২৪শে বৈশাখ।

Nilmani Das
Dewan.

*রাত্রিকালে পাহাড়ার ইংরাজী শব্দ round এর বিকৃত রূপান্তর। 'বাংলায় ব্যবহৃত শব্দ' রোঁদ'।

নিদর্শন—৫

সৈনিকগণের ভাত্তা সম্বন্ধে সংশোধিত মেমো

মেমো নং ১০৭ মেমো

সৈনিক বিভাগের কর্ম্মচারিগণের ভাত্তা সম্বন্ধীয় পূর্ব্ব প্রচারিত সমস্ত নিয়মাবলী রহিত করিয়া উক্ত কর্ম্মচারিগণের ভাত্তা নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক অত্রাফিস হইতে গত ২৭শে বৈশাখ তারিখে ১২ নং মেমো প্রচার হয়। তৎপরি ধর্ম্মনগর ও চিরাকুটি সার্ভে মোতায়নী সিপাহী ও হুদ্দাদারগণ উক্ত মেমো দ্বারা তাহাদের ভাত্তা রহিত হওয়ায় ভাত্তা স্থিরতর রাখার জন্য অত্রাফিসে প্রার্থনা করিলে মিলিটারী আফিসের ভারপ্রাপ্ত শ্রীযুত কর্নেল ঠাকুর সাহেবের মন্তব্য গ্রহণ পূর্ব্বক উল্লিখিত ২০শে বৈশাখের ১২ নং মেমোর আদেশে দ্বিরাদেশ পর্য্যন্ত স্থগিদ রাখার মর্ম্ম গত ৬ই অগ্রহায়ণ তারিখে ৮৯ নং মেমো প্রচার করা হইয়াছিল।

ধর্ম্মনগর প্রভৃতি স্থায়ী গার্ড সমূহের সিপাহী ও হুদ্দাদারগণের ভাত্তা রহিত হওয়ায় তাহাদের প্রার্থনা-মূলেই উক্ত ৮৯ নং মেমো প্রচার ও কেবল উক্ত ভাত্তা রহিতের অংশ স্থগিদ রাখা হইয়াছিল। ২০শে বৈশাখের ১২ নং মেমোর সমস্ত বিধান রহিত করা ৮৯ মেমোর উদ্দেশ্য নহে অতএব

হুকুম হইল যে

বিগত ২০শে বৈশাখ তারিখে প্রচারিত ১২ নং মোকদ্দমায় কেবল ২।৩।৬।৭ এই চারি দফার আদেশ দ্বিরাদেশ পর্য্যন্ত স্থগিদ রাখা যায়। কার্য্যে পরিণতির বাসনায় এই মেমোর এক ২ খণ্ড প্রতিলিপি মিলিটারী আফিসে, বিলনীয়া, সোনামুড়া, কৈলাসহর সবডিবিসনের আফিসহায়ে এবং হিসাব বিভাগের যোগে সদর বক্সী-খানায় পাঠান যায়। প্রকাশ থাকে যে ধর্ম্মনগর ও একছাড়ি সার্ভে মোতায়নী সিপাহী ও হুদ্দাদারগণের নিয়মাতিরিক্ত ॥. আনা ভাত্তা সম্বন্ধে যে বিশেষ আদেশ প্রচার আছে তাহাও এতদ্বারা সংশোধনক্রমে কেবল আমলদার বিগুলচি ও সিপাহী এই তিন শ্রেণীর চাকরানের জন্য অতিরিক্ত ভাত্তার নিয়ম স্থিরতর রহিল। ইতি ১২৯৭ ত্রিং ৬ই ফাল্গুন।

Mohini Mohan Bardhan
Minister.

নিদর্শন—৬

কয়েদীগণের আহারাদি কতিপয় বিষয়ে দৃষ্টিপাত সম্পর্কে জেইল চিকিৎসকের কর্ত্তব্য

মেমো নং ১১

ক্যাম্প কুমিল্লা, মন্ত্রী আফিস
তাং ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৮ ত্রিং

খাস আপীল আদালতের প্রধান বিচারপতি বিগত ১২৯৭ ত্রিপুরার ৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে নূতন হাবেলীর জেইলখানা পরিদর্শন করিয়া পরিদর্শন রিপোর্টে কয়েদীগণের আহারীয় জিনিষাদি পরীক্ষা ও জেইল তত্ত্বাবধায়ক সদর ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যাধিক্য প্রযুক্ত জেইলের কার্য্যাদি সময় সময় পর্য্যবেক্ষণ সম্বন্ধে চিকিৎসক প্রতি কতিপয় ক্ষমতার্পণের বিষয় প্রস্তাবনা করা গেলে উক্ত পরিদর্শন রিপোর্ট পর্য্যালোচনাক্রমে নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

১। প্রতিদিন প্রত্যুষে নূতন হাবেলীস্থ দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক প্রত্যেক কয়েদীর শারীরিক অবস্থাদৃষ্টে আহারাদির ব্যবস্থা করিবে এবং তদনুসারে আহারীয় বস্তু দেওয়া জেইল কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য হইবে।

২। কয়েদীগণ যাহাতে শারীরিক সুবিধামতে থাকে তৎপ্রতি চিকিৎসক সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে।

৩। কয়েদীগণের আহারীয়, পরিধেয় ও শয়নের বস্তু যখন যাহা জেইলখানায় মজুত ও ব্যয় হয় তাহার হিসাবাদিতে মজুত ও ব্যয়ের প্রকৃতাপ্রকৃত পরীক্ষাক্রমে চিকিৎসক আপন স্বাক্ষর করিবে।

৪। কয়েদীগণ দ্বারা উচিতরূপে কার্য্য লওয়া হয় কিনা তদ্বিষয় দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য হইবে।

৫। জেইল সেরেস্তায় যে সকল বহি ব্যবহৃত ও যে সকল হিসাব রক্ষিত হয় তাহা নিয়মিত ও বিশুদ্ধভাবে সম্পাদিত হয় কিনা চিকিৎসক সময় ২ পরীক্ষা করিয়া পরিদর্শন বহিতে আপন মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিবে।

৬। পরিদর্শন সময়ে জেইলখানার কোনরূপ অনুচিত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হওয়া প্রকাশ পাইলে কিংবা জেইল সেরেস্তার কার্য্যসম্বন্ধে কোন ত্রুটি লক্ষিত হইলে চিকিৎসক তদ্বিবরণ রিপোর্ট দ্বারা জেইল তত্ত্বাবধায়ক সদর ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাইবে এবং কার্য্যের গুরুত্ব বিবেচনায় গোচরার্থ আর এক খণ্ড রিপোর্ট ষ্টেট ফিজিসিয়েন আফিসেও দ্বিতীয় খণ্ড সদর আফিসে প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

৭। সামান্য ত্রুটি জন্য চিকিৎসক জেইল কর্ম্মচারীগণকে স্বয়ং সতর্ক করিয়া দিতে পারিবে।

৮। প্রতি বর্ষান্তে উক্ত চিকিৎসক জেইলের কার্য্যাদি সম্বন্ধে একটি বার্ষিক রিপোর্ট লিখিয়া এক খণ্ড জেইল তত্ত্বাবধায়ক সদর ম্যাজিষ্ট্রেট নিকট এবং আর এক খণ্ড ষ্টেট ফিজিসিয়েন আফিসে প্রেরণ করিবে।

৯। জেইলের কার্য্যাদি সম্বন্ধে সুবিধা ও অসুবিধা বিবেচনায় কোন নিয়ম পরিবর্ত্তন কিংবা কোন নিয়ম নূতন সংস্থাপন করা আবশ্যক হইলে চিকিৎসক আপন রিপোর্টে প্রস্তাব করিতে পারিবে।

১০। জেইল তত্ত্বাবধায়ক চিকিৎসকের বার্ষিক রিপোর্ট প্রাপ্ত হইলে অগৌণে আপন মন্তব্যসহ তাহা মন্ত্রী আফিসে প্রেরণ করিবেন।

১১। এই মেমো দ্বারা জেইল তত্ত্বাবধায়কের কোন ক্ষমতা খর্ব্ব করা হইল না। চিকিৎসক জেইল সম্পর্কে যখন যে রিপোর্ট করিবে তত্ত্বাবধায়ক যথাসময়ে তদ্বিষয়ের উচিৎ প্রতিবিধান করিতে বাধ্য থাকিবেন। এতাবেতা

আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও জেল প্রশাসন

হুকুম হইল যে

রীতিমত কার্য্যে পরিণত হওয়ার বাসনায়[৭] এই মেমোর একখণ্ড প্রতিলিপি ষ্টেট ফিজিসিয়েনবাবু সমীপে এবং অবগতার্থে[৮] এক প্রতিলিপি খাস আপীল আদালতে ও জেইল তত্ত্বাবধায়ক সদর ম্যাজিষ্ট্রেট সমীপে পাঠান যায়। ইতি

Mohini Mohan Bardhan
মন্ত্রী

নিদর্শন—৭

মিলিটারী বাজেট

১৩০১ ত্রিপুরাব্দ

অর্ডার নং ১৫

মিলিটারী বিভাগ

শ্রীযুত মন্ত্রী রায়বাহাদুরের ১৫ই বৈশাখের ৯ নং আদেশ সম্বন্ধে উপরোক্ত আদেশানুসারে সৈনিক বিভাগের মোট্‌ ব্যয় ২২,৭৫০৲ টাকা ধার্য্যক্রমে বজেট প্রস্তুত হইল।

২। বজেটের বারিজ আলোচনায় দৃষ্ট হইবে যে মং ১,২৫০৲ টাকা বার্ষিক ব্যয় হ্রাস হওয়াতে ও সৈনিক বিভাগের শক্তি ও দক্ষতা বৃদ্ধির উপায় করা হইয়াছে।

৩। সিপাইর সংখ্যা ২০০ শত জনই স্থিরতর রহিল। কার্য্যের সুবিধার জন্য সমগ্র সেনা ৪ চারি কোম্পানীতে বিভক্ত করা গেল। প্রত্যেক কোম্পানীতে ২৫ ফাইল অর্থাৎ ৫০ জন সিপাই, একজন সুবেদার, একজন জমাদার, একজন হাওলদার, দুইজন আমলদার ও একজন বিউগ্লার থাকিবে।

৪। সমগ্র রাজ্যখণ্ড সৈন্যনিবেশ সম্বন্ধে সদর, উত্তর ও দক্ষিণ তিন ভাগে বিভক্ত হইবে। সদর বিভাগে ১ম ও ২য় কম্পেনী অবস্থিত থাকিবে। উত্তর বিভাগ কৈলাসহরে ৩য় কম্পেনী এবং দক্ষিণ বিভাগে সোণামুড়া ও বিলোনীয়ার জন্য উদয়পুরে ৪র্থ কম্পেনীর হেড কোয়ার্টার নির্দ্দেশ করা হইল।

৫। বিলনীয়াতে স্বতন্ত্র এক পূর্ণ কম্পেনী রাখার কোন প্রকার আবশ্যকতা নাই। উদয়পুরে যে কম্পেনীর হেড কোয়াটার নির্দ্ধারিত হইল তাহারই এক অংশে হাওলদার বা জমাদারের তত্ত্বাধীনে বিলনীয়াতে থাকিবে।

৬। ১ম কম্পেনী এডজুট্যান্টের সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিবে সুতরাং উক্ত কম্পেনীর জন্য সুবেদারের বন্ধান করা হইল না।

৭। সিপাইগণ বেতনের হার অনুসারে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইল, প্রথম শ্রেণীর সিপাই ৭৲ টাকা এবং ২য় শ্রেণীর সিপাই ৬৲ টাকা হিসাবে মাসিক বেতন প্রাপ্ত হইবে। প্রথম শ্রেণীতে ৫০ জন এবং ২য় শ্রেণীতে ১৫০ দেড়শত জন সিপাই থাকিবে। গুণানুসারে বর্ত্তমান সিপাইগণ উন্নতি প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য হইবে, উন্নতি-প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা তাহাদের স্বীয় স্বীয় বর্ত্তমান বেতন ... ...।

৮। কম্পেনী হেড কোয়ার্টারে অবস্থান কালে কেহ ভাত্তা পাইবে না। অথবা যে গারদে সৈন্যগণ বৎসরের মধ্যে অন্যূন ৯ মাস কাল অবস্থিতি করিবে, তথাকার কোন সিপাই কি হুদ্দাদার ভাত্তা পাইবে না। অন্যান্যস্থলে নিম্নলিখিত নিয়ম মতে ভাত্তা পাইবে। যথা—

পদ	মাসিক বেতন
এডজুট্যান্ট	৫৲
সুবেদার	৪৲
জমাদার	৩৲
হাওলদার	২॥.
আমলাদার, সিপাই ও বিউগ্লার	২৲

৯। মোটের উপর এক কম্পেনী বৎসরের মধ্যে ৯ মাসকাল হেড কোয়ার্টার হইতে স্থানান্তরে থাকিবার সম্ভাবনা। সুতরাং ভাত্তা বাবত বার্ষিক অনধিক ১,০০০৲ এক হাজার টাকা ব্যয় হইবে।

১০। উপরোক্ত আদেশের প্রস্তাবমতে স্বাধীন ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগ নিম্নলিখিত রূপে গঠিত হইল।

পদ	মাসিক	বার্ষিক (টাকা)
১। কর্নেল	৪০	৪৮০
২। এডজুট্যান্ট	৩০	৩৬০
৩। সুবেদার ৩ জন প্রত্যেক ২০৲ হিঃ	৬০	৭২০
৪। জমাদার ৪ জন প্রত্যেক ১২৲ টাকা হিঃ	৪৮	৫৭৬
৫। হাওলদার ৪ জন প্রত্যেক ১০৲ টাকা হিঃ	৪০	৪৮০
৬। আমলাদার ৮ জন প্রত্যেক ৮৲ টাকা হিঃ	৬৪	৭৬৮
৭। সিপাই ৫০ জন প্রত্যেক ৭৲ টাকা হিঃ	৩৫০	৪,২০০
৮। সিপাই ১৫০ জন প্রত্যেক ৬৲ টাকা হিঃ	৯০০	১০,৮০০
৯। বিউগল মেজর প্রত্যেক	১৫	১৮০
১০। বিউগ্লার ৩ জন প্রত্যেক ৭৲ টাকা হিঃ	২১	২৫২
১১। ভাত্তা		১,০০০
১২। বিবিধ (আফিসের ব্যয় সহ)		২,৯৩৪
		২২,৭৫০

মং বাইশ হাজার সাত শত পঞ্চাশ টাকা মাত্র।

S. C. Bose
দেওয়ান

নিদর্শন—৮

সৈনিক বিভাগীয় পরিচালন ব্যবস্থা

শ্রীশ্রীহরি

R. K. Deb Barman

নং ৩

রোবকারী দরবার শ্রীলশ্রীযুত রাধাকিশোর দেববর্ম্মণ যুবরাজ গোস্বামী বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি সন ১৩০৬ ত্রিং তারিখ ১লা পৌষ।

যেহেতু এ রাজ্যের সৈনিক বিভাগের জঙ্গিগারদ এপর্য্যন্ত শ্রীলশ্রীমান বড়ঠাকুর সমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মণের কর্ত্তৃত্বাধীনে চলিয়া আসিতেছিল। উক্ত শ্রীলশ্রীমান এইক্ষণ কলিকাতা আছে। সৈনিক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের পদশূন্য থাকা সঙ্গত নহে, অতএব

হুকুম হইল যে—

অন্য আদেশ সাপেক্ষে সদর ও মফস্বলস্থ জঙ্গিগারদ সমূহের কার্য্য এপক্ষের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হয়। এপক্ষের আদেশ ও উপদেশমতে ঐসকল গারদের সম্পূর্ণ কার্য্য নির্ব্বাহিত হইবে। পূর্ব্ব নিয়মানুসারে আরদালী গারদ একদা এপক্ষের কর্ত্তৃত্ব ও আদেশাধীন থাকিবে। সংসৃষ্ট আফিস সমূহে এই রোবকারীর প্রতিলিপি প্রেরিত হয়, ইতি সন ১৩০৬ ত্রিং—তাং ১লা পৌষ।

নিদর্শন—৯

সৈনিক বিভাগের অফিসার নিয়োগ

R. K. Deb Barman

মেমো নং ১৪

যেহেতু এপক্ষের ১৫ই পৌষ তারিখের ৫নং রোবকারী দ্বারা কর্ণেল শ্রীযুক্ত ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্ম্মণকে মিলিটারী বিভাগের ভার প্রদান করা হইয়াছে; আরদালী গারদের সৈনিকদিগের মধ্যেও একজন পদশীল কর্ম্মচারী নিযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। জঙ্গী সৈনিকের কর্ণেল শ্রীযুক্ত শিবরাম সিংহ বহুকালের পুরাতন কর্ম্মচারী; ইহাকে উল্লিখিত জঙ্গী সৈনিকের কর্ণেল হইতে পরিবর্ত্তনক্রমে পূর্ব্ব বেতনে আরদালীর সৈনিক বিভাগের কর্ণেলি পদে আনিলেই উদ্দেশ্যানুরূপ কার্য্য চলিতে পারে। অতএব—

আদেশ হইল যে

পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত বেতনে শ্রীযুক্ত শিবরাম সিংহ কর্ণেলকে আরদালীর সৈনিক বিভাগের কর্ণেলি পদে পরিবর্ত্তন করিয়া আনা যায়। উক্ত কর্ণেল সর্ব্বদা যথানিয়মে এপক্ষের নিকট থাকিয়া কার্য্য সম্পন্ন করে। এই আরদালী গারদের হুদ্দাদার ও সৈনিকগণ সম্বন্ধে বহাল, বরতরফ, সস্‌পেণ্ড ও মোতায়ন ইত্যাদি পূর্ব্ব নিয়মানুসারে নির্ব্বাহিত হয়। পরিণতার্থে এক ২ খণ্ড প্রতিলিপি সংসৃষ্ট আফিস ও উল্লিখিত কর্ণেলদ্বয় নিকট প্রেরিত হয়। ইতি সন ১৩০৬ ত্রিং, তাং ২১শে পৌষ।

নিদর্শন—১০

আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা সম্পর্কে ব্যবস্থাদি

শ্রীহরি

R. K. Deb Barman

মেমো নং ৪

জানা যায় ইদানীং এরাজ্যে গুরুতর অপরাধের কয়েকটি ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। পুনঃ ২ ঐরূপ ঘটনা হওয়া পুলিশ কার্য্যকারকগণের কার্য্যশিথিলতার পরিচায়ক। পুলিশ কার্যকারকগণকে তাহাদের কর্ত্তব্য সাধন সম্বন্ধে ভালরূপ সতর্ক করিয়া দিয়া যাহাতে তদন্তাদি উচিতরূপে সম্পন্ন হয়, তৎপ্রতি সর্ব্বদা পুলিশ বিভাগের তীক্ষ্ম দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। উক্তরূপ ঘটনা হওয়া মাত্র যাহাতে তৎসংবাদ এখানে পঁহছিতে পারে, এবং তৎপর তদন্তের অবস্থাও সময়ে সময়ে এপক্ষের গোচর হইতে পারে তাহারও উচিত বন্দোবস্ত হওয়া এপক্ষের অভিপ্রেত। পুলিশ কার্য্যকারক উক্তরূপ ঘটনার সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া মাত্র ঐ প্রথম সংবাদের এক নকল এবং অগৌণে তদন্ত আরম্ভ করিয়া তদবস্থাঘটিত সংক্ষিপ্ত দৈনিক রিপোর্ট পুলিশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক নিকট প্রেরণ করিলে এবং ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক ঐ ঐ রিপোর্ট প্রাপ্ত হওয়া মাত্র এপক্ষ সাক্ষাৎ উপস্থিত করিলেই উক্ত অভিপ্রায় সাধিত হইতে পারে, অতএব

আদেশ

অগৌণে উল্লিখিত অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য তামিল করার কারণ প্রতিলিপি পুলিশ বিভাগে পাঠান যায়। ইতি সন ১৩০৮ ত্রিং তাং ১৫ই বৈশাখ।

নিদর্শন—১১

সৈনিক অফিসারের উন্নতি ও বেতনবৃদ্ধি সম্পর্কে

শ্রীহরি

R. K. Deb Barman

মেমো নং ৮

যেহেতু মীর আবদুল হাফেজ সুবেদার মেজরকে উন্নতি ও বেতন বৃদ্ধি দেওয়া এপক্ষের অভিপ্রায়, অতএব

হুকুম হইল যে

উক্ত সুবেদার মেজরকে "কাপতানী" পদে উন্নীত ও মাসিক মং ১০৲ দশ টাকা বেতন বৃদ্ধি করা যায়। অবগতি ও কার্য্যে পরিণতির জন্য প্রতিলিপি মন্ত্রী আফিসে প্রেরিত হয়। ইতি ১৩১২ ত্রিং তাং ২রা ভাদ্র।

নিদর্শন—১২

কয়েদী মুক্তির আদেশ

রোবকারী নং ৮

B. K. Manikya
22.11.28.

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি সন ১৩২৮ ত্রিং ২২শে ফাল্গুন

যেহেতু শ্রীলশ্রীমান্ যুবরাজের শুভ উপনয়নোপলক্ষে নিম্নলিখিত ৫ পাঁচ জন কয়েদীকে মুক্তি দেওয়া এবং অশ্বিনীকুমার চৌধুরীর যাবজ্জীবন (২০ বৎসর) কারাদণ্ড ভোগের স্থলে তদর্দ্ধেক (১০ দশ বৎসর) কমাইয়া দেওয়া এপক্ষের অভিপ্রেত। অতএব—

আদেশ হইল যে

নিম্নলিখিত ৫ পাঁচ জন কয়েদীকে অদ্য মুক্তি দেওয়া যায় এবং অশ্বিনীকুমার চৌধুরীর কারাদণ্ড ভোগের ২০ বৎসর মধ্যে দশ বৎসর মাপ দেওয়া যায়; অবগতি ও কার্য্যে পরিণতির কারণ এই রোবকারীর প্রতিলিপি চিফ্ দেওয়ান সমীপে পাঠান যায়। ইতি, সন ১৩২৮ ত্রিং ২২শে ফাল্গুন।

মং (স্বাঃ) শ্রীতারামোহন চৌধুরী
পেস্কার

১। সোনারাম মালী
২। হরিরায় ত্রিপুরা
৩। আব্দুল রহিম কাজি
৪। এতিম আলি
৫। গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

---

৫ পাঁচ জন

নিদর্শন—১৩

দণ্ডিত ব্যক্তির ক্ষমাভিক্ষার প্রার্থনামূলে মার্জনা

B. K. Manikya
19.2.33.

মেমো নং ১

শাস্তিপ্রাপ্ত কয়েদী শশীমোহন দেববর্ম্মার পক্ষে ক্ষমাভিক্ষার আবেদন:--

ললিত লতিকা দেবীর আবেদন ও চিফ্ সেক্রেটারীর মন্তব্য আলোচিত হইল।

দণ্ডিত ব্যক্তির অপরাধ গুরুতর হইলেও তাহার পিতার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও সরকারী কার্য্যোপলক্ষে শোচনীয় মৃত্যুর বিষয় স্মরণ করিয়া আমি তাহাকে মার্জনা করিলাম। অতঃপর শশীমোহন দেববর্ম্মা, সদর ম্যাজিস্ট্রেট

প্রদত্ত দণ্ডাদেশ হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়া কারামুক্ত হইবে। ইহার বিরুদ্ধে আর ফৌজদারী মোকদ্দমা স্থাপনের আবশ্যকতা নাই। মোট তছরূপি টাকার পরিমাণ, তৎসম্পর্কে বিভিন্ন কর্ম্মচারীর দায়িত্ব ও আদায়ের উপায় সম্বন্ধে, রাজমন্ত্রী মন্তব্য উপস্থিত করিবেন। ইতি সন ১৩৩৩ ত্রিং তারিখ ১৯শে জ্যৈষ্ঠ।

নিদর্শন—১৪

মিলিটারী কোর্সের কমাণ্ডেন্ট নিয়োগ: রাণা যোধজং বাহাদুর

মেমো নং ১০০

B. B. K. Manikya
24.7.46.

মিলিটারী ফোর্সের কমাণ্ডেন্ট অনারারি লেফ্‌টানেন্ট কর্নেল কুমার শ্রীলশ্রীযুক্ত দীনমোহন দেববর্ম্মা বাহাদুর স্বাস্থ্যহীন হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুচারুরূপে পরিচালনে অসমর্থতা জ্ঞাপন করায় তৎস্থলে অবিলম্বে কার্য্য পরিচালনের জন্য বন্দোবস্ত করা আবশ্যক।

অতএব মেজর রাণা শ্রীযুত যোধজং বাহাদুর M.B.E. M.C (অবসরপ্রাপ্ত ইণ্ডিয়ান আর্মি) কে ত্রিপুরা মিলিটারী ফোর্সের কমাণ্ডেন্ট পদে মাসিক ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা বেতনে আপাততঃ ৩ তিন বৎসরের জন্য নিযুক্ত করা যায়, তিনি ফ্রি কোয়ার্টার প্রাপ্ত হইবেন। ইতি—সন ১৩৪৬ ত্রিপুরাব্দ তারিখ ২৪শে কার্ত্তিক।

১ স্বাভাবিক
২ সূরণ=স্থানীয় ভাষায় ঝাড়ু দেওয়া।
৩ পাকা ইমারত নির্ম্মাণ কার্য্যে ইটের খোয়া ও চূণ মিশ্রিত মসলা।
৪ লাই=বাঁশের বেতে তৈরী হাল্কা টুকরী।
৫ কুরচী মোড়া=কুরন্তি চেয়ার মোড়া
৬ বেড়ী=Iron fetters
৭ Adequate or proper compliance
৮ for information. শুদ্ধ শব্দ অবগত্যর্থে।

দ্বাদশ অধ্যায়

(ক) পৌর এবং গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন, আগরতলা পৌরসংস্থা

(খ) অন্যান্য বিষয়সমূহ

নিদর্শন—১

মিউনিসিপ্যাল আড্ডা মহালের খাজনা মাপ সম্পর্কে

(মিউনিসিপ্যাল বিভাগের নথীর নকল)*

(স্বাধীন ত্রিপুরা ষ্ট্যাম্প ॥. আনা)

Copy
Sd. Illegible
Dina Bandhu Deb

মোহর সদর কাছারী এলাকে
রাজগী স্বাধীন ত্রিপুরা
সন ১২৮৪

মহামহিম শ্রীশ্রীযুত মহারাজা বাহাদুর বরাররেযু—

স্বাঃ শ্রীপহর চাঁদ

দরখাস্ত শ্রীপহর চাঁদ জমাদার সাকিন খয়েরপুর পরগণে আগরতলা অধীনের নিবেদন এই .... আমার পূর্ব্বপুরুষাবধিক্রমে শ্রীশ্রীযুত সরকারি আড্ডা মহালের খাজনা মাপ পাইয়া আসিতেছি এখন পর্য্যন্ত আড্ডা খাজনা দেই নাই এবিষয় শ্রীইছক ইজারাদার ও শ্রীচেরাগ আলী জমাদারের কৈফিয়ৎ দৃষ্টে অধীন গরিবকে উপরোক্ত আড্ডার খাজনা মাপ দেওয়াইতে আজ্ঞা প্রদান হয় ধর্ম্মরাজ মালিক ইতি সন ১২৯১। ৩০ ভাদ্র।

ল ১৮৬৮ সেহা

ল হইল যে

মজহর পূর্ব্ব হইতে আড্ডার খাজনা মাপ পায় কিনা। পূর্ব্ব হইতে মাপ পাইয়া থাকিলে এইক্ষণ কেন খাজনা তলব করিতেছে ইত্যাদি বিষয় জানার জন্য শ্রীযুক্ত রামকমল ঠাকুর সমীপে পাঠান যায়। ইতি সন ১২৯১। ৩১ ভাদ্র।

শ্রীগগনচন্দ্র সেন,
মুনসী।

Dina Bandhu Deb
প্রধানমন্ত্রী

ধর্ম্মাবতারেষু

নিবেদন এই সেরেস্তা তদন্তে দেখা গেল, চেরাগ আলী জমাদার আড্ডা মহালের যে কাগজ দাখিল করিয়াছে ঐ কাগজে প্রার্থীকের নামে আড্ডার খাজানার দায়া আছে কিন্তু আদায় নাই গোচর কারণ নিবেদন ইতি ১২৯১, ৩ আশ্বিন

শ্রীমেঘনাথ দত্ত
মোহরের

*স্বর্গীয় অনাথবন্ধু চৌধুরী মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত নকল হইতে সংগৃহীত। পরবর্তী পৃষ্ঠায় আফিস তদন্তীয় মন্তব্য সহ চূড়ান্ত আদেশ দ্রষ্টব্য।

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

স্বঃ নিবেদন এই সাং রাজধর নগরের মহম্মদ ইছরের জবানিতে অবগত হইলাম জমাদার মজহর তাহার ইজারা সময়ে আড্ডার খাজনা মাপ পাইয়াছে এমনকি শ্রীরামঠাকুরের সময়ে হইতেই খাজনা মাপ আছে গোচরকারণে নিবেদন ইতি ১২৯১ ত্রিং তারিখ ঐ

মং শ্রীমহেশচন্দ্র কর
মোহরের

শ্রীরামকমল ঠাকুর

শ্রীযুক্ত রামকমল ঠাকুরের মন্তব্যে জানা যায় মজহর পূর্ব্ব হইতেই আড্ডার খাজনা দিতেছে না যখন পূর্ব্ব হইতে আড্ডার খাজনা দিতেছে না তখন এইক্ষণ তাহার নিকট আড্ডার খাজনা তলব কড়া সঙ্গত নহে

হুকুম হইল যে

মজহরকে আড্ডার খাজনা মাপ করা যায়। কার্য্যে পরিণত করার বাসনায় শ্রীযুক্ত রামকমল ঠাকুর সাহেব সমীপে পাঠান যায় ইতি ১২৯২ ত্রিং ২১ আশ্বিন

শ্রীগগনচন্দ্র সেন
মুনসী

Dina Bandhu Deb
প্রধান মন্ত্রী।

নিদর্শন—২

সরকারী কার্যে ব্যবহৃত সমুদয় ফর্ম সরকারী মুদ্রণযন্ত্রে ছাপা হওয়া সম্পর্কে

মেমো নং ৫৩ সেহা

অত্রত্য বীরযন্ত্রালয়ে[১] কেবল সদর কাছারীর এবং সদর বিভাগের আফিস সমূহের ফারম ইত্যাদির মুদ্রাঙ্কন কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। সব ডিবিসন্যাল ও চাকলা এবং পরগণে নুরনগরের কাছারীর আবশ্যকীয় ফারম ইত্যাদি ছাপার কার্য্য প্রায়ই উক্ত ছাপাখানায় সম্পাদিত না হইয়া অতিরিক্ত ব্যয় দ্বারা অন্যত্র মুদ্রিত হইয়া থাকে। উল্লিখিত কারণে অত্রত্য ছাপাখানার কার্য্যের পরিমাণ অতি অল্প এমনকি অনেক সময় ছাপাখানার কর্ম্মচারিগণ কার্য্যাভাবে বসিয়া থাকে। মফঃস্বলীয় আফিসাতের ফারম ইত্যাদি মুদ্রাঙ্কন কার্য্য অত্রত্য ছাপাখানায় সম্পাদিত হইলে একদিকে যেমন অন্যত্র মুদ্রাঙ্কনের দরুণ রখাক্ষতি নিবারিত হয় পক্ষান্তরে এখাকার ছাপাখানার কর্ম্মচারিগণ কার্য্যাভাবে বসিয়া থাকার দরুণ তাহাদের যে বেতন নিরর্থক ব্যয়িত হয় তাহাও নিবারিত হইতে পারে। অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

১। সদর আফিস এবং সদর বিভাগের সমস্ত আফিসের মুদ্রাঙ্কন কার্য্য বীরযন্ত্রালয়ে সম্পাদিত হইবে।

২। সোনামুড়া, বিলনীয়া এবং কৈলাসহর ডিবিসনের আফিস সমূহের সমস্ত মুদ্রাঙ্কন কার্য্য উক্ত বীর-যন্ত্রালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

৩। কুমিল্লাস্থিত চাকলা কাছারী এবং অধীনস্থ সমস্ত কাছারী সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার মুদ্রাঙ্কন উপরোক্ত বীরযন্ত্রালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

৪। নুরনগর পরগণা মোগড়াস্থিত তহশীল কাছারীর ও অন্যান্য সমস্ত মুদ্রাঙ্কন কার্য্য বীরযন্ত্রালয়ে সম্পাদিত হইবে।

৫। সবডিবিসনত্রয় ও চাকলা কাছারী ইত্যাদির যে সমস্ত কার্য্য বীরযন্ত্রালয়ে প্রেরিত হয় তাহার তত্ত্ব অত্রাফিসে অবিলম্বে জানাইতে হইবে।

৬। এই মেমো প্রচারের পর কোন কার্য্যকারক উক্ত বীরযন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কনের কার্য্য না করিয়া অন্যত্র মুদ্রাঙ্কনের কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবে না। করিলে তদ্রূপ মুদ্রাঙ্কনের যে ব্যয় হয় তাহা ঐ ঐ কার্য্যকারকের বেতন হইতে কর্ত্তন দায়ে লওয়া যাইবে। সেমতে

হুকুম হইল যে--

অবগতি ও কার্য্যে পরিণতির বাসনায় এই মেমোর এক ২ খণ্ড প্রতিলিপি রাজগী ও জমিদারী মোতালকের বিভাগীয় প্রত্যেক আফিসে প্রেরণ করা যায় এবং জ্ঞাতার্থে নকল বীরযন্ত্রালয়ের ম্যানিজার সমীপে প্রেরণ হয়। ইতি ১২৯৭ ত্রিং, তাং ২৯শে শ্রাবণ।

Mohini Mohan Bardhan
Minister.

নিদর্শন--৩

নূতন ও পুরাতন আগরতলা পৌরসংস্থার চেয়ারম্যান নিয়োগ

শ্রীহরি

R. K. Deb Barman

মেমো নং ৩৯

জানা যায় নূতন হাবেলী ও আগরতলা মোকামে লোকের অসুস্থতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। দূষিত জলবায়ুই যে ইহার মূল কারণ তাহার সন্দেহ নাই। জলবায়ু পরিষ্কার ও সংশোধন করার জন্য মিউনিসিপেলিটির সুবন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে সদর কালেক্টারযোগে অত্রস্থানীয় মিউনিসিপেলিটির কার্য্য পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু উক্ত কালেক্টারের হাতে সদর সব ডিভিসনের নানাবিধ কার্য্যভার ন্যস্ত থাকায় তাহা দ্বারা মিউনিসিপেলিটির কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে না। সুতরাং উক্ত কালেক্টারের হাত হইতে মিউনিসিপেলিটির কার্য্যভার উঠাইয়া অন্য বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। অতএব

আদেশ--

পলিটিকেল বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক শ্রীযুত বাবু বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বি.এ.র প্রতি নূতন হাবেলী ও আগরতলা মোকামের মিউনিসিপেলিটির চেয়ারমেনের কার্য ভার অর্পিত হয়। অবগতার্থে এই মেমোর প্রতিলিপি তৎসংসৃষ্ট বিভাগ ও আফিস হায়ে পাঠান যায়। ইতি সন ১৩০৭ ত্রিপুরা, তারিখ ১১ই বৈশাখ।

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

নিদর্শন—৪

সরকারী মুদ্রাযন্ত্র সম্পর্কে

শ্রীশ্রীহরি

রাজধানী, আগরতলা

R. K. Deb Barman

মেমো নং ৪১

বর্ত্তমান সময় এখানে সরকারী দুইটি ছাপাখানা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাতে মাসিক ষ্টাব্লিশমেন্ট ইত্যাদি ব্যয় মং ১৯০৲ টাকার কম নহে। কিন্তু ছাপাখানাতে যে পরিমাণ কার্য্য হইয়া থাকে ব্যয়ের তুলনায় তাহা নিতান্ত অপ্রচুর। ছাপাখানা দুইটি বিভিন্ন স্থানে থাকা ব্যয়ের আধিক্য ও কার্য্যের অসুবিধার এক কারণ বটে। উভয় ছাপাখানা একত্র করিয়া কার্য্য পরিচালনের সুবন্দোবস্ত করিলে সম্ভবত ষ্টাব্লিশমেন্ট ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতীতই, স্বাধীন রাজ্য ও জমিদারীর সম্যক মুদ্রাঙ্কন কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারিবে। এতৎসংক্রান্ত সুবন্দোবস্ত করার জন্য জমিদারী বিভাগের বার্ষিক মুদ্রাঙ্কন কার্য্যের পরিমাণ কিরূপ তাহা জানা আবশ্যক। অতএব

আদেশ—

যত সত্বর হইতে পারে জমিদারী বিভাগের বিগত ১৩০৪ ত্রিং ১৩০৫ ত্রিং এবং ১৩০৬ ত্রিং সনের সম্যক প্রকার মুদ্রাঙ্কন ব্যয় কত হইয়াছে তাহার একটি ষ্টেটমেন্ট প্রেরণ করার কারণ ইহার প্রতিলিপি চাকলা ম্যানেজার আফিসে প্রেরণ করা যায়। ইতি ১৩০৭ ত্রিং ১৪ই বৈশাখ।

নিদর্শন—৫

আগরতলা মিউনিসিপ্যালটির নোটিশ

নোটিস

আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি[২]

আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত খএরপুর মহাল্লা নিবাসী শ্রীপহরচান্দ দারোগা—সমীপে

ইহার পার্শ্বে যে বিল দেওয়া গেল, তদনুসারে তোমার মং ৬৲ ছয় টাকা দেনা আছে। এইক্ষণ তোমার নিকট সেই টাকার দাওয়া হইতেছে, এই টাকা মিউনিসিপ্যাল আফিসে ১৫ দিনের মধ্যে না দিলে তোমার দ্রব্য ক্রোক ও নীলাম করণদ্বারা কিম্বা প্রচলিত অন্য যে যে বিধান আছে তন্মত খরচ সহিত ঐ টাকা তোমার নিকট হইতে আদায় করা যাইবে, ইতি। সন ১৩০৭ ত্রিং তারিখ

মহল্লে খএরপুর অন্তর্গত ১৩০৩।১৩০৪।১৩০৫।১৩০৭ সনের একুনে মবলগ ৬৲ ছয় টাকা × আনা × পাই।

Rajanimohan Sarkar
মিউনিসিপ্যাল দারোগা

B. Bhattacheryya
চেয়ারম্যান

নিদর্শন—৬

ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট মাসিক প্রচার

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ

১৩১৩ ত্রিং তাং ১৩ই বৈশাখ, নং ৩৩

ত্রিপুরা ষ্টেট্ গেজেট ত্রৈমাসিকরূপে প্রচারের ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা সুবিধাজনক নহে। বর্ত্তমান বর্ষ হইতে ষ্টেট্ গেজেট প্রতিমাসে বাহির হইবে। একমাসের গেজেট পরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহ মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করা হইল। সংসৃষ্ট বিভাগ ও আফিস সমূহ হইতে যে সকল সারকুলার, মেমো বা আদেশ ইত্যাদি বাহির হয়, ষ্টেট্ গেজেটে সন্নিবেশের উপযুক্ত হইলে, প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার এক এক খণ্ড প্রতিলিপি রাজস্ব বিভাগে প্রেরণ করা সংসৃষ্ট কর্ম্মচারীগণের কর্ত্তব্য হইবে, ইতি।

U. K. Das
মন্ত্রী

নিদর্শন—৭

তারাসুন্দরী-ভাণ্ডার* সমিতির পুনর্গঠন

B. K. Manikya

মেমো নং ২১

যেহেতু তারাসুন্দরী ভাণ্ডারের কার্য্য সুশৃঙ্খলভাবে চলিতেছে না এবং ভাণ্ডারের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির কতিপয় সভ্যের মৃত্যুবশতঃ এবং অন্যান্য কারণে ভাণ্ডারের মূল উদ্দেশ্য কার্য্য পরিণতি পক্ষে অন্তরায় ঘটিয়াছে বলিয়া অবগত হওয়া যায়

অতএব

এতদ্দ্বারা পূর্ব্বনিযুক্ত সমিতির পুনর্গঠনান্তর নিম্নলিখিত সদস্যগণ দ্বারা গঠিত সমিতির প্রতি তারাসুন্দরী ভাণ্ডারের যাবতীয় কার্য্যভার ন্যস্ত করা যায়।

১। শ্রীলশ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা—সদর কালেক্টর (সভাপতি)
২। শ্রীযুত ঠাকুর সারদাচরণ দেববর্ম্মা
৩। " " হেমচন্দ্র দেববর্ম্মা
৪। " " জন্মেজয় দেববর্ম্মা
৫। " " মহিমচন্দ্র দেববর্ম্মা
৬। " " ভগবানচন্দ্র দেববর্ম্মা
৭। " " যাদবচন্দ্র দেববর্ম্মা
৮। " " রেবতীমোহন দেববর্ম্মা
৯। " " সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা
১০। " " কামিণীকুমার সিংহ—সম্পাদক

সভাপতি বা সমিতি কর্ত্তৃক নিয়োজিত প্রতিনিধি সভাপতি সহ যে কোন পাঁচ জন সভ্য উপস্থিত হইলেই সমিতির কার্য্য চলিতে পারিবে।

এপক্ষের এবং এপক্ষের নিয়োজিত প্রধান কার্য্যকারকগণের তত্ত্বাবধান এবং পরিদর্শনাধীনে ভাণ্ডারের মূল উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সমিতি ভাণ্ডার কার্য্য পরিচালনকল্পে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। ইতি সন ১৩২৬ ত্রিং তারিখ ৩১শে চৈত্র।

B. K. Sen
P. Secy.

*প্রাক্তন রাজমন্ত্রী ৺দীনবন্ধু দেববর্ম্মা নাজিরসাহের কন্যা দানশীলা তারাসুন্দরী দেব্যা তাঁহার লোকান্তরের পর তৎনামীয় তারানগর তালুক সরকারী খাসে আনয়ন করতঃ ইহার উপস্বত্ব হইতে আগরতলা উপায়হীনা দুঃস্থ বিধবাগণের মধ্যে পিতার নামে 'দীনবন্ধু বৃত্তি' প্রদানের আকাঙ্ক্ষামূলে তাঁহার মৃত্যুর পর মহারাজ রাধাকিশোরের আদেশে ১৩১৪ ত্রিং সনে "তারাসুন্দরী ভাণ্ডার" সৃষ্ট হয়। প্রায় ৫০ বৎসর কাল সংখ্যাতীত দুঃস্থ বিধবা এই ভাণ্ডার হইতে নিয়মিত বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া পরম উপকৃতা হইয়াছিলেন।

নিদর্শন--৮

রাজ্যের জনগণনা (Census) সম্বন্ধে সার্কুলার

সার্কুলার নং ৯

ত্রিপুরা রাজ্যের পার্ব্বত্য প্রজাগণের জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায় সম্বন্ধে সেন্সাস উপলক্ষে পরিষ্কার বিবরণ সংগ্রহ করিবার জন্য শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এরাজ্যে ত্রিপুরা সম্প্রদায় বলিলে নিম্নলিখিত পাঁচ শ্রেণীকে বুঝাইয়া থাকে:--

১। পুরাতন ত্রিপুরা।
২। দেশী ত্রিপুরা (লস্কর শ্রেণীর সংসৃষ্ট)।
৩। নোয়াতিয়া।
৪। জমাতিয়া।
৫। রিয়াং।

বর্ত্তমান বর্ষের সেন্সাস উপলক্ষে ইহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা ও ধর্ম্ম সম্পর্কে যথাযথ বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইবে। ত্রিপুরা শ্রেণীর সকলকেই ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ করিতে হইবে।

২। হালাম সম্প্রদায়ে নিম্নলিখিত ৮টি দফা আছে:--

১। মুরছুং।	৫। বংশেল।
২। রাংখল।	৬। রুপিণী।
৩। কলই।	৭। কার্ব্বং।
৪। কৈবং।	৮। থাংচেপ।

উহাদের প্রত্যেক দফায় লোক সংখ্যা নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক। উহারা ক্রমশঃ হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছে বলিয়া জানা যায়। উহারা শক্তি কি বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী উহাও নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক।

৩। অতএব নিম্নলিখিতভাবে সাধারণ সিডিউলের ৪র্থ ও ৮ম কলম পূর্ণ করিতে হইবে।

৪। চতুর্থ কলমে ধর্ম্ম 'হিন্দু' লিখিত হইবে এবং যাহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী তাহাদিগকে 'হিন্দু-বৈষ্ণব' লিখিত হইবে। যাহারা শাক্ত ধর্ম্মাবলম্বী তাহাদিগকে 'হিন্দু-শাক্ত লিখিতে হইবে।

৫। অষ্টম কলমে জাতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিভাগে যে যে শ্রেণীভুক্ত তাহাকে সেই শ্রেণী লিখিতে হইবে, যথা:—

১। ত্রিপুরা-ক্ষত্রিয় (পুরাতন শাখা)	৮। হালাম (কলই)
২। ত্রিপুরা-ক্ষত্রিয় (দেশী ত্রিপুরা)	৯। হালাম (কৈরেং)
৩। ত্রিপুরা-ক্ষত্রিয় (জমাতিয়া)	১০। হালাম (বংশেল)
৪। ত্রিপুরা-ক্ষত্রিয় (নোয়াতিয়া)	১১। হালাম (রূপিণী)
৫। ত্রিপুরা-ক্ষত্রিয় (রিয়াং)	১২। হালাম (কার্ব্বং)
৬। হালাম (মুরছুং)	১৩। হালাম (থাংচেপ)
৭। হালাম (রাংখল)	১৪। হালাম (চড়ই)

৬। কুকী ও লুসাই প্রজাগণ মধ্যে যাহারা খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী তাহাদিগকে চতুর্থ কলমে 'খ্রীষ্টান' এবং অষ্টম কলমে 'ডার্লং কুকী', 'লুসাই কুকী' এইরূপ লিখিত হইবে।

উপরিলিখিত বিবরণ গুলি যাহাতে যথাযথভাবে সংগৃহীত হয় তদ্বিষয়ে সেন্টার অফিসারদিগের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়।

অবগতি ও কার্য্যে পরিণতির বাসনায় প্রতিলিপি সেন্টার আফিস সমূহে প্রেরিত হয়, ইতি। সন ১৩৪০ ত্রিং, তারিখ ১৫ই অগ্রহায়ণ।

S. C. Deb Barman
সেন্সাস অফিসার

B. K. Sen
দেওয়ান, শাসন

নিদর্শন—৯

আখাউড়া রাস্তা ব্যবহার উপলক্ষে মোটর ট্যাক্স

মেমো নং ৮৭

B. B. K. Manikya
29.2.45.

যেহেতু আখাউড়া রাস্তায় অনবরত মোটরগাড়ী চলাচল প্রযুক্ত ঐ রাস্তার বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে এবং যেহেতু উক্ত রাস্তা সর্ব্বদার তরে মোটর চলাচলের অধিকতর উপযোগী রাখা আবশ্যক এবং তাহা বিশেষ ব্যায় সাপেক্ষ বটে এবং যেহেতু রাজমন্ত্রীর প্রস্তাবমতে উক্ত অতিরিক্ত ব্যায় নির্ব্বাহ জন্য মোটরগাড়ীর উপর ট্যাক্স ধার্য্য হওয়া সঙ্গত অতএব আদেশ করা যায় যে আখাউরা রাস্তায় এপক্ষ নির্দ্দিষ্ট ষ্টেট কার ব্যতীত যেসকল প্রাইভেট ও ভাড়াটিয়া মোটর, বাস লরি, ট্যাক্সি ও গাড়ী আরোহী ও মালসহ যাতায়াত করিবে তাহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে প্রত্যেকবারের জন্য মং ।. চারি আনা হিসাবে ট্যাক্স আদায় করা হউক। ড্রাইভার ও হ্যাণ্ডিম্যান ব্যতীত অন্য লোক কিম্বা সংশ্লিষ্ট গাড়ীর লওয়া জিমা ব্যতীত অন্য মাল থাকিলেই উক্তরূপ ট্যাক্স দিয়া টিকেট গ্রহণ করিতে হইবে। খালি মোটরের জন্য কোন ট্যাক্স আদায় করা হইবে না।

রাজমন্ত্রী উক্ত টিকেটের ফর্ম ও অন্য আবশ্যকীয় নিয়মাবলী প্রচার করিবেন। ইতি—সন ১৩৪৫ ত্রিং তারিখ ২৯শে জ্যৈষ্ঠ।

নিদর্শন—১০

আগরতলা পৌর এলাকায় গরুরগাড়ীর ট্যাক্স প্রবর্ত্তন

মেমো নং ৮৮

B. B. K. Manikya
29.2.45.

যেহেতু মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত স্থানে গরু ও মহিষের গাড়ীর উপর ট্যাক্স ধার্য্য করা আছে, উহার হার বৃদ্ধি করা ও মফঃসলস্থ উক্ত গাড়ী সমূহের উপর ট্যাক্স ধার্য্য করা প্রয়োজন বোধ হইতেছে। অতএব আদেশ করা যায় যে, আপাততঃ সদর বিভাগের নূতন হাবেলী ও আগরতলা তহশীল কাছারির এলাকামধ্যে এই শ্রেণীর যে সকল গাড়ী কারবার উদ্দেশ্যে বা ভাড়া নিয়া যাতায়াত করিবে তাহাদের প্রত্যেকের জন্য বার্ষিক মং ৪, চারিটাকা হারে ট্যাক্স ধার্য্য করা হইক। এই ট্যাক্স আদায় করিয়া সদর কালেক্টারের সাক্ষরিত এক একটি লাইসেন্স প্রদান করা হইবে। উক্ত লাইসেন্সের ম্যাদ বৈশাখ মাসের প্রথম হইতে চৈত্র মাসের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত প্রবল থাকিবে।

রাজমন্ত্রী লাইসেন্সের ফরম ও আবশ্যকীয় নিয়মাবলী প্রচার করিবেন।

এতদ্দারা আগরতলা মিউনিসিপ্যাল আইনের এই শ্রেণীর গাড়ী ট্যাক্স ধার্য্য ও আদায়ের বিধান রহিত করা গেল কিন্তু বর্ত্তমান বর্ষের জন্য এই শ্রেণীর যে সকল গাড়ী মিউনিসিপ্যালিটি হইতে লাইসেন্স গ্রহণ করিয়াছে তৎসমুদয়ের এই লাইসেন্সের ম্যাদ কালের জন্য আর এক টাকা হিসাবে ট্যাক্স দাখিল করলেই চলিবে। ইতি—সন ১৩৪৫ ত্রিং তারিখ ২৯শে জ্যৈষ্ঠ।

নিদর্শন—১১

মিউনিসিপ্যাল এলাকা মধ্যে জন্মমৃত্যুর বিবরণ রক্ষা করা

মেমো নং ১০৬

B. B. K. Manikya
6.2.47

যেহেতু মিউনিসিপ্যাল এলেকা মধ্যে জন্ম মৃত্যুর বিবরণ (vital statistics) রীতিমত রক্ষিত হওয়া এপক্ষের অভিপ্রেত, অতএব

আদেশ করা যায় যে

অতঃপর আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি কর্ত্তৃক তদীয় এলাকা মধ্যে রীতিমত এবং বিশুদ্ধভাবে রক্ষিত হয়, ইতি। সন ১৩৪৭ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ৬ই জ্যৈষ্ঠ।

নিদর্শন—১২

আখাউড়া সড়কে যাতায়াতকারী ঘোড়ার গাড়ীর উপর ট্যাক্স প্রবর্তন

মেমো নং ১০৯

B. B. K. Manikya
21.2.47

যেহেতু এপক্ষের ২৯।২।৪৫ ত্রিং তারিখের ৮৭ নং মেমোর অনুসৃতিতে রাজধানী—আখাউড়া রাস্তা চলাচলের জন্য সরকারী ঘোড়ার গাড়ী ব্যতীত অন্যান্য প্রকার প্রাইভেট ও ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ীর উপর ট্যাক্স ধার্য্য করা এপক্ষের অভিপ্রেত অতএব আদেশ করা যায় যে—

যে সকল প্রাইভেট ও ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ী মালসহ রাজধানী হইতে আখাউড়া গমনাগমন করিবে তাহাদিগের প্রত্যেকের নিকট হইতে যাতায়াতের প্রতিবারের জন্য মং ৵৬ এক আনা ছয় পাই হিসাবে ট্যাক্স আদায় করা হয়। কোচমান ও সহিস ব্যতীত অন্য লোক অথবা সংসৃষ্ট গাড়ীর লোওয়াজিমা* ব্যতীত অন্য মাল থাকিলেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে উক্ত হারে ট্যাক্স প্রদান করতঃ টিকিট গ্রহণ করিতে হইবে। খালি গাড়ির জন্য কোন প্রকার ট্যাক্স আদায় করা হইবে না।

রাজমন্ত্রী সংসৃষ্ট ট্যাক্স আদায়, টিকিটের ফরম ও আবশ্যকীয় অন্যান্য নিয়মাবলী প্রচার করিবেন। ইতি—

*লোওয়াজ্যামা—সরঞ্জাম।

নিদর্শন—১৩

আগরতলা পৌর এলাকায় সাইকেল লাইসেন্স ব্যবস্থা সম্বন্ধে

মেমো নং ১৩৯

B. B. K. Manikya
10.2.48

ঘোষণা

যেহেতু এপক্ষের প্রতীতি হইতেছে যে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির সীমানা মধ্যে চালিত প্রত্যেক সাইকেল প্রতিবর্ষে রেজিস্টারী হওয়া আবশ্যক, অতএব আদেশ করা যায় যে,

১। আগরতলা মিউনিসিপ্যাল সীমানা মধ্যে চালিত প্রত্যেক সাইকেলের মালিকের প্রতিবর্ষে স্বীয় সাইকেল মিউনিসিপ্যাল অফিসে উপস্থিত করিয়া উহা রেজিস্টারী করাইয়া লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে।

২। এই আদেশের প্রতিকূলে কেহ মিউনিসিপ্যাল এলেকায় সাইকেল চালাইলে তাহার অনধিক ৫৲ পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৩। যাহারা ইতিপূর্ব্বে মিউনিসিপ্যাল অফিস হইতে সাইকেল রেজিস্টারী করিয়া লাইসেন্স গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগের লাইসেন্স এই আদেশের অনুযায়ী প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৪। সাইকেল রেজিষ্টারীর ফিস ও অর্থদণ্ড মিউনিসিপ্যালিটি প্রাপক হইবে।

৫। এই আদেশের অবিরোধী সাইকেল রেজিষ্টারী সম্পর্কীয় নিয়মাবলী এবং কিরূপ শ্রেণীর সাইকেল সমূহ এই বিধি হইতে বর্জিত থাকিবে তৎসম্বন্ধে ও অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয় রাজমন্ত্রী কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইবে। ইতি সন ১৩৪৮ ত্রিপুরাব্দ তারিখ ১০ই জ্যৈষ্ঠ।

নিদর্শন—১৪

গ্রামাঞ্চলে জনহিতকর সর্বপ্রকার উন্নয়নের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে তিনটি গ্রাম্যমণ্ডলী গঠন সম্বন্ধে

নং ১৫১

B. B. K. Manikya
10.7.48

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা মাণিক্য বাহাদুর এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, সন ১৩৪৮ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ১০ই কার্ত্তিক।

সম্পূর্ণ বহির্দেশীয় রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানাদির অনুকরণ না করিয়া রাষ্ট্র গঠন এবং রাষ্ট্রচালনা প্রণালী স্বদেশক হওয়া বাঞ্ছনীয়। অতএব স্বদেশসম্ভূত রাষ্ট্র পরিচালনের বিধি সর্ব্বোপরি স্বীকৃত হইয়া তৎসঙ্গে কালোপযোগী সংস্কার সংযুক্ত হইলে স্বশাসন ধর্ম্মের প্রতিভা তখনই সেই দেশ ও জাতিকে গৌরবান্বিত করিয়া তোলে।

উপরোক্ত নীতির প্রতি লক্ষ রাখিয়া ত্রিপুরা রাজ্য গ্রাম্য মণ্ডলীর স্বশাসনের উপর ভিত্তি করতঃ অন্যান্য সংস্কার গঠনীয়--যদ্বারা রাজা ও প্রজার প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে--এপক্ষের এইরূপ প্রতীতি হইতেছে। অতএব এতদ্বারা আদেশ করা যায় যে,

শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তন সমিতির চূড়ান্ত মন্তব্য প্রকাশ হওয়া সাপেক্ষে উপরোক্ত উদ্দেশ্য পরীক্ষার্থে এতৎ-সঙ্গীয় হাতনক্সায় প্রদর্শিত চৌহদ্দিমতে সদর এলেকায় রামনগর, রাজনগর, জয়পুর, জয়নগর, কালিকাপুর, রামপুর, ভাটি অভয়নগর, ছনমুড়া, চান্দিনামুড়া, শর্ম্মালোঙ্গা, পূর্ব্ব ভূবনবন ও মধ্য ভূবনবন দ্বারা একটি মণ্ডলী চারিপারা, বেলাবর, লক্ষ্মীপুর, গজারিয়া, ভট্টপুকুর, বাধার ঘাট, মধুবন, বল্লভপুর, কিসমতকুড়ি ও মাধবপুর দ্বারা একটি মণ্ডলী এবং পাথালিয়া, ডুলিপুকুর প্রমোদনগর, হীরাপুর, অমরেন্দ্রনগর ও আমতলী (জোরপুকুর) দ্বারা একটি মণ্ডলী—আপাততঃ এই তিনটি গ্রাম্য মণ্ডলী গঠন করা যাইতে পারে। স্বশাসন সুপরি-চালনার জন্য মণ্ডলী একের তত্ত্বাবধানে স্ব স্ব এলেকার সরকারী প্রাপ্য আড্ডা এবং পূর্ত্তবর্ষ্ম কর আদায় উশুল এবং মণ্ডলীর উন্নতিজনক যথা—শিক্ষা, চিকিৎসা, শান্তি ও শৃঙখলা রক্ষা ইত্যাদি কার্য্যে ব্যয় করিবার ক্ষমতা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার ক্ষমতা অর্পণ করা যাইতে পারে।

উপরোক্ত আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আবশ্যকীয় বিধি ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে শ্রীযুত মন্ত্রী বাহাদুর অবিলম্বে এপক্ষ সমীপে প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন। ইতি।

নিদর্শন—১৫

প্রচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত নিয়োগ

B. B. K. Manikya

19.7.48

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, সন ১৩৪৮ ত্রিপুরাব্দ তারিখ ১৯শে কাত্তিক।

আণ্ডার সেক্রেটারী শ্রীযুত সত্যরঞ্জন বসু, বি,এ, কে স্বীয় কার্য্যের অতিরিক্তরূপে এতদ্বারা চিফ্ সেক্রেটারীর অধীনস্থ প্রচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক নিযুক্ত করা যায়, ইতি—

নিদর্শন—১৬

সমগ্র সদর এলাকায় গ্রামীণ উন্নয়ন কল্পে গ্রাম্যমণ্ডলী গঠন সম্বন্ধে

নং ১৫৮

B. B. K. Manikya

21.11.48

রোবকারী দরবার বিষম সমর বিজয়ি মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপেটন হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর, কে,সি,এস,আই, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা। সন ১৩৪৮ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ২১শে ফাল্গুন।

স্বদেশ সম্ভূত রাষ্ট্র পরিচালনের বিধিকে সর্ব্বোপরি স্বীকার করিয়া তৎসঙ্গে কালোপযোগী সংস্কার প্রবর্ত্তন উদ্দেশ্যে ও স্বশাসন সুপরিচালনের জন্য এপক্ষের ১০।৭।৪৮ ত্রিং তারিখের ১৫১ নং রোবকারী দ্বারা সদর বিভাগে যে রামনগর গং, চারিপাড়া গং এবং পাথালিয়া গং—তিনটি গ্রাম্য মণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল, তদনুসরণে এবং তাহার সম্প্রসারণে সমুদয় সদর এলেকা মধ্যে অবিলম্বে গ্রাম্য মণ্ডলী গঠন করা এপক্ষের অভিপ্রেত,

অতএব পূর্ব্ব-গঠিত তিনটি মণ্ডলীর অতিরিক্ত সদর এলেকায় অপরাপর মণ্ডলী গঠন এবং সর্দ্দার ও প্রধান নির্ব্বাচন সম্বন্ধে শ্রীযুত মন্ত্রীবাহাদুর অবিলম্বে ব্যবস্থা করিবেন, ইতি—

নিদর্শন--১৭

গ্রাম্যমণ্ডলী আইন বা ১৩৫০ ত্রিপুরাব্দের আইন

নং ২১৮

Sd. B. B. K. Manikya
9.3.50

আদেশ

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর, কে, সি, এস, আই এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা

ইতি। সন ১৩৫০ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ৯ই আষাঢ়

যেহেতু শাসন সংস্কার সম্বন্ধীয় এপক্ষের বিগত ১৩৪৯ ত্রিপুরাব্দের ঘোষণায় অনতিবিলম্বে এরাজ্যে গ্রাম্য মণ্ডলী ও মণ্ডলীবোর্ড গঠন ও তদীয় কর্ত্তব্য ও ক্ষমতা নির্দ্দেশের অনুষ্ঠান এপক্ষের অভিপ্রেত বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, এবং যেহেতু উক্ত অভিপ্রায়ানুসারে গ্রাম্যমণ্ডলী আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত এবং এপক্ষ নিযুক্ত এক কমিটি কর্ত্তৃক আলোচিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট আকারে মঞ্জুরীর জন্য উপস্থিত হইয়াছে।

অতএব আদেশ করা যায় যে

সঙ্গীয় গ্রাম্যমণ্ডলী আইনের পাণ্ডুলিপি মঞ্জুর হয় এবং উহা গ্রাম্যমণ্ডলী আইন বা ১৩৫০ ত্রিপুরাব্দের আইন নামে অভিহিত হইয়া ষ্টেট্ গেজেট প্রচার এবং আইম নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে রাজ্যে প্রচার হয়।*

*মঞ্জুরীকৃত পাণ্ডুলিপি গেজেটে মুদ্রিত হওয়ায় এস্থলে দেওয়া হইল না।

নিদর্শন--১৮

আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পল্লীরক্ষী দল সংগঠন সম্বন্ধে

নং ৩০০

Sd. B. B. K. Manikya
16.3.52

আদেশ

দরবার-বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর কে, সি, এস্, আই, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি। সন ১৩৫২ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ১৬ই আষাঢ়

যেহেতু রাজ্যবাসী প্রজাসাধারণের ধন প্রাণ তথা সাধারণ শান্তি শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা এবং তৎকল্পে প্রয়োজনীয় বিশেষ সুযোগসুবিধা প্রদান করতঃ সরকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ও সহায়তায় নিজেদের ধন প্রাণ ও নিরাপত্তা রক্ষার সুযোগ ও আংশিক দায়িত্বভার প্রজা সাধারণের প্রতি অর্পণ করার আবশ্যকতা উপলব্ধি হইয়াছে,—

অতএব আদেশ হইল যে

১। ত্রিপুর রাজ্যরক্ষী বাহিনী, চৌদ্দ দেবতার দল প্রভৃতি সেনাবাহিনীতে ত্রিপুরা, জমাতিয়া, রিয়াং হালাম প্রভৃতি যে সকল সম্প্রদায় যোগদান করিয়াছে তৎসম্প্রদায় সমূহের অঞ্চল ব্যতীত অন্যান্য গ্রামাঞ্চল ও সহরে পল্লীরক্ষী দল গঠন করিয়া নিজ নিজ এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষার ভার অর্পণের ব্যবস্থা করা হউক।

২। এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনানুসারে কোন সহরকে একাধিক পল্লীতে বিভক্ত এবং এক বা একাধিক গ্রাম লইয়া এক একটি পল্লী গঠিত হইতে পারিবে।

৩। ইহা মূলতঃ অবৈতনিক ও স্বেচ্ছাব্রতী প্রতিষ্ঠান হইবে। তবে প্রয়োজনানুসারে আনুষঙ্গিক ব্যয় ও উৎসাহ বর্দ্ধমান পারিতোষিক প্রদানের ব্যবস্থা সরকার করিবেন।

৪। প্রতি পল্লীতে অনধিক পাঁচ জন স্থানীয় মাতব্বর ও প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি দ্বারা একটি কমিটি গঠিত হইবে। এই কমিটি অসাম্প্রদায়িক ও দল সংশ্রবশূন্য ভিত্তিতে পল্লীবাসীদের দ্বারা পল্লীরক্ষী দল গঠন করিবেন। এইরূপে গঠিত পল্লীরক্ষী দল এতদ্বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর অনুমোদন লাভান্তে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

৫। সরকারী কর্ম্মচারী ও পল্লীরক্ষী কমিটি ও পল্লীরক্ষী দলে যোগদান করিতে পারিবে।

৬। সাধারণতঃ জনসাধারণের নিরাপত্তা রক্ষা ও পল্লীর শান্তি শৃঙ্খলা ও ধনপ্রাণ রক্ষা প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য হইবে।

৭। এরাজ্যের পুলিশ ও এই প্রতিষ্ঠান সর্ব্বপ্রকারে পরস্পর সহযোগিতা ও সহায়তা করিবে এবং এই প্রতিষ্ঠান পুলিশের অনুপূরক স্বরূপে স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবে। কিন্তু তাদ্বারা ইহা পুলিশের অধীন বা অংশে পর্য্যবসিত হইবে না।

৮। পল্লীরক্ষীগণ নিয়মানুবর্ত্তিতা (discipline) দায়িত্ব (responsibility) এবং অধিকার (right and privilege) সম্পর্কে আইনে সরকারী কর্ম্মচারীরূপে পরিগণিত হইবে।

৯। পল্লীরক্ষীগণকে পরিচয় চিহ্ন (badge) দেওয়া হইবে এবং কর্ত্তব্য কার্য্যে ব্রতী থাকার সময় উহা ধারণ করিতে হইবে।

১০। প্রয়োজন ও যোগ্যতানুসারে যাহাতে পল্লীরক্ষী উপযুক্ত অস্ত্র লাভ ও ব্যবহার করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা যাইবে।

১১। এই আদেশ কার্য্যে পরিণতির সৌকর্য্যার্থে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এই আদেশের মূলনীতির অবিরোধী প্রয়োজনীয় নিয়ম প্রণালী প্রবর্ত্তন করিতে এবং তৎকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত নিয়ম প্রণালী পরিবর্ত্তন বা রহিত করিতে পারিবেন। স্টেট গেজেটে প্রচারের তারিখ হইতে উহা এই আদেশের অংশরূপে প্রবল হইবে।

নিদর্শন--১৯

সরকারী ফর্ম ব্যবহার সম্বন্ধে ব্যয় সঙ্কোচের ব্যবস্থা

ত্রিপুরা রাজ্য

রাজধানী আগরতলা

দেওয়ান আফিস--ফাইনেন্স ও হিসাব বিভাগ
৫।১।১৩৫৮ ত্রিং

বিশেষ মেমো

ফরম সংক্রান্ত ব্যয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া পরিলক্ষিত হইতেছে। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুম্মূল্যতা নিবন্ধন তৎসংক্রান্ত ব্যয় যথাসম্ভব সংযত করার কল্পে, অর্থাৎ যাহাতে কাগজ বা ফরমাদি বিনষ্ট না হয় এবং যথোচিত স্বল্প পরিমাণ বা সংখ্যক কাগজ বা ফরমাদি দ্বারা কার্য্য হইতে পারে, তৎপক্ষে রাজ্যস্থ যাবতীয় আফিস, বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকারক মহোদয়গণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা থাকা নিতান্ত প্রয়োজন।

নিম্নলিখিত কতিপয় উপায় অবলম্বনে তৎপ্রচেষ্টা কতকাংশে কার্য্যকরী এবং পরোক্ষে কার্য্যের পরিমাণও কথঞ্চিৎ লঘু হইতে পারে।

১। স্বল্পায়তনের লিপির জন্য তত্তুলনায় বৃহদাকারের কাগজ ব্যবহার না করা।

২। নিয়মানুযায়ী একই কার্য্যালয় কর্ত্তৃক--

(ক) যাবতীয় কর্ম্মচারীর মাসিক বেতনের বিল একত্রিতভাবে প্রস্তুত করা।

(এতৎসম্পর্কে ফাইনেন্স ও হিসাব বিভাগের বিগত ৩০।৩।৫৫ ত্রিং তারিখের $\frac{১১৩০-৮৭}{১৫-৮}$ নং মেহার প্রেরিত বিধান দ্রষ্টব্য। প্রকাশ থাকে যে একই বিভাগাধীনস্থ বিভিন্ন তহশীল কর্ম্মচারীগণের এবং বনকর সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারীগণের মাসিক বেতনের বিল একত্রিতভাবে প্রস্তুত করা, অর্থাৎ একই বিভাগের অন্তর্গত প্রথমোক্ত কর্ম্মচারিদের একখানা এবং শেষোক্ত কর্ম্মচারিদের একখানা বিল প্রস্তুত করার ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক)।

(খ) প্রতি মাসান্তে নানাবিধ বাজে ব্যয়ের জন্য প্রকৃত ব্যয়ের নিদর্শনসহ একখানা বিল প্রস্তুত করা।

৩। পরিদর্শক কর্ম্মচারীর মফঃস্বল পরিভ্রমণজনিত ভাতা ও পাথেয় বাবত প্রতি মাসান্তে একখানা বিল দাখিল করা।

৪। বিভিন্ন কার্য্যালয়ে বিভিন্ন প্রকার বহির কোন পৃষ্ঠা সম্পূর্ণরূপে কিম্বা আংশিকরূপে অব্যবহৃত অবস্থায় পরিত্যাগ না করা।

৫। প্রচলিত নিয়মে রাজ্য মধ্যে এক কার্য্যালয় হইতে অপর কার্য্যালয়ে কাগজাদি প্রেরণে ব্যবহৃত লেফাফায় সংক্ষিপ্ত লিপি (ইকনমি স্লিপ) ব্যবহার করা।

৬। মফঃস্বলস্থ রাজস্ব সংগ্রহকারী যাবতীয় আফিস কর্ত্তৃক আমদানীকৃত টাকা ট্রেজুরীতে ইরশাল দেওয়ার কালে অযথা সঠিক সংখ্যক চালান ব্যবহার না করিয়া পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত ও প্রচারিত নিয়মে তৎসম্পর্কিত বিশদ্বিরণসহ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক চালান ব্যবহার করা।

স্বায়ত্তশাসন ও অন্যান্য বিভাগ

এতদ্ব্যতীত--

একই তহশীল কাছারীর অধীনে এক ব্যক্তির নামে একই মৌজাস্থিত সমহারে রাজস্ব বিশিষ্ট (অর্থাৎ একই নিরেখে) বিভিন্ন জোতের জন্য স্বতন্ত্র তৌজি না রাখিয়া এক তৌজি সংস্থাপন করতঃ এক চেকদ্বারা রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা অবলম্বন করা--(এতদনুষ্ঠান সম্পর্কে বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক মহোদয়গণের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়)।

উপরি বর্ণিতরূপ উপায় অবলম্বনে অবধারিত হওয়ার বাসনায় প্রতিলিপি রাজ্যের যাবতীয় আফিস, বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানে প্রেরিত হয়, ইতি। সন ১৩৫৮ ত্রিং তাং ৫ই বৈশাখ।

সেহা নং ১১৭-৮০ তাং ১২।১।৫৮
১ মেমো

শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত
এডভাইসার
ফাইনেন্স ও হিসাব বিভাগ

১ সরকারী প্রেসটি তৎকালে মহারাজ বীরচন্দ্রের নামানুসারে বীরযন্ত্র নামে আখ্যাত হইত। রাজপ্রাসাদের মুদ্রণাদি কার্য্য ছাপিবার জন্য আর একটি প্রেস ছিল, তাহার নাম ছিল 'ললিত যন্ত্র'। মহারাজ বীরচন্দ্রের অন্য নাম ছিল ললিত চন্দ্র।

২ পুরাতন আগরতলা পৌরসংস্থা অনুমিত হয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

(চাক্‌লা রোশনাবাদ জমিদারী প্রশাসন)

নিদর্শন—১

বিষয় :—তালুক বন্দোবস্ত জরিপ সম্পর্কে

শ্রীদুর্গা

নং ৬৭৬

শ্রীবিশ্বনাথ গুপ্ত মোক্তার
N. Sen

শ্রীল*
শ্রীযুত বী
র চন্দ্র যুবরাজ

*নরসিংহ দেবতার তালুক মৌজে দুর্গাপুরের সরদার প্রধান রায়ান লোককে সমাজ্ঞেয়ং কার্য্যঞ্চপরং পং নুরনগর মধ্যে গএর বন্দোবস্তী বিষ্ণুভক্তি নারায়ণ নামীয় তালুক জরিপ জমাবন্দি নিমির্ত্তে শ্রীবৃন্দাবন দত্তকে আমীন পাঠান.গিয়াছে সেমতে লিখা জায় তোমরা আমীন নিকট হাজির থাকিয়া নিসানদেহী পূর্ব্বক উক্ত তালুকের ভিটী নাল হাসিল পতিত সমুদয় জমী জরিপ করাইয়া দিবা ইতি সন ১২৭৬ ত্রিপুরা তারিখ ১৯ ফাল্গুন।

শ্রীযুগলকিশোর দত্ত।

*মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের মৃত্যুর পর যুবরাজ বীরচন্দ্র ত্রিপুরা রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিবার 'de facto' শাসনকর্ত্তা রূপে রাজক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা সময়ে এই মোহর ব্যবহার করিতেন। প্রিভি কাউন্সিল মোকদ্দমার পর বিজয়ী হইয়া পূর্ণ ক্ষমতা (de jure) অধিষ্ঠিত হইবার পর নৃপতিরূপে ত্রিপুবেশ্বরের স্বকীয় পঞ্চমোহর ও আজ্ঞামোহর ব্যবহার চালু হয়।

নিদর্শন—২

কায়েমী তালুকী পাট্টাপত্র

Naib Dewan
Mahendra Kumar Dhar

৬২ নং কেং

শ্রীগোবিন্দ*
আজ্ঞা

শ্রীযুক্ত রামমাণিক্য রায় দেওয়ান পীং মৃত কীৰ্ত্তিচন্দ্র বৰ্ম্মন সাধন বিদ্যাকোট পরগণে নুরনগর প্রতি জঙ্গল আবাদী নিরেখ কাএমী তালুকদারী পাট্টাপত্রমিদং কার্য্যঞ্চগে। আমার স্বাধীন রাজগী পৰ্ব্বত ত্রিপুরা মোতালকে পরগণে বক্সনগরের পূর্ব্বাংশ তোমার প্রার্থনীয় জঙ্গলাভূমি..............তদন্তকৃত............শকুনিয়া ও..............উত্তর, ভালুক মুড়া ও জাঙ্গালিয়ামুড়া ও বড় মুড়া.............. ...পুষ্করিণী ও চালিতাতলী মুড়ার পশ্চিম,

---

*মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুরের দেবাজ্ঞামোহর।
আগরতলা নিবাসী শ্রীযুত বিনয়ভূষণ রায়বর্ম্মন মহাশয়ের সৌজন্যে মূল দলিল হইতে গৃহীত প্রতিলিপি।
● কীটদষ্ট অপাঠ্য অংশগুলি বাদ দেওয়া হইল।

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

....................রাস্তা ও আদাবরিয়া মুড়ার দক্ষীণ, ঐ আদাবরিয়া মুড়া ও হরিমঙ্গল নদী..............ও হরিদ্রামুড়ার পূর্ব্ব, এই চতুঃসিমামধ্যগত নল তারা ও বাতা ও ছোট বড় নানাবিধ বৃক্ষ্যাদী দাও কোদাল কুড়ার কোবের উপযুগী আনুমানিক ২০০।২২৫ দুইশত কি সোওয়া দুইশত দ্রোণ হওয়া প্রকাশ পায় তাহা বর্ত্তমান মাসের ১৬ তারিখের আদেশানুসারে ঐ তাবৎ আবাদ করার জন্য নিম্নেলিখিত সর্ত্তে জমি জঙ্গল আবাদী নিরেখ কাএমী তালুকদারী কবুলয়িত দাখীল করাতে অত্র পাট্টা দেওয়া গেল। তোমার উক্ত কবুলয়িতের সর্ত্তানুরূপে উল্লেখিত চৌহদ্দিভুক্ত স্থান মাণিক্যনগর নামাকরণে চক বস্তা স্থাপন করত সমুদয় জঙ্গলা....বাদ করিয়া আবাদকারি......৭ সাত সন নিস্কর মিনা পাইবা। উক্ত......ও প্রচলিত ১৬ ষোলদস্তি নল দ্বারায় জরিপ করাইয়া........তৎপর সনাবধি ঐ আবাদী........মং ৪৲ চারি টাকা নিরেখে বার্ষিক যতজমা ধার্য্য হয় তাহার পৃথক তৌল দিয়া চিঠি গ্রহণে উক্ত চিঠির ও তৌলের সর্ত্তানুসারে ঐ জমা সনর সন আমার সরকারে আদায় করত খনিত ভরট পূর্ব্বক বাগু বাগওয়ান বানাইয়া তালুক মজকুরের ওপঃস্বত্ত্ব পুত্র পৌত্রাদি-ক্রমে ভোগ তছরূপ করিতে রহ। প্রকাশ থাকে যে চলত ১২৮৭ সন ত্রিপুরাবধি ১২ বার সনের মধ্যে উল্লেখিত চৌহদ্দির সাফল্য জঙ্গলাভূমি আবাদ করিতে না পারিলে ১৩ তের সনের......আবাদী ভূমি..........। তাহা না দিলে ঐ গএর আবাদী ভূমি আমার সরকারে খাস অথবা অন্যত্রে পত্তন করিতে পারিব। তাহাতে তোমার কি তোমার ওয়ারিসান কেহর কোন প্রকারের স্বত্ব স্বামিত্ব থাকবেকনা। এতদার্থে নিরেখ কায়েমী জঙ্গল আবাদী তালুকদারি পাট্টা দেওয়া গেল। ইতি সন ১২৮৭ বার শত সাতআশী সন ত্রিপুরা তারিখ ১৮ বৈশাখ।

(মোহর ষ্টাম্প আফিস)

লিখক
শ্রীরামকানাই দত্ত, হেড মোহরের

নিদর্শন—৩

বর্গাদার প্রদত্ত কবুলিয়ত*

মহামহিম

শ্রীযুক্তআনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পিং মৃত পিতাম্বর ভট্টাচার্য্য জাতি ব্রাহ্মণ ব্যবসা তালুকদারী সাং কুড়িঘর পং নুরনগর তালুকদার মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীসেখ মেন্দিয়ালি পিং মৃত টকিমামুদ সাং কুড়িঘর পং নুরনগর জাতি মুসলমান ব্যবসা গৃহস্তি কস্য বর্গাকবুলিয়ত পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আপনার মালিকী ও দখলীয় এককিত্তা নিস্কর বনামে শম্ভুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুরের জমিদারী সেরেস্তায় নিযুক্ত বাদ আছে উক্ত নিস্কর সামিলে আপনার নিজ খামার আন্দরে কিসমত কুড়িঘর মধ্যে আপনার সরকারী তশ্চ্রূপী নলের জরিপে নিম্নের তফশিলের লিখিত দুই কিত্তায় মওয়াজি ⁄১০ কানী নাল জমি আমি সন ১২৯৪ ত্রিং তরে ভাগী সূত্রে জুত চাষ করণার্থ ১ সনা মেয়াদে আপনার বরাবরে অত্র কবুলিয়ত লিখিয়া দিতেছি যে আমি ঐ সনে উক্ত জমির চতুষ্পার্শের চাষায় রীতিমত নালিতা বিনাট করিয়া উৎপন্ন করিব। ঐ জমির হাল চাষ সার নিরি ইত্যাদি আমার জিম্মা বিনাটের তৃতীয়াংশের একাংশ বীজ আপনি দিবেন আর দুই অংশ আমি দিব। উচিত সময় নালিতা সুপক্ক হইলে আমার নিজ ব্যয়ে দ্বারায় কাটিয়া ও তুলিয়া পাট বিক্রয় করিয়া যত টাকা উৎপন্ন হয় তাহার তৃতীয়াংশের একাংশ টাকা ও উক্ত নালিতার একাংশ সুলা আপনাকে বুঝাইয়া দিব। না দিলে আপনি আদালত কর্ত্তৃক আদায় করিয়া লইতে পারিবেন ইহাতে আমি কি আমার ওয়ারিশানের কোন আপত্তি নাই মেয়াদ গতে উক্ত জমি আপনার ইচ্ছানুসারে আবাদ পত্তন অথবা আপনার নিজ খামারে লইতে পারিবেন ইহাতে আমি ও আমার ওয়ারিশানের কোনও আপত্তি থাকিবেক না। উক্ত জমিনে আমি ও আমার ওয়ারিশানের কোনপ্রকার জুতের কি দখলের স্বত্ব ঐ জমিনে থাকিবেক না ও কোনও দাবী দাওয়া করিবনা। এতদর্থে ইচ্ছাপূর্ব্বক এক সনা মেয়াদে অত্র বর্গা কবুলিয়ত পত্র আপনার বাটীতে বসিয়া লিখিয়া দিলাম ইতি ১২৯৩ ত্রিং মোতাবেক ১২৯০ বাং ২৯ পৌষ।

*চাকলা রোশনাবাদ জমিদারীর সার্ভে ও সেটলমেন্ট রিপোর্ট (I. G. Cumming) হইতে গৃহীত।

নিদর্শন—৪

আগত তালুক বিক্রয়ের দলিল*

শ্রীযুত কামিনীকুমার রায় ও শ্রীযুত নবকুমার রায় ও শ্রীযুত জয়কুমার রায় ও শ্রীযুত প্যারীকুমার রায় পিং মৃত ঈশ্বরচন্দ্র রায় সাং চৌবেপুর পং নূরনগর থানা কসবা জিলা ত্রিপুরা জাতি কাহেস্থ পেশা তালুকদারী আদি স্থানে লিখিতং শ্রীশিবনাথ দে ও শ্রীচন্দ্রনাথ দে পিং মৃত হরিধন দে ও শ্রীহৃদয়চন্দ্র দে পিং মৃত বৈদ্যনাথ দে সাং পং জিলা থানা পেশা তথা আদি জাতি কাহেস্থ কস্য ভূমি বিক্রী কাওলা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে মোং কসবার সব-রেজেস্টর ও পুলিশ স্টেশনের এলাকাধীন কিং চৌবেপুর মধ্যগত কৃষ্ণরাম দে নামীয় তালুক আন্দরে নিম্ন তফশিলের লিখিত মং ⁄১৷৷. ভিটি ও নাল মং ৵১১৷৷. কড়া মোট ৶১৩ গণ্ডা নালভিটি যাহা আপনাদের বশতবাটির ও নূতন খনিত পুষ্করণীর লগ্ত উক্ত ভূমি আমাদের খাজানা ও ঋণ পরিশোধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য্যবশতঃ বিক্রী করার আবশ্যক হওয়াতে উক্ত ভূমির এওয়াজ মূল্য মং ১৪০৲ টাকা ধার্য্যে মূল্যের উক্ত মং ১৪০৲ টাকা আপনে শ্রীযুত নবকুমার রায় দস্তে নগদ বুঝিয়া পাইয়া নিম্ন তফশীলের লিখিত মওয়াজি মং ৶১৩ গণ্ডা ভূমি বিক্রী করিলাম। বিক্রীত ভূমিতে আমরা ও আমাদের পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিশানের সর্ব্বপ্রকার স্বত্ব পরিত্যাগে আপনারাও আপনাদের পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিশানকে সর্ব্বাধিকারী করিয়া দিলাম। তাহাতে আপনারা আসল দখল করতঃ কাটিয়া ভরিয়া বাস্তবাগান বানাইয়া যথেস্ট ভোগ বিনিয়োগ করিতে থাকেন, তাহাতে আমরা কি আমাদের ওয়ারিশান কোন দাবী দাওয়া করিতে পারিব না করিলে অগ্রাহ্য হইবেক বিক্রীত ভূমির সদর খাজনা মং ৸. বার আনা আমাদের তালুক হইতে গত নিয়া আপনাদের নামজারি পূর্ব্বক উক্ত সদর খাজনা আদায় করতঃ আপনারা ও আপনাদের পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিশানক্রমে দান বিক্রী আদি স্বত্বাধিকারী হইয়া পরমসুখে আপন ইচ্ছানুসারে ভোগ দখল করিতে থাকেন এতদর্থে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সুস্থ শরীরে বিনা জোর জবরে বহাল তবিয়তে অত্র ভূমি বিক্রী কাওলাপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৯৩ বাং মোং ১২৯৬ ত্রিং তাং ২৮ ফাল্গুন।

*চাকলা রোশনাবাদ জমিদারীর সার্ভে ও সেটলমেন্ট রিপোর্ট (I. G. Cumming) হইতে গৃহীত।

নিদর্শন—৫

কর্মচারী পরিবর্তন (বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্যকে চাকলা হইতে রাজ্যে আনয়ন)

শ্রীহরি

Urgent

R. K. Deb Barman

মেমো নং ১১

যেহেতু এপক্ষের ১৫ই তারিখের নং ৫ রোবকারী অনুসারে শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের উপর শিক্ষা ও পলিটিক্যাল বিভাগের ভার প্রদত্ত হইয়াছে; সেমতে তাহাকে জমিদারীর কার্য্য হইতে অবসর করিয়া এখানে পাঠান আবশ্যক, অতএব—

হুকুম হইল যে

শ্রীযুক্তবাবু বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সব ম্যানেজারের পদে অপর একজন দক্ষ ব্যক্তির নিযুক্ত সম্বন্ধে প্রস্তাব

করিয়া উক্ত ভট্টাচার্য্যকে অবিলম্বে এখানে পাঠাইবার অভিপ্রায়ে এই মেমো শ্রীযুক্ত মিস্টার সি, ডব্লিউ, ম্যাক্‌মিন্[1] ম্যানেজার সাহেবের নিকট পাঠান যায়। ইতি সন ১৩০৬ ত্রিং তাং ১৬ই পৌষ।

শ্রীতারামোহন চৌধুরী
ক্লার্ক

নিদর্শন—৬

অভিষেক ব্যয় নির্বাহ সম্পর্কে

শ্রীহরি

R. K. Deb Barman

মেমো নং ৩৪

অভিষেক উপলক্ষে যে সমস্ত ব্যয় প্রতিশ্রুত হওয়া গিয়াছে, অদ্যাপি তাহার অনেক টাকা দেওয়ার বাকী আছে। ঐ সমস্ত এবং অপরাপর ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বর্ত্তমান সময়ে বিস্তর টাকার প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হইয়াছে। স্বাধীনরাজ্য কি চাকলা কোন ট্রেজুরিতেই প্রচুর পরিমাণ টাকা মজুদ থাকা দেখা যাইতেছে না। অতএব রেভিনিউ সংক্রান্ত প্রত্যেক কর্ম্মচারীরই উশুল তহশীল সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

চাকলার ট্রেজুরির অবস্থাযুক্তে কোন দৈনিক আগত হইতেছে না। এইক্ষণ ইহাতে এপক্ষের অবগতির জন্য রীতিমত দৈনিক আগত হওয়া আবশ্যক। অতএব

আদেশ—

উক্ত অভিপ্রায় মতে কার্য্য করার কারণ এই মেমোর প্রতিলিপি অত্রত্য রেভিনিউ বিভাগে এবং চাকলার ম্যানেজার আফিসে প্রেরণ করা যায়। ইতি সন ১৩০৭ ত্রিং তাং ২রা বৈশাখ।

নিদর্শন—৭

চাকলা জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত, রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিগণের মিনাহ-তালুক খাস দখলে আনয়ন সম্পর্কে

R. K. Deb Barman

মেমো নং ৪৯

যেহেতু রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিগণের দখলীয় স্বাধীন রাজ্যস্থিত তালুক মিনাহ ইত্যাদি বিগত ২০শে বৈশাখ তারিখের ৪৪ নং মেমো দ্বারা খাস করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে, এবং জমিদারীর অন্তর্গত ঐরূপ তালুক ইত্যাদির স্টেটমেন্ট তৎকালে আগত না হওয়ায় তৎসম্বন্ধে আদেশ দেওয়া যাইতে পারে নাই, তৎপর উক্ত

স্টেটমেন্ট আগত হওয়ায় তাহা পাঠ ও আলোচনা করা হইয়াছে এবং উক্ত ৪৪ নং মেমোর লিখিত হেতুমূলে জমিদারীর অন্তর্গত তালুক ইত্যাদিও খাস দখলে আনা সঙ্গত ও আবশ্যক বোধ হইতেছে; অতএব

আদেশ হইল যে,

জমিদারী বিভাগে রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিগণের যে সকল তালুক মিনাহ ইজারা ইত্যাদি আছে তাহা উপযুক্ত প্রণালী অবলম্বনে খাস করার কারণ এই মেমোর প্রতিলিপি জমিদারী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার সাহেব নিকট পাঠান যায়। ইতি সন ১৩০৭ ত্রিং তারিখ ২৮শে বৈশাখ।

নিদর্শন—৮

চাকলা জমিদারী হইতে জেনারেল ট্রেজারীতে 'ইরসালী চালান' প্রেরণ বিষয়ে

শ্রীহরি

R. K. Deb Barman

মেমো নং ৫১

ইতিপূর্ব্বে জমিদারী বিভাগে কোন টাকা রাজধানীর ব্যয় উল্লেখে খরচ পড়িলে তাহার হুকুমী কাগজ ও রসিদাদি সহ ইরসাল চালান রাজধানী জেনারেল ট্রেজুরীতে আগত হওয়ার নিয়ম ছিল; কিন্তু জানা যায় কয়েক বৎসর যাবত নগদ টাকা ভিন্ন অন্যরূপ ইরসালী টাকার চালান পূর্ব্ব নিয়মানুসারে জেনারেল ট্রেজুরীতে আগত হইতেছে না। এই হেতু জমিদারি মোতালকে রাজধানীর ব্যয় বাবত কখন কত টাকা খরচ পড়ে যথা-সময়ে জানিবার সুবিধা হইতেছে না। এই অসুবিধা একদা দূরীকৃত করা আবশ্যক, অতএব—

আদেশ হইল যে

বর্ত্তমান সন হইতে জমিদারি বিভাগে রাজধানীর ব্যয় বাবতে যখন যে টাকা খরচ লিখিতে হয় তৎক্ষণাৎ ঐ টাকার হুকুমী কাগজ এবং রসিদাদি সহ জেনারেল ট্রেজুরী বরাবরে ইরসালী চালান প্রেরণ করার কারণ এই মেমোর প্রতিলিপি চাকলার ম্যানেজারী আফিসে এবং জেনেরেল ট্রেজুরীর ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক নিকট প্রেরণ করা যায়। উক্ত চালান আগত হওয়া মাত্র রীতিমত সেহা শুমার করিয়া যথাস্থানে নকল চালান প্রেরণ করা জেনেরেল ট্রেজুরীর ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য হইবে, ইতি। সন ১৩০৭ ত্রিং তারিখ ২৮শে বৈশাখ।

নিদর্শন—৯

চাকলা জমিদারীর আয় হইতে জেনারেল ট্রেজারীতে 'ইরসাল' সম্পর্কে

শ্রীহরি

R. K. Deb Barman

মেমো নং ৫৫

চাকলার ম্যানেজার সাহেবের বিগত ৩০শে বৈশাখ তারিখের $\frac{১২৭}{৩-২}$ নং রিপোর্ট আলোচনা করা হইল। বালিশিরার আপোষের টাকা ব্যতীত মাত্র ১০২০০০৲ টাকা সদরে নগদ ইরসাল হইতে পারিবে বলিয়া উক্ত

রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে। অবস্থা বিবেচনায় এই টাকা নিতান্ত কম বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমান সনে চাকলার প্রকৃত আয় হইতে মং ১,৫০,০০০৲ টাকা এখানে ইরসাল হইতে বাধা দেখা যায় না। আশানুরূপ উশুল আমদানী হইলে ঐ পরিমাণ ইরসাল করা সত্ত্বেও সেটেলমেন্ট পূর্ত্তকার্য্য ইত্যাদির জন্য চাকলাতে প্রচুর পরিমাণ অর্থ থাকিবে। এবার আবশ্যকীয় জীর্ণসংস্কার ব্যতীত চাকলা মোতালকে কোন নূতন পূর্ত্তকার্য্য আরম্ভ করা এপক্ষের অভিপ্রেত নহে। অতএব উপরের লিখিত অবস্থা সমূহ আলোচনায়

আদেশ হইল যে

চাকলা হইতে বর্ত্তমান বর্ষে মং ১,৫০,০০০৲ টাকা ইরসাল হইবে বিবেচনায় অত্রত্য বজেটের আয়ব্যয়ের সামঞ্জস্য করার কারণ এই মেমোর প্রতিলিপি হিসাব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক নিকট এবং যাহাতে চাকলার প্রকৃত আয় হইতে এই পরিমাণ টাকা ইরসাল হইতে পারে তন্মত চাকলার বজেট প্রস্তুতক্রমে এপক্ষের মঞ্জুরীর জন্য সত্বর প্রেরণ করার কারণ চাকলার ম্যানেজার সাহেব নিকট পাঠান যায় ইতি। সন ১৩০৭ ত্রিপুরা তারিখ ১০ই জ্যৈষ্ঠ।

নিদর্শন—১০

কুমিল্লা সহরের ভূমি কায়েমী তালুক বন্দোবস্ত সম্পর্কে

শ্রীহরি

R. K. Deb Barman

কুমিল্লা সহরের ভূমি কায়েমী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে

রিজলিউসন

কায়েমী বন্দোবস্তের প্রস্তাব সঙ্কলিত কয়েকটি নথি চাকলা হইতে আগত হইয়াছে। ইহা একটি গুরুতর বিষয়; সুতরাং এতৎসম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন।

কায়েমী বন্দোবস্তে জমি বিলি করাও তাহা একেবারে হস্তান্তরিত করা ঐ উভয়ের প্রায় একপ্রকার ফল। কায়েমীতে একবারে বিলি করিয়া ফেলিলে কালক্রমে স্থানের উন্নতি নিবন্ধন সাধারণ জমির জমার হার বৃদ্ধি পাইলেও এই প্রকার বন্দোবস্তীয় ভূমি হইতে পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত জমার অতিরিক্ত এক কপর্দ্দকও পাওয়ার আশা করা যায় না। সুতরাং কায়েমী বন্দোবস্ত দিবার পূর্ব্বে স্থান সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করা আবশ্যক:—

(ক) স্থানটি রেলওয়ে লাইনের সন্নিকট কিনা;
(খ) ইহাতে বাণিজ্যের উন্নতির সম্ভাবনা ও লোকের বসবাসের সুবিধা কতদূর;
(গ) স্থানটি স্বাস্থ্যকর কিনা;
(ঘ) অন্যান্য ভূম্যাধিকারীর ভূমি তথায় আছে কিনা, এবং থাকিলে কি প্রণালী ও নিরেখে বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে ও হইতেছে।

রেলওয়ে বিস্তারে কুমিল্লা একটি উন্নত সহরে পরিণত হইতেছে। লৌহবর্ত্মের সাহায্যে পণ্য দ্রব্যাদির আমদানি রপ্তানি এবং তন্নিবন্ধন বাণিজ্যের উন্নতি হইতেছে। স্থানটি স্বাস্থ্যকরও। বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে সময় সময় নগরে বসবাসের প্রয়োজনবশতঃ এবং আবশ্যকমত আত্মীয় স্বজনের চিকিৎসা ও বালকগণের শিক্ষার সুবিধা হেতু পল্লীগ্রামবাসী অবস্থাপন্ন শিক্ষিত ও বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তিগণ মধ্যে অনেকেরই সহরে একখানা বাড়ী

প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। এই সমস্ত কারণে ক্রমে ক্রমেই সহরের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা এবং তৎসঙ্গে ২ ভূমির গৌরব ও আয় পরস্পর বাড়িবারই কথা।

সর্ব্বস্থলেই বাজারের ভূমির মূল্য ও গৌরব অনেক অধিক। ব্যবসায়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জমির জমাও বৃদ্ধি হয়। বাজারভূমি খাসে রাখিয়া ভাড়ার উপযুক্ত পাকা গৃহাদি প্রস্তুত করিলে অধিক আয়ের আশা করা যায়। সুতরাং এই প্রকার অনুষ্ঠান করা যাইতে পারা যায় কিনা দেখা কর্ত্তব্য। অবশ্য এককালীন এইরূপ পাকা গৃহ নির্ম্মাণ করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু যদি প্রতি বৎসর কিছু কিছু করিয়া কার্য্য চলে তবে ১০।১৫ বৎসর মধ্যে অনেকদূর অগ্রসর হওয়া যাইতে পারিবে এরূপ আশা করা যায়।

জমির পরিমাণ অনুসারে অন্যান্য প্রসিদ্ধ সহর-বন্দরের আয়ের তুলনায় কুমিল্লার আয় অতি সামান্য। অতএব আয় বৃদ্ধি করা যে সঙ্গত তাহাতে সন্দেহ নাই।

যদি বিশেষ কারণবশতঃ কায়েমী বন্দোবস্ত দেওয়া একান্তই প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয় তবে এতৎসম্বন্ধে প্রস্তাব মঞ্জুর হওয়ার পূর্ব্বে নজর গ্রহণ করা অভিপ্রেত নহে।

জমিজমার শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে কি প্রকার নিয়ম লিপিবদ্ধ হইয়া সকলের প্রতি তাহা নির্ব্বিশেষে প্রযুক্ত হইলে ব্যক্তিগত অনুগ্রহ নিগ্রহ নিবন্ধন কোন প্রকার দোষের কারণ না থাকে তাহাও দেখা কর্ত্তব্য।

কায়েমী বন্দোবস্তের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ বন্দোবস্তের সম্বন্ধেও বিবেচনা করা সঙ্গত বোধ হয়। অতএব কি প্রণালীতে এইরূপ বন্দোবস্ত হওয়া উচিত তাহাও বিবেচ্য বিষয় বটে।

আদেশ--

সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণ নিকট প্রতিলিপি পাঠান যায় ইতি। সন ১৩০৭ ত্রিং, তাং ২৭শে পৌষ।

নিদর্শন—১১

চাকলা জমিদারী সেরেস্তার জন্য কর্মচারী নিয়োগ ও কার্য নির্ধারণ

শ্রীহরি

রোবকারী নং ১২

R. K. Deb Barman

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর রাজধানী আগরতলা স্বাধীন ত্রিপুরা ইতি ১৩০৯ ত্রিং তাং ১লা আশ্বিন।

চাকলে রোশনাবাদ গয়রহ জমিদারী বিভাগের যাবতীয় কার্য্য দেখার জন্য রাজধানী নূতন হাবেলীতে একটি পৃথক সিরিস্তা সংস্থাপন করা আবশ্যক অতএব

আদেশ

নূতন হাবেলী জমিদারী খাস সিরিস্তা নামে একটি সিরিস্তা সংস্থাপন করা যায়, উক্ত সিরিস্তার কার্য্য-পরিচালন জন্য শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকিশোর সেনকে পেস্কারি পদে নিযুক্ত করা গেল। পেস্কার জমিদারী বিভাগের

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

যে সকল কাগজাত রাজগী এলেকার খাস সিরিস্তা প্রভৃতিতে আছে তাহা সংগ্রহ করিয়া আপন জিম্বায় রাখিবে এবং এপক্ষের সাক্ষাতে পেশ করিয়া এপক্ষের আদেশ উপদেশ গ্রহণে সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। অতঃপর জমিদারী বিভাগের কাগজাত ও লেপাফাদি জমিদারী খাস সিরিস্তায় আগত হইবে। জমিদারী বিভাগের কোন বিষয় জানিতে হইলে শ্রীযুক্ত ম্যানেজার সাহেব ব্যতীত অন্যান্য কার্য্যকারকের নিকট পেস্কার একছের চিঠি ইত্যাদি লিখিয়া জানিতে পারিবেক। শ্রীযুক্ত ম্যানেজার সাহেবের নিকট কোন বিষয়ে চিঠি ইত্যাদি লিখিতে হইলে এপক্ষের দস্তখতে তাহা প্রচার হইবে।

কার্য্যে পরিণতির জন্য এই রোবকারী এক এক নকল চাকলার ম্যানেজারী আফিসে এবং ছনাংশীত[২] বিভাগ হায়ে প্রেরণ করা যায়। ইতি--

নিদর্শন--১২

চাকলা জমিদারীতে কর্মচারী পরিবর্তন

শ্রীহরি

নং ১৫

R. K. Deb Barman

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর, রাজধানী আগরতলা, স্বাধীন ত্রিপুরা, ইতি সন ১৩১১ ত্রিং তারিখ ২২শে ফাল্গুন।

দেওয়ান শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু[৩] বি. এল. কে এপক্ষের গত ৮ই পৌষ তারিখের ১৩ নং আদেশ মতে মন্ত্রীর অধীনে নিযুক্ত করা হইয়াছিল; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তাহাকে চাকলায় পাঠান আবশ্যক দৃষ্ট হইতেছে, অতএব

আদেশ হইল যে

দেওয়ান শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র বসু, বি. এল কে শ্রীযুক্ত সি. ডব্লিউ ম্যাকমিন ম্যানেজার সাহেবের অধীনে চাকলা রোসনাবাদ গং জমিদারী শাসনাদি কার্য্য সম্পাদনার্থে চাকলাতে পাঠান যায়। শ্রীযুক্ত ম্যানেজার সাহেব উক্ত দেওয়ানের কার্য্যক্ষমতা নির্দ্দেশ করিবেন। অবগতি ও কার্য্যে পরিণতির জন্য এই রোবকারী চাকলা ম্যানেজারী আফিসে প্রেরিত হয়। ইতি, ২২শে ফাল্গুন, ১৩১১ ত্রিং।

নিদর্শন--১৩

কর্মচারীর পেন্সন ও গ্র্যাচুইটি মঞ্জুর

শ্রীহরি

R. K. Deb Barman

মেমো নং ১

চাকলার দেওয়ান শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এ সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করায় তাহাকে পেন্সন ও দাতব্য দেওয়ার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ম্যাকমিন সাহেবের প্রস্তাব সঙ্গত বোধ করি। অতএব

চাকলা-রোশনাবাদ জমিদারী প্রশাসন

আদেশ হইল যে

গত ১১ই বৈশাখ হইতে দেওয়ান শ্রীযুক্ত বৈকুন্ঠচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পেন্সন মাসিক মং ১০০৲ একশত হারে মঞ্জুর করা যায় এবং তাহাকে এককালীন গ্রেচুইটী স্বরূপ মং ১,০০০৲ এক হাজার টাকা দেওয়া যায়। কার্য্যে পরিণতির জন্য প্রতিলিপি চাকলা কাছারীতে পাঠান যায়। ইতি সন ১৩১২ ত্রিং তাং ২১শে বৈশাখ।*

---

*দেওয়ান বৈকুন্ঠনাথ চক্রবর্ত্তী কুমিল্লায় সুপ্রতিষ্ঠিত উকিল ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় আকৃষ্ট হইয়া মহারাজ বীরচন্দ্র তাঁহাকে চাকলার দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন। চাকলা রোশনাবাদ সার্ভে ও সেটলমেন্ট কার্য তিনি তৎকালীন ম্যানেজার মিঃ ম্যাক্‌মিনের সহযোগীরূপে বিশেষ যোগ্যতা ও দক্ষতার সহিত প্রতিপালন করিয়া রাজদরবারে প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন।

নিদর্শন—১৪

চাকলা রোসনাবাদ জমিদারীর শুভ-পুণ্যাহ

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ

১৩১৩ ত্রিং, তাং ৬ই জ্যৈষ্ঠ, মেমো নং ৯। চাকলা রোশনাবাদ গং জমিদারীর বর্ত্তমান বর্ষের শুভ-পুণ্যাহের দিন নিম্নলিখিত তারিখে ধার্য্য করা হইল।

২। বিভাগীয় আফিস সমূহের পুণ্যাহকার্য্য চাকলার সদর কাছারীর সহিত একযোগে কুমিল্লাতে সম্পন্ন হইবে। ফেণী ও মোগড়ার সব্‌মেনেজার বাবুদ্বয় আবশ্যকীয় আমলাগণ সহ ১৪ই আষাঢ় রাত্রে কুমিল্লা পৌঁছিয়া পুণ্যাহের আয়োজন করিবেন।

৩। নায়েব ও তহশীলদারগণ আপন আপন আমদানীর টাকা সহ ১৫ই আষাঢ় কুমিল্লা পৌঁছিয়া ১৬ই আষাঢ় যথারীতি চাকলার পুণ্যাহ উৎসবে যোগদান করিবেক।

৪। পুণ্যাহ উপলক্ষে যাহাতে প্রচুর পরিমাণ টাকা আমদানী হইতে পারে, তহশীল ভারপ্রাপ্ত কার্য্য-কারকগণ তৎপক্ষে বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিবেক।

৫। মোগরার সদর তৌজীভুক্ত তালুকের সংখ্যা অধিক; অতএব ঐ সমস্ত মহালের শুভপুণ্যাহের কার্য্য অন্যান্য তহশীল কাছারীর ন্যায় মোগরা সদর আফিসে ১১ই আষাঢ় তারিখে সম্পন্ন হইবে।

৬। লাহারপুর কাছারীর পুণ্যাহ তথাকার সব্‌ম্যানেজার বাবু ১১ই আষাঢ় সম্পন্ন করিবেন এবং উক্ত এলাকাস্থ মফঃস্বল তহশীল কাছারীর পুণ্যাহের জন্য তিনি সুবিধামত দিন ঠিক করিয়া লইবেন।

S. C. Bose
দেওয়ান

নিদর্শন—১৫

চাকলা রোশনাবাদ গং জমিদারীর কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্পর্কে*

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ

১৩১৩ ত্রিং, তাং ৮ই জ্যৈষ্ঠ, মেমো নং ১০

একই স্থান হইতে সমগ্র চাকলা রোশনাবাদের সর্ব্বপ্রকার আমদানী শাসন ও সিজিল করা যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে বিভাগীয় তৌজী ও তহশীল কাছারী সমূহের মৌজাওয়ার স্থিত,[৪] আদায় ও বাকী প্রভৃতি বিষয়ের পরীক্ষা কার্য্যের সুবিধার জন্য চাকলা সদর কাছারীতে সর্ব্বপ্রকার হকিয়তের[৫] এক জেনারেল তৌজী সেরেস্তা সংস্থাপন করা আবশ্যক।

২। জেনারেল তৌজি সেরেস্তায় সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বহি রক্ষিত হইবে;—

(ক) ১০০৲ একশত টাকার উর্দ্ধ জমার তালুকওয়ার তৌজী।
(খ) খাস মহালের মৌজাওয়ার তৌজী।
(গ) ১০০৲ একশত টাকার উর্দ্ধ জমার ইজারা মহালের তৌজী।
(ঘ) তহশীলওয়ার একোয়াল তৌজী।
(ঙ) নিষ্কর, দেবোত্তর, খাজানা অনাদায়ী মধ্যস্বত্ব ইত্যাদি রেজিষ্টারী।

৩। প্রত্যেক মাসের ৮ই, ১৬ই, ২৪শে এবং শেষ তারিখে বিভাগীয় আফিস হইতে সর্ব্বপ্রকার আমদানীর অষ্টাহিক[৬] পাঠাইতে হইবে। কিন্তু ১০০৲ টাকার ন্যূন জমার তালুক বা ইজারার তারিখওয়ারী সবব[৭] না লিখিয়া মাত্র একোয়াল দিলেই চলিবে।

৪। বিভাগীয় আফিসের তৌজী সেরেস্তা হইতে সর্ব্বপ্রকার আমদানীর অষ্টাহিক জেনারেল তৌজী সেরেস্তায় আগত হইলে তদনুসারে জেনারেল তৌজীতে উশুল পড়িবে।

৫। বিভাগীয় আফিসের আগতীয় আমদানীর একোয়াল একত্র মিজান দিয়া তাহা একাউন্ট সেরেস্তায় প্রস্তুত আমদানীর রিটার্নের সহিত মিলাইতে হইবেক।

S. C. Bose
দেওয়ান

*এই নিদর্শনটি ও পূর্ববর্তী ৬ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের নিদর্শন হইতে তৎকালে চাকলা রোশনাবাদ জমিদারীর প্রশাসন ত্রিপুরা রাজ্যের রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবেই নিয়ন্ত্রণের সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

নিদর্শন—১৬

জমিদারী মহালে কর্মচারী মোতায়ন

শ্রীহরি

R. K. Manikya

মেমো নং ৫

জেলা শ্রীহট্ট পং প্রতাপগড় মহাল সংক্রান্ত মোকদ্দমা ও অন্যান্য আবশ্যকীয় যাবতীয় কার্য্য পরিচালন জন্য জনৈক লোক প্রেরণ করা আবশ্যক। সোণামুড়ার ইন্‌স্পেক্‌টার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত বি. এ. কে মোতায়ন করিলে উপরোক্ত কার্য্য চলিবে আশা করা যায়।

আদেশ হইল যে

উপরোক্ত কার্য্যের নিমিত্ত শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত বি. এ. কে পূর্ব্ববেতনের অতিরিক্ত মাসিক ২০৲ বিশ টাকা এলাউন্স নির্দ্ধারণে দ্বিরাদেশের তরে মোতায়ন করা যায়। ইহার বেতন প্রতাপগড় মহালের মোকদ্দমা সংক্রান্ত তহবিল হইতে খরচ পড়িবে। অবিলম্বে কার্য্যে যোগদান করা তাহার কর্ত্তব্য হইবে।

এই মেমোর প্রতিলিপি মন্ত্রী আফিসে ও সংসৃষ্ট ব্যক্তির নিকট প্রেরিত হয়। ইতি, সন ১৩১৪ ত্রিং-- ৯ই শ্রাবণ।*

*বাবু যোগেশচন্দ্র দত্ত এই মহালে প্রেরিত হইয়া প্রতাপগড় মহালের প্রাচীন ইতিহাস এবং ঐ মহালের ১৩১৪ ত্রিং সনের বার্ষিক রিপোর্ট সম্বন্ধে সুদীর্ঘ এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ একটি প্রতিবেদন রাজমন্ত্রীর নিকট দাখিল করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারাই তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ও কর্ম্মক্ষমতার পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার পরবর্তী সময়ে সুদীর্ঘকাল ত্রিপুরা রাজ্যের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট রূপে দক্ষতার সহিত কার্যরত ছিলেন।

নিদর্শন—১৭

চাকলা জমিদারীতে প্রজাবর্গের চিকিৎসাদি ব্যবস্থা সম্বন্ধে

চিকিৎসা

১৩১৪ ত্রিং, তাং ৮ই ভাদ্র, আদেশ নং ৩৪৬ চৌদ্দগ্রাম বিভাগের সব-ম্যানেজারবাবু রিপোর্ট করিয়াছিলেন যে, তাঁহার এলাকাধীন পার্শ্বের লিখিত মৌজায় কালাজ্বরে আক্রান্ত হইয়া বহু প্রজার মৃত্যু হইয়াছে। উক্ত রোগোৎপত্তির কারণ এবং কি উপায় অবলম্বনে উহার গতি প্রতিরোধ করা যাইতে পারে, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য শুচচাইলের ডাক্তারকে আদেশ করা হইয়াছিল তাঁহা হইতে প্রাপ্ত রিপোর্টে দেখা যায় যে, তিনি কালাজ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে ম্যালেরিয়া জ্বরই প্রকৃত রোগ। ঐ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা প্রথমাবস্থায় রীতিমত চিকিৎসা না করাইয়া গ্রাম্য হাতুড়ে চিকিৎসকের ওষুধ সেবন করিয়া থাকে এবং তদ্দরুনই মৃত্যু সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। এই সকল রোগীর চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতঃ মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস করা একান্ত আবশ্যক। অতএব

আদেশ করা যায় যে

১। প্রত্যেক নায়েব তাহার এলাকাধীন যে সকল মৌজায় জ্বরের রোগীর সংবাদ জানিতে পারিবেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে নিকটবর্ত্তী দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রেরণকরতঃ চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন।

২। প্রজাগণ অজ্ঞতাবশতঃ দাতব্য চিকিৎসালয়ে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে ও তাহাদিগকে উপদেশ দ্বারা বাধ্যকরতঃ পাঠাইতে হইবে।

প্রত্যেক তহশীল কাছারীর ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক উক্তরূপ জ্বরাক্রান্ত রোগীদিগের চিকিৎসা সম্বন্ধে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা, তাঁহাদের একটি প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন, ইতি--

১। শুচচাইল
২। বাতিমা
৩। রাণীরহাট
৪। কনকাপৈত
৫। চৌদ্দগ্রাম
৬। জগমোহনপুর
৭। সলাগাদি
৮। বাগৈগ্রাম

S. C. Bose
দেওয়ান

নিদর্শন--১৮

রাজসরকারী ঋণ শোধের ব্যবস্থা

R. K. Manikya

মেমো নং ১০

রাজসরকারী সর্ব্বপ্রকার বকয়া দেনা আগামী তিন বৎসরের মধ্যে পরিশোধের ভার জনৈক প্রধান কার্য্যকারকের প্রতি অর্পণ করা আবশ্যক। অতএব চাকলার দেওয়ান শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসুর প্রতি উক্ত ভার অর্পণ করা যায় এবং এতদর্থে তাহাকে আপাততঃ মং ৩,৫০,০০০৲ সারে তিন লক্ষ টাকা শতকরা বার্ষিক অনধিক ছয় টাকা হার সুদে কর্জ করিবার ক্ষমতা দেওয়া যায়। দেনা পরিশোধ সম্বন্ধে বর্ত্তমান আশ্বিন মাস হইতে প্রতি ছয় মাস অন্তে রিপোর্ট করা তাহার কর্ত্তব্য হইবে। ইতি ১৩১৪ ত্রিং তারিখ ১৮ই আশ্বিন।

নিদর্শন--১৯

রাজপ্রাসাদ নির্মাণ উপলক্ষে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক হইতে ঋণের পরিশোধ ব্যবস্থা*

R. K. Manikya

মেমো নং ১০

সরকারী প্রয়োজনবশতঃ ব্যাঙ্ক হইতে যে ঋণ গ্রহণ করা যাইতেছে তাহা আদায়ের উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা আবশ্যক ; অতএব

আদেশ হইল যে,

(১) চাকলার আয় হইতে উক্ত ঋণ ক্রমশঃ পরিশোধ করিতে হইবে। চাকলার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক

কথিত ঋণ বাবত প্রতি বর্ষে আশ্বিন ও চৈত্র এই দুই কিস্তিতে মোটের উপর অন্যূন ১৫০০০০৲ টাকা আদায় করিবে। তদর্থে পৃথক মজুরী গ্রহণের আবশ্যক হইবে না। সমস্ত ঋণ আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত এই আদেশ বলবৎ থাকিবে।

চাকলার দক্ষিণ অর্থাৎ ফেণী বিভাগের বার্ষিক আমদানী আড়াই লক্ষ টাকার ন্যূন নহে। এই বিভাগের সম্যক আয় (আখরাজাত খরচ ও সরকারী রাজস্ব বাদে) উক্ত ঋণ পরিশোধার্থে বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। প্রতিবর্ষের বরাদ্দের টাকা আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত এই বিভাগের আয়ের কোন টাকা অন্য কার্য্যে ব্যয়িত হইতে পারিবে না। কোন বর্ষে এই বিভাগের আয় বরাদ্দের টাকা পরিশোধের জন্য প্রচুর না হইলে অন্য বিভাগের আয় হইতে বরাদ্দের টাকা পূরণ করিয়া পরিশোধ করিতে হইবে। ইতি ১৩১৫ ত্রিং তাং ৩০শে জ্যৈষ্ঠ।

*উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদ নির্মাণ উপলক্ষে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক হইতে গৃহীত ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা সম্পর্কে। এই ঋণ গ্রহণ উপলক্ষেও সুহৃদ মহারাজ রাধাকিশোরকে রবীন্দ্রনাথের স্বতঃপ্রবৃত্ত উপদেশাদি স্মরণীয়। ('রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

নিদর্শন—২০

চাকলার মোকদ্দমা পরিচালনা সম্বন্ধে ব্যবস্থা

R. K. Manikya

মেমো নং ১২

আলিপুরের মোকদ্দমা সংক্রান্ত* যাবতীয় খরচ চাকলার ট্রেজুরী হইতে দেওয়া হইতেছে, সুতরাং যথারীতি ভাউচার সহ সমস্ত ব্যয়ের এক বিশুদ্ধ হিসাব চাকলাতে রক্ষিত হওয়া আবশ্যক। দেওয়ান শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু উক্ত মোকদ্দমা সম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার ব্যয় তত্ত্বাবধান করিবেক এবং হিসাবের শুদ্ধতা পরীক্ষা পূর্ব্বক এপক্ষ সাক্ষাৎ রিপোর্ট করিবেক। এতদ্দ্বারা উক্ত দেওয়ানের প্রতি কথিত মোকদ্দমা পরিচালনের ভারও অর্পিত হইল। অবগতি ও কার্য্যে পরিণতির জন্য ইহার প্রতিলিপি সংসৃষ্ট কার্য্যকারকগণ নিকট পাঠান হয়। ইতি সন ১৩১৫ ত্রিং তারিখ ৩২শে আষাঢ়।

*বড়ঠাকুর সমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মার সহিত রাজ্য ও জমিদারীতে উত্তরাধিকারিত্ব সাব্যস্তের মোকদ্দমা।

নিদর্শন—২১

চাকলা রোশনাবাদ জমিদারীর ম্যানেজার নিয়োগ: প্রসন্নকুমার দাশগুপ্ত*

নং ২

R. K. Manikya

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর, রাজধানী আগরতলা, স্বাধীন ত্রিপুরা, ইতি সন ১৩১৭ ত্রিং তাং ৯ই জ্যৈষ্ঠ।

•ব্রিটিশ এলাকায় চাকলা রোশনাবাদ প্রভৃতি এপক্ষের যেসমস্ত সম্পত্তি আছে তত্তাবতের শাসন সংরক্ষণ জন্য ম্যানেজার পদে জনৈক কার্য্যকারক নিযুক্ত করা আবশ্যক। অতএব জিলা ঢাকা ষ্টেশন শ্রীনগর সাকিন

*বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর রূপে নিযুক্ত থাকা কালে ইনি মিঃ ম্যাকমিনের পরবর্তী চাকলার ম্যানেজাররূপে ত্রিপুরায় আগমন করেন এবং ১৩২৫ ত্রিং সনে রাজ্যের চিফ্ দেওয়ান পদে ও তৎপর রাজমন্ত্রীরূপে নিযুক্ত থাকিয়া ১৩৩৩ ত্রিং সনে রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

বেজগাঁ নিবাসী শ্রীযুত বাবু প্রসন্ন কুমার দাসগুপ্ত বি. এ., ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ডেপুটী কালেক্টরকে উক্ত পদে নিযুক্ত করা যায়।

১। ম্যানেজার স্বীয় পদের যাবতীয় কার্য্য একদা সম্পাদন করিতে পারিবেন। কেবল নিম্নলিখিত কতিপয় বিষয়ে এপক্ষের আদেশ গ্রহণ করা আবশ্যক হইবে। ম্যানেজার যে সমস্ত প্রস্তাব এপক্ষের মঞ্জুরীর জন্য পাঠাইবেন তত্তাবত মন্ত্রীর মন্তব্যসহ এপক্ষ সাক্ষাত পেশ হইবে।

(ক) কোন প্রকার কায়েমী বা তখসিসি তাল্লুক বন্দোবস্ত দেওয়া।
(খ) বার্ষিক ব্যয়ের বজেট পাশ করা।
(গ) বজেটের অতিরিক্ত কোনরূপ ব্যয়ের প্রয়োজন হইলে তাহা মঞ্জুর করা।
(ঘ) বজেটের এক হেডের টাকা অন্য হেডে পরিবর্ত্তন করা।
(ঙ) পদাতিক ও আমলা কর্ম্মচারী ব্যতীত অন্য কোন কর্ম্মচারী নিয়োগ বা অবসর করা।
(চ) পঞ্চাশ টাকার অধিক বেতনের কোন নূতন পদের সৃষ্টি করা।

২। ম্যানেজার চৈত্র মাস মধ্যে পরবর্ত্তী বর্ষের বজেট প্রস্তুত করিয়া এপক্ষের মঞ্জুরী গ্রহণ করতঃ তদনুসারে কার্য্য করিবেন।

অবগতি ও কার্য্যে পরিণতির কারণ প্রতিলিপি শ্রীযুক্ত মন্ত্রী ও শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত বি. এ. নিকট পাঠান যায়।

নিদর্শন--২২

চাকলা জমিদারী হইতে নিজ তহবিলের বকেয়া দেনা পরিশোধের ব্যবস্থা

B. K.*

মেমো নং ১২

নিম্নলিখিত কোম্পানী সমূহের বিল নিজ তহবিলে দাখিল হইয়াছে। এই সমস্ত বিল পরীক্ষাক্রমে তাহাদের প্রকৃত প্রাপ্য নির্দ্ধারণ ও বর্ত্তমান বর্ষে চাকলার তহবিল হইতে অন্ততঃ এক লক্ষ টাকা দেওয়া আবশ্যক। এই কার্য্যের ভার চাকলার ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার দাসগুপ্তের উপর অর্পণ করা গেল। ম্যানেজার সত্বর কলিকাতা যাইয়া কোম্পানীগণের হিসাব পরীক্ষাপূর্ব্বক তাহাদের প্রকৃত প্রাপ্য স্থির করতঃ বর্ত্তমান বর্ষ মধ্যে মোট এক লক্ষ টাকা পরিশোধ ও অবশিষ্ট টাকার জন্য কিস্তিবন্দি করিবে। এই এক লক্ষ টাকা মধ্যে "নিজ তহবিলের বকয়া দেনা পরিশোধ" হেড্ হইতে ষাইট হাজার টাকা এবং "কুমিল্লাস্থ মহাজন গং এর প্রাপ্য দেনা পরিশোধ হেড হইতে চল্লিশ হাজার টাকা খরচ পড়িবে। কার্য্যে পরিণতির জন্য এই মেমোর প্রতিলিপি চাকলা ম্যানেজার সমীপে পাঠান যায়। ইতি, সন ১৩২২ ত্রিং ১৮ই আষাঢ়।

কোম্পানীগণের নামের লিষ্ট:—
১। সুন্দরদাস শেঠ
২। ঠাকুরদাস দেওয়ানচাঁদ মেড়া
৩। হরিরাম শেঠ

*মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষর

৪। জি. বি. মেটা
৫। আশুতোষ দাঁ
৬। হেমিলটন কোং
৭। তারাচাঁদ পরশুরাম
৮। ক্যাপ সাহেব
৯। রায় বদ্রিদাস বাহাদুর এণ্ড সন্স
১০। কেলনার কোম্পানী
১১। হার্ম্মেন কোম্পানী
১২। বোর্ণ এণ্ড সেফার্ড
১৩। জে. বি. বেটলার
১৪। কুক এণ্ড কেল্ভি
১৫। থ্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোং
১৬। ষ্টুয়ার্ট এণ্ড কোং
১৭। রেক্কেন এণ্ড কোং
১৮। গ্রেট ইষ্টার্ন মোটর কোম্পানী
১৯। রোডা কোম্পানী

নিদর্শন—২৩

চাকলা রোশনাদবাদ জমিদারীর প্রজাবৃন্দের প্রতিনিধিবর্গের উদ্দেশে মহারাজ বীরবিক্রম কিশোরমাণিক্যের ভাষণ

আমার প্রিয় প্রজাবৃন্দের প্রতিনিধি স্বরূপে আপনারা আজ এই আলোচনা সভায় যোগদান করিবার নিমিত্ত আগরতলায় উপস্থিত হওয়ায় আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি।

বর্ত্তমান সমস্যা সম্পর্কে অবস্থা নিবেদন করিবার জন্য গত ৭ই ফাল্গুন চাকলার দক্ষিণ বিভাগ হইতে এক ডেপুটেশন আমার নিকট আগত হইয়াছিল, মুখ্যতঃ সুদ মাপই এই ডেপুটেশনের প্রার্থিত বিষয় ছিল কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে ডেপুটেশন কর্ত্তৃক পূর্ব্ববৎ তহরি[৭] কিম্বা উত্তরায়ণ[৮] আদায় প্রস্তাবিত হইয়াছিল। তহরি ও উত্তরায়ণ আদায় বর্ত্তমানে যে আইন সম্মত নহে ইহা আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন এবং এই প্রাচীন রাজ্যে আইন বিরোধী ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে রাজা প্রজা কাহারও পক্ষে ইহা বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না।

খাজানা আদায়স্থলে শতকরা ৬৷ হারে সুদ আদায় বাঙ্গলার জনসাধারণের নির্ব্বাচিত গভর্নমেন্ট কর্ত্তৃকই ব্যবস্থিত হইয়াছে। অন্যান্য জমিদারীতে এই ব্যবস্থা অনুসৃত হইতেছে। ত্রিপুরা রাজজমিদারীতে আবহমান কাল হইতে রাজা প্রজার মধ্যে যে প্রীতির সম্পর্ক বিদ্যমান আছে তদালোচনাতেই প্রজাগণ. সুদ মাপের প্রার্থনা সরলভাবে আমার নিকট জানাইতেছে। বস্তুতঃ সুদ আদায় বিষয়ে কোন দিনই আমার শাসন বিভাগ কঠোরতা অবলম্বন করে নাই এবং ইহা প্রকৃত যে অধিকাংশ স্থলেই সুদ মাপ দেওয়া হইয়াছে।

কিন্তু আপনারা প্রণিধান করিলে রাজ্যের অবস্থা সম্পর্কেও অবহিত হইতে পারিবেন। হস্তান্তর নজর রহিত, শিক্ষা সেস্ প্রবর্ত্তন, রোড সেস্ বৃদ্ধি, উত্তরায়ণ রহিত প্রভৃতি ব্যবস্থায় রাজ জমিদারী কার্য্যে যে আয়ের খর্ব্বতা ঘটিয়াছে তাহার পরিমাণ সামান্য নহে। আমি আপনাদিগকে বলিতে পারি যে এই ক্ষতির পরিমাণ

বার্ষিক ন্যূনধিক দুই লক্ষ টাকায় দাঁড়াইবে এরূপ ক্ষতি উপেক্ষা করা কোন স্থলেই সহজসাধ্য নহে ইহা আপনারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিবেন।

তথাপি সুদ সম্পর্কে প্রজাবৃন্দের প্রতি কঠোর আচরণ হইবে ইহা কদাপি আমার অভিপ্রেত হইতে পারে না। এ রাজ্যের রাজা প্রজার মধ্যে যে পিতা পুত্রের চির সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে তাহা খর্ব্ব করা দূরে থাকুক উহা দৃঢ়তর হউক ইহাই আমার আন্তরিক কামনা। এতদুদ্দেশ্যেই আমি এই সভা আহূত করিয়াছি।

মান্যবর শ্রীযুত ম্যানেজার বাহাদুর আলোচ্য সমস্যাপূরণ বিষয়ক এক পরিকল্পনা আপনাদিগের সমক্ষে উপস্থিত করিবেন এবং বিশদভাবে উহার মর্ম্ম আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন। আমি আশা করি আপনারা এই পরিকল্পনার মর্ম্ম তাঁহার সহিত আলোচনা করিয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। উভয় দিক লক্ষ্য করিয়া কি উপায়ে প্রজাসাধারণের খাজানা আদায়ের পথ সুগম হইতে পারে ইহাই এই পরিকল্পনার লক্ষ্য, এবং আপনারা দেখিবেন যে কেবল সুদ মাপ নহে কর আদায় সহজসাধ্য করিবার উপায় এবং স্থল বিশেষে আংশিক কর মাপের প্রস্তাবও ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

যাহা হউক আমি পুনর্ব্বার আপনাদিগকে দৃঢ়ভাবে বলিতেছি যে আমাদিগের চিরবাঞ্ছিত সম্বন্ধ সুদৃঢ় হউক ইহাই আমার একমাত্র কামনা। সুখে দুঃখে আপনারা আমার সঙ্গী। আপনারা বিষয়টি আলোচনা করিয়া যে সিদ্ধান্তেই উপনীত হউন তাহা আমার নিকট নিশ্চয়ই বিবেচ্য ও আদরণীয় হইবে।

আপনারা এতদুপলক্ষে একত্রিত হইয়াছেন এবং সরলভাবে যাবতীয় অবস্থা আলোচনা করিবেন, তদোপরি আপনারা আমার আমন্ত্রিত হইয়া এখানে আসিয়াছেন ইহাতেই আমি পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি।

শ্রীভগবানের চরণে আমার কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা যে তিনি আপনাদিগের মঙ্গল করুন।

১৩ই চৈত্র, ১৩৪৮ ত্রিং।

---

১ মিঃ সি, ডব্লিউ, ম্যাক্‌মিন তৎকালে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসভুক্ত সুপরিচিত ও বিশেষ অভিজ্ঞ রাজকর্মচারী বলিয়া খ্যাত ছিলেন। চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার পদ হইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি মহারাজ বীরচন্দ্রের মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে (১৩০২ ত্রিং সনে—১৮৯২ খৃীঃ) চাকলা রোশনাবাদ জমিদারীর ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হইয়া দীর্ঘকাল যোগ্যতার সহিত ত্রিপুরায় কার্যরত ছিলেন। চাকলা রোশনাবাদের সার্ভে সেটলমেন্ট সময়ে, আসাম-বেঙ্গল-রেলপথ জরিপাদির সময় এবং মহারাজ রাধাকিশোরের রাজত্বপ্রাপ্তির পর নানাবিধ সঙ্কট সময়ে মিঃ ম্যাক্‌মিন্ মহারাজের স্বার্থরক্ষা সম্বন্ধে প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়া রাজদরবারের সহিত সুদীর্ঘকাল ঘনিষ্টসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে পরবর্তী সন্নিবিষ্ট ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২ ত্রিং তারিখের নিদর্শন দুইটি এবং ১২ই কার্তিক, ১৩১৩ তারিখের দ্রষ্টব্য। ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫ তারিখের আদেশ হইতে দৃষ্ট হয় যে তিনি ঐ সনে ম্যানেজার পদ হইতে অবসর গ্রহণপূর্বক রাজকীয় অন্যবিধ সামরিক কার্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২ ছনাংশিত বিভাগ হায়ে=অধঃস্তন বিভাগ বা আফিসসমূহে।

৩ বাবু শরচ্চন্দ্র বসু ঢাকায় আইনব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি অর্জনের পরেই ত্রিপুরায় রাজকার্য গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘকাল চাকলা রোশনাবাদ জমিদারীতে ও রাজ্যের রাজস্ব ইত্যাদি বিভাগে দায়িত্বপূর্ণ কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছিলেন।

৪ স্থিত=নির্ধারিত খাজানা

৫ হকিকত=আরবী হকিয়ত শব্দের অর্থ স্বত্বসাব্যস্তের নালিস। এস্থলে ব্যবহৃত শব্দটি 'হকিকত' অর্থাৎ অবস্থা, বিবরণ, particulars হওয়া সম্ভব।

৬ অষ্টাহিক=আটদিবসের রিটার্ন।

৭ সবব (আরবী)=কারণ

৮ তহরি=প্রজাগণের নিকট হইতে তহসিল কর্মচারীদের দ্বারা গৃহীত নির্ধারিত খাজনার অতিরিক্ত অর্থ। রাজকোষে এই অর্থ জমা পড়িত না।

৯ উত্তরায়ণ=উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে রাজ-কর্মচারীদের মধ্যে ফলমূল তিলে কদমা বিতরণ সংক্রান্ত ব্যয়নির্বাহের জন্য আদায়ীকৃত সামান্য রাজস্ব।

শব্দকোষ

শব্দ সংকেত

আ=আরবী, ফা=ফারসী, পা=পারসী, প্রা=প্রাদেশিক, হি=হিন্দী, তু=তুর্কী, স=সংস্কৃত, পো=পোর্তুগীজ

আঞ্জাম [ফা] নির্বাহ, সরবরাহ।
আদালত [আ. আদালৎ] বিচারালয়।
আপোষ [ফা. ওয়াপ্‌স] মিটমাট্‌, রফা।
আব্বল [আ] শাসন বা অধিকার
আবকারী [ফা. আবকার] মাদক দ্রব্যের ব্যবসা সংক্রান্ত।
আব্‌ওয়াব (বাব্‌ শব্দের বহুবচনে) নির্দিষ্ট খাজনার অতিরিক্ত কর।
আবাদী [ফা. আবাদ] চাষের উপযুক্ত, কর্ষিত
আমদানী [ফা] অন্য দেশ হইতে পণ্য আনয়ন।
আমানত [আ] গচ্ছিত।
আমলদার [আ. আমল এর পা. দার প্রত্যয় যোগে] খাজনা সংগ্রাহক; সেনা ও পুলিশ বিভাগে হাবিলদারের নিম্নপদ-রূপেও ব্যবহৃত।
আমলা [আ. আমিল] কর্মচারী, কেরানী।
আমলাহায় (আমলাহ্‌?) [আ. অমলহ্‌, অমলৎ] কর্মচারিবৃন্দ।
আমীন [আ] জরীপকারী, কর্মচারী।
আরজী [আ. অর্জ] দরখাস্ত।
আরদালী [ইং orderly] পেয়াদা।
আসবাব [আ] জিনিসপত্র, সরঞ্জাম।
আয়মা [আ. আএমা] মৌলবীদের ধর্মাচরণের জন্য বৃত্তিস্বরূপ প্রদত্ত নিষ্কর জমি।

ইজারা [আ.] ঠিকা, নির্দিষ্ট খাজনায় জমির বন্দোবস্ত।
ইনাম [আ. ঈনাম (অর্থদান)] বখশিস বা পুরস্কার।
ইরশাল [আ] খাজনা দাখিল।
ইরসালী চালান (আ. ইরশাল চালান] রাজস্ব বা খাজনা প্রেরণ।
ইস্তাহার [আ. ইশ্‌তি] বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি।
ইস্তফা [আ. ইস্তেফা] শেষ, কর্মত্যাগ।

উজর [আ] ওজর, আপত্তি।
উজির [আ. ব-জীর] মন্ত্রী
উশ্যল [উশুল—আ. ব-সূল] আদায়, জমা।

এওজনামা [আ. ইয়জ, পা. ইয়াজ, পা. নামা] ক্ষতিপূরণ স্বীকৃতিপত্র।
একরার নামা [আ. এক্‌রার্‌, ফা. নামা] স্বীকারপত্র, দলিলপত্র।
এজাহার [আ. ইজ্‌হার্‌ প্রকাশ] প্রকাশকরণ, বক্তব্য।
এতাবেতা [আ. এতাবতা] এতদ্বারা।
এবারত [আ. ইবারত্‌] রচনাপদ্ধতি, মুসাবিদা।
এমারত [আ. ইমারত্‌] অট্টালিকা।
এলাকা [আ] সীমা।

ওয়াফছ্‌ [আ] উশুল, ফেরত।
ওয়ারিশান [আ. বা- রিস] উত্তরাধিকারী।

কয়েদি [আ. কইদ্‌. ন. কয়েদী] কারারুদ্ধ ব্যক্তি।
কর্জ [আ] ঋণ।
কবুলিয়ত [আ. কবুলিয়ৎ] স্বীকৃতিপত্র।

কাএমী [আ. কায়িম] চিরস্থায়ী।
কাছারি [স. কৃত্যগৃহ] আদালত।
কাবিন ও মহরানা [পা. কাবিন আ. মহর পা. আনা] বিবাহের যৌতুক ও বিবাহের সময় কাজীর প্রাপ্য টাকা।
কাব্জে [আ. কব্জা] দখল, আয়ত্ত্ব।
কারখানা [ফা] কারুশালা।
কারকোন [ফা কার্কুন্] জমিদারী কাজে তত্ত্বাবধায়ক।
কালেক্টর [ই] রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্মচারী।
কিস্মত [আ] ভাগ্য, কপাল।
কিস্তিবন্দি [কিস্তি—আ. কিস্ত্, ফা কসতী, কিশ্ত্] ক্রমে ক্রমে টাকা দিবার অঙ্গীকার বা ব্যবস্থা।
কোতালী [ফা. কোতয়াল] কোতয়ালী—থানা।
কোম্পানী [ই] কোম্পানী।
কৈফিয়ত্ [আ] কারণ প্রদর্শন।

খরিদ [ফা. খরীদ] ক্রয়।
খাজনা [আ. খজা-নহ্] রাজস্ব, কর।
খাজাঞ্চী [আ-তু. খজা-নহ-চি] ধনরক্ষক কর্মচারী।
খান্দান, খানদান [ফা] উচ্চবংশ।
খারিজ [আ] বাতিল, বর্জিত।
খালাস [আ] মুক্তি, অব্যাহতি।
খিলাত, খেলাত [আ. খেলাত] মুসলমান নবাবদের রীতিতে রাজদত্ত সম্মানসূচক পরিচ্ছদ।
খেদমত [আ. খিদমৎ বি. খেদমত] সেবা।
খোড়াক [ফা. খোরাক] খাদ্যদ্রব্য।

গএরহ [আ. ওগয়রহ] ইত্যাদি।
গরিব [আ] দরিদ্র।
গারদ [ই. Guard] কয়েদ, কারাগার।

চাকরান [পা] ভৃত্য।
চেরাগী (ফা) দরগায় মস্জিদে বাতি জ্বালাইবার ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রদত্ত নিষ্কর।
চৌকিদার [হি. চানকী পাহার; পা. দার যে দেয় অর্থে] পাহারাদার।
চৌহদ্দি [হি. চৌ চার; আ. হদ্দ সীমা; পা.] চতুঃসীমা।
ছোলেনামা [আ. সুলহ; পা. নামা] আপোষ, চুক্তি।

জওয়াব দেহী [আ. জবাব] কৈফিয়ত।
জমাদার [আ. ফা. জমাঅৎ-দার] কনষ্টেবল, দারোয়ান ইঃর সর্দার।
জাবেতা। জাবেদা। যাবেদা [আ. জা. বিত্হ] রাজবিধি, আইনানুযায়ী।
জরিপ [আ. জরীব] জমির পরিমাণ।
জরিমানা [আ. ফা. জুর্মে-আনহ্] অর্থদণ্ড।
জামানত নামা [আ. জমানৎ পা. নামা] জামিন।
জায়মতে [হি. জায় হিসাব] হিসাব অনুসারে
জিনিষ (জিনিস) [আ. জিন্স্] বস্তু।
জিম্মা [আ. জিম্মা] হেপাজত।
জিরাত [আ. জিরাৎ] বসতবাটির সংলগ্ন জমি। এস্থলে উল্লেখ্য যে, ত্রিপুরায় পূর্বে বহুপ্রচলিত ও পরিচিত জিরাত শব্দটির মূল অর্থ ছিল স্বতন্ত্র। ইহা দেশজ শব্দ 'জিরান' বা অল্পকাল বিশ্রাম গ্রহণ হইতে গৃহীত। এই দেশজ 'জিরান' শব্দ হইতেই এরাজ্যের 'জিরাতিয়া' অথবা 'জিরাতিয়া প্রজা' শব্দের প্রচলন সমধিক ছিল। রাজ্যের সীমার বাহিরে ব্রিটিশ অঞ্চল। অধিকাংশ স্থলেই রাজ্যের জমিদারী চাকলা রোশনাবাদের সীমানা সংলগ্ন অঞ্চলের বড় জমিদারী প্রজা এরাজ্যেও প্রতিবৎসর চাষের জন্য জমি রাখিত এবং মরশুমমত কিয়ৎকালের জন্য আগমনপূর্বক

জমি চাষ করিয়া কৃষিজাত বস্তুসমূহ নির্ধারিত মাশুল আদায়ক্রমে রাজ্যান্তরে স্থায়ী বাসভূমিতে লইয়া যাইতে পারিত। এইজন্যই এই শ্রেণীর বহিরাগত কৃষিজীবীদের "জিরাত বা জিরাতিয়া" বলা হইত।
জেইল [ই] কারাগার।
জোগালী [গ্রাম্য] যে কাজে যোগান দেয় (যোগাড়ে)।
জোতদারী [সং. যোত্র বি. দারী] জোতদার।

টেক্স্ [ই.] রাজস্ব।

ডিক্রিদার [ই.] যাহার সপক্ষে ডিক্রি হইয়াছে।

তছরূপ [আ. তস্‌ররুফ্] প্রা. তছরূপ, ক্ষতি।
তন্‌খা [ফা. তন্‌খোআহ্] বেতন।
তফ্‌সিল [আ. তফ্‌স্বীল] বর্ণনা।
তমঃসুক [আ. তমস্‌সুক] ঋণ স্বীকারপত্র।
তঁম্বি [আ. তন্‌বহ্] তর্জন, তাগিদ।
তলপ [আ. তলব] আহ্বান।
তলবানা [আ. তলব পা.-আনা প্রত্যয়যোগে] মোকদ্দমার সাক্ষী ডাকিবার খরচ বা ফী।
তসখিসি [আ. তস্‌খিস] প্রকৃত আদায়ী রাজস্ব। এবং নির্দিষ্ট সময়ের অন্তে জমাবৃদ্ধির শর্তে।
তসখিসি তালুক [আ.] প্রচলিত হারে রাজস্ব প্রদান ভূম্যধিকারীর অধীনে তালুক বা ভূসম্পত্তি।
তহবিল [আ. তহবী. ল] মজুদ টাকা।
তামিল [আ.] পালন।
তালিপি তদ্বির [তুর্কী. তালাস] অনুসন্ধান এবং [আ. তদ্‌বীর] প্রতিকার চেষ্টা।
তালাসী [তু] অনুসন্ধান।
তালুক [আ. তঅল্লুক] ভূসম্পত্তি।
তেজারতি [আ.] সুদে টাকা খাটানো।
তোষাখানা [আ.] যে কক্ষে মূল্যবান বা দুর্লভ সামগ্রী রাখা হয়।
তৌজি. [আ.] তালুকদার, জোতদার ইত্যাদির নামের তালিকা। অথবা ইংরেজী শব্দে প্রচলিত rent roll.

দফা [প্রা.] সম্প্রদায়।
দপ্তর [আ. দফ্‌তর] আফিস।
দরখাস্ত [ফা. খোআস্ত] আবেদন পত্র।
দরজী [ফা. দর্জী] কাপড় সেলাই করা যাহার পেশা।
দরমাহা [ফা. মাহিযা] মাহিনা বা মাসিক বেতন।
দলিল [আ.] প্রমাণস্বরূপ কাগজপত্র।
দস্তখত [ফা. দস্ত] হাতের সহি, সাক্ষর।
দাখিল [আ.] অর্পণ, পেশ।
দাখিলী [আ. দাখিল] যাহা দাখিল করা হইয়াছে।
দাবি দাওয়া [দাবি ফা. দাবী] স্বত্ব।
দিলাসা [ফা.] সান্ত্বনা, ভরসা, মঞ্জুরী হুকুম।
দেওয়ানী [ফা. দেবান] দেওয়ানী।
দোয়া [আ. দুআ] আশীর্বাদ।

নজর [আ. নজর] ভেট্, উপঢৌকন।
নানকার [ফা.] খোরপোষ বাবদ ভৃত্যকে দত্ত ভূমি, চাকরাণ।
নালিশ [ফা.] অভিযোগ।
নিরেখ [ফা. নির্খ-নিরিখ] দর, হার
নিলাম [পো. leilam] সমবেত ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিগণের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে চায় তাহাকে বিক্রয়।
পর্‌ওয়ানা, পরোয়ানা [ফা. পরয়ানা] বিজ্ঞাপন, নিয়োগপত্র, আবদ্ধ করিবার হুকুম।
পরগণা, পরগণে [ফা.] কয়েকটি মৌজার সমষ্টি।

পুস্তক [প্রাচীন ইরানীয় হইতে স.] গ্রন্থ, বহি।
পেনসন [ই] চাকরি ছাড়িবার পর যে বৃত্তি পাওয়া যায়।
পেস্কার [ফা. পেশ] যে কর্মচারী কাগজপত্র রক্ষা করে অথবা হাকিমের নিকট উপস্থিত বা পেশ করে।

ফরমান [ফা.] হুকুম বা আদেশ।
ফিরিস্তি [ফা. ফেহ্‌রিস্ত] ফর্দ, তালিকা।
ফৌজদারী [আ. ফৌ ফা. দার বাং. ঈ] ফৌজদারী।

বকয়া [আ. বকায়া] বাকী, অবশিষ্ট।
বকসী [তু. বখ্‌শী] বেতন বন্টক, খাজনা আদায়কারী।
বরকন্দাজ [আ. বর্ক ফা. আন্দাজ] বন্দুকধারী সিপাহী।
বরতরফ [পা. বর-উপর আ. তরফ দিক] পদচ্যুত।
বরাদ্দ, বরাওর্দ [ফা. বর্‌-আররদ্‌] বরাদ্দ, পূর্ব থেকে নির্ধারণ।
বন্দোবস্ত [ফা. বস্ত্] ব্যবস্থা।
বহাল [ফা. আ. ব-হাল] নিযুক্ত।
বাগিচা [ফা. বাগ্‌চাহ্‌] ছোটবাগান।
বাজেয়াপ্ত [ফা. বাঃ-য়াফৎ] প্রভু ইঃ কর্তৃক অধিকৃত।
বাসিন্দা [ফা. বাশিন্দ] নিবাসী।
বায়না [আ. বয়ানহ্‌] দাদন।
বেওরা [হিঃ] বিবরণের গোলযোগ।
বেগর [ফা. ব+ঘয়র] ব্যতিরেকে।
বেগার [ফা.] বিনাবেতনে বাধ্যতামূলক কাজ।
বেদখল [ফা. আ. বে-দখল] অধিকারচ্যুত।

মকররী [আ. মকর্রর] নির্ধারিত মকর্‌ররীতালুক=চিরস্থায়ী খাজনায় প্রদত্ত তালুক।
মকাম [আ.] বাসস্থান; (চল্‌তি উচ্চারণে 'মোকাম'ও বলা হয়)।
মক্কেল [আ. মুঅক্কল] উকীল যাহার কার্য করে।
মজকুর [আ. মজকুর] উল্লিখিত বিবরণ।
মজুদ [আ. মৌজুদ] সঞ্চিত, বর্তমান।
মজুমদারী [ফা.] খাজনার হিসাব রক্ষণ; ইহা হইতেই 'মজুমদার' উপাধির উৎপত্তি।
মঞ্জুর [আ.] অনুমোদন।
মবলগ [আ. মব্‌লগ্‌] নগদ টাকা, মোট।
মহাফেজ [ফা. মুহাফিজ] খানা-বি. দলিলপত্র সংরক্ষিত করিয়া রাখার কক্ষ।
মাতব্বর [আ. মুতব্বর] মুরব্বী।
মালখাজনা [আ.] রাজস্ব।
মাফিক । মাহাফিক্‌ [আ. মুয়াফিক] সদৃশ বা অনুযায়ী।
মালিকী [আ. মালিক] অধিকারী।
মাশুল [মাসুল) [আ. মহসুল] শুল্ক, কর।
মাহিনা [ফা. মাহ্‌] মাসিক বেতন।
মুচলিকা/মুচলেকা [তু. মুচল্‌কাহ্‌] অঙ্গীকারপত্র (bond)।
মুদ্দত [আ. ফা.] মেয়াদী সময়।
মুঅজল [আ. মুয়াজল] দাবী, অনুযায়ী, শোধনযোগ্য।
মেথর [ফা. মিহতর] ঝাড়ুদার।
মোকাবিলা [আ. মুকাবলা] মিটমাট; মিলাইয়া দেখা।
মোতালকে [আ. মুতাআল্লিক] সম্বন্ধীয়, অধীন।
মোক্তার [আ. মুখতার] ছোট উকিল বিঃ।
মোতায়েন [আ. মুতআইন] নিযুক্ত।
মোক্তারনামা [আ. মুখতার] মোক্তার নিয়োগপত্র।

মোহর [ফা.] শীলমোহর, ছাপ।
মৌজে, মৌজা [আ. মৌজায়া] গ্রাম।
ম্যাজিস্ট্রেট্ [ইঃ] জেলাশাসক।

যাবেদা [আ. জবিতাহ আইঁ] জাবেদা বা জাবেতা।

রপ্তানী [ফা. রফতানী] বিক্রয়ের জন্য পণ্যদ্রব্য অন্য দেশে প্রেরণ।
রসিদ [ফা.-সী-] প্রাপ্তি-স্বীকারপত্র।
রুজু [আ] দাখিল, দায়ের।
রোজকার [ফা. রোজগার] উপার্জন।
রোশনাই [ফা. রোশনী] আলোক।
রোজনামা [ফা.] দিনলিপি।
রেজিষ্ট্রি [ই.] রেজিষ্টারি।
রেহান [আ. রিহন্] বন্ধক।
লওয়া জিমা [ফা. লবাজিমা]=সরঞ্জাম, জমিদারী সংক্রান্ত কাগজপত্র।
লাখেরাজ [আ.]=নিষ্কর (খরাজ=সকর)

লেফাফা [ফা. লিফাফাহ্] খাম।

সরকার [ফা.] মালিক।
সরঞ্জামী [ফা.] উপকরণ—আসবাব।
সরদার [ফা.] দলপতি, নায়ক।
সবব [আ.] কারণ।
সরহদ্দ [আ. সর্হদ্] সীমানা।
সরেজমিন [ফা. সর্জমনী ভূপৃষ্ঠ] কোন ব্যাপার সংক্রান্ত স্থান।
সহিস [আ. সইস্] অশ্বপালক।
সাকিন [আ.] নিবাস, ঠিকানা।
সাবেক [আ. সাবিক] পুরাতন।
সালিয়ানা [হি. সালানা] বার্ষিক খাজনা।
সুপারিশ [ফা. সিফারিশ] অন্যের জন্য অনুরোধ।
সুবাহ্ [আ. সুবহ] রাজপুরুষ; ত্রিপুরায় প্রাচীন সময়ে সর্বোচ্চ 'ফৌজদার'-রাজপুরুষদের 'সুবা' বলা হইত। 'সুবে' অর্থে প্রদেশ বুঝাইত।
সুবেদার [আ. সুব'] দেশী সৈন্যদলের কাপ্তেন।
সুমারনবিস [ফা.] হিসাবরক্ষক।
সুলতানৎ [আ.] রাজ্য, রাজস্ব।
সেওয়ায় [ফা. সিবা-ই. আ. সিবা] অধিক।
সেরেস্তা [ফা. সররিশতহ্] অফিস, দপ্তর।
সেহা [ফা.] খাজনা আদায়ের দৈনিক হিসাব; রাজ্য প্রশাসনে চিঠিপত্র প্রেরণের ক্রমিক সংখ্যাও বুঝাইত।

হকিয়ত [আ. ত্বক্কীকৎ] বিবরণ, তথ্য।
হাওলদার [আ. হাওলা-এর সহিত পা. দার প্রত্যয়যোগে] সেনাবাহিনীর হাবিলদার।
হাওলাত [আ. হবালত] ঋণ।
হাজতি [আ. হাজৎ] হাজতে আবদ্ধ।
হাজিরা [আ.] উপস্থিত।
হাবেলী; হাওলা [পা. ইউলী, আ হওলা-এর বিকৃতরূপ] বাসস্থান, বাসগৃহ, এরাজ্যে রাজপ্রাসাদ এবং রাজধানীকে 'হাবেলী' বলা হইত।
হুকুম [আ. হুক্ম্] আদেশ, আজ্ঞা।
হুকুমনামা [আ.] আদেশপত্র, পরোয়ানা।
হুজুর [আ. হুজুর] প্রভু।

পারিভাষিক শব্দ ও স্থলবিশেষে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

নিদর্শনে প্রয়োগ	অর্থ
অধর্ত্তব্য	non-cognizable (ধর্তব্য=cognizable) as a legal class of offence.
অধস্ত ফৌজদারী আদালত	Subordinate Criminal Court.
অন্যান্য বাজে	other miscellaneous
অনুসৃতিতে	in pursuance or in continuation of
অফিস হায়ে	offices concerned
অবগত্যর্থে	for information
অসম্ভবে	not in normal cause
অবসৃত	retired (from service)
অপসৃত (অপসারিত)	removed
অনুরোধ পত্র	letter of request
অকর্মণ্যতা গতিক	for inefficiency
অনিষ্পন্ন বিচার	case sub-judice, undisposed
অগৌণে	without delay
অমাত্যসভা	Council of Advisers
অবগতি ও কার্য্যে পরিণতির জন্যে	for information and compliance
অবগতি ও আচরণার্থ	for information and compliance or necessary action
অসুস্থতা নিবন্ধন	due to illness
অতিরিক্ত ভোট	casting vote or, in some cases, special vote.
অগ্রবর্ত্তিতা	preference
অধস্ত আদালত	Lower or Subordinate Court
আপীল	appeal
আকস্মিক বিদায়	casual leave
আদিম বিভাগ	original side (in High Court)
আখড়াজাত খরচ	establishment and miscellaneous expenditure
আড্ডাকর, আড্ডা খাজনা ও আড্ডা	The principles of levying Addakar on tribals were mainly for the maintenance of law and order in the hilly areas by appointment of chowkidars etc. to be supervised by the Addadars or who were in charge of a small or big group of Addas (undivided and joint tribal families). Those who were exempted from paying Addakar were: the tribals who practised jhooming, and who paid the Gharchukti Tax, people living in municipal areas, temporary population who migrated as a labour class without any landed property and, of course, the lame, lepers, the blind, lunatics, begging widows and other incapacitated people.
আরদালি	orderly
আমানত হাওলাত	diposit loan
আদেশের প্রতিলিপি	copy of order

নিদর্শনে প্রয়োগ	অর্থ
আগন্তুক কার্য্য	accumulated, incidental or adventitious work variously denoted
আমলা কর্ম্মচারী	office establishment or staff
ইনচার্জ্জ অফিসার (অথবা ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক)	officer-in-charge
ইজারা	lease or farming out
ইসমন্ বিশী বা ইসিমন্ বিশী	generally denotes a list of names or particular charges in respect of a Govt. employee during employment, transfer or discharge.
উপধারা	Bye-law
উজান টোকা বা বিধি	special forest permit for work or trade in all hill areas
একরার	agreement, confession
এস্টিমেট	estimate
এবালিস	abolish
এক খণ্ড হিসাব	a copy of account
এস্তাহার	notice or notification
এওজনামা	deed of substitution
এ্যাসিস্টান্ট	assistant
একরার নামা	deed of agreement
এস্তমেজাজ	reference to higher office or Court for clearance on any legal point
এতদর্থে	in this sense, or in connection with decision arrived at
এপক্ষের অভিপ্রেত	as desired by the Ruler or Maharaja himself. In Tripura 'এপক্ষ' particularly meant the Ruler himself. So instead of "আমার অভিপ্রেত," it was said as এপক্ষের অভিপ্রেত by the Ruler.
এককালীন	as a single of final case, simultaneous, coeval etc. used in similar terms
এতৎসঙ্গীয়	attached or enclosed
এতাবেতা	miscellaneous consideration taken into above
ওয়াপস্	returning, take back
ওজনের ফালি	"Fali" or ফালি is generally used as sliced or hewed timber (তক্তা) out of big logs
কথঞ্চিৎ ন্যূন	a bit less
কর্ত্তিত হওয়া	deduction in case of demands
কাবিনামা/কাবিননামা	marriage contract of Muslims
কাবিন ও মহরাণা	amount of money payment during marriage contract of Muslims
কার্য্য-নির্বাহার্থ	for execution of works
কাগজাত তলব	summoning of papers
কার্য্যবিবরণী	proceedings
কার্য্যের নিকাশ	the word "Nikash" differs in meaning on different subjects. e.g. settlement of accounts, report on execution of a particular work, manifestation, payment of debts etc, an end of a case etc.
কার্পাস মহাল	cotton production of Forest Division

নিদর্শনে প্রয়োগ	অর্থ
কার্য্য সৌকর্য্যার্থে	for convenience of work or smooth running of work
কার্য্য হইতে অবসর করা যায়/কার্য্য হইতে অপসারণ করা যায়	may be retired from service/may be removed from service
কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা	Executive Council
কাগজ ও লেফাফাদি	papers and envelopes
কোতালীর দারোগা	officer-in-charge of Kotwali police station
ক্যাশ	cash
কামদার	a junior in-charge-officer in charge of a temple or an estate.
কৈফিয়ৎ	an explanation
কোহে (ফারসী শব্দ) ত্রিপুরা	Hilly or Hill Tippera; সফেদ কোহ, কোহ্—ই—স্তান=কোহিস্তান ইত্যাদি উল্লেখ্য
ক্ষুদ্র ব্যয়	petty expenses
খনন ভরট	digging and filling of earth
খরচ লিপিকা	keeping of informal accounts and expenditure
খাস মহাল	land under Government's own possession (not settled with anybody)
খারিজগণ্য	discharged, struck off from rent-roll, discharged etc.
খাস অডিট অফিস	the Ruler's own audit office with special assignments
খরচের বারিজ	details or particulars of expenditure
খানে. বাড়ী	rent free homestead lands for Hindus and Muslims respectively.
খাস আপীল	an appeal to the Ruler of the state arising against the the decision of the High Court ; like an appeal to the Privy Council
ক্ষিপ্রতার সহিত	expeditiously
খুস্কি বনকর মহাল/খুস্কি পথ	Forest Revenue Mahal for realising tax on shoulder-borne or cart-load of forest produces
খোচ্ছ নকল	uncertified copy (as against attested or জাবেদা copy).
গয়ের হাজির	absent
গতিবিধি	movements, whereabouts
গোচরীভূত হওয়া	bringing to knowledge
গুরুতর কার্য্য	important duty, deed, action, affair, motive etc.
গ্রাহ্যযোগ্য	cognizable
ঘরচুক্তি কর	This tax was paid by the tribal people of Tripura (particularly the Jhoomias) as a token of allegiance to the Ruler according to the rates fixed by the Government. These tribals included the Puran Tripuris, Halams, Reangs, Chakmas, Moghs, Khasis, Nagas and other clans also. The rates, of course, varied according to the discretion of the Ruler owing to various circumstances, and subject to enhancement, reduction or remission according to governmental, religious or social duties assigned to them. Those who took up plough cultivation instead of jhooming, and the incapacitated people of society,

নির্দশনে প্রয়োগ	অর্থ
	i.e. the blind and the lame, lepers, lunatics, beggars, old widows etc. were exempted from paying Gharchukti Kar or tax.
ঘাসুরী হেড	head of account for taxes relating to grazing in the forests
চলৎ দণ্ডবিধি	Penal Code which is current
চার্জ	charge
চীফ্ দেওয়ান	Chief-Dewan (almost equivalent to a full minister-in-charge of the civil administration of the state)
চুক্তি নামা	agreement
চূড়ান্ত নিষ্পত্তি	final disposal or decision
*চৌহদ্দি	The four boundaries
ছত্তি ওজন	an old unscientific system of gross weight and measures (not in vogue now)
ছোলেনামা	deed of compromise
জঙ্গল বুড়ি জাম অথবা তালুক	a forest land or estate held on easy terms for a specific number of rent free years for clearance and improvement of jungle lands. In the Zemindary plains or river "chars" such terms were given.
জবানবন্দি	a deposition on statement
জমাবন্দি	assessment of rent
জমির হারাহারি	proportionate portion of land
জঙ্গি গারদ	military garrison
জাবেদা নকল	certified copy or attested copy
জারীর আদালত	the court from which order is issued for execution
জীর্ণ সংস্কার	repairs
জুলাই অথবা জোলাই	some tribal sects serving ruling family with various assignments of duties in exchange of some remission of tribal taxes.
জেরা করণাদি বিষয়	matters regarding cross-examination
টুক গ্রহণ (টুকা/টোকা)	taking very brief notes
*ড্যামিশ	damage *(ইংরেজী শব্দের অপভ্রংশ)
ডিক্রীকর্ত্তৃক	by the decree
তদন্তক্রমে	after enquiry
তৎপক্ষে	in support of or in connection with
তহরূপি টাকা	embezzled money
তত্ত্বাবতের (তৎ+তাবতের) শাসন	entire administration of the specified matter
তম্বিপূর্ব্বক	by persuasion, pressure or reproof
তলপ মতে	on demand
তাইদাদ অথবা তায়দাদ	in regards to field cases in courts, enumeration, computation. It also denotes a deed or document showing the enjoyment of land long since.
তামিল করা	to carry out
তালাক নামা	a deed of divorce
ত্যাগ পত্র	a deed of relinquishment or abandonment, a deed of donation or gift

নিদর্শনে প্রয়োগ	
তেজারত ব্যবসায়ী	money-lending businessman. কুসীদজীবি was a word more commonly used in the princely state of Tripura. The Act passed in 1903 A.D. on the money-lending business was called as "কুসীদ নিয়ামক বিধি".
দণ্ডাদিষ্ট (ব্যক্তি) দণ্ডগ্রস্ত	a person convicted by a court or by a superior officer
দরবার	the head of the state denoting the Maharaja or the Ruler. A formal gathering of invited persons in which the Ruler himself presided or was present, was also called Darbar
দস্তখত	signature
দাদ	endowment, bestowal
দুর্ব্বাক্য	abusive words
দৃষ্টধীন, দৃষ্ট্যহীন	under observation
দ্বিরাদেশ	until further orders or otherwise advised
ধ্বনি	slogan
ধার্য্যক্রমে	final assessment or fixation in case of revenue or tax etc.
ধৃত ক্রমে	by arrest
ধৌত কর্ম্ম	cleansement
নগদ তহবিল	cash balance
নজর	generally means a look or glance. But this term or word also means a present or 'Selami' to the superior authority or overlord
নথি	file
নাজাই বাদ দেওয়া	writing off the unrealisable amount or remission of any amount falling short after full checking
নাজাই দাবী	any demand about remission
নাদাবী পত্র	deed of no-demand
নানকার	grant of landed property in lieu of money salary for government employments to eminent persons such as Talukdars, Choudhuris, Majumdars, Neogys etc. for collection of revenue or taxes.
নারাজি	disinclination or unwillingness
নিজ ঝুঁকিতে	under own responsibility
নিজ তহবিল	privy purse (of the Ruler)
নিবর্ত্তন	prevention and in other sense, coming back or return
নিয়ম প্রচলন জন্য	for promulgation or enforcement of a law or regulation
নিয়মাবলী	law, rule, regulation, pledged agreement etc.
নিশা/নেশাজনক দ্রব্য	intoxicants
নিয়ম প্রকটন করা	unfolding or displaying rule
নিষ্পত্য (নিষ্পত্তি)	settlement or decision
নির্দ্দেশানুসারে	as directed

নিদর্শনে প্রয়োগ	অর্থ
নির্ব্বাহক সমিতি	working or executive committee
নিষ্পত্তি পত্রাদি লিখিবার আইন	law regarding deciding the settlement of cases
নূতন স্কীম	new scheme
নূতন হাবেলী (হাভেলী)	literally, the new residence of nobility. Here a little more explanation is necessary. In old days, the present locality of Agartala was called "Nutan Agartala" or "New Haveli" or "Naya Haveli" with the new residential place constructed by Maharaja Krishna Kishore in the forties of the last century. The old capital town bearing the real name of Agartala was about 5 miles away. With the gradual development of the new town with its newly built palace and other administrative offices, the present Agartala town or new capital came to be called by the common people and even referred to in some state papers as "Nutan Haveli" differentiating it from "Puran Haveli" or "Old Haveli" of real old Agartala Capital town. This old Agartala was ultimately abandoned as capital during the early nineties of the last century.
নায্যান্যায্যতা	propriety or impropriety
পয়স্তি	alluvial accretions
পদোচিত	befitting the dignity of a post, rank or title etc.
পক্ষাপক্ষির উপস্থিতি	presence of both plaintiff and respondent in courts, and in other cases, presence of all parties concerned for compliance
পরিণতার্থে	
পয়সা পূরণ	left small margin of pices and annas of rupee to show the amount in lump. A provision was kept in the budget in old days to debit পয়সাপূরণ against that provision.
পাট্টা ও কবুলিয়ৎ	পাট্টা=A lease document granted by a Ruler, over-lord or Zemindar to a tenant for a specified period. কবুলিয়ত=Counterpart of such a lease by which the lessee accepts the lease
পাথেয়	travelling allowance or cost of travelling
পলিটিক্যাল বিভাগ	political department
পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে	has been transferred or revised
পলিটিক্যাল এজেন্টসাহেব সদনে	to the Political Agent
পাহাড় আদালত	a separate court particularly to exercise jurisdiction to try cases filed by the tribal people only. This Court was abolished in 1878 A.D. and merged with the general jurisdiction on civil and criminal courts of justice over every body.
পাশ	pass
পারতন্ত্র (পারতন্ত্র্য)	subservience, dependence
প্রকুটন	displaying, unfolding, revealing

নিদর্শনে প্রয়োগ	অর্থ
প্রতিলিপি	copy
প্রতীতি হওয়া	Belief, impression, pleasure, conception etc.
পূর্ব্ব মুদ্দতের জমা	Rent fixed for the previously fixed period of time.
প্রিভি কাউন্সিল	Privy Council or the highest advisory council of a Ruler with a judicial committee which dealt appeals from highest judicial courts
পূর্ত্ত বিভাগ	Public Works Department
প্রকরণানুযায়ী	according to matters dealing on different subjects, chapters, items etc.
প্রেস	printing press
পরিচয় চিহ্ন	badge, decorating marks
প্রোক্ত	aforesaid
ফরম্ অনুযায়ী	according to the form prescribed
ফয়ছল	judgment, final order or decree
ফাটক	jail, prison
ফালির কর	tax on timber files sawn from logs or wood
ফুরই বা ফুরাই প্রস্তত	"Furai" making. 'Furai' was a peculiar or symbolic metal made mark which the Ruler himself was the only priviledged person to use and issue to communicate very secret or important message for conveying to or for summoning tribal sardars to the capital or any other urgent message verbally communicated through whom the distinguishing mark was quickly relayed by trusted employees of the Brindiya Along (irregular garrison of the palace). The practice was stopped in 1885 A.D. due to malpractices by interested people when counterfeit 'Furai' began to be used.
বকয়া দেনা	arrear or outstanding dues or debts
বদলি	transfer
বজেট	budget estimates of income and expenditure
বনগঠন	aforestation or systematic plantation
বন্ধান	provision in a budget
বনকর বিভাগ	forest department
বন্ধানী ব্যয়	expenditure provided in the budget
বরতরফ (বর্তরফ)	dismissal
বরকন্দাজ	irregularly armed watchman
বহাল	permanent
বায়নামা (বয়নামা)	sale certificate, বয়=sale
বাচনিক পরীক্ষা	oral examination, *viva voce*
বাজেটের মেজর হেড	major head of budget
বাজেট বন্ধান	budget allotment or provision
বকসীখানা	A control office was previously in vogue in old days where service records and salary accounts of all establishments of offices were maintained and pay bills even made

নিদর্শনে প্রয়োগ	অর্থ
বঞ্চনা করণ	deprivation
বহিঃরাষ্ট্র	external affairs not pertaining to the state
বাবদ	on account of
বারিজ	break-up, details
বারিত	time-barred, forbidden, prohibited etc.
বারবরদারি	travelling allowance of a public servant
বাকি পড়া ভূমি	lands with revenue or rent in arrears
বার্ষিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট	annual administration report
বিক্রয়সিদ্ধ	validated or accomplished sale
বিঝাড়া	prohibited traffic of contraband or smuggled articles
বিতং	details
বিদায়ের খতিয়ান	leave register
বিধায়	due to
বিনন্দিয়া আলং	A special irregular garrison called *Along* was maintained in the palace. It consisted of two sections. The bigger section, mostly manned by the tribals was called *Hazari* and the smaller section, manned by the Muslims, was called *Deori*. The Muslims mostly performed the work of *Paik* or messenger.
বিপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়াছে	fallen into distress
বিভাগীয় কালেক্টর	Divisional Collector (According to the re-organised setup, they are called Sub-Divisionl Magistrate).
বিশুদ্ধ জমাখরচ	correct account of income and expenditure
বিহিত	appropriate
বিহিতাদেশ প্রদান	issuing appropriate or necessary orders
বেড়ী	fetters
বেতন দায় ধরা	pay calculation
ব্যবহারিক কমিটি	judicial committee or committee relating to courts of law
ব্যবহারজীবী	lawyer
ব্যবস্থাপক সভা	Legislative Council or Committee
ভাটিয়াল ফর্ম	export permit of forest produces.
ভাত্তা	daily allowance
ভাণ্ডার খানা	store
মজুকর	aforesaid
মজহর	person or applicant mentioned above
মন্ত্রণা সভা	Advisory Council
মন্ত্রীসভা অথবা মন্ত্রীপরিষৎ	Council of Minister
মঞ্জুরী	sanction
মতদ্বৈধ স্থলে	in case of difference of opinion
মন্তব্য যুক্তে	with comments
মহাফেজখানা	records room
মালগুজার	government revenue
মাসহারা অবধারণ	fixation of monthly allowance
মাসকাবার	monthly return of income and expenditure
মাসিক এক্কোয়াল	monthly statement of accounts with specific items

নিদর্শন প্রয়োগ	অর্থ
মিনাহ	deduction, remission of rent etc.
মুদ্দত	fixed period of time
মূল্য ও শুল্ক	assessed valuation and duty
মুচলেকা/মুচালিকা	bond or penal recognisance
মেমো	memo or order
মোতফর্‌কা	miscellaneous in respect of claims or demands
মোতালকে	pertaining to
মোরক	cover, packet or bundle
মোহরী কাগজ	sealed paper (certified and sealed)
মোতায়েন	deputation
মোয়াজি	total quantity (of land)
যুক্তি ওজন	reasonable weight
যোত্রহীন	destitute, without property, insolvent ; যোত্র= property, means etc.
রণগণ্ডি	a defined course of area patrolled by a watchman ; 'রণ' or "রোঁদ" is an অপভ্রংশ of round patrolled by chowkidars or police personnel. গণ্ডি denotes a specified or fixed area
রফাযোগ্য	amicably compromisable
রাজপ্রতিনিধি পরিষদ	Council of Agency
রাজ্যান্তর করা	to extern from the state
রিটার্ন	return or statement
রিপোর্ট	report by an enquiring officer. It also means an information received
রীতিমত প্রসিডিং	regular proceedings
রুই	ginned cotton (unginned cotton is termed as 'Krpas' or 'Karpash")
রেসপণ্ডেন্ট	antonym of plaintiff or বাদী meaning defendant or opponent
রেহাই	exemption
রেহান	mortgage
রোবকারী পেশ	submission of a "Robkari" or proclamation
রোবকারা	proclamation usually by the head of the state. This term was also used often in old days by the Minister or a Court of Justice
রোকড়	cash book ; দৈনিক রোকড়—Daily Cash Book showing expenditure and balance
লকব	designation
শঠতা ক্রমে	deceitfully, fraudulently
শাসন সংস্কার	administrative reforms
শাসন সংরক্ষণ	maintenance of administration
শিকস্তী	Deluvian
শুল্ক বিভাগ	Customs Department
শ্রমসহ কয়েদ	imprisonment with labour
সঙ্গীয় শাসনতন্ত্র	accompanying the constitution

নিদর্শন প্রয়োগ	অর্থ
সঙ্গীয় লিষ্ট অনুসারে	according to the list enclosed
সন্দিগ্ধমাল	suspicious goods
সম্পাদনার্থে	for compliance, for execution
সম্মেলন	conference
সম্মতিক্রমে	with approval
সবিস্তার আদেশ	detailed orders
সসপেণ্ড	to suspend
সরাসরি মোকদ্দমা	summary trial
সংসৃষ্ট অফিস হায়ে প্রেরিত হয়	sent to the offices concerned
সংসাধনোদ্দেশ্যে	for complete compliance
সংসৃষ্ট বিভাগের যোগে	through the department concerned
সংশ্লিষ্ট হেড	the head of account concerned
সাকিন	address, residence
সাক্ষাৎ	It generally means interview or meeting, visit etc. But in Tripura this Bengali word was particularly used as a substitute of the Ruler. For example সাক্ষাৎ দর্শন meant interview with the Maharaja ; সাক্ষাতের আদেশ meant the orders of the Maharaja etc.
সাক্ষাৎ আপীল	appeal to the Head of the State (the Maharaja)
সামন্ত রাজা	In case of the state, there were a number of feudatory or tributary tribal chiefs who were styled as 'সামন্ত রাজা' owing absolute allegiance to the 'King' or Ruler of Tripura.
সারভিস্	service
স্বাধিকার	within one's own authority or jurisdiction
সিভিল সার্ভিস	civil service (The state had its own cadre of Tripura Civil Service)
স্থগিত রহিত	suspension or discharge
স্থিরতর থাকা	to remain valid
স্থায়ী আদেশ	standing orders
সেলামী	A nazar or a formal fee of presents offered to the Ruler or the government. On military or police matters this term is used as presenting a formal salute to the head of the force in formal ceremonies.
সেরেস্তা	department or office
ষ্টেট কাউন্সিল	State Councils were sometimes formed for advising the Ruler, or with some administrative powers during his long absence from the state
স্ট্যাম্প ও ট্রেজুরী	stamp and treasury
স্যানিটেশন	sanitation
স্মরণচিহ্ন	memento, a mark of distinguishing decoration
সার্কুলারের মর্মমত	according to the contents of the circular
হদা ও হদার লোক	Those tribals who agree to come to the capital, when summoned, to perform specified works entrusted to them by the Ruler, are called হদার লোক and

নিদর্শন প্রয়োগ	অর্থ
	the specified works are called হদা. These people are exempted from paying ঘরচুক্তি কর
হাওলাত	loan, debt, deposit
হাওলাত আদায়	recovery of loan
হাউলাত উদয়	adjustment of loan
হাসিলাত বা হাসিলা জমি	land yielding crops
হিসাব ও অডিট	accounts and audit
হুকুমী কাগজ	order paper
হুদ্দা	honorary title as a distinction or recognition of loyal services. The word "Hudda" was also used to denote any defined assignment in government service particularly in the police and military forces where "Huddadar" usually meant non-commissioned lower sectional commanders such as Naiks, Lance Naiks etc.
হেতুমূলে	as a result of any cause calling for action.
হেবানামা	deed of gift
হৃদবোধ	confident feeling

বিস্তারিত বিষয়-সূচী

পরিশিষ্ট—গ

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

[বিস্তারিত বিষয়-সূচী

ক্রমিক নম্বর	রাজত্বকাল	সংক্ষিপ্ত বিষয়	সময়কাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
৫৮।	মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর-মাণিক্য	রাজধানীতে প্রধান কর্মচারী সম্মেলন (Conference)	১৩৩৯ ত্রিং	৫৮
৫৯।	ঐ	রাসলীলা উৎসব উপলক্ষে ধ্বজনগর দেবোত্তর সম্পত্তির টাকা বন্টন উপলক্ষে	১৩৪০ ত্রিং	৫৮
৬০।	ঐ	রাজ্যের জাতীয় পতাকা গ্রহণ সম্বন্ধে রাজকীয় অনুজ্ঞা	১৩৪১ ত্রিং	৫৯
৬১।	ঐ	মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ	১৩৪১ ত্রিং	৫৯
৬২।	ঐ	কলিকাতা টাউন হল প্রাঙ্গণে রবীন্দ্র জয়ন্তী শিল্প-প্রদর্শনী ও মেলার উদ্বোধন উপলক্ষে বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্যের অভিভাষণ	১৩৪১ ত্রিং	৬০
৬৩।	ঐ	মহারাণী মনোমঞ্জুরী দেবীর মৃত্যু উপলক্ষে শোকজ্ঞাপন	১৩৪৩ ত্রিং	৬১
৬৪।	ঐ	রাজদরবারে ব্যবহার্য পোষাক সম্বন্ধে	১৩৪৫ ত্রিং	৬১
৬৫।	ঐ	রাজপরিবার ও ঠাকুর সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ উপনয়ন, মৃত্যু ইত্যাদি উপলক্ষে আচরিত প্রথার নিয়মাদি ধার্য করা সম্বন্ধে কমিটি গঠন	১৩৪৫ ত্রিং	৬২
৬৬।	ঐ	প্রতিবর্ষে অনুষ্ঠিত কতিপয় রাজদরবারের কর্মবিধি নির্দেশ	১৩৪৫ ত্রিং	৬২
৬৭।	ঐ	কর্মকুশলতা ও কর্তব্যপরায়নণতার স্বীকৃতিতে কর্মবীর, কর্মদক্ষ, কর্মনিষ্ঠ এবং পারিতোষিক উপাধি ও পদক প্রবর্তন	১৩৪৫ ত্রিং	৬৩
৬৮।	ঐ	রাজ্যের হিতসাধনে সদানিরত এবং রাজানুরক্ত বিশিষ্ট সুধীজনকে মহামান্যবর ও মান্যবর উপাধিতে ভূষিত করা সম্পর্কে	১৩৪৬ ত্রিং	৬৫
৬৯।	ঐ	গেজেটেড ও অন্যান্য কর্মচারীদিগকে রাজ কার্যে কুশলতার জন্য প্রতিবর্ষে আর্থিক পুরস্কার প্রবর্তন	১৩৪৬ ত্রিং	৬৬
৭০।	ঐ	প্রখ্যাত রাজসেবার পুরস্কার স্বরূপ "দেওয়ান বাহাদুর", "দেওয়ান" ও "নায়েব দেওয়ান" উপাধির প্রবর্তন	১৩৪৬ ত্রিং	৬৭
৭১।	ঐ	রাজধানীতে দুর্গাপ্রতিমা - নিরঞ্জন মিছিলে শোভাযাত্রায় অগ্রবর্তিতা সম্বন্ধে	১৩৪৬ ত্রিং	৬৭
৭২।	ঐ	"দেওয়ান বাহাদুর" সনন্দ: কমলাপ্রসাদ দত্ত	১৩৪৬ ত্রিং	৬৮
৭৩।	ঐ	খাসদরবারী নির্বাচন	১৩৪৬ ত্রিং	৬৮
৭৪।	ঐ	সরকারী কার্যে সর্বোৎকৃষ্ট কৃতিত্বের জন্য প্রথম আর্থিক পুরস্কার	১৩৪৭ ত্রিং	৬৯
৭৫।	ঐ	সরকারী কার্য্যে কৃতিত্বের জন্য আর্থিক ২য় পুরস্কার	১৩৪৭ ত্রিং	৬৯
৭৬।	ঐ	কর্মচারীগণের মধ্যে কৃতিত্বের জন্যে আর্থিক প্রথম পুরস্কার	১৩৪৭ ত্রিং	৭০
৭৭।	ঐ	হাইস্কুলসমূহের পরীক্ষায় সর্বোৎকৃষ্ট কৃতিত্ব অর্জনের জন্য প্রধান শিক্ষকের আর্থিক পারিতোষিক (খিলাত) লাভ	১৩৪৭ ত্রিং	৭০

বিস্তারিত বিষয়-সূচী

ক্রমিক নম্বর	রাজত্বকাল	সংক্ষিপ্ত বিষয়	সময়কাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
১০০।	মহারাণী রিজেন্ট শ্রীশ্রীমতী কাঞ্চনপ্রভা মহাদেবী	ভারতের স্বাধীনতার বর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে মহারাণী রিজেন্টের বাণী	১৩৫৮ ত্রিং	৯০
১০১।	ঐ	ভারত-গভর্নমেন্ট কর্তৃক ত্রিপুরা রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ উপলক্ষে ত্রিপুরার প্রজাবৃন্দের উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীমতী রিজেন্ট মাতা মহারাণী মহাদেবীর বাণী	১৩৫৯ ত্রিং	৯০

তৃতীয় অধ্যায়

১।	মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য	রাজধানীতে উচ্চৈঃস্বরে অশ্লীল গান গাওয়া নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে	১২৮৭ ত্রিং	৯৫
২।	ঐ	দাসদাসী ক্রয়-বিক্রয় অথবা বন্ধক দেওয়া নিষিদ্ধকরণ	১২৮৮ ত্রিং	৯৫
৩।	ঐ	দেবকার্য, পিতৃকার্য ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপ মধ্যম-প্রভুর তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হওয়া সম্বন্ধে অনুজ্ঞা	১২৯৭ ত্রিং	৯৬
৪।	ঐ	সতীদাহ নিষিদ্ধকরণ	১২৯৯ ত্রিং	৯৭
৫।	মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য	আদিবাসী জোলাই শ্রেণীর প্রজাগণের কর আদায় সম্পর্কে	১৩০৭ ত্রিং	৯৮
৬।	ঐ	দোল ও রাসযাত্রাদি উপলক্ষে রীত্যনুযায়ী মণিপুরী সমাজ কর্তৃক কীর্তনাদির সুব্যবস্থা সম্পর্কে	১৩০৭ ত্রিং	৯৮
৭।	ঐ	রাজ্যবাসী মণিপুরী সমাজের বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে	১৩০৮ ত্রিং	৯৯
৮।	ঐ	জোলাই শ্রেণীভুক্ত পার্বত্য প্রজাগণ সম্পর্কে	১৩০৯ ত্রিং	৯৯
৯।	ঐ	বৈষ্ণব সমাজভুক্ত 'ভাবুকমহালের' বিধিব্যবস্থা	১৩১৪ ত্রিং	১০০
১০।	মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য	রাজ্যের মণিপুরী প্রজা সমাজের সমাজপতি এবং পাতিপত্র বিধিব্যবস্থাদাতাগণের নিয়োগ	১৩৩২ ত্রিং	১০০
১১।	ঐ	মণিপুরী জাতির সমাজপতি নিয়োগ	১৩৩২ ত্রিং	১০০
১২।	মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর-মাণিক্য	আদিবাসী রিয়াং সম্প্রদায়-এর 'রায়' (প্রধান সর্দার বা রাজা) এর নাম মনোনয়নক্রমে তাহাকে নিযুক্তির জন্য রাজ্যেশ্বর সমীপে অন্যান্য সর্দারগণের প্রার্থনা	১৩৩৩ ত্রিং	১০১
১৩।	ঐ	প্রথানুযায়ী 'খেলাত' পাওয়ার জন্য পার্বত্য-অঞ্চলের রিয়াং সম্প্রদায়ভুক্ত বিশিষ্ট সর্দার-গণের প্রার্থনা	১৩৩৩ ত্রিং	১০২
১৪।	ঐ	রাজ্যবাসী ঠাকুরবর্গের সামাজিক উন্নতিকল্পে "ঠাকুর সমিতি" গঠন	১৩৩৮ ত্রিং	১০৩
১৫।	ঐ	পার্বত্য হিন্দু প্রজাগণের দীক্ষাগুরু গ্রহণ ও তাহাদিগের পুরোহিত নির্বাচন সম্বন্ধে	১৩৩৯ ত্রিং	১০৪
১৬।	ঐ	পার্বত্য সমাজে যজ্ঞোপবীত গ্রহণের উপ-যোগিতা এবং বৈষ্ণব ভেক ধারণের অকল্যাণ সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ	১৩৩৯ ত্রিং	১০৫

বিস্তারিত বিষয়-সূচী

চতুর্থ অধ্যায়

বিস্তারিত বিষয়-সূচী

পঞ্চম অধ্যায়

ক্রমিক নম্বর	রাজত্বকাল	সংক্ষিপ্ত বিষয়	সময়কাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
১১।	মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য	অফিসসমূহের নথির রেজিস্টারী বই রক্ষা সম্পর্কে	১৩০১ ত্রিং	১৮৬
১২।	ঐ	দৈনিক ভাত্তা সম্পর্কে	১৩০২ ত্রিং	১৮৭
১৩।	মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য	জঙ্গলাবাদ, চাষাবাদ প্রবর্তন সম্বন্ধে উৎসাহ-দান ও ব্যবস্থাদি	১৩০২ ত্রিং	১৮৭
১৪।	ঐ	খনিজ পদার্থ সম্পর্কে	১৩০২ ত্রিং	১৯০
১৫।	ঐ	চাকমা জাতীয় জিরাতিয়া প্রজাগণ সম্পর্কে	১৩০৪ ত্রিং	১৯১
১৬।	ঐ	পার্বত্য প্রজাদিগের ঘরচুক্তি খাজনা আদায় সম্পর্কে	১৩০৪ ত্রিং	১৯২
১৭।	ঐ	ঠাকুর ধনঞ্জয় দেববর্মা কর্তৃক ১৩০৬ ত্রিপুরাব্দের (১৮৯৭ খ্রীঃ) ত্রিপুরার মহাকরণের কতিপয় সেরেস্তা (হিসাব, বিচার, পূর্ত ইত্যাদি, পরিদর্শন সম্বন্ধীয় প্রদত্ত রিপোর্ট	১৩০৬ ত্রিং	১৯২
১৮।	ঐ	রাজপরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণের দখলীয় মিনাহ তালুক খাসদখলে আনা সম্পর্কে	১৩০৭ ত্রিং	২০১
১৯।	ঐ	ঠাকুর বংশীয় সরকারী কর্মচারীগণের নিয়োগ ইত্যাদি সম্পর্কে	১৩০৭ ত্রিং	২০১
২০।	ঐ	প্রশাসনিক কাজকর্মের রিপোর্ট তলব	১৩০৭ ত্রিং	২০২
২১।	ঐ	কানুনগো পদে অস্থায়ী নিয়োগপত্র, তৎপদে বহাল ও পদোন্নতি সম্বন্ধে একটি নথি	১৩০৮ ত্রিং	২০৩
২২।	ঐ	দেওয়ানপদে নিযুক্তি: শরচ্চন্দ্র বসু	১৩১১ ত্রিং	২০৩
২৩।	ঐ	নিয়োগপত্র: সাব ডেপুটি কালেক্টর	১৩১১ ত্রিং	২০৪
২৪।	ঐ	উদয়পুর বিভাগীয় আফিস খোলার পর রাজ-মন্ত্রী কর্তৃক বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্তকে লিখিত ডেমি অফিসিয়েল পত্র	১৩১১ ত্রিং	২০৪
২৫।	ঐ	মন্ত্রী-অফিস ও তৎসংসৃষ্ট রেভিনিউ অফিস সমূহের বন্ধের লিস্ট	১৩১৩ ত্রিং	২০৫
২৬।	ঐ	ভিন্ন রাজ্যবাসী চাকমা প্রভৃতি পার্বত্য প্রজা-দিগের ত্রিপুরা রাজ্যে সাময়িকভাবে জুম চাষের প্রথা নিষিদ্ধকরণ	১৩১৩ ত্রিং	২০৬
২৭।	ঐ	রাজ্যের তিন বৎসরের সম্ভাবিত আয়ের সঙ্গে প্রকৃত আয়ের তুলনামূলক হেডওয়ারী পর্য্যালোচনা	১৩১৩ ত্রিং	২০৬
২৮।	ঐ	কার্য্যরত অবস্থায় মৃত্যুর ক্ষেত্রে অথবা অবসর গ্রহণের পর সরকারী কর্মচারীর উত্তরা-ধিকারীকে চাকুরীর অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়ে	১৩১৫ ত্রিং	২০৯
২৯।	ঐ	রাজ্যেশ্বর সমীপে প্রার্থনাদি দাখিলের নিয়ম	১৩১৫ ত্রিং	২০৯
৩০।	ঐ	সরকারী কর্মচারীগণের বিশেষ দাতব্য বা সাহায্য (discretionary grant) অথবা হাওলাত পাওয়ার নিয়ম	১৩১৫ ত্রিং	২১০
৩১।	ঐ	রাজকার্যে নিয়োগ (ম্যাজিস্ট্রেট কালেক্টর)	১৩২০ ত্রিং	২১০
৩২।	ঐ	পার্বত্য প্রজাগণের ঘরচুক্তি কর আদায় সম্বন্ধে কতিপয় নিয়মাবলী	১৩২০ ত্রিং	২১১

বিস্তারিত বিষয়-সূচী

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

*৩২৪ পৃষ্ঠায় ভুলক্রমে ৩৭নং নিদর্শনরূপে মুদ্রিত

বিস্তারিত বিষয়-সূচী

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিস্তারিত বিষয়-সূচী

PLATE — 1 — A



[illegible]

Political Deptt.

[illegible]

রাজ্যের প্রচলিত রাজভাষা বাংলার নৈষ্ঠিক অনুসরণের জন্য রাজ্যেশ্বর কর্তৃক রাজমন্ত্রী (চিফ অফিসার) অন্নদাচরণ গুপ্তকে স্বহস্তে লিখিত পত্র।

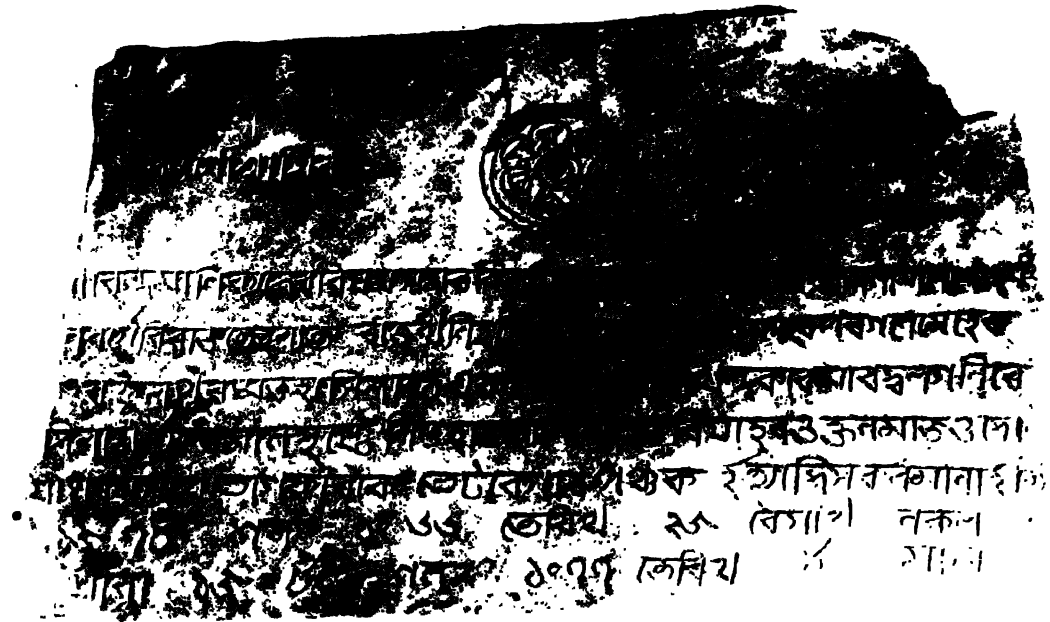
সূত্র ঃ-- রাজপ্রাসাদ হইতে বহুপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত কর্তৃক সংগৃহীত।

PLATE — I — B



উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদ---বর্ত্তমানে রাজ্যের বিধানসভা ভবন।

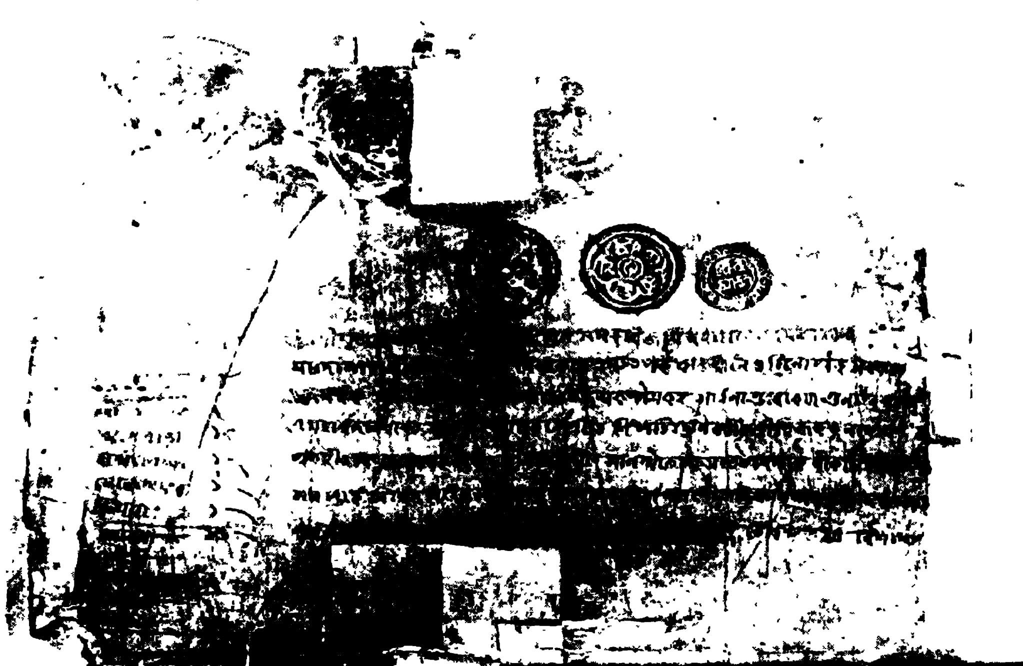
PLATE — 2



"হর [illegible]" বা "ছয় ওক্ত" নমাজ ও দোয়া করিবার জন্য খন্দকার আবদুল গণিকে একদ্রোণ ভূমি 'আয়মা' নিষ্করের তাম্রপত্র। গোবিন্দ মানিক্য দেব কর্তৃক ১০৭৭ সনে প্রদত্ত। তৃতীয় পৃষ্ঠায় ২নং নিদর্শন দ্রষ্টব্য।

সৌজন্য: সরকারী সংগ্রহশালা, আগরতলা।

PLATE – 3



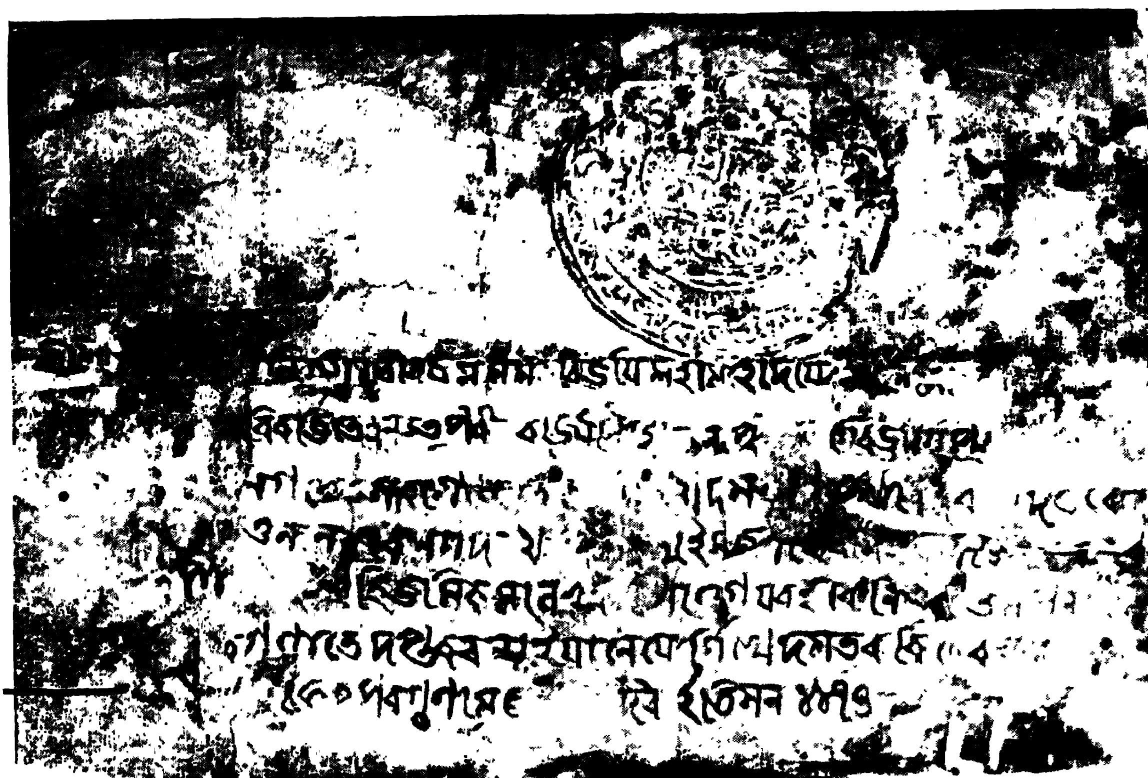
মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য কর্তৃক সন ১০৭০ অর্থাৎ ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্রহণ উপলক্ষে প্রদত্ত ২০ দ্রোণ ভূমি ব্রহ্মোত্তরের সনদ। চতুর্থ পৃষ্ঠায় ৬ নং নিদর্শন দ্রষ্টব্য।



মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের বার্ধক্যদশায় রাজ্যের প্রকৃত শাসক গোবিন্দমাণিক্য দেব কর্তৃক ১০৭৭ অর্থাৎ ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত নিষ্করের তাম্রপত্র। পঞ্চম পৃষ্ঠায় ৫ নং নিদর্শন দ্রষ্টব্য।

সৌজন্য: সরকারী সংগ্রহশালা, আগরতলা।

PLATE — 4



মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য কর্তৃক সন ১১৭৪ ত্রিপুরাব্দ অর্থাৎ ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত 'নিয়োগী' নিযুক্তির সনদ।

সৌজন্যঃ আগরতলা, জয়নগর নিবাসী ৺চন্দ্রকুমার দত্ত।

PLATE — 5

মহারাজ কৃষ্ণমানিক্য কর্তৃক দেবগ্রাম নিবাসী গোবিন্দরাম দত্তকে চাকলা জমিদারীর ভূমিরাজস্ব আদায়ের জন্য 'নেওগী' (নিয়োগী) নিযুক্তির অনুসৃতিতে ঢাকার নবাব নাজিমের ফৌজদারী বিষয়ভুক্ত কাজীনামা প্রদানের সনদ। দলিলের সময় সন ১১৭৪ অর্থাৎ ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৭৬৫ সালেই বাংলার দেওয়ানী সনদ পান। এই দলিলটি তৎকালীন দ্বৈত শাসনের নিদর্শন।

সৌজন্য: আগরতলা, জয়নগর নিবাসী ৺চন্দ্রকুমার দত্ত। দলিলে উল্লিখিত গোবিন্দরাম তাঁর ঊর্ধতন ৫ম পুরুষ।

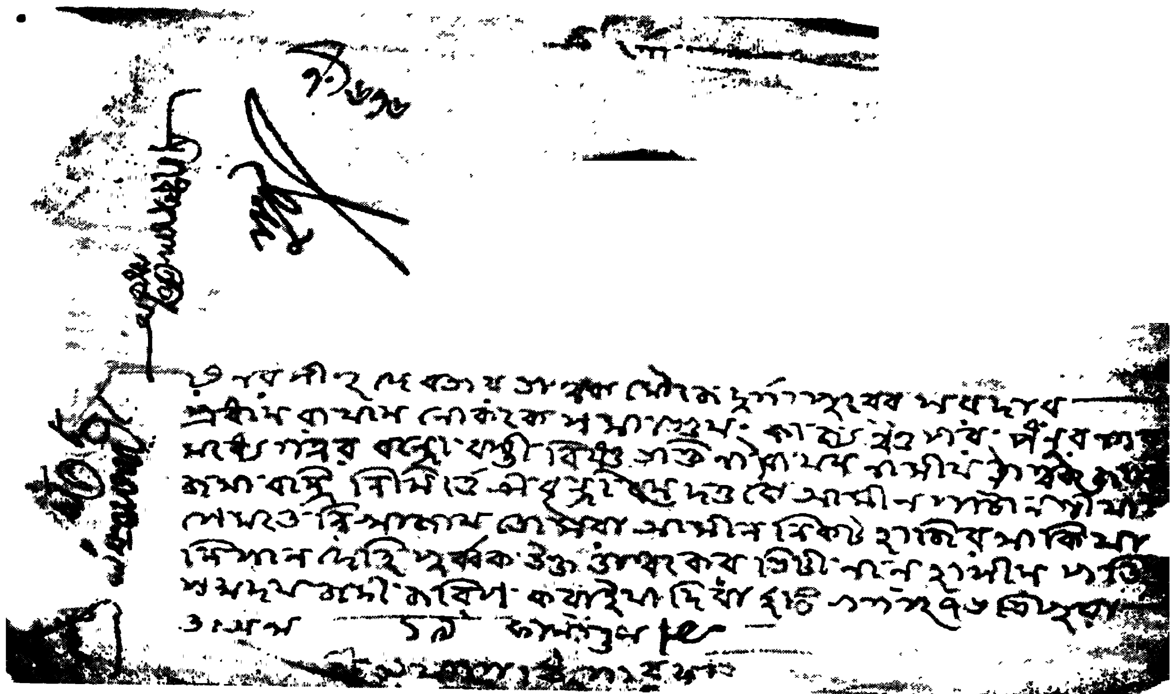


মহারাজ রাজধর মাণিক্য (দ্বিতীয়) কর্তৃক সন ১২১৪ ত্রিং অর্থাৎ ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত ও আজ্ঞা-মোহরাঙ্কিত
একটি অপ্রকাশিত নিষ্কর দানপত্রের চিত্র।

(সৌজন্য: আগরতলা, জয়নগরের ৺চন্দ্রকুমার দত্তের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

মহারাজ দুর্গামাণিক্যের আজ্ঞামোহরাঙ্কিত ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত পাচ-সনা ইজারা বন্দোবস্তের অপ্রকাশিত পাট্টাপত্র।

সৌজন্য: ৺চন্দ্রকুমার দত্ত।



বীরচন্দ্র কর্তৃক ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে (১২৭৬ ত্রিং) প্রদত্ত আমীন নিযুক্তির পরোয়ানা। এই দলিল যুবরাজী মোহরাঙ্কিত।

সৌজন্য: ৺চন্দ্রকুমার দত্ত।



মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য কর্তৃক রামমাণিক্য রায় নায়েব দেওয়ানকে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে চাকলার দেওয়ান পদে নিযুক্তির সনদ।

সৌজন্য: আগরতলা, জয়নগর নিবাসী শ্রীবিনয়ভূষণ রায় বর্ধন।

PLATE – 9



মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য

"রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা" হইতে পুনর্মুদিত।

শ্রী [illegible]

প্রাণেশ্বরী

সুখী।

তুমি লিখিয়াছ অনেক দিন পরে আমারে [illegible] মনের [illegible]

আর লিখিয়াছ আমি বিদেশে আমাকে তুমি থাকিতে পারা যায় [illegible] লোক [illegible]

[illegible] থাকে হইতে স্ত্রীজাতির স্বভাব ধর্ম্ম মনে থাকুক না থাকুক যাহা হৌক [illegible]

এই মত প্রেমসুধা বর্ষণ করিয়া চিরকাল কের [illegible] করিবা

কবিতা।

পত্রের উত্তরে বড় সুখী কৈলে মোরে,
রত্নের অধিক জত্নে রাখিব অন্তরে।
তুমি মম আমি তব যদি হয় তাই,
ইহাহতে সুখ তিন ভুবনে ও নাই।

লিখিয়াছ তোমার [illegible] মনে [illegible]
[illegible]
[illegible]

আরকিছু নাহি চাহে পেতে প্রেম রস।
চিরকাল থাকেলো হইয়ে তারি বশ।
এতদিনে চির আশা চির আকিঞ্চন,
পাইলাম আজি আমি মনের মতন।

মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের লেখা চিঠি

এ সুখের স্মৃতি মম জাগ্রতে স্বপনে,
সদত জাগিয়া প্রিয়ে থাকিবেলো মনে।

তুমি যে চেরির জন্য বলিয়াছ তাহা আমি ভুলি নাই—এবার বাড়ী যাইবার সময় সঙ্গে করিয়া নিব,
আমাকে কি ইনাম দিবে উত্তরে জানাইবা

—এখানে আমরা সকলেই জগদীশ্বর কৃপায় ভাল আছি আগতে
তোমার কুশল লিখিয়া বিদেশীকে সুখী করিবা॥

আশীর্ব্বাদক।
শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মন।

'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' গ্রন্থ হইতে পুনর্মুদ্রিত।



মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য

'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' গ্রন্থ হইতে পুনর্মুদ্রিত।

চিত্রাঙ্কনরত মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য

'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' গ্রন্থ হইতে পুনর্মুদ্রিত।



মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য

সৌজন্য ঃ আগরতলা পৌর সংস্থা।



(ক) রাজমন্ত্রী, নাজির ঠাকুর দীনবন্ধু দেববর্মা



পাণ্ডিত্য ও সাংবাদিকতার জন্য
একদা সারা ভারতে সুপরিচিত
ডা শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সৌজন্য জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা



(খ) রাজমন্ত্রী, ঠাকুর ধনঞ্জয় দেববর্মা



(গ) রাজমন্ত্রী, রায়বাহাদুর মোহিনীমোহন বর্ধন

ক, খ ও গ ছবি পুরাতন চন্টাপ্রকাশ পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত।



(ক) সর্বোচ্চ আদালতের অন্যতম বিচারপতি, উজীর ঠাকুর গোপীকৃষ্ণ দেববর্মা



রাজমন্ত্রী, রায়বাহাদুর উমাকান্ত দাস

(নিজস্ব সংগ্রহ)



(খ) রাজমন্ত্রী, রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়



(গ) চিফ অফিসার (রাজমন্ত্রী) বাবু অন্নদাচরণ গুপ্ত

(ক, খ ও গ চিত্র চণ্ডীপ্রকাশ পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত



(ক) রাজমন্ত্রী, রায়বাহাদুর প্রসন্নকুমার দাশগুপ্ত



(খ) রাজেশ্বরের দীর্ঘকালের পারিষদ (এডিকং)
কর্ণেল ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্মা

(ক ও খ চিত্র ত্রিপুরাপ্রকাশ পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত)



দেওয়ান বাহাদুর
বিজয়কুমার সেন

সৌজন্য:
শ্রীঅনিলকুমার সেন

সরকারী বাংলার রূপকারগণ (উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ)



বাম হইতে দক্ষিণ: সর্ববামে (সনাক্ত করা যায় নাই), রাধারমণ ঘোষ, দেওয়ান শরৎচন্দ্র নন্দী, দেওয়ান অমৃতলাল মিত্র এবং দেওয়ান শশীভূষণ বসু।

সৌজন্য: কর্ণেলবাড়ীর ঠাকুর শ্রীযুত নরেন্দ্র দেববর্মা।

সরকারী ভাষার বিশিষ্ট রূপকারবৃন্দ (ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ



বাম হইতে দক্ষিণে:
খাস আদালতের বিচারক, ঠাকুর সারদাচরণ দেববর্মা, সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারক, ঠাকর কালীচরণ দেববর্মা; আপীল আদালতের জজ, ঠাকুর রাধামোহন দেববর্মা; সদরের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট, ঠাকুর প্রসন্নকুমার দেববর্মা এবং মিলিটারীর ভারপ্রাপ্ত কর্ণেল, ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্মা।

সৌজন্য: চণ্টাপ্রকাশ।

সরকারী সম্মেলনে মিলিত সরকারী ভাষার রূপকারবৃন্দ (১৯১৪ খৃঃ)



বাম হইতে দক্ষিণে:

প্রথম সারি (কার্পেটে উপবিষ্ট): তড়িৎমোহন গুপ্ত, মহিমচন্দ্র দত্ত, অসিতচন্দ্র চৌধুরী, মহেন্দ্রচন্দ্র পাল, রামকমল ভরদ্বাজ, কমলাপ্রসাদ দত্ত।

দ্বিতীয় সারি (চেয়ারে উপবিষ্ট): ঠাকুর তারিণীচরণ দেববর্মা, যতীন্দ্রচন্দ্র মৌলিক, বঙ্গচন্দ্র দেববর্মা, অসনাক্ত, ঠাকুর রেবতীমোহন দেববর্মা, ডাঃ মণিময় মজুমদার, প্রমদারঞ্জন ভট্টাচার্য্য, অসনাক্ত, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী।

তৃতীয় সারি (দণ্ডায়মান): কুমার কুসুমচন্দ্র দেববর্মা, কুমার দীনমোহন দেববর্মা, মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মা, মহারাজ কুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা, মহারাজকুমার মহেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা, উজীর ঠাকুর ব্রজকৃষ্ণ দেববর্মা, ঠাকুর সারদাচরণ দেববর্মা, চন্দ্রকান্ত বসু।

চতুর্থ সারি (দণ্ডায়মান): হেমকুমার চৌধরী, মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী, অসনাক্ত, বিজয়কুমার সেন, বিনোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন গুপ্ত, ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, কালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ, নরেন্দ্রচন্দ্র বসু। (স্বীয়সংগ্রহঃ ব্লক প্রিন্ট হইতে পুর্ণমুদ্রিত)



পদ্মমোহর ঃ

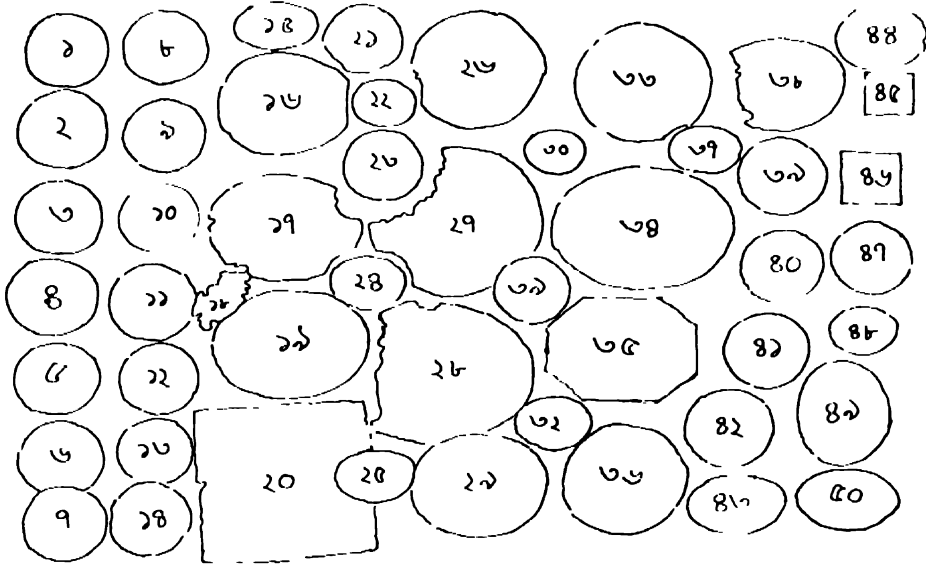
মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য।



আজ্ঞামোহর ঃ

রিজেন্ট রাজমাতা কাঞ্চনপ্রভা দেবী।

রাজপ্রাসাদে রক্ষিত প্রাচীন শীল মোহরের আলোকচিত্র



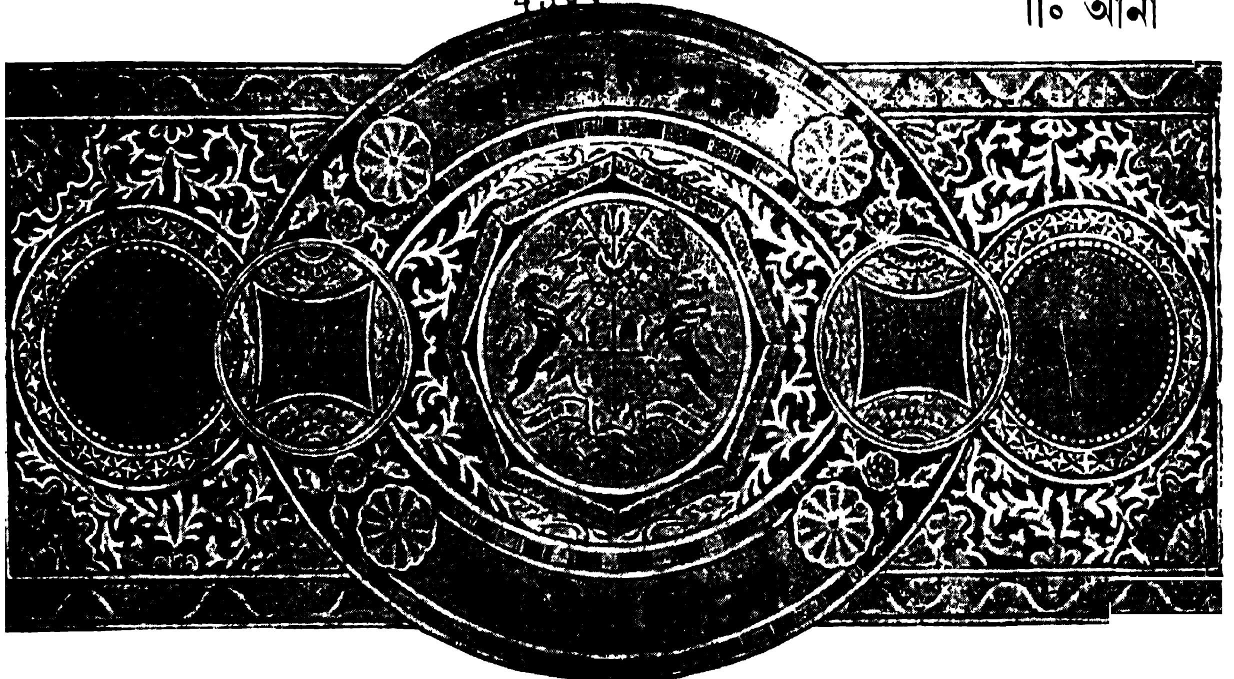


ত্রিপুরার রাজা ও রাজপরিবারবর্গের ব্যক্তিগত শীলমোহর ইত্যাদির নিদর্শন। এ সম্বন্ধে কতিপয় শীলমোহরের বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্পাদকের নিবেদন (পূর্বার্ধ) দ্রষ্টব্য। এই সংগ্রহের মধ্যে অল্প কয়েকটি রাজ্যের বাহিরের শীলও আছে। তবে, প্রায় সব শীলই বিগত শতাব্দীর এবং তৎপূর্বের।

(সুলতানৎ বিভাগের প্রাক্তনকর্মী শ্রীযুত মনোরঞ্জন দেববর্মার সৌজন্যে)

ত্রিপুরা রাজ্যের রসিদ (রেভিনিউ) টিকেট

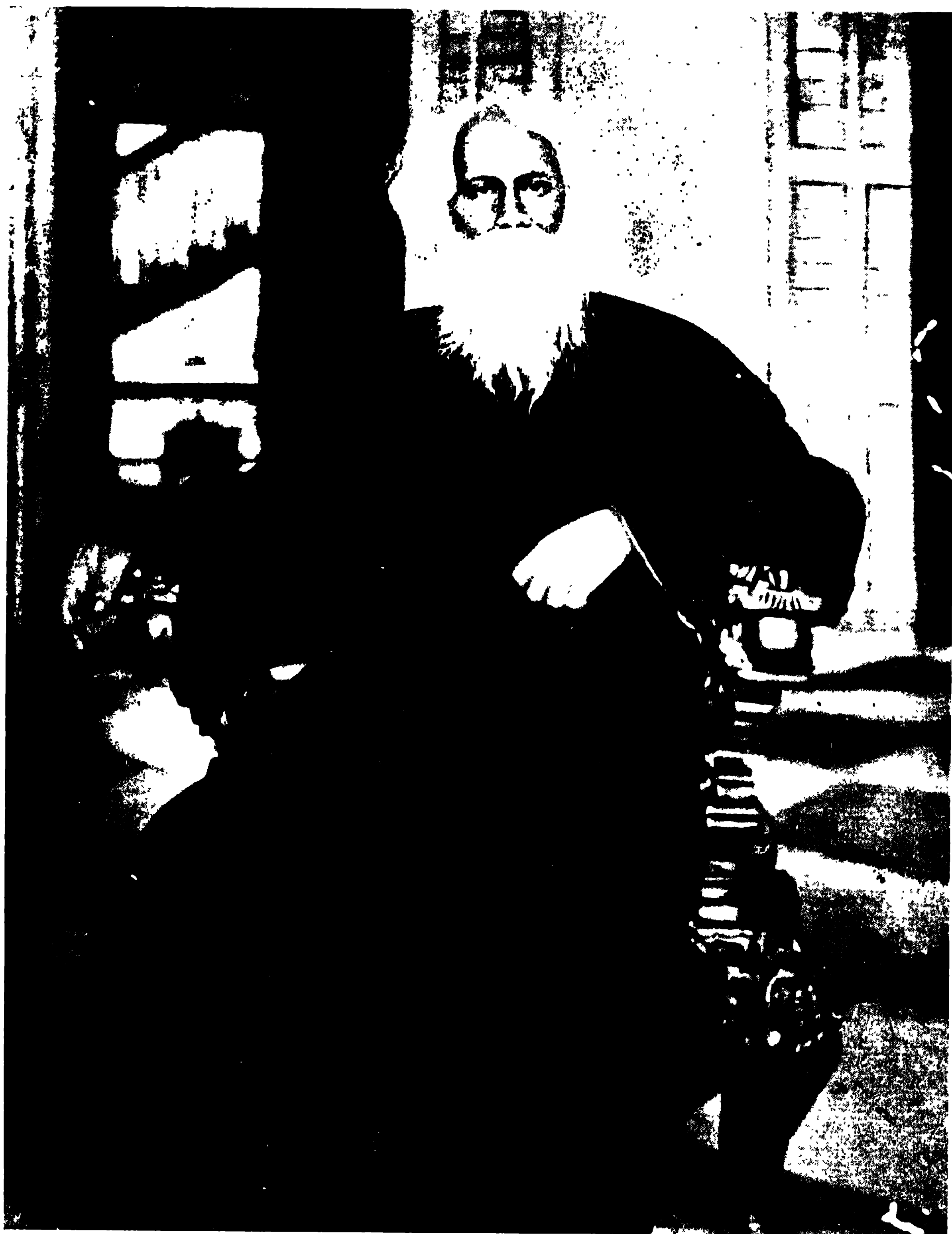




রাজগী ত্রিপুরার আট আনা মূল্যের স্ট্যাম্প কাগজ



রাজগী ত্রিপুরার দুই টাকা মূল্যের স্ট্যাম্পের কাগজ



আগরতলায় শেষবারে (কুঞ্জবন প্রাসাদ, ১৯৩৬)

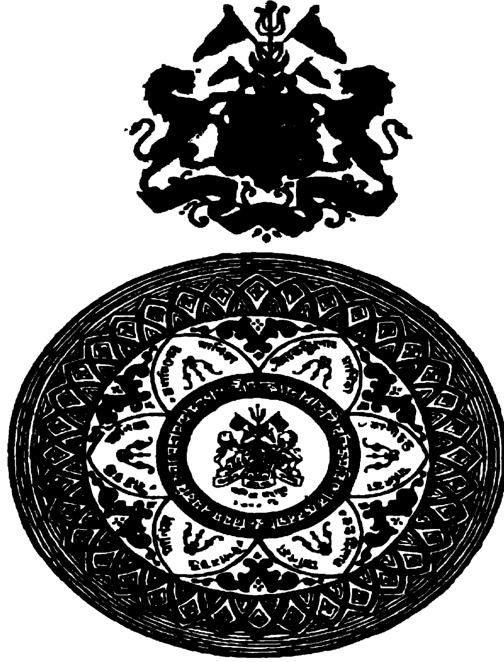
('রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' হইতে পুনর্মুদ্রিত



১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাসে শান্তিনিকেতনের, 'শ্যামলী'র সম্মুখে রবীন্দ্রনাথসহ সপারিষদ মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য।

'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' হইতে পুনর্মুদ্রিত)

নং ২৫২



দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর কে-সি-এস-আই। এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য।

নরপতেরাদেশোয়ং কারকবর্গেষু প্রচরতু পরমস্ত বিরাজতে রাজধানী—হস্তিনাপুরী। ইতি—

১৩৫১ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ২৫শে বৈশাখ।

যেহেতু বাঙ্গালার তথা সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরব বিশ্ববরেণ্য জনপ্রিয় কবি শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের অশীতিতম জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে জয়ন্তী উৎসব হওয়া এ পক্ষের অভিপ্রেত ;—

যেহেতু মর্ত্ত্য দেহে অমৃতের অনুসন্ধানই মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ—'মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি এতাবদনুশাসনম্', ঋষিরা কাব্যের ভিতর দিয়া ভগবদসত্তাকে উপলব্ধি করিবার সুযোগ জগতকে দিয়াছেন ; রবীন্দ্রনাথের বাল্য রচনায় অঙ্কুরোদ্গত সেই অমর জ্যোতিঃ-প্রকাশ এ রাজ্যের তদানীন্তন অধীশ্বর, এ পক্ষের প্রপিতামহ গুণী রসিক মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরকে আকর্ষণ করায়—তিনিই তরুণ রবিকে রাজ-অভিনন্দনে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন—

যেহেতু এ পক্ষের পিতামহ ত্রিপুরা রাজ্যে নব-যুগ-আলোকবাহী মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের সহিত অকৃত্রিম সৌহৃদ্য-বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া কবিবর নিরবচ্ছিন্নভাবে সাহিত্যে, কাব্যে ও চিন্তাধারায় এ রাজ্যের কল্যাণ কামনা করিয়া আসিতেছেন—

যেহেতু কবিবরের সপ্ততিতম জয়ন্তী উৎসবে কলিকাতা নগরীতে হোতৃকার্য্যে বৃত হইবার গৌরব লাভ এ পক্ষের হইয়াছিল, তদ্ধেতু অশীতিতম জন্ম-বার্ষিকী দিবসে ভারতীয় কৃষ্টি ও সাধনার আলোকস্তম্ভ স্বরূপ কবিবরকে তদীয় পরিণত প্রতিভা-যুগে সসম্ভ্রমে অভিনন্দিত করা ত্রিপুর-রাজের কর্তব্য—"জ্যোৎস্নাভিরাহত মহদ্ধ্ দয়ান্ধকারম্"—

অতএব

এই উৎসব জয়ন্তীকে চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত

কবি শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়কে

"ভারত-ভাস্কর"

আখ্যায় ভূষিত করা যায় ;—

এবং

শ্রীভগবান্ তদীয় আশীর্ব্বাদে কবিবরকে সুস্থ দেহে

শতবর্ষ ভোগ করিবার সুযোগ দান করুন।

["রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা" গ্রন্থ-ইতে পুনর্মুদ্রিত]



শান্তিনিকেতনে কবির "ভারত-ভাস্কর" মানপত্র গ্রহণ



রাজমন্ত্রী ও পরবর্ত্তীকালে প্রধানমন্ত্রী মহামান্যবর
মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মণ।

(যৌবনে ও বার্ধক্যে)



সৌজন্য : শ্রীপূর্ণেন্দুকিশোর দেববর্মা



নয়া দিল্লীর দেশীয়-রাজ্য মন্ত্রকে ভারতের সহিত ত্রিপুরা রাজ্যের সাঙ্গীকরণ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ঐতিহাসিক দৃশ্য।

বাম হইতে দক্ষিণেঃ দেওয়ান রণজিৎ কুমার রায়, পান্না রাজ্যের নৃপতি (মহারাণী রিজেন্টের পিতা) মহারাজ যাদবেন্দ্র সিংহ, ত্রিপুরার রিজেন্ট রাজমাতা মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবী এবং দেশীয় রাজ্য মন্ত্রকের সচিব শ্রী ভি. পি. মেনন।

ত্রিপুরার রাজাদের মুদ্রা




১







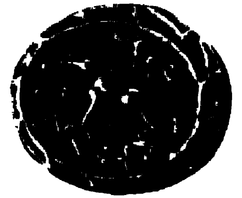
৩




৪




৫

৬




৭




৮




৯




১০

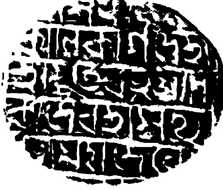
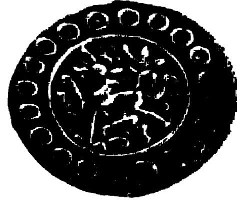
প্রথম সারি: রত্নমাণিক্য (শক ১৩৮৬), ধন্যমাণিক্য (শক ১৪১২)
দ্বিতীয় সারি: দেবমাণিক্য (শক ১৪৫২), বিজয়মাণিক্য (শক ১৪৫৮)
তৃতীয় সারি অনন্তমাণিক্য (শব্দ ১৪৮৬), উদয়মাণিক্য (শক ১৪৮৯)
চতুর্থ সারি: জয়মাণিক্য (শক ১৪৯৫), অমরমাণিক্য (শক ১৪৯৯)
পঞ্চম সারি: রাজধরমাণিক্য (শক ১৫০৮), যশোমাণিক্য (শক ১৫২২)

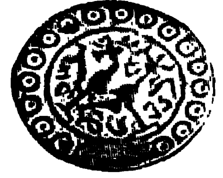
১১

১২

১৩

১৪

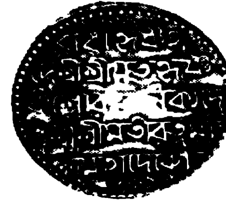
১৫

১৬

১৭

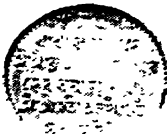
১৮

১৯

২০

২১

২২

প্রথম সারি: কল্যানমানিক্য (শক ১৫৪৮), গোবিন্দমাণিক্য (শক ১৫৮২)
দ্বিতীয় সারি: রত্নমানিক্য ২য় (শক ১৬০৭), ধর্মমাণিক্য ২য় (শক ১৬৩৬)
তৃতীয় সারি: কৃষ্ণমানিক্য (শক ১৬৮২), দুর্গামাণিক্য (শক ১৭৩১)
চতুর্থ সারি: রামগঙ্গামানিক্য (শক ১৭৪৩), কৃষ্ণকিশোরমাণিক্য (শক ১৭৫২)
পঞ্চম সারি: ঈশানচন্দ্রমানিক্য (শক ১৭৭১), বীরচন্দ্রমাণিক্য (১২৭৯ ত্রিপুরাব্দ)
ষষ্ঠ সারি: রাধাকিশোরমানিক্য (১৩০৬ ত্রিপুরাব্দ), বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্য (১৩৩৭ ত্রিপুরাব্দ)

ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার হইতে পুনর্মুদ্রিত।
সৌজন্য: শ্রীজহর আচার্য।

পরিশিষ্ট—ঙ

মুদ্রার পাঠ

	রাজা	মুখ্য দিক: লেখন	গৌণ দিক: চিত্রণ ও লেখন
১।	প্রথম রত্নমাণিক্য	শ্রীশ্রীর/ত্ন মানি/ক্যদেবঃ	ত্রিপুরাসিংহের অবয়ব (ভিতর দিকে লেখা, প্রান্তিক লেখন) "শ্রীদুর্গ্গা রাধনাপ্তবিজয় রত্নপুরে শক ১৩৮৬"
২।	ধন্যমাণিক্য	ত্রিপুরেন্দ্র/শ্রীশ্রীধন্য/মাণিক্য শ্রীক/মলা দেব্যৌ	ত্রিপুরাসিংহ, "শক ১৪১২"
৩।	দেবমাণিক্য	সুবর্ণগ্রা-/ম বিজয়ি/শ্রীশ্রীদেব-/মাণিক্য শ্রী/ পদ্মাবতি	ত্রিপুরাসিংহ, "শক ১৪৫২"
৪।	বিজয়মাণিক্য	শ্রীশ্রীবিজ-/য় মাণিক্য/দেবশ্রীলক্ষ্মী/মহাদেব্যৌ	ত্রিপুরাসিংহ, "শক ১৪৫৮"
৫।	অনন্তমাণিক্য	শ্রীশ্রীযু-/তানন্ত মাণি/ক্যদেব	গরুড়ারূঢ় বিষ্ণুমূর্তি, "শক ১৪৮৬"
৬।	উদয়মাণিক্য	শ্রীশ্রীযুতো/দয় মাণিক্য/দেব শ্রীহি/রা মহা-দেবৌ	ত্রিপুরাসিংহ, "শক ১৪৮৯"
৭।	প্রথম জয়মাণিক্য	শ্রীশ্রীযুত/জয়মাণিক্য/দেব শ্রীসুভ/ দ্রামহাদেবৌ	ত্রিপুরাসিংহ, "শক ১৪৯৫"
৮।	অমরমাণিক্য	শ্রীশ্রীযুতাম/র মাণিক্য দে/বশ্রীঅমরাব/ তী মহাদেব্যৌ	ত্রিপুরাসিংহ, "শক ১৪৯৯"
৯।	প্রথম রাজধরমাণিক্য	শ্রীশ্রীযুতরাজ/ধর মাণিক্য দে/বশ্রীসত্যব/ তী মহাদেব্যৌ	ত্রিপুরাসিংহ, "শক ১৫০৮"
১০।	যশোধরমাণিক্য	শ্রীশ্রীযুত য/শো মাণিক্য/দেবশ্রীল/ ক্ষ্মীমহাদেব্যৌ	ত্রিপুরাসিংহের উপর ডানদিকে নারীমূর্তিসহ বংশীধারী কৃষ্ণমূর্তি, "শক ১৫২২"
১১।	কল্যাণমাণিক্য	শ্রীশ্রীযু/তকল্যা/ণদেবঃ (সিকি মুদ্রা)	ত্রিপুরাসিংহ, "শক ১৫৪৮"
১২।	গোবিন্দমাণিক্য	শ্রীশ্রীযু/ত গোবি/ন্দদেবঃ (সিকি মুদ্রা)	ত্রিপুরাসিংহ, "শক ১৫৮২"
১৩।	দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য	শিবঃ/কালিকাপদে শ্রী/শ্রীযুতরত্নমাণি/ক্যদেব শ্রীসত্য/বতীমহাদেব্যৌ	ত্রিপুরাসিংহ, "শক ১৬০৭"
১৪।	দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্য	শিবদুর্গাপ/দারজমধুপ/শ্রীশ্রীযুত ধর্ম/মাণিক্য-দেবঃ	ত্রিপুরাসিংহ, "শক ১৬৩৬"

	রাজা	মুখ্য দিক : লেখন	গৌণ দিক : চিত্রণ ও লেখন
১৫।	কৃষ্ণমাণিক্য	শিবদুর্গাপ/দে শ্রীশ্রীযুত/কৃষ্ণমাণিক্য/দেব শ্রী জাহ্ন/বীমহাদেব্যৌ	ত্রিপুরাসিংহ, "শক ১৬৮২"
১৬।	দুর্গামাণিক্য	কালীপদে/শ্রীশ্রীযুত দুর্গা/মাণিক্য দেবশ্রী/মতি সুমিত্রা/মহাদেব্যৌ	ত্রিপুরাসিংহ, "শক ১৭৩১"
১৭।	রামগঙ্গামাণিক্য	শিবদুর্গাপ/দে শ্রীশ্রীযুতরাম/গঙ্গামাণিক্যদেব/ শ্রীশ্রীমতিচন্দ্রতা/রামহাদেব্যৌ	ত্রিপুরাসিংহ, "শক ১৭৪৩"
১৮।	কৃষ্ণকিশোরমাণিক্য	রাধাকৃষ্ণপ/দে শ্রীশ্রীযুতকৃষ্ণ/কিশোরমাণিক্য দে/ব শ্রীশ্রীমতীরত্নমা/লা মহাদেব্যৌ	ত্রিপুরাসিংহ, "শক ১৭৫২"
১৯।	ঈশানচন্দ্রমাণিক্য	রাধাকৃষ্ণপ/দে শ্রীশ্রীযুতঈ/শানচন্দ্র মাণিক্য/ দেবী শ্রীশ্রীমতী/মুক্তাবলি ম/হা দেব্যৌ	ত্রিপুরাসিংহ, "শক ১৭৫১"
২০।	বীরচন্দ্রমাণিক্য	রাধাকৃষ্ণপদে/শ্রীশ্রীযুত বীরচন্দ্র/মাণিক্য দেববর্ম্মা/শ্রীশ্রীমতী মনমোহিনী/মহাদেবী	ত্রিপুরাসিংহ, ১২৭৯ ত্রিপুরাব্দ
২১।	রাধাকিশোরমাণিক্য	রাধাকৃষ্ণপদে/শ্রীশ্রীযুত রাধাকিশোর/দেব-বর্ম্মা মাণিক্য/শ্রীশ্রীমতীতুলসীবতী/মহা-দেব্যৌ (অর্ধমুদ্রা)	ত্রিপুরাসিংহ, ১৩০৬ ত্রিপুরাব্দ
২২।	বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্য	পঞ্চশ্রীমহারাজমাণিক্য বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর (চারিপাশে গোলাকার লেখন ভিতরে মহারাজার প্রতিকৃতি)	ত্রিশূলবাহী ত্রিপুর শার্দুল, ১৩৩৭ ত্রিপুরাব্দ

পরিশিষ্ট—চ

॥ শুদ্ধিপত্র ॥

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	লাইন
হরত্তক্ত	হরবক্ত	৩	১৭
তেরিজ	তেরিখ	৪	২৩
বিসম সমর	বিষম সমর	৭	১২
চোধুরী	চৌধুরী	৭	২২
সর্ত্ত	সর্ত	৮	২
তোমারঘ	তোমারগ	৯	৩০
দেওয়ানী...	দেওয়ানী প্রাপ্তির	৯	১৫
মাণীক্য	মাণিক্য	১০	৩
স্বতি	সস্তি	১১	৩
দাহিত্র	দৌহিত্র	১১	২৪
নির্ভাহ	নির্বাহ	১৩	১১
কুমিলা	কুমিল্লা	১৫	২১
বৈদ্যোত্তর	বৈদ্যোত্তর	২১	১৭
Radha Raman Ghosh[৩]	Radha Raman Ghosh*	২২	৩
কাজকারক	কার্যকারক	২২	
জিবারিবসুমোনে	জিবারিবসুমানে	২২	২৩
বনিত।	বণিত	২২	২৮
খান্দানের[৪]	খান্দানের[৩]	২৪	৯
রাজগী[৫]	রাজগী[৪]	২৪	১১
বিনন্দিয়া আলং[৬]	বিনন্দিয়া আলং[৫]	২৭	৬
এর পক্ষে	এই পক্ষে	২৮	৫
শ্রেণীয়	শ্রেণীর	২৯	৩০, ৩২, ৩৪, ৩৬
সুপারিনটেণ্ডেট	সুপারিনটেণ্ডেন্ট	৩২	২৪
৫ই বৈশাখ[৭]	৫ই বৈশাখ[৬]	৩২	২৬
জ্যেতিরীন্দ্র	জ্যোতিরীন্দ্র	৩৩	৩০
যাইবে[৮]	যাইবে[৭]	৩৬	২৩
দেববর্ম্মনের	দেববর্ম্মণের	৩৭	৮
আচরনার্থ	আচরণার্থ	৩৯	২৬
অগ্রহায়ন	অগ্রহায়ণ	৪১, ৪২	২১
প্রনয়ন	প্রণয়ন	৪৩, ৩৯৩	১৯, ২
পরিদর্শনাসতর	পরিদর্শনান্তর	৪৫	১৩
ভিন	ভিন্ন	৪৬	১
সংরক্ষণর	সংরক্ষণের	৪৬	১০
তজন্য	তজ্জন্য	৪৬, ৭৩, ১০৮, ২৩৮, ৪৪৮	২৭, ৩, ২৬, ১৭, ২২
শ্রাবন	শ্রাবণ	৪৯	১৫
জমিদারী	জমিদারী	৪৯	১৭
সর্ব্বাধিক	সর্ব্বাবিধ	৪৯	২২
তত্ত্বাবধায়ন	তত্ত্বাবধায়ক	৫০	১৪, ১৫
জ্যেতিশ্চন্দ্র সেন	জ্যোতিশ্চন্দ্র সেন	৫১	৩৩
শুভপণ্যাহ	শুভপুণ্যাহ	৫৭	১৫
সাহসজা	সাহ সুজা	৫৭	১৯
শ্লক	শ্লুক	৬২	

॥ শুদ্ধিপত্র ॥

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	লাইন
কর্ম্মর্মচারীবর্গের	কর্ম্মচারীবর্গের	৬৯	১০
উজয়ন্ত, উজ্বয়ন্ত	উজ্জয়ন্ত	৭৪, ৫০৩	১১, ৯
মুখশ্রাব্য	সুখশ্রাব্য	৭২	১২
ত্রিপরাধিপতি	ত্রিপুরাধিপতি	৭৮	২
মি. ই. ফ্. স্যাণ্ডিস	মিঃ ই. এফ্. স্যাণ্ডিস	৯১	২০
শঙ্খলাবদ্ধ	শৃঙ্খলাবদ্ধ	১০১	৩১
ব্যতিরকে	ব্যতিরেকে	১০৪	২২
আচরে	আচার	১০৫	১০
আহানকে	আহ্বানকে	১০৭	২৮
মধুমসে	মধুমাসে	১০৮	২৯
কাজয়ানা	কাজিয়ানা	১১০	৬
তৎসক্রান্ত	তৎসংক্রান্ত	১২১	২
মংগালাকাঙ্খীন	মংগলাকাঙ্খীন	১২৫	১১
স্বাদেশ	আদেশ	১৩০	৮
দরকারী	দরবারী	১৬৫	২২
অনুন্য	অন্যূন	১৬৬	১৪
চাকুরণ	চাকরাণ	১৮০	৭
চ্ছেদন	ছেদন	১৯১	১৭
খাসেকি	খাসে কি	১৯৭	১৩
রেজেণ্টরী	রেজেণ্টারী	১৯৮	১৫
মস্কাবার	মাস্কাবার	১৯৯	৬
ঠাকুরবংশীর	ঠাকুর বংশীয়	২০১	২৬
তার	তাঁর	২০২	৬
পদ	পদে	২০৩	২৯
রথযাত্র্য	রথযাত্রা	২০৫	৬
কাযকারকগণ	কার্য্যকারকগণ	২০৮	৩১
হইলেই	হইতেই	২০৮	৩১
রিটাণে	রিটার্ণে	২০৮	৩২
চাকুরীরকে	চাকুরির	২০৯	২
রমনীবাবু	রমণীবাবু	২০৯, ৪২৮, ৪৩১, ৪৩২	২৩, ৮, ৩৩, ১৯
এততত্যসঙ্গীয়	এতৎসঙ্গীয়	২১১	৩২
টেকেবাক	টেকেবেকে	২১৫	৭
ভূভিখণ্ডের	ভূমিখণ্ডের	২১৫	২২
তকখিসি	তকশিশি	২১৫	২৪
ইস্তকা	ইস্তফা	২১৬	৮
লথরাই	লংথরাই	২২২	৪
গংস্থনা	গং-স্থান	২২২	১৯
হইহত	হইতে	২২২	২১
সাবস্ত	সাব্যস্ত	২২৭	৬
পুব্বাহ্নে	পূর্ব্বাহ্নে	২২৭	৮
পয্যাপ্ত	পর্য্যাপ্ত	২২৭	১৭
কালেক্টারীত	কালেক্টারীতে	২২৮	১৮
আবাসে	অবাসে	২২৯	৫
অগ্রহয়ণ	অগ্রহায়ণ	২২৯	১৬

॥ শুদ্ধিপত্র ॥

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	লাইন
গবেষনামূলক	গবেষণামূলক	২২৯	৩২
ররিবে	করিবে	২৩৩	৮
লক্ষণীয়	লক্ষ্যণীয়	২৩৪	১৬
বোরকারী	রোবকাবী	২৩৭	১৪
নিদ্দেশ	নির্দ্দেশ	২৩৮	১৭
শ্রীজাহাল জঙ্গ	শ্রীডাহাল জঙ্গ	২৩৯	৫
বরীন্দ্রনাথ	রবীন্দ্রনাথ	২৩৯	২২
মেহা	সেহা	২৪৯	৫
বর্তমান	বর্ত্তমান	২৫০, ২৬০, ২৬১	১০, ১৬, ১৮, ৫, ২৯, ৩১, ৩৮
হরসাল	ইরসালের	২৫০	২৭
রিপাট	রিপোর্ট	২৫০	৩২
কাষ্যাধ্যক্ষ	কার্য্যাধ্যক্ষ	২৫০	৩০
প্রাপ্তক্ত	প্রাগুক্ত	২৫৩	২৬
বন্ধনী	বন্ধানী	২৫৫	৬
কম্মচারীগণের	কর্ম্মচারিগণের	২৫৯	২৬
রিঅগেনাই জেশন	রিঅর্গেনাইজেশন	২৬২	২৬
বর্ষেশষ	বর্ষশেষ	২৬২	৩২
Bhattarjee	Bhattacharjee	২৬৩	১৬
৯৯,০০০	৯৯০০০*	২৬৭	১৪
পয্যবেক্ষন	পর্যবেক্ষণ	২৭০	২৩
কত্তব্য	কর্ত্তব্য	২৭০	২৭, ৩০
কর্ত্তুপক্ষ	কর্ত্তৃপক্ষ	২৭১	৬
পূব্বে	পূর্ব্বে	২৭১	৮
রিটার্নগুতি	রিটার্নগুলি	২৭১	১৪
মজুরীকারী	মঞ্জুরীকারী	২৭১	১৬
অনৈক	অনৈক্য	২৭২	২৩
য়াদ্বারা	যদ্বারা	২৮০	৯
পৌনপুনিক	পৌনঃপুনিক	২৮০	৩১
মঞ্জুরী	মঞ্জুরী	২৮১	৮
লক্ষ	লক্ষ্য	২৮১	২১
স্বাক্ষর	স্বাক্ষর	২৮৪	১০
ম্মূল্যতার	দুর্ম্মূল্যতার	২৮৬	২৭
নদর্শন	নিদর্শন	২৯২	১
সাবস্ত্য	সাব্যস্ত	৩০৭, ৪১৯	২৮, ১৮
কৃত্রিশ	কৃত্রিম[8]	৩২৯	২৫
রিপোটের	রিপোর্টের	৩২৯	২৯
চারিখণ্ড	চারিখণ্ডে	৩৩০	১৪
পলিরক্ষিত	পরিলক্ষিত	৩৩৬	১
সর্ম্পকে	সম্পর্কে	৩৪৬	২৮
ইসক্ষনবিশি	ইসিমনবিশি	৩৫০	২২
বস্তুটির	বস্তুটির	৩৬৫	২৫
জাতাংশ	জাত্যংশ	৩৭০	২০
সংস্কৃত	সংস্কৃত	৩৭০	২৯

শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	লাইন
শব্রে	শব্দের	৩৭০	৩০
নবিশ	নবিস	৩৭৭	২
ব্রস্তমেজাজ	এস্তমেজাজ	৩৮২	৩০
সম্বন্ধনীয়	সম্বন্ধীয়	৩৮৬	১৬
অগ্রাদলতের	অগ্রাদালতের	৩৮৬	২৩
আদেশাদি	আদেশাদির	৩৮৬	৩২
ওয়ারেণ্ট, ওয়ায়েণ্ট	ওয়ারেন্ট	৩৮৮	২৪, ২৯
সদাচারুরূপে	সুচারুরূপে	৩৯৪	২১
নিদর্শন ৫২	নিদর্শন ৫১	৪১৫	১৩
কাবাজে	কাগজে	৪২৯	১
চালনাব	চালনার	৪২৯	১৩
৭৩।	৭৩। অপ্রকৃত বাটখারা বা গজ প্রভৃতি প্রতারণার কার্য্যে ব্যবহার করিবার জন্য নিকটে রাখন—৪১১ পৃঃ ৭২ নং পরে পড়িতে হইবে।		
৭৪। ——	৭৪। কোন ব্যক্তিকে অন্যায় মতে বন্ধকরণ—ঐ		
নাদাবিপঞ্জ	নাদাবিপত্র	৪৪২	১৮
মাহরের	মোহরের	৪৪৭	২২
দুষ্ট চরিত্রবশত	দুষ্টচরিত্রতাবশতঃ	৪৪৮	২১
তাহাদিগের	দেখিবে (বাদ যাইবে)	৪৪৯	২২-২৩
যোধজং	বোধজং	৪৭০	৫
কড়া	করা	৪৭৪	৭
ব্যায়	ব্যয়	৪৭৯	২৭
গ্রিহণ	গ্রহণ	৪৮০	১৬
— —	Vital Statistics	৪৮০	২৭
লোওয়াজ্যামা	লোওয়াজিমা	৪৮১	১৬
শাসনকর্ত্তা	শাসনকর্তা	৪৯১	১৩
পর্ণক্ষমতা	পর্ণক্ষমতায়	৪৯১	১৫

বি. দ্র:—এই সঙ্কলনে উদ্ধৃত নিদর্শনাদির ক্ষেত্রে সাধারণভাবে প্রাচীন বানান বজায় রাখা হয়েছে। শুধু আমাদের প্রদত্ত শিরোনামের ক্ষেত্রে আধুনিক বানান পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে মুদ্রণ প্রমাদবশতঃ দুই শ্রেণীর বানানের অবাঞ্ছিত মিশ্রণ ঘটেছে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনীয়।